সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

বিল্‌হণ ঃ ভবভূতি ঃ নারায়ণ

প্রধান উপদেষ্টা :
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /
ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু
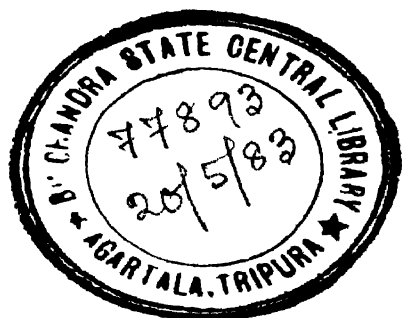
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা—নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গেছে; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন।

এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে-কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে-কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা মনে করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই যুগে জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই, ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী

সূচীপত্র

চৌরপঞ্চাশিকা

মহাবীরচরিত

হিতোপদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য ! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে, কত সহজে তিন-তিনটে বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ডের শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারিনি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁছতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে-পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গেল সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হল। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক নতুন যাত্রা—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক কর্মজীবন।

তিন বছরের এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পেঁছবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। শুধু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

বিল্হণ	:	চৌরপঞ্চাশিকা	: ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য
ভবভূতি	:	মহাবীরচরিত	: ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
নারায়ণ	:	হিতোপদেশ	: ডঃ মুরারিমোহন সেন

বিল্‌হণ

চৌরপঞ্চাশিক

ভূমিকা

চৌরপঞ্চাশিকা

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যটির মোট ১৮টি পাণ্ডুলিপি এযাবৎ পাওয়া গেছে [Barbara Stoler Miller : Fantasies of a Love Thief. Columbia Univ. Press 1971 দ্রষ্টব্য] এগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয়। এই দ্বিতীয় পাঠটির দুটি অংশ (ক) একশটি কাহিনীমূলক শ্লোক ও মূল কাব্যের চারটি শ্লোক নিয়ে পূর্ব পঞ্চাশৎ ও (খ) পরিচিত পাঠের পঞ্চাশটি শ্লোকে উত্তর পঞ্চাশৎ, এর অন্তে কয়েকটি অধিক শ্লোক সন্নিবিষ্ট। বিখ্যাত ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগারামে চৌরসুরত পঞ্চাশিকা ও চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা, বিল্হন পঞ্চাশিকা ও শশিকলা পঞ্চাশিকা নামে এ কাব্যের উল্লেখ আছে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একখানি কাশ্মিরী পাণ্ডুলিপি অধ্যাপক লাসেন ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গ্রন্থাগারে পান ও অধ্যাপক পেত্রুস্ ফন বোহ্লেনকে দেন ; তিনি গণপতির টীকাসমেত একটি জার্মাণ সংস্করণ ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই পরে একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। [Dr. Wilhelm Solf : Die Kashmir recension dir Pancasika] ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল্ রিসার্চ ইন্স্টিট্যুটের ৪৩৮/১৮৮৪-৮৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে তিনটি বিভিন্ন পাঠের সংকলন পাওয়া যায় ; এতে বিল্হনচরিত কাব্যের পরে আরও ৯০টি শ্লোক আছে। তিনটি পাঠভেদের মধ্যে পাঁচটি শ্লোক সাধারণ—এগুলি আর্যাবর্ত পাঠের ১, ২, ১১, ১২ ও ৫০ সংখ্যক শ্লোক। চৌরপঞ্চাশিকার টীকাকারদের মধ্যে গণপতি, মহেশ্বর পণ্ডিত, রাম তর্কবাগীশ (রামোপাধ্যায়) ও রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়।

আহ্মেদাবাদে চিত্রশালায় চৌরপঞ্চাশিকার আঠারোটি শ্লোকের চিত্রায়ন সংরক্ষিত আছে, এগুলি পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলার রীতিতে ষোড়শ শতকে অঙ্কিত। পদ্মশ্রী মুনি জিনবিজয়জির সৌজন্যে এগুলি মেহ্তা সংগ্রহে স্থান পায় ও ১৯৬৭ সালে শ্রীমতী লীলা শিবস্বরকার নয়া দিল্লী থেকে এগুলির প্রতিলিপিও সংশিষ্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন [The pictures of the Caurapancasika, A Sanskrit Love lyric. এর আগে বার্লিংটন ম্যাগাজিনের নবতিতম সংখ্যায় এ ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।]

অনুবাদ

১৮৪৮ সালে প্যারিসে চৌরকাব্যের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এইটিই প্রথম বিদেশী অনুবাদ। এর পরে ১৮৯৬ সালে স্যার এড্উইন আর্নল্ড ইংরেজি ছন্দে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভাষায় প্রথম গুজরাতি অনুবাদ (বিটলের) প্রকাশিত হয় শশিকলাবিরহবিলাপ নামে ষোড়শ শতকের শেষে ; মারাঠি অনুবাদ হয় ১৬৭১ সালে।

চৌরপঞ্চাশিকার বাংলা অনুবাদ ও ছায়ানুবাদ নানাভাবে নানা সময়ে হয়েছে। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল কাব্যে চৌতিশায় [চৌত্রিশটি পদ্যে] সুন্দর বিদ্যাকে স্মরণ করছে। অন্য কবিরাও চৌতিশা লিখেছেন, এগুলিতে স্বর-ব্যঞ্জনক্রমে আদ্যাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেক পয়ারের আদিতে। বাংলা অনুবাদে নায়িকার

নাম কোথাও শশিকলা বা যামিনীপূর্ণতিলকা নয়। নায়কও চোর বা বিল্হণ নয়—সর্বত্রই নায়িকা বিদ্যা, নায়ক সুন্দর। এর কারণ মনে হয় চৌরপঞ্চাশিকার প্রথম শ্লোকের শেষ চরণটি—'বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি', মনে হয় সে যেন মোহাচ্ছন্ন বিদ্যা ; এর থেকেই নায়িকা বিদ্যা নাম পেয়েছে। বাংলায় তাই মঙ্গলকাব্যের এই অংশটি বিদ্যাসুন্দর নামেই পরিচিত। কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে সুন্দর রাজার কাছে ন'টি শ্লোক পাঠ করছেন, এগুলি চৌরকাব্যের নটি শ্লোকের অনুবাদ। কাশীনাথ ব্রজবুলিতে কিছু কবিতা রচনা করেছেন [সুর-সংযোগে] যা চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদ বা ভাবার্থ নয়, বরং বিল্হণ কাব্যের অনুসরণে বিদ্যাসুন্দর কাব্য। বস্তুত বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশগুলির আখ্যানভাগ বিল্হণ কাব্য থেকেই সংগৃহীত। অষ্টাদশ শতকে ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এখানে সুন্দর রাজার সামনে চৌরপঞ্চাশিকার প্রথম ও শেষ শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করেন ; ['ক' পুঁথি অনুসারে অবশ্য সমগ্র চৌরপঞ্চাশিকারই বাংলা অনুবাদ] রাজা কন্যার রূপ ও সম্ভোগশৃঙ্গারের বর্ণনায় লজ্জিত হন. শ্মশানে সুন্দর পঞ্চাশটি পয়ারে কালিকার স্তব করেন। চৌতিশার মতো এগুলিরও অদ্যাক্ষর স্বর-ব্যঞ্জন-ক্রমে বিন্যস্ত। দেবী স্বয়ং অভয়দানে করলে রাজার চেতনা হয় এবং বিদ্যা ও সুন্দর কৈলাসশিখরে যান। অষ্টাদশ শতকের শেষে (১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) টীকাকার রাম তর্কবাগীশ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেন যে চৌর কবি সুন্দর দেবী কালিকার উদ্দেশে শ্লোকগুলি রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে কবীন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তী সম্পূর্ণ চৌরপঞ্চাশিকার অনুবাদ করেন পয়ার ছন্দে। ঐ শতকেরই শেষার্ধে দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্রের বিদ্যাসুন্দরে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুন্দর রাজার সামনে চৌরপঞ্চাশিকার প্রথম সাতটি ও শেষ দুটি শ্লোকের অনুবাদ করেন ও শ্মশানে চৌতিশায় কালীর স্তব করেন। ভারতচন্দ্রের সমকালীন কবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে চৌরপঞ্চাশিকার প্রথম দুটি, আটাশ ও শেষ শ্লোকের অনুবাদ করেন।

বররুচির প্রণীত বলে খ্যাত একটি বিদ্যাসুন্দর কাব্য আছে, এটি সংস্কৃতে বিদ্যা ও সুন্দরের উক্তি-প্রত্যুক্তিক্রমে ৫৭টি শ্লোকে রচিত। [এটি শ্রীপ্রফুল্ল পালের অনুবাদে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ বসুমতী সংস্করণে প্রকাশ করেন ১৮৭৩ সালে।] পরিশেষে, অনেক বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিদ্যাসুন্দর অংশে সুন্দরের মুখে দ্ব্যর্থবোধক পঞ্চাশটি বাংলা কবিতা পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির যুগপৎ বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ব্যাখ্যা সম্ভব। কাশী-নাথ সার্বভৌম চৌরপঞ্চাশিকার যে টীকা করেন এ ধরণের দ্ব্যর্থক অনুবাদ তারই ভিত্তিতে রচিত। অন্যান্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিদ্যাসুন্দরের দ্ব্যর্থক অনুবাদে কোনো ভণিতা নেই বলে এগুলি ভারতচন্দ্রের বলে মনে করা হত ; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে জানা গেছে এগুলি নন্দকুমার কবিরত্নের অনুবাদ। [১৯৭৪ সালে বিশ্ববাণী থেকে প্রকাশিত শ্রীঅবন্তী সান্যাল সম্পাদিত 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতায়' শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদে চৌরপঞ্চাকিশার ন'টি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ আছে। ইংরেজিতে Barbara Stoler Miller : Fantasies of a Love thief. Columbia Univ. Press 1971 ও The Hermit and the Love thief Col. Univ. Press 1978 দুটিতে চৌরপঞ্চাশিকার একই অনুবাদ সন্নিবেশিত আছে।]

চৌরকবি ও কাহিনীর পটভূমিকা

স্যার আর্নল্ড এড্উইনের ধৃত পাঠে চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটি শ্লোকের পূর্বে আরও চুয়াত্তরটি শ্লোক পাওয়া যায়; কাব্যমালার পাঠে এগুলি পূর্বপীঠিকা এবং এতে কবির পূর্ব জীবনী আছে, এখানে কবি বিল্হণই চোর। শেষের পঞ্চাশটি শ্লোক উত্তরপঞ্চাশৎ, এটিই চৌরপঞ্চাশিকা। বিল্হণের পূর্বপীঠিকা পড়ে জানা যায় মহিলাপত্তনে বীরসিংহ নামে এক চাপোৎকট রাজা ছিলেন, চম্পাবতী এঁর রাজধানী ছিল, ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর কন্যার নাম উত্তরভারতীয় পাণ্ডুলিপিতে শশিকলা এবং কর্ণাটে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে মদনাভিরামের কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকা। বিল্হণ তাঁর নিজের রচিত বিক্রমাঙ্কদেবচরিত গ্রন্থে আত্মকথা কিছু বলেছেন, সেখানে কিন্তু চৌরপঞ্চাশিকার অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতার কথাই বলেন নি। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত ১০৮৫ খ্রীস্টাব্দে বিল্হণের পরিণত বয়সের রচনা। এখানে যে বিবরণ আছে সেঅনুসারে তিনি ১০৬২-৬৫ সালের মধ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন ও একাদশ শতকের শেষদিকে দেশভ্রমণ ও সাহিত্য রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম সর্গে দেখি রাজা কলশের রাজত্বকালে বিল্হণ তাঁর স্বদেশ কাশ্মীর পরিত্যাগ করে কর্ণাটে যান; সেখানকার রাজা পরমাদি তাঁকে সভাপতিপদে বরণ করে বিদ্যাপতি উপাধি দেন (শ্লোক ৯৩৫-৩৮) [এ উপাধিও কি নায়িকার নাম 'বিদ্যা' হওয়ার অন্যতম কারণ?] —বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে বিল্হণ বলেছেন, যারা সীমা মেনে চলে না, সর্বদা লজ্জাজনক অশুদ্ধ ভাষা বলে সেই গুর্জরদের পথে পড়ে যে সন্তাপ তিনি অর্জন করেছিলেন সোমনাথ দর্শন করে তা মোচন করেন; এখানে কি চৌরপঞ্চাশিকার অভিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে?

বিল্হণকাব্যে পাই রাজা বীরসিংহ কন্যা শশিলেখার অধ্যাপকরূপে কবিকে নিযুক্ত করেন কিন্তু পাছে পরস্পরের প্রতি তাঁদের আসক্তি জন্মায় এই আশঙ্কায় তাঁদের বলেন যে রাজকন্যা কুষ্ঠরোগিণী ও বিল্হণ জন্মান্ধ। দারুযবনিকার দুইপারে থাকতেন ছাত্রী ও অধ্যাপক। এক পূর্ণিমা রাত্রে সহসা যবনিকা সরিয়ে পরস্পরকে দেখেন তাঁরা এবং অনুরাগের সঞ্চার হয়; গোপনে তাঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন। কিছুদিন পরে রাজা জানতে পারেন ও কবির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ঘাতকেরা যখন তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন অতীতের মিলনের স্মৃতি তাঁর মনে উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং পঞ্চাশটি শ্লোকে তিনি শেষবারের মতো স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর কাব্যনৈপুণ্য এবং আবেগের গভীরতায়, মুগ্ধ অভিভূত রাজা দণ্ড প্রত্যাহার করেন ও সসম্মানে তাঁর হাতে রাজন্যাকে সমর্পণ করেন।

বাংলা অনুবাদে একাব্যের যে পরিণতি হোক না কেন চৌরপঞ্চাশিকায় শ্লিষ্ট অর্থ নেই, তার কোনো দ্যোতনাই নেই, এটি স্পষ্টতই শৃঙ্গাররসের কাব্য। প্রাক্কাহিনীটি ঐতিহাসিক সত্য কিনা সে গবেষণা নিষ্ফল; আসন্ন মৃত্যুর কালো যবনিকাখানি পশ্চাতে আছে মনে রেখে কাব্যটি পড়লে এর তীব্রতা অনুভূত হয় এবং এখানেই সম্ভবত ঐ প্রাক্কাহিনীটির উপযোগিতা ও সার্থকতা।

প্রভাব

বিল্হণ তাঁর 'কর্ণসুন্দরী' কাব্যে বলেছেন যে তিনি কাব্যরচনায় কালিদাসের অনুগামী।

একথা চৌরকাব্যে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়; অজবিলাপ ও মেঘদূতের বহু অনুকরন একাব্যে পাওয়া যায়। এও একধরণের বিলাপকাব্য, কারণ কাহিনী অনুসারে কবি তো জানতেন না যে তাঁর আসন্ন মৃত্যু প্রতিহত হবে। বরং মেঘদূতের যক্ষ জানত যে চারমাস পরে তার বিরহের অবসান ঘটবে, চৌরকবি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশা-চিত্তেই প্রিয়তমার স্মৃতিটুকু পাথেয় নিয়ে মৃত্যুপথে অবতীর্ণ। দুই নায়কই নায়িকার ক্ষীণতা সুকুমারতা স্মরণ করে আশঙ্কিত যে এ বিরহ তার প্রিয়তমা সইতে পারবে না। এখানে চৌরপঞ্চাশিকায় তীক্ষ্ণতা বেশি কারণ নায়ক প্রেমের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

কাহিনী

সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্যনাটকই রামায়ণ মহাভারত থেকে আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে, উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে প্রধান উদয়নকথা। বৃহৎকথায় এর উল্লেখ থাকলেও নিশ্চয়ই এর আগেই কাহিনীটি জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাট্যকার ভাস এ কাহিনী অবলম্বন করে একাধিক নাটক রচনা করেছেন ও পঞ্চম শতকে কালিদাস যেভাবে 'উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্' বলেছেন মেঘদূতে তাতে মনে হয় গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সকলে ভিড় করে গাঁও-বুড়োর মুখে এই অপূর্ব প্রেম কাহিনীটি তন্ময় হয়ে শুনত। হয়তো দাক্ষিণাত্যে এমনই একটি কাহিনী ছিল চোর কবির এই গোপন প্রেমের কাহিনী; দুই কাহিনীতেই গুরু-শিষ্যার প্রেমই কাহিনীর মূলবস্তু। চৌরকবির কাহিনী এমন করেই স্থানীয় শ্রোতার মর্ম স্পর্শ করেছিল যে শুনতে পাই—বাসো শুভ্রমৃতুর্বসন্তসময়ঃ পুষ্পং শরন্মল্লিকা/ধানুষ্কঃ কুসুমায়ুধঃ পরিমলঃ কস্তুরিকাস্ত্রং ধনুঃ। বাণী তর্করসোজ্জ্বলা প্রিয়তমা শ্যামা বয়ো যৌবনং/মার্গঃ শাংকর এব পঞ্চমলয়া গীতিঃ কবির্বিল্হণঃ॥ [বসনের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) শুভ্র বাস, ঋতুবসন্ত, ফুল শরতের মল্লিকা, ধনুর্ধর পুষ্পধনু মদন, প্রিয়তমা সদ্যোযৌবনা নারী, বয়স যৌবন, ধর্মমার্গ শৈব, গান পঞ্চমলয়যুক্ত এবং কবিকুলে শ্রেষ্ঠ বিল্হণ।] অত্যুক্তি বাদ দিলেও বিল্হণের আঞ্চলিক যশ এ শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্নরাঘবে জয়দেব বলেছেন কবিতা নায়িকা সম্বন্ধে—যস্যাশ্চৌরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো/ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ। হর্ষো হর্ষো হৃদয় বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ/কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥ [চৌরকবি যাঁর কেশকলাপ, ময়ূর কবি যাঁর কর্ণাভরণ, ভাস হাসি, কবিকুলগুরু কালিদাস যাঁর বিলাস, শ্রীহর্ষ যাঁর আনন্দ, বাণভট্ট যাঁর চিত্তে মদনস্বরূপ এমন কবিতাকামিনী, বল, কার না কৌতুকের হেতু?] এখানে সম্ভবত প্রচ্ছন্ন প্রেমের কবি বলেই বিল্হণকে অন্ধকার কেশকলাপের সংগে তুলনা করা হয়েছে। চৌরকবির এই গোপন প্রেম, ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং মৃত্যুর ঠিক পূর্বাহ্ণে তদ্গতচিত্তে কবিতায় প্রিয়ামিলনের স্মৃতিমন্থন এবং সে কাব্যের মহিমায় অভিভূত প্রসন্ন রাজার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে কন্যাদান—এ সমস্ত ব্যাপারটির ঐতিহাসিকতা যত ক্ষীণই হোক না কেন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে প্রেমিকার স্মৃতিতে বিহ্বল কবিচিত্তের এই উচ্ছ্বাস; এটি নিশ্চয়ই আপামর সাধারণের চিত্তজয় করেছিল এর করুণ মাধুরী দিয়ে। এবং জনমানসে এ কাব্য যে অক্ষয় আসন লাভ করেছিল তা শুধু এর কাব্যমাহাত্ম্যে নয়, ঐ আসন্ন মৃত্যুর ক্রূর পটভূমিকার মাহাত্ম্যেও বটে।

খণ্ডকাব্য চৌরপঞ্চাশিকা

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যটি খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত অর্থাৎ এ কাব্যে শ্লোকগুলি পরস্পর সংবন্ধ নয়, কোনো আখ্যান বিবৃত করে না, ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি আপাতবিচ্ছিন্ন শ্লোকের সমাহারে কাব্যটি রচিত। এই যুগেই শতককাব্যগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পূর্বযুগে ভর্তৃহরির শতকত্রয় [নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক ও শৃঙ্গারশতক], অমরুর অমরুশতক, বাণভট্টের চণ্ডীশতক, ময়ূরকবির সূর্যশতকই সমধিক প্রসিদ্ধ শতককাব্য। এগুলির মধ্যে শৃঙ্গারশতক ও অমরুশতকই চৌরপঞ্চাশিকার সঙ্গে তুলনীয়। অপরপক্ষে শতককাব্য ছাড়াও শৃঙ্গাররসাশ্রিত কবিতার অনুরূপ সংকলন পাই ; এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিদাসের মেঘদূত , পরে এর অনুসরণেও কিছু শৃঙ্গাররসের দূতকাব্য রচিত হয়। সম্ভবত কালিদাসেরও পূর্বে মাত্র বাইশটি শ্লোকের একটি কবিতাগুচ্ছ ঘটকর্পরিকাব্য। [ইয়াকবি এটিকে প্রাক্‌কালিদাস রচনা বলেছেন], এখানে বিরহিনী মেঘকে দিয়ে বিদেশে প্রেমিককে বার্তা পাঠাচ্ছে। [সম্ভবত এটি ও মেঘদূতে দুটিরই ওপর চীনা এক মেঘদূতকাব্যের প্রভাব আছে] পরবর্তীকালে গোবর্ধনাচার্যের আর্যসপ্তশতী ৭০০টি আর্যা শ্লোকের সমষ্টি, তেমনই ময়ূরাষ্টকের আটটি শ্লোকে মিলনের অন্তে আসন্ন বিরহের বর্ণনা। বিষয়গতভাবে চৌরপঞ্চাশিকার সঙ্গে কিছু মিল থাকলেও ময়ূরের কবিত্ব বিলহণের তুলনায় দীন, তেমনই সুভাষিতাবলী বা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে পাণিনির নামে আরোপিত শৃঙ্গাররসাত্মক শ্লোকগুলি চৌর-পঞ্চাশিকার তুলনায় অপকৃষ্ট। কেবল মেঘদূত, অমরুশতক ও শৃঙ্গারশতকের কয়েকটি কবিতা ঘটকর্পরিকাব্য ও গীতগোবিন্দের কিছু শ্লোকের সঙ্গেই চৌরপঞ্চাশিকার তুলনা চলে। মেঘদূতের প্রভাবই এ কাব্যে বেশি ; মেঘদূতের মতো একটি ছন্দেই [বসন্ততিলক, — — v - v v v — v v — v — v] সমগ্র কাব্যটি রচিত। কিন্তু মেঘদূতে শ্লোকগুলির বিষয়গত পারম্পর্য আছে, চৌরকাব্যে তাও নেই। আসন্নমৃত্যু প্রেমিকের স্মৃতিতে মিলনের বিভিন্ন লীলায় প্রেমিকার ভূমিকা, রূপ, আচরণ ও প্রতিক্রিয়া একে একে উদিত হচ্ছে, এইটি এর বিষয়গত যোগসূত্র। যেমন আঙ্গিকগত যোগসূত্র হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের শুরুতে 'অদ্যাপি তাং' এবং শেষদিকে 'স্মরামি' বা 'চিন্তয়ামি'—আজও তাকে মনে পড়ে। এটি ধ্রুবপদের মতো এবং আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

চৌরপঞ্চাশিকায় অলংকারপ্রয়োগ খুবই পরিমিত, উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষাই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাব্যে আঙ্গিকগত কলাকৌশল বা দুরূহতা নেই বললেই হয়। বর্ণনার নৈপুণ্যে মিলনলীলার নানা দৃশ্য যেন চিত্রশালার পটের মতো একে একে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এবং শব্দেবর্ণেগন্ধে প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে উঠছে—এ কাব্যের উৎকর্ষ এইখানেই। লজ্জা, মান, কোপ, দ্বিধা, আত্মসমর্পণ, বেদনা, ক্লেশ, খেদ, ক্রন্দন, তন্দ্রা, ঔৎসুক্য, শ্রান্তি, হর্ষ, এসব যেন স্পষ্ট চোখে দেখা যায়। শৃঙ্গার এখানে স্থায়িভাব, আর এই যে নানা ব্যভিচারিভাবের ঐশ্বর্য এর দ্বারা কাব্যটিতে যেন বিচিত্র বর্ণসমাবেশ ঘটেছে। আর আছে আড়ম্বরের বাহুল্য—তরুণী নায়িকার গৌর বর্ণ, সুকুমার অবয়বসংস্থান, তার মহার্ঘ বসন, অলঙ্কার প্রসাধনের বর্ণাঢ্যতা, তার কেশকলাপের বিস্তার, পুষ্পাভরণ, অগুরুচন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমের গন্ধমাদিরতা ও ওষ্ঠাধরে তাম্বুলরক্তিমা—এসবের বর্ণনায় মনে হয় মিলনমন্দিরের বাতাসও যেন পুষ্পসজ্জার

সম্ভারে ও ধূপের সৌরভে মন্থর। শুধুমাত্র নিপুণ শব্দগ্রন্থনার দ্বারা উদ্দীপনবিভাবের এমন একটি আবহ রচনা করা সহজসাধ্য নয়, এখানে বিল্‌হণের অবিসংবাদিত কৃতিত্ব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিল্‌হণের ঘনসন্নিবদ্ধ সমাস ও সুপ্রযুক্ত অনুপ্রাসের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধ অনুভবটি বারেবারেই যথাযথভাবে রূপায়িত হয়ে সার্থকভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছে। দু-একটি উদাহণ দেওয়া যায়— "অদ্যাপি তাং সুরতজাগর ঘূর্ণমান-তির্যগ্‌বলত্তরলতারকমায়তাক্ষীম" (৫)—একটি মাত্র সমাসে শুধু যে নায়িকার জাগরক্লান্ত চোখ দুটির বর্ণনা তা নয় মিলনান্তিক অনুভাবেরও বর্ণনা। শুধুমাত্র শব্দের ঝংকারে অনুপ্রাসের মাধুর্যে বিবক্ষিত বস্তু একভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার; যেমন প্রথম শ্লোকেই—'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম-গৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং…' এখানে শুধু যে নায়িকার গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখ বর্ণিত হলো তা নয়, দুটি ফুলের অনুষঙ্গে সৌকুমার্য সতেজতা ও কমনীয়তাও ব্যঞ্জিত হলো। তেমনই—, 'অদ্যাপি তাং নয়নকজ্জলমুজ্জ্বলাস্যং' (৪০,— এখানে অনুপ্রাসের মধ্যে সুন্দর একটি মুখে দুটি কাজলকালো উজ্জ্বল চোখ অতি সহজে ফুটে উঠেছে। নায়িকার বর্ণনায় অন্যত্র একটি সমাস প্রয়োগ করছেন—'শৃঙ্গার-বারিরুহকানন-রাজহংসীং' (২২) প্রেমের পদ্মবনে সে যেন রাজহংসী। সমাসবদ্ধ এই রূপক অলংকারে গৌরাঙ্গী রাজকন্যার রাজহংসীর মতো চলার আভাস শৃঙ্গাররসের উদ্দীপক দেহকান্তি এবং পদ্মবনের অনুষঙ্গের মধ্যে সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে।

শিল্প সমীক্ষা

যে প্রেমের চিত্র বিল্‌হণ এঁকেছেন মুখ্যত তা হলো নবপরিণীতা দম্পতির প্রণয়চিত্র; গোপন মিলনের কাহিনীটি তার সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছে। এ কাব্যে আছে—বাসকসজ্জা, পূর্বরাগ, মান, মানভঞ্জন, উৎকণ্ঠা, বিরহ, মিলন ইত্যাদি শৃঙ্গারের নানা বিচিত্র অবস্থার রূপায়ণ। প্রধানত সম্ভোগলীলার। এর পটভূমিকা করুণরসের, নায়কের আসন্ন মৃত্যু ও নায়িকার আসন্ন বিরহের। লক্ষণীয় যে নায়ক জানে যে তার মৃত্যু আসন্ন, অনিবার্য, তবু কোথাও তা নিয়ে তার বিলাপ নেই, তার একমাত্র চিন্তা, তার বিরহে তার প্রণয়িণী কি করে বাঁচবে।

আজকের পাঠকের কাছে হয়তো এ কাব্য অত্যধিক দেহাশ্রয়ী মনে হবে। এ প্রেম যেন সম্পূর্ণই দেহনিষ্ঠ. সম্ভোগশৃঙ্গারেই পর্যবসিত। দেহকে উপভোগ্য ও মনোহারী করে তোলার অপর্যাপ্ত উপকরণসম্ভার—বসন উত্তরীয় অলংকার অগুরু কুঙ্কুম চন্দন মুক্তামালা পুষ্পহার কবরী অলকাতিলকা কাজল ওষ্ঠরঞ্জনী তাম্বুলরাগ। সখীরা, গেহসজ্জা, দেহসজ্জা, যৌবন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি সব মিলে প্রথম প্রণয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে যেন অতিক্রম করতে পারেনি কাব্যটি! সেই সদ্য সঙ্গসুখলাভের উদ্দামতাই যেন এর সীমা নিরূপণ করছে। তবু এই উচ্ছ্বাসই কখনও কখনও তার আপন তীব্রতাতেই নিজের লঘু ভঙ্গুরতাকে অতিক্রম করে কাব্যের অলকায় উত্তীর্ণ হয়।

গভীরতায় পরিনিষ্ঠিত প্রেমের দু-চারটি উদাহরণ দেওয়া যায়ঃ 'আজও ফিরে ফিরে মনে আসছে সেদিন রাত্রে (প্রণয়কলহে) কুপিতা রাজকন্যা আমার হাঁচির পরে 'দীর্ঘজীবী হও' একথা উচ্চারণ করেনি (বটে) কিন্তু নীরবে কানে তার সোনার

মঙ্গলপল্লবটি ধারণ করেছিল।' (১১) '…আজ এই দিবসের অবসানেও যদি তাকে দেখতে পাই তবে পৃথিবীর রাজত্ব, স্বর্গ এমন কি মোক্ষও ত্যাগ করতে পারি।' (২৩) এই অতিশয়োক্তি প্রেমিকের, কিন্তু ঐ বিশেষ উপলব্ধির তীব্রতার মুহূর্তে এটি আর অতিশয়োক্তি থাকে না, এবং সেই কারণেই কবিতাটি এখানে বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হয়। এমনই আর একটি আপাত-অত্যুক্তি হলো 'আজও, এই অন্তিম মুহূর্তেও আমি এই দেখে বিস্মিত হচ্ছি যে সব কিছু জেনেও আমার বুদ্ধি দেবতাদের পরিত্যাগ করে 'কান্তা আমার, প্রিয়তমা আমার, একান্তই আমার তুমি, বলে প্রতিমুহূর্তে কেবল তারই দিকে ধাবিত হচ্ছে।' (২৭) এখানে তরুণ প্রেম তার চপলতা পরিহার করে অনুভবের গভীরতাকে স্পর্শ করেছে এবং এর দ্বারা কাব্যটি নতুন একটি মাত্রা লাভ করেছে। 'আমার যাবার কথা কানে আসামাত্র ভীরু হরিণীর মতো আর্ত হয়ে উঠল তার চোখ দুটি, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল, মুখটি নত করে রইলো সে—আজও মনে পড়ছে সে দৃশ্য।' (২৮) ' আমার প্রিয়ার মুখটির স্মৃতি দিনে-রাতে আমার চিত্তকে পীড়িত করছে আজও; পূর্ণচন্দ্রের মতো সে মুখের লাবণ্য রতিকে পরাজিত করে, আজ সামনে এলো প্রতিপদ আর তাকে দেখতে পাব না।' (৩২) সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দর মুখের উপমানরূপে চন্দ্র ও পদ্ম বহু পুরাতন, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য যে মুখে সেটি দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হলে বিরহের অন্ধকারের লগ্ন প্রতিপদ আসন্ন, একথা বিচ্ছেদের তীব্রতাকে এমনই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে যার তুলনা বিরল। কবি বলছেন…'আমার জীবনের একমাত্র আশাস্থল সেই তরুণীটিকেই স্মরণ করছি… জন্মান্তরে সেই যেন আমার গতি হয়' (৩৩) স্বর্গ নয়, মোক্ষ নয়, যে প্রেমের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে জন্মান্তরে যেন সেই প্রেম চরিতার্থ হয়। আসন্নমৃত্যু প্রেমিকের এই অন্তিমবাসনা কাব্যটিকে নতুন এক গৌরব দান করেছে।

আজও তাকে মনে পড়ে—সদ্য ঘুম ভেঙে উঠেছে, স্বর্ণচম্পার মালার মতো গৌরতনু, বিকচ পদ্মের মতো মুখখানি, (অঙ্গে) সূক্ষ্ম রোমাবলী প্রেমে বিহ্বল অলস অঙ্গ তার সে যেন মোহাচ্ছন্ন বিদ্যা ॥ ১ ॥

আজও যদি তাকে দেখতে পাই—মদনশরের বহ্নিতে সন্তপ্তাঙ্গী সেই শশীবদনা নবযৌবনা পীনস্তনী গৌরকান্তি সুন্দরীটিকে—তবে এখনো তার শরীরটিকে শীতল করে দিতে পারি ॥ ২ ॥

আজও যদি তাকে আর একবার দেখতে পাই—সেই পদ্মের মতো আয়তনয়না, পীনস্তনভারে খিন্ন দেহলতা—তবে দুই বাহুর আলিঙ্গনে রেখে উন্মত্তের মতো তার মুখসুধা পান করি, যেমন করে মধুকর পদ্মের মধু পান করে ॥ ৩ ॥

আজও তাকে মনে পড়ে—সম্ভোগে ক্লান্ত দেহভার যেন তার দুর্বহ হয়ে উঠেছে, পাণ্ডুবর্ণ কপোলে সংলগ্ন চূর্ণকুন্তলশ্রেণী, আমার কণ্ঠে শিথিলভাবে বিজড়িত তার বাহুলতাটি যেন প্রচ্ছন্ন পাপের ভারেই মন্থর[১] ॥ ৪ ॥

আজও তাকে মনে পড়ে—সম্ভোগের রাত্রিজাগরণের পরে তির্যগভাবে ঘূর্ণিত হচ্ছে সেই আয়তলোচনার চঞ্চল নেত্রতারকা, প্রভাতে লজ্জানম্রনয়না সে যেন শৃঙ্গার-কেলির পদ্মসরোবরে রাজহংসীটি ॥ ৫ ॥

আজও যদি তাকে দেখতে পাই—আকর্ণবিস্তৃতনয়না, দীর্ঘ বিরহজ্বরে সন্তপ্ত তার অঙ্গযষ্ঠি, তবে প্রতি অঙ্গে অনুলগ্ন হয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে বেঁধে রাখি, চোখও আর খুলি না, তাকেও আর ছেড়ে দিই না ॥ ৬ ॥

আজও তাকে মনে পড়ে—সম্ভোগের তাণ্ডবলীলায় সূত্রধারী সে, মিলনমদিরায় বিহ্বল তার সর্ব অঙ্গ, তন্বী, স্তনজঘনের গুরুভারে সন্নতাঙ্গী, আকুল তার কেশপাশ ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে ॥ ৭ ॥

আজও মনে পড়ে—শয্যায় শায়িত তার (দেহ থেকে) মসৃণ চন্দনপঙ্ক ও কস্তুরীর মিশ্র সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে, চুম্বনে পরস্পরের অধরোষ্ঠ ও পক্ষ্মযুগল সংলগ্ন, (মনে পড়ে) সোহাগে নিমীলিত সেই নেত্রদুটির শোভা ॥ ৮ ॥

আজও তাকে মনে পড়ে—প্রমোদকুঞ্জে সুরাপানে নিরত সেই তম্বঙ্গীর লীলাঞ্চিত অধরোষ্ঠ, চপল দুটি আয়ত চক্ষু, অগুরু চন্দন ও মৃগনাভির অঙ্গরাগ তার দেহে, মুখে কর্পূর ও সুপারি ॥ ৯ ॥

আজও, এই অন্তিমসময়েও, মনে পড়ছে রতিলীলার অবসানে শ্রান্ত প্রিয়ার সেই কাঞ্চনগৌর তনুর অঙ্গরাগ, পুলকে স্বেদবিন্দু উদ্গত, বিলোল দুটি নেত্র, সে যেন গ্রহণের পরে রাহুমুক্ত চন্দ্রকলাটি ॥ ১০ ॥

আজও ফিরে ফিরে মনে আসছে সেদিন রাত্রে (প্রণয়কলহে) কুপিতা রাজকন্যা আমার হাঁচির পরে 'দীর্ঘজীবী হও' একথা উচ্চারণ করেনি (বটে) কিন্তু নীরবে কানে তার সোনার মঙ্গলপল্লবটি ধারণ করেছিল[২] ॥ ১১ ॥

আজও মনে পড়ে—বিপরীত রতির সময়ে সোনার কুণ্ডলের ঘষা লাগছে তার কপোলে, আন্দোলনের শ্রমে উদ্গত ঘন স্বেদবিন্দু বিচ্ছুরিত তার আননে, যেন বহুতর মুক্তাদাম বিচ্ছুরিত হচ্ছে ॥ ১২ ॥

আজও মনে পড়ে, মিলনকালে ভঙ্গুর চঞ্চল তার দৃষ্টিপাত, মিলনের বিভ্রমে লীলায়িত গাত্রভঙ্গ, অঞ্চল স্খলিত হওয়ায় ঈষৎ প্রকাশিত স্তনপ্রান্ত, দশনক্ষতচিহ্নিত তার ওষ্ঠাধর ॥ ১৩ ॥

আজও মনে পড়ে, অশোকতরুর নবকিশলয়ের মতো রক্তিম তার করপল্লব, মুক্তামালাচুম্বিত তার স্তনাগ্রভাগ, চাপা স্মিতহাসির উচ্ছ্বাসে পাণ্ডু তার কপোলতল—অলসহংসগতি সেই আমার প্রিয়তমা ॥ ১৪ ॥

আজও মনে পড়ে, (শয্যা হতে) ওঠবার সময়ে লজ্জাবশে সে তার কনকসুন্দর বসনাঞ্চলটি দুহাতে ধরে আছে, আমি সেটি আকর্ষণ করছি, (তাই) তার স্বর্ণ-রেণুগৌর উরুদেশে (আমার) নখরচিহ্ন প্রকাশ হয়ে পড়েছে ॥ ১৫ ॥

আজও মনে পড়ে সেই পূর্ণদেহা মেয়েটি যখন গোপনে আসত তখন কাজল আঁকা থাকত তার চঞ্চল নয়নদুটিতে, বিকচপুষ্পশোভিত এলায়িত তার কেশদাম, (তাম্বুলরাগে) ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত মুক্তার মতো তার দন্তপঙ্‌ক্তি, স্বর্ণবলয়শোভিত তার দুটি বাহু ॥ ১৬ ॥

আজও মনে পড়ে, বেণীবন্ধন শিথিল, তাই আকুল তার কেশপাশ, বিস্রস্ত কণ্ঠহার, স্মিতহাসির সুধায় মধুর তার অধরোষ্ঠ পীনোন্নত স্তনযুগলকে চুম্বন করে লগ্ন হয়ে আছে তার মুক্তামালা, (মনে পড়ে) সেই তার গোপন চঞ্চল চাহনি ॥ ১৭ ॥

আজও বারে বারে মনে করছি, গোপন সেই ধবলসৌধে রত্নপ্রদীপমালার প্রভায় দলিত (রাত্রির) অন্ধকার, আমি তাকে সামনে থেকে দেখতে চেষ্টা করছি আর লজ্জায় ভয়ে আর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটি[৩] ॥ ১৮ ॥

আজও মনে পড়ে—বিরহবহ্নিতে সন্তপ্তাঙ্গী সুদতী রাজহংসগমনা সেই মৃগনয়না তন্বীকে. অঙ্গে তার নানা বিচিত্র রচনার অলঙ্কার মিলনে সে (আমার) একান্ত সহচরী ॥ ১৯ ॥

আজও মনে পড়ে হাস্যমুখী, স্তনভারে আনত আমার কান্তাকে, মুক্তামালায় ধবল তার কণ্ঠদেশ, সে যেন মন্মথের লীলাশৈল মন্দর পর্বতের চূড়ায় উজ্জ্বল সুন্দর একটি পুষ্পপতাকা ॥ ২০ ॥

আজও তাকে মনে পড়ে—মিলনলীলার অন্তে ক্লান্ত বিহ্বল আমার প্রিয়াকে। দুষ্টুমিভরা অনেক মধুর চাটুবাক্য বলতে হত, সে তখন অব্যক্ত স্বরে জড়িত অস্ফুট উচ্চারণে কত কথাই বলত—। সে সব কথা শুনতে কত মধুরই না লাগত ॥ ২১ ॥

সম্ভোগলীলাকালে ঘূর্ণিত চোখদুটি মুদে আসছে, এলায়িত তার অঙ্গযষ্টি, বসন বিস্রস্ত, আকুল কেশপাশ—মিলনের পদ্মসরোবরে সে যেন রাজহংসী। আজও, এই মরণের মুহূর্তেও—না, এমন কি এই পরজন্মের (পূর্ব) ক্ষণেও ফিরে ফিরে তাকেই মনে পড়ছে ॥ ২২ ॥

মৃগশাবকের মতো তার নয়নদুটি, সুধাপূর্ণ কলসের মতো তার স্তনযুগল, আজ এই দিবসের অবসানেও যদি তাকে দেখতে পাই তবে পৃথিবীর রাজত্ব, স্বর্গ, এমন কি মোক্ষও ত্যাগ করতে পারি ॥ ২৩ ॥

আজও তাকে মনে পড়ে, সর্বাঙ্গসুন্দরী সে যেন পৃথিবীর সুন্দরীদের মধ্যে প্রথমতম রেখাটি। মদনবাণে খিন্ন আমার প্রিয়তমা যেন শৃঙ্গারনাট্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ পানপাত্র[৪] ॥ ২৪ ॥

প্রবল-প্রতাপ মদনের তাপে তপ্ততনু সে সিক্ত বসনের মতো আমার অঙ্গলগ্না, মমতার পাত্রী অসহায়া তরুণী সেই আমার প্রাণাধিকা, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ভুলতে পারছি না ॥ ২৫ ॥

সুন্দরীকুলে শ্রেষ্ঠতমা, আমার প্রেমের একান্ত আধার সুকুমারতনু সেই রাজনন্দিনী—হায় বিধাতা, বিরহের তাপ সে যে সইতে পারে না, কেবলই এই কথাই মনে হচ্ছে[৫] ॥ ২৬ ॥

আজও, এই অন্তিম মুহূর্তেও এই দেখে বিস্মিত হচ্ছি যে সব কিছু জেনেও আমার ধীর বুদ্ধিও আজ দেবতাদের পরিত্যাগ করে 'কান্তা আমার, প্রিয়তমা আমার, একান্ত আমার তুমি' এই বলে কেবল তারই দিকে ধাবিত হচ্ছে ॥ ২৭ ॥

আমার চলে যাওয়ার কথা উচ্চারিত হলে (সে কথা) শোনামাত্রই ভীরু হরিণীর মতো সেই চপলনয়না মেয়েটির মুখে কথা বেধে যাচ্ছে, ঝরে-পড়া অশ্রুভারে আকুল তার নেত্র, শোকের গুরুভারে আনত তার মুখখানি—এই (ছবি) টিই ফিরে ফিরে মনে আসছে ॥ ২৮ ॥

আজও অতি নিপুণভাবে খুঁজেও এ পৃথিবীতে আমার প্রিয়ার সেই মুখটির তুল্য কোনো মুখ তো আর কখনো চোখে পড়ল না! সৌন্দর্যে সে যেন রতিকেও পরাজিত করে, নির্মলতার মহাগুণে সে মুখ যেন চন্দ্রকান্তি[৬] ॥ ২৯ ॥

আজও সেই সুদতীকে মনে পড়ে, তার ক্ষণিক বিরহ যেন বিষ, মিলন যেন বহুতর অমৃতনিষেক। আমার জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন সে, তার আলুলায়িত কেশপাশ যেন মদনতাপ নির্বাপণের ছত্রছায়া ॥ ৩০ ॥

বাসগৃহ থেকে সেই দুর্বার করালহস্ত যমদূতের মতো লোকেরা আমাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে আমার জন্যে কত কী যে করেছে তা বলতে পারছি নে বলেই যেন আজও তা মনকে ব্যথিত করে তুলছে। ৩১ ॥

আজও রাত্রিদিন (তার মুখখানির স্মৃতি) আমার হৃদয়কে পীড়িত করছে, লাবণ্যে রতিকে পরাজিত করে পূর্ণচন্দ্রের মতো আমার প্রিয়তমার সেই মুখখানি। সামনে (এল) প্রতিপদ, আর তাকে দেখতে পাব না[৭] ॥ ৩২ ॥

আমার প্রতি আসক্তা, আমার জীবনের একমাত্র আশা-স্থল সেই তরুণীটিকে আজও একাগ্রচিত্তে স্মরণ করছি। অন্য কেউ তাকে ভোগ করেনি, নবযৌবনভারে অনবদ্যা সে, জন্মান্তরে সেই যেন আমার গতি হয় ॥ ৩৩ ॥

তার মুখপদ্মের সৌরভে লুব্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে তার কপোলদেশ ছুঁয়ে যেত যে মৌমাছিরা (তাদের সরিয়ে দিতে) তার লীলাকম্পিত করপল্লব হতে কঙ্কণের যে ধ্বনি উঠত আজও তা স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার ॥ ৩৪ ॥

তার মুখচুম্বনে যখন আমি মত্তপ্রায় তখন আমার যে নখচিহ্ন তার স্তনমণ্ডলে আরোপিত হত তাতে নানাভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে তার দেহ, জেগে উঠত, সে নিজেকে রক্ষা করতে চাইত, চেয়ে দেখত,—আজও তা মনে পড়ছে ॥ ৩৫ ॥

আজও মনে পড়ে—কোপে বিমুখ হয়ে যখন সে চলে যেতে চাইত, কথার উত্তর দিত না, কিন্তু মুখটি এগিয়ে দিত, তখন আমি তার মুখচুম্বন করলেই সে প্রবলভাবে

কেঁদে উঠত ; আমি তার পায়ে পড়ে বলতাম—'প্রিয়তমা, আমি তোমারই দাস, আমাকে ভালবেসো' ॥ ৩৬ ॥

কী যে করি, আজও আমার মন ছুটে যাচ্ছে (তার) সেই বাসভবনে ; মনে হচ্ছে সেখানেই সখীদের সাক্ষাতে সুন্দরীদের সঙ্গীত পরিহাস ও বিচিত্র নৃত্যের মধ্যেই প্রিয়ামিলনের লীলায় মধুর হয়ে কেটে যাক আমার সময়টা। ॥ ৩৭ ॥

আজও এ পৃথিবীতে সেই আমার অতুলনীয় প্রিয়াকে কেউ বর্ণনা করতে পারে না, সেই যুগলরূপের সাদৃশ্য যদি কেউ দেখে থাকে তাহলে হয়তো সে-ই বর্ণনা করতে পারে, অন্য কেউ নয়।[৮] ॥ ৩৮ ॥

আজও ভাল করে' বুঝতেই পারলাম না সে কি অভিশপ্তা গৌরী, অথবা ইন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণা (রাজ) লক্ষ্মী ? বিধাতা কি জগৎকে মোহগ্রস্ত করবার জন্যেই তাকে সৃষ্টি করেছেন ? না কি যুবতিরত্ন দেখবার অভিলাষে ?[৯] ॥ ৩৯ ॥

আজও মনে পড়ে—রুষ্ট তার মুখ, কাজল চোখের জলে মিশে কান পর্যন্ত গড়িয়ে যাচ্ছে, ক্ষীণ তনুলতা পীনপয়োধরের ভারে আনত, শ্যামাঙ্গী প্রিয়া আমার, বহু গুণের গৌরবেই তার শোভা।[১০] ॥ ৪০ ॥

সেই নির্মল শরৎশশীর শুভ্রকান্তি মুনিরও চিত্তহরণ করে, আমার ত কথাই নেই। সে সুধাময় আননটি যদি পাই তো অবিরত চুম্বনে (তার সুধা) পান করি ; (তার স্মৃতি) আজও চিত্তকে ব্যথিত করে তুলছে। ॥ ৪১ ॥

মিলনের একান্ততীর্থ পদ্মরেণুসুরভি সেই প্রেমসলিল, যেখানে মদনের (গৌরব) পতাকাও খসে পড়ে, তা যদি নিয়ত পাই তো আজও সেই পাওয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারি। ॥ ৪২ ॥

হায়, আজও আমার মনে হয়, এ পৃথিবীতে কতই না সুন্দর বস্তু, গুণের আধিক্যে পরস্পরের সংগে প্রতিস্পর্ধিত কত না বস্তু, তবু তার রূপের সংগে অন্য কিছুরই যেন তুলনা চলে না। ॥ ৪৩ ॥

আজও সে আমার মানসতটিনীতে আমার প্রিয় রাজহংসীটির মতো নিরন্তর বিরাজ করে। (মিলনান্তে তার) শরীরে কদম্বকেশরের মতো প্রচুর রোমাঞ্চ উদ্‌গত হচ্ছে, যেন সে প্রশান্ত স্রোতস্বিনীর ঊর্মিমালা। আমি তার শরীরে নখক্ষতের চিহ্ন দেখছি আর সে আমাকে তার দেহের ক্লান্তি জানাচ্ছে।[১১] ॥ ৪৪ ॥

হায়, আজও মনে হয় সেই রাজনন্দিনী, মদালসে ঘূর্ণিতনয়না, সে যেন কোনো গন্ধর্বী, যক্ষী, দেবী, কিন্নরী অথবা কোনো নাগকন্যা, স্বর্গ থেকে শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছে। ॥ ৪৫ ॥

তার নিজের ক্ষীণ দেহের বেদিমধ্য থেকে উত্থিত সুধাপূর্ণ উত্তুঙ্গ দুটি স্তনকলস, নানা বিচিত্র প্রসাধনে অলংকারে ভূষিত তার সর্বাঙ্গ, সুপ্তোত্থিত তার সেই মূর্তিটি দিনে রাতে ভুলতে পারছিনে। ॥ ৪৬ ॥

কাঞ্চনকান্তি মদালসাঙ্গী সলজ্জ উৎসুক সেই মেয়েটি—(শয্যালগ্না সে) যেন ভূপতিত হয়ে (ওঠবার জন্যে) ছটফট করছে, নিবিড়মিলনে তার সর্বাঙ্গে চুম্বন করছি

বলে সে যেন সুখে অবশ হয়ে আসছে—এ জীবনের সঞ্জীবনী সুধা সেই মেয়েটিকে আজও মনে পড়ছে। ॥ ৪৭ ॥

আজও মনে পড়ে রতিরঙ্গে তার মধুর দৃঢ়তা—যেখানে সুরতসংগ্রাম বিনা অস্ত্রেই সাধিত, যেখানে বন্ধন ও উপবন্ধনে পতন ও উত্থান বাহুবলের অপ্রয়োগেই সিদ্ধ, যা দন্ত ও ওষ্ঠের পীড়ন ও নখক্ষতজনিত রক্তে চিহ্নিত ॥ ৪৮ ॥

বরবধূর সেই মিলনলীলা ছাড়া আজও অন্য কোনো ভাবে এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না ; তাই তোমাদের বলছি, এ মরণ দুঃখের অবসান ঘটাবে, ভাই, তোমরা দ্রুত আমার শিরশ্ছেদ কর। ॥ ৪৯ ॥

নীলকণ্ঠ আজও কালকূট বিষ ত্যাগ করেন নি, কূর্ম আজও পৃষ্ঠে পৃথিবীর ভার ধারণ করেন, সমুদ্র আজও দুঃসহ বাড়বাগ্নি বহন করে ; পুণ্যাত্মারা যা করতে অঙ্গীকৃত থাকেন তা উদ্‌যাপন করেন[১২]। ॥ ৫০ ॥

১. বার্বারা স্টোলার মিলার তাঁর অনুবাদে এ শ্লোকটির অর্থ কিছু ভিন্নভাবে করেছেন ; বলেছেন 'চূর্ণকুন্তল প্রচ্ছন্ন পাপ ঢাকছে' [The hermit and the thief. Columbia, 1978] শ্লোকটির শব্দবিন্যাস ও লিঙ্গসামঞ্জস্য ধরলে এই অর্থ করা যায় ; কিন্তু তদ্‌পত্রিকর তাঁর সংস্করণের টীকায় ঠিকই বলেছেন যে অর্থগতভাবে অন্বয় করলে বাহুলতাতেই মন্থরতা আরোপ করা যায় এবং 'প্রচ্ছন্ন পাপের ভারে মন্থর বাহুলতা' এই অর্থটিই সমীচীন। [S N Tadpatrikar; Caurapancasika, an Indian love lament, Oriental Book Agency, Poona, 1946]

২. প্রিয়জনের হাঁচি শুনলে, 'জীব, জীব' বলে অমঙ্গল নিবারণ করাই রীতি। এক্ষেত্রে প্রণয়কুপিতা নায়িকা মান করে নীরব রইল কিন্তু প্রেমিকের অমঙ্গল নিবারণে তো সে উদাসীন থাকতে পারে না, তাই খুলে রাখা সোনার কর্ণভূষা মঙ্গলপল্লবটি তুলে নীরবে কানে পরে নিয়ে একই উদ্দেশ্য সাধন করল।

৩. নায়কের, নায়িকার সম্পূর্ণ দেহটি দেখার অভিলাষ ও নায়িকার বারে বারে তাতে বাধা দেওয়া, বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলে লজ্জাতুর হয়ে ওঠা—এ সমস্তই শৃঙ্গারশাস্ত্রে 'নববধূপরিণয়ে'র নির্দিষ্ট লক্ষণাবলী।

৪. শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টায় প্রথমতম রেখার তাৎপর্য আছে। প্রথমত, রেখা টেনে সংখ্যাগণনার যুগে প্রথম রেখা শ্রেষ্ঠতার দ্যোতক, দ্বিতীয়ত, সেটি শিল্পীর রূপসৃষ্টিকালে প্রেরণার আদিমতম প্রকাশ।

৫. এই শ্লোকে সম্বোধনে দুটি পাঠভেদ পাওয়া যায় 'হংহো জনা'! ও 'বিধে!' 'ওহে মানুষেরা' এ সম্বোধন, এই বর্ণনার মধ্যে রসহানি ঘটায় মনে হয়, তাই 'হায় বিধাতা' সম্বোধনটি গৃহীত হল।

৬. এ শ্লোকে 'কান্তা' ও 'দ্বিজরাজকান্তি' দুটি পদে কামনার্থ ও কমনীয়তাব্যঞ্জক 'কম্' ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ দুটির তাৎপর্য আছে। আরও লক্ষণীয়, নির্মলতার গুণে একটি মুখ চন্দ্রকান্তি, নির্মলতার এই অনুষঙ্গ সংস্কৃত রূপবর্ণনার ইতিহাসে বিরল।

৭. এখানে পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখে পূর্ণিমার ব্যঞ্জনা, সেমুখ আজ প্রেমিকের দৃষ্টির অগোচরে চলে যাচ্ছে চিরদিনের জন্যে, তাই কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি আসন্ন। চাঁদের সঙ্গে মুখের তুলনা খুবই প্রচলিত, কিন্তু অদর্শনের প্রতিবাদের উল্লেখে কবির স্বতন্ত্র একটি উপলব্ধি দ্যোতিত হচ্ছে।

৮. শ্লোকের তৃতীয় পাদে 'তয়োঃ সদৃশয়োঃ' পদ দুটি অন্বয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করে কারণ 'তয়োঃ' সর্বনামটি কোন্ দুজনকে অভিহিত করছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। নায়কনায়িকার মিলিতরূপে প্রেমের যে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ তাকেই বোঝাচ্ছে ধরে নিলে সদর্থ হয়। 'শক্ত' পদটির পরিবর্তে 'শক্র' পাঠান্তর আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থ কাব্যানুগ হয় না, কারণ, রূপবর্ণনায় ইন্দ্রের বিশেষ দক্ষতা শোনা যায়নি ; তাই 'শক্ত' পাঠ ধরেই ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

৯. মূলপাঠে 'ঈশপত্নী শাপং গতা স্বরপত্তেরথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ' দুভাবে অন্বয় করা যায়—অভিশপ্তা গৌরী কিংবা কৃষ্ণবর্ণা (রাজ) লক্ষ্মী। চৌরকাব্যের নায়িকা যদি শ্যামাঙ্গী হন তবে অভিশপ্তা গৌরীর কথা ওঠে, যেন অভিশাপে তিনি শ্যামাঙ্গী অথবা অনুরূপ কারণেই কৃষ্ণাঙ্গী ইন্দ্রাণী বা লক্ষ্মী। এঁদের গৌরবর্ণ পুরাণসিদ্ধ, তাই অভিশাপ প্রাসঙ্গিক। মনে পড়ে, কাদম্বরী কাব্যে কৃষ্ণাঙ্গী চণ্ডালকন্যার বর্ণনায় বাণভট্ট তাকে শাপে 'কৃষ্ণতনু লক্ষ্মীর মতো', বলেছেন। কিন্তু চৌরকাব্যের নায়িকা স্বর্ণচাঁপার মতো গৌরাঙ্গী, কাজেই কিছু জটিলতা থেকেই যায়।

১০ এ শ্লোকের নানা বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়, অধিকাংশই অর্থের দিকে স্ববিরোধী বা দীন। এখানে যে পাঠ নেওয়া হয়েছে তা হল "অদ্যাপি তন্নয়নকজ্জলমিশ্রমশ্রু-বিশ্রান্তকর্ণযুগলং দধতীং বিরুন্টাম্। কান্তাং স্মরামি ঘনপীনপয়োধরাভ্যাং শ্যামামনল্পগুণগৌরবশোভমানাম্ ॥" এ পাঠটিই মোটের উপর সুসংহত একটি অর্থ বহন করে। অর্থটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে একটি বিশেষণে, 'অনল্প গুণগৌরবশোভমানাম্' গুণের ঐশ্বর্যেই তার শোভা। তরুণ প্রেমিকের বর্ণনায় নায়িকার গুণগৌরব সংস্কৃতসাহিত্যে বিরল।

১১. নায়কের চেতনার তটিনীতে সঞ্চরমাণা রাজহংসী হল নায়িকা। রূপক অলংকার এখানেই শেষ, বাকি অংশ অভিধাগত অর্থেই অবসিত, উপমান বা উপমেয়ে প্রযোজ্য নয়।

১২. এ শ্লোকে নীলকণ্ঠের বিষধারণ, কূর্মের পৃথিবীর ভারধারণ এবং সমুদ্রের বাড়বাগ্নি ধারণ তাঁদের অঙ্গীকার রক্ষার নিদর্শন। অপরাধী প্রেমিকও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শিরোধার্য করে নিয়ে অঙ্গীকৃত ব্রত উদ্‌যাপন করতে চলেছেন; এমন একটি ইঙ্গিতই সূচিত হচ্ছে। বিষ, ভার ও দাহ তিনটিই তাঁর প্রেম, বিরহ ও মৃত্যুযন্ত্রণার দ্যোতক।

চৌরপঞ্চাশিকা

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিম্‌।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং বিদ্যাং প্রমাদগুণিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ১ ॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্‌।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতাঙ্গীং গাত্রাণি সম্প্রতি করোমি সুশীতলানি ॥ ২ ॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্‌।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্রমুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্‌ ॥ ৩ ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীমাপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলালিম্‌।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্থরমাবহন্তীং কণ্ঠাবসক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি ॥ ৪ ॥

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানতির্যগ্বলত্তরলতারকমায়তাক্ষীম্‌।
শৃঙ্গারসারকমলাকররাজহংসীং ব্রীড়াবিনম্রবদনামুষসি স্মরামি ॥ ৫ ॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং পশ্যামি দীর্ঘবিরহজ্বরিতাঙ্গযষ্টিম্‌।
অঙ্গৈরহং সমুপগুহ্য ততোঽতিগাঢ়ং নোন্মীলয়ামি নয়নে ন চ তাং ত্যজামি ॥ ৬ ॥

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীম্‌।
তন্বীং বিশালজঘনস্তনভারনম্রাং ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি ॥ ৭ ॥

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনপঙ্কমিশ্রকস্তূরিকাপরিমলোত্থবিসর্পিগন্ধাম্‌।
অন্যোন্যচঞ্চুপুটচুম্বনলগ্নপক্ষ্মযুগ্মাভিরামনয়নাং শয়নে স্মরামি ॥ ৮ ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানরক্তাং লোলাধরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীম্‌।
কাশ্মীরপঙ্কমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং কর্পূরপূগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি ॥ ৯ ॥

অদ্যাপি তৎকনকগৌরকৃতাঙ্গরাগং প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রং রাহূপরাগপরিমুক্তমিবেন্দুবিম্বম্‌ ॥ ১০ ॥

অদ্যাপি তন্মনসি সংপরিবর্ততে মে রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥ ১১ ॥

অদ্যাপি তৎকনককুণ্ডলঘৃষ্টগণ্ডমাস্যং স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দুমুক্তাফলপ্রকরবিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥ ১২ ॥

অদ্যাপি তৎপ্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং তস্যাঃ স্মরামি রতিবিভ্রমগাত্রভঙ্গম্‌।
বস্ত্রাঞ্চলস্খলনচারুপয়োধরান্তং দন্তচ্ছেদং দশনখণ্ডনমণ্ডনং চ ॥ ১৩ ॥

অদ্যাপ্যশোকনবপল্লবরক্তহস্তাং মুক্তাফলপ্রচয়চুম্বিতচূচুকাগ্রাম্‌।
অন্তঃ স্মিতোচ্ছ্বসিতপাণ্ডুরগণ্ডভিত্তিং তাং বল্লভামলসহংসগতিং স্মরামি ॥ ১৪ ॥

অদ্যাপি তৎকনকরেণুঘনোরুদেশে ন্যস্তং স্মরামি নখরক্ষতলক্ষ্ম তস্যাঃ।
আকৃষ্টহেমরুচিরাম্বরমুত্থিতায়া লজ্জাবশাৎকরধৃতং চ ততো ব্রজন্ত্যাঃ ॥ ১৫ ॥

অদ্যাপি তাং বিধৃতকজ্জললোলনেত্রাং পৃথ্বীং প্রভূতকুসুমাকুলকেশপাশাম্।
সিন্দূরসংলুলিতমৌক্তিকদন্তকান্তিমাবদ্ধহেমকটকাং রহসি স্মরামি ॥ ১৬ ॥

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং স্রস্তস্রজং স্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠীম্।
পীনোন্নতস্তনযুগোপরিচারুচুম্বন্মুক্তাবলীং রহসি লোলদৃশং স্মরামি ॥ ১৭ ॥

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপমালাময়ূখপটলৈর্দলিতান্ধকারে।
প্রাপ্তোদ্যমে রহসি সম্মুখদর্শনার্থং লজ্জাভয়ার্তনয়নামনুচিন্তয়ামি ॥ ১৮ ॥

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীম্।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি ॥ ১৯ ॥

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনম্রাং মুক্তাকলাপধবলীকৃতকণ্ঠদেশাম্।
তৎকেলিমন্দরগিরৌ কুসুমায়ুধস্য কান্তাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বলপুষ্পকেতুম্ ॥ ২০ ॥

অদ্যাপি চাটুশতদুর্ললিতোচিতার্থং তস্যাঃ স্মরামি সুরতক্লমবিহ্বলায়াঃ।
অব্যক্তনিঃস্বনিতকাতরকথ্যমানসংকীর্ণবর্ণরুচিরং বচনং প্রিয়ায়াঃ ॥ ২১ ॥

অদ্যাপি তাং সুরতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীং স্রস্তাঙ্গযষ্টিগলিতাংশুককেশপাশাম্।
শৃঙ্গারবারিরুহকাননরাজহংসী জন্মান্তরেঽপি নিধনেঽপ্যনুচিন্তয়ামি ॥ ২২ ॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং পীযূষপূর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীম্।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে স্বর্গাপবর্গনররাজসুখং ত্যজামি ॥ ২৩ ॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং সর্বাঙ্গসুন্দরতয়া প্রথমৈকরেখাম্।
শৃঙ্গারনাটকরসোত্তমপানপাত্রীং কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণখিন্নাম্ ॥ ২৪ ॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাঙ্গলগ্নাং প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহম্।
বালামনাথশরণামনুকম্পনীয়াং প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং ন হি বিস্মরামি ॥ ২৫ ॥

অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরীণাং স্নেহৈকপাত্রঘটিতামবনীশপুত্রীম্।
হংহো বিধে মম বিয়োগহুতাশনোঽয়ং সোঢ়ুং ন শক্যত ইতি প্রতিচিন্তয়ামি ॥ ২৬ ॥

অদ্যাপি বিস্ময়করীং ত্রিদশান্বিহায় বুদ্ধির্বলাচ্চলতি মে কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতিমুহূর্তমিহান্তকালে কান্তেতি বল্লভতরেতি মমৈব ধীরা ॥ ২৭ ॥

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতং মদীয়ং শ্রুত্বৈব ভীরুহরিণীমিব চঞ্চলাক্ষীম্।
বাচঃ স্খলদ্বিগলদশ্রুজলাকুলাক্ষীং সংচিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাম্ ॥ ২৮ ॥

অদ্যাপি তাং সুনিপুণং যততা ময়াপি দৃষ্টং ন যৎসদৃশতো বদনং কদাচিৎ।
সৌন্দর্যনির্জিতরতি দ্বিজরাজকান্তি কান্তামিহাতিবিমলত্বমহাগুণেন ॥ ২৯ ॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগবিষোপমেয়াং সঙ্গে পুনর্বহুতরামমৃতাভিষেকাম্ ।
তাং জীবধারণকরীং মদনাতপত্রামুদ্বক্তকেশনিবহাং সুদতীং স্মরামি ॥ ৩০ ॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে দুর্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে বক্তুং ন পার্যতইতি ব্যথতে মনো মে ॥ ৩১ ॥

অদ্যাপি মে নিশি দিবা হৃদয়ং দুনোতি পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখং মম বল্লভায়াঃ ।
লাবণ্যনির্জিতরতিক্ষতিকামদর্পং ভূয়ঃ পুরঃ প্রতিপদং ন বিলোক্যতে যৎ ॥ ৩২ ॥

অদ্যাপি তামবহিতাং মনসাচলেন সংচিন্তয়ামি যুবতীং মম জীবিতাশাম্ ।
নান্যোপভুক্তনবযৌবনভারসারাং জন্মান্তরেঽপি মম সৈব গতির্যথা স্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

অদ্যাপি তদ্বদনপঙ্কজগন্ধলুব্ধভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাম্ ।
লীলাবধূতকরপল্লবকঙ্কণানাং ক্বাণো বিমূর্চ্ছতি মনঃ সুতরাং মদীয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

অদ্যাপি তাং নখপদং স্তনমণ্ডলে যদ্দত্তং ময়াস্য মধুপানবিমোহিতেন ।
উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্বহুভিঃ সমন্তাজ্জাগর্তি রক্ষতি বিলোকয়তি স্মরামি ॥ ৩৫ ॥

অদ্যাপি কোপবিমুখীকৃতগন্তুকামা নোক্তং বচঃ প্রতিদদাতি যদৈব বক্ত্রম্ ।
চুম্বামি রোদিতি ভৃশং পতিতোঽস্মি পাদে দাসস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি সার্ধং সখীভিরপি বাসগৃহে সুকান্তে ।
কান্তাঙ্গসঙ্গপরিহাসবিচিত্রনৃত্যে ক্রীড়াভিরাম ইতি যাতু মদীয়কালঃ ॥ ৩৭ ॥

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কশ্চিচ্ছক্নোত্যদৃষ্টসদৃশীং চ পরিগ্রহং মে ।
দৃষ্টং তয়োঃ সদৃশয়োঃ খলু যেন রূপং শক্তো ভবেদ্যদি স এব নরো ন চান্যঃ ॥৩৮॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেদ্মি কিমীশপত্নী শাপং গতা সুরপতেরথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ ।
ধাত্রৈব কিং নু জগতঃ পরিমোহনায় স নির্মিতা যুবতিরত্নদিদৃক্ষয়া বা ॥ ৩৯ ॥

অদ্যাপি তন্নয়নকজ্জলমুজ্জ্বলাস্যং বিশ্রান্তকর্ণযুগলং পরিহাসহেতোঃ ।
পশ্যে তবাত্মনি নবীনপয়োধরাভ্যাং ক্ষীণং বপুর্যদি বিনশ্যতি নো ন দোষঃ ॥ ৪০ ॥

অদ্যাপি নির্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তি চেতো মুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ম্ ।
বক্ত্রং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে চুম্বন্পিবাম্যবিরতং ব্যথতে মনো মে ॥ ৪১ ॥

অদ্যাপি তৎকমলরেণুসুগন্ধগন্ধি তৎপ্রেমবারি মকরধ্বজপাতকারি ।
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং প্রাণাং স্ত্যজামি নিয়তং তদবাপ্তিহেতোঃ ॥৪২॥

অদ্যাপ্যহো জগতি সুন্দরলক্ষপূর্ণে অন্যান্যমুত্তমগুণাধিকসংপ্রপন্নে ।
অন্যাভিরপ্যুপমিতুং ন ময়া চ শক্যং রূপ তদীয়মিতি মে হৃদয়ে বিতর্কঃ ॥ ৪৩ ॥

অদ্যাপি সা মম মনস্তটিনী সদাস্তে রোমাঞ্চবীচিবিলসদ্বিপুলস্বভাবা ।
কাদম্বকেশররুচিঃ ক্ষতবীক্ষণং মাং গাত্রক্লমং কথয়তী প্রিয়রাজহংসী ॥ ৪৪ ॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজপুত্রীং সম্পূর্ণযৌবনমদালসঘূর্ণনেত্রীম্ ।
গন্ধর্বযক্ষসুরকিন্নরনাগকন্যাং স্বর্গাদহো নিপতিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ৪৫ ॥

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃশবেদিমধ্যামুত্তুঙ্গসম্ভৃতসুধাস্তনকুম্ভযুগ্মাম্ ।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা ন হি বিস্মরামি ॥ ৪৬ ॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং ব্রীড়োৎসুকাং নিপতিতামিব চেষ্টমানাম্ ।
অঙ্গাঙ্গসঙ্গপরিচুম্বনজাতমোহাং তাং জীবনৌষধিমিব প্রমদাং স্মরামি ॥ ৪৭ ॥

অদ্যাপি তৎসুরতকেলিনিরস্ত্রযুদ্ধং বন্ধোপবন্ধপতনোত্থিতশূন্যহস্তম্ ।
দন্তৌষ্ঠপীড়ননখক্ষতরক্তসিক্তং তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধুরনিষ্ঠুরত্বম্ ॥ ৪৮ ॥

অদ্যাপ্যহং বরবধূসুরতোপভোগং জীবামি নান্যবিধিনা ক্ষণমন্তরেণ ।
তদ্ভ্রাতরো মরণমেব হি দুঃখশান্ত্যৈ বিজ্ঞাপয়ামি ভবতস্ত্বরিতং লুনীধ্বম্ ॥ ৪৯ ॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকুটং কুর্মো বিভর্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠভাগে ।
অম্ভোনিধির্বহতি দুঃসহবাড়বাগ্নিমঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥ ৫০ ॥

ভবভূতি

মহাবীরচরিত
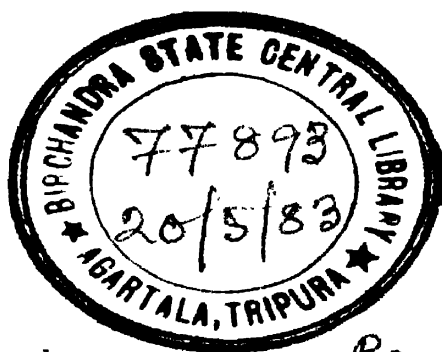
ভূমিকা

কবি ও কিংবদন্তী

মহাবীরচরিতের রচয়িতার আসল নাম শ্রীকণ্ঠ না ভবভূতি—এই নিয়ে যে বিতর্ক আছে; তা থাক। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর শ্রীকণ্ঠ নিঃসৃত বাণী ভবের (=মহাদেবের) ভূতিতে (=ভস্ম বা ঐশ্বর্যে) আচ্ছাদিত ; তাই শ্রীকণ্ঠ এখন ভবভূতির অন্তরালে। কবি সকলের কাছে ভবভূতি নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভরাজ্যে পদ্মপুর নগর। বিরাট পণ্ডিতবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ ভট্টগোপাল একজন মহাকবি ; পিতা নীলকণ্ঠ ছিলেন নীলকণ্ঠের মতোই বিমলযশের অধিকারী। কবি নিজে ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি জাতিতে তেলেগু অথবা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হতে পারেন। পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁর ভীষণ দম্ভ। এই ব্রাহ্মণ কবি বাগ্‌দেবীর আরাধনা করেন না, বরং বাগ্‌দেবী তাঁর বশবর্তিনী হয়ে তাঁকেই অনুসরণ করে থাকেন (যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ততে—উঃ চরিত, বশ্যাবাচঃ কবেঃ কাব্যম্—মহাঃচরিত)।

যাই হোক্, কবির দম্ভোক্তি একেবারে নিরর্থক নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান—এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। ভবভূতি এবং কালিদাস—সংস্কৃত সাহিত্যের এই দুই মহারথীকে সমসাময়িক মনে করে কয়েকটি গল্প প্রচলিত ছিল। যদিও এগুলি নিছক গল্প, তবু কয়েকটা মজার কাহিনী তুলে ধরছি।

রাজা ভোজ একবার ভবভূতি এবং কালিদাসকে ডেকে একটি শ্লোক রচনা করতে বললেন। শ্লোক রচনা শেষ হলে তা নিয়ে যাওয়া হল ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে দাঁড়িপাল্লায় মাপার জন্যে। সেখানে দেখা গেল যে, ভবভূতির শ্লোক যে পাল্লায় চাপানো হয়েছিল, তা উঠে গেল ; তখন দেবী ভুবনেশ্বরী হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাঁর পদ্ম থেকে একটু মধু উঠে যাওয়া পাল্লায় দিয়ে দিলেন।—ভোজপ্রবন্ধ

ভবভূতির উত্তরচরিত রচনা তখন শেষ হয়েছে। কেমন হয়েছে, তা যাচাই করার জন্যে তিনি একদিন কালিদাসের কাছে এলেন। কালিদাস তখন শারীখেলা (=পাশা জাতীয় খেলা) খেলছিলেন। তিনি ভবভূতিকে জোরে জোরে পড়তে বলে, নিজে খেলায় মত্ত রইলেন। এতে ভবভূতি কিছুটা হতাশ হলেন, যা হোক্, নাটকটি কোনো-রকমে পড়া শেষ করলেন। কালিদাস তখন নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ; কিন্তু তারই মধ্যে বলে দিলেন 'কিমপি কিমপি মন্দং'—(উঃ চঃ ১/২৭) শ্লোকটিতে অনুস্বারের বড়ো বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং বললেন 'রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ' এইস্থানে 'রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ' হওয়া উচিত ছিল।

তারপর কবি ভবভূতি দেখলেন যে, অন্য একটি জায়গায় কালিদাস সংশোধনের প্রস্তাব দিতে ভুলে গেছেন, আর তিনি নিজেই ও। সংশোধন করে নিলেন—'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োঃ' ইত্যাদি ১/৩৯॥ শেষ চরণে 'কথমপ্যেকং হি তৎপ্রাপ্যতে'—এখানে 'একং' পদটি ঠিক নয়, 'এবং' পদটি দিলেই রচনা অতি সুন্দর হয়।—ভোজপ্রবন্ধ

মারাঠী ভাষায় রচিত 'কবিচরিত' নামে এক প্রাচীন গ্রন্থের কাহিনীটি এইরূপ : একদিন দেবী সরস্বতী সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরে রাস্তায় বল খেলতে খেলতে দণ্ডী; ভবভূতি এবং কালিদাসের কাছে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখে দণ্ডী স্তব করলেন—

একোঽপি ত্রয় ইব ভাতি—কন্দুকোঽয়ং কান্তায়াঃ করতলরাগরক্তঃ। ভূমৌ তচ্চরণনখাংশুগৌরবঃ স্বস্থঃ সন্নয়নমরীচিনীলনীলঃ॥

ভবভূতি রচনা করলেন—বিদিতং ননু কন্দুক তে হৃদয়ং প্রমদাধরসঙ্গমলুব্ধ ইব। বনিতাকরতামরসাভিহতঃ পতিতঃ পতিতঃ পুনরুৎপতসি॥

কালিদাস বললেন—পয়োধরাকারধরো হি কন্দুকঃ করেণ রোষাদভিহন্যতে মুহুঃ। ইতীব নেত্রাকৃতিভীতমুৎপলং স্ত্রিয়ঃ প্রসাদায় পপাত পাদয়োঃ॥

ভোজপ্রবন্ধেও অনুরূপ কাহিনী আছে। তবে সেখানে ভবভূতি, বররুচি এবং কালিদাস এই সমস্ত শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন রাজা ভোজের অনুরোধে।

ভোজপ্রবন্ধে 'সমস্যাপূরণের' বর্ণনা আছে। তাতে ভবভূতি, দণ্ডী এবং কালিদাস—এই তিন কবি একটি শ্লোকের যথাক্রমে তিনটি পাদ রচনা করেন এবং চতুর্থ পাদটি রচনা করেন স্বয়ং রাজা ভোজ। শ্লোকটি এইরূপ ঃ

অরুণকিরণজালৈরন্তরিক্ষে গতর্ক্ষে (ভবভূতি)
চলতি শিশিরবাতে মন্দমন্দং প্রভাতে। (দণ্ডী)
যুবতিজনকদম্বে নাথমুক্তৌষ্ঠবিম্বে (কালি)
চরমগিরিনিতম্বে চন্দ্রবিম্বং ললম্বে॥ (ভোজ)

ভবভূতির ভক্তদের সঙ্গে কালিদাস ভক্তদের বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এ বিষয়ে ভোজপ্রবন্ধে একটি নজির আছে। ভবভূতির সম্প্রদায় কালিদাস-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলত—কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ।

আবার কালিদাস-সম্প্রদায়েরা ভবভূতিপক্ষীয়দের উদ্দেশ্যে টিপ্পনী কাটত—'তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহিবৃক্ষো মহাতরুঃ।'

—এইভাবে দুই মহাকবির মহত্ত্ব এবং জনপ্রিয়তা লোকসমাজে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। তবে কাহিনীতে যেভাবে কালিদাস, ভোজ, দণ্ডী, বররুচি এবং ভবভূতিকে সমসাময়িকভাবে দেখানো হয়েছে, তা একান্তই অবাস্তব। এই গল্পগুলো থেকে জনমানসে তাঁদের সম্পর্কে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং কবিদের পরস্পরের রচনারীতির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মহাবীর চরিতের প্রক্ষিপ্ত অংশ

সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত সমগ্র মহাবীরচরিতের রচয়িতা ভবভূতি কিনা—এ ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ আছে। মহাবীরচরিতের সমস্ত সংস্করণেই পঞ্চম অঙ্কের ৪৬ শ্লোক পর্যন্ত পাঠ দেখা যায় ; সমস্ত পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত পাঠ দেখা যায় মূলতঃ তিনটি সংস্করণে। বীররাঘবের টীকা সমেত নির্ণয় সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত মহাবীরচরিতে পঞ্চম অঙ্কের ৪৬ শ্লোকের পর দু রকম পাঠ আছে। কথিত আছে সুব্রহ্মণ্য নামে এক কবি এই নাটকের পরবর্তী অংশ রচনা করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় দুটি সংস্করণে ষষ্ঠ এবং সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত পাঠ লক্ষ্য করা যায়। মহাবীরচরিতের সর্বত্র প্রচলিত পাঠরূপে জীবানন্দের টীকাসহ সমগ্র নাটকটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মহাবীরচরিতের বিভিন্ন সংস্করণে তিন রকম পাঠ দেখা যায়। যেমন

(১) মহাবীরচরিত—১ম অঙ্ক থেকে ৫ম অঙ্কের ৪৬ শ্লোক।
(২) ,, ৫/৪৬ শ্লোক থেকে সমগ্র ৫ম অঙ্ক (অর্থাৎ ১ম—সমগ্র ৫ম অঙ্ক)।
(৩) ,, ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে ৭ম অঙ্ক (অর্থাৎ সমগ্র মহাবীর চরিত)।

তবে ১ম থেকে সমগ্র ৫ম অঙ্ক পর্যন্ত মহাবীরচরিত যে ভবভূতির রচনা এবং এক-সময় এই পাঠ সর্বত্র প্রচলিত ছিল—এ বিষয়ে দৃঢ় যুক্তি আছে। প্রথমতঃ এই নাটকের সবচেয়ে পুরনো যে-পাণ্ডুলিপি তাতে ৫/৪৬ শ্লোক একজনের লেখা এবং ৫ম অঙ্কের বাকি অংশের অন্য একজনের লেখা বলে কোনো নজির নেই। দ্বিতীয়তঃ ধনঞ্জয়ের দশরূপকে এবং বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণে মহাবীরচরিতের ৫ম অঙ্কের ৪৮ শ্লোকটি উদাহরণরূপে উধৃত হয়েছে, তাছাড়া ভোজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণে ও ৫ম অঙ্কের ৫১ শ্লোকটি উধৃত হয়েছে। অতএব ৫ অঙ্কের ৪৬ শ্লোক পর্যন্তই শুধু যে ভবভূতির রচনা নয়, সমগ্র ৫ম অঙ্কই যে কবির নিজের রচনা—এ ব্যাপারে বড়ো একটা সন্দেহ থাকে না। অতএব আমরা বলতে পারি ১ম অঙ্ক থেকে ৫ম অঙ্ক পর্যন্ত ভবভূতি নিজে রচনা করেন।

মহাবীরচরিতের ষষ্ঠ থেকে সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত ভবভূতির রচনা নয়—এ ব্যাপারে যুক্তি বেশ প্রবল। এ প্রসঙ্গে Dr. Todar Mall-এর যুক্তিবহ আলোচনাটি তুলে ধরা যেতে পারে।

(১) শ্লোক শব্দগুচ্ছ এবং গদ্য রচনা—যা মহাবীরচরিতেব ৫ম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যায়, তা ভবভূতির অন্য রচনাগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ষষ্ঠ থেকে সপ্তম অঙ্কের রচনার ছাপ অন্য রচনায় খুবই নগণ্য ; কেবলমাত্র 'কিলকিলাহকোলাহল' এবং 'চক্রম-চক্রম' শব্দ দুটি মালতীমাধবে লক্ষ্য করা যায়।

(২) পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাবীরচরিত থেকে যে-সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা সমস্তই এই নাটকের ৫ম অঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ষষ্ঠ বা সপ্তম অঙ্ক থেকে একটিও উধৃতি নেই।

(৩) মহাবীরচরিতের ৫ম অঙ্কে দেখা যায়, দুন্দুভি দানবের অস্থিস্তূপ রাম পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেন ; আবার সপ্তম অঙ্কে (১৬ শ্লোক) বলা হল—এ কাজ লক্ষ্মণ করেন। এ রকম বিরুদ্ধ উক্তি ভবভূতির মতো আত্মসচেতন কবির পক্ষে অসম্ভব।

(৪ ১ম—৫ম অঙ্ক পর্যন্ত মহাবীরচরিতের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে ৬ষ্ঠ—৭ম অঙ্কের প্রাকৃতের মধ্যে বেশ গরমিল আছে।

(৫) তাছাড়া 'বিদ্রাবিত' (৬/২৭) শব্দটিতে যে ছান্দিক অনিয়ম দেখা যায়, ভবভূতির রচনায় অন্য কোথাও তা দেখা যায় না।

কাহিনী

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে মিথিলা থেকে এসেছেন জনকের ভাই কুশধ্বজ, সঙ্গে আছে সীতা আর ঊর্মিলা। বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্র অযোধ্যা থেকে এনেছেন রাম-লক্ষ্মণকে। তাঁর উদ্দেশ্য হল 'যজ্ঞবিনাশী রাক্ষসদের ধ্বংস করা, জৃম্ভকাদি অলৌকিক শক্তিশালী অস্ত্রদান করে রাম-লক্ষ্মণের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলা এবং সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে দেওয়া।' রাজা কুশধ্বজ দুই কুমারের অপূর্ব শৌর্যময় কান্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে দেবার ইচ্ছা জাগল কুশধ্বজের। কিন্তু মনে পড়ে গেল দাদা জনকের প্রতিজ্ঞার কথা—'যে হরধনু ভাঙতে পারবে তার সঙ্গেই সীতার বিয়ে হবে।' তাই—ইচ্ছা থাকলেও তাঁর করার কিছুই নেই।

এমন সময় আশ্রমে হাজির হল এক রাক্ষস—তার নাম সর্বমায়। 'রাবণ সীতাকে বিয়ে করতে চায়, চায় রাক্ষসবংশের সঙ্গে জনকবংশের মৈত্রী'—এই বার্তা নিয়ে সে প্রথমে মিথিলায় জনকের কাছে যায়; পরে সুকৌশলে জনক তাকে পাঠায় কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রের মতামত জানতে। রাবণের এই প্রস্তাবে সকলে স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ। জবাবের অপেক্ষায় রইল দূত সর্বমায়। অকস্মাৎ যজ্ঞের মূর্তিমান বিঘ্নরূপে ভয়ঙ্কর ঝড়ের মতো—রাক্ষসী তাড়কা আশ্রমে তেড়ে এল। রামের হাতে তার শোচনীয় মৃত্যু দেখে বিচলিত হল সর্বমায়। সে রাবণের বার্তার জবাব চাইল; কিন্তু কোনো সদুত্তর পেল না। বিশ্বামিত্র বুঝলেন বিপদ আসন্ন। রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলার সব ব্যবস্থা করলেন মহর্ষি। তপোবলে তিনি মিথিলা থেকে হরধনু তপোবনে নিয়ে এলেন। রাম অতি সহজে সে ধনু ভেঙ্গে ফেললেন। রাম সীতার বিয়েতে আর কোনো বাধা রইল না। বিশ্বামিত্রের চেষ্টায় ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণ, মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরত এবং শ্রুতকীর্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিয়েরও ব্যবস্থা হল। আনুষ্ঠানিক বিবাহ হবে মিথিলার রাজপ্রাসাদে। বিশ্বামিত্র বিবাহের সংবাদ পাঠালেন অযোধ্যায় কুলগুরু বশিষ্ঠের উদ্দেশে। বললেন—'বশিষ্ঠ যেন ব্রহ্মর্ষিদের নিমন্ত্রণ করে দশরথের সঙ্গে মিথিলায় বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দেন।' এসব স্বচক্ষে দেখে সর্বমায় ক্রুদ্ধ হল। ঘোর পরিণামের কথা সকলকে জানিয়ে সে চলে গেল। হঠাৎ মারীচ এবং সুবাহু নামে দুই রাক্ষস যজ্ঞ ধ্বংস করতে উদ্যত হল। রাম লক্ষ্মণ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [প্রথম অঙ্ক]

তাদের হাতে মারীচ ও সুবাহু নিহত হল। মিথিলায় জনকের প্রাসাদে মহাসমারোহে দশরথের পুত্রদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের উপহাররূপে রাম মহর্ষি অগস্ত্যের কাছ থেকে পেলেন মহেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ধনু। বিশ্বামিত্র তাঁকে আগেই দিয়েছিলেন জৃম্ভকাদি অস্ত্র। এভাবে ক্ষাত্র বীর্যের সঙ্গে মহর্ষিদের তেজ মিশে যাওয়ায় রাম সমরে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। রাবণের মাতামহ এবং ধুরন্ধর কূটকৌশলী মন্ত্রী মাল্যবান মহাচিন্তায় পড়লেন। এ সময় মহেন্দ্রদ্বীপ থেকে পরশুরাম রাবণকে এক চিঠি লিখে জানালেন—'দণ্ডকারণ্যের তপস্বীদের উপর রাক্ষসরা বড়ো হামলা করছে। এ রকম চললে রাক্ষসদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হবে।' চিঠিটি এল মাল্যবানের হাতে। চকিতে তার মাথায় খেলে গেল এক চমৎকার কৌশল। ক্ষত্রিয়ের যম জামদগ্ন্যকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার ব্যবস্থা করলেন। মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন পরশুরাম। রাম সেই পরমগুরু শিবের ধনু ভেঙে আসলে পরাক্রান্ত শিষ্য পরশুরামকেই অপমান করেছেন। এতে ক্রুদ্ধ হবেন জামদগ্ন্য, নিশ্চয়ই হত্যা করবেন রামকে। রাম এখন মিথিলার রাজপ্রাসাদে। না, খবরটা এখনই পৌঁছে দিতে হবে পরশুরামের কাছে। শূর্পণখাকে সঙ্গে নিয়ে মাল্যবান চললেন মহেন্দ্রদ্বীপে সেই তাঁর কাছে—যিনি একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন পৃথিবীকে।

পরের ঘটনা—মিথিলার রাজপ্রাসাদ। মাল্যবানের মতলব মতো সেখানে পরশুরাম উপস্থিত। ক্রোধে হুংকার করে রামের অন্বেষণে তিনি শেষ পর্যন্ত চলে এলেন একেবারে অন্তঃপুরে। কোথায় রাম? সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীক বিনীত-উত্তর দিলেন রামচন্দ্র—'এই তো আমি,—এদিকে, এদিকে আসুন।' নবদূর্বাদল শ্যাম, সদ্য বিবাহিত, অমায়িক এই কুমারকে হত্যা করতে হবে—ভেবে কুলিশকঠিন

পরশুরামের হৃদয়েও অকস্মাৎ ঝরে পড়ল স্নেহধারা। কিন্তু রামের বুদ্ধিদীপ্ত টিপ্পনীকাটা কথায় তিনি আবার কঠোর হয়ে উঠেন। জামাতা রামের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ছুটে এলেন রাজর্ষি জনক, এলেন তাঁর কুলগুরু শতানন্দ। তাঁদের কণ্ঠে একটিই কথা 'নীতিভ্রষ্ট পরশুরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাই উচিত।' পরশুরামের সঙ্গে তাঁদের যখন তুমুল বাগযুদ্ধ চলছে তখন অন্তঃপুর থেকে বিয়ের সুতো খোলার জন্যে রামের ডাক এল। পরশুরামের অনুমতি নিয়ে রাম অন্তঃপুর চলে গেলেন। তারপর দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র এসে জানালেন—'ভগবান বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র আপনাদের সকলকে ডেকেছেন।' সে ডাকে সাড়া দিয়ে সকলে চললেন সে দিকে। [দ্বিতীয় অঙ্ক]

জনকের রাজপ্রাসাদ। জগৎপূজ্য দুই মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র ক্রোধ ত্যাগ করার জন্যে পরশুরামকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু গুরু মহাদেবের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পরশুরাম সঙ্কল্পে অবিচল। রামের মুণ্ডচ্ছেদ না করে শান্ত হবে না তাঁর কুঠার। তাঁর এই কঠিন মনোভাবে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন জনকের কুলগুরু শতানন্দ। পরশুরামকে অভিশাপ দেবার জন্যে হাতে জল নিলেন। কেড়ে নিলেন সে জল মহর্ষি বশিষ্ঠ। শতানন্দের এই আচরণে রোষে ফেটে পড়লেন পরশুরাম, মর্মভেদী ভাষায় অপমান করতে লাগলেন পূজনীয়দের। তাঁর অভদ্র আচরণে জনক রুষ্ট হলেন, মহারাজ দশরথ ক্ষিপ্ত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। অন্যদিকে উত্তাল সমুদ্রের মতো ক্রোধে ফুঁসতে লাগলেন জামদগ্ন্য। বিনা যুদ্ধে পরশুরাম শান্ত হবেন না দেখে রাম সংগ্রামের জন্যে গুরুজনদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাম-পরশুরামের সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠল। [তৃতীয় অঙ্ক]

পরশুরাম যুদ্ধে পরাজিত। ব্যর্থ হল মাল্যবানের প্রথম চক্রান্ত। নতুন করে সে শুরু করল রামবধের কৌশল। পুত্রদের বিয়ে হয়ে গেলেও দশরথ তখনও মিথিলায় রয়েছেন। রাণী কৈকেয়ী সংবাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে মন্থরাকে অযোধ্যা থেকে পাঠিয়েছেন মিথিলায়। মন্থরা এখন মিথিলার কাছাকাছি। দূত মারফৎ মাল্যবানের কাছে খবর পৌঁছে গেল। মতলব ঠিক হয়ে গেল। কুচক্রী মাল্যবান মায়াবিনী শূর্পণখাকে পরামর্শ দিল—'মন্থরার দেহে ভর করে দশরথের প্রতিশ্রুত দুটি বর কৈকেয়ীর হয়ে চেয়ে নিও। এর ফলে রামের ভাগ্যে জুটবে বনবাস। মায়াবলে রামলক্ষ্মণকে বিন্ধ্যারণ্যে এনে রাক্ষসদের কবলে রেখে মেরে ফেলা অতি সহজ ব্যাপার। আর সীতাহরণ তখন তো আরও সহজ কাজ। রাক্ষসদের হাতে রাম যদি নাও মরে, তাহলে সীতা হরণের দুঃখে লজ্জায় এবং মনঃকষ্টেই সে মারা পড়বে। যদি তাতেও না হয়, রাবণের বন্ধু বালীর হাতে রামের মৃত্যু নিশ্চিত।' এদিকে রাবণের ঘরটিও যে নিশ্ছিদ্র নয়, তাও মাল্যবানের জানা। বিভীষণ রাবণের পক্ষপাতী নয়। তার দলে আছে খর, দূষণ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা, আর আছে অমাত্যেরা। কুম্ভকর্ণ রাবণের পক্ষে থাকলেও সে অপদার্থ। ঘরের শত্রু থেকে রাবণকে বিপন্মুক্ত করতে হবে। তাই মাল্যবান বিভীষণ প্রভৃতিরও মরণফাঁদের ব্যবস্থা করেছে।

এবার আসল ঘটনা। মিথিলায় বিয়ের যাবতীয় কাজ শেষ। রাজপ্রাসাদ থেকে

একে একে বিদায়ের পালা। স্বস্থানে ফিরে গেলেন বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র। পরাজয়ের গ্লানি সানন্দে মাথায় নিয়ে পরশুরাম চললেন আপনার তপোবনে। তবে যাবার আগে রামের হাতে তুলে দিলেন নিজের প্রখ্যাত ধনু, বলে গেলেন— দণ্ডকবনের ঋষিদের রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করতে। 'কিন্তু কেমন করে রক্ষা করব ঋষিদের? দণ্ডকারণ্যে যাবার উপায় কী?'—এই চিন্তায় যখন রামচন্দ্র কাতর, সে সময় উপায় উপস্থিত হল। মাল্যবানের চক্রান্ত-মতো মন্থরার দেহে ভর করে শূর্পণখা হাজির হল। রামের হাতে তুলে দিল দশরথকে লেখা কৈকেয়ীর একটি চিঠি। তাতে লেখা—'একবরে ভরতের রাজ্যলাভ, অন্যবরে রামের চোদ্দ বছরের বনবাস। লক্ষ্মণ আর সীতা ছাড়া বনবাসে নেই কারও অধিকার।' রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাস চললেন। বিরাধ-রাক্ষস বধের জন্যে তাঁরা প্রথমে এলেন চিত্রকূটে। সেখান থেকে রাক্ষসধ্বংস করতে তাঁরা যাবেন দণ্ডকারণ্যে। [চতুর্থ অঙ্ক]

দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটী বন। শূর্পণখার নাক, কান এবং ঠোঁট কাটা গেল লক্ষ্মণের হাতে। রামের বাণে নিহত হল খর, দূষণ প্রভৃতি চোদ্দ হাজার রাক্ষস। রামের সঙ্গে রাবণের আরম্ভ হল চরম শত্রুতা। এক চিত্র-মৃগ রাম-লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করে নিয়ে এল গভীর বনে। কুটীরে সীতা একা। ছদ্মবেশে রাবণ সীতাকে হরণ করলেন। শ্যেনীপুত্র জটায়ু বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। সীতার খোঁজ করতে করতে জটায়ুর সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের দেখা হল। সীতার খবর দিয়ে জটায়ু ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। অকস্মাৎ দণ্ডকবনের নীরবতা ভেঙে শ্রমণা নামে এক চণ্ডাল তাপসীর আর্তচিৎকার ভেসে এল। তাকে দনু নামে এক কবন্ধ আক্রমণ করেছে। দনুকে বধ করে লক্ষ্মণ শ্রমণাকে রক্ষা করলেন। শ্রমণার হাতে রামকে লেখা বিভীষণের এক চিঠি। চিঠিতে বিভীষণ রামের বন্ধুত্ব চেয়েছেন। শ্রমণা পথ দেখিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। সেখানে সুগ্রীব, হনুমান এবং বিভীষণের সঙ্গে রামের পাকাপাকি বন্ধুত্ব হল। এদিকে মাল্যবানের পরিকল্পনা-মতো রাবণের বন্ধু বালী রামকে বধ করতে উদ্যত হল। রামের হাতে বালী মরার আগে নিজের কৃত কর্মের জন্যে অনুতাপ করতে লাগল। সুগ্রীবের হাতে রাজ্য দিয়ে বলে গেল – সে যেন রাম-রাবণের আসন্ন যুদ্ধে সমস্ত বানর সৈন্য নিয়ে রামভদ্রকে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করে।

[পঞ্চম অঙ্ক]

রাক্ষসদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। মন্ত্রী মাল্যবান যেন স্বচক্ষে তা দেখতে পাচ্ছেন। তার সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন রামচন্দ্র। বালীর মৃত্যু, বিভীষণ এবং সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মৈত্রী—রাক্ষসদের পক্ষে বড়োই বিপজ্জনক। রাক্ষসী ত্রিজটা এসে মাল্যবানকে সংবাদ দিল—'হনুমান লঙ্কা নগরী পুড়িয়ে দিচ্ছে। পাথর এবং গাছের আঘাতে অনেক রাক্ষসকে মেরে ফেলেছে। সীতার সঙ্গে হনুমানের দেখা হয়েছে। দণ্ডকারণ্য এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপ থেকে রাক্ষসরা বিতাড়িত। লঙ্কাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র দুস্তর সাগরের গগনচুম্বী ঊর্মিমালা আর এক রাবণের বাহুবল। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙতে এখনও অনেক দেরি। এত ঘটনা ঘটলেও রাবণ কিছুই জানেন না। তিনি প্রাসাদে উঠে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অশোকবনের দিকে।'

লঙ্কার রাজপ্রাসাদ। শত্রুর আক্রমণের কথা রাবণকে জানাতে গেলেন রানী

মন্দোদরী। রাবণ তা বিশ্বাস করলেন না, উপহাস ভরে উড়িয়ে দিলেন। সেনাপতি প্রহস্ত বানর-সৈন্য নিয়ে রামের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। রাবণ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবশেষে শত্রু-সৈন্যের প্রচণ্ড কোলাহলের শব্দে তাঁর টনক নড়ল। রামের দূতরূপে অঙ্গদ এসে রাবণকে জানাল—'সীতাকে ত্যাগ করুন। অনুচরগণের সঙ্গে লক্ষ্মণের চরণযুগল ভজনা করুন; নতুবা শরমুখে আপনাকে শাসন করা হবে।' রাগে ফেটে পড়লেন রাবণ। লঙ্কায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বানর সৈন্যের সঙ্গে রাক্ষস-সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হল। একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রাক্ষস-সৈন্যরা। নিহত হল কুম্ভকর্ণ। শতঘ্নীবাণে রাবণ মূর্ছিত করলেন লক্ষ্মণকে। শোকে মূর্ছা গেলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। গন্ধমাদন পর্বত এনে হনুমান তাঁদের মূর্ছা ভাঙালেন। লক্ষ্মণের বাণে নিহত হলেন মেঘনাদ আর রামের হাতে মারা গেলেন রাবণ। দুই রাঘবের মাথায় স্বর্গথেকে পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়ল। মহানন্দে মেতে উঠলেন সকল দেবতারা। [ষষ্ঠ অঙ্ক]

রাবণের মৃত্যুতে লঙ্কার ঘরে ঘরে নেমে এল শোকের ছায়া। সন্তান-সন্ততিদের মৃত্যুতে শোকে আকুলা হল লঙ্কা। লঙ্কায় কোন পুরুষ জীবিত নেই, বেঁচে আছে শুধু বনিতারা। বিভীষণ থাকলেও না থাকার সামিল, কেননা সে আছে শত্রুপক্ষে। অতএব লঙ্কার সান্ত্বনা কোথায়? দিদি লঙ্কার বড় বিপদ বুঝে অলকা এল। লঙ্কাকে বোঝাল—'রাম তার শত্রু নয়, অকৃত্রিম বন্ধু। আপন কর্মদোষে রাবণের এই পরিণতি। রাম স্বয়ং ভগবান, যোগীদের পরমতত্ত্ব, সজ্জনের রক্ষায় ধরাধামে তাঁর আবির্ভাব। অভিশাপের ফলে রাবণ তাব স্বরূপ জানতেন না।' অগ্নি-পরীক্ষায় সীতাব বিশুদ্ধির কথা নেপথ্যে ঘোষিত হল। লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত হলেন বিভীষণ। পুষ্পক রথ নিয়ে তিনি রামেব সামনে উপস্থিত হলেন। এবার রাম প্রভৃতির অযোধ্যার পথে যাত্রা। এ সু-সংবাদ ভরতের কাছে পেঁছে দেওয়ার জন্যে হনুমান রওনা হয়ে গেল। পুষ্পক-বিমান আকাশে উড়ল। তার যাত্রী হলেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ এবং সুগ্রীব। বিমান এল বিশ্বামিত্রের তপোবনের কাছে। মহর্ষি জানালেন—'যেভাবে তোমরা রথে আছ, সেভাবেই শীঘ্র অযোধ্যায় যাও। পথে বিলম্ব কোরো না। বশিষ্ঠ তোমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছেন। কাজ সেরে আমিও দ্রুত অযোধ্যায় যাচ্ছি।' অবশেষে বিমান অযোধ্যায় পেঁছল। হনুমানের কাছে খবর পেয়ে ভরত রামকে অভ্যর্থনা করতে আগেই প্রস্তুত ছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রস্তুত মহর্ষি বশিষ্ঠ। এলেন বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, সঙ্গে দশরথের পত্নীরা। মহা আনন্দের মাঝে মধ্যম জননী কৈকেয়ী দুঃখে শোকে ম্রিয়মাণ। বড়ো অপবাদ তাঁর। তিনিই রামের বনবাসের কারণ। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা—তা তুলে ধরলেন জ্যোতির্ময়ী লোকমাতা অরুন্ধতী। সবার সামনে তিনি মাল্যবানের সেই চক্রান্তের কথা প্রকাশ করলেন। প্রমাণ হল যে কৈকেয়ীর কোনো দোষ নেই। সত্যিই আজ অযোধ্যায় বড়ো আনন্দের দিন। তারপর বিশ্বমিত্র হাজির হলেন। রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠান-শেষে যে যার স্থানে ফিরে গেলেন। রাম সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্থিতি কামনা করলেন। নাটকের যবনিকা নেমে এল।

দশরথের কাছ থেকে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে আশ্রমে নিয়ে এলেন—এইখান থেকে 'মহাবীরচরিতে'র কাহিনী শুরু; আর তা শেষ হল রাবণকে নিধন করে রামের

অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে। রামায়ণের এই সুবিশাল কাহিনীকে নাটকের পরিমিত পরিসরে ভবভূতি ভারি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। নাট্যপ্রয়োজনে মূল কাহিনী থেকে কবি কখনও কখনও সরে এসেছেন সত্যি, কিন্তু সেখানে কবির প্রগাঢ় যুক্তি এবং বিমল প্রতিভা ম্লান হয়ে যায় নি।

রামায়ণ ও মহাবীরচরিত

বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী থেকে মহাবীরচরিতের কবি যে সমস্ত স্থানে পরিবর্তন এনেছেন, সেগুলি লক্ষণীয়।

(১) বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রামের প্রতি সীতার এবং লক্ষ্মণের প্রতি ঊর্মিলার আকর্ষণ এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ।

(২) বিশ্বামিত্রের তপোবনে রাবণের দূতরূপে সর্বমায় রাক্ষসের আগমন। তপোবনে বিশ্বামিত্রের হরধনুকে আশ্রমে আনা এবং সেখানেই রামের হরধনু ভঙ্গ।

(৩) মাল্যবানের চরিত্রটি ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। পরশুরামকে রামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্যে মাল্যবানের প্রয়াস, রাবণের বন্ধু বালীকে রাম বধের জন্যে পাঠানো—এসমস্ত ভবভূতির অভিনবত্ব।

(৪) বালী রামকে হত্যা করতে উদ্যত হলে রামের হাতে নিহত হয়। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে রামের বালীবধের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ সেখানে রামচরিত্র কিছুটা কলঙ্কিত। কিন্তু এ নাটকে রাম নির্দোষ।

(৫) রামায়ণে কৈকেয়ীচরিত্র কলুষিত। কিন্তু এখানে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা আসলে রাক্ষসদের চক্রান্ত। কৈকেয়ী চরিত্রের মহত্ত্ব এখানে অক্ষুণ্ণ।

(৬) লঙ্কা এবং অলকা—এই দুই নগরীকে নারী চরিত্ররূপে উপস্থাপনা ভবভূতির কবিকল্পনা।

(৭) বিশ্বামিত্রের আশ্রমেই তাড়কার নিধন, পরশুরামের চরিত্রটির জীবন্ত রূপ মাল্যবানের অভিনব চক্রান্ত—এসবই ভবভূতির কল্পনা ও প্রতিভার স্বাক্ষর।

চরিত্র

মহাবীরচরিতের দুটি বড়ো সম্পদের মধ্যে একটি রামকাহিনীর বুদ্ধিদীপ্ত নাটকীয় উপস্থাপন, অন্যটি চরিত্র-চিত্রণ। এ নাটকে তিনটি প্রধান চরিত্র – রাম, পরশুরাম এবং মাল্যবান। সীতা, লক্ষ্মণ এবং রাবণের চরিত্র এখানে তেমন আকর্ষণীয় নয়।

রামচন্দ্র

যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ তার মহান মূর্তিরূপে রামচরিত্র এ নাটকে রূপায়িত; রামের মহত্ত্ব সম্পর্কে মহর্ষি বশিষ্ঠের উক্তিটি স্মরণীয়—

> 'ক্ষমায়াঃ স ক্ষেত্রং গুণমণিগণানামপি খনিঃ
> প্রপন্নানাং মূর্তঃ সুকৃতপরিপাকো জনিমতাম্।'
>
> (৭ম অঙ্ক/৩৩)

বয়সে নবীন হলেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রামের দৃষ্টি সত্য শিব এবং সুন্দরের স্বচ্ছ

আলোকে সমুদ্ভাসিত। শত্রুমিত্রে তিনি ছিলেন সমদর্শী। রাবণ সীতার পাণিপ্রার্থী শুনে সকলে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত; কিন্তু রাম সে প্রার্থনার মধ্যে রাবণের কোনো অন্যায় দেখলেন না, বরং তার সপক্ষে বললেন—

'সাধারণ্যান্নিরাতঙ্কঃ কন্যামন্যোঽপি যাচতে।
কিং পুনর্জগতাং জেতা প্রপৌত্রঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥'

রাবণের বিপুল শক্তি এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। তবু কেন রাবণ দুরাচারী—ধর্মদ্বেষী? অবশেষে সংসার-ভাবনার গভীরে ডুব দিয়ে বুঝতে পারলেন—'ন বসন্ত্যেকত্র সর্বে গুণাঃ।' সত্যিই তরুণ বয়সে এই জ্ঞানের গভীরতা প্রশংসনীয়। শত্রুর প্রতিও তাঁর ব্যবহার মিত্রের মতো। বালী রাবণের বন্ধু। হত্যা করতে এসেছে রামকে। বালী শত্রু হলেও তার বন্ধুপ্রীতির জন্যে রাম তাকে প্রশংসা না করে পারলেন না—

'ন তাদৃশঃ সুহৃৎকার্যে মাধ্যস্থ্যমবলম্বতে।
মমাপ্যস্মিন্ মহাবীরে সোৎকণ্ঠমিব মানসম্ ॥' ৫/৩৬

মহাবীরচরিতের রামচন্দ্রের বীরত্বের সঙ্গে মিশে আছে অপূর্ব ধর্মবোধ। ভয়ঙ্করী রাক্ষসী তাড়কার মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর ভ্রূকুটী তুচ্ছ করে তিনি ধর্মের প্রতিভূ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্। স্ত্রী খল্বিয়ম্।' তাড়কা যে স্ত্রী। ক্ষাত্রধর্মে স্ত্রী হত্যা অন্যায়। ক্ষিপ্ত শার্দুলের মতো যে পরশুরাম তাঁর হত্যায় উদ্যত সেই ভার্গবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সৌজন্য দেখে বিস্মিত হতে হয়—

উৎপত্তির্জমদগ্নিতঃ স ভগবান্ দেবঃ পিনাকী গুরুঃ
শৌর্যং যত্তু ন তদ্গিরাং পথি ননু ব্যক্তং হি তৎকর্মভিঃ।
... ...
ক্ষাত্রব্রহ্মতপোনিধের্ভগবতঃ কিং বা ন লোকোত্তরম্ ॥ ২/৩৬

সাক্ষাৎ কৃতান্তসমান পরশুরামের সামনে দাঁড়িয়ে রাম অবলীলায় বললেন— অয়মহং ভো! ইত ইতো ভবান্।' জগৎবরেণ্য মহর্ষিদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে পরশুরাম রামবধে অবিচল, ক্রোধে কখনো ফেটে পড়ছেন, অন্যদিকে ধীর, স্থির, সংযত এবং বিনম্র হয়ে রাম সংগ্রামের জন্যে গুরুজনদের আজ্ঞার অপেক্ষায় আছেন। তাঁর মুখ থেকে পরশুরামের উপর একটিও অপমানকর কথা বেরিয়ে এল না। রামের হাতে পরশুরাম পরাজিত। কিন্তু এ মহান জয়ের জন্যে রামের মনে এতটুকু আনন্দ নেই। বীরের শোভা বিনয়ে তিনি বিভূষিত। গুরুর প্রতি প্রথম অপরাধী শিষ্যের মতো তিনি লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী (লজ্জাং বহন্ ভৃগুপতৌ হৃতবীরদর্পে শিষ্যো গুরাবিব কৃতপ্রথমাপচারঃ)।

পরহিতে রামের জীবনভোর সাধনা ও স্বপ্ন। যেখানে দেখেন ধর্মের প্রতি আঘাত সেখানেই তাঁর ন্যায়ের খড়্গ নেমে আসে। তাই রাজ্যের প্রতি কোনো মোহ না রেখে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে ঋষিদের রক্ষার জন্যে তিনি উপায় খুঁজছেন। তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম জগতে আদর্শস্থানীয়। ভরতের সিংহাসন লাভে তিনি দুঃখিত নন, বরং বনে যাবার আগে তাকে আলিঙ্গন না করে তিনি কেমন করে যাবেন? বনগমনের সংবাদে ভরতের বিষাদক্লিষ্ট মুখই বা তিনি দেখবেন কেমন করে? (অস্মৎ-প্রবাসদুঃখার্তং ন শক্নোমি দ্রষ্টুমুৎসহে)। অপরের কাজের দোষ না দিয়ে রাম সব সমস্য

আত্ম-সমালোচনায় সমাহিত। তিনি আত্মবান। তাই সীতার অপহরণের জন্যে রাবণকে দোষ না দিয়ে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন নিজেকে, দায়ী করেছেন নিজের মূঢ়তাকে।

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার বা করুণরসের নাটক 'উত্তরচরিতে'র অশ্রুমুখর প্রেমিকোত্তম রামকে বীররসাত্মক মহাবীরচরিতের রামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এখানে তার ইঙ্গিতমাত্র আছে। মহাবীরচরিতের রাম মহাবীর, তাঁর বীরত্বের সঙ্গে মিশেছে যাবতীয় মানবিক মহান গুণরাজি।

ভবভূতির আসল উদ্দেশ্য রামের জীবনী বর্ণনা নয়, জীবনকে ব্যাখ্যা করা। সেজন্যে এক প্রখ্যাত পণ্ডিত বলেছেন—'The purpose of Bhavabhuti is not to narrate the life of Rama; but to interpret it.' রামের জীবনী ব্যাখ্যায় ভবভূতি তার দুটি নাটকে অদ্বিতীয়। সেখানে ফুটে উঠছে মানুষ রামের মধ্যে রামের দেবত্ব। মানবজীবনের নশ্বরতাকে মেনে নিয়ে কঠিন জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন রামচন্দ্র। কিন্তু তাঁর সাহসিকতা, ধৈর্য এবং তেজস্বিতা ছিল দেবতার—যা নিহিত আছে প্রত্যেকটি মানবাত্মার মধ্যে। কর্তব্যে অবিচল থেকে জীবনের চড়াই-উতরাই পথ বেয়ে তিনি নিজেকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কখনও বিরহের যন্ত্রণায় পুটপাকের মতো দগ্ধ হয়েছে তাঁর হৃদয়, কিন্তু বাইরে তিনি কর্তব্যে স্থির, জগৎকে কলুষমুক্ত করতে তিনি সর্বদা জাগরূক। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক S. V. Dixit বলেছেন—'His devotion to duty is an expression of Universal love, where love from a personal plane has to play the second fiddle. The personal is essentially one with the Universal and one has to realise this 'তত্ত্বমসি' in love, which to Bhavabhuti is a Universal Principle.'

পরশুরাম—পরশুরাম চরিত্রটি ভবভূতির এক অসাধারণ সৃষ্টি। এ নাটকে পরশুরামই প্রকৃতপক্ষে প্রতিনায়ক, রাবণ নন। তিনিই রামের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বাভাবিক বীরত্ব, ব্রাহ্মণের তেজ ও তপোবল, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য ও দম্ভ এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা নিয়ে এ নাটকে তাঁর আবির্ভাব ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি ঘৃণা এবং ব্রাহ্মণের তেজ আগেই তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল; কিন্তু রামের হরধনু ভঙ্গের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘৃণা এবং তেজ বেড়ে গেল। তাঁর কণ্ঠে আহত সিংহের নাদ, হাতে মহাদেবের দেওয়া শাণিত কুঠার, কাঁধে তূণ, অন্য হাতে জড়িয়ে আছে জপমালা—যেখানে রয়েছে আবার তীক্ষ্ণ বাণ, পরিধানে বল্কল, মাথায় জটা—একাধারে ভয়ঙ্কর উগ্র আর অত্যন্ত সৌম্য তাঁর বেশ (বেষঃ শোভাং ব্যতিকরবতীমুগ্রশান্তস্তনোতি)। বাইরে তাঁর এই ভীষণ ও শান্তরূপ বস্তুতঃ তাঁর আন্তর রূপেরই প্রতীক। তাঁর চরিত্রের মধ্যেও এই আপাতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম দর্শনে তাঁর যে স্বভাব, আচার-আচরণ এবং উক্তি-প্রত্যুক্তি পাই তাতে ঋষি-সুলভ কোনো প্রজ্ঞার প্রকাশ নেই; আছে কার্তবীর্যবিজয়ী পরশুরামের আত্মপ্রশস্তি, গর্বস্ফীত আচরণ এবং দম্ভোক্তি। কিন্তু কুলিশকঠিন পরশুরামের হৃদয়ের গভীরে বয়ে চলেছে স্নেহের মন্দাকিনী। রামের বিনয়মধুর নির্ভীক বচন অমায়িক ব্যবহার জামদগ্ন্যের হৃদয়ে নিয়ে এল এক অভিনব ভাব, সুকুমার রামকে বধ করতে হবে ভেবে

ধিক্কার জানালেন বীরের ধর্মকে ('ধিগহো বীরব্রতক্রূরতাম্')। পরশুরাম প্রচণ্ড আত্মাভিমানী। শক্তির দম্ভে এ জগতে তিনি কোনো ব্যক্তিকেই গ্রাহ্য করেন না। একমাত্র গুরু মহাদেবের প্রতিই তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাই তিনি জগৎপূজ্য মহর্ষিদের উপেক্ষা করে বলেছেন—'ধর্মে ব্রহ্মাণি কামুকে চ ভগবানীশো হি মে শাসিতা'। স্বভাবসুলভ বীরত্ব ও দাম্ভিকতার সঙ্গে এই পিতৃসুলভ স্নেহপ্রবণতা পরশুরামের চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। শতানন্দ প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিরা তাঁকে যত ভর্ৎসনা করছেন, তিনি ততই আহত সিংহের মতো প্রবল গর্জন করেন, নানা পরুষ ভাষায় তাঁদের অপমানিত করেন। রামের বীরত্ব যেখানে বিনয়ে ভূষিত, সেখানে পরশুরামের বীরত্বের মধ্যে আছে ব্রাহ্মণের তেজস্বিতা, অপমানের জ্বালা এবং আত্মম্ভরিতার প্রবল উন্মাদনা।

রামের কাছে যখন তিনি পরাজিত, তখন সেই পরশুরাম যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বুঝতে পেরেছেন অহঙ্কারব্যাধিই তাঁর সমস্ত চৈতন্য, বংশমর্যাদা এবং প্রশংসনীয় চরিত্রকে বিনাশ করেছে। অপমানিত বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণাম করে তিনি পূর্বকৃত পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করলেন—'বৃদ্ধাতিক্রমসম্ভৃতস্য মহতো নির্ণিক্তয়ে পাপ্মনঃ প্রায়শ্চেতনমাদিশন্তু গুরবো রামেণ দান্তস্য মে।' অবশেষে প্রকৃত ব্রাহ্মণের মতো, পরাজিত বীরের মতো রামের কাছে বনগমনের অনুমতি চাইলেন, রামকে দিয়ে গেলেন ধনুর্বাণ দণ্ডকবনের রাক্ষস বধের জন্যে। দণ্ডকের রাক্ষস বধের জন্যে রামের হয়তো প্রাণসংশয় হতে পারে—এইভেবে আবার তিনি রাক্ষস নিধন থেকে রামকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। রামের কথা ভেবে মিথিলা থেকে বিদায় নিলেন সাশ্রুনয়নে।

ভয়ঙ্কর কাজলকালো প্রলয় মেঘের মতো যে পরশুরামের আবির্ভাব, অজস্র অশ্রুবর্ষণে শরতের শুভ্রমেঘের মতো ব্রাহ্মণের পবিত্র মহিমায় সেই পরশুরামের বিদায়—ভবভূতির এক মহান চরিত্রচিত্রণ।

মাল্যবান—মাল্যবান রাবণের মন্ত্রী এবং সম্পর্কে দাদামশাই (মাতামহভ্রাতা)। এ নাটকে তিনি অন্যতম প্রধান চরিত্র। মাল্যবান অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং দূরদর্শী কূটনীতিজ্ঞ। শত্রুপক্ষ এবং নিজপক্ষের সামর্থ্য এবং দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন। দিকে দিকে সুযোগ্য চর নিয়োগ করে তিনি শত্রুপক্ষের সমস্ত সংবাদ রাখেন। ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন রাম-রাবণের যুদ্ধ আসন্ন। সে-লগ্ন আসার আগেই রামকে বধ করার জন্যে তিনি যে-সব কৌশল রচনা করেছিলেন তা এক কথায় নিখুঁত। রাম যদি অসাধারণ শক্তির অধিকারী না হতেন, তাহলে তাঁর চক্রান্তগুলো কখনও ব্যর্থ হত না।

তাঁর দূরদর্শিতা এবং সঠিক সংবাদ রাখার নিখুঁত ক্ষমতা ছিল। ত্রিজটার মুখে লঙ্কাদহনের খবর পেয়ে তিনি বুঝলেন এ কাজ হনুমান ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি রাবণের দুষ্কৃতির কথা জানেন, মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পান রাবণের আশু বিনাশ এবং বিভীষণের অভ্যুদয়। তবু রাবণের পক্ষ ত্যাগ করার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। রাজারা স্বেচ্ছায় যা খুশি করে বিপদে পড়েন, আর তার প্রতিকার চিন্তা করতে হয় মন্ত্রীদেরই—

'যৎকিঞ্চিদ্ দুর্মদাঃ স্বৈরমাদ্রিয়ন্তে নির্গলম্।
তত্র তত্র প্রতীকারশ্চিন্ত্যো বক্রে বিধাবপি' ॥ ৬/৩ ॥

রাবণের কাজে তাঁর সায় নেই, অন্তরে ক্ষোভ আছে সত্যি, কিন্তু মন্ত্রীর কর্তব্যে অবিচল থেকে রাবণেরই জয়ের জন্যে নব নব কৌশল বিস্তার করেন। সব প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, রাম দুর্বার বেগে লংকার দ্বারে আঘাত হানলেন, যখন বুঝলেন রাবণের 'দুষ্কর্মণাং পরীপাকঃ' লংকা দহন করতে জ্বলে উঠেছে, তখন দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করে তিনি সুবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত মনে করেছেন।

রাবণ—প্রতিনায়করূপে রাবণের চরিত্র এ নাটকে মোটেই সার্থক নয়। প্রতিনায়কের চরিত্র যত সার্থকভাবে প্রকাশ পায় তত বেশি উজ্জ্বল হয় নায়কের চরিত্র। ভবভূতি মহাবীরচরিতে নায়ক রামকে পরশুরামের চরিত্রের সাহায্যে উচ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন; ফলে রাবণচরিত্র এখানে নিষ্প্রভ। নাটকে রাবণের ব্যক্তিগত উপস্থিতি খুবই কম। নাটকের শেষের দিকে ষষ্ঠ অঙ্কে প্রথম রাবণের আবির্ভাব, তাও আবার কিছুক্ষণের জন্যে। তাঁর শৌর্যবীর্য এবং কর্মপদ্ধতি প্রায় সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে পরোক্ষে। পরশুরামের কাছে তিনি যোগ্য সমাদর পান নি। বালীর কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং রাবণের দীনতা এবং হীনতার চিত্র লক্ষণীয়। তিনি পরনির্ভরশীল, অলস, অবুঝ, রাজকার্যে উদাসীন এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সীতার অতুল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকেন অশোক-বনের দিকে। রাবণের বীরত্ব কেবল অপরের কথায় প্রকাশিত। তবে তাঁর নিজের উপর আছে অগাধ আস্থা। যাঁর ঘরে দেবতারা বন্দী সেখানে ভিক্ষুক রাম যে তাঁর শত্রু হতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই রানী মন্দোদরীর কথায় বা সেনাপতি প্রহস্তের সংবাদে তিনি রামের আক্রমণ বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরে অবশ্য তিনি বীরের মতোই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তবে রামদূত অঙ্গদের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে শাস্তি দিতে যাওয়ায় রাবণের রাজকীয় মাহাত্ম্য ভূলুণ্ঠিত। রাবণ নিজেই স্বীকার করেছেন আলস্যদোষ না থাকলে তিনি বিধির বিধান উল্টে দিতেন (অহং চেন্ন স্যাদালস্যদোষঃ)। রামরাবণের যুদ্ধে রাবণের যে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাও সেরকম উল্লেখযোগ্য নয়। রণক্ষেত্রে মেঘনাদের প্রতি তাঁর বাৎসল্যরসের কিছু প্রকাশ আছে, আর আছে মায়াবী রাবণের কিছু পরিচয়। এক অতি সাধারণ চরিত্ররূপে এ নাটকে রাবণের আত্মপ্রকাশ। কবি মহাবীর রামের প্রশংসায় মুখর থেকে রাবণকে অযত্নে লালন করেছেন।

লক্ষ্মণ—বীরত্ব এবং ভ্রাতৃপ্রেম—গঙ্গা-যমুনার মতো লক্ষ্মণে সম্মিলিত। বাল্মীকি রামায়ণে পরশুরাম এবং ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের যে অশিষ্ট আচরণ দেখা যায় এ নাটকে ভবভূতি দক্ষতার সঙ্গে তা পরিহার করেছেন। ফলে তাঁর বীরত্বে এবং ভ্রাতৃপ্রীতিতে কোনো কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নি। রামের সঙ্গে বনে যাবার অনুমতি পাওয়ায় তিনি আনন্দিত। রামের কীর্তিতে বীর হিসাবে তাঁর ঈর্ষার কারণ থাকলেও এ চিন্তা তাঁর মনে কখনও আসে নি। বিশ্বামিত্রের রামকে দেওয়া দিব্য অস্ত্রগুলি ক্ষত্রিয়বীর লক্ষ্মণেরও একান্ত কাম্য; কিন্তু সেজন্যে অগ্রজের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র হিংসা নেই, বরং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। পরে অবশ্য রামের বাসনায় তিনিও দিব্যাস্ত্রের অধিকারী হয়েছেন। 'রাবণ সীতার পাণিপ্রার্থী'—এ বিষয়ে রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের

প্রথমে মতানৈক্য ঘটলেও পরে তিনি অগ্রজের সামগ্রিক দৃষ্টি ও যুক্তির কাছে নতি-স্বীকার করেছেন। রামের বীরত্ব ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজেকে রামের সেবকরূপে উৎসর্গ করেছেন। বস্তুতঃ লক্ষ্মণের চরিত্র ত্যাগের প্রতীক। অগ্রজের আদেশ পালনের জন্যে তিনি সদা উন্মুখ। রামের আদেশে ছুটলেন দনুর আক্রমণ থেকে শ্রমণাকে রক্ষা করতে। সামনে কোন শত্রু! পিছনেই বা কে?—এসব ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

লক্ষ্মণের বীরত্ব সম্পর্কে মাল্যবান বলেছেন যে, অস্ত্রকুশলতায় এবং বীরত্বে লক্ষ্মণ রামের সমান—'বীরোঽস্ত্রপারগশ্চিস্ত্যো যথা রামস্তথৈব সঃ।' বিশ্বামিত্রের তপোবনে তিনি একাই মারীচের অজস্র অনুচর হত্যা করেছেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ যিনি জগতে অজেয়, তিনি সম্মুখ সমরে লক্ষ্মণের হাতেই নিহত হয়েছেন। লক্ষ্মণের মধ্যে বীরত্ব ভ্রাতৃপ্রেম এবং ত্যাগের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সীতা—এ নাটকে সীতা মুগ্ধা প্রকৃতির স্বীয়া নায়িকা। স্বামীর প্রতি গভীর অনুরক্তি, সচ্চরিত্র, লজ্জাশীলতা, গৃহকর্মে নিপুণতা এবং সুখে দুঃখে স্বামীর প্রতি প্রীতি—এইগুলি স্বীয়া নায়িকার বৈশিষ্ট্য। লজ্জাশীলতা, সদ্যযৌবন, ক্রোধেও শান্তস্বভাব এবং কামনার অঙ্কুরোদ্গম যে নায়িকার বৈশিষ্ট্য তাকে বলা হয় মুগ্ধা। তবে মুগ্ধা স্বীয়া নায়িকার সব বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার অবকাশ ভবভূতি এ নাটকে পান নি।

সীতাচরিত্র এক কোমল ভাবনার প্রতিচ্ছবি। রামের সৌন্দর্য দর্শনে বিমুগ্ধা (সৌম্যদর্শনোঽয়ম্), সেই থেকেই ক্রমশঃ রাম তাঁর হৃদয়েগভীর অনুরাগ সঞ্চার করেন। বিশ্বামিত্র ভয়ঙ্করী রাক্ষসী তাড়কাকে বধ করার জন্যে রামকেই আদেশ করলেন। তাতে অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল তাঁর হৃদয়—'হা ধিক, এষ এবাত্র নিযুক্তঃ।' এই অনুরাগই—পরিশেষে পরিণয়ে পরিণত হল। সদ্য বিবাহিত রামচন্দ্রের অন্বেষণে মুগ্ধ পরশুরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সীতা রামের বিপদ আশঙ্কা করে পরশুরামের কাছে তাঁকে মোটেই যেতে দিতে চান না। গমনোদ্যত রামের ধনুক ধরে একবার আকর্ষণ করছেন, কখনও সমস্ত লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে জোর করে আর্যপুত্রকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন।

সীতার এক অপূর্ব সৌন্দর্যময় চিত্র ফুটে উঠেছে রাবণের কল্পনায়। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের এক সার্থক সুন্দর বর্ণনা—

মুখং যদি কিমিন্দুনা যদি চলাঞ্চলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈর্যদি তরঙ্গভঙ্গী ভ্রুবো।

মহাবীরচরিত বীররসের নাটক। তাই কোমলা ইত্যাদি ৬/৯০ সীতাচরিত্রকে সম্যক্ তুলে ধরা কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি, যেমন তা সম্ভব হয়েছে উত্তরচরিতে।

মহাবীরচরিতের অসাফল্যের কারণ

মহাবীরচরিত মঞ্চসফল নাটক নয়। বস্তুতঃ এমন একটি সুন্দর নাটকীয় বস্তু—যা অভিনব কৌশলে চিত্তাকর্ষকরূপে কবি সাজিয়েছেন, তা সফল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, ভারতীয় পাঠক তথা দর্শকসমাজ এর চেয়ে খারাপ নাটক হজম করলেও হয়তো 'পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি'র জন্যেই তাঁরা এই নাটককে এড়িয়ে

গেছেন। এমনকি নিরবধিকালের বুকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে এ নাটককে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নাটক ভবভূতির প্রথম রচনা। কাব্যজগতে যশোলাভের এই প্রথম প্রয়াস কবির পক্ষে সুখকর হয় নি। মহাবীরচরিতের বিরূপ সমালোচনার প্রত্যুত্তরেই হয়তো কবি তাঁর দ্বিতীয় রচনা মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় আক্ষেপ করে বলেছেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

এখন দেখা দরকার, কবির এই প্রতিভাময় প্রথম রচনার প্রতি কেন এই অনাদর?

প্রথমতঃ মহাবীরচরিতের রচনারীতি অতিমাত্রায় অলঙ্কৃত। গদ্যে এবং পদ্যে দীর্ঘসমাসবন্ধ পদের ব্যবহার নাটকের পক্ষে খুবই মারাত্মক। নাটকের রচনা যত সহজ, সরল এবং সাবলীল হবে দর্শকের পক্ষে বোঝা ততই সহজ হবে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে তাই স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, নাটকীয় ভাষণ হবে সুখকর এবং সহজবোধ্য; যদি চেক্রীড়িত প্রভৃতি কঠিন রচনাবন্ধ নাটকে থাকে, তবে তা হবে বেশ্যার সংগে কমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণের মিলনের মতো (নাট্যশাস্ত্র ২১/১৩১-৩২)। সমাসবহুল ওজঃগুণ যা গদ্যকাব্যের প্রাণস্বরূপ, সেই ওজঃগুণই মহাবীর চরিতে বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে। লোকে বার বার হোঁচট খেয়েছেন তাঁর গৌড়ী রীতির কঠিন রচনায়। ঘটনা যতই পরিপাটী হোক, কৌশল যতই অভিনব হোক না কেন, নাটকের ভাষাই যদি ভালোভাবে বুঝতে না পারা যায়, তাহলে সে নাটক কখনও সফল হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ভবভূতি যৌবনের উচ্ছ্বাসে, পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতায় দর্শকদের দিকে বড়ো একটা দৃষ্টিপাত করেন নি। এ নাটকের মূলরস বীর, আর তা অতিরিক্তমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ দর্শকই এই অত্যধিক বীররসের পক্ষপাতী নয়। শৃঙ্গার এবং হাস্যরসের একান্ত অভাবে সেই বীররস নাটকীয় চরিত্রে যতই ফুটে উঠেছে; দর্শকরা ক্রমে ক্রমে ততটাই নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

তৃতীয়তঃ এ নাটকের অসাফল্যের অন্যতম কারণ 'বশ্যবাচঃ কবেবাক্' এবং সাহিত্যিক অতিরেক (Literary acrobatics)। দর্শকরা নাটক দেখতে আসেন ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে অন্ততঃ ক্ষণিকের মুক্তির জন্যে; কবির বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন শব্দ শুনতে বা সাহিত্যিক কৌশল দেখতে তাঁরা তত আগ্রহী নন। যৌবনের উদ্দীপনায় কবি একথা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই দর্শকরাও ভবভূতিকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন—"a good theme by itself does not make a good drama, but it should have a good presentation."

মহাবীরচরিতের অসাফল্যের কারণরূপে পণ্ডিতরা আরও একটি যুক্তি দেখান। অ্যারিস্টটল এবং আমাদের ভারতীয় আলঙ্কারিকরা বলেন যে, নাটকে মহাকাব্যের মতো খুব বেশি ঘটনা বা উপাখ্যান থাকা উচিত নয়। ভবভূতি এ নিয়ম লঙ্ঘন করে মহাকাব্যের ধাঁচে মহবীরচরিত রচনা করায় তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাই অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেছেন—"Bhavabhuti disregarding this

warning, attempted to write his Mahaviracarita on an epic plan, and as a result it did not become successful."

তবে একথা বলা যেতে পারে যে, মহাবীরচরিতের অসাফল্যের মূল কারণ সম্ভবতঃ দীর্ঘসমাসবন্ধ পদ এবং কঠিন দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার।

দর্শকের দৃষ্টিতে

অভিনব ভঙ্গিতে ঘটনার ঘনঘটা মহাবীরচরিতের প্রথম অঙ্ককে মাতিয়ে রেখেছে। বিশ্বামিত্রের তপোবনে একের পর এক কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলেছে। দ্রুতলয়ে বয়ে চলেছে ঘটনার স্রোত। আশ্রমে এলেন সীতা ও ঊর্মিলা সহ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজ। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে কুশধ্বজের পরিচয়, এর ফাঁকে রাম ও সীতার পারস্পরিক আকর্ষণ, নাটকীয়ভাবে রাবণের দূতে সর্বমায়ের উপস্থিতি, রামের তাড়কাবধ, রাক্ষসদের আক্রমণ-আশঙ্কায় রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের দিব্যাস্ত্র দান, রামের হরধনু ভঙ্গ, সুবাহু এবং মারীচের তপোবন আক্রমণ—এই এত ঘটনা কবি অপূর্ব কৌশলে অভিনব উপায়ে একের-পর-এক উপস্থাপন করে চলেছেন। দ্রুতদর্শন মঞ্চরীতি তুলে ধরা হয়েছে, বর্ণনার জালে ঘটনা স্তব্ধ হয়ে যায় নি কোথাও। তাড়কার বর্ণনার দৃশ্যটি (১৩৫) একমাত্র ভবভূতির পক্ষেই সম্ভব।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিষ্কম্ভকে মাল্যবানের উপস্থাপন অভিনব। রাবণের এই ধুরন্ধর কূটনীতিজ্ঞ রামের বিরুদ্ধে প্রথম চালটি চালার জন্যে যেভাবে সিদ্ধান্তে এলেন, তা অতি চমৎকার। তবে দৃষ্টিকটু লাগে যখন দেখা যায়, মহেন্দ্রদ্বীপে পরশুরামকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে মাল্যবান ও শূর্পণখা চলে যাবার পরই অঙ্কের দৃশ্যের আরম্ভে পরশুরাম উপস্থিত। মাল্যবানের মহেন্দ্রদ্বীপে যাওয়া, পরশুরামকে প্ররোচিত করা, তারপর সেখান থেকে পরশুরামের মিথিলার রাজপ্রাসাদে আসা—এসবের জন্যে একটু সময়ের তো নিশ্চয়ই দরকার। এখানে অঙ্কের প্রারম্ভে কবি রাম-সীতার একটি দাম্পত্য প্রেমের চিত্র তুলে ধরে, তারপর পরশুরামকে প্রবেশ করাতে পারতেন, যেমন করেছেন উত্তররাম-চরিতে। সেখানে দুর্মুখের মুখ থেকে দুঃসংবাদ শোনার আগেই রাম-সীতার একটি সার্থক দাম্পত্য প্রেমের দৃশ্য আছে। এখানে কবি তা করতে পারলে খুবই ভালো হত, দর্শকরা বীররসের একঘেয়েমি থেকে একটু যেমন মুক্তি পেত, অন্যদিকে পরশুরামের প্রবেশ বাস্তবসম্মত হতে পারত। মন্দাক্রান্তা ছন্দে রামের মুখে পরশুরামের এক অনুপম বর্ণনা দেখা যায় (২।২৫, ২৬)। বিশেষ করে ২৬ শ্লোকটি মনে রাখার মতো। পরশুরামের বেশভূষায় যুগপৎ উগ্র এবং সৌম্যরূপ ফুটে উঠেছে, মনের রূপটির সঙ্গে তা বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। নয়নাভিরাম রামকে হত্যা করতে হবে—এ চিন্তায় বজ্রকঠিন পরশুরামের চোখেও জল। সমস্ত লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে পরশুরামের কাছ থেকে রামকে সরিয়ে রাখার জন্যে—সীতার রামের ধনুক টেনে ধরা, জোর করে ধরে রাখার দৃশ্যটি সুন্দর। পরশুরামের দম্ভোক্তির মাঝে মাঝে রামের সরস টিপ্পনী উপভোগ্য।

কর্তব্য করতেই যাঁর পৃথিবীতে আসা, সেই রামচন্দ্রের মনে বার বার অনুরণিত হতে লাগল, কেমন করে যাবেন তিনি দণ্ডক বনে? ঠিক সেই মুহূর্তে মিলে গেল অপূর্ব সুযোগ। পূর্ব চক্রান্তমতো মন্থরাবেশী শূর্পণখা দ্বারে উপস্থিত।

তার হাতে কৈকেয়ীর পত্র। পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্রের বনগমন এখানে গৌণ, আসলে ক্ষত্রিয়ের মহৎ কর্তব্য সাধনে তিনি চললেন দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস নিধনে। নাট্যকার ভবভূতির এই দৃষ্টিভঙ্গী অনবদ্য। এখানে একদিকে বনবাসের জন্যে কৈকেয়ীর কোন দোষ রইল না, দোষী আসলে মাল্যবানের চক্রান্ত আর অন্যদিকে রাম কর্তব্য করার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়ে গেলেন। চতুর্থ অঙ্ক ভবভূতির অদ্ভুত নাট্যকীর্তির পরিচয়।

পঞ্চম অঙ্কে সীতাহরণের দৃশ্যটি আসল অঙ্কে দেখানো হয়নি। সীতার করুণ বিলাপ বা আর্তচীৎকার দর্শকরা একটুও শোনেন নি। শুধু জটায়ুর কথায় তা সূচিত করা হল। নাট্য শাস্ত্রের নিয়ম মেনেই হয়তো কবি সীতাহরণের দৃশ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন নি। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে রামচন্দ্র উত্তর চরিতে সীতার বিরহে ঘন ঘন মূর্চ্ছা গেছেন. বিলাপ করেছেন, সেই রামচন্দ্র এই নাটকে সীতার বিরহে মূর্ছিত নন, ক্রন্দনে আকুল নন, বরং তিনি মূর্তিমান ক্রোধ, ভ্রূকুটীর কুটিল রেখায় সূচিত তার প্রচণ্ড ক্রোধানল। ক্রোধাবিষ্ট রামের বর্ননা (৫/২০,২১,২৬) সকলকে মুগ্ধ করে। চণ্ডাল তপস্বিনী শ্রমণার নাটকীয় উপস্থাপন লক্ষণীয়, এছাড়া ভবভূতি বালীকে নতুন ভাবে দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছেন। মাল্যবানের প্ররোচনায় তিনি এসেছেন রামকে হত্যা করতে , কিন্তু রামের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ; শুধু বন্ধুর প্রীতি কর্তব্যবোধে তিনি আজ রামের হত্যায় উদ্যত। রামায়ণে রামের বালী বধ কলঙ্কজনক অধ্যায়, কিন্তু এখানে ভবভূতি অন্য উপায়ে রামের সে-দোষ স্খালন করেছেন।

রাবণের বিরাট বিপুল চরিত্রটি নাট্যকার শুধু কয়েকটি বড়ো বড়ো কথায় তুলে ধরেছেন, যার ফলে রাবণ আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারে নি। তবে সীতার অপরূপ রূপ কবি রাবণের মুখে তুলে ধরেছেন (৬/৯)। রামচন্দ্রের বাণ সাগরের বুকে যে প্রতিক্রিয়া এনেছে তার বর্ণনা দেওয়া একমাত্র ভবভূতি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। রাবণের যুদ্ধাদেশ দেবার ভঙ্গিটি সুন্দর (৬/২৩০)। রাম-রাবণের যুদ্ধের যে চিত্র নাট্যকার দেবরাজ ইন্দ্র এবং চিত্ররথের মুখে তুলে ধরেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। শব্দের শর-জালে কবি যুদ্ধের ঝংকার তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের ভয়াল এবং ভীষণ দিকের বর্ণনায় কবি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত (৬/৩৩,৩৪)।

সপ্তম অঙ্কে লঙ্কা এবং অলকা চরিত্র দুটি কবির অভিনব কল্পনা এবং সে কল্পনা বেশ সুন্দর, তবে এখানে অলকার মুখে রামের মধ্যে দেবত্বের আরোপ না দেখালেই ভালো হত (৭/২)। আকাশ-পথে গমনের দৃশ্যটি চিত্তাকর্ষক। দূর থেকে পৃথিবীর কয়েকটি বর্ণনা সুন্দর (৭/১২)।

নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হবে নাট্যকার দর্শকচিত্তের কথা বড়ো একটা ভাবেন নি, তাদের হৃদয়কে হাল্কা করে বীররসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেন নি। শৃঙ্গাররসের চিত্র রামের দু'একটি শ্লোকে মাত্র পর্যবসিত। রাবণের মুখে সীতার বর্ণনায় কিছুটা শৃঙ্গারাভাস ফুটে উঠেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে শুধু বিশ্বামিত্রকে একবার হেসে কথা বলতে শোনা যায়। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্রূয়তে কিলান্যদপি তত্রাশ্চার্যং যদযোনিজা কন্যেতি।' অর্থাৎ জনকের গৃহে অন্য এক আশ্চর্যের বিষয় শোনা যায়, তা নাকি

তার অযোনিজা কন্যা? তার উত্তরে বিশ্বামিত্র হেসে উত্তর দিলেন—তদপ্যস্তি (হ্যাঁ তা তো আছে)। এখানে কোনো বিদূষকচরিত্র নেই, অবশ্য ভবভূতির কোনো নাটকেই তা নেই। সর্বোপরি এ নাটকে বিরাজ করে কর্তব্যের আহ্বান; কবির গম্ভীর প্রকৃতি। মন্ত্রী মাল্যবান রাজা বারণের জন্যে একনিষ্ঠ কর্তব্য করে চলেছেন, শতানন্দ বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র জগতের কল্যাণ, ধর্ম ও কুলাচারের জন্যে কর্তব্য করছেন, পরমগুরু মহাদেবের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া, গুরুভক্ত শিষ্যের কর্তব্য করতে যাচ্ছেন পরশুরাম, বালী রামকে আক্রমণ করতে এসেছেন, বন্ধু রাবণের প্রতি বন্ধু হিসাবে আপন কর্তব্য সাধনের জন্যে ভক্তের কর্তব্য করে চলেছেন হনুমান, সুগ্রীব ও বিভীষণ বন্ধুর কর্তব্যে-রত, আর সর্বোপরি রাম তো কর্তব্যের যেন এক মূর্তি। কবি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন, তুলে ধরেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে আপন প্রত্যয়। ভালোবাসা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা এই কবির কাছে মানুষের পরম ধর্ম।

ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়ে আসছে, সনাতন হিন্দুধর্মের দিকে মানুষের মন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। বৈদিক পণ্ডিতরা বৌদ্ধ ধর্মকে নির্মূল করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবভূতি নাটকের মাধ্যমে সেই মহান ব্রত পালনে ব্রতী হয়েছিলেন। সনাতন বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এবং বৌদ্ধ ধর্মের অসারতা—বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ঘৃণা এবং বৈদিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা—স্পষ্ট ফুটে উঠেছে—তাঁর রূপকগুলিতে। 'মালতী মাধবে' কামন্দকী এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। তিনি মঠ ধর্মের বিচার না করে মালতী এবং মাধবের মধ্যে বিবাহের জন্যে বৈধ এবং অবৈধ নানা মতলব এঁটে চলেছেন। কামন্দকীর শিষ্যা সৌদামিনী অঘোরঘণ্ট এবং কপালকুণ্ডলার তন্ত্রজালকে ব্যর্থ করে তাদের সাহায্য করেছেন। মালতী-মাধবে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন এবং মহাবীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিক ধর্মের উচ্চ আদর্শ কবি তুলে ধরেছেন।

"তাই আবার বলি, বারবার বলি—হায় ভবভূতি, তুমি যদি ভবভূতি না হইয়া শ্রীকণ্ঠ হইতে—যদি তোমার শ্রীকণ্ঠ হইতে মধুধারা মাঝে মাঝে ঝরিয়া আর্দ্র করিত তোমার উদার শ্লোকরাশি, তাহা হইলে তোমাকে বিরূপ সমালোচনার কুঠারাঘাতে আহত হইয়া গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বলিতে হইত না—

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

সুভাষিতাবলী

১. কন্যায়াশ্চ পরার্থৈব হি মতা (প্রথম অঙ্ক, শ্লোক ৩০)
—কন্যা পরকে প্রদান করার জন্যেই, এটা সর্বসম্মত।

২. সাধারণ্যান্নিরাতঙ্কঃ কন্যামন্যোঽপি যাচতে (প্রথম অঙ্ক, শ্লোক ৩১)
—সাধারণ ব্যক্তিও নির্ভয়ে কন্যা প্রার্থনা করে থাকে।

৩ নিরস্তবীরপুরুষাচারস্য—কা বীরতা (প্রথম অঙ্ক)
—বীরের আচরণ থেকে বিরত ব্যক্তির বীরত্ব কোথায় ?

৪. ন বসন্ত্যেকত্র সর্বে গুণাঃ (প্রথম অঙ্ক, শ্লোক ৩৩)
—এক আধারে সমস্ত গুণ থাকে না।

৫. সর্বং প্রায়ো ভজতি বিকৃতিং ভিদ্যমানে প্রতাপে (দ্বিতীয় অঙ্ক, শ্লোক ৪)
—বিক্রম ক্ষীণ হলে সবকিছুই প্রায় বিফল হয়ে যায়।

৬. নোৎসবাঃ পরাবধীরণাবৈরস্যমর্হন্তি (দ্বিতীয় অঙ্ক)
—অপরের অবমাননা করে উৎসবের আনন্দ নষ্ট করা উচিত নয়।

৭. নৃশংসতা হি নাম পুরুষদোষঃ (দ্বিতীয় অঙ্ক)
—নৃশংসতা তো পুরুষের দোষ।

৮. সুলভদ্বেষং হি বীরব্রতম্ (তৃতীয় অঙ্ক, শ্লোক ৩)
—বীরের চরিত্রে বিদ্বেষ বেশ সুলভ।

৯. প্রাকৃতানি তেজাংস্যপ্রাকৃতে জ্যোতিষি শাম্যন্তি (তৃতীয় অঙ্ক)
—অসাধারণ তেজ সাধারণ তেজকে প্রশমিত করে।

১০. লঘ্বপি ব্যসনপদমভিযুক্তস্য কৃচ্ছ্রসাধ্যং ভবতি (চতুর্থ অঙ্ক)
—বিপদের কারণ সামান্য হলেও আক্রান্তব্যক্তির পক্ষে তার প্রতিকার কষ্ট সাধ্য হয়।

১১. যত্তু শ্রেয়স্তথৈব তৎ (চতুর্থ অঙ্ক, শ্লোক—২৬)
—যা শ্রেয় তা সেভাবেই থাকে (অর্থাৎ শ্রেয়ের কোনো বিকার নেই)।

১২. শক্তির্হি কালস্য বিভোর্জরাখ্যা শক্ত্যন্তরাণাং প্রতিবন্ধহেতুঃ (পঞ্চম অঙ্ক, শ্লোক ৪)
—সর্বশক্তিমান কালের জরা নামে যে শক্তি, তা অন্য সব শক্তির বিনাশের কারণ।

১৩. বিষয়বাহুল্যং কালবিপ্রকর্ষশ্চ স্মৃতিং প্রমুষ্ণাতি। (পঞ্চম অঙ্ক)
—বিষয়ের ব্যাপকতা এবং কালের ব্যবধান স্মৃতিকে ব্যাহত করে।

১৪. উত্তরোত্তর বীরভাববিচিত্রীয়তে বীরলোকঃ (পঞ্চম অঙ্ক)
—বীরের জগৎ আশ্চর্য, যেখানে একজন অপরের চেয়েও অধিক বীর হয়।

১৫. বিস্তরস্থানেঽপি ধর্মোপপত্তিবিশুদ্ধঃ সংক্ষেপঃ (পঞ্চম অঙ্ক)
—বক্তব্য যেখানে অনেক, সেখানে ধর্মে এবং যুক্তিতে বিশুদ্ধ স্বল্প বাক্যই (শ্রেয়ঃ)।

১৬. জাতি সুলভং চাপলমপ্রতীকার্যম্ (ষষ্ঠ অঙ্ক)
—জাতিসুলভ চপলতার কোনো প্রতিকার নেই।

১৭. মানুষে লোকে বাৎসল্যং নাম কেবলমাথর্লোন্দ্রিয়বশীকরণচূর্ণমুষ্টিঃ (ষষ্ঠ অঙ্ক)
—মনুষ্য লোকে বাৎসল্য এমনই জিনিস, যা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে আনার পক্ষে একমাত্র চূর্ণমুষ্টি (=মুষ্টি পরিমিত কুঙ্কুম প্রভৃতির গুঁড়া) অর্থাৎ মুষ্টি পরিমিত চূর্ণদ্রব্য যেমন চোখে ছুঁড়ে দিলে লোককে বশে আনা যায়, সেইরকম বাৎসল্যও ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে আনে।

১৮. কিমপি গহনো বস্তুমহিমা (ষষ্ঠ অঙ্ক)
—বস্তুর মহিমা অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

১৯. মহাত্মানোঽপি বাৎসল্যপরতন্ত্রাঃ (সপ্তম অঙ্ক)
—মহাত্মা ব্যক্তিরাও বাৎসল্যের অধীন।

কু

পুরুষ চরিত্র

রাম	—	নাটকের নায়ক, দশরথতনয়
লক্ষ্মণ	—	রামের ভাই
ভরত	—	রামের ভাই
বশিষ্ঠ	—	প্রসিদ্ধ ঋষি, রঘুকুল-পুরোহিত
বিশ্বামিত্র	—	প্রসিদ্ধ মুনি
পরশুরাম	—	জমদগ্নির পুত্র, প্রসিদ্ধ বীর
রাবণ	—	রাক্ষসরাজ, লঙ্কাধিপ
সীরধ্বজ (জনক)	—	বিদেহের রাজা
রাজা কুশধ্বজ	—	জনকের ভাই
রাক্ষস	—	রাবণের দূত
মাল্যবান্	—	রাবণের মন্ত্রী
সুমন্ত্র	—	দশরথের মন্ত্রী
দশরথ	—	রামের পিতা, অযোধ্যার রাজা
শতানন্দ	—	গৌতমের পুত্র, জনকের পুরোহিত
যুধাজিৎ	—	ভরতের মামা
সম্পাতি	—	গৃধ্ররাজ
জটায়ু	—	গৃধ্ররাজের ছোটো ভাই
বালী	—	বানররাজ, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা
সুগ্রীব	—	বানররাজার অনুজ
বিভীষণ	—	রাবণের ভাই
		বাসব, চিত্ররথ, তাপস প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্র

স্ত্রী চরিত্র

সীতা	—	রামের পত্নী
মন্দোদরী	—	রাবণের পত্নী
শূর্পণখা	—	রাবণের ভগ্নী
ত্রিজটা	—	রাবণের দাসী
অরুন্ধতী	—	বশিষ্ঠের পত্নী
		লঙ্কা, অলকা, সখী প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্র

মহাবীরচরিত

প্রথম অংক

যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সনাতন, অপাপবিদ্ধ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রমরহিত, সেই চৈতন্য জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে নমস্কার ॥ ১ ॥[১]

[নান্দীর শেষে]

সূত্রধার—ভগবান কালপ্রিয়নাথের[২] যাত্রা উৎসব। এই উৎসবে মাননীয় সভ্যবৃন্দ আদেশ করছেন—এমন এক রূপক অভিনয় করতে হবে যেখানে মহাপুরুষের বীরত্ব হবে (একাধারে) গম্ভীর ও ভীষণ, আর বাক্য হবে অনেকার্থযুক্ত, প্রসাদ এবং ওজোগুণের সমাবেশে প্রসন্ন ও কর্কশ ॥ ২ ॥

তাছাড়া, এ রচনায় অসাধারণ (রাম-পরশুরাম প্রভৃতি) চরিত্রগুলিতে বর্ণনীয়রূপে থাকবে বীররস। সেই বীররস সূক্ষ্ম ভেদে অভিব্যক্ত হয়ে প্রতি চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হবে ॥ ৩ ॥

[সানন্দে] তাহলে মহাবীর চরিতই মঞ্চস্থ করা উচিত—এটাই মূলতঃ সমাগত সম্মানীয় সভ্যবৃন্দের সমাদেশ।

বাক্য যাঁর সদা বশে থাকে, এ রকম কবির কাব্য, কাহিনী রামায়ণী, আর উপস্থিত আছেন এমন সব সভ্য যাঁরা বাক্যরাশির পরীক্ষায় কষ্ঠিপাথর স্বরূপ ॥ ৪ ॥

(আপনাদেরআজ্ঞা মতো) আমি জানাচ্ছি যে—দক্ষিণাপথে পদ্মপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে তৈত্তিরীয় শাখার[৩] কশ্যপগোত্রীয় আপন শাখায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁরা ভোজনের পংক্তিকে পবিত্র করেন (=পংক্তিপাবন)[৪] পঞ্চাগ্নির[৫] উপাসনা করেন, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সোমযোগে সোমরস পান করেন এবং উচ্চবংশের প্রতীক উদুম্বর-উপাধি ধারণ করেন। এরকম বংশে জন্মগ্রহণ করেন পূজনীয়, স্বনামধন্য মহাকবি ভট্টগোপাল। তিনি বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আমাদের বন্ধুবর কবি সেই ভট্টগোপালের পঞ্চম পৌত্র এবং বিমল যশের অধিকারী নীলকণ্ঠের পুত্র। নাম তাঁর শ্রীকণ্ঠ। তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ভবভূতি[৬] নামে তিনি সুবিদিত। তাঁর মাতার নাম জাতুকর্ণী।—এসব আপনারা জেনে রাখুন।

সার্থকনামা ভগবান জ্ঞাননিধি ভবভূতির গুরু। মহামুনিদের মধ্যে যেমন অঙ্গিরা, সেরকম তিনিও যোগিশ্রেষ্ঠদেরও শ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥

সেই (গুরুর শিষ্য) কবির প্রিয় রস বীর এবং অদ্ভুত। সেজন্যে তিনি ধর্মদ্বেষী রাবণের নিহন্তা রঘুনন্দনের এই চরিত রচনা করেছেন ; যে-চরিত ধ্বংস করেছে ত্রিলোকের শোকের কারণ রাক্ষসকুলকে, আর যা প্রচুর বীররসের পক্ষে মহান বিক্রমে পূর্ণ ; ফলে লোকে আশ্চর্যজনকও বটে ॥ ৬ ॥

সুতরাং এই রচনা সব দিক থেকে আপনাদের পবিত্র করুক। সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তনয় (কবি) আরও বলেছেন—মুনিবর আদি কবি বাল্মীকি রচনা

করেছেন পাপনাশন চরিত। রাঘবের সেবক আমি, তাই আমার বাক্যও সেই রামচরিতেই বিলসিত। আর বিদগ্ধ সভ্যবৃন্দ আমার সেই নিবন্ধ প্রসন্ন মনে সেবা করুন ॥ ৭ ॥

[নটের প্রবেশ]

নট—সভ্যদের তো সন্তুষ্ট করা হল, কিন্তু নিবন্ধের নূতনত্বের জন্যে তাঁরা যে প্রারম্ভেই কাহিনীর কিছু অংশ জানতে চান।

সূত্রধার—বশিষ্ঠের যজমান ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ। তাঁর গৃহে পূজনীয় ভগবান কুশিকনন্দন। বিশ্বামিত্র এলেন; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যে আবার স্বয়ং তপোবনে ফিরে গেলেন।

এবং তিনি (ফেরার সময়) লক্ষ্মণের সঙ্গে ধনুসহায় রামচন্দ্রকে তপোবনে নিয়ে এলেন। রঘুনন্দন জগতের কল্যাণের কারণ। রাবণের বংশ ধ্বংস করায় তিনি প্রশংসনীয় মঙ্গলের আধারস্বরূপ। তাঁর শক্তি জয়শীল এবং স্বাভাবিক। সেই শক্তিকে জৃম্ভকাদি অস্ত্রবলে আরও বাড়িয়ে তুলতে এবং সীতার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটাতেই বিশ্বামিত্র রামকে নিয়ে এলেন ॥ ৮ ॥

তিনি নিমন্ত্রণ করলেন বিদেহরাজ জনককে, কিন্তু তিনি (জনক) নিজে যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত হওয়ায় (বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থলে) ভাইকে পাঠালেন। সেই রাজা কুশধ্বজ সীতা ও ঊর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন ॥ ৯ ॥

[নট ও সূত্রধারের প্রস্থান]

॥ প্রস্তাবনা সমাপ্ত ॥

[তারপর রথস্থিত রাজা, সারথি এবং কন্যাদ্বয়ের প্রবেশ]

রাজা—আয়ুষ্মতী সীতা এবং ঊর্মিলা! তোমরা আজ কুশিকনন্দন ভগবান বিশ্বামিত্রকে শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে প্রণাম করবে।

কন্যাদ্বয়—যে আজ্ঞা কনিষ্ঠতাত।

রাজা—এই বিশ্বামিত্র পবিত্র চতুর্থ অগ্নিস্বরূপ (গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহবনীয়—এই তিন ভিন্ন চতুর্থ অগ্নি)। অথবা তাঁকে (ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব—এই চার বেদ ভিন্ন) পঞ্চম বেদস্বরূপও বলা যায়। অথবা তিনি স্বয়ং চলমান তীর্থক্ষেত্র, অথবা আরও বলা যায়, তিনি সঞ্চরণশীল মূর্তিমান ধর্ম ॥ ১০ ॥

সূত—হে সাংকাশ্যনাথ[৭]! আপনি যা বলেছেন, তা ঠিকই। তপস্যার মহিমায় অন্য কোনো ঋষি বিশ্বামিত্রকে অতিক্রম করতে পারেন না। ত্রিশঙ্কু[৮] এবং শুনঃশেপের[৯] ব্যাপারে, তাছাড়া অপ্সরা রম্ভাকে[১০] অভিশাপ দিয়ে নিশ্চল করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভগবান বিশ্বামিত্র সম্পর্কে অজস্র আশ্চর্যজনক আখ্যান পুরাবিদেরা বলে থাকেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠরা যাঁকে ভয়ঙ্কর তপস্যা থেকে বিরত করতে প্রার্থনা করেন, যিনি তপস্যা এবং তেজের আধার (অথবা তপস্যাজনিত তেজের আধার), যিনি আপন মহিমায় ব্রহ্মকে জেনেছেন, সকলের বন্দনীয় এবং যিনি সকল বিদ্যার আশ্রয়ভূত, সেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে স্বজনের সম্পর্ক স্থাপন করে এ সংসারে সংসারীদের মধ্যে আপনি সত্যিই শ্লাঘ্য গৃহস্থ ॥ ১১ ॥

রাজা—সাধু সূত, সাধু। তুমি সত্য এবং মধুর কথাই বলেছ। এই ভগবান, সত্য-

সম্ধ এবং ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষির সংসর্গ থেকে পরম মঙ্গলময় পরিণামই সংযুক্ত হয়।

(এই রকম মহর্ষিদের সঙ্গে) একবার মাত্র আলাপেও অজ্ঞানতা দূর হয়, চিত্ত হয় পরম প্রশান্ত ; আর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ইহলোকে এবং পরলোকে। তারপর তাঁদের সুনিবিড় সংসর্গ না জানি কী এক অনির্বচনীয় মহিমা বিতরণ করে। আর তাঁরা যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের বাক্যে অজস্র ফল ফলে থাকে ॥ ১২ ॥

সূত—ঐ তো দেখা যায়—অরণ্যের শ্যামসীমায় রমণীয়, কৌশিক-নদী-পরিবেষ্টিত—সেই মহর্ষির আবাসভূমি, নাম সিদ্ধাশ্রমপদ। বেশি বলার কী দরকার ? এই তো সেই কুশিকনন্দন (=বিশ্বামিত্র) দু-জনের সঙ্গে স্বয়ং সমুপস্থিত। নিশ্চয়ই আপনাকেই অভিনন্দিত করার জন্যে আসছেন।

রাজা—তাই যদি হয় আমরা রথ থেকে অবতরণ করি।

[দুই কন্যার সঙ্গে অবতরণ করে]

সারথি ! (দেখো) কেউ যেন আশ্রমের সান্নিহিত ভূমি অতিক্রম না করে।

সূত—যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

[রাম ও লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বামিত্র—(স্বগত) শুভদিনে রাক্ষসনিধনরূপ শুভকর্ম সম্পন্ন করতে হবে, সীতার সঙ্গে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বিবাহ দিতে হবে, আমাদের গৃহে যজ্ঞের সঙ্কল্প করতে হবে, তারপর জগতের মঙ্গলের জন্যে দৈত্যারি রামরূপী বিষ্ণুর অদ্ভুত সেই সমস্ত চরিত প্রকাশ করতে হবে ; অতএব এসব ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও আমরা (আজ) আনন্দ অনুভব করছি ॥ ১৩ ॥

[প্রকাশ্যে] মিথিলার রাজা জনকের উদ্দেশে আমি এই বার্তা পাঠিয়েছিলাম—"আপনি নিজে যজ্ঞে প্রবৃত্ত, (অতএব আসা সম্ভব নয়)। তবু নিয়মানুসারে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি। সীতা এবং ঊর্মিলার সঙ্গে কুশধ্বজকে পাঠিয়ে দেবেন।" আমার সেই প্রিয়বন্ধু তাই করেছেন।

কুমারদ্বয়—ভগবন্ ! কে এই মহাত্মা ? যাঁর উপর আপনার মতো ব্যক্তিরও এমন আস্থা।

বিশ্বামিত্র—তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ বিদেহদেশের নিমির[১১] বংশধর রাজর্ষিদের কথা। বর্তমানে তাঁদের উত্তরাধিকারী এক বৃদ্ধ রাজা। তাঁর নাম সীরধ্বজ (=জনকরাজ)। তাঁকে সমগ্র বেদবিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ॥ ১৪ ॥

কুমারদ্বয়—ও, যাঁর ঘরে সেই প্রখ্যাত হরধনু পূজিত হয় ?

বিশ্বামিত্র—হ্যাঁ।

কুমারদ্বয়—অন্য একটি আশ্চর্য কথাও শোনা যায়—সেখানে (জনকের ঘরে) নাকি এক অযোনিসম্ভবা কন্যা আছে ?

বিশ্বামিত্র—[হেসে] হ্যাঁ, তাও তো আছে।

আমি যজ্ঞ করব, সেজন্যে আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তিনি অনুজ এই কুশধ্বজকে আমার আশ্রমে পাঠিয়েছেন, কেননা তিনি নিজে (এখন) যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত ॥ ১৫ ॥

অতএব বৎস, তোমরা এই ক্ষত্রিয় শ্রোত্রিয়ের প্রতি বিনীত ব্যবহার করবে।

কুমারদ্বয়—তাই হবে।

রাজা—[দেখে] স্বাভাবিক বিমল কান্তিতে শোভিত এই দুই বালক কে ? এটা নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে যে, এরা ক্ষত্রিয়কুমার এবং এদের উপনয়ন হয়ে গেছে ॥ ১৬ ॥

ক্ষত্রিয় জাতি, ব্রহ্মচর্য আশ্রম এবং নবীন বয়স—এই তিনের সমন্বয়ে আহা, কী সুন্দর এদের শরীর ! ॥ ১৭ ॥

কেননা—

এরা পিঠের দু-পাশে ধারণ করছে দুটি তূণ। তা থেকে বাণগুলো বেরিয়ে স্পর্শ করছে মস্তকের শিখা। ভস্মরাশিই এদের বক্ষস্থলের পবিত্র চিহ্ন। রুরুমৃগের চর্ম ধারণ করছে তারা। মঞ্জিষ্ঠালতার রসে রঞ্জিত পরিধেয় বসনটিকে মূর্বালতার মেখলা দিয়ে বেঁধেছে। হাতে ধনু এবং অক্ষসূত্রের বলয়, আর তারা উৎকৃষ্ট পিপ্পল (বট) বৃক্ষের দণ্ড ধারণ করছে ॥ ১৮ ॥

কন্যাদ্বয়—দুজনের আকৃতিই সুন্দর।

রাজা—[এগিয়ে গিয়ে] প্রণাম গ্রহণ করুন, ভগবান্ !

বিশ্বামিত্র—আপনি পুত্রতুল্য প্রিয়, দেখছি রাজর্ষির গৃহ থেকে সৌভাগ্যক্রমে নির্বিঘ্নেই উপস্থিত হয়েছেন। অতএব আলিঙ্গন করুন। [আলিঙ্গন করে]

যজ্ঞরত বিদেহরাজ কুশলে আছেন তো ? আর মাননীয় জনকের পুরোহিত—গৌতমতনয় শতানন্দ—ভালো আছেন তো ? ॥ ১৯ ॥

রাজা—আপনার মতো মহর্ষিকে যিনি কুটুম্বরূপে পেয়েছেন সেই আর্য (জনক) যে পুরোহিত গৌতমের সঙ্গে সুখেই—থাকবেন এতে (আর বলার কী আছে ?)।

কন্যাদ্বয়—আমরা দুজনে প্রণাম জানাই।

রাজা—লাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করা হলে যে উঠে এসেছিল, এই সেই সীতা ; আর এই দ্বিতীয়টি জনকতনয়া ঊর্মিলা ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র—কল্যাণ হোক্।

লক্ষ্মণ—[জনান্তিকে] আর্য, এই অলৌকিক উৎপত্তি বিস্ময়কর।

রাম—যার পিতা ব্রহ্মবাদী রাজা জনক, অতিসৌম্য যার আকৃতি উজ্জ্বল এবং যজ্ঞভূমি থেকে যার উৎপত্তি সেই সীতার প্রতি আমার আসক্তি জন্মেছে ॥ ২১ ॥

রাজা—ভগবন্ ! আপনার পশ্চাতে যে দুই ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রয়েছে তারা কে ? এরা ধর্মের অনুগামী, প্রতাপ[১২] ও বিক্রমশালী[১৩] ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্র—এরা দশরথতনয় রাম এবং লক্ষ্মণ।

কুমারদ্বয়—[বিনীতভাবে এগিয়ে গিয়ে] পূজনীয়, আপনাকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।

রাজা—আমার কী সৌভাগ্য যে, মহারাজ দশরথের সন্তানের দর্শন ঘটল [আলিঙ্গন করে]

ক্ষীরসমুদ্র ভিন্ন চন্দ্র এবং কৌস্তুভমণির সম্ভূতি সম্ভব কি ? রঘুবংশ ছাড়া এ দু-জনের সমান সন্তানও তেমনি অন্য কোথাও সম্ভব নয় ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিমধুর এই সংবাদ আমরা আগেই শুনেছি—ঋষ্যশৃঙ্গের পুরোষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যে, কোশলেশ্বর দশরথ কৃচ্ছ্রসাধন করে লাভ করেছেন

বিমলকান্তি চারপুত্র। শুনেছি, তারা সকলেই প্রদীপ্ত কল্যাণময় বেদবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করছে ॥ ২৪ ॥

অতএব এটা ধরা যায় যে, আপনি যাদের আশীর্বাদ করেন, আমরা তাদের অত্যন্ত মঙ্গল আশা করতে পারি। রঘুবংশীয় সন্তানদের প্রভূত অভ্যুদয় তো পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।

ভগবান বশিষ্ঠ বেদবিহিত পবিত্র বিধিতে যাঁদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যাঁদের মধ্যে মনুষ্যদের রক্ষা করার অনন্যসাধারণ অধিকার চিরকাল বিদ্যমান, সবিতার সন্তান মনুর মহান কুলে যাঁদের জন্ম, সেই সমস্ত নৃপতিদের মহিমা কখনও আমাদের বাক্য ও জ্ঞানের গোচর হয় না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বামিত্র—আপনি ঠিকই বলেছেন।

অবিরত পুণ্যকর্মে রত, পুণ্যকীর্তি এবং মহাভাগ্যবিদ্ আপনিই রঘুবংশীয়দের প্রশংসা করার যোগ্য পুরুষ ॥ ২৬ ॥

[সকলে বিশ্রাম করে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রবেশ করলেন]

বিশ্বামিত্র—অতএব এই সুবাবৃক্ষের ছায়ায় আমরা কিছুক্ষণ উপবেশন করি। [পরিক্রমণ করে উপবেশন করলেন]। [নেপথ্যে] জয় হোক, জগৎপতি রামচন্দ্রের জয় হোক।

রাজা—ভগবন্! কে এই দেবতা?

বিশ্বামিত্র—ইনি উতথ্যের পৌত্র মহর্ষি গোতমের ধর্মপত্নী; যাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন শতানন্দ এবং আঙ্গিরস। এই পত্নীর প্রতি ইন্দ্র আসক্ত হন। এই গোতমপত্নীকে অবৈধ উপভোগ করায় ইন্দ্রকে বলা হয় অহল্যার উপপতি। তারপর (অহল্যার প্রতি) ক্রুদ্ধ হলেন ভগবান গোতম। এই পাপের জন্যে অন্ধতামিস্ররূপ নরকে গেলেন অহল্যা, ফলে তাঁর শরীর পাষাণ হয়ে গেল। আর আজ রামচন্দ্রের তেজে সেই পাপ থেকে তিনিই মুক্ত হয়েছেন।

রাজা—সূর্যবংশের এই কুমার কেমন করে লাভ করল এই অমেয় প্রভাব আর সামর্থ্য?

সীতা—[বিস্ময় ও অনুরাগের সঙ্গে দেখে, আড়ালে] শরীরের গঠনের অনুরূপই এঁর প্রভাব।

রাজা—আর্য জনক হরধনুতে জ্যা আরোপ করার এক প্রতিকারহীন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন। যদি তা না হত, তাহলে দশরথনন্দনদের মধ্যে চন্দ্র-সমান পুণ্যতেজা যে রামচন্দ্র, সেই হত কন্যার অভিরূপ বর; আর তার হাতেই সীতাকে সম্প্রদান করা সম্ভব হত ॥ ২৭ ॥

[প্রবেশ করে]

তাপস—রাবণের পুরোহিত সর্বমায় নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস উপস্থিত হয়েছেন। রাজকার্যের উদ্দেশ্যেই আপনাদের দর্শনপ্রার্থী।

কন্যাদ্বয়—রাক্ষসের আগমন কী কারণে?

কুমারদ্বয়—বড়ো অদ্ভুত কথা তো!

রাজা ও বিশ্বামিত্র—তাঁকে আসতে বলো। [তাপসের প্রস্থান]

[প্রবেশ করে]

রাক্ষস—মাতামহ মাল্যবান্ জোর করে সীতাহরণ থেকে রাবণকে নিবৃত্ত করলে পর,

রাবণ অযোনিসম্ভবা রাজকন্যা সীতাকে প্রার্থনা করার জন্যে আমাকে মিথিলায় পাঠালেন ॥ ২৮ ॥

সেখানে দেখলাম সেই রাজা (জনক) যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত। তাঁর কথামতো তাই বিশ্বামিত্র এবং কুশধ্বজের কাছে এসেছি।

[পরিক্রমণ করতে লাগল]

রাম এবং লক্ষ্মণ—[সীতা এবং ঊর্মিলার প্রতি যথাক্রমে স্বগতোক্তি] অমৃতাঞ্জনের রেখার মতোই আমার দৃষ্টিকে নন্দিত করছে—এ কে ?

সীতা এবং ঊর্মিলা—[সেই রকম যথাক্রমে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি] এ কী! নয়নাভিরাম এর দিকেই যে নিবন্ধ আমার এ দৃষ্টি !

রাক্ষস—[এগিয়ে গিয়ে] এই সেই আশ্চর্যদর্শনা সীতা !

যথার্থই মহারাজের অভিলাষ। ঋষিবর, নমস্কার। রাজার কুশল তো ?

মুনি ও রাজা—স্বাগত। এখানে বসুন।

সেই প্রখ্যাত পাকশাসন (ইন্দ্র) মুকুটহীন মস্তকে যাঁর শাসন পালন করছেন, আপনার সেই প্রভু রাবণ কুশলে আছেন তো ? ॥ ২৯ ॥

রাক্ষস—[উপবেশন করে] হ্যাঁ, প্রভু ভালো আছেন। কিন্তু মহারাজ আপনাদের উদ্দেশ্যে এক বার্তা পাঠিয়েছেন— 'আপনাদের এক অযোনিসম্ভূতা উৎকৃষ্টা কন্যা আছে ; আমি তার (পাণি) প্রার্থী। কোথাও যদি রত্ন থাকে, তবে তা ইন্দ্রকে ছেড়ে আমার অধিকারে আসে। আর কন্যা তো পরের জন্যেই। তাকে সম্প্রদান করলে আমি হব আপনাদের বন্ধু, আর পুলস্ত্য এবং পুলহের কুলজ শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরা হবে আপনাদের স্বজন'' ॥ ৩০ ॥

সীতা – হায় হায়, ছি ছি !' আমাকে প্রার্থনা করছে এক রাক্ষস !

ঊর্মিলা—হায়, এ কী ?

[রাজা এবং বিশ্বামিত্র চিন্তা করতে লাগলেন]

লক্ষ্মণ—আর্য ! রাক্ষসরাজ এই দেবীকে প্রার্থনা করছেন।

রাম—বৎস ! সাধারণভাবেই অন্য যে কোনো জন কন্যাকে নির্ভয়ে প্রার্থনা করতে পারে। আর ত্রিভুবন জয়ী ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সম্পর্কে কীই বা বলার আছে ? ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্মণ—আর্যের সৌজন্যবোধ (দেখছি) অতিপ্রবল। যে রাক্ষস বেদবিহিত আচার ধ্বংস করে আমাদের ক্ষাত্র তেজ নষ্ট করছে, যে আমাদেরই বংশোদ্ভূত রাজা অনরণ্যকে[১৪] নিহত করেছে, সেরকম স্বভাবশত্রু সেই রাক্ষসের প্রতিও দেখছি আপনার বহু সমাদর ॥ ৩২ ॥

রাম—শত্রু যদি হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি বধ্য ; তবু তিনি অতিবীর্যবান, অনন্ত তপস্যার আধার এবং অসাধারণ। তাঁর সম্পর্কে সাধারণের মতো কথা বলা তোমার উচিত নয়।

লক্ষ্মণ—বীরের আচরণ যে বিসর্জন দিয়েছে, তার আবার বীরত্ব কী ?

রাম—বৎস ! না না, একথা বোলো না। পণ্ডিত হয়েও, সে রকম মহান ব্রহ্মার বংশে জন্মেও, রাবণ যে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত—এ সম্পর্কে আমি কীই বা বলব ? তবে এর কারণ অন্য ; সমস্ত গুণ তো আর এক আধারে থাকে না। (কিন্তু

একটা কথা)—অবলীলায় কার্তিকেয়কে যিনি জয় করেছিলেন, সেই ভগবান পরশুরাম ভিন্ন বিনা বাধায় বিশ্ববিজয়ী বীর তাঁর মতো আর কে আছেন ? ॥ ৩৩ ॥

রাক্ষস—ওহে, এ বিষয়ে চিন্তা করার কী আছে ? (ইন্দ্রের) বজ্র যাঁর বক্ষে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়েছিল ; সেই খণ্ডবক্ষে বিদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করল যে ক্ষত, সেই ক্ষতের চিহ্নে শোভিত যাঁর বক্ষ, ঐরাবতের দন্ত যে বক্ষে আঘাত করে ভগ্ন ও ব্যর্থ হয়েছে ; নন্দনবনদেবীর রচিত মালায় শোভিত যাঁর বক্ষ ; জগতের একমাত্র বীর প্রভু রাবণের সে-রকম বক্ষে বীরলক্ষ্মীর মতোই নির্ভয়ে বিরাজ করুক ভূমিসুতা সীতা ॥ ৩৪ ॥

[নেপথ্যে কোলাহল]

রাজা—ভগবন্‌, যজ্ঞে আমন্ত্রিত মহর্ষিরা নানাদিক্‌ থেকে সপরিবারে সমুপস্থিত হচ্ছেন, সে জন্যেই এই ভীষণ কোলাহল।

[সকলে উঠে]

লক্ষ্মণ—ভগবন্‌, নাড়ীর তন্ত্রীতে গাঁথা বড়ো বড়ো মাথার খুলি এবং নলাকার হাড়। তার সঙ্গে অনেক কঙ্কনের সংঘর্ষে উঠছে ভয়ঙ্কর নিক্কণ। ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ করে ঝুলছে অজস্র অলঙ্কার। এদের শব্দে মুখরিত অম্বর। শরীরের সামনের দিকে পীতোদ্‌গীর্ণ রক্ত পঙ্ক পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ভয়ঙ্কর লম্বা স্তনদুটির ভারে ভীমদর্শনা সে দর্পভরে ছুটে চলেছে ॥ ৩৫ ॥

—কে এই স্ত্রী ?

বিশ্বামিত্র—এ সুকেতু নামক গন্ধর্বের কন্যা। সুন্দ নামক অসুরের পত্নী এবং মারীচের জননী। এ এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী, এর নাম তাটকা ॥ ৩৬ ॥

কন্যাদ্বয়—বাপ্‌রে ! রাক্ষসী কী ভয়ঙ্করী !

রাজা—আয়ুষ্মতী, তোমরা ভয় পেয়ো না।

বিশ্বামিত্র—[রামের চিবুক স্পর্শ করে] হত্যা করো একে।

সীতা—হায়, হায় ! এঁকেই এ কাজের ভার দেওয়া হল !

রাম—ভগবন্‌, এযে স্ত্রীলোক !

ঊর্মিলা—দিদি, শুনলে তো ?

সীতা—[বিস্ময় এবং অনুরাগের সঙ্গে] এঁর চিত্তবৃত্তিই অন্যরকম।

রাজা—সাধু, সাধু। রামভদ্র প্রকৃতই ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব।

রাক্ষস—[স্বগত] এই সেই দাশরথি রাম ! তালগাছের চেয়েও দীর্ঘাকৃতি এই তাটকা। তার মতো (মূর্তিমান) উৎপাতকে দেখেও এই রাম অবিচল। তাটকানিধনের জন্যে একে নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীলোক ভেবে এখনও সে দ্বিধায় জড়িত ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বামিত্র—তাড়াতাড়ি করো, বৎস, তাড়াতাড়ি করো। তুমি কি লক্ষ্য করছ না। সম্মুখে একই সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণের মৃত্যু ?

রাম—তাই হবে, আপনি যেমন আদেশ করেন। সর্বদোষশূন্য হওয়ায় আপনার আদেশ বেদতুল্য এবং তা পাপপুণ্যের প্রমাণ স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

[প্রস্থান]

সীতা—আহা, চলে গেলেন। হায়, হায়, ধিক্, প্রলয়কালে ঘূর্ণিঝড়ের মতো এই দুষ্টা (রাক্ষসী) মহানুভব রামের দিকে ছুটে চলেছে।

রাজা—[ধনু উত্তোলন করে] থাম্, থাম্ রে পাপিষ্ঠা।

ঊর্মিলা—আরে! তাত নিজেই যে চলে গেলেন।

লক্ষ্মণ—[হেসে] আপনার তাটকাকে দেখুন—হৃদয়ের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে সবেগে ছুটে চলেছে ভয়ঙ্কর বাণ; মুহূর্তের মধ্যে কেটে দিল (তাটকার) বিকট অঙ্গ। নাসিকাকুটীরের কুহক দুটো থেকে বুদ্বুদের শব্দে একসঙ্গে বেরিয়ে আসছে রক্তস্রোত; ও তো মরেই গেছে ॥ ৩৯ ॥

কন্যাদ্বয়—আশ্চর্য, আশ্চর্য! কী আনন্দ, কী আনন্দ!

রাজা—আহা! রাজপুত্রের কী সফল লক্ষ্যভেদ!

রাক্ষস—হে আর্যা তাটকা! এ কী হল! লাউ যে জলে ডুবে যাচ্ছে, আর পাথর জলে ভাসছে। অয়ি, আজ রাক্ষসরাজের পরাক্রমের অবসান হল। এক মানবশিশুর কাছে তিনি আজ অপূর্ব পরাজয় বরণ করলেন। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বজননিধন দেখলাম। শক্তির দৈন্যে আর বার্ধক্যে আমি প্রতিকারে অক্ষম; কীই বা করি? ॥ ৪০ ॥

বিশ্বামিত্র—[স্বগত] সমস্ত রাক্ষস ধ্বংস রূপ বেদের এটা তো সবেমাত্র ওঁকার[১৪]।

রাক্ষস—ওহে মহাশয়! আমাদের প্রস্তাবে আপনাদের জবাব কী?

বিশ্বামিত্র—এ বিষয় সীরধ্বজই (জনক) জানেন, কেননা, কুশধ্বজ তো তাঁর অনুজ, তাছাড়া তিনিই এই তনয়ার পিতা, কুলশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের প্রভু ॥ ৪১ ॥

রাক্ষস—তিনিই তো বললেন—'কুশধ্বজ জানে, আর জানেন বিশ্বামিত্র।'

বিশ্বামিত্র—[স্বগত] রামকে মঙ্গলময় দিব্যাস্ত্রদানের এই হচ্ছে শুভ মুহূর্ত। [প্রকাশ্যে] সখা কুশধ্বজ! জৃম্ভকাস্ত্রগুলির প্রেরণ এবং প্রতিসংহার সম্পর্কে রহস্যময় মন্ত্ররাশি আছে। সেই দিব্যাস্ত্রগুলির মন্ত্রবিদ্যার মূল বীজ আমি গুরুসেবা এবং ব্রতাদিনিয়ম পালনের ফলে ভগবান কৃশাশ্বের কাছ থেকে অধিকার করেছিলাম সম্প্রতি সে বীজগুলি আমার অনুগ্রহে শব্দ ও অর্থের দিক থেকে রামভদ্রে প্রতিভাত হোক্। বেদের উপকারের জন্যে (অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম রক্ষার জন্যে) ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরাণ মুনিরা সহস্রাধিক বৎসর তপশ্চরণ করে আপন তপোময় তেজস্বরূপ এই অস্ত্রগুলি দর্শন করেছিলেন ॥ ৪২ ॥

রাজা—(আপনার অনুগ্রহে) ধন্য হল রঘুকুল।

লক্ষ্মণ—ভাগ্যবশে দেবগণের দুন্দুভি বেজে উঠেছে, আর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে।

রাক্ষস—[স্বগত] দেবতারাও রাজার (রাবণের) বিরুদ্ধাচারণ করছে।

লক্ষ্মণ—একী! অকস্মাৎ যেন উত্তাপে গলে যাওয়া সোনায় সিক্ত হল দিঙ্মণ্ডল। পিঙ্গল দ্যুতিতে মনে হচ্ছে দিবস সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হয়ে শোভিত। দিব্যাস্ত্রসমূহে আকীর্ণ আকাশ, মনে হচ্ছে তা যেন, জ্বলন্ত ধূমকেতুরাশিতে আচ্ছন্ন এবং অবিচ্ছিন্ন চঞ্চল তড়িতের প্রভায় পিঙ্গলবর্ণ ॥ ৪৩ ॥

তাছাড়া দিকে দিকে সর্বত্র বিচ্ছুরিত (দিব্যাস্ত্রগুলির) তেজোরাশি। তাদের দীপ্তিতে সূর্যরশ্মিও নিষ্প্রভ। দেখার জন্যে চোখে যে আলোর প্রয়োজন,

তা পর্যায়ক্রমে দ্রুত উদ্ভাসিত হয়ে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে দৃষ্টিশক্তি দেখার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছে ॥ ৪৮ ॥

কন্যাদ্বয়—চারদিকে জ্বলন্ত বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো পিঙ্গলপ্রভাপ্রবাহে চোখ দুটো যেন ঘুরছে।

রাক্ষস—এই দিব্যাস্ত্রগুলির দুর্ধর্ষ শক্তি কী অদ্ভুত শব্দ করছে!—যা স্মরণ করিয়ে দেয় রাবণ এবং পুরন্দরের (=ইন্দ্র) সমরকালে সেই সংরম্ভকে (=ক্রোধাস্ফালনকে)। সমস্ত শক্তি নিয়ে সমরোন্মুখ ইন্দ্র (রাবণের দিকে) নিক্ষেপ করলেন বজ্র। তা আঘাত করল তাঁর বক্ষে। সেখানে ঘর্ষণ খেয়ে সে বজ্র বড়ো বড়ো খণ্ডে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অতি প্রচণ্ড-তেজস্ক সেই টুকরোগুলো এই দিব্যাস্ত্রের জ্যোতির মতো অজস্র বিদ্যুতের আকারে সবেগে আচ্ছন্ন করল আকাশকে। প্রভু রাবণের মুখ থেকে (তখন) ক্রোধে নিঃসৃত হল অগ্নির মতো পিঙ্গলবর্ণের প্রসিদ্ধ সেই অট্টহাসি। দিব্যাস্ত্র-গুলির তেজের মতো অজস্র বিদ্যুতের আকারে সেই হাসি আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বামিত্র—রামভদ্র! দিব্যাস্ত্রগুলির বন্দনা করো। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, রুদ্র, বরুণ, প্রাচীন বর্হি[১৬], বায়ু, কাল, অগ্নি প্রভৃতি ভিন্ন সমস্ত শক্তির আধার বেদমন্ত্রস্বরূপ দিব্যাস্ত্রগুলির তেজ তপস্যার তেজের সমান। অপ্রতিহত তেজে সমৃদ্ধ এই অস্ত্রগুলির এক একটিই ত্রিজগতের ধ্বংস ও ত্রাণে সমর্থ ॥ ৪৬ ॥

[নেপথ্যে]

ভগবন্, এই আমি প্রণাম করছি, আর এই প্রার্থনা জানাচ্ছি—দিব্যাস্ত্রসমূহ যেন লক্ষ্মণের সঙ্গে আমাতে প্রতিভাত হয়। ৪৭ ॥

বিশ্বামিত্র—রামভদ্র! তাই হোক।

লক্ষ্মণ—আহা, কী অনুগ্রহ!

বিদ্যা আমাতে প্রকাশিত হওয়ায় অনতিবিলম্বে মনে হচ্ছে আমার জ্ঞানের দ্বার খুলে গেছে, অনন্ত শক্তির অধিকারী আমি, নিজেকে যেন জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছে ॥ ৪৮ ॥

[নেপথ্যে]

রাম, হে মহাবাহু রাম! বিশ্বামিত্রের উপদেশে লক্ষ্মণের সঙ্গে আপনার কাছে আমরা আজ্ঞাধীন। (অতএব) ভাই-এর সঙ্গে আপনি আমাদের আদেশ করুন ॥ ৪৯ ॥

কন্যাদ্বয়—এ কী! দেবতারা যে কথা বলছেন! আশ্চর্য, কী আশ্চর্য!

[নেপথ্যে]

হে ভগবন্ দিব্যাস্ত্রসমূহ!

বহু পুণ্যের ফলে বিশ্বের (=জগতের) মিত্র (=হিতকারী) বিশ্বামিত্র মুনির কাছ থেকে আপনাদের লাভ করে রাম আজ ধন্য। আমি ধ্যান করলেই আপনারা আমার কাছে উপস্থিত হবেন। এখন নিজ নিজ স্থানে চলে যান; আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ॥ ৫০ ॥

লক্ষ্মণ—আর্যের কথায় দিব্যাস্ত্রগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা—মহান আশ্চর্যের আধারভূত ভগবন্ কুশিকনন্দন! আপনাকে আমার প্রণাম জানাই। আপনি দীপ্ততপোময়; তেজোনিধি, জগতে অনন্ত শক্তির ধারক আপনি। যদি কোনো স্তোতা আপনার অসীম ঐশ্বর্যের স্তুতি করতে প্রয়াসী হন, তবে তিনি বাক্যে এবং চিত্তে যথার্থ বোধশক্তি দেখাতে পারেন না। চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি বিষণ্ন ও লজ্জিত হন ॥ ৫১ ॥

রামভদ্র আপনার কৃপাধন্য। তার জন্যে (আজ) রাজা দশরথ অলংকৃত। আমরা সেই রাজার সঙ্গে আত্মীয়তা কামনা করি। কিন্তু এ রকম (রামের মতো) জামাতা লাভ না করতে পারায়—আর্য (জনক) আমাদের বঞ্চনা করলেন।

বিশ্বামিত্র—আজও কি আমাদের কাছে এই সম্ভাবনার অভাব আছে?

রাজা—না, নিশ্চয়ই না।

বিশ্বামিত্র—মহাদেবের বরে আপনাদের সেই (হর)-ধনু স্মরণমাত্রেই আসতে বাধ্য। আবির্ভূত হোক সে-ধনু রামভদ্রের সম্মুখে ॥ ৫২ ॥

রাজা—তাই হোক্। [ধ্যান করে প্রণাম করলেন]

রাক্ষস—[স্বগত] এরা অন্য যেন কিছু একটা করতে আরম্ভ করেছে। [প্রকাশ্যে] প্রভু কুশধ্বজ! আমি আর কতক্ষণ অনাদৃত থাকব?

রাজা—আগেই তো বলেছি যে, রাজা সীরধ্বজ তা জানেন।

[নেপথ্যে কলরব]

রামের সম্মুখে আবির্ভূত ত্রিপুরবিনাশী[১৭] দেবতাদের তেজোদীপ্ত এই তো সেই ধনু, মনে হচ্ছে যেন, জ্বলন্ত অজস্র বজ্রে বিনির্মিত ॥ ৫৩ ॥

সীতা—[স্বগত] আমি যে এখন সংশয়ে আকুল।

রাজা—করিশাবক যেমন তার ক্ষুদ্র শুঁড়টি পর্বতে রাখে, বৎস রামও সেভাবে আপন বাহুদণ্ডটি এই ধনুর উপর রাখল।

ঊর্মিলা—যদি তাই হয়।

রাজা—সশব্দে ধনুতে জ্যা আরোপ করল যে!

ঊর্মিলা—[আনন্দিতা এবং লজ্জিতা সীতাকে আলিঙ্গন করে] কী সৌভাগ্য! আমরা খুব আনন্দিত।

রাজা—[আশ্চর্যের সঙ্গে] এ কী, ধনু যে ভেঙে গেল!

রাক্ষস—[স্বগত] হায়, দুরাত্মা পাপিষ্ঠ রামের কী সর্বাতিশায়ী সামর্থ্য!

লক্ষ্মণ—(রাম) বাহুদণ্ড দিয়ে হরধনুর দণ্ডে টান দিলেন, আর তা দুটুকরো হয়ে ভেঙে গেল। এর ফলে যে-টঙ্কারধ্বনি উঠল সে-ধ্বনি আর্যের (রামের) বাল্যলীলার প্রস্তাবনায় যেন ডিণ্ডিম বাজনার শব্দ। সেই শব্দে যেন শীঘ্র খসে পড়ল ব্রহ্মাণ্ডের দুই খণ্ড—স্বর্গ ও মর্ত। এদের মধ্যবর্তী ব্রহ্মাণ্ডের যে-স্থান (অর্থাৎ আকাশ) তার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে শব্দ ঘনীভূত হয়ে অতি ভীষণ হয়ে উঠল। আশ্চর্য, এখনও যে সে-শব্দ স্তব্ধ হচ্ছে না ॥ ৫৪ ॥

রাজা—[আনন্দে উন্মত্তের মতো] এসো বৎস, এসো রঘুনন্দন রামভদ্র! তোমার মস্তক চুম্বন করি, তোমায় বহুক্ষণ আলিঙ্গন করি। তোমার ঐ চরণকমল দুটি বক্ষে রেখে দিবানিশি ধারণ করি। অথবা দিনরাত তোমার ঐ পাদপদ্মের বন্দনা করি ॥ ৫৫ ॥

[প্রবেশ করে]

রাম—এ কী, অতিস্নেহে আপনি যে, যা উচিত নয়, তাই বলে চলেছেন।

বিশ্বামিত্র—হে রাজন্! আপনি গুরু, আর বৎস রাম আপনার পুত্রতুল্য।

রাজা—[প্রণাম করে] হে ভগবন্!

রাম সীতাপতি হওয়ায় আপনার আশীর্বাদ সফল হল। আর এই উৎসবে আমি ঊর্মিলাকে সম্প্রদান করলাম লক্ষ্মণের উদ্দেশে ॥ ৫৬ ॥

কন্যাদ্বয়—[সাশ্রুনয়নে] হায় আমাদের দুজনকেই সম্প্রদান করা হল।

রাক্ষস—যা দেখার তা দেখা হল।

বিশ্বামিত্র—অতি চমৎকার, আপনার এই প্রস্তাবে স্বাগত জানাই। কিন্তু আরও কিছু যে বলার আছে।

রাজা—আদেশ করুন।

বিশ্বামিত্র—আমি আপনার কন্যা মাণ্ডবীকে ভরতের জন্যে এবং শ্রুতকীর্তিকে শত্রুঘ্নের জন্যে প্রার্থনা করছি।

রাক্ষস—[স্বগত] তপস্বী বনবাসী হয়েও এই ব্রাহ্মণের (=বিশ্বামিত্রের) ক্ষত্রিয়ের আত্মীয়তা নিয়ে এত ধৃষ্টতা!

রাজা—এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করার আছে কি? দেখুন, আমি কিন্তু এক্ষেত্রে পরাধীন।

বিশ্বামিত্র—কার অধীন?

রাজা—একজন তো আপনিই স্বয়ং।

বিশ্বামিত্র—আচ্ছা, অন্য কার?

রাজা—আর্য সীরধ্বজ এবং গৌতমনন্দন শতানন্দের।

বিশ্বামিত্র—সীরধ্বজ এবং শতানন্দকে আমি আবেদন করব।

রাজা—এখন আপনিই (সব) জানেন।

(বিশেষতঃ) কল্যাণের নিধান আপনিই যেখানে দাতা এবং গ্রহীতা; সেক্ষেত্রে জনক এবং রঘুবংশীয়দের মধ্যে সম্বন্ধ কার না প্রিয়? ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বামিত্র—[আকাশে] বৎস শুনঃশেপ! অযোধ্যায় যাও। তোমার কথামতো ভগবান বশিষ্ঠকে বলো—

'জনকের ভবনে চারটি রাজকন্যা আছে। চার রঘুনন্দনের জন্যে গৌতমতনয় শতানন্দের হয়ে আমি তাদের সম্প্রদান করেছি আর সেই সঙ্গে আমিই বশিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রতিগ্রহণ করলাম' ॥ ৫৮ ॥

'অতএব সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের নিমন্ত্রিত করে মহারাজ দশরথের সঙ্গে আপনি মিথিলানগরে উপস্থিত হোন। রাজা জনকের যজ্ঞশেষে কুমারদের কেশকর্তন-রূপ[১] মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে, তারপর তারা বিবাহে দীক্ষিত হবে।'

কুমারদ্বয়—এ যে আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

কন্যাদ্বয়—সৌভাগ্যবশতঃ আমরা বোনেরা এখন সব একজায়গাতেই থাকব।

রাক্ষস—ওহে! এখনও আমার ধর্মকথা শুনুন। এটা খুবই বিপদের, কেননা এই কন্যাকে আপনারা অন্যজনকে সম্প্রদান করছেন।

রাবণ বিনীতভাবে (সীতাকে) প্রার্থনা করেছেন। শ্লাঘ্যজনেও আপনাদের

অনাদর। ত্রিলোকেশ্বর দশাননের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলে যে-সুখ পেতেন তা আপনারা চান না। তবে সীতাকে লঙ্কায় যেতেই হবে, অবশ্য তা অন্যভাবে। আর সে জন্যে ইন্দ্রপুরীর বন্দীদের বিধি (অর্থাৎ বন্দীদশার কষ্ট) আপনার ক্ষেত্রে এ জীবনে ঘটবে না ॥ ৫৯ ॥

[নেপথ্যে কলরব]

রাম—অকাল মেঘের মতো ভয়ঙ্কর, সৈন্যসহ ছুটছে—কে এই দুজন ?

বিশ্বামিত্র—এই দুজন হচ্ছে সুন্দ এবং উপসুন্দের পুত্র। নাম যথাক্রমে সুবাহু এবং মারীচ ॥ ৬০ ॥

অতএব বৎসদ্বয়! এই মূর্তিমান যজ্ঞবিঘ্নদুটোকে বিনাশ করো।

কুমারদ্বয়—আপনার যা আদেশ। [দ্রুত পরিক্রমণ]

কন্যাদ্বয়—এবার এখন কী হবে ?

রাক্ষস—কী আনন্দ! আমার ঈপ্সিত কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। (সুবাহু এবং মারীচের সাহায্যে) এবার যজ্ঞানুষ্ঠান বিনষ্ট হবে। সুতরাং এঁদের কাজ শেষ পর্যন্ত দেখে যাই ; তারপর মাল্যবানকে জানাব ॥ ৬১ ॥

রাজা—[ধনুষ্টঙ্কার করে] বৎস রাম, বৎস লক্ষ্মণ, তোমরা সাবধানে দুষ্টের দমন করো। এই আমি তোমাদের অনুসরণ করছি।

বিশ্বামিত্র—[হেসে] হে রাজন্, এদিকে আসুন, দেখুন অনুজের সঙ্গে রামের অতুল বিক্রম। অথর্ববেদের ভয়ঙ্কর অভিচার ক্রিয়ার মতো সে নিশ্চিত বেদবিরোধী সমস্ত ব্রাহ্মণশত্রুকে বিনাশ করবে ॥ ৬২ ॥ [সকলের প্রস্থান]

॥ মহাকবি শ্রীভবভূতি রচিত মহাবীরচরিতের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

[চিন্তান্বিত অবস্থায় উপবিষ্ট মাল্যবানের প্রবেশ]

মাল্যবান্—সর্বমায়ের মুখ থেকে যখনই আমি সেই সিদ্ধাশ্রমের সংবাদ শুনেছি, তখন থেকেই তাটকারি সেই রাজকুমার রাম আমার হৃদয়ে পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কেননা সে পর্বততুল্য তাটকাপুত্র মারীচকে তৃণের মতোই দূরে থেকে আরও দূরে নিক্ষেপ করেছে, শুধু তাই নয়, সে সুবাহুকেও নিহত করেছে ॥ ১ ॥

আর এও কী আশ্চর্যের ব্যাপার লক্ষ্মণ একাই নিধন করল মারীচের অত অনুচরকে !

বিধাতা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বীর্য দিয়ে যে হরধনু তৈরি করলেন, সেই ধনুকে রাম দ্বিখণ্ডিত করল। চিন্তাই করা যায় না যে, মহর্ষি কৃশাশ্বের শিষ্য বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে সে অলৌকিক অস্ত্রসমূহের বিদ্যা আয়ত্ত করবে। ২ ॥

আমাদের দূত (সর্বময়) দেখছে, আর কিনা তার চোখের সামনেই সুচতুর মুনি বিশ্বামিত্র রাবণের অবাঞ্ছিত দিব্যাস্ত্রপ্রদানের অদ্ভুত কাজটি সেরে নিলেন ! ॥ ৩ ॥

সীতার বন্দীত্ব বা বলপূর্বক গ্রহণের অপমান থেকে সেই রাজা জনক (এখন)

মন্ত্র। আমাদের প্রতি দেবতাদের বশ্যতাও এখন শিথিল হয়ে গেল ; কেননা, রামের ধনুর্ভঙ্গ এবং দিব্যাস্ত্রগ্রহণের সময় তারা নান্দী প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করল। (হায়) বিক্রম ক্ষীণ হলে সবকিছুই প্রায় বিফল হয়ে যায় ॥ ৪ ॥

আরে, বৎসা শূর্পণখাও যে এসে গেছে।

[প্রবেশ করে]

শূর্পণখা—কনিষ্ঠ মাতামহের জয় হোক্।

মাল্যবান্—বৎসে! বোসো। জনকরাজার ঘরের খবর কী?

শূর্পনখা—সেখানে বিবাহের মাঙ্গলিক কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। মহর্ষি অগস্ত্য মাঙ্গলিক উপহাররূপে রামকে মহেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ধনু দান করেছেন।

মাল্যবান্—ব্রহ্মর্ষিদের সেই উত্তম আয়ুধগুলো রামের আয়ত্তে চলে গেল।

[চিন্তার সঙ্গে]

ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র এবং ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ—এই দুইই অব্যর্থ। আর সেই ব্রাহ্মতেজের সঙ্গে ক্ষাত্রতেজ মিলিত হওয়ায় তা (সত্যিই) দুর্ধর্ষ ॥ ৫ ॥

শূর্পণখা—(রাম) মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়, তার জন্যে এত চিন্তা?

মাল্যবান্—বৎসে, না, না, একথা বোলো না। রামের জন্মই জগতে এক অনির্বচনীয় আশ্চর্যের বিষয়। সে মর্তের মানুষ হলে কী হবে, তার চরিত্রের স্তব দেবাসুরেরাও করে থাকেন। দেবতা এবং ঋষিরা অচেতন বস্তুতেও তর্কাতীত শক্তি সঞ্চার করতে পারেন। রাবণকে তাঁর ইষ্ট বরদানের সময় ব্রহ্মা মর্ত্যজীব থেকেই আমাদের ভয়ের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ॥ ৬ ॥

রাম স্বভাবতই বেদচিহ্নিত ধর্মের রক্ষক, আর আমরা সেই ধর্মের বিদ্বেষী ; ফলে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ স্বাভাবিক ॥ ৭ ॥

শূর্পণখা—এতে আর সন্দেহ আছে কি? দশানন পর্যন্ত সেখানে দৃষ্টিকে ছোট্ট কুঁড়ির মতো করে চোখ বুজে, মুখ নত করে আছেন, সেক্ষেত্রে বুঝতে বাকি নেই যে, তাঁর হৃদয়ের দারুণ সন্তাপ নিশ্চয় দূর হয় নি।

মাল্যবান্—বিশ্ববিধাতার মরীচি প্রভৃতি সাত সন্তান (স্বায়ংভুব) সত্যাদি যুগের প্রারম্ভ থেকেই পূজনীয়, ফলে বিদেহরাজ জনকেরও তাঁরা বন্দনীয়। পুলস্ত্যবংশীয় আমরা এবং তাঁরা (ব্রহ্মার তনয়েরা) পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু আশ্চর্য, এরকম বন্ধুত্ব জনকের ঈপ্সিত নয়। আচ্ছা, তা না হয় হল ; কিন্তু দুশ্চর তপস্যায় প্রদীপ্ত এবং অতুল ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল জগৎপতি পৌলস্ত্যও (রাবণ) তাঁর কন্যার অযোগ্য—এমন কথা কী করে তাঁর মনে উদয় হল? ॥ ৮ ॥

প্রার্থিত্ব প্রকাশ করেও প্রভু রাবণের ফললাভ হল না, উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধাচারী অরি দাশরথি রাম (রাবণের ঈপ্সিত) কন্যার সঙ্গে সম্মিলিত হল। ফলে শত্রুর সম্মান ও যশের সমুন্নতি হল আর আমাদের ঘটল তা থেকে বিচ্যুতি। বলদৃপ্ত জগৎপ্রভু দশমুখ কেমন করে সেই শত্রুর হাতে নারীরত্নকে সহ্য করবে? ॥ ৯ ॥

[নেপথ্যে অর্ধ প্রবেশ করে]

প্রতীহার—আপনি পরশুরামের কাছে যে দূত পাঠিয়েছিলেন, তিনি তমালরসের লেখা এই তালপাতার চিঠি এনেছেন।

মাল্যবান্—[গ্রহণ করে পড়তে লাগল] "স্বস্তি। মহেন্দ্রদ্বীপ থেকে পরশুরাম লঙ্কার অমাত্য মাল্যবান্‌কে সাদর সম্মান জানাচ্ছেন—"

শূর্পণখা—প্রভু রাবণের প্রতি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে কেনএ রকম লেখা হল ?

মাল্যবান্—এই তো—এখানেই শ্রেষ্ঠ শিবভক্ত লঙ্কাধিপকে অভিনন্দিত করে বলেছেন—

"আপনার একথা জানা আছে যে, দণ্ডকারণ্যের তীর্থে যাঁরা উপাসনা করেন, আমি তাঁদের অভয় দান করে থাকি। কিন্তু শুনছি সেখানে বিরাধ, দনুকবন্ধ প্রভৃতি কোনো কোনো রাক্ষস অত্যাচার করে চলেছে। অতএব তাদের তা থেকে নিবৃত্ত করুন, রক্ষা করুন আপনার এবং আমার মধ্যে বিদ্যমান মহেশ্বরের প্রীতি।

ব্রাহ্মণদের অবমাননা থেকে বিরত থাকা আপনাদেরই মঙ্গলের কারণ। অন্যথায় আপনাদের বন্ধু পরশুরাম দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হবেন ॥ ১০ ॥

শূর্পণখা—এই বাক্যবিন্যাস আপাততঃ একটু কোমল ; কিন্তু গর্বগম্ভীর ও ভয়ানক।

মাল্যবান্—আশ্চর্য ! বলছ কী ? আরে, ইনি তো সেই জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম—

যিনি নিজের উচ্চবংশ, তপস্যা, বিদ্যা এবং যাগাদিক্রিয়ার আতিশয্যে এবং সবকিছু ভোগ্যবস্তু থেকে বিরত থেকে পরম শান্তিতে সমাসীন ; মান-অপমান বিষয়ে উদাসীন। আমাদের প্রতি আছে তাঁর শৈবস্নেহ ; সেজন্যে আমাদের অনুরাগের অভাব দেখলে (অর্থাৎ দুরাচার হেতু) প্রভুর মতো (হিত-) উপদেশ দেন ; আর প্রভুর মতোই কোনো কোনো কাজে অতি কঠোরও হন ॥ ১১ ॥

[এই বলে চিন্তা করতে লাগল]।

শূর্পণখা—এখন কী চিন্তা করছেন ?

মাল্যবান্—বৎসে,

হরধনুভঙ্গ যদি শম্ভুর শিষ্য পরশুরামের হৃদয়ে বেজে থাকে, তাহলে তিনি রামকে ক্ষমা করবেন না। (তারপর) রাম এবং পরশুরাম উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং সংগ্রামে যদি উভয়েরই মৃত্যু হয় ; তাহলে আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই তা খুব আনন্দের ॥ ১২ ॥

যদি দুজনের মধ্যে একজনেরই জয় হয়, তবে ক্ষত্রিয়ের যম পরশুরাম রাজকুমার রামকে পরাজিত করলেই ভালো ; কেননা তাকে হত্যা না করে ভার্গবের ক্রোধ প্রশমিত হবে না। আর এভাবে আমাদের ঈপ্সিত রামনিধন সম্পন্ন হবে। ব্রাহ্মণভক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম যদি জয়লাভ করে, তবু ব্রহ্মর্ষি পরশুরামকে সে হত্যা করবে না। তবে (পরাজিত) পরশুরাম আপন অস্ত্র কলঙ্কিত মনে করে তপস্যায় নিরত হবেন, ছেড়ে দেবেন অস্ত্রধারণের চিন্তা। আর তার ফলে আমাদেরই অনিষ্ট হবে।

শূর্পণখা—তাহলে দু-এর মধ্যে তফাৎ কী ?

মাল্যবান্—পরশুরাম তো বনবাসী। তিনি রামকে নিহত করেও আবার সেরকমই থাকবেন (অর্থাৎ তপস্যা করতে বনে চলে যাবেন) ; কিন্তু সেই শ্লাঘ্য রাজকুমার রাম চায় অভ্যুদয়। সে যদি ধর্মবিজয়ী পরমশ্রেষ্ঠ সেই পরশুরামকে উৎসাহ-শক্তির সাহায্যে পরাভূত করে, তাহলে সমস্ত দেবতারা রামকে বিজয়ী বলে জানবে। আর তখনই যাঁদের যুদ্ধের বাদ্যধ্বনি রাবণের পরাক্রমে নীরব

হয়েছিল—সেই দেবতারা সহসা রামের পক্ষ অবলম্বন করবে। রাক্ষসদের হাতে দেবতারা অপমানিত। ফলে (রাক্ষসদের উপর) তাদের অন্তরে সদাই স্বাভাবিক ক্রোধ নিহিত আছে।

রাবণকে জয় করে কার্তবীর্য অতীব উদ্ধত আচরণ করেছিলেন। মুনি পরশুরাম সেই কার্তবীর্যকে মাধ্যম করেই সমস্ত ক্ষত্রিয়নিধনরূপ কর্মের প্রথম মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করেন। যদি রাম দরাচারী সেই মুনি পরশুরামকে এভাবেই দমন করে থাকে, তাহলে সেই শক্তিমান, ধার্মিক এবং সৌম্যচরিতই হবে সংসারের প্রভু ॥ ১৩ ॥

শূর্পণখা—তাহলে (রাম এবং পরশুরামের মধ্যে কে জিতবে ?) এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী ?

মাল্যবান্—পরশুরামকে উত্তেজিত করা কর্তব্য।

শূর্পণখা—ফল যদি উল্টো হয় (অর্থাৎ রাম যদি পরশুরামকে জয় করে) তাহলে মহান অনর্থ হবে।

মাল্যবান্—সেক্ষেত্রেও যথাশক্তি তার প্রতিকার করতে হবে। কিন্তু—

পরশুরামের যদি সেই প্রখ্যাত ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব থাকে, যদি থাকে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ সামর্থ্য, তাহলে তাঁর (রামের কাছে) পরাভব বিশ্বাস করি না ॥ ১৪ ॥

অতএব ওঠো, মিথিলায় যাবার জন্যে জামদগ্ন্যকে উত্তেজিত করি ; চলো মহেন্দ্রদ্বীপেই যাই. আর সেখানেই ভার্গবের দর্শন পাব।

তিনি মাহাত্ম্যে গম্ভীর, আন্তর শান্তিতে শুদ্ধ, অত্যন্ত সরল, প্রসন্ন এবং পুণ্য-রাশির মতো সকলের সুখদ। প্রভুত্বের উৎকর্ষে এবং তপঃফলের বিশুদ্ধিতে তিনি দ্রষ্টার সত্ত্বগুণকে উদ্বুদ্ধ করেন, বিনাশ করেন কল্মষ ॥ ১৫ ॥

[উঠে পরিক্রমণপূর্বক প্রস্থান]

॥ মিশ্রবিষ্কম্ভ সমাপ্ত ॥

[নেপথ্যে]

ওহে—ওহে বিদেহনগরীর রাজপুরুষরা ! আপনারা অন্তঃপুরে স্থিত রামকে জানান—

কৈলাস পর্বত উৎপাটনে সমর্থ যাঁর বাহুবল, যিনি ত্রিভুবনবিজয়ে বিখ্যাত বাহুধারী, সেই রাবণেরও রণগর্ব অবহেলায় খর্ব করেছিলেন দুর্দম কার্তবীর্য।[১] সেইরকম (মহাবলী) কার্তবীর্যের বিশাল স্কন্ধে সংলগ্ন ছিল অতিদৃঢ় বাহুদন্ড ও মুণ্ড। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যিনি প্রথম তা কুঠারের আঘাতে শাখা দণ্ড ও কাণ্ডহীন মূলমাত্র বৃক্ষের মতো খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, যিনি ক্ষত্রিয়জাতিকে একুশবার নিঃশেষে নিধন করেছিলেন, যে বীর ক্রৌঞ্চপর্বতকে বাণে বিদীর্ণ করে সর্বপ্রথম হংসদের নিপাতিত করেছিলেন ভূতলে ; গণেশ, ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রথমগণের সৈন্য সহ—তারকারি কার্তিকেয়কে যিনি পরাভূত করেছিলেন, সেই (মহাবীর) পরশুরাম আপন গুরুদেব মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন ॥ ১৬-১৭ ॥

[ধৈর্য ও ব্যাকুলতার সঙ্গে রামের প্রবেশ, সঙ্গে সীতা ও সখীরা]

রাম—বিপুল সৌভাগ্যের মহান বিধান, ভগবান ত্রিপুরারির শিষ্য, বেদাধ্যয়নে বিশুদ্ধ-চরিত্র সেই ভৃগুপতির দর্শনাকাঙ্ক্ষী আমি। আর তিনিও আমার দর্শনাভিলাষী ; কিন্তু মুগ্ধা সীতা যে লজ্জা ত্যাগ করে সভয়ে আমার প্রতি সংকুল-সঞ্চিত এই প্রেম প্রকাশ করছে ॥ ১৮ ॥

সীতা—সখীগণ, এ কী হল ?

সখীরা—কুমার, তাড়াতাড়ি করবেন না।

রাম—অপরের অবমাননা করে উৎসবের আনন্দ নষ্ট করা ঠিক নয়।

সখীরা—শোনা যাচ্ছে ইনি সেই পরশুরাম, যিনি বারবার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন নিখিল সংসার, আর ভয়ঙ্কর আচরণে সম্পন্ন করেছেন সাহসিক কাজ।

রাম—একদিক বিচার করে কি মহাজ্ঞানীর মাহাত্ম্য দূর করা যায় ? তিনি এইরকম—দশদিক থেকে অরণ্যের মতো একুশবার নির্মূল করেছেন ক্ষত্রিয়রাজাদের বংশ। কীর্তিবিশ্রুত কার্তবীর্যকে বাহুবলে জয় করে ধন্য হয়েছেন। তারপর মহর্ষি কশ্যপকে অশ্বমেধযজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা দান করেছেন। তাঁর অস্ত্রের ভয়ে সমুদ্র সরে গিয়ে তাঁকে বাস করার স্থান দিয়েছিল। সেই স্থান পেয়ে তিনি সেখানে তপস্যা করে থাকেন ॥ ১৯ ॥

[নেপথ্যে]

ক্রুদ্ধ মুনি ভার্গব রামের অন্বেষণে তৎপর। হায়, তিনি অব্যাহত গতিতে অন্তঃপুরেই প্রবেশ করছেন। পরিচারিকাদের হাহারবে অন্তঃপুর মুখরিত। সেখানকার দ্বাররক্ষকেরা (পরশুরামকে দেখেই) নির্বল এবং ভয়ে বিষন্ন হয়ে পড়েছে। ভয়ে তারা ক্ষণিকের জন্যে কোনোরকমে তাঁর দিকে তাকাল ; কিন্তু তাঁর তেজে দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিল ॥ ২০ ॥

রাম- এঁদের মতো লোকেরাই—শিষ্টাচারপদ্ধতির প্রণেতা। তাহলে এই বিধান কেন তা থেকে বিচ্যুত ? যা হোক, আমি তাঁর কাছে যাই। [ধৈর্যের সঙ্গে উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ করতে লাগলেন]

সখীরা—হায়, চারদিক থেকেই—'হায় দেব চন্দ্রমুখ রামচন্দ্র। হায়, জামাতা !' —এইরকম কান্নার রব উঠছে। সে শব্দে সমস্ত পরিজন উদ্বিগ্ন, মনে হচ্ছে, এই রাজকুলই ভয়ে পালাচ্ছে। রাজকুমারী, তুমি নিজেই ভর্তাকে জানাও।

সীতা—তাহলে শীঘ্র চলো। আর্যপুত্র দ্রুত চলে গেছেন, তাঁকে জানাতে হবে। [পরিক্রমণ করতে লাগল]

সখীরা—কুমার, কুমার ! দেখুন তাড়াতাড়ি করায় রাজকুমারী কেমন চলছে—যেন তাড়াতাড়িতে মরালবধূ স্বাভাবিক গতি হারিয়ে বিলাসবিহীনভাবে চলেছে।

রাম—[সপ্রেম অনুকম্পা ত্যাগ করে] মাননীয়া, আপনারাই ভীতা সীতাকে নির্ভয়া করুন।

সখীরা—সখী, তুমি যে আমাদের কাছে সব সময় বলতে, আমার স্বামী দেবদৈত্য সহ সমস্ত ত্রিলোকের মঙ্গলকারী, অসামান্য—বিজয়লক্ষ্মীর চিহ্নধারী—এই কথা বলার সময় সামান্য বিভ্রমে তোমার নয়নকমল কিছুটা নত হত। তোমার সুন্দর মুখপদ্মে ফুটে উঠত স্নেহ আর সম্ভ্রম। তাহলে এখন কুমারের বিজয়-যাত্রার মুখে তুমি উৎকণ্ঠিতা হচ্ছ কেন ?

সীতা—পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসকারী, এই জন্যেই !

রাম—প্রিয়ে, তুমি নির্ভয়ে যাও। লাবণ্যসার তোমার শরীর—সুন্দর মধূককুসুমের মতো কান্তিময়। ভীতি ক্লান্তি এবং লজ্জার স্পর্শে এই কম্পন তুমি কেমন করে সহ্য করবে তোমার এই শরীরে ? উঁচু করে বাঁধা কুঁড়ির মতো তীক্ষ্ণাগ্র তোমার স্তনযুগল। ভয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে গভীর শ্বাস, ফলে গভীর আনত তোমার কটিদেশ ত্রিবলীর তরঙ্গরেখাত্রয়। প্রিয়ে, দেখো তোমার মধ্যভাগ যেন ভেঙে না পড়ে ॥ ২১ ॥

[নেপথ্যে]

রে রে পরিচারকের দল, কোথায় সেই দাশরথি রাম ?

সীতা—তিনিই (পরশুরাম) তো কথা বলছেন।

রাম—অক্লান্ত সাহসে তিনি ভীমকর্মা। পুষ্করাবর্তক প্রভৃতি মেঘগর্জনের মতো গুরুগম্ভীর তাঁর সে বাক্যরব আমার কর্ণবিবরকে তৃপ্ত করছে।

সীতা—উপায় কী ? [ধনু টেনে ধরে] আর্যপুত্র, পিতা না আসা পর্যন্ত আপনি আপনি যাবেন না।

সখীরা—প্রিয়সখী এখন ভয় পেয়ে লজ্জা ত্যাগ করেছে।

রাম—(লজ্জার চেয়ে) প্রেমই (এখানে) বলবান। না, তাহলে ধনু রেখেই যাই।

[নেপথ্যে 'রে পরিচারকের দল' ইত্যাদি পরশুরামের বাক্য শোনা গেল]

সীতা—না, তাহলে জোর করেই আর্যপুত্রকে ধরে রাখি।

রাম—হায়, এ কী করছ ?

তিনি গর্বোদ্ধত এবং তপোবলের নিধান। তাঁর আগমনে একদিকে সৎসঙ্গের ইচ্ছা এবং বীররসজনিত আনন্দের উন্মাদনা আমাকে আকর্ষণ করছে, আর অন্যদিকে হরিচন্দন ও চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধশীতল সীতার সুখদ আলিঙ্গন চৈতন্যকে বার বার আচ্ছন্ন করে আমায় বাধা দিচ্ছে ॥ ২২ ॥

সখীরা—দীপ্যমান সূর্যপ্রভার মতো দুর্লক্ষ্য তাঁর জীর্ণদেহের কান্তি। তাকে চতুর্দিকে বিক্ষেপ করে তিনি দ্যুতিময়। (হাতে) ধারণ করেছেন চকচকে অতি ধারালো কুঠার। উজ্জ্বল দীপ্ত অগ্নির অজস্র শিখার মতো ইতস্ততঃ বিন্যস্ত তার জটাজাল। তার আভায় তিনি আবৃত। সুদূরে নিক্ষেপের জন্যে দীর্ঘপ্রসারিত তাঁর বিকট উরুদণ্ড। তার দৃঢ় আঘাতে তিনি বিহ্বল করেছেন বসুন্ধরা। হায়, সকল ক্ষত্রিয়ের কাছে মহারাক্ষসতুল্য, সেই তিনিই উপস্থিত।

রাম—ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় বীর—ইনি সেই ভৃগুনন্দন মুনি। তিনি যেন মহান দুর্ধর্ষ তেজোরাশি, প্রতাপ এবং তপস্যার সংমিশ্রণে দীপ্ত যেন মূর্তবিগ্রহ; যেন পিণ্ডীভূত ভয়ঙ্কর বীররস ॥ ২৩ ॥

তিনি পূতচরিত্র হয়েও ভীমকর্মা ; তপোনিধি হলেও দেহে তাঁর অমিতশক্তি। সৌম্য এবং ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করায় তিনি অথর্ববেদের মতো বিরাজ করছেন ॥ ২৪ ॥

প্রলয়কালের প্রিয় যে রূপ, ত্রিপুরবিজয়ী মহাদেব জগদ্বিধ্বংসী সেই অগ্নিরূপ ধারণ করেন। তাঁর সেই ভয়ঙ্কর শক্তিসঞ্চয় কুপিত অবস্থায় নিখিল ভুবন

সংহার করতে সমর্থ। সেই শক্তি পৃথগ্‌ভাবে উঠে এসে (অর্থাৎ মহাদেবের রুদ্র দেহ ত্যাগ করে) এই ব্রাহ্মণের আকারে যেন পুঞ্জীভূত হয়েছে ॥ ২৫ ॥

[হেসে] আহা, এই পূজনীয় স্বেচ্ছায় কী বিচিত্র রূপে সজ্জিত !

জ্যোতির শিখাবলয়ে জড়িত কুঠারে শোভিত তাঁর কণ্ঠ। স্কন্ধে তূণ। শরীরে জটা, ধনু, বল্কল আর মৃগচর্ম। হাতে বলয়াকারে জড়িয়ে আছে চঞ্চল জপমালা ; বিরাজ করছে বাণ। যুগপৎ উগ্র আর সৌম্য তাঁর সেই বেশ এক মিশ্রিত সৌন্দর্য তুলে ধরছে ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ে, ইনি গুরুজন। তাই বলছি অন্যত্র যাও। অবগুণ্ঠন দাও।

সীতা—হায় ধিক্‌ ! হায় ধিক্‌ ! ইনি যে উপস্থিত হয়েছেন। আর্যপুত্র, ওগো সাহসিক ! রক্ষা করো—রক্ষা করো।

রাম—অয়ি প্রিয়ে,

ইনি মুনি অথচ অসামান্য বীর ; অতএব দুদিক থেকেই এঁর আগমন আমার কাছে প্রীতিকর। অয়ি কাতরে, তুমি ক্ষত্রিয়া। শরীরের এই কম্পন ত্যাগ করো। পরশুরাম তপস্যায় বিশ্রুতকীর্তি এবং দর্পোদ্ধতবাহু, ক্ষত্রিয় রাঘব তাঁর মুখোমুখি হবার ক্ষমতা রাখে ॥ ২৭ ॥

[ক্রুদ্ধ পরশুরামের প্রবেশ]

পরশুরাম—হুং, অহো, এই দুরন্ত ক্ষত্রিয়বালকের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই।

জীবের প্রতি করুণাবিস্তারেই যাঁর আত্মা তৃপ্ত, সেই ভগবান দেব ভবানীপতির কাছ থেকে এই ধনুর্ভঙ্গকারী ক্ষত্রিয় বটু যদি ভয় না পেয়ে থাকে, তবে ঠিক আছে। কিন্তু তাঁর পুত্র কার্তিকেয় মদোন্মত্ত তারকাসুরকে হত্যা করে পৃথিবীকে আনন্দ দিয়েছিলেন ; আর সেই স্কন্দের মতোই প্রিয়—শিবের শিষ্য হয়ে আমিই বা কেন তা বিস্মৃত হলাম ॥ ২৮ ॥

(হিংসা ছেড়ে) শান্তি অবলম্বন করার জন্যে এই হচ্ছে আমার দারুণ পরিণাম। (আমার শান্তি অবলম্বনের) ফলেই ক্ষত্রিয়দের হাতে আবার প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে। এখন তাঁরাই আবার ধনু ধারণ করেছেন। বাহুবলে তাঁরা (আজ) বিভ্রান্ত চিত্ত। তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের কথা আমি বার বার শুনেছি ॥ ২৯ ॥

রাম—তপস্যায় এবং শৌর্যে অপরিমিত যাঁর গৌরব, যিনি যশোনিধি এবং যথার্থগর্বে পরিপূর্ণ, সেই মুনি সক্রোধে যখন (আমার দিকে) এগিয়ে আসবেন, অভিনব ধনুর্বিদ্যার সাহায্যে বাণ আকর্ষণ প্রভৃতি গর্বযোগ্য কর্মে এবং পাদবন্দনায় আমার এই কর তখন চঞ্চল হয়ে উঠবে ॥ ৩০ ॥

কিন্তু শিষ্টাচার পালনের স্থান তো এটা নয়।

জামদগ্ন্য—রে-রে পরিচারকের দল ! কোথায় (তোমাদের) সেই দাশরথি রাম ?

রাম—এই তো আমি। আপনি এদিকে—এদিকে আসুন।

জামদগ্ন্য—সাধু রাজপুত্র, সাধু। সত্যিই তুমি ইক্ষ্বাকুকুলজাত।

হত্যার জন্যে গর্বভরে আমি তোমায় অন্বেষণ করছি, আর জন্ম থেকে পবিত্রাত্মা সেই তুমি, বীর্যগর্বে নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করলে, শ্রেষ্ঠ গন্ধগজের[৩] শাবক যেমন হস্তীর কুম্ভকূট[৪] বিদারণে সমর্থ বাহুবজ্রধারী সিংহের কাছে নিজেকে অর্পণ করে থাকে তেমনি ॥ ৩১ ॥

স্ত্রীলোকেরা—শান্ত হোক্—পাপ শান্ত হোক্। দূর হোক্ অমঙ্গল।

জামদগ্ন্য—এই ক্ষত্রিয়কুমার রমণীয়।

স্বাভাবিক শ্রীচিহ্ন রয়েছে—এর আকৃতিতে। ইতস্ততঃ বিন্যস্ত পঞ্চশিখায় সে ভূষিত। (বালক হওয়ায়) মুগ্ধ, (বীর্যমহিমায়) গর্বিত (শান্তস্বভাবে), গম্ভীর ও মনোরম। ক্ষণিক দর্শনেই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যের শোভায় এ আমার হৃদয় হরণ করেছে, তবুও একে হত্যা করতে হবে। হায়, ধিক্ বীরের নিষ্ঠুর আচরণকে ॥ ৩২ ॥

[প্রকাশ্যে]

যে হরধনু পূর্বে কেউ আনত করতে বা ভাঙতে পারে নি, সেই ধনু (রাম) দুখণ্ড করায় জেগে উঠেছে আমার ক্রোধ। সেই ক্রোধই পাঠিয়েছে এই ভয়ঙ্কর ভার্গবকে! এই সেই দৃঢ় কুঠার যার আঘাতে শত্রুদের খণ্ডিত করে দেব মহাদেব জগতে খণ্ডপরশু নামে খ্যাত। সেই কুঠার ভার্গবের বাহুস্তম্ভ থেকে ঝলসে উঠুক। মুহূর্তের জন্যে অতিথি হোক্ তোমার কণ্ঠপীঠের (অর্থাৎ নিমেষে শিরশ্ছেদ করুক) ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীরা—হায় ধিক্, হায় ধিক্, ইনি যে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

রাম—[ধৈর্য এবং সম্মানের সঙ্গে দেখে]

সসৈন্য স্কন্দকে যুদ্ধে পরাস্ত করায় ভগবান মহাদেব প্রীত হয়ে তাঁর হাজার বছরের শিষ্য আপনাকে অনুগ্রহ করে যা দান করেছিলেন, তাহলে, এই সেই কুঠার।

সখীরা—রাজকুমারী, দেখো, দেখো। কুমার মনে মনে সম্মান করে অথচ কেমন অচল ধীর ও গম্ভীরভাবে ভগবান ভার্গবের অস্ত্রের উপহাস করছেন।

[সীতা সজল নেত্রে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন]

জামদগ্ন্য—[স্বগত] আশ্চর্য! এ যে দেখছি অন্যরকম! অজ্ঞাত কারণেই এর মধ্যে কী-এক মহাত্ম্য এবং সৌজন্য বিরাজ করছে; উৎসাহ এবং ক্রোধে সে গম্ভীর, এবং পৌরুষের আশ্রয়। [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ দশরথপুত্র, এই সেই আমার গুরু মহাদেবের প্রিয় পরশু।

সখীরা—ক্ষণিক আলাপেই তো ক্রোধ শান্ত হয়েছে।

জামদগ্ন্য—অস্ত্রের প্রয়োগশিক্ষার সময় পরস্পরের মধ্যে স্পর্ধা দেখা দিলে কুমার স্কন্দ প্রমথসৈন্য পরিবৃত হলেও আমি তাকে পরাজিত করি। এই ঘটনাতেও (অর্থাৎ পুত্রপরাজয়েও) আমার গুণপ্রিয় গুরু ভগবান মহাদেব আমায় অনুগ্রহ করেন এবং আলিঙ্গনপূর্বক এই কুঠার দান করেন ॥ ৩৪ ॥

রাম—[স্বগত] আরে, ইনিও একথাই বলছেন। আশ্চর্য, তাঁর গর্বগৌরবের বিস্তার! [প্রকাশ্যে] ভগবন্, তাহলে এ থেকেই স্বর্গমর্তে আপনার বীর্যগাথার প্রসার। যে কুঠার দিয়ে আপনার গুরু ভগবান্ ভবানীপতি ভয়ঙ্কর অবস্থায় ত্রিভুবনে খণ্ডপরশু নামে প্রখ্যাত, কার্তিকেয়কে পরাজিত করে পাওয়া সেই কুঠারের সাহায্যেই আপনার 'পরশুরাম' এই খ্যাতি প্রকাশিত ॥ ৩৫ ॥

তাছাড়া,

জমদগ্নি থেকে যাঁর উৎপত্তি, সেই ভগবান্ দেব পিনাকী যাঁর আচার্য, যাঁর

শৌর্ষ অনির্বচনীয়, কর্মের মাধ্যমেই কেবল যে শৌর্যের প্রকাশ, সপ্তসমুদ্র-বেষ্টিতা বসুন্ধরার অকপট দান যাঁর ত্যাগ, ক্ষত্রিয়ের তেজ এবং ব্রাহ্মণের তপস্যার যিনি আশ্রয়স্বরূপ, সেই আপনার কীই বা অলৌকিক নয় ? ॥ ৩৬ ॥

সখীরা—মহাভাগ কুমার গুরুজনদের সঙ্গে সুন্দর কথা বলতে পারেন।

জামদগ্ন্য—রাম, হে রাম, হৃদয়ের সম্ভাবের সমান নয়নাভিরামতা ধারণ করে অচিন্ত্য গুণরাজিতে রমণীয় তুমি আমার কাছে সর্বপ্রকারেই মনোরম ॥ ৩৭ ॥

আমার এই বক্ষ গণেশের দণ্ডমুসলের আঘাতে একাংশে বিদ্ধ এবং কার্তিকেয়ের শরজালে ক্ষতলাঞ্ছিত। এই বক্ষ (তোমার মতো) অদ্ভুত বীরকে পেয়ে রোমাঞ্চে আবৃত হয়ে আলিঙ্গন করতে চায়—এ আমি সত্যিই বলছি ॥ ৩৮ ॥

সখীরা—রাজকুমারী, দেখো—দেখো, তোমার স্বামীর সৌভাগ্য দেখো। তুমি সবসময় মুখ ফিরিয়ে থেকে নিজেকে (সৌভাগ্য থেকে) বঞ্চিত করছ।

[সীতা অশ্রুর সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলল]

রাম—ভগবন্, এই আলিঙ্গন প্রক্রতের (অর্থাৎ আমার দমনের) প্রতিকূল।

সীতা—এঁর ধীর এবং স্নিগ্ধ বিনয় মাহাত্ম্যমণ্ডিত।

জামদগ্ন্য—[স্বগত] আশ্চর্য, এই ক্ষত্রিয়কুমারের সৌজন্যপূর্ণ অন্তঃকরণ অপরের উৎকৃষ্ট গুণের পরিণাম জানে। প্রকৃতপক্ষে, বিনয়ে আচ্ছন্ন তার এই মহান অহঙ্কার সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে জানতে হয়।

এর অসাধারণ চারিত্রিক উৎকর্ষের অত্যাশ্চর্য স্বভাবে আমি মুগ্ধ; তবুও আমার প্রতি এর অবহেলা (কেননা, আমি একে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সে 'এ প্রক্রতের প্রতিকূল' বলে আমায় অপমান করে)। বীরশিশুর শরীর অনন্ত শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যের পুঞ্জীভূত কোনো-এক অনির্বচনীয় পদার্থ ॥ ৩৯ ॥

সপ্তভুবনকে অভয় দান করায় সঞ্চিত পুণ্যরাশি দিয়েই-যেন নির্মিত এর শরীর; কেননা, এই একই শরীরে বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে—লক্ষ্মী, সাত্ত্বিকগুণের দীপ্ত তেজ, ধর্ম, মান, বিজয় এবং পরাক্রম ॥ ৪০ ॥

কেননা,—

জগৎসমূহ রক্ষা করতে অস্ত্রবিদ্যা যেন এই দেহীতে পরিণত, অথবা বেদরূপ ধনভাণ্ডারে ত্রাণের জন্যে ক্ষাত্রধর্ম, বুঝি, শরীর আশ্রয় করেছে। রাশীভূত সামর্থ্যসমূহ, গুণরাশির সমষ্টি, অথবা সংসারের যাবতীয় পুণ্য-সৃষ্টি যেন আবির্ভূত হয়ে (এই দেহেই) বিরাজ করছে ॥ ৪১ ॥

মেয়েরা! এই বধূ সীতা অভ্যন্তরেই প্রবেশ করুক।

রাম—[স্বগত] আচ্ছা, ঠিক আছে।

[নেপথ্যে]

ধনুর্ধর রাজা জনক এবং জনকপুরোহিত গৌতমপুত্র শতানন্দ এই দিকে আসছেন ॥ ৪২ ॥

সখীরা—রাজকুমারী, পিতা এসে গেছেন। অতএব এসো, প্রবেশ করি।

সীতা—ভগবতী-বৃদ্ধলক্ষ্মী, তোমার উদ্দেশে এই আমার প্রণাম।

[নারীদের প্রস্থান]

জামদগ্ন্য—অঙ্গিরার পৌত্র, পুরোহিত শতানন্দ যাঁকে রক্ষা করছেন, ইনি সেই বিদ্বান

রাজা জনক। তাঁকেই পরব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন আদিত্যশিষ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৪৩ ॥
ইনি সদাচারী ; তথাপি ইনি ক্ষত্রিয়—এই কারণে আমার শিরঃপীড়া উদ্রিক্ত করছেন।

[সবেগে জনক ও শতানন্দের প্রবেশ]

শতানন্দ—রাজন্ এক্ষেত্রে (আমাদের) করণীয় কী ?

জনক—ভগবন্, অন্য কীই বা করার আছে ? এই ঋষি যদি অতিথি হয়ে আসতেন, তাহলে এই বেদবিদ্ (ব্রাহ্মণকে) আসন, পাদ্য অর্ঘ্য এবং তারপর মধুপর্ক (=মধুযুক্ত দই, তার অভাবে জল) দেওয়া যেত। কিন্তু পক্ষান্তরে, ইনি শত্রুরূপে (উপস্থিত হয়ে) আমাদের পুত্ররত্নের (জামাতার) উপর বিদ্বেষপরায়ণ। সুতরাং এক্ষেত্রে এই নীতিহীন পরশুরামের বিরুদ্ধে ধনুর্ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত ॥ ৪৪ ॥

[উভয়ের পরিক্রমণ]

রাম—কেন এত অশ্রুবিসর্জন করেছেন—ভগবন্ ?

জামদগ্ন্য—না-না, ও কিছু নয়। কিন্তু—তুমি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলে যেখানে সকল আনন্দ সম্মিলিত হয়ে হৃদয়ে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে ; তোমায় দেখলে নয়নের আনন্দ যেখানে স্নেহকে সুব্যক্ত করে, সেই—তুমি—আমার প্রাণপ্রিয় শ্রীমণ্ডিত। তুমি বিবাহের মঙ্গলসূত্র সবেমাত্র হাতে বেঁধেছ, তবুও হত্যা করতে হবে তোমাকে ; কেননা, আমার গুরুকে তুমি অপমান করেছ—এ জন্যে আমি আগেই দুঃখিত ॥ ৪৫ ॥

রাম—বুঝেছি, হে ভার্গব আপনি আমাকে অনুকম্পা করছেন।

জামদগ্ন্য—আরে, তুমি কি পাগল হয়েছ ? জলভরা মেঘের মতো স্নিগ্ধ তোমার শরীর, কম্বুর (=শাঁখের) মতো কণ্ঠ। সে কণ্ঠে আমার এই কুঠার পতিত হবে—এই ভেবে কষ্ট হচ্ছে ॥ ৪৬ ॥

রাম—আহা! সত্যিই করুণায় গলে পড়ছেন।

জামদগ্ন্য—তুমি আমাকেই ভ্রূকুটী করছ ? ওহে ক্ষত্রিয়কুমার, তুমি সুন্দর এক বালক, সবে বিবাহ করেছ (তবু তোমার হত্যা করতে হবে) তাই—এর আগে কখনও (বধের জন্যে) এমন দুঃখ পাই নি।

রাম—জামদগ্ন্য পরশুরাম স্বয়ং মাতার মস্তক ছেদন করেছিলেন—এমন প্রসিদ্ধ এ প্রবাদ এ সংসারে লোকে কীর্তন করে থাকে[৬] ॥ ৪৭ ॥

জামদগ্ন্য—আরও আছে। রে মূর্খ—
ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি ক্রোধবশে ক্ষাত্র নারীদের গর্ভস্থ পিণ্ডগুলোকে বারবার বার করে খণ্ড খণ্ড করেছি। সমস্তদিকের সকল ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবদের একুশবার বিনাশ করেছি। ক্ষত্রিয়রুধিরপূর্ণ হ্রদে পিতৃতর্পণসমেত স্নান সেরে যে মহানন্দ লাভ করি, তাতে পিতার বধহেতু উদ্দাম-হয়ে-ওঠা আমার ক্রোধাগ্নি মন্দীভূত হয়[৭]। আমার এ স্বভাব সকল প্রাণী জানে না যে, তা নয় ॥ ৪৮ ॥

রাম—নৃশংসতা তো পুরুষের অতএব সেক্ষেত্রে প্রশংসা কোথায় ?

জামদগ্ন্য—আঃ, রে নির্ভীক ক্ষত্রিয়বটু। বড়ো ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ।

প্রহার করো, নত হোক্ ধনু। প্রথমে (অরির) প্রহারই আমার কাছে প্রিয়। আমি কিন্তু প্রহার করলে মুহূর্তে বিপুল বহ্নির উদ্গারে দীপ্ত হয়ে উঠবে এই কুঠার; তার আঘাতে ছিন্ন হবে কঠিন কণ্ঠদেশ, তারপর কবন্ধ হলে কী করবে ? ॥ ৪৯ ॥

শতানন্দ—বৎস রামভদ্র, নির্ভীক হও।

রাম—(গুরুজন আপনাদের) অনুমতির অপেক্ষায় থেকে কষ্ট অনুভব করছি।

জামদগ্ন্য—আঙ্গিরস, সুখে আছেন তো ?

শতানন্দ—বিশেষ করে আপনার দর্শনহেতু (সুখে আছি)। আরও (সুখী হতাম)—আপনি যদি আমাদের পূজ্যতম অতিথিরূপে আসতেন, তাহলে অতিথি-সৎকারের জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকতাম।

জামদগ্ন্য—আপনি পুরোহিত, সচ্চরিত্র, গৃহস্থ এবং যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্য—সেহেতু এক্ষেত্রে আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু আমি অতিথিসৎকারের অভিলাষী নই।

শতানন্দ—কন্যান্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করে আপনি মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি ?

জামদগ্ন্য—আমি অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণ; সেজন্য রাজগৃহের আচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

রাম—[স্বগত] বসুন্ধরাকে যিনি মুখ্য দক্ষিণারূপে দান করেছিলেন, সামন্তরাজাদের প্রতি তাঁর এই সগর্ব পরিহাস ভালোই লাগে।

জনক—আমাদের আশ্রয়ে বিদ্যমান বালক রাঘবের প্রতি গর্হিত কর্ম কী করে চান ?

[প্রবেশ করে]

কঞ্চুকী—রাজন্, দেবীরা বিবাহের মঙ্গলসূত্র মোচনের জন্যে মিলিত হয়েছেন, অতএব বরকে পাঠিয়ে দেন। ৫০ ॥

জনক ও শতানন্দ—বৎস রামভদ্র, শ্বশ্রূমাতা তোমাকে ডাকছেন, অতএব যাও।

রাম—জামদগ্ন্য, গুরুজনরা এরূপ আদেশ করছেন ?

জামদগ্ন্য—(যাও), লোকাচার সম্পন্ন করো, জ্ঞাতিজন তোমায় দেখুক। কিন্তু অরণ্যবাসীরা লোকালয়ে বহুক্ষণ থাকে না। আমি চলে যেতে ইচ্ছুক। সুতরাং কাল-বিলম্ব কোরো না।

রাম—তাই হবে। [প্রস্থান]

[প্রবেশ করে]

সুমন্ত্র—ভগবান বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র ভার্গবসহ আপনাদের আহ্বান করেছেন।

অন্য সকলে—কোথায় সেই পূজনীয় মহর্ষিরা ?

সুমন্ত্র—মহারাজ দশরথের কাছে।

অন্য সকলে—চলুন, গুরুর আদেশ পালন করি। [সকলের প্রস্থান]

॥ মহাকবি ভবভূতিবিরচিত মহাবীরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

[উপবিষ্ট বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য এবং শতানন্দের প্রবেশ]

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র—যজ্ঞ এবং পূর্তকর্ম[1] সম্পন্ন করে এবং শত্রু রাজাদের দমন করে, যিনি ইন্দ্রের বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন, স্বর্গে যেমন দেবরাজ সেই রকম মর্তে যিনি বসুধার সুশাসনে নিরত রয়েছেন,—এই আমরা যাঁর সম্মুখে (হিতোপদেশ দানের জন্যে সদা) সমুপস্থিত, অন্য আর কী বলব ?—ইনি সেই সূর্যবংশীয় পুত্রবৎসল বৃদ্ধ রাজা দশরথ। তোমার কাছে তিনি শান্তি প্রার্থনা করছেন ॥ ১ ॥

অতএব বৃথা কলহ থেকে বিরত হও। এই হোক্ তাহলে—দোয়ানে বকনা (অর্থাৎ দুবছরের গোরু) বধ করা হচ্ছে, ঘিভাত রান্না করা হচ্ছে। হে শ্রোত্রিয়, তুমি শ্রোত্রিয়ের গৃহে সমাগত। (তা গ্রহণ করে) আমাদের প্রীত করো ॥ ২ ॥

জামদগ্ন্য—এক্ষেত্রে আপনাদের জানাই যে, রাম যদি অত্যন্ত বলবান না হত, তাহলে আমি কি ক্ষমা করতাম না ? কিন্তু আপনারা দেখুন—রাম বালক হলেও অদ্ভুত কর্মের জন্যে সে প্রসিদ্ধ। (অন্যের কৃত অবমাননায়) অসহিষ্ণু যে ভার্গব, সে সেই রামের কাছে অপমানিত হবার পরও কেমন করে নিশ্চুপ হয়ে আছে ?—কে বুঝবে এসব যে আপনাদের মতো গুরুজনদের সম্মানের জন্যেই (ভার্গব চুপ করে আছে) ?—যদি বা বোঝার লোকও থাকে, কিন্তু একথা বলার লোক মোটেই নেই। কেননা, বীরের চরিত্রে বিদ্বেষ নিশ্চয় সুলভ ॥ ৩ ॥

তাছাড়া,

উত্তম ব্যক্তিদের নিশ্ছিদ্র যশোরাশি শুভ্রতায় সবদিকে বিচ্ছুরিত। সাধারণ লোকেরা বহু কষ্টে তা থেকে অতি অল্পই কলঙ্ক বার করে সহসা মিথ্যাপ্রবাদ প্রচার করে থাকে। আর সে অপবাদ কোনো প্রকারেই দূর করা যায় না ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ—বৎস, সারাজীবন অস্ত্রপিশাচ হয়ে কী লাভ ? জামদগ্ন্য, তুমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। পূত পথ ভজনা করো, তুমি যে বনবাসী। চিত্তপ্রসাদনের জন্যে চারপ্রকারের মৈত্র্যাদিভাবনা[2] অবলম্বন করো। অচিরে সিদ্ধ হোক্ তোমাতে শোকহীন জ্যোতিষ্মতী[3]-যোগবৃত্তি[4]। তার প্রসাদে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞার সাহায্যে আছে বিষয়ের সামর্থ্য, ভ্রান্তিসংসর্গ থেকে মুক্তি এবং তেজোময়তা ; সে দর্শন থেকেই যেহেতু প্রজ্ঞানের জন্ম, অতএব ব্রাহ্মণের সেই অন্তর্জ্যোতির দর্শন করা উচিত। এর সাহায্যে পাপ এবং অপমৃত্যু থেকে (লোক) উত্তীর্ণ হয়। আর তুমি কিনা অন্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট ! দেখো—এখানে এই ঋষিদের পরিচ্ছদ, এই বীর যুধাজিৎ (= ভরতের মাতুল)। দেখো—অমাত্যসহ রাজা দশরথকে, বৃদ্ধ রোমপাদকে[5]। আরও দেখ—সতত যজ্ঞপরায়ণ, ব্রহ্মবাদী, বিদেহবংশীয়দের প্রভু, বৃদ্ধ সীরধ্বজকে। এঁরা সকলে হিংসারহিত এবং তোমার কাছে (শান্তি) প্রার্থনা করছেন ॥ ৫ ॥

জামদগ্ন্য—ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু—শত্রুর মূল উৎপাটন না করে আমি যে,

আচার্যদেব মহাদেব এবং আচার্যের পত্নী পার্বতীকে দেখতে চাই না ॥ ৬ ॥

বিশ্বামিত্র—যদি গুরুর অনুরোধে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হও, তাহলে এই দুজন সম্পর্কে কিছুটা ধ্যান করো। হিরণ্যগর্ভ (=ব্রহ্মা) থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন যে তিনজন ঋষি তাঁরা বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং অঙ্গিরা। ইনি সেই বশিষ্ঠ, তুমি ভৃগুনন্দন, আর ইনি হচ্ছেন সেই অঙ্গিরার প্রপৌত্র শতানন্দ (অর্থাৎ সম্পর্কে বশিষ্ঠ এবং শতানন্দ পরশুরামের গুরু) ॥ ৭ ॥

জামদগ্ন্য—পূজনীয় আপনাদের বচন লঙ্ঘন করার জন্যে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব ; কিন্তু শস্ত্রগ্রহণের মহাব্রতকে আমি কিছুতেই কলুষিত করতে পারি না ॥ ৮ ॥

কেননা, মুক্তির চেয়ে মানরক্ষাই স্বভাবতঃ আমার প্রিয়। আর দেখুন; আপনারা আমার সগোত্র ; কিন্তু আমার এই কঠিন বাহু ধনুকের জ্যা চিহ্নে চিহ্নিত ॥ ৯ ॥

বিশ্বামিত্র—[স্বগত] এর বাক্য পদে পদে প্রশংসনীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। সে-বাক্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ করলেও আমাকে সত্যিই বিস্মিত করে ॥ ১০ ॥

জামদগ্ন্য—ভগবান্ কুশিনন্দন !

মাননীয় বশিষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুতঃ ব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন ; আপনি কিন্তু বীরাচারের পুরাণ গুরু। তাই আপনিই বলুন—ভৃগুর পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করে এক্ষেত্রে আমার অস্ত্রগ্রহণ যুক্তিযুক্ত কি না ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ—[স্বগত] এই ভার্গব গুণে সত্যিই মহান ; কিন্তু স্বভাবে অসুর। কেননা, সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষের জন্যে সে সর্বপ্রকারে (অর্থাৎ মনে, বাক্যে এবং কর্মে) গর্বিত ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্র—বৎস, আমি বলছি কি—একজনের অপরাধে তুমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছ। গর্ভে বীর্যধারণের সঙ্গে সম্পর্কে নেই—এরকম (আবাল বৃদ্ধদের) বিনাশ করে পূর্বেই একুশবার ক্ষত্রিয়জাতির উচ্ছেদ করেছ। সেইভাবেই ধ্বংস করেছ ব্রাহ্মণের বীর্যোৎপন্ন ক্ষত্রিয়কে। তারপর নিজের আত্মীয় বয়োবৃদ্ধ চ্যবনই প্রভৃতি তোমায় প্রশমিত করলে পর, তুমি রোষ থেকে বিরত হও (সুতরাং একবার শান্ত হয়ে আবার কেন ক্রোধ করছ—এটাই বক্তব্য) ॥ ১৩ ॥

জামদগ্ন্য—পিতৃহত্যার কারণে ক্ষত্রিয়নিধনে নিযুক্ত ছিলাম। সে মহান ব্যাপার থেকে আমি তো বিরত হয়েছি ; কিন্তু এক্ষেত্রে তার অপলাপ কোথায় ?

ক্ষত্রিয়নিধন প্রীতিকর হলেও আমার এই বজ্রকঠোর কুঠার তা পরিত্যাগ করে সমিৎ এবং ইন্ধন ছেদনে কি নিরত হয় নি ? বাণদস্তের আঘাত থেকে বিরত হয়ে আমার এই ধনুর্দণ্ড বিষবহ্নিহীন আশীবিষের সাদৃশ্য ধারণ করছে ॥ ১৪ ॥

চ্যবন প্রভৃতির বাক্যে আমার কুঠার এবং ক্রোধানল যেভাবে প্রশমিত হয় সেভাবেই সম্প্রতি রাম হরধনু ভঙ্গ করায় ঐ দুটো (অর্থাৎ কুঠার এবং ক্রোধানল) সত্যিই আবার অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে ॥ ১৫ ॥

ধৃষ্ট এক রাঘব-বালকের শিরশ্ছেদ করে আমি আবার বনে চলে যাব ; তারপর রঘু এবং জনকবংশীয়রা চিরকালের জন্যে স্বস্তি লাভ করুক। আর যেন এদের কোনোরকম অত্যাচার না হয় ॥ ১৬ ॥

শতানন্দ—আঃ, আমার অতিপ্রিয় যজমান বিদেহরাজন্য রাজর্ষি জনকের ছায়া স্পর্শ করারই বা শক্তি আছে কার ? আবার জামাতা ?

সচ্চরিত্ররূপ মহান স্তম্ভকে আশ্রয় করে আছেন গৃহপতি জনক। তাঁর গৃহে গৃহ্যাগ্নির মত আমরা দীর্ঘকাল বিদ্যমান। সেখানে অন্যকোনো শত্রু থেকে যদি পরিভব (=ভয় বা অনাদর) আসে, তাহলে ধিক্ আমাদের এই প্রাণপ্রিয় তপস্যায়, ধিক্ আমাদের ব্রাহ্মণত্বে, আর ধিক্কার জানাই অঙ্গিরার কুলকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বামিত্র—সাধু গৌতমপুত্র, সাধু। তোমার মতো পুরোহিত লাভ করে ধন্য এই রাজা জনক।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মতেজোময় তুমি যাঁর রাজ্যরক্ষক পুরোহিত, তাঁর রাজ্য নিপীড়িত হয় না, হয় না হিংসায় জর্জরিত, সে রাজ্য ক্ষীণ হয় না (কখনও) ॥ ১৮ ॥

জামদগ্ন্য—গৌতম, আপনি এখন যেমন ব্রহ্মতেজ স্ফুরিত করছেন, সেরকম (পূর্বেও) অনেক ক্ষত্রিয়ের পুরোহিতই তা স্ফুরিত করেছেন ; কিন্তু অসাধারণ তেজ সাধারণ তেজকে পরাভূত করে থাকে।

শতানন্দ—[ক্রোধের সঙ্গে] রে ষণ্ড, পুরুষাধম ! ওরে নির্দোষ ক্ষত্রিয়কুলনাশন, মহাপাপী ! ওহে অশিষ্ট, কদাকার, বীভৎসকর্মা ! রে অপূর্বপাষণ্ড, শস্ত্রব্যবসায়ী, আয়ুধজীবী ! এই ব্রাহ্মণের আচারেও কেন তোর ধৃষ্টতা ? কিন্তু ওরে, তুই কি আদৌ ব্রাহ্মণ ? আহা, ব্রাহ্মণের কী আচার ! জননীরই শিরশ্ছেদ, মাতার সঙ্গে সঙ্গে তার গর্ভস্থ পিণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করা এবং যজ্ঞনিরত রাজাদের নিধন—এসব ব্রহ্মহত্যার সমান ॥ ১৯ ॥

জামদগ্ন্য—আঃ, দানগ্রহণের সময় 'স্বস্তি' উচ্চারণকারী, রে দুষ্ট সামন্ত রাজার পুরোহিত, ওরে অহল্যার ছেলে, আমি তোর জন্যেই (আজ) শস্ত্রজীবী।

শতানন্দ—রে দুষ্ট দুর্মুখ, ওরে ভৃগুকুলের কলঙ্ক, দশরথ জনক প্রভৃতি রাজবৃন্দ এবং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গুরুগণ স্বমহিমায় মহা ক্ষমাশীল, তাঁরা তোকে ক্ষমা করতে পারেন ; কিন্তু আমি শতানন্দ এ (ঔদ্ধত্য) সহ্য করব না ॥ ২০ ॥

[কমণ্ডলুর জলে আচমন করতে লাগলেন]

[নেপথ্যে]

কে.—ওহে কে আছ এখানে ? যাজনের পবনে চঞ্চল জ্বলন্ত অগ্নি যেমন দধিমিশ্রিত হবিধারার নিষেকে সমধিক প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, জ্বলন্ত ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মতেজে অঙ্গিরার পৌত্র শতানন্দও তেমনি—জ্বলে উঠেছেন।

শতানন্দ—[ক্রোধে অভিশাপের জন্যে জল নিয়ে] হে সভাসদ্‌গণ, আপনারা দেখুন—শত্রু পরশুরাম আমায় অবমাননা করায় আমি ক্রুদ্ধ। প্রলয়কালে ক্ষুভিত-বাতাসে তাড়িত দ্রুতগতি বজ্রাগ্নি যেমন বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, তেমনি আপনাদের এই আততায়ীকে আমি ভস্মীভূত করছি ॥ ২১ ॥

[নেপথ্যে]

ভগবন্, প্রসন্ন হোন্। গৃহে সমাগত অতিথির প্রতি আপনার দুর্ধর্ষ তেজ প্রশমিত হোক্।

আপনি গুণরাজিতে প্রশংসনীয়, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং সপিণ্ডহেতু আপন জন। গৃহে আগত তাঁর প্রতি আপনার এই আচরণ কি ঠিক ? শাস্ত্রজ্ঞ হলেও তিনি যে

স্বমার্গচ্যুত, সেক্ষেত্রে তাঁকে বিনম্র করতে রাজা আছেন। আপনি শান্ত হোন্ ॥ ২২ ॥

বশিষ্ঠ—[শাপোদক কেড়ে নিয়ে] বৎস শতানন্দ, তোমার আত্মীয় (=বৈবাহিক) মহারাজ দশরথ যা বলছেন তাই হোক্।
এবং এক্ষেত্রে অন্য যা কিছু কল্যাণকর আমরা তাই সম্পাদন করি। তুমি জাবালি প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গে অগ্নিতে শান্তিহোম রচনা করো। তারপর অমঙ্গল দূর করার জন্যে (ইষ্টমন্ত্র) জপ করতে করতে ভগবান বামদেব আমাদের শিষ্যগণের সঙ্গে পাঠ করুন জয়শীল সূক্ত, সাম এবং অনুবাক্ ॥ ২৩ ॥

[পরিক্রমণপূর্বক শতানন্দের প্রস্থান]

জামদগ্ন্য—ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের আস্ফালন দেখুন। আরে এতে কী আছে? ওহে কোশল এবং বিদেহ রাজার অনুগ্রহজীবী ব্রাহ্মণগণ! ওহে সপ্তদ্বীপ এবং কুলপর্বতবাসী নিখিল ক্ষত্রিয়গণ! আমি বলছি—
পৃথিবীতে আপনাদের মধ্যে যে কেউ তপস্যা অথবা শস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু তপস্যা অথবা শস্ত্রের অহঙ্কারে উদ্দাম সে ব্যক্তি আমার তেজ সহ্য করতে না পেরে (স্বশক্তি থেকে) স্খলিত হবে। রামহীন জগৎকে জনক এবং দশরথ বিহীন করেও পরশুরাম তৃপ্ত হবে না, ধ্বংস করবে তাঁদের বংশধরদেরও ॥ ২৪ ॥

[নেপথ্যে]

ভার্গব, ভার্গব! তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে।

জামদগ্ন্য—সত্যিই আমার গর্বে জনক ক্রুদ্ধ এবং অসূয়াপরায়ণ।

[প্রবেশ করে]

জনক—শত্রু ধ্বংস হয়েছে। আমি বৃদ্ধ, নিরন্তর গার্হস্থ্য-ব্রতসমূহের অনুষ্ঠানে নিরত এবং পরমব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করেছি—এসব কারণে শত্রুজয়ে স্বাভাবিক যে ক্ষত্রতেজ তা প্রশমিত ছিল। সেই তেজ (আজ) প্রদীপ্ত হয়ে শত্রুজয়রূপ কর্মে আমার ধনুকে নিযুক্ত করছে ॥ ২৫ ॥

জামদগ্ন্য—হে জনক!
আপনি সত্যিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, বয়োবৃদ্ধ এবং ধর্মপরায়ণ। সূর্যশিষ্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বেদান্তবিষয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়েছেন; এ কারণে আপনি যদি আমার কাছ থেকে বিনীত ব্যবহার পেয়ে থাকেন, তাহলে মোহবশে, ভয় ভুলে, আপনি কেন কটুকথা বলছেন? ॥ ২৬ ॥

জনক—তোমার এই বিনয় আমার মর্মের নাড়ী বিদীর্ণ করছে। হে সভাসদ্গণ, আপনারা শুনুন—
এই পরশুরাম ভৃগুকুলজাত এবং তপস্যানিরত। এজন্যে হিংসা করলেও এই ভার্গবকে আমরা চিরকাল ক্ষমা করে এসেছি। এই চপলমতি যখন বারবার তৃণের মতো আমাদের অবজ্ঞা করছে, তখন এই বিপ্রের উপরেই আনত হোক (আমাদের) কার্মুক; এভিন্ন অন্য উপায় নেই ॥ ২৭ ॥

জামদগ্ন্য—[ক্রোধ, হাসি এবং অবজ্ঞার সঙ্গে] ওহে কী বললে? ধনু—ধনু! কী আশ্চর্য!
তুমি যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য। একথা ভেবেই (আমি তোমাতে শস্ত্রাঘাত

করিনি, আর) আমারই দেওয়া অভয়ে তুমি (এখন) গর্বিত ; কিন্তু রে জরাজীর্ণ ক্ষত্রিয়াধম, বৃথাই তোমার গর্জন। আমার এই কুঠার—যা (আজ) ক্ষত্রিয়দের দেখে প্রদীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো অট্টহাসিতে ঠিকরে পড়ছে, শত্রুদের শিররূপ শাণযন্ত্রে যা শাণিত, তা দেখেও কীসব প্রলাপ বকছ ? ॥ ২৮ ॥

জনক—[ক্ষোভের সঙ্গে] বেশি কথার দরকার কী ? এই কার্মুকের উৎকট কোটি- (=অগ্রভাগ) দুটি ভয়ঙ্কর দন্তের মতো, তা জ্যাজিহ্বায় বেষ্টিত হোক। ভীষণ গর্জনরত ঘোর মেঘের মতো ঘর্ঘর্ শব্দে মুখরিত হোক্ এই ধনু। জগদ্গ্রাসে প্রবৃত্ত যম যখন অট্টহাস করে তখন তার মুখযন্ত্রের যে ব্যাদান (=হাঁ), সেরূপ বিকট উদরযুক্ত হোক এই ধনু ॥ ২৯ ॥

[ধনুতে জ্যা আরোপ করলেন]

[নেপথ্যে]

হে রাজন্, আপনি পুরাণ ধনুর্ধর। আপনার বাহু অবিরত যজ্ঞে হাজার হাজার গোদানে নিরত এবং তা জরাজড়িত হওয়ায় অক্ষম। এই বাহু এই ব্রাহ্মণ-বধের জন্যে কেমন করে শর স্পর্শ করবে ? ॥ ৩০ ॥

জনক—সখা, মহারাজ দশরথ !

এই ভার্গব আমাদের তিরস্কার করতে পারে, এ তিরস্কার (আমাদের কাছে) কিছুই নয় ; (কেননা) ব্রাহ্মণ কটুভাষী হলে কারই বা হৃদয় বিদীর্ণ হয় ? কিন্তু কানের কাছে বৎস রামের অমঙ্গল ঘোষণা করায় পাপাত্মা এই ব্রাহ্মণ-বটুকে কেমন করে সহ্য করা যায় ? ॥ ৩১ ॥

জামদগ্ন্য—আঃ দুরাত্মা ক্ষত্রিয়াধম ! আমাকে এভাবে বটু (= ব্রাহ্মণাধম) বলে নিন্দা করা ?

ওরে ওঠ, ওঠ তবে। (আমার) এই পরশু পশুর মতো তোকে খণ্ড খণ্ড করে কাটুক। যকৃৎ, ক্লোম (= ফুস্ফুস্), স্তন, অন্ত্র, স্নায়ু, গ্রন্থি অস্থি এবং চর্মের সঙ্গে যুক্ত তোর ঐ জীর্ণ গ্রীবা—এবং দন্তাবলী খণ্ড বিখণ্ড করুক। ছিন্ন করুক মস্তক, আর গলার ধমনী এবং শিরা থেকে ফেনপুঞ্জের মতো বেরিয়ে-আসা শোণিত ধারায় ভয়াল হয়ে উঠুক আমার এই কুঠারের অগ্রভাগ ॥ ৩২ ॥ [এই সময় দশরথের প্রবেশ]

দশরথ—ওহে ভার্গব !

আমাদের এই রাজা জনক যেমন (অক্ষত) আছেন, তোমার নিজের শরীরও সেরকম (অক্ষতই) আছে। এই অবস্থায় পরস্পর কটু বাক্য প্রয়োগ করায় সব দিক থেকে আমরাই কষ্ট পাচ্ছি।

(অর্থাৎ বাক্যুদ্ধে কারও শরীর ক্ষত হচ্ছে না, আর তোমার মনও গলছে না , আমরা দুঃখ পাচ্ছি) ॥ ৩৩ ॥

জামদগ্ন্য—তাতে হয়েছে কী ?

দশরথ—তাতে আমি ক্ষমা করব না।

জামদগ্ন্য—আপনিও তাহলে প্রভুর মতো আমায় ভয় দেখাচ্ছেন ? মনে রাখবেন—

স্বভাবে সর্বদা স্বতন্ত্র আমিই সেই জামদগ্ন্য রাম ; আর আপনি একজন ক্ষত্রিয় ।

দশরথ—এজন্যে তো তোমায় উপেক্ষা করা হচ্ছে না। ক্ষত্রিয়ের নিয়মের মধ্যে পড়ে দুষ্টের দমন। তুমি দুষ্ট ; আর আমরা ক্ষত্রিয়েরাই তোমার শাসনকর্তা। এ মুহূর্তেই শান্ত হও, এছাড়া কী বলব ? নয়তো এখনই তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণ কোথায় ? আর ক্ষত্রিয়ের গ্রহণীয় অস্ত্রই বা কোথায় ? ॥ ৩৪ ॥

জামদগ্ন্য—[হেসে] জামদগ্ন্যই চিরকালের প্রভু, আর তোমরা ক্ষত্রিয়েরা সেই কালের শিক্ষকমাত্র ।

দশরথ—ওরে, এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ আছে কি ?

কেউ যদি অজ্ঞ হয়, অথবা কারও বুদ্ধি যদি বিপথগামী হয়, অথবা কেউ যদি (ন্যায় অন্যায় বিষয়ে) সন্দিহান হয়, কিংবা ঐহিক এবং পারলৌকিক বিরুদ্ধ কর্ম করে, তবে তার রক্ষক হন গুরু ; কিন্তু জ্ঞান যেখানে সন্দেহমুক্ত এবং সুষ্ঠু, সেক্ষেত্রে যদি পুরুষ বিপথগামী হয়, তাহলে রাজা তাকে শাস্তি না দিলে, প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয় ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বামিত্র—ঠিক বলেছেন মহারাজ ।

যদি তোমার জ্ঞান না থাকে এবং যদি তা সন্দেহাকুল হয়, অথবা যদি জ্ঞান বিপর্যস্ত হয়, তাহলে বশিষ্ঠের চরণযুগল বন্দনা করো। তোমার জ্ঞানেই দোষ নিশ্চিত আছে, তা না হলে এমন দুর্ব্যবহার কেন ? জ্ঞানের বিশুদ্ধি থাকলে যদি পাপ আচরণ কর, তবে নৃপতিরা তা সহ্য করেন না ॥ ৩৬ ॥

জামদগ্ন্য—কৌশিক !

ধর্মে, ব্রহ্মে ও ধনুর্বিদ্যায় ভগবান মহাদেব আমার উপদেষ্টা। সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সংহারক আমাকে কেমন করে শাসন করবে ক্ষত্রিয়েরা ? সগোত্র সম্বন্ধ এবং বার্ধক্যহেতু পূজ্য বশিষ্ঠ আমার সম্মানার্হ ; কিন্তু স্পর্ধায় আমার চেয়ে অধিক কে ? আর তপস্যায় এবং জ্ঞানে আমার সমান অন্য কে আছে ? ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠ—ভৃগুসন্তান থেকে পরাজয়—এতো আমাদের আনন্দের ব্যাপার ; কিন্তু—

সনাতন শিষ্টাচার সকলের কাছে প্রশংসনীয়। তাই তা আমাদের কাছেও প্রিয়। সে শিষ্টাচার আমাদেরই পালন করা উচিত ; কিন্তু দেখো, আমাদের গৃহেই সে আচার লঙ্ঘিত ॥ ৩৮ ॥

জনক, দশরথ এবং বিশ্বামিত্র—অনার্য, মর্যাদাশূন্য !

জগতের চিরন্তনগুরু বশিষ্ঠের প্রতিও তুমি অবিনীত। অঙ্কুশ প্রহারেও দুর্দম দুষ্ট হস্তীর মতো তুমি (অবাধ্য)। তোমাকে আক্রমণ করে আমরা দমন করব ॥ ৩৯ ॥

জামদগ্ন্য—কী, এভাবে আমায় অপমান করা ?

হৃদয়ের মর্মস্থলে স্থিত শল্যের মতো অন্তর দগ্ধ করে যে ক্রোধ (ক্ষত্রিয় জাতিতে) দীর্ঘকাল বিদ্যমান, ধৈর্যের আতিশয্যে এবং চ্যবনাদি বৃদ্ধের বচনে তা সংকুচিত হয়ে ঘনীভূত ছিল ; সম্প্রতি অপমানে আমার সেই ক্রোধ প্রলয়কালে সীমা লঙ্ঘনকারী এবং ঝড়ে উত্তাল জলরাশিসংকুল সমুদ্রের

বাড়বানলের মতোই স্ফুরিত হচ্ছে ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যবশে—

এই পরিভব প্রাপ্ত হয়ে আমার ক্রোধের মতো জ্বলছে এই কুঠার। পৃথিবীর নৃপতিরা সকলে দশরথের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। অতএব পুনরায় কুপিত কৃতান্তের আনন্দদায়ক ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মতো দীর্ঘকাল পরে ক্ষত্রিয় জাতির বাইশবার দারুণ বিনাশ নিষ্পন্ন হোক্ ॥ ৪১ ॥

বশিষ্ঠ—হায়, কী কষ্ট!

এই ভার্গব সত্যিই আমাদের স্বজন, তবু অহঙ্কারে ভয়ঙ্কর আচরণ করছে। কেনই-বা এ বশ্য হবে না? ক্রুদ্ধ হয়ে আমি যদি একবার তাকাই তাহলে বৎস পরশুরামের অমঙ্গলই হবে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বামিত্র—ওরে জামদগ্ন্য! তুমি মনে কর, যেন জীবলোক ব্রহ্মতেজহীন এবং শস্ত্র সামর্থ্যহীন।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজকে তুমি তিরস্কার করছ; আর বৎস রামের প্রতি তোমার রয়েছে ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি। ফলে মর্যাদা লঙ্ঘন করে (অথবা অত্যাচারে) আমাদের পীড়া দিচ্ছ; অথচ ভাগিনেয় পুত্র,[৭] এই সম্বন্ধের জন্যে তুমি আমার রক্ষণীয়ও বটে। কিন্তু আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ; অতএব আমার এই দক্ষিণ বাহু চঞ্চল হয়ে (একদিকে) অভিসম্পাতের জন্যে জল এবং (অন্যদিকে) পূর্বের অভ্যাসবশে এই বামবাহু অধীর হয়ে ধনুক অন্বেষণ করছে ॥ ৪৩ ॥

জামদগ্ন্য—কিন্তু ওহে কৌশিক!

যদি তুমি ব্রহ্মতেজযুক্ত হও, অথবা ক্ষত্রিয়নিয়মে ধনুর্ধারণ কর; তাহলে, উগ্র তপস্যায় আমি তোমার তপস্যা দগ্ধ করব আর পক্ষান্তরে (ধনুর্ধারণ করলে) আমার এ কুঠার উপযুক্ত দণ্ডই বিধান করবে ॥ ৪৪ ॥

[নেপথ্যে]

ওহে এই আমি বিশ্বামিত্রের শিষ্য রাম প্রণামপূর্বক নিবেদন করছি—

পৌলস্ত্যবিজয়ে দৃপ্ত, কার্তবীর্যার্জুনের নিহন্তা এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির জেতা (পরশুরামকে) আমি জয় করতে পারি। (পূজনীয়) আপনাদের উদ্দেশে জানাই প্রণতি ॥ ৪৫ ॥

দশরথ—এ কী! রাম এসে পড়েছে? এ সত্যিই কষ্টকর।

জনক—ওহে, আপনারা সকলে সানন্দে অনুজ্ঞা করুন—

রামভদ্রের জয় হোক্।

অদ্বিতীয় বীর জগৎপতি এই রাম দুর্বিনীতের দমনকর্তা। মুখ্যতঃ বশিষ্ঠকে অগ্রবর্তী করে আমরা সকলে এ বিষয়ে (অর্থাৎ রামের বিষয়ে) আপনাদের কাছে বিশ্বাস স্থাপন করছি ॥ ৪৬ ॥

দশরথ—আমরা প্রথিতযশা প্রজারক্ষার ব্রতে দীক্ষিত এবং যজমান। আমাদের পবিত্র গৃহে সফলজন্মা রামভদ্র আজকেই সুষ্ঠু জন্মলাভ করেছে। (অর্থাৎ পরশুরামের দর্পচূর্ণ করে কীর্তিমান রামের আজই নবজন্ম হবে)। কেননা; যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ জ্ঞানজ্যোতিতে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ জানেন তাঁরা

জানাচ্ছেন যে, রাম বালক হলেও তার মধ্যে রয়েছে অনির্বচনীয় কোনো এক মহিমা ॥ ৪৭ ॥

জামদগ্ন্য—এসো, রাজকুমার! মনে হচ্ছে, জামদগ্ন্যকে তুমি জয় করবে। [মৃদু হেসে] না, জয় করতে তুমি পারবে না। দুর্দান্ত রেণুকার তনয় তোমার সাক্ষাৎ যম। আমার এই ধনু সংসারনিকুঞ্জে পুঞ্জিত অবিরত জ্যাশব্দে ভয়ঙ্কর। ক্ষত্রিয়দের ছিন্ন কণ্ঠগুহা থেকে ক্ষরিত রুধিরে যে শরজাল নির্বাপিত ছিল (এখন) আবার সেগুলি শিখাময় অগ্নির মতো জ্বলে উঠে লক লক করছে। এইরকম শরসমূহ দিয়ে আমার এই ধনু জগৎসংহারে রত কালরুদ্রের (= প্রলয়ঙ্কর মহাদেবের) গ্রাসক্রিয়া অভ্যাস করুক ॥ ৪৮ ॥ [সকলের প্রস্থান]

॥ মহাকবি ভবভূতি বিরচিত মহাবীর চরিতের তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × ×

[নেপথ্যে]

ওহে—ওহে বৈমানিকগণ! মঙ্গলকর্মের আয়োজন করুন।

জয়, কৃশাশ্বের শিষ্য ভগবান কৌশিকমুনির জয়। সংসারে সম্প্রতি সূর্যবংশের ক্ষত্রিয় সন্ততিদের জয়। জয়—ত্রিজগতের রক্ষক, সূর্যবংশের চন্দ্র রামচন্দ্রের জয়; সংসারে অভয়দানব্রতে নিরত, ক্ষত্রিয়শত্রু পরশুরামের বিজেতা রাঘবের জয় ॥ ১ ॥

[তারপর ভীতবিহ্বল শূর্পণখা এবং মাল্যবানের বিমানে চড়ে প্রবেশ]

মাল্যবান—দেখলে তো দেবতাদের একমত? ইন্দ্র প্রভৃতি স্বয়ং (রামচন্দ্রের) স্তবগান করছে।

শূর্পণখা—আপনার অনুমান ভুল হয় নি। এখন আমার খুব ভয় করছে। তাহলে এখন কী করা যায়?

মাল্যবান—রাজা দশরথ ভরতের মা রানী কৈকেয়ীকে পূর্বে দুটি বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই রানী দশরথের দূতী মন্থরা নামে এক দাসীকে অযোধ্যা থেকে মিথিলায় পাঠিয়েছেন। সেই দাসী মিথিলার কাছে রয়েছে। এই খবর আমার চরেরা এখনই জানিয়েছে। তুমি সেই দাসীর দেহে প্রবেশ করে এই এই করবে। [কানে কানে বলল]

শূর্পণখা—এরকম হলে রাম কী অন্যথা করবে না?

মাল্যবান—সদাচার ইক্ষ্বাকুগৃহে পরিত্যক্ত হয় না; বিশেষতঃ রামের মতো বিজিগীষু ব্যক্তির কাছে।

শূর্পণখা—তারপর কী?

মাল্যবান—তারপর যেমন বললাম—মায়া প্রয়োগের বলে দূরে নিয়ে গিয়ে ওকে রাক্ষসের কোলে ফেলে দেব। বিন্ধ্যারণ্যের অচেনা জায়গায় যখন সে ঘুরে বেড়াবে, তখন তাকে আক্রমণ করা সহজ হবে। দণ্ডকারণ্য-বনে বিরাধ এবং দনুকবন্ধ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা বিচরণ করবে। (রাম এখন) প্রভুশক্তি

এবং উৎসাহশক্তিহীন ; সুতরাং ছলনার সাহায্যে তারাই তাকে বিনাশ করতে পারবে। রাবণের পক্ষে সীতাকে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আর এভাবেই তিনি সহজে সফল হবেন।

শূর্পণখা—আচ্ছা, রামের সঙ্গে লক্ষ্মণকে রাখার দরকার কী ?

মাল্যবান্—অস্ত্রকুশলতায় এবং বীরত্বে রামকে যেমন মনে কর, লক্ষ্মণও তেমন। ছলনার সাহায্যে দণ্ডপ্রয়োগ একজনের ক্ষেত্রে যেমন, দুজনের পক্ষেও তাই (অর্থাৎ এক প্রচেষ্টায় দুই মহাশত্রুর বিনাশ) ॥ ২ ॥

শূর্পণখা—দূরস্থিত দাশরথিকে নিকটে আনা এবং যার সঙ্গে শত্রুতা নেই, তার সঙ্গে স্ত্রী নিয়ে এক প্রতিকারহীন শত্রুতায় নামা—এ দুটোই কিন্তু আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।

মাল্যবান্—বৎসে, আমাদের এবং তার দেশ পাশাপাশি থাকায় সে (রাম) আমাদের সন্নিহিত হবেই। তাছাড়া, সুন্দ এবং উপসুন্দের পুত্রদ্বয়কে (= যথাক্রমে সুবাহু ও মারীচকে) দমন করায়, তাটকাকে হত্যা করায় এবং আমাদের দেশের সন্নিকটে থাকায়, সে আমাদের শত্রু নয় কেন ? এছাড়াও (অর্থাৎ স্ত্রীহরণ ছাড়াও) রাম এবং রাবণের মধ্যে শত্রুতার কোনো প্রতিকার নেই। দেখো—

রামের কাছে জগৎ রক্ষণীয়, আর আমরা জোর করে জগৎকে নিত্য নিপীড়িত করি। তাহলে চিরবিরুদ্ধস্বভাব অপ্রিয়কারীর সঙ্গে সন্ধি কেমন করে সম্ভব ? দেবতারা যাকে পতিরূপে বরণ করেছেন, সেই রঘুনন্দনের কাছে কোন্ বিষয়ই বা প্রার্থনার আছে ? সেজন্যে রামকে দান করারও কিছু নেই। (দেবতারা পতিরূপে বরণ করায়) তার প্রতি ভেদপ্রয়োগও আমাদের কার্যসিদ্ধির উপায় নয় ॥ ৩ ॥[২]

প্রবল শত্রুর প্রতি প্রকাশদণ্ডও প্রশংসনীয় নয়। কপটদণ্ড প্রয়োগ করাই উচিত। আর সেই দণ্ডপ্রয়োগের এই হচ্ছে অবকাশ ॥ ৪ ॥

তাহলে (অর্থাৎ কপটদণ্ডপ্রয়োগই কর্তব্য হলে) সীতা-অপহরণ ছাড়া কী করার আছে ? আর তারপর—

শত্রু পত্নী হরণ করেছে—এই লজ্জায় (সাধুসমাজে মুখ দেখাতে না পেরে) রাম মৃত্যুর শরণ নেবে ; নয়তো (আত্মহত্যা না করলেও) মনঃকষ্টে নিষ্পিষ্ট হওয়ায় সে নিস্তেজ হয়েই মারা যাবে, অথবা যদি (রাক্ষসের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে) অনুতপ্ত হয়, তাহলে সে সন্ধি করবে ॥ ৫ ॥

(সীতা-অপহরণ-জনিত) অবমাননায় জ্বলন্ত ক্রোধে যদি সে আমাদের বিনাশের জন্যে উদ্যোগী হয়, তাহলে বারিধিও তার বেগকে নিরুদ্ধ করতে অক্ষম, কেননা তার মধ্যে নিহিত আছে সূর্যের তেজ। কিন্তু রাবণ আগে থেকেই বানরের (বালীর) বন্ধুত্ব লাভ করেছে ; ভীষণ শক্তিধর আর দুর্দান্ত এই ইন্দ্রপুত্র বালী। শত্রু রামকে সে নিধন করতে সমর্থ ॥ ৬ ॥

তবে এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান করা দরকার।

শূর্পণখা—কী রকম ?

মাল্যবান্—বৎসে, তুমি রাবণের প্রীতিভাজন, আর কর্তব্য বিষয়েও তোমার জ্ঞান আছে, সেজন্যে (তোমার কাছে) নির্ভয়ে জানাই আমার মনের ব্যথা। নিজের

রাজ্যের পার্শ্ববর্তী রাজা হলে ক্ষত্রিয় সর্বদা অপকার করে থাকে, (বিনিময়ে) অপকার পেয়েও থাকে। এভাবে ক্ষত্রিয় রাম আমাদের সহজ এবং কৃত্রিম[4] এই দুরকমেরই শত্রু। (এছাড়া) আমার তৃতীয় দৌহিত্র বিভীষণ দশাননের সহজ শত্রু। সে অতি নিকটে থাকায় সর্পের মতো আমাদের ভীতি সৃষ্টি করে ॥ ৭ ॥

আর কুম্ভকর্ণ যদিও আছে, তবু না থাকারই মতো, কেননা, (ব্রহ্মার বরে) সে কৃত্রিম নিদ্রায় আচ্ছন্ন, আর কাণ্ডজ্ঞানহীন। বিভীষণ, কিন্তু বিধিমতো স্বগুণে বিভূষিত, সেজন্যে অমাত্যাদি প্রকৃতিপুঞ্জ তার প্রতি অনুরক্ত। খর এবং দূষণ প্রভৃতিরা জীবিকার জন্যে মিলিত হয়ে রাজার ভজনা করে থাকে। বাছুর যেমন গোরুর দুধ দোহন করে, তারাও সেরকম রাজার ধনসম্পত্তি দোহন করে থাকে। প্রকৃতিপুঞ্জের উপর ভেদনীতি প্রয়োগ করলে তারা বিরুদ্ধাচরণ করবে। অতএব অন্তর্ভেদে জর্জর এই রাজকুল রামের আক্রমণের পরেই খানু খানু হয়ে যাবে। তাই বলা হয়ে থাকে— বিপদের কারণ সামান্য হলেও আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে তার প্রতিকার 'কষ্টসাধ্য হয়'। বিভীষণ স্বয়ং এক বিঘ্ন, তার প্রতিবিধান করা উচিত। তাকে প্রকাশদণ্ড, অথবা কপটদণ্ড দিতে হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে কারাগারে রাখতে হবে। তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করলে তার সঙ্গে যাদের অভিন্ন সম্বন্ধ সেই রাক্ষসেরা কী করে তা সহ্য করবে? তাকে গোপনে বধ করলেও অমাত্যাদি প্রকৃতি বুদ্ধিবলে তা অনুমান করে ক্রুদ্ধ হবে। তখন যদি রাম আক্রমণ করে, তাহলে সে দুর্বার হয়ে উঠবে।

কারাগারে নিক্ষেপ করলে বিভীষণের অবমাননা হবে; ফলে, খরপ্রভৃতি রাক্ষসেরা—যারা তার সঙ্গে একমত, তারা ক্ষেপে উঠবে। নির্বাসিত করলেও বিভীষণের পিছনে পিছনে এরাও যাবে। অতএব আগে থেকেই খরপ্রভৃতি রাক্ষসদের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ॥ ৮ ॥

শূর্পণখা—হায়, ভৃত্যের পক্ষে সেবা করা কী দারুণ কুৎসিত কাজ! কেননা, রাবণ এবং খরপ্রভৃতি রাক্ষসদের পরস্পর সম্বন্ধ এক (অর্থাৎ এক মাতামহের দৌহিত্র); তবু এভাবে মাতামহ (খরদূষণ প্রভৃতিকে গোপনে হত্যা করার জন্যে) চিন্তা করছেন।

মাল্যবান,—সদ্বংশের সন্তানদের এরকমই আচার।

শূর্পণখা—আচ্ছা, খরপ্রভৃতি রাক্ষসদের অভাবে বিভীষণ কী করবে?

মাল্যবান্—প্রাজ্ঞ বিভীষণ আমাদের বিরুদ্ধ মনের পরিচয় পেয়ে নিজেই অন্যত্র চলে যাবে। চলে যাবার সময় আমরা তাকে উপেক্ষা করব। এভাবে চলে গেলে বিভীষণের থেকে আমাদের অন্তরে ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা শৈশব থেকেই সুগ্রীবের সঙ্গে বিভীষণের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ফলে, নিশ্চয়ই সে সুগ্রীবকে আশ্রয় করবে। (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) বালী পুত্রতুল্য সুগ্রীবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, যে রাজ্যাংশ তাকে পালনের জন্যে দিয়েছিলেন, সেই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব থাকে ॥ ৯ ॥

সেখানে গেলে বালী তাকে (=বিভীষণকে) বধ করবে। সাক্ষাৎভাবে রামের আশ্রয়ে থাকুক অথবা পরোক্ষভাবে (=সুগ্রীবের সাহায্যে) রামের আশ্রয়ে

থাকুক না কেন, বালী তাকে ছেড়ে দেবে না।

শূর্পণখা—আচ্ছা, তারপর বিবাদ করতে গেলে, পরশুরামের মতো বালীকেও যদি রাম বধ করে, তাহলে আমি মনে করি, রাম এবং বিভীষণের মিলন আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর হবে।

মাল্যবান্—বৎসে, এটা নিশ্চিত—যে বালীকে বিনাশ করতে পারে, সে আমাদেরও হত্যা করবে। সে সর্বনাশ যদি সমুপস্থিত হয়, তাহলে বংশধর রূপে বেঁচে থাকবে একমাত্র সেই বিভীষণ, আর ধর্মাত্মা রাম তাকে লঙ্কার রাজৈশ্বর্য দান করবে ॥ ১০ ॥

শূর্পণখা—[চোখের জল ফেলে] তাহলে এরকমও হতে পারে!

মাল্যবান্—এখন যেখানে পাঠাচ্ছি, সেখানে যাও। এ কাজ সহজ হবে—যদি জনক এবং দশরথের কাছে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র না থাকেন। আমিও লঙ্কাতেই যাচ্ছি।

শূর্পণখা—হায় মা, তোমাকেও এ দুঃখ দেখতে হবে!

মাল্যবান্—হায়, বৎস খর, দূষণ এবং ত্রিশিরা! পাপী আমি, বধ করতে হবে তোমাদের। হায়, হায় বৎস বিভীষণ, কর্তব্যের খাতিরে তোমাকেও ত্যাগ করতে হবে। হায়, বৎস, আমার স্নেহপাত্র রাবণ! (সামনে) তোমার মহাসংকট দেখছি। হায় বৎসে কেকসি (রাবণ প্রভৃতির জননী), হতভাগিনী। দীর্ঘদিন তিন পুত্রকে আর দেখতে পাবে না। (অথবা অচিরেই নিহত তিন পুত্রকে, খর, কুম্ভকর্ণ এবং রাবণকে, স্বর্গে নিজের কাছে দেখবে) ॥ ১১ ॥

[মাল্যবান্ এবং শূর্পণখার প্রস্থান]

॥ মিশ্রবিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

[তারপর বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দশরথ এবং জনকের প্রবেশ।
দুই রাজা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে]

জনক—রাজন্, আপনার সৌভাগ্য যে, আপনার পুত্র রামভদ্র এইরকম (অর্থাৎ পরশুরাম বিজয়ী)। সে এক মহান বীর। অদ্ভুত তার চরিত্র। অলৌকিক, গুণঘন আর বিজয়াদিফলে সমধিক সমৃদ্ধ সে-চরিত্র শুধু আমাদের নয়, সমস্ত জগতেরই কল্যাণকর ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ—[বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করে] সখা কুশিকনন্দন, রামের মধ্যে যে এরকম মহিমা আছে, আমরাও তা আশা করতে পারি নি। কেননা, সে আমাদের কৃতার্থ করেছে, ধন্য করেছে ত্রিভুবনকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র—উৎকৃষ্ট পুণ্যফলের উপাদানে নির্মিত এই মহিমা। এ পর্যন্ত তার এই অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে আমরা কী করেছি? (অর্থাৎ কিছুই করি নি)।

দশরথ—ভগবন্ কুশিকনন্দন, না—না, এরকম বলবেন না।

তেজোরাশিভূত অরুন্ধতীপতি মহর্ষি বশিষ্ঠ। পূর্বে সূর্যবংশীয় দিলীপ প্রভৃতি রাজারা কুলদেবতার মতো তাঁকে ভক্তিভরে যে আরাধনা করেছিলেন, এ তারই ফল। মহান তপস্বীদের আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় না, এ তাঁদের আশীর্বাদেরই পরিণাম; কিন্তু এই সবকিছুর ফল সম্ভব হয়েছে, কেননা, মঙ্গলাকর আপনি আমার উপর (আজ) প্রসন্ন ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ—বিশ্বামিত্র সত্যিই এইরকম।

যে মহত্ত্ব বাক্য অথবা মনের বিষয়ের অতীত, অথবা যে মহত্ত্ব ক্রমশঃ অতিমাত্রার চূড়ায় উঠেছে, সেই অমেয় মহত্ত্ব ব্রহ্মতেজে দীপ্ত হয়ে জ্বলছে এই দুর্ধর্ষ ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বামিত্র—ভগবন্ বশিষ্ঠ।

আপনি সনৎকুমার এবং অঙ্গিরার (=ব্রহ্মার দুই মানসপুত্র) গুরু; বিদ্যা আর তপস্যার আকর। আপনি যখন আমার স্তুতি করছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই স্তুতির যোগ্য; কেননা, আপনার বাক্য সত্য এবং পবিত্র ॥ ১৬ ॥

রামভদ্রের পক্ষে এটা আশ্চর্য কিছু নয়, কেননা মহারাজ দশরথ তার জন্মদাতা। সূর্যতনয় মনুর বংশে প্রথমে যে সমস্ত পবিত্রচরিত্র নৃপতি ছিলেন, তাঁরা ছিলেন মূর্তিমান পুণ্যরাশির মতো, এবং মনুর অভিমত নিয়মে প্রজাপালনে নিরত। তাঁদের মধ্যে এই দশরথ হচ্ছেন ধুরন্ধর, বীর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, গুণনিধি এবং পৃথিবীর শ্লাঘ্য শাসক ॥ ১৭ ॥

আরও বলা যায়—

বৃত্রাসুরের দমন বিষয়ে যিনি ছিলেন মৃত্যুরূপী অরিষ্ট (নিয়ত মরণখ্যাপক চিহ্নকে বৈদ্যেরা অরিষ্ট বলেন), জম্ভাসুরকে যিনি বধ করেন, যিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর, সমস্ত দেবতাদের যিনি পতি, সেই ইন্দ্র পর্যন্ত বহু যুদ্ধে অসুরসৈন্য বিজয়ের জন্যে, অসুরদের বিনাশের জন্যে এই বীর দশরথকে প্রার্থনা করতেন ॥ ১৮ ॥

এই রকম যিনি, তিনি কেমন করে আপনার সমান সন্তানের জন্ম দেবেন না? এক্ষেত্রে আশ্চর্যের কী আছে?

ভগবান্ দেবতা ইন্দ্রকে যে জয় করেছিল, সেই দশমুখকে পরাস্ত করেন হৈহয়পতি রাজা কার্তবীর্য। সেই কার্তবীর্যকে নিহত করে ত্রিভুবনে খ্যাতিমান হয় মহাবীর পরশুরাম। আর সেই পরশুরামকে জয় করায় আপনার পুত্রের কাছে কীই বা অজেয় রইল? ॥ ১৯ ॥

দশরথ—কিন্তু এ কী! এই লোকেরা এখন দুপাশে সরে যাচ্ছে কেন?

বিশ্বামিত্র—জামদগ্ন্যের সঙ্গে বৎস রামভদ্র এদিকেই আসছে। যে (রাম) এইরকম—

বীরের শোভায় আর বিনয়ে সে ভূষিত, মান্য মুনি ভার্গবের প্রতি প্রণত এবং গুণে উন্নত। গুরুর প্রতি প্রথম অপরাধ করলে শিষ্য যেমন লজ্জা পায়, সেরকম ভার্গবের বীরদর্পচূর্ণ করার অপরাধে সে লজ্জিত ॥ ২০ ॥

[তারপর রাম ও জামদগ্ন্যের প্রবেশ]

রাম—ভগবন্, ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা আপনার বন্দনীয় চরণযুগল বন্দনা করে থাকেন, আপনি বিদ্যা ও তপস্যা-ব্রতের বারিধি এবং তপস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইরকম আপনার প্রতি অকস্মাৎ আমি যে অবিনয় আচরণ করেছি, তার জন্যে ক্ষমা করুন। এই আমি আপনাকে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা জানাই ॥ ২১ ॥

জামদগ্ন্য—তুমি কি জামদগ্ন্যের প্রতি অপরাধ করেছ? বরং উপকারই করেছ।

একমাত্র অহঙ্কার ব্যাধি, যা আমার চেতন্যরাশিকেই বিলুপ্ত করে পবিত্র ব্রাহ্মণজাতি, বংশমর্যাদা, আমার প্রশংসনীয় চরিত্র—এসবই বিনাশ করেছে, সে (অহঙ্কার)

এক হলেও বহুদোষে পূর্ণ। হে বৎস, তুমি ব্রাহ্মণবৎসল, আমার প্রিয়তর ; আমার কল্যাণের জন্যে সেই অহঙ্কার ব্যাধি তুমি বিদূরিত করেছ ॥ ২২ ॥

রাম—আমার অপরাধ নয় কেন ? যেহেতু অস্ত্রধারণই (আপনার মতো পূজ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে) দুর্ভাগ্যের।

জামদগ্ন্য—তোমাদের পক্ষে এটা উচিত।

বৈদ্য যেমন দেহীর দোষজ (অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফের বিকারকে দোষ বলে) ব্রণ প্রভৃতি শল্যচিকিৎসা ছাড়া দূর করা অসাধ্য মনে করে হাতে অস্ত্র ধারণ করেন, সেরূপ রাজা লোকের দোষ, যদি অস্ত্র গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায়ে দূর করা অসাধ্য চিন্তা করেন, তাহলে হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করে থাকেন ॥ ২৩ ॥

রাম—আপনার সঙ্গে উক্তি প্রত্যুক্তিতে কী করে পারব ? অতএব ভগবান্, এদিকে—এদিকে আসুন।

জামদগ্ন্য—বৎস, আমাকে আবার কোথায় যেতে হবে ?

রাম—যেখানে পিতা আছেন, আছেন পূজনীয় জনক। অথবা না-না ; যেখানে ভগবান্ বশিষ্ঠ এবং ভগবান বিশ্বামিত্র আছেন।

জামদগ্ন্য—এখন এ সম্ভব নয়। রামের আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়। [পরিক্রমণ করে]

এই সেই রাম যে সৌম্য দর্শনের জন্যে উগ্র নয়, কিন্তু প্রচণ্ড বিক্রমী ; যার জয়শীল শাসন (আজ) জামদগ্ন্যেও প্রতিষ্ঠিত। ২৪ ॥

রাজদ্বয়—অতি গম্ভীর এই সৌজন্যের প্রকাশ।

রাম—এই রাম বারবার আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

সকলে—এসো—এসো বৎস ! [আলিঙ্গন করল]

জামদগ্ন্য—ভগবান্ মৈত্রাবরুণ (=বশিষ্ঠ) ! এই জমদগ্নির পুত্র প্রণাম পূর্বক বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পূজনীয় আপনাকে জানাচ্ছে—মনু প্রভৃতিরা পূজনীয় আপনারাই ধর্মের পরমতত্ত্ব প্রথম দর্শন করেছিলেন, পরে ব্রহ্মার বহুরকম জ্ঞান লাভ করে তাকে সংহিতাকারে (ধর্মশাস্ত্র) রচনা করেন। আমি রামের কাছে পরাজিত। (আপনাদের মতো বন্ধুদের অবমাননা করে যে মহাপাপ করেছি সে পাপ থেকে মুক্তির জন্যে আমাকে প্রায়শ্চিত্তের আজ্ঞা করুন ॥ ২৫ ॥

বশিষ্ঠ—বৎস, (মনে হচ্ছে) তুমি আমাদের শ্রোত্রিয় বংশেই জন্মেছ।

তুমি দুর্বিনীত হলে আমরা দুঃখিত, আর তা না (অর্থাৎ বিনীত) হলে আমরা সুখী। কেননা, জ্ঞানে, বয়সে আর চরিত্রে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের এটাই স্বভাব। যা শ্রেয় তা সেভাবেই থাকে ॥ ২৬ ॥

অতএব তুমি সম্পূর্ণ পবিত্রই আছ।

বিশ্বামিত্র—বৎস, আমি বুঝতে পারছি—রামভদ্র তোমার পাপ বিনাশ করেছে। কেননা, ধর্মাচার্যেরা বলে থাকেন যে, প্রায়শ্চিত্তের মতো রাজদণ্ডও পাপ-বিশুদ্ধির কারণ। পুনরায় এখানে পূজনীয় বশিষ্ঠ রাজার কাছে ধর্মোপদেশ দান করায় কীই বা বলার আছে ? (অর্থাৎ দণ্ডধারী রাজা থাকতে বশিষ্ঠের দেওয়া প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ অনর্থক)।

রাম—ব্রহ্মজ্ঞানী পূজনীয় ঋষিদের এ সব কথা প্রসন্ন, গম্ভীর এবং পবিত্র।
দশরথ—ভগবান্ জামদগ্ন্য!

আপনি স্বভাবতঃ শুদ্ধ, আপনার অন্য পবিত্রতার দরকার কী? তীর্থজল, অগ্নি এবং অন্য কোনো কিছু থেকে আপনার শুদ্ধি সম্ভব নয়॥ ২৭॥

জামদগ্ন্য—ভগবতী বসুধে, বিবর দান করে আমায় দয়া করো।
জনক—ঠাকুর! যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চিন্তে উপবেশন করে আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। এই আপনার বিশুদ্ধ আসন।
জামদগ্ন্য—আপনি যাজ্ঞবল্কশিষ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় হয়েও কর্মে শ্রোত্রিয়। আপনার যা অভিরুচি।

[সকলের উপবেশন]

দশরথ—জনপদের বাইরে (বনে) আপনার অবস্থান, আর গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ করায় আমরাও নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত, সে কারণে যে সমাগম সম্ভব হয় নি, পরিনামে দীর্ঘকাল পরে আজ মনোরথের আকাঙ্ক্ষিত আপনার সেই সমাগম আমরা বহু সুকর্মের এখানে লাভ করলাভ॥ ২৮॥

আর এক্ষেত্রে জানাই—

আপনার তেজ স্তুতিপথের অতীত, অতএব আপনার স্তব কী করে সম্ভব? সমগ্র পৃথিবী আপনি দান করেছেন, তাই আপনাকে দেবার কী আছে? সর্বত্যাগী মুনি আপনি, সেজন্যে ভৃত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও (জানাই) সপুত্র দশরথ আজ আপনার দাস॥ ২৯॥

জামদগ্ন্য—কী আশ্চর্য! আপনারা এ রকম!

মুনিরা যাঁকে প্রদীপ্ত তেজরূপে অভিহিত করেন, সেই জ্যোতির্নিধি দেব দিবাকর আপনাদের বংশের প্রবর্তক। অভ্যুদয়ের ব্যাপারে এর চেয়ে শ্লাঘ্য স্থান আর কী আছে? বেদের মতো অনন্ত মহিমময় বশিষ্ঠ যাঁদের ধর্মবিষয়ে উপদেষ্টা, সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় যজ্ঞশীল আপনারা যথার্থই রাজর্ষি॥ ৩০॥

তাছাড়া—

সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রের অভয়দাতা ধনু, ভয়ত্রাতা শাসন, সপ্তদ্বীপে যজ্ঞীয় যূপরাশিতে চিহ্নিত ভূমিসমূহ, চিরন্তন কীর্তির কারণ ভগবতী ভাগীরথী[৫] এবং সাগর[৬]

এ সমস্ত বিখ্যাত কর্ম আপনাদের গৌরব বিস্তার করে চলেছে॥ ৩১॥

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র—[আড়ালে] নিশ্চয় এ সব বৎস রামই শিখিয়েছে।
জামদগ্ন্য—রামভদ্র, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও।
বিশ্বামিত্র—আমাকেও এখন আপনারা অনুজ্ঞা করুন। রঘুবংশীয় আর জনকদের গৃহে পুত্র কন্যাদের পরস্পর বিবাহরূপ শুভকর্মের অভ্যুদয় অনুভব করেছি। ভৃগুপতিকে বিজিত করায় সমৃদ্ধ প্রিয় বৎস রামকে অভিনন্দিত করে সুখী মনে আমি গৃহে চলে যাই॥ ৩২॥
দশরথ—বৎস রামভদ্র, তোমার বন্দনীয় বিশ্বামিত্র চলে যাচ্ছেন।

বিশ্বামিত্র—[অশ্রুর সঙ্গে রামকে আলিঙ্গন করে] সৌম্য, আমিই যে তোমাকে ছাড়তে পারছি না।

কিন্তু সকাল সন্ধ্যায় করণীয় অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্যতা আমার স্বেচ্ছার পরিপন্থী। কেননা, যাঁরা অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান করে থাকেন, তাঁদের পক্ষে গৃহে অবস্থান করা বিঘ্নসংকুল ॥ ৩৩ ॥

বশিষ্ঠ—নিজগৃহ থেকে যাওয়া—এ তো নিজের ইচ্ছাধীন।

বিশ্বামিত্র—ভগবন্, যদি কৃপা করেন, তাহলে চলুন আমরা দুজনে সিদ্ধাশ্রমস্থানে যাই। আপনাকে অগ্রবর্তী করে গেলে মধুচ্ছন্দার (= বিশ্বামিত্রপুত্রের) মাতার অধিক আদর পাওয়া যাবে।

বশিষ্ঠ—এ বিষয়েও কি আমার উপর আপনার অধিকার নেই ?

রাজদ্বয়—মনোহর পাপহর এই ব্রহ্মর্ষিদের মিলন। এঁরা দুজনে পরস্পরের মাহাত্ম্য জানেন, কিন্তু অন্যেরা তাঁদের স্বরূপ অবগত নয়। তাঁদের পরস্পর বিরোধও শোভা পায়, অনুরাগ সম্পর্কে বলার কী আছে ? ॥ ৩৪ ॥

[নেপথ্যে]

এই রাঘবের স্ত্রী গুরুজনদের প্রণাম করছেন।

ঋষিরা—বৎসে জানকী !

বিনয় এবং মঙ্গলে শোভিত তোমার বীর পতি ইন্দ্রের মহাভয় বিনাশ করেছে। তাই ইন্দ্রাণীও ক্ষত্রিয়প্রধানের গৃহিণীরূপে বহু সম্মানে সম্মানিত তোমার পূজাকে অতি আদরে অন্তরে গ্রহণ করুন ॥ ৩৫ ॥

রাম—[স্বগত] শীঘ্রই রাক্ষসদের সমূলে উৎপাটন করলে সে এরকমই হবে।

ঋষিরা—স্বস্তি, আপনারা এভাবেই থাকুন (অর্থাৎ প্রত্যুদ্‌গমনের কষ্ট করবেন না) [উঠলেন]।

অন্যেরা—[উঠে] প্রণাম—প্রণাম আপনাদের।

জামদগ্ন্য—হে পূজনীয়দ্বয়, জামদগ্ন্য আপনাদের প্রণাম জানাচ্ছে।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র—তোমার শান্তি অচল হোক্। প্রকাশিত হোক্ অন্তর্জ্যোতি। অবিচল মঙ্গলসংকল্পে পূর্ণ হোক্ তোমার অন্তঃকরণ ॥ ৩৬ ॥

[বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের প্রস্থান]

জামদগ্ন্য—[একটু পরিক্রমণ করে থেমে] বৎস রামভদ্র, এদিকে এসো।

রাম—[এগিয়ে গিয়ে] আজ্ঞা করুন।

জামদগ্ন্য—ক্ষত্রিয় বিনাশ থেকে আমি বিরত হলেও যে-ধনু ধারণ করেছিলাম, সে ধনু বর্তমানে (তোমার কাছে পরাজয়ের ফলে) অকারণ ধারণ করছি ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু কাষ্ঠাদি ছেদনে কুঠারের প্রয়োজন আছে।

দণ্ডকারণ্যে পুণ্যতোয়া নদীতীরে অনেক ঋষি বাস করেন। তাঁদের বিনাশ করার জন্যে লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা সর্বদা সেখানে বিচরণ করে। রাক্ষসদের দমনে কিন্তু এই ধনুর প্রয়োজন আছে। বৎস, এখন এই ধনু নিয়ে রাক্ষসবধের অধিকার তোমাতেই ন্যস্ত ॥ ৩৮ ॥

[ধনুক অর্পণ করলেন]

রাম—[প্রণাম করে] গ্রহণ করলাম আপনার আদেশ।

জামদগ্ন্য—[অশ্রুর সঙ্গে পরিক্রমণ করে] আয়ুষ্মন্, বিরত হও। [প্রস্থান]

রাম—[সজল নেত্রে] ভগবান্ ভার্গব চলে গেলেন। [চিন্তা করে] অন্য কী উপায়ে দণ্ডকারণ্যে যাওয়া যায়। রামবৎসল গুরুজন থকেতে তা কী করে সম্ভব ?

ভৃগুপতিকে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, সেই আমি যদি পরাধীন (অর্থাৎ গুরুজনদের আজ্ঞাবাহী) থাকি, তাহলে নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা তপস্বীদের বিনাশ করবে—এ বড়ো দুঃখের ॥ ৩৯ ॥

[নেপথ্যে]

আর্য রাম !

মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর মন্থরা নামে যে প্রিয়সখী আছে, সে আপনাকে দেখার ইচ্ছায় অযোধ্যা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে ॥ ৪০ ॥

রাম—লক্ষ্মণ, আমরা বালক। এই সংবাদে আমাদের প্রবাসের দুঃখ হয়তো সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। বৎস, সেজন্যে তাকে কাছে নিয়ে এসো।

[তারপর লক্ষ্মণ শূর্পণখার প্রবেশ]

শূর্পণখা—[স্বগত] আমি শূর্পণখা মন্থরার শরীরে প্রবেশ করছি। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র চলে যাওয়ায় ভালোই হয়েছে। আহা, এই সেই পরশুরাম বিজয়ী ক্ষত্রিয়কুমার রাম ! [বর্ণনা করে] আহা, সমস্ত সৌন্দর্য ধারণ করায় চোখ-দুটো শোভার আশ্রয় (রাম=শোভা, অয়ন=আশ্রয়) ! কী সৌম্য এর শরীরের আকৃতি ! কেননা, বহুদিনের বৈধব্যদুঃখে সংসারসুখ নষ্ট হয়েছে —এরকম আমার মতো মানুষেরও হৃদয়ের পাতিব্রত্যাদি চরিত্রকে চঞ্চল করে তুলেছে (অর্থাৎ হৃদয়কে কামাকুল করেছে)।

রাম—[এগিয়ে গিয়ে] মন্থরা, মায়ের কুশল তো ?

শূর্পণখা—হ্যাঁ, তিনি ভালো আছেন এবং সুখে আছেন। বৎস, তোমার সেই মেজো মা দুগ্ধঝরা স্তনে তোমায় আলিঙ্গন করে জানাচ্ছে—"পুত্র, পূর্বে অস্বীকার করা দুটো বরের কথা মহারাজকে জানাচ্ছি। তুমি আমার সে বিজ্ঞপ্তি মহারাজকে পৌঁছে দেবে। এই তোমার পিতার আজ্ঞাপত্র।"

লক্ষ্মণ—[গ্রহণ করে পাঠ করতে লাগল]

এক বরে বৎস ভরত রাজলক্ষ্মীর অধিকারী হোক্। অন্য বরে রাম কালক্ষেপ না করে দণ্ডকারণ্যে গমন করুক, সেখানে বল্কলবাসে চৌদ্দ বছর সে থাকুক। উপরন্তু কেবল সীতা এবং লক্ষ্মণ ভিন্ন অন্য কোনো পরিজন তার অনুগমন করবে না ॥ ৪২ ॥

রাম—আহা, বড়ো আনন্দ '

যেখানে যাওয়ার জন্যে মন উৎকণ্ঠিত সেখানেই—যাবার আদেশ। প্রিয়-বিরহও ঘটল না, আর বৎস অনুজ লক্ষ্মণ রইল আমার অনুগামী ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মণ—ভাগ্যবশে আর্যের অনুগমনে আমি অনুমতি পেয়েছি।

রাম—আর্যা মন্থরা, আমি (বনে) চললাম।

শূর্পণখা—এখন এই মহিমময় সংসারকে প্রণাম জানাই, যেখানে এরকম কল্পবৃক্ষও জন্মায়। [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ—আর্য, মাতুল যুধাজিৎ ভরতের সঙ্গে পিতার কাছে যাচ্ছেন।

রাম—সৌভাগ্য, কিন্তু দুঃখ কী জান—ভরতকে আলিঙ্গন না করে আমার (বন) গমনে উৎসাহ নেই। কিন্তু আমাদের প্রবাসের ফলে দুঃখার্ত এই ভরতকে দেখার জন্যে আমি উৎসাহী নই ॥ ৪৩ ॥

[প্রবেশ করে]

যুধাজিৎ এবং ভরত— [দশরথের কাছে গিয়ে]

মহারাজ, শুনুন। আপনার সমস্ত অমাত্য প্রভৃতি প্রকৃতিপুঞ্জ একমত হয়ে আপনাকে জানাচ্ছেন—

প্রভু, আপনার যে পুত্র বেদের রক্ষক সেই রামভদ্রকে রাজারূপে পেয়ে সকল প্রজারা আপনার কৃপায় উত্তম রাজা-যুক্ত হোক্, পূর্ণ হোক তাদের সকল কামনা ॥ ৪৪ ॥

দশরথ—সখা জনক !

কল্যাণকামী প্রজারা আমাদের ভালো কথাই বলেছে,

কিন্তু রামবৎসল বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র যে এখানে নেই ॥ ৪৫ ॥

জনক—অসাক্ষাতে শোভন কর্মের অনুষ্ঠানও তাঁদের আনন্দিত করবে। মন্ত্রজ্ঞ ভগবান্ বামদেব তো নিশ্চিত উপস্থিত থাকছেন ॥ ৪৬ ॥

দশরথ—যদি তাই হয়, তাহলে জামদগ্ন্যের বিজয়োৎসবকে কেন্দ্র করে রামের রাজ্যাভিষেকের মহোৎসব সম্পন্ন হোক্। যে যা প্রার্থনা করবে, এই মহোৎসবে তাকে তাই দেওয়া হবে।

রাম— [এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে] (পিতা,) আমিই—প্রার্থী।

দশরথ—বৎস, কী জন্যে ?

রাম—পিতা, মা যে দুটি বর আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, আজ তিনি ইচ্ছামতো সেই বর প্রার্থনা করছেন। তা প্রদান করে তাঁকে প্রসন্ন করুন—এই আমার প্রার্থনা ॥ ৪৭ ॥

দশরথ—রঘুবংশীয়েরা সদা সত্যসন্ধ। বৎস, সন্দেহ করছ কেন ? তুমি তাঁর (=কৈকেয়ীর) দূতরূপে এলে কে প্রাণকেও নিজের সম্পদ মনে করে ? (অর্থাৎ প্রাণপ্রিয় তুমি যেখানে কৈকেয়ীর বার্তা বহন করছ, সেখানে প্রাণ দেওয়াও তুচ্ছ, আর বরদানের কথা কী বলব ?) ॥ ৪৮ ॥

রাম—বৎস, পড়ো। [লক্ষ্মণ 'এক বরে বৎস ভরত ইত্যাদি (৪,৪১) শ্লোকটি পড়ল]

সকলে—আশ্চর্য, এ কী ! আবার দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের বদলে রামের বনগমনের বার্তা)। হায়, হায়, আমরা মারা পড়লাম।

[রাজা মূর্ছা গেলেন]

রাম এবং লক্ষ্মণ—পিতা, আশ্বস্ত হোন্—আশ্বস্ত হোন্।

জনক—ইক্ষ্বাকু বংশের তিলকস্বরূপ এই রাজা দশরথ। তাঁর পত্নী প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ রাজবংশে জন্মেছেন। পূজ্যা সাধ্বী কৈকেয়ীর পক্ষে এই অনির্বচনীয় ভয়ঙ্কর রাক্ষসের কর্ম কী করে সম্ভব ? হায়, আমার কাছে এ বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাম—পিতৃদেব !

যদি আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ হন যদি রাম আপনার প্রিয় হয়, তাহলে আপনি প্রসন্ন হোন্। পূর্ণ হোক্ আমার মেজমার মনোবাঞ্ছা ॥ ৫০ ॥

দশরথ—তাই হোক্। উপায় কী ?

জনক—হায় বৎস রামভদ্র, হায় বৎস লক্ষ্মণ ! জরাগ্রস্ত ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভবেরা পুত্রের উপরে রাজলক্ষ্মীর ভার অর্পণ করার পর যে ব্রত গ্রহণ করেন, সেই বনবাস ব্রত তোমরা লাভ করলে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় ॥ ৫১ ॥

বৎসে জানকী, তুমি ধন্যা। তোমার শ্বশুরের আদেশেই পতির অনুগমন করা তোমার পক্ষে সম্ভব হল।

দশরথ—হায় বৎসে জানকী ! বিবাহের মঙ্গলসূত্র ধারণ করছ, এ অবস্থাতেই রাক্ষসদের কাছে তোমাকে উপহার দিলাম।

[দুজনেরই মূর্ছা]

রাম—ভাই লক্ষ্মণ, গুরুজন যে অতি বিপন্ন। এখন কী করা যায় ?

লক্ষ্মণ—আপাততঃ দুঃখ আর স্নেহের জোরে এই রকম অবস্থা। এক্ষেত্রে কী করার আছে ? (অর্থাৎ প্রতীকার দেখছি না)। মা তো আমাদের কালক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব অতি-স্নেহে কাতর হওয়ার দরকার নেই।

রাম—অয়ি আচারনিষ্ঠ ! সাধু। তুমি ঠিক বলেছ। অতি-মানুষের মতো তোমার মনোবল। অতএব বৎস, যাও, বৈদেহীকে নিয়ে এসো। [লক্ষ্মণের প্রস্থান]

ভরত—মাতুল, মাতুল ! আপনার বংশের যোগ্য এবং উচিত এই বাক্য।

যুধাজিৎ—বৎস, আমি উদ্‌ভ্রান্ত, আমি অত্যন্ত বিস্মিত। পতি (= দশরথ) চলেছে মৃত্যুর মুখে, আর বনে চলেছে এই দুই রাজকুমার। রাক্ষসদের কাছে বলির মতো দেওয়া হল বেচারা নববধূ সীতাকে। লোকের কোনো আশ্রয় রইল না। আমাদের বংশ ঘিরে থাকল অপযশ। আমার ভগ্নীর এই দুরাচার সমস্ত জগৎকে আকুল করছে ॥ ৫২ ॥

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ]

সীতা—ভাগ্যবশে স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি।

লক্ষ্মণ—এই তো আর্যা।

রাম—এদিকে—এদিকে এসো। [সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে পিতাকে প্রদক্ষিণ করে মাতুল ! এই পিতা দশরথকে, পিতৃপ্রতিম জনককে এবং সন্তানবৎসল জননীদের আপনিই এই শোকে সান্ত্বনা দেবেন। আমরা চললাম ॥ ৫৩ ॥

[পরিক্রমণ করতে লাগল]

যুধাজিৎ—[দুঃখের সঙ্গে] কেমন করে তোমাদের অরণ্যে ছেড়ে দেব ?

[উঠে অনুগমন]

ভরত—[অনুগমন করতে করতে] মাতুল, মাতুল ! বলুন, এখন কী করি ?

যুধাজিৎ—রামভদ্র, দেখো—পদসেবক ভরত অরণ্যে প্রবেশ করছে !

রাম—কিন্তু বর্ণাশ্রম রক্ষায় এর (= ভরতের) উপরেও যে পিতার আদেশ।

ভরত—লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্নের উপরে তা থাক।

রাম—এক্ষেত্রে কারও নিজস্ব মতামত আছে কি ?

ভরত—শুধু এইটুকু আমার রুচিমতো হোক্।

রাম—আমি থাকতে, তুমি অথবা অন্য কে আছে যে পিতার আদেশ লঙ্ঘন করে?

ভরত—হায়, হায়, এই হতভাগ্য কেন পরিত্যক্ত? [মূর্ছা]

যুধাজিৎ—বৎস, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও।

ভরত—[আশ্বস্ত হয়ে] মাতুল, আমাকে রক্ষা করুন।

যুধাজিৎ—বৎস, তাই হবে। [ভরতের কানে কানে বলে] রামভদ্র, ভরত একথা জানাচ্ছে—'ভগবান শরভঙ্গ (=মুনির নাম) সোনার যে পাদুকাজোড়া (আপনাকে) দিয়েছিলেন, আর্য তা প্রদান করে কৃপা করুন।'

রাম—[পাদুকা খুলে] এই নাও, বৎস।

ভরত—[মাথায় করে] হায় আর্য!

রাম—[আলিঙ্গন করে] বৎস, আমার পাদস্পর্শ করে (অথবা আমার পাদুকা নিয়ে) বিদায় নাও। বহুক্ষণ মূর্ছিত আছেন দুই পিতা (=দশরথ এবং জনক) তাঁদের আশ্বস্ত করো।

ভরত—এখন এই আমি—

জটা ধারণ করে নান্দীগ্রামে আর্যের পাদুকাকে রাজাসনে অভিষিক্ত করব। তারপর আর্যের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পৃথিবী পালন করব।

[সীতা এবং রামকে প্রদক্ষিণ]

লক্ষ্মণ—আর্য ভরত, লক্ষ্মণের প্রণাম গ্রহণ করুন।

[ভরতের আলিঙ্গন এবং বাষ্পরুদ্ধ নিশ্চল অবস্থার অভিনয়]

রাম—বৎস, পিতৃদ্বয়কে আশ্বস্ত করো।

ভরত—হায়, কী কষ্ট। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। [বাতাস করতে লাগল]

জনক—[সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চারিদিক দেখে] হায়, হায়, আমি হৃত হয়েছিলাম।

দশরথ—[সংজ্ঞা লাভ করে] যেও না—বৎস রামচন্দ্র, যেও না। আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে আমার অন্ধকারের আবরণ। অপূর্ব মর্মচ্ছেদী পীড়া আমার শরীরে সংক্রামিত। তোমার মুখচন্দ্র নেত্রের সম্মুখে দেখাও, কথা বলো। হায়, ওরে পুত্র, আমার প্রতি সহসা নিষ্ঠুর হোয়ো না ॥ ৫৫ ॥

[উন্মাদের মতো] ওরে, আমি অভাগা, কোথায় যাই এখন?

[শোকবিহ্বল দশরথকে নিয়ে ভরত এবং জনকের প্রস্থান]

যুধাজিৎ—বৎস রামভদ্র! দেখো—

(ব্যক্তিগত বিষয়ে) ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও (আজ তোমার বনগমনের সংবাদ শুনে) ক্রমে ক্রমে সকলে একত্রিত হয়ে দুঃখ করছে; (সব কাজ ফেলে) এক শোকব্যাপারে উচ্চস্বরে কাঁদছে। এ কী হল?—এই ভেবে নারী-পুরুষ সকলে উৎকণ্ঠিত। তোমার উৎসবে মুখরিত নগর হঠাৎ যেন অন্যরকম হয়ে গেল। সেখানে নিবিড় চোখের জলে পথ কর্দমাক্ত হয়ে যেন বর্ষাকালের সূচনা [illegible] ॥ ৫৬ ॥

রাম—মাতুল, মাতুল! আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। আপনার হাতে এই ভরতকে অর্পণ করলাম।

যুধাজিৎ—বৎস, আমার অনুগমনের অনুমতি দাও।

রাম—দূর হোক পাপ—পাপ দূর হোক। আপনারা গুরুজন! আমরা আপনাদের অনুগমন করব, এটাই উচিত। আপনারা অনুগমন করবেন না। দুজনই আমার সঙ্গে যাবে—এটাই জননীর আদেশ।

যুধাজিৎ—আমি কি একাই অনুগমন করছি? বালক বৃদ্ধ সমেত প্রজারা সকলে তো অনুগমন করছে—তা কি দেখছ না?
সাকেতবাসী পূজনীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরাও মৈথিলীদের সঙ্গে চলেছেন। বাজপেয়ী যজ্ঞে দক্ষিণারূপে নিজেদের উপার্জিত ছত্র দিয়ে সূর্যকিরণ থেকে তোমায় রক্ষা করতে করতে তাঁরা চলেছেন। স্কন্ধে তাঁদের যজ্ঞপাত্র পশ্চাতে পত্নী, সঙ্গে গার্হপত্যাদি অগ্নি, আর সম্মুখে স্থাপিত হোমধেনু॥ ৫৭॥

রাম—মাতুল, মাতুল! ধর্মলোপ পেলে গুরুজনেরাই শিশুদের পালন করে থাকেন। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্। হে মহাপুরুষ, আপনি প্রত্যাবর্তন করুন (অথবা লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যান)। [প্রণাম করল]

যুধাজিৎ—ওঠো বৎস, ওঠো। প্রজাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই হতভাগ্য কোনো রকমে চলে যাচ্ছে। হে মহাবাহু লক্ষ্মণ, তোমাকে আর অয়ি সীতা, তোমাকে (রামের অনুগমনে) অনুমতি জানাই। আমি পাপী—চললাম। তোমাদের দুজনের কল্যাণ হোক্॥ ৫৮॥
[কাঁদতে কাঁদতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে] হায়, ওহে—যুগে যুগে এই পবিত্র চরিত্রগাথা প্রাণীরা কীর্তন করে ত্রিলোকে তা প্রচার করবে॥ ৫৯॥ [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ—শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদরাজ গুহ[৭] আর্যকে বলেছেন যে তার প্রদেশের প্রান্তভাগে বিরাধ রাক্ষস[৮] আক্রমণ চালিয়ে উপদ্রব করছে।

রাম—তাহলে পাপিষ্ঠ বিরাধকে হত্যা করার জন্যে প্রয়াগের কাছে ভাগীরথীর পবিত্র মেখলা সংলগ্ন চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হব, তারপর রাক্ষসদের বধের জন্যে ঋষিদের অধিষ্ঠিত তীর্থক্ষেত্র (অথবা ঋষিদের গৃহীত জলপূর্ণ) দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হব। তারপর ক্রমে ক্রমে গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকটবর্তী লোকালয়সমূহে যাব॥ ৬০॥ [সকলের প্রস্থান]

॥ মহাকবি শ্রীভবভূতি-বিরচিত মহাবীরচরিতে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অংক × × × × × × × × × × × × ×

[সম্পাতির প্রবেশ]

সম্পাতি—বৎস জটায়ু আজ নিশ্চয় প্রণাম করার জন্যে মলয়পর্বতের এই গুহায় আসছে। কেননা—বিশাল পাখার ঝাপ্টা শ্যেনীপুত্র জটায়ুর আগমন সূচনা করছে। তার পাখার সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে মুহূর্তের মধ্যে একবার দিঙ্মণ্ডল দেখা দিচ্ছে; আবার ক্ষণেকের জন্যে ডুবে যাচ্ছে। পাখার ঝাপ্টায় হিমকণার মতো টুক্রো টুকরো হয়ে যাচ্ছে নিবিড় মেঘমালা; ফলে মেঘের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে বিদ্যুম্মালার চকিত বিলাস। আর দূর থেকে পাখার বেগে ঝুর্ ঝুর্ করে ঝরে পড়ছে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই॥ ১॥

আবার—

তার পাখার প্রবল ঝড়ে অতি উচ্চে উঠছে বারিধির বাড়বাগ্নি, বিরাট ঢেউ উঠে জলরাশিকে দুভাগ করে দিচ্ছে। সমুদ্রের সেই রন্ধ্র পথের মধ্যে দিয়ে প্রবল ঝড় প্রবেশ করে পাতালকে আকুল করে তুলছে। পাতাল প্রলয় কালের রাত্রিতে জমে ওঠা মেঘের মতো অকস্মাৎ অতি প্রচণ্ড গর্জন করছে ; মনে হচ্ছে যেন, বরাহরূপী বিষ্ণুর কণ্ঠকুহর থেকে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর রব ॥ ২ ॥

[জটায়ু প্রবেশ করে]

জটায়ু—ঐ সামনে দেখা যায় কাবেরী নদীর মেখলাপরা মলয়পর্বতের সানুদেশ, যেখানে ছিন্নপক্ষ অপর গিরিরাজের মতো বিরাজ করছেন কশ্যপের পৌত্র মাননীয় পক্ষী সম্পাতি। আকাশ থেকে এখানেই অবতরণ করি ॥ ৩ ॥

পাখা দুটোকে আশ্রয় করে উড়ছি। ফলে পরিশ্রমের ক্লান্তি এসে আমারও (অর্থাৎ বিশ্ব বিচরণেও যে অক্লান্ত, তারও) শরীরটাকে শিথিল করে দিচ্ছে। কেননা, সর্বশক্তিমান কালের জরা নামে যে-শক্তি আছে, তা অন্য-সব শক্তির বিনাশের কারণ ॥ ৪ ॥

ঐতো মন্বন্তরের বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ আর্য সম্পাতি। আশ্চর্য তাঁর ভ্রাতৃপ্রীতি! পুরাকালে দূরে ওড়ার অভ্যাসের খেলা করতে করতে আমি সূর্যের খুব কাছে চলে যাই। ফলে সূর্য আমার শরীর দগ্ধ করতে থাকে। তখন এই সম্পাতি বালক মনে করে দয়া করে আমার উপরে তাঁর পাখা মেলে ধরেন। এভাবে নিজের পাখা দিয়ে সূর্যের সন্তাপ থেকে আমায় অবিকৃত অবস্থায় তিনি রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

[এগিয়ে গিয়ে]

আর্য কশ্যপ (অর্থাৎ কশ্যপের পৌত্র এবং গরুড়ের পুত্র)! এই জটায়ু আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

সম্পাতি—এসো—এসো বৎস!

বীর গরুড়ের জন্যে আমাদের পিতামহী বিনতা যেমন পুত্রবতী, সেই রকম গৃধ্রদের অধীশ্বর তোমার জন্যেই শ্যেনী (সার্থক) পুত্রবতী। ৬ ॥

[আলিঙ্গন করে] বৎস জটায়ু, সময় গড়িয়ে যাওয়ায় রামভদ্রের পিতৃশোক এখন স্তিমিত হয়েছে।

জটায়ু—বিদ্যা, সংযম, আপন ধীরতা, আর সংসার রক্ষায় ন্যায্য অধিকারই তার মনের দুঃখ দূর করছে ॥ ৭ ॥

সম্পাতি—রাম যখন চিত্রকুট পর্বত থেকে শরভঙ্গের আশ্রমে যায়—সে খবর আমাকে জানিয়েছে বিরাধ রাক্ষসের মাংস ভক্ষণে তৃপ্ত গৃধ্রেরা ॥ ৮ ॥

তারপর (রামের আগমনে) শরভঙ্গ[১] নিজের শরীর অগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং রাম সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি মুনিদের সঙ্গে মিলিত হল ॥ ৯ ॥

জটায়ু—ঠিক বলেছেন। এখন অগস্ত্যের উপদেশে রাম পঞ্চবটীতে বাস করছে।

সম্পাতি—[বহুক্ষণ চিন্তা করে] আচ্ছা, জনস্থানে (=দণ্ডকারণ্যে) গোদাবরীর নদীর তীরে পঞ্চবটী নামে একটা জায়গা আছে, না ? দেখো-ভাই জটায়ু! বিষয়ের ব্যাপকতা আর কালের ব্যবধান আমার স্মৃতিকে ব্যাহত করছে।

সৃষ্টির আদিতে বামনরূপী বিষ্ণুর সুন্দর চরণ গঙ্গারূপ ধ্বজায় চিহ্নিত হয়ে যখন ঊর্ধ্বে (আকাশে) উঠল[২] আর যতদিন সপ্তম সমুদ্রের প্রান্তসীমায় বিস্তৃত ছিল প্রকাশশক্তির সীমানির্ধারক লোকালোক[৩] পর্বত, ততক্ষণই আমার (পৃথিবী সম্পর্কে) পরিচিতি ছিল। (অর্থাৎ যখন আমার পাখা পুড়ে যায় নি তখন জগতের ঊর্ধ্বে এবং নীচে ঘুরে বেড়াবার ফলে কিছুই অজ্ঞাত ছিল না) ॥ ১০ ॥

জটায়ু—সেখানে এক সময় রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সঙ্গে রতিকামনায় শূর্পণখা উপস্থিত হয়।

সম্পাতি—তার এই নির্লজ্জতায় আমি বিস্মিত। বহু যুগ ধরে বেঁচে আছে, এখন যার বয়স ত্রেতার ত্রয়োদশ, সে কি না এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর রতি-কামনা করেও লজ্জিত নয়? ॥ ১১ ॥

জটায়ু—আর তার কান, নাক এবং ঠোঁট কেটে লক্ষ্মণ রাবণের তিরস্কাররূপ প্রশংসা-পত্রে যেন নাম লিখে দিল ॥ ১২ ॥

সম্পাতি—তাহলে সেজন্যে শত্রুরা কি কোনো আক্রমণ করেছিল?

জটায়ু—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যুদ্ধে রামভদ্র একাই হত্যা করল চোদ্দ হাজার চোদ্দ জন রাক্ষসকে, খর, দূষণ ও ত্রিশিরা—এই তিনজনও নিহত হল ॥ ১৩ ॥

সম্পাতি—আশ্চর্য—আশ্চর্য! অথবা রামচন্দ্রের কাছে এটা কিছুই আশ্চর্যের নয়। কিন্তু বিরাট শত্রুতার দ্বার খুলে গেল—এই ভেবে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাই বলছি—ভাই জটায়ু! এই সময়ে মুহূর্তের জন্যেও তুমি সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণকে ছেড়ে থেকো না।

সহোদরা ভগ্নীর এই অপমান কেমন করে সহ্য করবে দশানন? কেমন করে উপেক্ষা করবে সে (রামের হাতে) বারংবার তার স্বজননিধন? ও যে মদান্ধ, মায়াবী, শক্তিমান, অমিতবীর্য এবং অতি কাছের শত্রু—তাইতো আমার বড়ো কষ্ট হয়। দেখো, বাছাদের ঠিকভাবে রক্ষা কোরো ॥ ১৪ ॥

যাই, আমিও সমুদ্রে আহ্নিক সেরে তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করি। [প্রস্থান]

জটায়ু—[গমনের অভিনয় করে] প্রলয়কালের ঝড়ের মতো প্রচণ্ড বেগে নিজের শরীরের বিস্তারকে ছোটো করে, আকাশকে যেন গ্রাস করতে করতে অতিদ্রুত মলয়পর্বত থেকে নিজের আবাস-পর্বতের তরুরাজির উপরে এই তো আমি এসে গেছি ॥ ১৫ ॥

সদা বর্ষণমুখর মেঘমালায় স্নিগ্ধ নীলিমাময় এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। যার গুহাগুলি নিবিড় বৃক্ষরাজিতে নিরন্তর মনোরম এবং শ্যামল প্রান্ত-ভূমির অরণ্যরাজিতে আবৃত গোদাবরীর (কলকল শব্দে) মুখরিত। এই তো পঞ্চবটী। [দেখে]

আরে—

চিত্রমৃগ (=নানাবর্ণের হরিণ) রামকে আকর্ষণ করে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। লক্ষ্মণও সেই দিকেই চলেছে। তারপর এক সন্ন্যাসী পর্ণকুটীরে প্রবেশ করল। হায় ধিক্, এ যে স্পষ্ট দশাননের রূপ ॥ ১৬ ॥

হায়-হায়, কী বিপদ্—কী বিপদ্!

এক হাজারেরও বেশী পিশাচমুখো গাধা রথ টানছে, তাতে নবোঢ়া বধূ সীতাকে চাপিয়ে এই দুরাচার দশানন কোথায় যেন চলেছে ॥ ১৭ ॥

পৌলস্ত্য (=রাবণ), ওহে পৌলস্ত্য!

পুলস্ত্য প্রভৃতি যাঁরা সমস্ত বিদ্যায় বিশারদ, প্রলয়কালে যাঁরা বন্দনীয় বেদের রক্ষক, তুমি তাঁদেরই বংশধর। বেদবিহিত নিয়মে তুমি ব্রতশেষে পূত স্নান করে থাক। বিতাল-(অধোলোকের এক বিশেষ নাম) বাসী কালকেয় প্রভৃতির বিজেতা, তপস্যায় প্রদীপ্ত তুমি একজন রাজা। এরকম হয়েও দুশ্চরিত্র প্রকাশের কারণ এই নিন্দনীয় দুর্মতি তোমার কী করে হল? ॥ ১৮ ॥

এ কী! অবজ্ঞায় আমার কথাই শুনছে না যে। আঃ, ওরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম! থাম্ থাম্। ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ছি তোর মাথা। মাথার খুলির ভেতর থেকে বার করে আনছি চামড়া, চর্বি, ক্লোম, প্লীহা, যকৃৎ, গলিত উষ্ণ রক্ত, স্নায়ু আর অস্ত্রগুলো। অতি ধারালো করাতের মতো অতি ভীষণ নখ দিয়ে কড়্কড়্ শব্দে কাটছি তোর হাড়গুলো। (তারপর) কাটা ঘাড় আর ছেঁড়া মাথা—এরকম তোর শরীর দিয়ে এই শ্যেনীসুত জটায়ু তৃপ্ত হবে ॥ ১৯ ॥

[প্রস্থান]

॥ শুদ্ধ বিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

[প্রবেশ করে]

লক্ষ্মণ—হায় আর্য, কোথায় আপনি? মারীচহন্তা আর্য আজ দুর্দশার দারুণ ফল ভোগ করছেন। ইনি এখন মূর্তিমান ক্রোধের মতো, চলমান শোকাগ্নির মতো; মর্মভেদী জ্বালায় ব্যাকুল শরীরটিকে অতি কষ্টে ধারণ করছেন ॥ ২০ ॥

কেননা—

সমুদ্রের মধ্যে থাকে যেমন জ্বলন্ত বড়বানল, বাইরে থাকে তার ধূমরাশি; অথবা বিদ্যুৎ যেমন মেঘের গর্ভে লুকিয়ে থাকা বজ্রের সূচনা করে থাকে, সেই রকম পায়রার খোলসের মতো ভ্রূকুটীর কুটিল রেখা সূচনা করছে—কষ্টে সংবরণীয় এবং প্রসারিত তাঁর সেই প্রচণ্ড ক্রোধানলকে আন্তরিক ধৈর্যে তিনি স্তব্ধ করে ধারণ করছেন ॥ ২১ ॥

[রামের প্রবেশ]

রাম—সীতাহরণের অপমান বজ্রকীলকের মতো বিদ্ধ করছে আমার হৃদয়। আমার মন লজ্জায় সংকুচিত হয়ে ডুবে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গাঢ় অন্ধকারে। পূজনীয় জটায়ুর মৃত্যুশোক আমাকে দগ্ধ করছে যে শোকের কোনো প্রতিকার নেই। আর বেচারী সীতার প্রতি করুণা যেন আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করছে ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণ—আর্য—আর্য! আপনাদের মতো অলৌকিককর্মা পুরুষেরা বিপদে কখনও মুষড়ে পড়েন না।

রাম—বৎস, রামের কাজ সত্যিই লোকোত্তর—যাঁরা সমস্ত ভুবনকে শাসন করে শঙ্কাহীন করেছিলেন, সূর্যবংশের কেতনস্বরূপ সেই-সব পূর্বের মহাতেজা নৃপতিদের আমি অপমানিত করলাম। যুগান্তে যিনি অবিনশ্বর, সেই সাধু জটায়ুকে স্বর্গে পাঠালাম। পত্নীকে বনে হরণ করালাম। সত্যিই আমি যা

করেছি, লোকে তা করতে পারে নি ॥ ২৩ ॥

হায় তাত, হায় কশ্যপ পক্ষিরাজ ! আপনার মতো মহান সাধু আর হবে ?

লক্ষ্মণ—তাত জটায়ুর সেই অন্তিম অবস্থা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে—

"আয়ুষ্মন্, যে সীতাকে ওষধির মতো মহারণ্যে অন্বেষণ করছ, সেই সীতা এবং আমার প্রাণ—এই দুটোকেই হরণ করেছে রাবণ" ॥ ২৪ ॥

এই কথা বলে তাত বীরের গতি লাভ করলেন।

রাম—বৎস, ঐ কথা উঠলে আমার হৃদয়ের মর্মস্থল বিদীর্ণ হয়ে যায়।

লক্ষ্মণ—তারপর কী ?

রাম—এই বিরাট অপমানের উচিত কাজ হবে—এমন কী করা যায় ?

(সীতাহরণের) পূর্ব থেকেই রাক্ষসনিধনের জন্যে আমি মনস্থির করেছিলাম। কেননা অনেক কারণেই তাদের ধ্বংস করা উচিত। এক্ষেত্রে কিন্তু কেবলমাত্র সে কারণে তাদের হত্যা করলেও আমার শান্তি কোথায় ? তবে রাক্ষসবংশ বিনাশ করার চেয়ে আমার অন্য কিছু করার নেই ॥ ২৫ ॥

কেননা বৎস—

আমার ক্রোধ সমুদ্রের বড়বানলের মতো অতি তীব্র, চারদিকে ঘনীভূত এবং অচঞ্চল। ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে সে যেন (শরীরের ধাতুগুলো) খেতে খেতে বার বার ভীষণ জ্বলে উঠে শিখার সাহায্যে বাইরে আসছে। অন্য কিছু দাহ্য বস্তু না পেয়ে সে আমাকে দগ্ধ করছে। অতএব আমাকে রক্ষা করো ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মণ—এই অরণ্যরাজিতে রয়েছে অতি ভীত নানারকমের হরিণের দল ; রয়েছে ভয়ঙ্কর সব গিরিগহ্বর—যেখানে বাস করে উন্মত্ত হিংস্র জন্তুরা। দক্ষিণদিকে প্রসারিত এই অরণ্য। সুতরাং এই সব পথেই (সীতার অভিজ্ঞান বা উদ্ধারের উপায়) চিন্তা করি।

রাম—বৎস, অরণ্যের ঐ প্রান্তসমূহ আগে তো কখনও দেখি নি।

লক্ষ্মণ—অরুণের পুত্র গৃধ্ররাজ তাত জটায়ুর যথাবিধি অগ্নিসংকার করে, পঞ্চবটীর আশ্রম থেকে আমরা বেরিয়ে আসি। তারপর থেকেই কিছুকাল কেটে গেছে। এরই মধ্যে এখন অরণ্যের সব প্রান্তভাগ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। আর এই অরণ্য যেহেতু ভীতিকর, সেজন্যে মনে হচ্ছে, এটা বনের পশ্চিমভাগ—দণ্ডকারণ্যের অংশ বিশেষ, নাম কুঞ্জরবান্। এখানে দনু[৪] নামে এক কবন্ধ বাস করে।

রাম—দুর্গম অরণ্যের ভেক-স্বরূপ সেই দুরাত্মাকে তো দেখতেই হয়।

[নেপথ্যে]

ওগো—এখানে কে আছেন—কে আছেন ? আমি এক নারী। দুরাত্মা রাক্ষস কবন্ধ আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রক্ষা করো—রক্ষা করো। আমার নাম শ্রমণা। আমি এক সিদ্ধা চণ্ডাল-তাপসী। মতঙ্গমুনির[৫] আশ্রমে আমার বাস। রামকে অন্বেষণ করতে বেরিয়েছি ॥ ২৭ ॥

রাম - যাও,—যাও ভাই লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ—এই আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

রাম—হায় প্রিয়ে, কোথায় তুমি। মধুর কথা বলো। অথবা আমার মতো কলঙ্কিত

ব্যক্তির কাছে বাক্য সুখও দুর্লভ। রাবণ (আজ) নিন্দার অযোগ্য, আর আমি কলঙ্কের ভাগী। কেননা শত্রুতা (এখন) দৃঢ়। তাই সে (=রাবণ) আমার উপর যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছে ॥ ২৮ ॥

[লক্ষ্মণ এবং শ্রমণার প্রবেশ]

লক্ষ্মণ—আর্য! আপনি (কিম্ভূতকিমাকার) রাক্ষসেদের সম্পর্কে কৌতূহলী। সেই দারুণ দাঁতের করাত দিয়ে কাটা প্রাণীদের (দেহ) থেকে ঝরে পড়া রক্তে সিক্ত দাড়ি নিয়ে বিকট-আকার এবং দীর্ঘবাহু কবন্ধের সেই শ্মশ্রুময় মুখ এবং দেহ তো আপনি দেখতে পেলেন না ॥ ২৯ ॥

আর্যা শ্রমণা! ইনিই আর্য।

শ্রমণা—জয় হোক্, প্রভুর জয় হোক্।

রাম—আচ্ছা, আমাদের অন্বেষণ করার প্রয়োজন কী?

শ্রমণা—রাবণের ভাই বিভীষণের কথা শুনেছেন?

রাম—তাঁর কথা কে শোনেন নি?

শ্রমণা—যখনই তিনি শুনলেন যে, সৌভাগ্যবশে খর, দূষণ[৬] এবং ত্রিশিরা,[৭] নিহত হয়েছে তখনই কোনো-এক কারণে তিনি স্বজনদের ত্যাগ করেন। সুগ্রীবের বন্ধুত্ব লাভের জন্যে তিনি (এখন) ঋষ্যমূক পর্বতে রয়েছেন। আর এই তাঁর আত্মসম্পর্ণের পত্র। [পত্র প্রদান]

লক্ষ্মণ—[গ্রহণপূর্বক পাঠ] "স্বস্তি। রামদেবকে প্রণাম পূর্বক বিভীষণ নিবেদন করছে—আমার মতো যাদের দৈব প্রতিকূল, তাদের দুটি পরম গতি আছে—(এক) উত্তমরূপে ধর্মাচরণ করা, অথবা (দ্বিতীয়) ধর্মের রক্ষক আপনি ॥ ৩০ ॥

রাম—প্রিয়বন্ধু লঙ্কেশ্বর মহারাজ বিভীষণ একথা বলেছেন। বলো ভাই, কী উত্তর দেব?

লক্ষ্মণ—প্রিয় বন্ধু লঙ্কেশ্বর, যখন এ কথা উচ্চারণ করেছেন তখন আর্যের উত্তরদানে আর বাকি আছে কী?

রাম—সৌমিত্রি যা বলেছে।

শ্রমণা—আমি অনুগৃহীত হলাম।

লক্ষ্মণ—আর্যা শ্রমণা, বিভীষণের কাছে আর্যা সীতার কোনো সংবাদ আছে কি?

শ্রমণা—বর্তমানে তো নেই। তবে দুরাত্মা রাবণ যখন তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অনসূয়া নামাঙ্কিত তার উত্তরীয়টি নীচে পড়ে যায়; আর সেটি তাঁরা পেয়েছেন।

রাম—হায় প্রিয়ে, হায় মহারণ্যবাসের প্রিয়সখী, হায় বিদেহরাজপুত্রী! [মূর্ছার অভিনয়]

লক্ষ্মণ—আর্যা (শ্রমণা), কে, কী কারণেই বা তা গ্রহণ করলেন?

শ্রমণা—ঋষ্যমূক পর্বতে রামের গুণপক্ষপাতী সুগ্রীব, বিভীষণ এবং হনুমান প্রভৃতি তা গ্রহণ করেছেন।

রাম—বৎস, বিনা প্রয়োজনে উপকারী, সংসারে যাঁদের মহিমা প্রশংসনীয় সেই মহাত্মাদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করা উচিত। অতএব বৎস, চলো, সীতার সেই পরিচিত স্মারকচিহ্ন দেখার জন্যে আমরা ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে যাই।

শ্রমণা—তাহলে এদিকে—এদিকে চলুন দেব !

[সকলের পরিক্রমণ]

লক্ষ্মণ—হ্যাঁ হনুমান্। এই হনুমান্ শব্দটি বীরত্বের এক বিপুল প্রশস্তি। জন্ম-মাত্রই এই পূজনীয়ের আশ্চর্য সব কর্মের কথা শোনা যায়। তাঁর কর্মে দেবতা এবং অসুরেরাও সর্বদা বিস্মিত। ইন্দ্রের যে বল, অথবা বায়ুর যে উৎকৃষ্ট বীর্য, ইন্দ্রের সেই বল রয়েছে মহাবাহু বালীতে, আর বায়ুর সেই বীর্য বিরাজ করছে বীর হনুমানে ॥ ৩১ ॥

শ্রমণা—শ্রেষ্ঠ বানরদের যে সৈন্যদল, তার প্রবর বা প্রাচীন সেনাপতি হিমগিরিনিবাসী পূজনীয় কেসরী। অঞ্জনার গর্ভে তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্রের নাম হনুমান্। তাঁর জন্মকারণ বীর্য ধারণ করেছিলেন ভগবান পবন। (কিন্তু) একা হনুমান্ তাঁর (=বালীর) কী করবে ?

যে বানরেরা নারিকেলের রসের মতো এক চুমুকে সাগরের জল নিঃশেষে পান করতে পারে, ডুমুরতোলার মতো পর্বত উৎপাটনে যাদের অহঙ্কার শোভা পায়, আবাসভূমির বৃক্ষের মতো ব্রহ্মাণ্ডকে যারা বেগে ধ্বংস করতে পারে, সেই-রকম অসংখ্য কোটি বানর ইন্দ্রপুত্র বালীকে প্রণাম জানায় ॥ ৩২ ॥

রাম—হায়, দক্ষিণদিকে বিরাট অস্থির স্তূপ। আর্যে ! এটি কী ?

শ্রমণা—যোজনপরিমিত-বাহু কবন্ধের এটি চিতা। আর এটি সাজিয়েছেন লক্ষ্মণ।

রাম—ঠিকই করেছে।

লক্ষ্মণ—আর্য ! দেখুন—দেখুন—

(কবন্ধ) ভালভাবে আগুনে স্থাপিত। তার বিস্ময়কর নিবিড় রুধিরধারা আগুনে পাক হচ্ছে। চামড়া এবং মাংস খসে পড়ায় নলাকার দীর্ঘহাড়গুলো টং টং করে উৎকট শব্দ করছে। তারপর মেদগুলো আগুনে গলে গিয়ে বুদ্‌বুদ্—শব্দে বেরিয়ে আসছে। আশ্চর্য—আশ্চর্য, এক দিব্যপুরুষ এই শ্মশানের আগুন থেকে উঠে আসছে ॥ ৩৩ ॥

[প্রবেশ]

দিব্যপুরুষ—দেবের জয় হোক্।

আমি (অপ্সরা) শ্রীর পুত্র, নাম দনু। অভিশাপে রাক্ষস হয়েছিলাম। তারপর ইন্দ্রের অস্ত্রের আঘাতে কবন্ধের ভাব লাভ করি, আর এখন আপনার কৃপায় আমি পবিত্র। ৩৪।

রাম—আমাদের বড়ো আনন্দ—বড়ো আনন্দ।

দনু—আপনাদের আক্রমণ করার জন্যে মাল্যবান আমায় নিযুক্ত করেছিলেন, এই অরণ্যকে আমি দূষিত করেছি। আমার পাপস্মরণের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন আপনাদের প্রভাবে আমার স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত। অপ্রত্যক্ষের মতোই কিছু কিছু বস্তু আমার কাছে প্রতিভাত। আপনারা আমার মহান উপকার করেছেন। তাই আপনাদের (বিপদ থেকে) প্রতিকারের জন্যে বলছি—

মাল্যবানের অনুরোধে বালী আপনাদের হত্যায় নিযুক্ত। সেই বালীও রাবণের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করে বিশেষভাবে অপেক্ষা করে আছেন ॥ ৩৫ ॥

রাম—চরিত্রের এই তো পথ।

তাঁর মতো মহাবীর বন্ধুর কাজে উদাসীন থাকতে পারেন না। সেই মহাবীর সম্পর্কে আমারও যেন মানসিক উৎকণ্ঠা রয়েছে ॥ ৩৬ ॥

অন্যেরা—দেব রাম ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কে এই কথা বলতে পারেন ?

রাম—ভদ্র ! আপনি অনেক সৌজন্য দেখিয়েছেন। মহাভাগ ! আপনি এখন আপন লোকে বিহার করুন। [দনুর প্রস্থান]

লক্ষ্মণ—আর্যে। বালী এবং রাবণের মধ্যে বন্ধুত্বের কারণ কী ?

শ্রমণা—কৈলাসপর্বতকে উত্তোলন করে ত্রিভুবন জয় করলেন রাবণ। তিনি গর্বে দীপ্ত হয়ে (বালীর সঙ্গে) বাহুযুদ্ধে উদ্যোগী হলেন। ইন্দ্রতনয় বালী তাঁকে বাহুমূলের গর্তে (= বগলে) পুরে সাত সমুদ্রে সান্ধ্য উপাসনার কাজ সাঙ্গ করলেন। তারপর বাহুমূল থেকে তাঁকে ফেলে দিলেন ; নীচে পড়ে গেলেন দশানন। নত হয়ে তাঁর কাছে মিত্রতা প্রার্থনা করলেন। আর বালী তাঁকে তাই দান করলেন[৮] ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্মণ—দুরাত্মা ! পুলস্ত্যবংশের কলঙ্ক ! এই তোর ক্ষত্রিয়বিনাশন পরাক্রমের উৎকর্ষ ?

রাম—এই বীরের জগৎ আশ্চর্য, যেখানে এভাবেই একজন অপরের চেয়েও অধিক বীর হয়। (অর্থাৎ রাবণও বীর, আবার বালী তাঁর চেয়েও অধিক বীর। এভাবে বীরত্ব উত্তরোত্তর বেড়ে চলে)।

লক্ষ্মণ—আর্যে ! সামনে এই যে সাদা পাহাড়টি, এর নাম কী ?

শ্রমণা—এ পর্বত নয়। এটা বীর বালীর যশোরাশিই যেন মহিষাকৃতি দৈত্যরাজ দুন্দুভির কঙ্কালরাশি রূপে বিরাজ করছে ॥ ৩৮ ॥

লক্ষ্মণ—এর ফলে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব এ পথ ছেড়ে অন্যপথে যেতে হবে।

রাম—তাহলে এসো। [পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঠেলতে লাগল]

শ্রমণা—কী আশ্চর্য—কী আশ্চর্য !

ইন্দ্রপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বালী দুন্দুভিদানবের পর্বতপ্রমাণ অস্থিগুলোকে স্তম্ভের মতো দুহাতের চেষ্টায় পিষ্ট করে নিক্ষেপ করেছিলেন। (শরতের) পাণ্ডুর বর্ণের মেঘের মতো অকালে আকাশে পরিব্যাপ্ত সেই সব কঙ্কালরাশিকেই এই রামচন্দ্র পায়ের অঙ্গুষ্ঠমাত্রের সঞ্চালনে এই স্থান থেকে দূরে বিন্ধ্যপর্বতের বাইরে নিক্ষেপ করছেন ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মণ—চারিদিকে দেখা যায়—প্রশান্ত, গভীর, নীল এবং বিপুল সৌন্দর্যময় অরণ্যবতী পর্বতভূমি।

শ্রমণা—এইগুলি—ঋষ্যমূকপর্বতে পম্পাসরোবরের প্রান্তভূমি। আর সামনে রয়েছে মতঙ্গমুনির আশ্রম যা দীর্ঘদিন ধরে জনশূন্য। তবু আজও সেখানে জ্বলছেন ভগবান্ অগ্নিদেব, যাঁর পাশে রয়েছে সোমরসপানের চামচ প্রভৃতি নানারকমের পাত্র, বিছানো রয়েছে কুশ, রয়েছে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ এবং হবির গন্ধ।

রাম—তপস্যাবিশেষের প্রয়োজন চিন্তার অতীত।

শ্রমণা—দেব, দেখুন—

এই অরণ্যপ্রান্তে নির্ঝরিণীগুলো বয়ে চলেছে। কোলাহলমুখর বিহগদের

বাসা-বাঁধা বেতসতরু। তা থেকে খসে পড়া বেতসফুলের গন্ধমাখানো সুশীতল নির্মল ঝর্ণার জল। পরিণতফল শ্যাম জম্বু-বন থেকে ফলগুলি ঝরে পড়ছে (ঝর্ণার জলে)। তা থেকে শব্দ উঠে মুখরিত (অথবা জম্বুবনে ঝর্ণার জল আছড়ে পড়ার শব্দে মুখরিত) স্রোতবহুল সেই ঝর্ণাগুলি ॥ ৪০ ॥

তাছাড়া,—

এখানে গহ্বরে থাকে তরুণ ভল্লুকেরা। তাদের থু-থু ফেলার শব্দ (গহ্বরে) প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রচণ্ডরকম বেড়ে চলেছে। হস্তীরা সল্লকীবৃক্ষের পর্বগুলো (=গাঁটসমূহ) দলে পিষে ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা পর্বগুলো থেকে ঝরে পড়ছে শীতল কটু এবং কষায় রস। অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই রসপূর্ণ গন্ধ ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মণ—পূবের বাতাসে ফুটে ওঠা কদম্বফুলে চারিদিকে শোভিত বনরাজি। আর্য! আপনার নয়ন বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। বনরাজির দিকে তাকিয়ে ধীরভাবে ধনুর উপর আপন শরীরটিকে রেখে কেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন?

রাম—বৎস, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?

সদ্য ফুটে-ওঠার লক্ষণ দেখা দিয়েছে কদম্বকুসুমগুলির। (মেঘদর্শনে) তাণ্ডব নৃত্য করছে অতিকলকণ্ঠ নীলকণ্ঠের দল। আবার (দেখ) গিরিশিখরে আশ্রয় করে আছে প্রস্ফুটিত প্রৌঢ় তমালপুষ্পের মতো নীল নব মেঘ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মণ—[স্বগত] মনে হচ্ছে, আর্য এখন অন্য ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছেন।

[নেপথ্যে]

মাতামহ! মাতামহ! আপনি ফিরে আসুন। অনুচিত হলেও আপনার আদেশে সাধু রামকে আমি বধ করব। ওহে, আপনি আমার পূজনীয়, কেননা, মিত্রের যিনি গুরু তিনিই আমার গুরু ॥ ৪৩ ॥

লক্ষ্মণ—আর্যে, কে ইনি?

শ্রমণা—দেব, দেখুন—দেখুন—

ইন্দ্রপুত্র বালী পিঙ্গল অঙ্গে ইন্দ্রের দেওয়া সুন্দর স্বর্ণকমলের মালা ধারণ করায়, মনে হচ্ছে সে যেন সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত বিদ্যুৎপূর্ণ একখণ্ড বিশাল মেঘ। অগ্ন্যুৎপাতে আবৃত হলে পর্বতের অঙ্গ যেমন গৈরিকবর্ণ হয়, সেই রকম পর্বতের সৌন্দর্য ধারণ করে বালী উপরে লাফ দেবার বেগে (নীল) আকাশের মাঝখানে সিঁথিতে সিঁদুরের রেখার মতো নিজেকে প্রকাশ করছে (অথবা উপরে উঠে যাওয়া গৈরিক ধাতুময় পর্বত যেমন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র আকার লাভ করে, সেই পর্বতের সৌন্দর্য ধারণ করে বালী—) ॥ ৪৪ ॥

লক্ষ্মণ—আর্য, আর্য! ভাগ্যবশে বীরসমাজের উপহাসকারী সেই প্রিয়বন্ধু বালী উপস্থিত।

রাম—[স্বগত] তিনি সত্যিই মহাবীর।

[বালীর প্রবেশ]

বালী—আমি ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষকে কাঁপিয়ে তুলতে পারি; আর এর ফলে খসে পড়বে লোকালোক পর্বতরূপ আলবাল, উছলে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে সপ্তম সমুদ্রের জলপ্রবাহ, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের) পর্বস্বরূপ ত্রিভুবন,

উপড়ে পড়বে পাতালরূপ সমস্ত মূল, ছিটকে পড়বে সূর্যচন্দ্র স্বরূপ পুষ্পগুচ্ছ, আর ঝরে যাবে অনন্ত নক্ষত্র কুসুম। তবু এ কাজে আমার ভীষণ দুঃখ ॥ ৪৫ ॥
এভাবে অনুরোধের বশে অন্যায় কাজ করে পুরুষেরা অনন্ত নরকে পতিত হয়। এই মাল্যবান্ রাবণের বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলে আমি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের নিধনে নিযুক্ত হয়েছি। আশ্চর্য এই অনুরোধ! সেই সকাল থেকে আমাকে অনুনয়বিনয় করে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে (রামবধের জন্যে) পাঠিয়ে, তবে তিনি চলে যান। ওহে, সত্যিই বড় কষ্ট!
মায়াবী শত্রুরা ছলনায় (তার স্ত্রীকে) হরণ করল। আপন সরলতায় পবিত্র ধর্মাত্মা, জগৎপূজ্য (সেই রাম) অতিথিরূপে (আমার), নিজের ঘরে এলেও এই পাপী আমি প্রকাশ্যে তাঁর যোগ্য আতিথ্যসৎকার করলাম না, (দুটো) ভালো কথাও বললাম না; উপরন্তু শত্রুর মতো কেন তাকে বধ করতে উদ্যোগী হলাম? সুতরাং ধিক্ আমাকে ॥ ৪৬ ॥
গুপ্তচরেরা এখন এই কথাই বলছে—"সুগ্রীবকেও না জানিয়ে বিভীষণ রামের কাছে শ্রমণাকে পাঠিয়েছে। সেই বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদ দেবার অঙ্গীকার করে দাশরথি এই মতঙ্গাশ্রমের কাছে রয়েছেন।" যা হোক্, অবতরণ করা যাক্ [অবতরণের অভিনয় করতে লাগল]। কে, ওহে এখানে কে আছ? পরশুরামের বিজেতা, সত্যধর্মনিষ্ঠ, গুণনিধি, অভিরাম রামকে দেখার জন্যে আমি এসেছি। তাঁকে দেখলে দৃষ্টি সফল হয় এবং মনোমত অহঙ্কার কণ্ডূতির অবসান হয়। ৪৭ ॥

রাম—বৎস সৌমিত্র! মহাত্মা বালীকে জানাও যে আমি এখানে আছি।

লক্ষ্মণ—[এগিয়ে গিয়ে] আর্য রাম এই এখানে রয়েছেন। অতএব, হে মহাভাগ, আপনি এগিয়ে আসুন।

বালী—আচ্ছা, তাহলে তুমি কি সেই লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ—আজ্ঞে, হ্যাঁ। [দুজনে এগিয়ে চলল।]

বালী—[স্বগত]
সুন্দর যাঁর চরিত, যে একমাত্র ধর্মবীর এবং প্রশংসনীয় পুরুষ এই সেই অতুলনীয় রাম, যে নিজেরই পূর্বের কাজগুলিকে পরবর্তীকালে আশ্চর্য চরিত্রের মাধ্যমে অতিক্রম করেছে। (অথবা যে অত্যন্ত লোকোত্তর চরিতের মাধ্যমে আপন পূর্বপুরুষদের চরিতগুলি অতিক্রম করেছে) ॥ ৪৮ ॥
[প্রকাশ্যে] হে রাম!
আনন্দ এবং বিস্ময় (অর্থাৎ লোকোত্তর চরিত আপনার রূপদর্শনে আনন্দ এবং আশ্চর্য) অথবা দুখের (অর্থাৎ হত্যা করতে হবে ভেবে) সঙ্গে আজ দেখছি; কিন্তু তোমার দর্শনে আমার নয়নেরই আবার তৃপ্তি কোথায়? তোমার সঙ্গসুখের পাত্র তো আমি নই; সুতরাং বৃথা কথা বলে লাভ কী? ভার্গবকে পরাভূত করে বিখ্যাত তোমার এই হাতে ধনুর্ধারণ ধরো ॥ ৪৯ ॥

রাম—সৌভাগ্যবশে আজ আপনার দর্শন ঘটল—এটা যথার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু আপনি অস্ত্রহীন, তাহলে রামের পক্ষে অস্ত্র ধরা কী করে সম্ভব? ॥ ৫০ ॥

বালী—[হেসে] ওহে মহাক্ষত্রিয় ! তুমি কি আমাকে দয়ার পাত্র ভেবে এভাবে দয়া করছ ?

আপন কর্মে আমি ত্রিলোকে বিশ্রুত, কথায় কি (নিজের গৌরব) বলা যায় ? যুদ্ধের জন্যে সজ্জিত হও। তুমি সত্যপ্রিয় এবং নিষ্ঠাবান। শস্ত্র প্রায়শই আমাদের বিজয়কে দূরে রাখতে পারে না। আর শস্ত্রে যদি তোমার আগ্রহ থাকে, পাহাড়গুলো তো (এখনও) অক্লেশে বেঁচে আছে, তাদের সাহায্যে (ই) বানরেরা অস্ত্রধারী হয়ে থাকে ॥ ৫১ ॥

অতএব এদিকে এসো, রণস্থলে যাওয়া যাক্ ।

লক্ষ্মণ—আর্য, এই মহানুভব ঠিক কথাই বলেছেন। স্বজাতির নিয়মের মধ্যেই রয়েছে যুদ্ধধর্ম।

বালী এবং রাম—[একে অপরকে উদ্দেশ্য করে]

সত্যি তোমার (আপনার) সঙ্গে যুদ্ধ করার মহান আনন্দ প্রশংসনীয়। কিন্তু তুমি (আপনি) এখন বীরলোকে চলে গেলে বসুন্ধরা যে বীরহীনা হয়ে পড়বে ॥ ৫২ ॥

[পরিক্রমণপূর্বক উভয়ের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ—এ কী ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রপুত্র বালী কুপিত হলেন নাকি ? কেননা—

আকাশের কোলে আবৃত আপন শরীরটিকে বিপরীত ভাবে প্রসারিত করে বীর্যগর্বে তিনি ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। এ সময় তিনি গর্জনকারী মেঘের মতো দারুণ নিনাদ করছেন, অনবরত অন্তরে প্রচণ্ড গম্ভীর হুংকার ছাড়ছেন, বিম্বফলের মতো লাল মুখটা হাঁ করে গ্রাস করছেন যেন সমস্ত দিঙ্মণ্ডল, আর ক্রোধে উচ্চে তুলে ধরেছেন বিদ্যুতের মতো পিঙ্গলবর্ণের লাঙ্গুলকেতনটিকে ॥ ৫৩ ॥

[নেপথ্যে]

বিভীষণ, বিভীষণ !

ঠিক যেন সেই আর্য বালীর কণ্ঠস্বর, যা নূতন মেঘগর্জনের মতো উৎকট। সেইরকম উৎকট এই ভয়ানক ধনুষ্টঙ্কার কোথা থেকে আসছে ? মহাদেব কি তাঁর পিনাকধনু আকর্ষণ করছেন ? ॥ ৫৪ ॥

লক্ষ্মণ—আর্যা, ইনি কে ?

শ্রমণা—বিভীষণের সঙ্গে ইনি সেই সুগ্রীব ; চিন্তা আর ক্রোধের সঙ্গে যুদ্ধস্থলের দিকে আসছেন। আর বেগে ছুটে আসছে গিরিগহ্বর থেকে সমস্ত বানর-সেনাপতিরা।

লক্ষ্মণ—তাহলে তো এখন আমাকে ধনুতে জ্যা পরাতে হয়।

শ্রমণা—বালীর শরীর, দুন্দুভির কঙ্কাল পাহাড়, সাতটি তালগাছ, পর্বত এবং পৃথিবী বিদীর্ণ করে রামের এই বাণ রামের তূণীরেই আবার ফিরে এসেছে।

[নেপথ্যে]

(রামের হাতে) আমার মরণ হওয়ায় শপথ করে বলছি—বিভীষণ আর সুগ্রীবের মতি শান্ত হোক্। হে (আমার) বীর বানরেরা ! আমি যদি আপনাদের সেই প্রভু হয়ে থাকি, তাহলে আপনাদের শান্তি হোক্ (রামের প্রতি বিদ্বেষ করবেন না)। রামের কাছ থেকে আমি মহামূল্য বীরের মৃত্যু লাভ

করেছি। আজ আমার এই আশা যে, আপনাদের কাছে আমি যা ছিলাম, (আজ থেকে) সুগ্রীব তাই হবে, আর এই সুগ্রীব যা ছিল বৎস অঙ্গদ হবে তাই। (অর্থাৎ সুগ্রীব রাজা হবে, আর অঙ্গদ যুবরাজ হবে) ॥ ৫৫ ॥

লক্ষ্মণ—সৈনিকদের উদ্দেশে তাঁর (=বালীর) দেওয়া আদেশে যুদ্ধ থেমে গেল। বীরেরা তাঁদের আচরণ ত্যাগ করলেন ; (যুদ্ধত্যাগের) ফলে সব দলপতি নীরব, নীরব আর্য রামচন্দ্র। স্নেহাশ্রুবর্ষণ করে তাঁরা দেখতে লাগলেন বালীকে! তার মৃত্যুকালের শপথ ধরে রেখেছে শোকাকুল বিভীষণকে। তাঁর শরীরের সুস্থতা জিজ্ঞাসা করছেন তিনি। (রামশরের) কঠিন প্রহারে মর্মচ্ছেদী বেদনার আবেগ অতিকষ্টে তিনি (=বালী) দমন করছেন। আলিঙ্গনের ছলে সুগ্রীবের গলা ধরে পরিয়ে দিলেন আপন কণ্ঠের স্বর্ণকমলের মালার সূত্র। ইন্দ্রপুত্র বালী এই অবস্থাতেও বীরলক্ষ্মীর সৌন্দর্যে উজ্জ্বল।

[সুগ্রীব, বিভীষণ, বালী এবং রামের প্রবেশ]

রাম—যাঁদের বংশ, বীর্য, যশ এবং চরিত্র অসাধারণ, যাঁরা পুণ্য শ্রীমণ্ডিত এবং কুলপর্বতের মতো সুদৃঢ়, সকলের সংহর্তা ভয়ঙ্কর বিপাক সে রকম ব্যক্তিদেরও নিপাতিত করে নিহত করে। হায়, দৈব কী নিদারুণ! ॥ ৫৬ ॥

বালী—বৎস বিভীষণ! দেখো—দেখো, সহস্র শতদলে গাঁথা মালার পৈতা সুগ্রীবের বুকে কী সুন্দর শোভা পাচ্ছে!

সুগ্রীব এবং বিভীষণ—[অপবারিত ভঙ্গীতে] বিনা মেঘে সহসা বজ্রপাতের মতো ভয়ঙ্কর—এই রকম বিষম বিকার হল কেন বিধাতার ? আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ; তাই আর্য বালীকে (অর্থাৎ বালীর কথা) কেমন করে লঙ্ঘন করি ? (আর প্রতিশোধ না নিয়েই বা) আমরা নীরব থাকি কেমন করে ? ॥ ৫৭ ॥

বালী—ওহে রামভদ্র—রামভদ্র!

রাম—আর্য! (বলুন), এই তো আমি।

বালী—বন্ধুত্বের অযোগ্য ব্যক্তিতেও দৈববশে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম, এখন প্রাণের বিনিময়ে সেই বন্ধুত্বের ঋণ যেন শোধ করলাম। আপনি সজ্জনদের গুণরাশি-স্বরূপ। আপনার মনোমতো অন্য যে বন্ধুত্ব, প্রাণত্যাগ কালে যথাশক্তি তাই করে যাব ॥ ৫৮ ॥ [রাম বিনয়, লজ্জা এবং শোকে অভিভূত]

সুগ্রীব ও বিভীষণ—[জনান্তিকে] আর্যা শ্রমণা, অমৃতস্তুদের সমান রামচন্দ্র। তা থেকে বালীর বধ—এই রকম দৈববিপাক কেমন করে ঘটল ?

শ্রমণা—মাল্যবানই এই রকম— [উভয়ের কানে কানে বললেন]

বালী—বৎস সুগ্রীব! [অশ্রুজলে সুগ্রীব স্তব্ধ]

বালী—ওরে সুগ্রীব! আঃ, তুই কি বদলে গেলি ?

সুগ্রীব—[করুণভাবে] আর্য—আর্য! প্রসন্ন হোন, আজ্ঞা করুন।

বালী—ওরে বৎস! বল্ তো—আমি তোর কে ?

সুগ্রীব—তুমি আমার গুরু,—আমার প্রভু।

বালী—তুই আমার কে ?

সুগ্রীব—আমি আপনার শিষ্য এবং ভৃত্য।

বালী—বৎস! বলো—তোমার আর আমার পরস্পরের ধর্ম কী ?

সুগ্রীব—আপনি আমাকে বশে রাখবেন, আর আমি আপনার বশে থাকব।

বালী—[তার হাত ধরে] তাহলে (আজ থেকে) তোমাকে রামের কাছে দিলাম। রামভদ্র! একে গ্রহণ করো তুমি।

রাম এবং সুগ্রীব—পূজনীয় গুরুর বাক্যে কে না সম্মান জানায়?

বিভীষণ—আশ্চর্য! বক্তব্য যেখানে বিস্তর, সেখানে ধর্মে এবং যুক্তিতে বিশুদ্ধ স্বল্প বাক্যই শ্রেয়ঃ।

বালী—বৎস সুগ্রীব। ব্রহ্মার পুত্র আচার্য জাম্ববানের কাছ থেকে তুমি ধর্মের আসল তত্ত্বময় বাক্য শিক্ষা করেছ। বলো কেমন মৈত্রীধর্ম তুমি অধিকার করেছ।

সুগ্রীব—প্রাণের বিনিময়েও হিত ব্যবহার, দ্বেষ ত্যাগ করা, কপটতা থেকে দূরে থাকা এবং নিজের মতোই (বন্ধুর) অভীষ্ট সিদ্ধ করা—এই হচ্ছে 'মৈত্রী' নামক মহাব্রত ॥ ৫৯।

বালী—রামভদ্র! সূর্যবংশের পুরোহিত ভগবান বশিষ্ঠের কাছ থেকে (মৈত্রী সম্পর্কে) নিশ্চয় আপনারও এই শিক্ষা?

রাম—আর্য! তারপর কী?

বালী—অতএব এই মৈত্রীধর্ম স্মরণ রেখে আপনারা পরস্পর আচরণ করবেন। আমার অনুরোধে অগ্নিসাক্ষী করে এই সখ্য-বন্ধন স্থাপিত হোক। সময় বেশি নেই। এই তো সামনেই আছে মতঙ্গের যজ্ঞাগ্নি।

রমে এবং সুগ্রীব—[পরস্পরের হাত ধরে]

পবিত্র এই মতঙ্গের যজ্ঞাগ্নিতে আমাদের দু'জনের সখ্য সম্পন্ন হল। আমার হৃদয় হোক তোমার, আর তোমার হৃদয় হোক্ আমার ॥ ৬০ ॥

বালী—রামভদ্র! শ্রমণার সামনে রয়েছে এই বৎস বিভীষণ, যাকে আপনি লঙ্কার রাজপদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিভীষণ—[লজ্জা এবং ভয়ের সঙ্গে] আশ্চর্য এঁর চর দিয়ে দর্শন করার ক্ষমতা!

রাম—তারপব কী?

বিভীষণ—দেব, আপনি তাহলে প্রসন্ন। [প্রণাম করল]

সুগ্রীব—শ্রমণার বৃত্তান্ত আমার জানা ছিল না। এখন বুঝলাম তা সফল হয়েছে।

রাম—হে প্রিয় সুহৃৎ মহারাজ সুগ্রীব এবং বিভীষণ! এই লক্ষ্মণ এখন আপনাদেরই।

লক্ষ্মণ—আর্যদ্বয়, লক্ষ্মণের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

উভয়ে—এসো বৎস,—এসো। [আলিঙ্গন]

শ্রমণা—অতিগম্ভীর এবং সরস এই স্বীকার।

বালী—বৎস বিভীষণ, এখন আর স্বার্থপরায়ণতার জন্যে তোমার লজ্জা করার দরকার নেই। এ বিষয়ের এইরকমই পরিণাম হয়ে থাকে। আমার বৃত্তান্ত থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, রাবণ নিশ্চিত আর থাকছেন না। সব পুত্রে স্নেহ সমান থাকলেও (রাবণের) অন্নোপজীবী মাতামহ মাল্যবানের পক্ষে বিশেষ করে রাবণের হিতসাধন করাই ধর্ম। কিন্তু মাতামহ স্বয়ং সঠিক ন্যায় কথাই বলেছেন যে, অন্তে অধিক প্রিয় সংযোগ ঘটবে বিভীষণেরই। তাঁর মতো (=মাল্যবানের মতো) অগাধবুদ্ধিমান্ মহান ব্যক্তিরা অবিনয় ব্যবহারের (ফল) কী হয় তা জানেন। আমার প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অতএব অন্তিম

সময়ে আমাকে শ্মশানভূমি (অথবা গিরিনদী প্রপাত স্থানে) নিয়ে চলুন আপনারা।

নীলপ্রভৃতি বানরেরা—হায় বীর! হায় ইন্দ্রনন্দন! হায় মন্দরাচলের মতো অবিচল-বলযুক্ত! হায় জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মল্লবীর! হায় দর্পোদ্ধত দুন্দুভির দমনে সমর্থ বাহুদণ্ডযুক্ত! আপনি চলে যাচ্ছেন। হায়—হায়, আমরা হত হলাম ॥ ৬১ ॥

[ক্রন্দনরত বানরেরা তুলে ধরলে বালী পরিক্রমণ পূর্বক]

বালী—ওহে মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠগণ!

এজগতে সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতির যে প্রভুত্ব তা আপনাদের সৌজন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আপনাদের পরাক্রমের যতটুকু যোগ্যতা, তা এই দুজনের পক্ষে অবজ্ঞার যোগ্য নয় (অর্থাৎ যথাসাধ্য এই দুজনের আনুকূল্য করা উচিত)। এখন রাম রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত। সেইযুদ্ধে স্নেহের অশেষ প্রকাশ এই আমার কৃতাঞ্জলি। অথবা আপনাদের বীর্যবিষয়ে আমি কে? (অর্থাৎ আপনারা সামর্থ্যমতো আচরণ করবেন) তাই আমার উপদেশ থাক্ ॥ ৬২ ॥

আর কী?

জোড়া জোড়া দিগ্গজের কান আকর্ষণ করে আপনারা যুদ্ধ করবেন। লাঙ্গুলের আস্ফালনে সমুদ্র বিদীর্ণ করে বিবরের মধ্যে দিয়ে পাতালে লাফ দেবেন। বানরদের পৌরুষ, গরিমা, প্রীতি এবং শত্রুধ্বংসী বাহুর অনুরূপ যা কিছু, সে সব আপনারা ভুলবেন না ॥ ৬৩ ॥

[সকলের প্রস্থান]

॥ মহাকবি ভবভূতিরচিত মহাবীরচরিতে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × × ×

[বিষণ্ণ মাল্যবানের প্রবেশ]

মাল্যবান্—[চিন্তিত ভাবে] হায়, হায়, রাক্ষসরাজের দুর্বিনয়তরুর কোরক যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিদেহ রাজকন্যার প্রার্থনায় যে বৃক্ষের বীজ, রাম লক্ষ্মণকে শূর্পণখার ছলনা করতে যাওয়াই যার অঙ্কুর, মারীচের ছলনা প্রয়োগে যার কিশলয়, সীতাহরণ যে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা, সেই বৃক্ষের কেশরগুলিকে প্রকট করে তুলেছে—বানররাজ বালীর বধ, অনুজ বিভীষণের চলে যাওয়া এবং তার সঙ্গে রাম ও সুগ্রীবের বন্ধুত্ব ॥ ১ ॥

আশা করছি শীঘ্রই এই বৃক্ষ ফলোন্মুখ হবে। কেননা বৃদ্ধদের বুদ্ধি (অথবা পরিণত বুদ্ধি) ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। [নিঃশ্বাস ফেলে] হায়, বিধি বাম!

এই বিপদে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে প্রতিকারের যা যা ব্যবস্থা করলাম, তা সবই অলস

ব্যক্তির কাজের মতো আপনা থেকেই ভেঙে গেল ॥ ২ ॥

[অনুতাপের সঙ্গে] মন্ত্রিত্ব সত্যিই বড়ো কষ্টের।

মদোন্মত্ত (রাজারা) স্বেচ্ছায় নির্বিঘ্নে যা কিছু আগ্রহের সঙ্গে করে থাকেন, বিধি বাম হলে সে-সব ক্ষেত্রে (মন্ত্রীদের) প্রতিকার চিন্তা করা উচিত ॥ ৩ ॥

অহো, দুরাত্মা এই ক্ষত্রিয় বালকের অদ্ভুত চরিত্র! কেননা, সেই রকম বীর্যপ্রতাপান্বিত বানররাজ বালীকে শর দিয়ে বিঁধে করে সে কী না করল? [স্মরণ করার অভিনয় করে] কিষ্কিন্ধ্যা থেকে ফিরে আসা গুপ্তচর জানালো যে, সীতার অন্বেষণে শ্রেষ্ঠ বানরেরা দিকে দিকে পরিক্রমা করছে।

[নেপথ্যে]

দিঙ্‌মণ্ডল রক্তবর্ণ, তার ফলে অগ্নি সাতের বেশি শিখা ধারণ করছে। স্বর্ণময় গৃহগুলি দ্রুত অত্যন্ত উত্তপ্ত; তাতে বীরদের পলায়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। চিত্রকূট পর্বতসহ সমুদ্র পর্যন্ত সব দিক গ্রাস করেছে বিকট বহ্নি। অর্ধদগ্ধ পলায়নপর রাক্ষস-সৈন্যদের মধ্যে প্রলয়কালের ভয় বদ্ধমূল করে সেই অগ্নি লঙ্কাকে লেহন করছে ॥ ৪ ॥

[পর্দা সরিয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে প্রবেশ করে]

ত্রিজটা—বাঁচাও—বাঁচাও—ছোটো দাদু (=মাতামহ) বাঁচাও।

মাল্যবান্—বৎসে, কাতর হবার কী আছে? এমন কী ঘোর বিপত্তি?

ত্রিজটা—[উঠে] ছোটো দাদু! মন্দভাগিনী আমি, কী আর বলব? ঐ কোন্ এক দুষ্টু বাঁদর সমস্ত নগরকে মুহূর্তে পুড়িয়ে, পাথর এবং গাছ ছুঁড়ে অনেক রাক্ষসকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কুমার অক্ষ তাকে হত্যা করার জন্যে তাড়া করলে, সেই বাঁদরই কুমারকে বধ করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে।

মাল্যবান্—[দুঃখের সঙ্গে] কী! নগর পুড়ে গেছে? কুমার অক্ষ নিহত? কে এই বানর? [স্মরণ করে] গুপ্তচর বলেছে—হনুমান্ দক্ষিণ দিকে। হায়—হায়; লঙ্কা নগরীকে তুলোর মতো জ্বালিয়ে হনুমান্ লঙ্কাপতির প্রচণ্ড প্রতাপকেও শেষ করল ॥ ৫ ॥

বৎসে, সে কি সীতার সংবাদ জেনেছে?

ত্রিজটা—ছোটো দাদু! দেখলাম—প্রথমেই অতি ছোটো (=পরমাণুতুল্য) এক বাঁদর তার (=সীতার) সঙ্গে আলাপ করছিল। সীতাও চূড়ামণি খুলে স্মারকচিহ্ন রূপে তার হাতে দিল—এ পর্যন্তই যা জানি।

মাল্যবান্—এটাই কি যথেষ্ট নয়? [শঙ্কার সঙ্গে] ঐ অতিক্ষুদ্র বানরটাই এই কাজ করেছে। শোনা যাচ্ছে—সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত বর্তমানে এই রকম একশ কোটিরও বেশি বানরসৈন্য রয়েছে।

ত্রিজটা—[চিন্তিত ভাবে] সেইরকম সুন্দরী এবং মধুরভাষিণী সীতা মানবী হয়েও আমাদের মতো রাক্ষসদের কাছে কেমন করে অতিরাক্ষসী হল?

মাল্যবান্—বৎসে, এটা উচিতই হয়েছে। বলা হয় পতিব্রতারূপ যে জ্যোতি তা (একাধারে) শান্ত এবং দীপ্ত। [চিন্তা করে] অথবা সেই বেচারীই বা কী করবে? এ হল দুষ্কর্মসমূহের পরিণাম, যা নিজেই জ্বলে উঠেছে ॥ ৬ ॥

ত্রিজটা—ছোটো দাদু, দণ্ডকারণ্যের প্রান্তভাগে যে অনেক পর্বতপ্রদেশ রয়েছে, সেখানে

প্রথমে আমাদের রাক্ষসদেরই বাস ছিল। সমগ্র জম্বুদ্বীপ ছিল আমাদেরই বিহারস্থান। কিন্তু এখন এই নগরেও বাস করা অসম্ভব। এ কী অবস্থা! এর প্রতিকার কী?

মাল্যবান্—বৎসে, এভাবে এত কাতর হচ্ছ কেন? দেখো—এই চিত্রকূট পর্বত আমাদের দুর্গ। তার উপরে সাতরকম ধাতুর তৈরি প্রাচীরঘেরা নগরী আছে, তাছাড়া আছে গগনচুম্বী ঊর্মিময় জলধির দুস্তর অনন্ত পরিখা। [চিন্তা করে] অথবা এসবের কী দরকার? গর্বোদ্ধত শত্রুদের দলনরূপ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত রাবণের বাহুদণ্ডই আমাদের রক্ষায় যথেষ্ট।

[বাঁ চোখের স্পন্দন সূচিত করে, দুঃখের সঙ্গে]

দুরন্ত বিধি আমাদের এই কথাকেও কি সহ্য করতে পারছে না? ॥ ৭ ॥

বৎসে, বৎস কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙতে আর কতো সময় বাকি?

ত্রিজটা—ছোটো দাদু! এই কৃষ্ণচতুর্দশীর দিনেই তো চতুর্থ মাস শেষ হবে।

মাল্যবান্—এ কী! এখনও তার জাগরণের সময় অনেক দূরে! [স্মরণ করে] বিচার করে দেখলে, কিন্তু, সৌভাগ্যবশে বিভীষণই দূরদর্শী। তার অবিমৃশ্য-কারিতাও শুভ ফলপ্রদ। বার বার—বহুবার চিন্তা করলেও মনে হচ্ছে—সেই হবে বংশপ্রতিষ্ঠার সূত্রস্বরূপ।

ত্রিজটা—[ভয়ের সঙ্গে] ছোটো দাদু, হায়—ধিক্, হায়—ধিক্। পাপ শান্ত হোক্। দূর হোক্ অমঙ্গল।

মাল্যবান্—বলছ কী?

ত্রিজটা—ছোটো দাদু, আপনার এই নীতিকথার উচ্চারণ অন্য কোনো অমঙ্গলকেই টেনে আনছে।

মাল্যবান্—বৎসে, একথা আমি চিন্তা করে বলি নি। এই রকমই মনে হচ্ছিল আর কি। কেননা—

জন্ম থেকে শুদ্ধ রাবণের পাপবুদ্ধি প্রবল দুর্দৈব ছাড়া অন্য কিছুকে আশ্রয় করে না; যেমন সূর্য এবং তার অনুগামী দিবসের কিরণ ইচ্ছামতো আকাশে সর্বদা ঘুরতে ঘুরতে অস্তাচল ছাড়া অন্য কোথাও বিশ্রাম নেয় না ॥ ৮ ॥

অতএব এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুবুদ্ধির শরণ নেওয়াই বাকি আছে। যাক্, এসব কথা থাক্। আচ্ছা বৎসে, প্রভু রাবণ এখন কী উপায় ভাবছেন, তা জান কি?

ত্রিজটা—ছোটোদাদু! প্রভু এখন সর্বতোভদ্র নামে অট্টালিকার উপর উঠে কালরাত্রি-স্বরূপ অশোকবনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেখানে রয়েছে রাক্ষসবংশের কালরাত্রি-স্বরূপ সেই সীতা। এদিকে আসার সময় আরও শুনলাম যে, এই নগরের (দুর্দশার) খবর জেনে বিষণ্ণ মনে দেবী মন্দোদরী স্বামীকে কিছু বোঝানোর জন্যে সেখানেই গেছেন।

মাল্যবান্—বৎসে, স্ত্রী হলেও সেই দেবী মন্দোদরী বরং ভালো। তার বুদ্ধি তাকে (রাবণকে) বোঝাতে পারবে না; কেননা, সেই দেব আজ পর্যন্ত বুঝেও বোঝে না। অতএব এসো। ভেতরে প্রবেশ করে গুপ্তচরদের কাজ খতিয়ে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান]

॥ বিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

[উৎকণ্ঠিত রাবণের প্রবেশ]

রাবণ—[সীতার কথা চিন্তা করে]

যদি সীতার আনন থাকে, তবে কী দরকার চন্দ্রের ? নীলকমলগুলোর কী প্রয়োজন, যদি তার চঞ্চল অপাঙ্গময় দুটি নয়ন থাকে ? তরঙ্গের মতো বক্র ভ্রু-দুটি থাকতে—কী দরকার কামদেবের ধনুতে ? যদি তার সুসংযত কুন্তলদাম থাকে, মেঘমালায় কী প্রয়োজন ? এই যদি তার দেহ, তবে কী দরকার লক্ষ্মীতে ? ॥ ৯ ॥

[স্মরণপূর্বক উল্লাসের সঙ্গে] অহো, লাঙলের মুখে পৃথিবী বিদীর্ণ হলে তা-থেকে-বেরিয়ে-আসা সেই নারীরত্নের কথা চিন্তা করতে করতে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। তারপর এখন সে মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। [চিন্তা করে] এ কাজ অনুকুল বিধাতারই। [সগর্বে] অথবা কে এই বিধি ? যদি আলস্যদোষ না থাকত, তাহলে পিষে ফেলতাম এই ব্রহ্মাণ্ডকে, তা থেকে ভূমণ্ডলকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিতাম আলাদা করে কিছু বস্তু। তারপর সৃষ্টিকর্তাকে লঙ্ঘন করে অতুল কান্তিময় আপন প্রতাপ আর যশকে বসিয়ে দিতাম সূর্য আর চন্দ্রের জায়গায়। তাই যদি হত, আমি রাবণ নিজে আরও অনেক বেশী সুখী হতাম। অথবা আমার দয়ার পাত্র এই বিধি। আমার কি অনুকম্পার যোগ্য এই বিধির প্রতি ক্রোধ করা সাজে ? ॥ ১০ ।

[মন্দোদরী এবং দাসীর প্রবেশ]

দাসী—মহারানী, এদিকে চলুন। এই হচ্ছে সোনার সিঁড়ি পথ। এর উপরে উঠুন—মহারানী।

মন্দোদরী—[সিঁড়িতে ওঠার অভিনয় করে এবং রাবণকে দেখে] আরে, এই তো মহারাজ দশানন উপস্থিত রয়েছেন। [দেখে] কেন তা কয়ে আছেন অশোক কাননের দিকে ? [দুঃখের সঙ্গে] এভাবে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলেও কেন রাজকার্য ছেড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে ? ইনি মহারাজ দশানন এইজন্যেই কি ? [কাছে এগিয়ে গিয়ে] মহারাজ দশাননের জয় হোক্।

রাবণ -[ভাব গোপন করে] এ কী মন্দোদরী ! [পাশে বসল]

মন্দোদরী— বসে] মহারাজ ! এ ব্যাপারে আপনি কী ঠিক করলেন ?

রাবণ - কোন্ ব্যাপারে ?

মন্দোদরী—শত্রুপক্ষের আক্রমণের ব্যাপারে।

রাবণ—[পরিহাস করে] কী, শত্রু ? তার পক্ষ ? তার আবার আক্রমণ ? দেবী, তুমি এসব কী নতুন কথা শোনাচ্ছ ?

যে আমি রণস্থলে দুবাহু দিয়ে একই সঙ্গে মত্ত দিগ্‌গজদের দাঁতগুলোকে রোধ করেছি, অপর চার বাহু দিয়ে সজোরে (যুদ্ধে) অজেয় ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালদের রুখে দিয়েছি, জ্বলন্ত বজ্র প্রভৃতি প্রচণ্ড অস্ত্রের আঘাতে যার বক্ষচর্ম সামান্যমাত্র ক্ষত হয়েছিল, সেইরকম আমারও যে প্রতিস্পর্ধী শত্রু আছে—এরকম কোনো প্রমাদ তো আমার আগে কখনও হয়নি ॥ ১১ ॥

যা হোক্, তবু শোনা উচিত। দেবী, সে কে ?

মন্দোদরী—সমস্ত বানরসেনা রয়েছে সুগ্রীবের পিছনে। তার পুরোভাগে ছোটোভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে রয়েছেন দাশরথি রাম। শোনা যাচ্ছে, তিনিই (আপনার শত্রু)।

রাবণ—কী বললে ? ভাই এর সঙ্গে তপস্বী ? দেবী, সে বা তারা গেলই বা, তাতে কী আছে ?

মন্দোদরী—মহারাজ ! তারা একসঙ্গে মিলিত, তাই ভয় হচ্ছে। তাছাড়া সাগরের তীরে সৈন্য সমাবেশ করে রাম সাগরকে ডাকল ; সাগর ঘর থেকে বেরুল না। তখন কিন্তু—[সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করে] সেই রাম সাগরের বিবরে এক বাণ ছুঁড়ল ; যার ফলে চাকা ঘোরার মতো সমস্ত জল বার বার ঘুরতে লাগল। হাঙর, কুমির প্রভৃতি জলজন্তুরা মূর্ছা গেল, কচ্ছপগুলো সব ফট্ ফট্ করে ফাটতে লাগল, জলাধিপতি ভীষণভাবে মূর্ছিত হলেন, আর ভয়ানক শব্দ করে শঙ্খ এবং ঝিনুকগুলো ফেটে গেল—এইভাবে সমস্ত জল পাক খেতে খেতে লাল হয়ে উঠল ॥ ১২ ॥

রাবণ—[অবজ্ঞার সঙ্গে] তারপর কী হল ?

মন্দোদরী—মহারাজ ! তারপর জল থেকে বেরিয়ে এলেন (জলাধিপতি)। কেবল মূলদেশ দেখা যায়—এরকম তীক্ষ্ণ শরজালে কণ্টকিত তাঁর শরীর। পায়ে পড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে পথ বলে দিলেন। শোনা যাচ্ছে—সেই সাহসিক রাম তাঁকে আবার নাকি কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার করে তুলেছেন।

রাবণ—[হেসে] ভালো কথা শুনছি। আচ্ছা, দেবী, সেটা কী রকম ?

মন্দোদরী—মহারাজ ! হাজার হাজার বানরের আনা পাহাড় দিয়ে সেতু তৈরি হচ্ছে।

রাবণ—দেবী, তোমাকে কেউ ঠকিয়েছে। এই সাগরের গাম্ভীর্য আর মহিমা কেউ জানে না। জম্বুদ্বীপে[৩] অথবা অন্য দ্বীপগুলোতে যত পর্বত আছে, তা দিয়ে এর ভেতরের একটা প্রান্তও পূর্ণ হবে না ॥ ১৩ ॥

তাছাড়া, দেবী, তুমি তাকে সাহসিক বলায় ভুল করছ। আমার সাহসে কিন্তু (মহাদেবই প্রমাণ)। (আমার মস্তক ছিন্ন করলাম)। উৎফুল্ল কণ্ঠনালী থেকে প্রবলভাবে বেরিয়ে এল তাজা রক্তের স্রোত। তাকে মহাদেবের পাদোদক করলাম। (আমার) মুখকমলে তখনও আনন্দাশ্রুর অজস্র মধু, স্মিতহাস্যে প্রকাশিত হয়েছে শ্রী। সেই মুখকমল দিযে যাঁর বন্দিত চরণ-যুগল সেই মহাদেবই আমার সাহসের প্রমাণ ॥ ১৪ ॥

মন্দোদরী—মহারাজ ! মনে করুন, এ এক অন্য ব্যাপার। এক বানরের পূর্ব পুণ্যের বশে সেই পর্বতগুলো জলের উপরেই ভাসছে।

রাবণ—[মাথা ঝাঁকিয়ে] নারীদের এই যে মূর্খতা, তা দূর করার উপায় নেই। বলে কি না পাথরগুলো ভাসছে ! দেবী, বেশি বলার দরকার কী ?

আমার শাস্ত্রজ্ঞান জানেন শ্রুতিকবি ব্রহ্মা, শচীপতি ইন্দ্র জানেন আমার আদেশ, বজ্র জানে আমার ধৈর্য, ত্রিভুবন আমার কীর্তি জানে। শৌর্য চেনে কৈলাস পর্বত। অন্য আর কী বলব ? প্রবাহিত রক্তজলে ধৌত যাঁর চরণযুগল সেই মহাদেবই জানেন আমার সাহস ॥ ১৫ ॥

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল]

মন্দোদরী—রক্ষা করুন, মহারাজ ! রক্ষা করুন।

রাবণ—দেবী, ভয় নেই।

[পুনরায় নেপথ্যে]

ওহে—ওহে—লঙ্কার দ্বাররক্ষী রাক্ষসগণ! তাড়াতাড়ি প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করো। অপেক্ষাকৃত সরল এবং ভারি লোহার অর্গলগুলো কপাটে লাগাও। কপাটের উপরে সব অস্ত্র রাখো। স্ববংশীয়দের প্রতি নজর রাখো। আগলে রাখো নিরীহ শিশু এবং যুবতিদের। সযত্নে সঞ্চয় করো খাদ্যসামগ্রী। সুগ্রীব-প্রমুখ বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে রামভদ্র উপস্থিত হয়েছেন ॥ ১৬ ॥

[অর্ধপ্রবিষ্টা হয়ে]

প্রতীহারী—মহারাজ! এই সেনাপতি প্রহস্ত কিছু নিবেদন করার ইচ্ছায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন।

রাবণ - কী সেনাপতি প্রহস্ত? প্রবেশ করাও।

প্রতীহারী - যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

[তারপর প্রহস্তের প্রবেশ]

প্রহস্ত—আশ্চর্য! মানবশিশুর এত তেজোময় চরিত!

চারিদিকে কল্লোলমুখর ভয়ঙ্কর সমুদ্রকে অতি ধীর পদক্ষেপে গোষ্পদের মতো পেরিয়ে এসেছে ঐ রাম। তারপর কাছে এসে লঙ্কার দিকে দৃষ্টি রেখে সৌবেল পাহাড়ের উঁচু নীচু মাথায় সেনা সমাবেশ করেছেন। আর নিজে কিছু শ্রেষ্ঠ বানর পরিবেষ্টিত হয়ে লঙ্কা নগরীর চত্বরে প্রবেশ করেছেন ॥ ১৭ ॥

[সামনে দেখে]

আরে, এই তো লঙ্কেশ্বর না?

রাবণ—সেনাপতি মহাশয়! কী জন্যে এই কোলাহল?

প্রহস্ত—[স্বগত] এ কী! মহারাজ এখনও কিছুই জানেন না? যা হোক, যা করা হয়েছে, তাই শুধু জানাই। [প্রকাশ্যে]

সব দিক থেকে নগর রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কপাটদ্বার বন্ধ করা হয়েছে। আর বিশ্বাসী ভক্তিমান রাক্ষসরা চারিদিক রক্ষা করছে ॥ ১৮ ॥

রাবণ—এ সব কী বলছেন!

প্রহস্ত—[স্বগত] এ কী! সেই একই অবস্থা! যা হোক। [প্রকাশ্যে] মহারাজ লঙ্কেশ্বর! অনুজের সঙ্গে এক সাধারণ মানব বালক আপনার পুরী অবরোধ করেছে। যার ফলে মিত্রবল এবং খাদ্যসামগ্রীও পাওয়া দুষ্কর ॥ ১৯ ॥

[প্রবেশ করে]

প্রতীহারী—মহারাজ! "রামের দূত"—এই কথা জানিয়ে এক বানর দ্বারদেশে অপেক্ষা করছে।

রাবণ—[অবজ্ঞার সঙ্গে] বানর? প্রবেশ করাও।

প্রতীহারী—যে আজ্ঞা। [প্রস্থান করে অঙ্গদের সঙ্গে প্রবেশ করে তাকে উদ্দেশ্য করে] এই হচ্ছেন প্রভু। যান—এগিয়ে যান।

অঙ্গদ—[এগিয়ে গিয়ে] পরমৈশ্বর্য লঙ্কেশ্বরের জয় হোক।

রাবণ—আপনি সুগ্রীবের অনুচর?

অঙ্গদ—না—না।

রাবণ—তাহলে কার?

অঙ্গদ—লঙ্কেশ্বর, তাহলে শুনুন, আমি যা এবং যেজন্যে এসেছি—গর্বিত রাক্ষসকুল-কাননের যিনি দাবাগ্নি স্বরূপ, সেই দাশরথি রামের আজ্ঞায় দূতরূপে তাঁর আদেশ মতো আপনাকে উপদেশ দেবার জন্যে এখানে এসেছি। সীতাকে ত্যাগ করুন। অন্তঃপুরিকা, মিত্র, জ্ঞাতি এবং পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের চরণযুগল ভজনা করুন। নতুবা হে মদান্ধ, আপনাকে শরমুখে শাসন করা হবে ॥ ২০ ॥

রাবণ—[সহাস্যে] বানরও (দেখছি) বাচাল। কী বলব?

অঙ্গদ—আমি যাই হই না কেন; আপনি কিন্তু সিদ্ধান্ত করুন—

আপনার মস্তকগুলো লক্ষ্মণের চরণকমলের নখে নত হবে; কিংবা তাঁর সুতীক্ষ্ণ সায়কের মুখ স্পৃষ্ট হবে। এই দুই-এর মধ্যে কোনটি চান, তা বলুন ॥ ২১ ॥

রাবণ—[সক্রোধে] ওহে এখানে কে, কে আছো? এ কী সব আজে বাজে কথা বলছে। (উচিত দণ্ড দিয়ে) এর মুখে ছাপ মেরে দাও।

প্রহস্ত—মহারাজ! ইনি দূত। এক্ষেত্রে ক্রোধ করে কী হবে?

রাবণ—এর মুখে ছাপ মারাই হবে, সেই তপস্বীর (= রামের) সঠিক উত্তরদান।

অঙ্গদ—[রোমকুপগুলো ফোলাবার অভিনয় করে] সত্যিই যদি আমি রঘুপতির দূতরূপে পরাধীন না হই, তাহলে করাতের মতো ভীষণ আমার এই ভয়ঙ্কর নখগুলোর প্রচণ্ড প্রহারে তোর কাঁধ থেকে এক এক করে (দশটি) মাথা ছিঁড়ে যতক্ষণ না (দশটি) দিককে উপহার দিতে পারি, ততক্ষণ আমি কি নিবৃত্ত হব? ॥ ২২ ॥ [লাফ দিয়ে প্রস্থান]

রাবণ—[নিরূপণ করে] হায়, জাতিসুলভ চপলতার কোনো ঔষধ নেই।

প্রহস্ত—মহারাজ! আপনার আজ্ঞা-অক্ষরের মালা গ্রহণ করার জন্যে আমার চিত্ত উৎসুক।

রাবণ—এক্ষেত্রেও কি আদেশ জিজ্ঞাসা করতে হয়? (জিজ্ঞাসা করে আদেশ জানতে হয়?) শত্রুসূদন গর্বস্ফীত হে (আমার) রাক্ষসগণ! ত্রিলোকে প্রখ্যাত তোমাদের পরাক্রম। ভেঙে ফেলো সবদিকের সব অর্গল, উপড়ে ফেল লঙ্কার যত বহির্দ্বার, কৌশলে বিকল করে দাও শত্রুদের ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র, দেখাও তোমাদের বাহুর আস্ফালন। আর বৃথা লম্ফমান, আর প্রগল্‌ভ উৎকট ঐ মর্কটগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে কাটো ॥ ২৩ ॥

প্রহস্ত—মহারাজের যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল]

[সকলে সাগ্রহে শুনছে]

[পুনরায় নেপথ্যে]

ভয়ঙ্করদেহ শ্রেষ্ঠ বানরেরা রাক্ষসশ্রেষ্ঠদের হত্যা করছে। তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে দিকে দিকে তৈরি করছে বেদী। (রণস্থলের) বাইরে পালাবার ইচ্ছায় এই রাক্ষসেরা ক্রোধে অন্ধ হয়ে খুঁড়ে দিচ্ছে পথের মাঝখান। দিকে দিকে

নিক্ষিপ্ত বড়ো বড়ো পাথরের আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে নগরের বহির্দ্বার ॥ ২৪ ॥

রাবণ—[ক্রোধের সঙ্গে উপর দিকে তাকিয়ে] এ কী! তপস্বীর প্রতি পক্ষপাতহেতু এই আত্মজ্ঞানহীন দেবতারা ইন্দ্রকে সামনে রেখে আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। অতএব দেবী, তুমি অন্তঃপুরে যাও, আর আমিও—

নিষ্ঠুর হয়ে প্রমত্ত বানরমুখ্যদের কয়েকটা বাহুর আঘাতে দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিই; অন্য যুদ্ধনিপুণ হাত দিয়ে হত্যা করি যুদ্ধের অভিনয়কারী দুটি নট—ঐ তাপস-অঙ্কুর দুটোকে। অতিতুচ্ছ এক ছিদ্র (অর্থাৎ রামের শত্রুতা-রূপ ছিদ্র) নিজের মনে প্রতিফলিত হচ্ছে; ঐ ছিদ্র দিয়ে দুষ্ট দেবতারা প্রবেশ করেছে (অর্থাৎ রামের পক্ষ নিয়েছে)। অবশিষ্ট বাহু দিয়ে তাদেরও জোর করে টেনে এনে পূর্ণ করি আমার কারাগার ॥ ২৫ ॥

[ভয়ঙ্করভাবে পরিক্রমণ করে প্রস্থান]

[রথে করে সপরিবার ইন্দ্রের প্রবেশ, সঙ্গে সারথি মাতলি]

মাতলি—দেব স্বর্গাধিপ! লঙ্কায় যে-প্রলয়কালে সাত সমুদ্র ভীষণ আবর্তিত হলে তাদের তরঙ্গমালা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়; তাতে জল অত্যন্ত ঘুরতে থাকায় যেমন প্রচণ্ড নির্ঘোষ হয়, সেইরকম ভীষণ কোলাহল করছে সহস্রাধিক রাক্ষস। তারা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, রণস্থলের দিকে দ্রুত যাচ্ছে আর আসছে ॥ ২৬ ॥

এতে মনে হচ্ছে, রাক্ষসরাজ যুদ্ধ করার ইচ্ছায় বেরতে চাইছেন।

বাসব—সারথি, দেখো—দেখো—

ঐ রাক্ষসরাজ, যিনি শত্রুর আক্রমণ অতিপ্রবল দেখে পুত্র, সহোদর ভ্রাতা, ভৃত্য এবং হাজার হাজার রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র সজোরে কপাটগুলো খুলে, সকল বানরদের বিতাড়িত করে, লঙ্কানগরী থেকে সবেগে বেরিয়ে আসছেন ॥ ২৭ ॥

[শব্দ শোনার অভিনয় করে]

আঃ, ঝন্ ঝন্ করে শব্দ করা সোনার ঘুঙুরের মালা পরা বিমানে করে উত্তর দিক থেকে এদিকেই আসছেন—ইনি কে?

সূত—[দেখে] দেব, গন্ধর্বরাজপদে আপনিই যাকে অভিষিক্ত করে অনুগ্রহ করেছেন, ইনি সেই চিত্ররথ।

[বিমানে চড়ে চিত্ররথের প্রবেশ]

চিত্ররথ—জয় হোক্, দেবরাজের জয় হোক্।

বাসব—গন্ধর্বরাজ! যুদ্ধ দেখার ইচ্ছায় চিত্ত কি উৎকণ্ঠিত?

চিত্ররথ—তা তো আছেই, তাছাড়া অন্য কিছুও আছে।

বাসব—অন্যটা কী?

চিত্ররথ—অলকেশ্বর কুবেরের আদেশ।

বাসব—কী রকম?

চিত্ররথ—(যে রাবণের) জন্মদিন থেকে আমার অথবা ত্রিলোকের এক অতি নিদারুণ দুর্বার আধি অত্যন্ত বেড়েছিল, বিধির বিলাসে সেই আধির এই শেষ দিন, তার এই পরিণাম ভালোই হোক্ অথবা তার বিপরীতই হোক্ ॥ ২৮ ॥

তাই জানার জন্যে আমায় পাঠিয়েছেন।

বাসব—সগোত্রীয়েরও কি এই বাসনা ?

চিত্ররথ—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ? তাঁরা পরস্পরের ভাই, অতএব তাঁরা পরস্পরের সহজ শত্রু। তাছাড়া দুরাচারী রাবণ ধনসম্পত্তি পুষ্পকরথ প্রভৃতি হরণ করায় কৃত্রিম শত্রুতাও সুবিদিত। অথবা—ত্রিভুবনে যতদিন প্রাণিবর্গ থাকবে, তারা সকলেই তার উদ্ধত দুশ্চরিত্রের জন্যে উৎপীড়িত হবে। তাই সানন্দে শ্রীরঘুনন্দনের বিজয় প্রতীক্ষা করে আছি ॥ ২৯ ॥

বাসব—[নিরূপণ করে] গন্ধর্বরাজ ! সুবেল পর্বতের উপর থেকে ভীষণ কিলকিলা শব্দে অসময়ে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করে বানরেরা অকস্মাৎ এদিক-ওদিক ছুটছে। এই দেখে এবং প্রহারের শব্দ শুনে, মনে হচ্ছে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে।

চিত্ররথ—দেবরাজ ! দেখুন—দেখুন—

ঐ-রক্ষোরাজ পর্বত-শিখরের মতো উঁচুনিচু রথে চড়ে আছেন। নিবিড় যুদ্ধ-রসে পূর্ণহৃদয় বীরদের মধ্যে তিনি অগ্রণী। চারিদিকে দিকপ্রান্তের পর্বতে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় দীর্ঘায়িত তাঁর জ্যা-নির্ঘোষ। তার ফলে গগনের মধ্যভাগকে (অর্থাৎ পৃথিবীকে) বার বার বধির করে তুলছেন ॥ ৩০ ॥

বাসব—কিন্তু এই দুজনের (অর্থাৎ রাম এবং রাবণের) যুদ্ধের যোগ্য সাজসজ্জা সমান নয়। [উদ্বেগের সঙ্গে] সারথি—সারথি ! সংগ্রামের উপযুক্ত আমার এই রথ রামভদ্রকে উপহার দাও। আর আমি গন্ধর্বরাজের বিমানেই চড়ি।

[তাই করলেন]

সূত—যে আজ্ঞা, দেবরাজ ! [প্রস্থান]

চিত্ররথ—দেবরাজ ! আহা, এই ঘোর সংগ্রাম দেখার মতো। কেননা—রাক্ষস এবং বানরশ্রেষ্ঠরা অস্ত্রের প্রহার ভুলে, যুদ্ধের নিয়ম ছেড়ে, কাছ থেকে ঘুষোঘুষি আর চুলোচুলি করে যুদ্ধের কাজ আরম্ভ করেছে। পরস্পরের প্রহার সহ্য করতে না পারায় তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত। সেই ছিন্ন শরীর থেকে ঝরে পড়ছে শোণিতস্রোত ; যার ফলে পথে চলা খুবই কন্টকর ॥ ৩১ ॥

তাছাড়া—বীরদের বিশাল সব বাহুদণ্ড। সেগুলো প্রতিপক্ষবীরদের রুণ্ড (=দেহ) এবং মুণ্ড ছিন্নভিন্ন করতে বেশ দক্ষ। তাদের সেই বাহুদণ্ড ছেদন-কার্যে মেতে ওঠায় শত্রুসৈন্যদের দীর্ঘদেহগুলো (ছিন্নভিন্ন অবস্থায়) লুটিয়ে পড়েছে। রণাঙ্গণের মাটিতে তা থেকে গজিয়ে উঠেছে চিত্রকূটের মতো কঠিন এক পাহাড়। শত্রুর আক্রমণে বিহ্বল হয়ে সেখানে লুকিয়ে আছে কোটি কোটি ক্ষুদ্র সৈন্য ॥ ৩২ ॥

বাসব—গন্ধর্বরাজ ! এদিকে—এদিকে (দেখুন)—

বর্শাবিদ্ধ সৈন্যদের তাজা রক্তে ভেজা বুক্কা (=সামনের মাংস) খাবার লোভে ছুটছে বড়ো বড়ো শকুনেরা। তাদের তুলনাহীন (বিশাল) ডানার ছায়ায় ক্ষণমাত্র রণস্থলেই বিশ্রাম নিচ্ছে যোদ্ধারা। শত্রুর শস্ত্রপ্রহারে ঝরে পড়া শোণিতপ্রবাহে তাদের সমস্ত শরীর সিক্ত ॥ ৩৩ ॥

আবার এদিকে (দেখুন)—

চামড়া ছিঁড়ে গেছে, মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে, ফুটে বেরিয়ে পড়েছে ধমনী, বড়ো বড়ো হাড় আর স্নায়ু ; ফলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব নাড়িভুঁড়ি। এই

অবস্থায় বীরেরা সময়োচিত ধৈর্য ধরে সামনে এসে শত্রুদের অস্ত্র বুক দিয়ে সবেগে গ্রহণ করছে ॥ ৩৪ ॥

চিত্ররথ—দেবরাজ! রক্ষঃপতির যুদ্ধে নামার ভঙ্গীটি কী অপূর্ব! কেননা—

যুদ্ধে সবার আগে রয়েছে ভৃত্যেরা, পাশে বামদিকে একশো ভাই-এর সঙ্গে মেঘনাদ, অন্যদিকে (=ডানদিকে) বীরপ্রধানদের মধ্যে অতিভীষণ পরাক্রান্ত এবং (অকালে) জাগরিত কুম্ভকর্ণ, পিছনেও রয়েছে কৈকেয়ীর (রাবণের মাতার) ঐ ভয়ঙ্কর আত্মীয়-স্বজন ; আর যুদ্ধস্থলের মাঝখানে রথে বসে আছেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ রাবণ ॥ ৩৫ ॥

বাসব—গন্ধর্বরাজ! শত্রু এভাবে আক্রমণের জন্যে উদ্যত ; তা দেখেও রামভদ্রের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যই নেই। অথবা তার পক্ষে এটাই ঠিক। কেননা—

দিকে দিকে ঝঞ্ঝাবাত বইলে সুদৃঢ় সেই প্রসিদ্ধ কুলপর্বতেরা[8] নিশ্চয় একটুও কম্পিত হয় না। গাম্ভীর্যমহিমায় যাদের মধ্যে ব্রহ্মার জলময় মূর্তির বিকাশ এবং যাদের মহিমার কোনো অন্ত নেই,—সেই জলনিধিরাও সে ঝড়ে মর্যাদা (=বেলাভূমি) লঙ্ঘন করে না ॥ ৩৬ ॥

চিত্ররথ—দেবরাজ! দেখুন—দেখুন—

পল্লবের মতো লক্ষ্মণের আঙুল। মেঘনাদকে হত্যা করার জন্যে ধনুতে জ্যা আরোপণ করতে গেলে সেগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভক্তিনম্র এই কোনোরকমে ছেড়ে রাঘবেন্দ্রও ধনুর ছিলাটি স্পর্শ করে পরীক্ষা করছেন; তাঁর লক্ষ্য যুদ্ধপটু অনুজ কুম্ভকর্ণ সমেত ঐ রাক্ষসরাজ ॥ ৩৭ ॥

আরে, এ তো বেশ কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। কেননা—

ঐ রাক্ষসসৈন্যরা এক-একটি সূর্যবংশের অঙ্কুরকে (অর্থাৎ আলাদাভাবে রাম এবং লক্ষ্মণকে) এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ করেছে। কোটি কোটি অস্ত্রের বর্ষণে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

অথবা দুষ্কর কিছু নয়। এরা দুজনেও অত্যন্ত সামর্থ্যশালী, মহিমা এবং প্রভাবে অপরিমেয়। তাদের বাণের আক্রমণের ফলে স্পষ্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শত্রুদের শস্ত্র। এই অবস্থায় তারা দুজনে যুদ্ধভূমিতে দীপ্তিমান ॥ ৩৮ ॥

[চারদিক দেখে] কী আশ্চর্য! শত্রুদের সঙ্গে এই বিপুল সমরে বানরগুলো পর্যন্ত নিজেদের নামমহিমা প্রচার করতে চায় ; রামভদ্রের পাদদেশ সেবা করছে মাত্র পাঁচটি অথবা ছটি বানর (অর্থাৎ পাঁচ-ছজন ছাড়া সব বানর যুদ্ধ করছে)।

কেননা—রথের আগে রয়েছে সুগ্রীব, পিছনে অঙ্গদ, আর দুপাশে আছে জাম্ববান্ এবং লঙ্কার ভাবী রাজা বিভীষণ (হনুমান আছে লক্ষ্মণের সঙ্গে) —এই পাঁচ ছজন ॥ ৩৯ ॥

[চিন্তা করে] আর হনুমান আছে কনিষ্ঠ কাকুৎস্থের (=লক্ষ্মণের) সঙ্গে। [চিন্তার সঙ্গে] এই হনুমানই দুদিক থেকে রামভদ্রের পাদপদ্ম সেবা করে যাচ্ছে। কেননা—এর অক্ষত দেহই বলে দিচ্ছে এর প্রভুভক্তি এবং ধৈর্য। রাক্ষসদের আক্রমণে অন্য বানরদের প্রচুর পলায়নের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে ॥ ৪০ ॥

বাসব—গন্ধর্বরাজ! মনুষ্যলোকে বাৎসল্য এমনই জিনিস, যা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে

বশে আনার পক্ষে একমাত্র চূর্ণমুষ্টি"। কেননা—

শরচালনায় নিপুণতা প্রভৃতি কোনোগুণে সৌমিত্রি (ইন্দ্রজিতের চেয়ে) কম নয়। আবার বীরত্বে অগ্রণী রাবণি শৌর্যে প্রসিদ্ধ মহিমার অধিকারী। এভাবে উভয়ে সংগ্রামে সমান হলেও (যুদ্ধনিষ্পত্তির জন্যে) রাম এবং রাবণের পরস্পরের মধ্যে শরবর্ষণই দেখা যাচ্ছে; আর তাদের উভয়ের দৃষ্টি বাৎসল্যে পূর্ণ (অর্থাৎ লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের শুভচিন্তাই তাদের দৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত, তাই সে দৃষ্টি যুদ্ধের উত্তাপে উগ্র নয়) ॥ ৪১ ॥

চিত্ররথ—দেবরাজ! একথা ঠিকই। মহাত্মা ব্যক্তিরা এভাবেই বাৎসল্যকে লালন করে থাকেন। [আশ্চর্য কৌতূহলের সঙ্গে] দেখুন, দেবরাজ—সৌমিত্রির বাণবজ্রে রাক্ষসেরা মর্মে বিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় খুব এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে পর্বতের মতো পড়ে যাচ্ছে। রাবণও কয়েকটি পুত্রকে (রণভূমিতে) পড়ে থাকতে দেখে রামকে আক্রমণ না করে অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি মেঘনাদের কাছে যাচ্ছেন ॥ ৪২ ॥

এর ফলে মহা অনর্থ আশঙ্কা করছি।

বাসব—গন্ধর্বরাজ! এতে অত ভয় করার কী আছে? কাকুৎস্থকুলের অঙ্কুরস্বরূপ এদের মহিমা পরিমাপ করা যায় না। কেননা—সহস্রাংক রাক্ষসকে এই বীর রাম যেমন একবারে একবাণে বিদ্ধ করতে পারে, সেইরকম যুদ্ধে দশাননও আশ্চর্য রণকৌশলে অলঙ্কৃত ॥ ৪৩ ॥

চিত্ররথ—দেবরাজ! অনেকের সঙ্গে একজনের যুদ্ধ হলেও ফল যে শুভ হয়—একথা কম লোকই স্বীকার করে। [চমৎকৃত হয়ে] দেবরাজ এদিকে দৃষ্টি দিন—

রাবণ ঐ স্থান থেকে সবেগে সরে গেলেন। যুদ্ধের ইচ্ছায় (সেখানে) এল কুম্ভকর্ণ; কিন্তু রঘুপতির শরজালে বদ্ধ হয়ে সে ভীষণ ক্ষুব্ধ। পিতার এই অবস্থা দেখে কুম্ভও (=কুম্ভকর্ণের ছেলে) মূর্তিমান গর্ব কিংবা চলমান পর্বতরাজের মতো তেড়ে এল ॥ ৪৪ ॥

[আশ্চর্যান্বিত হয়ে] আশ্চর্য! বানরজাতির স্বভাবই হচ্ছে ফাঁক পেলেই ঢুকে পড়া। দশরথের বংশে প্রথম অঙ্কুরের মতো রামকে লক্ষ্য করে কুম্ভ আসছে। এক বানর তাদের মাঝখানে রণভূমিতে এসে তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিচ্ছে। [বিশেষভাবে দেখে] আরে, এতো সুগ্রীব। [সন্দেহের সঙ্গে] থামের মতো দুটো বাহু দিয়ে কুম্ভকে সজোরে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ক্রোধে অন্ধ হয়ে দলতে দলতে তাকে মাষকলাই-এর মতো পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল ॥ ৪৫ ॥

[ভয়ের সঙ্গে]

তা দেখে ছুটে আসছে কুম্ভকর্ণ; ভয়ঙ্কর গতিতে জাপটে ধরেছে সুগ্রীবকে। সুগ্রীবও নিজেকে কৌশলে ছাড়িয়ে নিয়ে কুম্ভকর্ণের নাসিকা ছেদন করল, আর সেই সঙ্গে ছেদন করল ভগ্নী শূর্পণখার লজ্জা। (অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের নাক কাটা যাওয়ায় শূর্পণখা একা আর নাক-কাটা রইল না; ফলে এটা আর তারপক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নয়) ॥ ৪৬ ॥

বাসব—গন্ধর্বরাজ ! এদিকে—এদিকে (দেখুন)—

রাক্ষসপতি এবং কুমার মেঘনাদের কাছে ঐ অনুজ রঘুপতি (=লক্ষ্মণ) কী এক আশ্চর্য যুদ্ধক্রিয়া তুলে ধরেছে, যার ফলে তারা দুজনে অতি দ্রুত ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ॥ ৪৭ ॥

হায়—হায়, রঘুশিশু লক্ষ্মণের সামনে এই অতি কঠিন সমস্যা উপস্থিত। কেননা—

মন্ত্রের প্রভাবে মেঘনাদের পাঠানো অবোধ্যগতি দুর্ভেদ্য নাগপাশগুলোকে লক্ষ্মণ যখন গরুড়অস্ত্রপ্রয়োগে নিবারণ করছে, রাক্ষসরাজ রাবণ সে সময় আবার অতি ক্রুদ্ধ হয়ে সজোরে শতঘ্নী অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। মর্মস্থলে ভীষণ বিদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণ হতচেতন অবস্থায় হনুমানের কোলে অকস্মাৎ ঢলে পড়েছে ॥ ৪৮।

চিত্ররথ—দেবরাজ ! এই এদিকে আরও বেশি আশ্চর্যকর অস্ত্রের প্রহার। ভাবী লঙ্কার রাজা বিভীষণের কাছ থেকে ভাই-এর মূর্ছার সংবাদ পাওয়া মাত্রই রামের চিত্ত একই সঙ্গে দুঃখে এবং শৌর্যে ভরে উঠল। উৎসুক হয়ে যখন তিনি ভাই-এর সেইরকম অবস্থা দেখতে চলেছেন তখন কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষস-সৈন্যরা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল। সে আবার তখন এইভাবে প্রতিকারে মেতে উঠল—পুরাকালে ত্রিপুরাসুরকে জয় করার সময় মহাদেব যে রূপ ধরেছিলেন, এই রাঘবেন্দ্র শরীরে সেই রূপই পরিগ্রহ করেছে। মুহূর্তে শরজালে কুম্ভকর্ণকে আচ্ছন্ন করে, সেনাবাহিনীকে ভস্মীভূত করে, সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে অনুজ লক্ষ্মণের দিকে চলেছে ॥ ৪৯ ॥

[নিরূপণ করে] ধন্য এই রঘুশ্রেষ্ঠের বাৎসল্য মহিমা ! সে কিন্তু জানতে পারল যে, অনুজের এইরকম অবস্থা সবেমাত্র হয়েছে। [চারিদিক নিরূপণ করে সানন্দে] সৌভাগ্যবশে এই দুই রঘুকুলকুমারের মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। কেননা, এদের দুজনের এই বিপদসাগরে রাবণও সপরিবারে কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে—দুঃখকাতর। [আবার এদের দুজনকে দেখে] এখনও কি এরা দুজনে (=রাম ও লক্ষ্মণ) মূর্ছিতই আছে ? তাহলে তো খুবই চিন্তা করার বিষয়। কেননা—রাক্ষসশত্রুরা বহু ছলনাময়। (রাম ; স্বয়ং মূর্ছিত। এই তো অবস্থা। ভরসা শুধু বানরেরা। তারাও তো বিহ্বল ॥ ৫০ ॥

অতএব জানি না, এক্ষেত্রে দৈব কী করবে ?

বাসব—গন্ধর্বরাজ ! এভাবে কী চিন্তা করছেন ? দেখুন, অচিন্তনীয় যাঁদের মহিমা তাঁদের মধ্যে অগ্রণী যে প্রাভঞ্জনি (=হনুমান) যে বেঁচে থাকতে—লক্ষ্মণ নিশ্চয় বেঁচে উঠবে। এখন—(হনুমানের) রোমকূপগুলো খাড়া, প্রলয়কালের মতো পরস্পর মিলিত পাংশুবর্ণের ধূলিবৃষ্টি তা থেকে ঝরে পড়ছে, লেজের ডগাটা কিছুটা বাঁকানো, সেটাকে অদ্ভুতভাবে ঝাপটে নক্ষত্ররাশিকে যেন দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর অনেক কৌতূহলের অনুরূপ ব্যাপার করে সেই বুদ্ধিমান হনুমান এক বিরাট লাফ দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। আর অর্ধ নিমেষের মধ্যে তিনি চলে এলেন কোনো এক পর্বতকে তুলে নিয়ে ॥ ৫১ ॥

চিত্ররথ—[দেখে উল্লাসের সঙ্গে] দেবরাজ ! দেখুন—চন্দ্রকিরণে যেমন কুমুদ-কুসুমের বিকাশ হয়, চুম্বকপাথরকে পেয়ে যেমন লৌহধাতুর আকর্ষণ, অথবা সংসার সমুদ্রে নিমগ্নজনের তত্ত্বজ্ঞানে যেমন মুক্তিরূপ প্রবোধ জন্মায়, সেইরকম হনুমানের-আনা এই পর্বতের (=গন্ধমাদন) বায়ু সেবন করে এই রামলক্ষ্মণ শীঘ্র উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। বস্তুতঃ বস্তুর মহিমা কী দুর্বোধ্য ! ॥ ৫২ ॥

[দক্ষিণদিক দেখে] আরে, এই তো লঙ্কেশ্বর। যুগাবসানে সমুদ্রের উদ্বেল জলরাশির মতো রাক্ষসসৈন্যদের নিয়ে আবার শত্রুর দিকেতিনি এগিয়ে চলেছেন। [বিবেচনা করে] এখন কিন্তু ধর্মযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে (অর্থাৎ সমান ব্যক্তির সঙ্গে সমান অস্ত্র দিয়ে যে-যুদ্ধ তাকেই এখানে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়েছে)। এর ফলে (রাক্ষসপক্ষের) প্রধান প্রধান অনেক ব্যক্তি বাদ পড়ছে। এই রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে (যুদ্ধের যোগ্যরূপে) কেবলমাত্র বাকি আছে রাবণ এবং মেঘনাদ—এই কথাই এরা দুজন (=রাম এবং লক্ষ্মণ) মনে করল। অন্যদিকে সহস্রাধিক ক্ষুদ্র রাক্ষসবীররাও এদের দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা চিন্তা করছে না। [আবার লক্ষ্মণকে দেখে] এই লক্ষ্মণ শাণে-ঘষা মণির মতো, ঘন মেঘ থেকে মুক্ত সূর্যের মতো, খাপ থেকে নিষ্কাশিত অসির মতো এবং খোলস-ছাড়া সর্পরাজের মতো ভীষণ দ্যুতিমান। অথবা কী না হতে পারে ? অন্য কীই বা বলি ? সবার উপরে রয়েছে দিব্যৌষধির এক অচিন্তনীয় প্রভাব ॥ ৫৩ ॥

[দেখে] আরে, বানর এবং রাক্ষসদের আগেভাগের সৈন্যদের মধ্যে আবার যুদ্ধ বেধে গেছে। কেননা—

কোনো কোনো রাক্ষসযোদ্ধা তীক্ষ্ন বাণ দিয়ে এবং কোনো কোনো বানর তীক্ষ্ন নখ দিয়ে পরস্পরকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্ধ করছে। অনবরত যুদ্ধকর্মেও তাদের চিত্ত পরস্পর স্পর্ধায় ভরপুর। অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আস্ফালনে মেদিনী মথিত এবং চূর্ণবিচূর্ণ ; সেই চূর্ণিত দ্রব্যের বিশেষ গন্ধে সুরভিত তাদের বক্ষঃস্থল ॥ ৫৪ ॥

[বিশেষভাবে নিশ্চয় করে] বোঝা যাচ্ছে—এই রাক্ষস এবং বানরসেনার মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে—প্রভাতে যথাক্রমে অন্ধকার এবং অরুণ আলোকের মতো (অর্থাৎ প্রভাতে যেমন অন্ধকার ক্ষয়ের মুখে, আলোকের ক্রমশঃ প্রকাশ, সেই-রকম রাক্ষসের ধ্বংসের পথে আর বানরদের অভ্যুদয়)। কেননা—

প্রতি মুহূর্তে এই রাক্ষসসৈন্যরা ক্রমশঃ যেমন কমে যাচ্ছে, সেবকম বানরেরা অধিক সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে ॥ ৫৫ ॥

বাসব—গন্ধর্বরাজ ! এদিকে ফের ভয়ঙ্কর মারণ আরম্ভ হয়েছে।

রামের সঙ্গে রাবণ এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণি মেঘনাদের দ্রুত যুদ্ধ চলেছে। মেঘনাদের দ্রুত যুদ্ধ চলেছে। পরস্পরের এই যুদ্ধে ঝলসে উঠেছে বাহুবল। ভুজবলের মহিমা তাদের ধনুর্বিদ্যায় পরাকাষ্ঠা প্রকট করে তুলেছে। দুপক্ষই লাভ করেছে দিব্যাস্ত্রগুলোর প্রয়োগ এবং তার প্রতিকার। প্রলয়কালের প্রবল বহ্নির মতো তারা পরস্পরের সৈন্য ধ্বংস করছে ॥ ৫৬ ॥

চিত্ররথ—দেবরাজ ! এই মহাবীদের মধ্যে পরস্পর এই যে সংগ্রাম, তা রোধ করা খুবই

কঠিন। কেননা—

এদের ভীষণ নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর, শরজালে আচ্ছন্ন আকাশ; তাছাড়া শত্রুদের বিখণ্ডিত দেহে তারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করেছে। আমরা যারা দেখছি, তাদের দৃষ্টিপথ অশ্রুতে আবিল, দেহে দেখা দিয়েছে অসময়ে রোমাঞ্চ, আর বারবার কাঁপছে শরীর ॥ ৫৭ ॥ [বিশেষ বিচার করে]

আশ্চর্য! আলাদা করে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের সাহায্যে জানতে গেলে একই বস্তুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠছে। কেননা—আমি দেখছি যে রাঘবের স্থিতি এই রাবণের স্থিতি থেকে দশ গুণ; কিন্তু পাশে পড়ে থাকা রাক্ষসদের মৃত্যু থেকে অনুমান করছি তা অনন্ত গুণ ॥ ৫৮ ॥

[চারদিক দেখে কৌতুহল এবং আশ্চর্যের সঙ্গে] আশ্চর্য!

যে-সমস্ত রাক্ষস অস্ত্র প্রহারের জন্যে বাহুধ্বজকে উপরের দিকে ঘুরিয়ে, বাহুবলে গর্বভরে সামনে এসে সম্মুখ-সমর করছে, তারা সকলেই রামের প্রতাপাগ্নিতে সঙ্গে সঙ্গে পতঙ্গের দশা লাভ করছে। শরসমূহের মূলে আছে পালক (=পক্ষ); সেই শরজাল নিক্ষেপের সময় পালকের বাতাস লেগে রামের সেই প্রতাপাগ্নি লক্‌ লক্‌ করে জ্বলে উঠছে ॥ ৫৯ ॥

[চিন্তা করে] পঞ্চভূতের তৈরি সৃষ্টির এটাই নিয়ম। এই ত্রিভুবনও যেক্ষেত্রে রাক্ষসদের থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে তারা মৃত্যুবরণ করে একটিমাত্র ভূমিতেই লীন হয়ে গেল ॥ ৬০ ॥

বাসব—গন্ধর্বরাজ! দেখুন—অদ্ভুতভাবে ঐ রাম-লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই ছলনার মধ্যে পড়েছে। যেহেতু—এই দুই রঘুসন্তান অদ্ভুত শরসমূহে মস্তক ছিন্ন করলেও (রাবণের) এক-একটি মুণ্ড আবার অসংখ্য হয়ে যাচ্ছে; আর অপরের (=মেঘনাদের) উৎসাহের আতিশয্য তো বর্ণনার অতীত। এদের দুজনের (=রাম-লক্ষ্মণের) চিরস্থায়ী অচিন্ত্য কোনো প্রভাব আছে, যেখানে তা দেখেও তাদের উৎসাহ বাণপ্রয়োগের ধৈর্য থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না, আর বাণগুলিও শিরশ্ছেদন থেকে বিরত হচ্ছে না ॥ ৬১ ॥

[নেপথ্যে]

ওহে—ওহে রামচন্দ্র! এখনও কেন এই দুরাচারকে উপেক্ষা করছেন। এ পর্যন্ত একটিই আপনার করণীয় কাজ তা কেনই বা উপেক্ষা করছেন? তাহলে শুনুন—

আপনি লাভ করুন সীতাকে, ত্রিভুবনের লোক লাভ করুক যথার্থ প্রীতি, বিভীষণ লঙ্কানগরীকে, আর এই রাবণ লাভ করুন আপন অমরতা। এ ব্যাপারে অন্য আর কী বলব? যাঁরা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেছেন, সেই মুনিরা প্রসন্নতায় সানন্দচিত্তে লাভ করুন শান্তি ॥ ৬২ ॥

চিত্ররথ—[শুনে] আশ্চর্য, এই স্বর্গীয় ঋষিরাও এই দুজনের (=রাবণ ও মেঘনাদের) বধের জন্যে রাম-লক্ষ্মণকে ত্বরান্বিত করছেন। অথবা দুষ্টের দমন কারই না মনঃপূত? [ক্ষিপ্রতা, আশ্চর্য এবং কৌতুহলের সঙ্গে] দেবরাজ! দেখুন—দেখুন—এই দুই রাঘবসন্তান ব্রহ্মাস্ত্র এবং অচ্যুতাস্ত্র স্মরণ করছে। এর ফলে বাণের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয়েছে। এই রকম বাণ দিয়ে যথাক্রমে রাক্ষসরাজ

রাবণের এবং তার পুত্র মেঘনাদের মস্তক দুটি তারা বিচ্ছিন্ন করল। তারপর দেখুন—রণভূমিতে হতচেতন সেই রাক্ষস দুটির কবন্ধ রাক্ষসদের অন্তঃপুরিকারাও শোকে বিবশ হয়ে মাটিতে (লুটিয়ে পড়েছে)। আর আকাশ থেকে দশরথের দুই তনয়ের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়ছে ॥ ৬৩ ॥

বাসব—[নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে উল্লাসের সঙ্গে] গন্ধর্বরাজ ! দেখুন—ত্রিভুবনের শত্রু দশাননের মৃত্যুসংবাদ শুনে মহর্ষিগণের সঙ্গে এক মহোৎসব মনে করে দেবতারা সানন্দে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। অতএব আমি এদের মনোবাসনা পূরণের জন্যে যাই। আর আপনিও প্রিয়বন্ধু অলকেশ্বর কুবেরকে এই সংবাদ দিয়ে প্রীত করুন। [সকলের প্রস্থান]

॥ মহাকবি ভবভূতি রচিত মহাবীরচরিতের ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × সপ্তম অংক × × × × × × × × × × × ×

[শোকাকুলা লঙ্কার প্রবেশ]

লঙ্কা—[কাঁদতে কাঁদতে] হায়, মহারাজ দশরথ ! হায়, ত্রিলোকের বিজয়শ্রী গ্রহণে আগ্রহী ! হায়, সমস্ত রাক্ষসলোক রক্ষায় সমর্থ বাহুদণ্ডধারী ! হায়, পশুপতির পাদযুগল বন্দনার জন্যে সুন্দর মুখকমলের উপহারদাতা ! হায় কেকসীর পুত্রতিলক ! হায় বন্ধুবৎসল ! তোমাকে আমি কোথায় দেখতে পাব ? হায়, কুমার কুম্ভকর্ণ ! হায়, বৎস মেঘনাদ ! কোথায় তুমি ? দাও, আমায় উত্তর দাও। [চারদিক দেখে] কই, কেউ তো কথা বলছে না ? [উপরের দিকে তাকিয়ে] হা রে দুর্দৈবের দুর্বিপাক ! কী জন্যে এই পরিণাম ? অথবা এক্ষেত্রে তোমাকে তিরস্কার করে কী হবে ? নিজেরই দুশ্চরিত্রের এই পরিণাম। [উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল]

[অলকার প্রবেশ]

অলকা—হায়, সেই রকম রাক্ষসরাজের এই রকম অদ্ভুত এক অবস্থাবিপর্যয় কেমন করে হল ? এক বড়ো যে রাক্ষসবংশ, মুহূর্তের মধ্যেই সে-বংশে শুধুমাত্র বাকি রইল বিভীষণ ! [শব্দ শোনার অভিনয় করে, পরিক্রমণ করে] সবেমাত্র বৈধব্য-ব্যথায় কাতর হয়ে আমার ছোটো বোন লঙ্কা কাঁদছে না ? [এগিয়ে গিয়ে] ওরে বোন, শান্ত হ, ধৈর্য ধর্।

লঙ্কা—[চিন্তা করে] কে ? আমার দিদি অলকা ?

অলকা—বোন্ ! চুপ্ কর্—চুপ্ কর্। এই রকমই এই সংসার।

লঙ্কা—দিদি ! আমার সান্ত্বনা কোথায় ? আমার যুবতী বধূরাই শুধু বেঁচে আছে। শুনেছি—আর একজন মাত্র বংশধর কুমার বিভীষণ এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু হতভাগিনীর পোড়া কপাল, সেও আবার শত্রুপক্ষেরই ভজনা করছে।

অলকা—ওরে বোন, না—না, একথা বলিস্ না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের শত্রুপক্ষ নন্।

লঙ্কা—কী করে ?

অলকা—যাঁর শত্রু তিনি তো চলে গেলেন। আর শত্রুতাও (তাঁর সঙ্গে) চলে গেছে। এখন কিন্তু, ত্রিলোকের প্রসিদ্ধ যাঁর সম্বন্ধ সেই দাশরথি রাম আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ।

লঙ্কা—[আশ্বস্ত হয়ে] এ কী! এও আবার হয়?

অলকা—হ্যাঁ, এই রকমই হয়।

লঙ্কা—তাহলে আমার স্বামীর এরকম দশা হল কেন!

অলকা—ওরে, পূর্বাপর সব ভুলে একথা বলছিস্ কেন? তাহলে শোন্—

পিতার আজ্ঞায় এই রঘুকুলতিলক কেবলমাত্র ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে কোনো কারণে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাক্ষসদের শাসক তোর ঐ রাবণ তখন যে উচিত কাজ করেছিলেন, সে কাজের এই হচ্ছে সমগ্র পরিণাম ॥ ১ ॥

লঙ্কা—হুঁ, তাহলে এই পরিস্থিতিতে তুমি এখানে কেন এসেছ?

অলকা—শোন্—রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই কুবের এবং গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে সদ্বন্ধুদের হিত উপদেশ দেবার জন্যে, লঙ্কার রাজপদে বিভীষণের অভিষেক দেখার জন্যে এবং রাবণের অপহৃত বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পককে রামের বশবর্তী হবার আদেশ দেবার জন্যেই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

লঙ্কা—আশ্চর্য! ভগবান্ পশুপতির মিত্র কুবের নিজে এভাবে রামভদ্রের ভজনা করছেন!

অলকা—ওলো, এতে আশ্চর্যের কী আছে? এই রাম ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছে পরমতত্ত্ব, তিনিই সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ। তিনিই (সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ)—তিনভাগে বিভক্ত এই প্রকৃতি। জগতে সজ্জনদের রক্ষার জন্যে তিনি নিজে অবতীর্ণ হয়েছেন ॥ ২ ॥

লঙ্কা—আমার প্রভু রাক্ষসনাথ একথা জানতেন না কেন?

অলকা—ওরে পাগলী! শাপের প্রভাবে (অর্থাৎ নন্দীশ্বর এবং বেদবতীর অভিশাপের প্রভাবে[১]) তাঁর মোহ বেড়েই যায়। তার ফলে তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। [নেপথ্যে কোলাহল]

[উভয়ে সাগ্রহে শুনতে লাগল]

[আবার নেপথ্যে]

ওহে ত্রিজগতের প্রাণিগণ! (তোমরা সকলে) শোন—অগ্নিতে প্রবেশ করে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসায় সীতা বিশুদ্ধা। সেই সাধ্বী সীতাকে সর্বজনসমক্ষে বসু, সূর্য এবং রুদ্রের সঙ্গে ইন্দ্র যোগ্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, সংসারে মর্যাদাময়ী সীতাকে সমাদর করুন ॥ ৩ ॥

অলকা—দশাননের গৃহে দুঃখে বাস করছিলেন সীতা, এতে তাঁর কলঙ্কের আশঙ্কা আছে। আশ্চর্য। এই দেবতারাও সেই আশঙ্কা দূর করার জন্যে সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করালেন, তারপর তা থেকে বেরিয়ে আসা সীতাদেবীকে তাঁরা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হায়, কী কষ্ট! পতিব্রতাময় যে জ্যোতি তা অন্য জ্যোতি দিয়ে বিশুদ্ধ করতে হয়—এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, অথবা

এটা লোকাচারের অনুবর্তনমাত্র। (অর্থাৎ সতীত্বরূপ জ্যোতি খুবই প্রখর। তার চেয়ে অল্প জ্যোতির সাহায্যে তার শোধন করা আশ্চর্য ব্যাপার, অথবা লোকে এই রকম আচরণ করে এবং বিশ্বাস করে—শুধু আচার পালনের জন্যেই এই পরীক্ষা)॥ ৪॥

লঙ্কা—মাঙ্গলিক তূর্যধ্বনিযুক্ত এই গান কোথা থেকে শোনা যাচ্ছে?

অলকা—আশ্চর্য! সীতার বিশুদ্ধি অনুমোদন করতে অপ্সরা এবং স্বর্গীয় ঋষিরা অবতীর্ণ হয়েছেন! রামভদ্রের আদেশে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক রূপ মঙ্গলকর্ম সুসম্পন্ন হয়েছে। বিভীষণ পুষ্পকরথকে সামনে রেখে রামভদ্রের নিকট আসছেন। অতএব আয়। সেইরকম স্বভাবসুলভ মহিমায় পূজনীয় চরিত্র মহানুভব রামচন্দ্রকে দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করি। [পরিক্রমা করে উভয়ের প্রস্থান]

॥ মিশ্র বিষ্কম্ভক সমাপ্ত ॥

[পুষ্পক রথ নিয়ে বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ—আমি রামভদ্রের আদেশ পালন করেছি। কেননা, মাতলিকে সাদর অভ্যর্থনার পর বন্দিনী সুরললনাদের কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছি। তাঁরা হাসিমুখে আপন ভবনে ফিরে যাচ্ছেন। অনবরত ঝড়ে পড়া অশ্রুপ্রবাহের মলিন রেখায় তাঁদের গণ্ডস্থল চিহ্নিত, (শীর্ণ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে) তাঁদের স্বর্ণবলয় খসে পড়েছে। তাঁরা একবেণীধরা, মাটিতে লুটিয়ে পড়ায় অতিমলিন তাঁদের বসন॥ ৫॥

[এগিয়ে গিয়ে] জয় হোক্—জয় হোক্ রামভদ্রের। এই পর্যন্ত আপনার নির্দেশই পালন করেছি।

বন্দিনী বনিতাজনে সমৃদ্ধ হয়ে (পূর্বে) যে কারাগারগুলি শোভিত ছিল, সেগুলি এখন স্বর্ণময় সুন্দর শৃঙ্খলের পতাকায় সমৃদ্ধ॥ ৬॥

আর এই হচ্ছে বিমানরাজ—নাম পুষ্পক যার গতি অপ্রতিহত, যা ঈপ্সিত গতির বশবর্তী যা মনোরথের মতো কাজকরে থাকে। ৭॥

রাম—সাধু লঙ্কেশ্বর, সাধু। আপনি ঠিকই বলেছেন। [সুগ্রীবের প্রতি] সখা সুগ্রীব! এক্ষেত্রে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কী?

সুগ্রীব—ত্রিভুবনের যিনি কণ্টকস্বরূপ এবং অতি উদ্ধত বাহুদণ্ডের বলে সঞ্চিত যাঁর মহিমা, সেই রাবণও সমূলে উৎপাটিত হয়েছেন, আর (সেই রাবণের দণ্ড-বিধানের মাধ্যমে) সীতা দেবীর এই অপমান দুঃখও দূর হয়েছে। তাছাড়া, সমস্ত রাজগুণযুক্ত বিভীষণকে এখানে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করায় আপনার আপন প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হয়েছে॥ ৮॥

কিন্তু হনুমান দ্রোণাদ্রি (=লক্ষ্মণের মূর্ছা ভাঙার ঔষধযুক্ত পর্বতবিশেষ) আনতে গেলে তার কাছ থেকে আমাদের সংবাদ জেনে সম্প্রতি বিশেষ করে কুমার ভরত খুবই দুঃখিত। সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্যে সংবাদ দিয়ে হনুমানকে

পাঠান। আর আপনি নিজে এই বিমানরাজ পুষ্পককে অলংকৃত করুন।

রাম—প্রিয় বন্ধুর যা অভিরুচি। [তাই করলেন]

[সকলের বিমানে চড়ার অভিনয়]

সীতা—[অপবারিত ভঙ্গীতে লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে] আমরা এখন কোথায় চলেছি ?

লক্ষ্মণ—দেবী. রঘুকুলের রাজধানী অযোধ্যার দিকে।

সীতা—বনবাসের সেই নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়েছে কি ?

লক্ষ্মণ—দেবী; আজই সেই (শেষ) দিন।

[সকলে বিমানের গতি দেখতে লাগল]

সীতা—[আশ্চর্য হয়ে] আর্যপুত্র, এসব কোন্ জায়গা ? দূরে থেকে দক্ষিণদিকের জায়গাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেননা, দেখা যাচ্ছে যে, তাদের শ্যামল পরিধি ক্রমশঃ কমে আসছে। (অর্থাৎ আকাশে ক্রমশঃ উপরে ওঠায় নীচের বনরাজির শ্যামলিমা ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে)।

রাম—দেবী, এসব ভূভাগ নয়। কিন্তু—

মহাদেবের অষ্টমূর্তির মধ্যে এ হচ্ছে সাক্ষাৎ প্রথম জলময় মূর্তি। অপরিমেয় এর নিজস্ব গাম্ভীর্য ; লোকে একে সাগর বলে থাকে ॥ ৯ ॥

সীতা—বৃদ্ধপরম্পরায় যে কথা শোনা যায়—এই সাগর হচ্ছে তাহলে আমাদের বড়ো শ্বশুরদের (অর্থাৎ সগরপুত্রদের) নির্মাণ। আচ্ছা, নূতন ঘাসে ঢাকা ভূমিতে শুভ্রবস্ত্রের মতো এই সাগরের মধ্যেও ওটা কী ?

লক্ষ্মণ—দেবী !

উৎসাহভরে (রামের) আদেশ গ্রহণ করে কৌতূহলী বানরপ্রধানরা দিগন্তবর্তী পর্বতচূড়াগুলো এনে সাগরের বুকে তৈরি করেছে ঐ অভিনব সেতু। এ আর্যচরিতের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ, যার মহিমা প্রলয়কাল পর্যন্ত কীর্তিত হবে ॥ ১০ ॥

রাম—[অঙ্গুলি নির্দেশ করে] (ঐ) জড়াজড়ি করে আছে সব তমাল তরু। তাদের ছায়ার অন্ধকারে ঢাকা স্থান ; সেখানে রয়েছে তুষারশীতল নিকুঞ্জপুঞ্জ। ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে মলয়াচলের স্বচ্ছ তুঙ্গ শৃঙ্গরাশি। তাদের সম্মুখভাগ থেকে ঝরে-পড়া ঝর্ণাধারায় সেবিত এইসব ভূভাগ।—বৎস, তুমি কি সব ভূমি চেন ?॥ ১১ ॥

লক্ষ্মণ—আর্য ! এগুলো সেই সব স্থান, যাদের অনতিদূরেই রয়েছে সেই জীর্ণ কন্দর—

মেঘের গর্জনে দিঙ্‌মণ্ডল ফেটে পড়ছে। বজ্রের নির্ঘোষে নির্ঘোষে বধির আকাশ। প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে মুহুর্মুহু হুহু করে ছুটছে অজস্র মেঘ। বৃক্ষের অন্তরালের অন্ধকার জোর করে দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিচ্ছে। মেঘ থেকে ঝরে পড়ছে জল—এ সময় বাঁশগাছের চিহ্ন দেখে যে কন্দরে প্রবেশ করে আমরা রাত্রি কাটিয়েছিলাম ॥ ১২ ॥

সীতা—[স্বগত] হায়, কী বিপদ ! এই মন্দভাগিনী আমার দুরদৃষ্টের জন্যে এই মহানুভবদেরও এইরকম ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল।

বিভীষণ—মহারাজ রামভদ্র ! ঐ দেখা যায় কাবেরীনদীর তটভূমি। (অথবা আপনি কাবেরীনদীর এইসব তীরভূমি দেখছেন কি) ?

সেখানে প্রান্তবর্তী পর্বতের সীমায় রয়েছে তাম্বূলবল্লীগুলি (=পানগাছ)। সেগুলো থেকে ঝরে-পড়া মধুধারা উদ্‌গিরণ করছে পল্লবময় পুগবৃক্ষরাজির (=সুপারি গাছের) বন। সেই অরণ্যকে নিবিড় করছে বড়ো বড়ো প্রাচীন বৃক্ষের তলদেশ। ঐ প্রাচীন বৃক্ষগুলি অনেক আশ্রমস্থান সূচিত করছে, যেখানে প্রলয়কালের সাক্ষিস্বরূপ সেই সমস্ত মুনিরা বাস করেন। যাঁরা অচঞ্চল তপস্যায় এবং বেদপাঠে ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ করেছিলেন ॥ ১৩ ॥

এর অনতিদূরেই দক্ষিণ দিকে রয়েছে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার পরিষ্কার করা প্রান্তদেশ। সেখানে অগস্ত্য নামক জ্যোতি প্রদীপ্ত রয়েছেন।

রাম—অগস্ত্যের আশ্রমস্থান কেমন করে অতিক্রম করব ? যাঁর চেষ্টায় এই সাগর মরুতে পরিণত হয়েছিল, যাঁর জন্যে বিন্ধ্যপর্বত স্বেচ্ছালীলা সংবরণ করে আপন উন্নতি ত্যাগ করেছিল, বাতাপী দানবের দেহ বিলীন হয়েছিল যাঁর উদরে, যাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, সেই মুনি অগস্ত্য কোন্ বাক্যের বর্ণনীয় বিষয় ? ॥ ১৪ ॥

অমিত-বিভব, অন্তরাত্মায় বিশ্বসাক্ষাৎকারী, এই মহাত্মা আমাদের বিশেষ বন্দনীয়। [সকলে বন্দনা করল]

[আকাশে]

হে রাম, অনুজদের সঙ্গে থেকে প্রজাদের শাসন করো। কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী হোক্ তোমার যশ। তোমার নাম যাঁরা জপ করেন তাঁরাও অমৃতত্ব লাভ করুন ॥ ১৫ ॥

রাম—[শুনে] আকাশবাণীতে মহামুনি অগস্ত্যের বন্দনা করায় আমার উপর তাঁর কী পরম অনুগ্রহ ! [অন্য সকলের অভিনন্দন]

বিভীষণ—মহারাজ রামভদ্র ! এই হচ্ছে পম্পাসরোবরের সেই সমস্ত প্রান্তভূমি, যেখানে অনেকক্ষণ ধরে অভিজ্ঞানগুলো দেখা সত্ত্বেও সেগুলি জোর করে আপনার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করছিল। আরও (দেখুন) সামনে পড়ে আছে সেই প্রাচীন সাতটি তালগাছ, যেগুলিকে আপনি এক বাণে বিদ্ধ করেছিলেন। এখানে শরজালের আঘাতে সেই বালীও মুহূর্তে খেলনার বানরে পরিণত (অর্থাৎ নিহত) হয়েছিল। এখানেই কৌতূহলভরে লক্ষ্মণ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন কবন্ধ (এবং দুন্দুভির) হাড়ের পাহাড়। আর এই স্থানে হনুমানের পাশে আপনিই দেখেছিলেন সীতাদেবীর উত্তরীয় ॥ ১৬ ॥

সীতা—[স্বগত] হনুমানের হাতে কি আর্যপুত্র আমার উত্তরীয় দেখেছিলেন ?

রাম—[স্মরণ করে] হে দেবী, তোমাকে যখন (রাবণ) অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় তুমি নিশ্চয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলে, তাই অনসূয়া নামাঙ্কিত তোমার উত্তরীয়টি খুলে পড়েছিল। আর আমরা সেই প্রথম পেলাম তোমার অভিজ্ঞান। যখনই দেখলাম সে উত্তরীয়, তখন মনে হল যেন শরতের জ্যোৎস্না চোখে দেখছি ; শরীরে অনুভব করছি যেন কর্পূরের ধূলিরাশি ; আর মনে হল, আপন অন্তরে অমৃতকলস থেকে নিবিড় সেচন চলছে ॥ ১৭ ॥

[সীতার লজ্জাপ্রকাশ]

লক্ষ্মণ—সেই দুরাচার রাবণকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে এই পিতৃবন্ধু গৃধ্ররাজ জটায়ু জরাজীর্ণ শরীর ত্যাগ করে যশোময় নবীন দেহ লাভ করেন ॥ ১৮ ॥

সীতা—[স্বগত] এ কী শুনছি ? আমার জন্যে সেই রকম মহানুভবেরও এই অবস্থা !

সুগ্রীব—দেব, আমরা দণ্ডকারণ্যের সীমা অতিক্রম করেছি।

যেখানে ভগ্নী শূর্পণখার কান, নাক এবং ওষ্ঠ অন্বেষণ করতে এলে, সহচরের সঙ্গে ত্রিশিরা, খর এবং দূষণ কোথায় চলে গেল (অর্থাৎ মারা গেল ॥ ১৯ ॥

সীতা—[কেঁপে] ওমা ! এ কী ! আবার শুনছি রাক্ষস ?

রাম—দেবী, ভয়ের কী আছে ? (রাক্ষসেরা) এখন নামেমাত্র অবশিষ্ট আছে।

কেবলমাত্র সৌমিত্রির ধনুষ্টঙ্কারেই রাক্ষসেরা ধ্বংস হল, যেমন সিংহনাদে হস্তীরা ধ্বংস হয় ॥ ২০ ॥

[নিরূপণ করে] এই বিমানরাজের গতি অন্যরকম হল কি ?

বিভীষণ—মহারাজ ; অতি উচ্চ এই সহ্যপর্বত। একে অতিক্রম করে আর্যাবর্তে যেতে হয়। সেজন্যে একে অতিক্রম করতে গিয়ে বিমানরাজ পৃথিবীর সান্নিধ্য থেকে একটু উপরে উঠেছে।

লক্ষ্মণ—বিষ্ণুর পাদলাঞ্ছিত অন্তরিক্ষলোক অবশ্যই দেখা উচিত।

[সকলে উচ্চ গতিবেগ দেখতে লাগল]

রাম—[দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে] যিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কুলের প্রবর্তক—জ্যোতির আকর, যিনি বেদত্রয়ের এক মূর্তিমান উৎকৃষ্ট অংশ, পুষ্পকে আরোহণের ফলে, সাক্ষাৎ সেই সূর্যদেব সমীপে বিরাজ করছেন ॥ ২১ ॥

[সকলের অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম]

সীতা—[ঊর্ধ্বদিকে তাকিয়ে] আশ্চর্য ! এ কী দিনের বেলাতেও একে তারামণ্ডলের মতো দেখা যাচ্ছে !

রাম—দেবী, এতো তারামণ্ডলই। অতি দূরে থাকায় সূর্যকিরণে দৃষ্টিশক্তি বাধা পায়। তাই দিনের বেলায় একে দেখা যায় না। বিমানে চড়ায় সে বাধা এখন (আর) নেই।

সীতা—[সকৌতুকে] আকাশ-উদ্যানে যেন ফোটা ফুলের মতো এদের দেখা যাচ্ছে।

রাম—[চারিদিক দেখে] একী ! এখন যে, জগতের দিঙ্‌মণ্ডলের পার্থক্য নির্ণয় করা যাচ্ছে না। কেননা—

অত্যন্ত দূরত্বের জন্যে পৃথিবীর (পর্বত প্রভৃতি) উপাধিগুলো স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না, আর অন্তরিক্ষের ঐ উপাধিগুলোও সর্বদিক থেকে যেন সমান মনে হচ্ছে ॥ ২২ ॥

সুগ্রীব—মহারাজ ! ভ্রাতৃস্নেহের আজ্ঞাবর্তী হয়ে দিগন্তে যথেচ্ছ বিচরণ করার সময় এসব আমি আগেই দেখেছি। কেননা—

এটা উদয়াচল এবং ওটা অস্তাচল। উদয়াচলের কোলে নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে সূর্য এবং চন্দ্র বাল্যকাল যাপন করেন, আর অস্তাচলে যাপন করেন বার্ধক্য ॥ ২৩ ॥

এদিকে দেখুন—মহারাজ !

এই হচ্ছে কৈলাস এবং অঞ্জন পর্বত। উচ্চতায় এবং বিশালতায় এরা সমান। এরা যেন চন্দন আর কস্তুরীতে (যথাক্রমে সাদা আর কালোয়) চর্চিত পৃথিবীর

দুটি স্তন ॥ ২৪ ॥

এদিকে এটি কাঞ্চন পর্বত। তারপরে রয়েছে গন্ধমাদন পর্বত, যার চূড়া আকাশকে চুম্বন করছে। তারও পরে রয়েছে আমাদের অগম্য ভূমি (অর্থাৎ স্বর্গ)।

রাম—[চারিদিকে দেখে, সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে] আশ্চর্য! এক এক করে সবকিছুই কি চক্ষুগোচর হয়? এখন জানতে হবে সংসারের নিয়ম।

সীতা—ও মা! অদৃষ্টপূর্ব এবং অদ্ভুত এ কী দেখছি? এ মানুষও নয়, পশুও নয়।

রাম—দেবী! এ হচ্ছে অশ্বমুখ কিন্নরমিথুন। প্রায়ই এই সমস্ত স্থানে এইরকম প্রাণীরা অধিক বিচরণ করে থাকেন। ।।

বিভীষণ—আরে, ইনি তো এদিকেই আসছেন। সাধারণতঃ অলকাধিপতি কুবেরের বার্তা বহন করে থাকেন।

[নেপথ্যে]

হে দেব, হে সূর্যবংশের রত্ন রামভদ্র! কৈলাসপতি কুবেরের আদেশে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আমরা (দুজনে) অযোধ্যায় চলেছি। যাত্রাকালে পুণ্যফলে পথের মাঝেই আপনার দর্শন পেলাম। তাঁর (=কুবেরের) আদেশে স্বতন্ত্রতা হারালেও আমার পক্ষে তা বড়োই গুণদায়ক, কেননা, (আজ) পুরাণপুরুষেরই অবতারক্রমে আবির্ভূত জ্যোতি সাক্ষাৎ করলাম।

[সকলে দেখতে লাগল]

[পুনরায় নেপথ্যে]

কিন্নর—আপন্নবৎসল, জগজ্জনের একমাত্র বন্ধু, বিদ্বানরূপ মরালদের নিকট কমলাকর, হে রামচন্দ্র! জন্মাদিকর্মরহিত দেবরূপ চকোরেরা সহস্র বৎসর ধরে পান করুক আপনার যশ ॥ ২৫ ॥

[পুনরায় নেপথ্যে]

কিন্নরী—হে বৈদেহি! যতদিন এই ধরণীমণ্ডল শেষনাগের মস্তকে থাকবে, যতদিন আকাশ গ্রহরাশিতে খচিত থাকবে, ততদিন ভুবনে ভুবনে পূতচরিত্রেরা তোমার পবিত্র নির্মল স্তবগান রচনা করুক। (অথবা, শেষ অংশটির অর্থ এইরূপ—যতদিন ত্রিভুবনে পবিত্র নির্মলতা থাকবে, ততদিন পূতচরিত্রেরা তোমার স্তব গান করুক) ॥ ২৬ ॥

[কিন্নরমিথুন আনন্দে নাচতে লাগল]

অন্যেরা—বড়ো আনন্দ, আমাদের—কী আনন্দ!

রাম—লঙ্কেশ্বর! অনেকক্ষণ সঞ্চরণ করায় এখানে আর ভালো লাগছে না। তার চেয়ে বরং পৃথিবীর কাছাকাছি যাই।

বিভীষণ—মহারাজ!

এই সেই হিমালয়ের পাদদেশ—কর্পূরখণ্ডের মতো উজ্জ্বল। মন্দাকিনীর জলে ধৌত এর শিলাখণ্ড, পরনে রয়েছে জীর্ণ ভূর্জবল্কল। এখানে তত্ত্বদর্শনে মোহান্ধ দূর করেছিলেন অধ্যাত্মবিদ্যারসিক ব্রহ্মবিদেরা। (এখনও) জাগ্রত রয়েছে তাদের স্বভাবমধুর সৌম্য তেজ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মণ—আর্য! আশ্চর্য এই ভূখণ্ডগুলি। পূর্বের চেনা থেকে অচেনা বিষয়গ্রহণে

নেত্রকে এরা সহ্য করছে না (অর্থাৎ পরিচিত বস্তুই বারবার দেখতে উৎসুক করে, নূতন বস্তুদর্শনে অবসর দেয় না)।

রাম—[দেখে স্মরণ করে] বৎস, এই সেই তপোবনভূমি, যার প্রান্তদেশ পূত হয়েছে গুরুবর কৌশিকের পরিভ্রমণে। এইখানে পূজনীয় যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য দ্বিতীয় বিদেহাধিপতির (=কুশধ্বজের) গুরুদেব সংলাপ-অমৃতের আনন্দ অনুভব করতেন ; আমরা দুজনে তখন গুরুদেবের অতি স্নেহে পালিত থেকে বালক-সুলভ উল্লাস করতাম।

সীতা—[স্বগত] ছোটো কাকাবাবুর নাম শুনছি কেন ?

রাম লঙ্কেশ্বর! গুরুদেবের চরণকমলে পবিত্র এইসব প্রান্তভূমি। এখন বিমানে আরোহণ করা উচিত নয়।

[নেপথ্যে]

ওহে—ওহে রাম-লক্ষ্মণ! সেই ভগবান কৃশাশ্বের শিষ্য (=বিশ্বামিত্র) তোমাদের দুজনকে জানাচ্ছে—

রাম-লক্ষ্মণ—[বিমানে অধিষ্ঠিত দেবতাকে ইঙ্গিতে থামিতে আদেশ দিয়ে] (বলুন), আমরা শুনছি।

[পুনরায় নেপথ্যে]

তোমরা যেভাবে (রথে চড়ে) আছ সেভাবেই অযোধ্যাপুরীতে চলো। (পথের) মধ্যে বিলম্ব কোরো না। তোমাদের দুজনের জন্যে বসিষ্ঠরূপ জ্যোতি অপেক্ষা করছেন ॥ ২৮ ॥

আর আমিও মধ্যাহ্নের কাজে ব্যস্ত থাকায় দুই মুহূর্তের (অর্থাৎ ৪৮মিঃ × ২ = ৯৬ মিনিটের) মধ্যে আসছি।

রাম-লক্ষ্মণ—যে আজ্ঞা গুরুদেব।

রাম—আশ্চর্য, মহাত্মারাও বাৎসল্যের অধীন! যার প্রভাবে তিনি অযোধ্যায় আসতে আগ্রহী, যদিও তপস্যা এবং বেদপাঠের মধ্যে সময় ক্ষণে ক্ষণে বিভক্ত। অথবা এটা তাঁর পক্ষে উপযুক্তই বটে। কেননা, তিনি যেখানে করুণাপরবশ হয়ে তপোবনতরু এবং মৃগকুলের প্রতি মৃদুপ্রকৃতিসম্পন্ন সেখানে মানুষের প্রসঙ্গে বলার কী আছে ? বিশেষভাবে—

আমরা দুজনে সূর্যবংশীয় রাজাদের গৃহে শুধু জন্মেছি কিন্তু শাস্ত্র এবং অস্ত্রজ্ঞানপ্রধান যে আত্মশুদ্ধির ব্যাপার, সে তো এই মহাত্মার কাছ থেকেই পেয়েছি ॥ ২৯ ॥

বিভীষণ—[দেখে] এ কী ? অকস্মাৎ কুয়াশার মতো পৃথিবীর ধূলিরাশিতে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন!

[সকলে সবিস্ময়ে দেখতে লাগল]

রাম—[অনুমান করে] মনে হয়—হনুমানের কাছ থেকে আমাদের সংবাদ পেয়ে সৈন্য সহ ভরত আমাকে অভ্যর্থনা করতে এখানে আসছে।

[প্রবেশ করে]

হনুমান্—[চরণ কমল স্পর্শ করে প্রণাম] মহারাজ! ভরত আপন অন্তরে আপনার অনির্বচনীয় চরিত চিন্তা করতে করতে দীর্ঘসময় রইলেন ; তারপর আমার

কাছ থেকে আপনার এই (আগমনরূপ) সংবাদ পেয়ে প্রস্থান করলেন। জটাধারী বল্কল-পরিহিত তিনি। অমৃত সমান আপনার নাম জপ করতে করতে আনন্দে অধীর হয়ে অমাত্যাদি প্রকৃতির সঙ্গে আপনার কাছে আসছেন ॥ ৩০ ॥

রাম—[উল্লাসের সঙ্গে] আহা কী আনন্দ ! বহুকাল পরে আয়ুষ্মান্ ভরতের প্রেম উপলব্ধি করব,—এই জন্যে সব আনন্দের চেয়ে বেশি আনন্দ অনুভব করছি।

লক্ষ্মণ—[আগ্রহের সঙ্গে] বন্ধু মারুতি ! আর্য ভরত কোথায় ?

হনুমান—সৈন্যের পুরোভাগে এই যে পাঁচ ছজন রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনুজ শত্রুঘ্নের সঙ্গে যিনি সকলের আগে তিনিই মহাত্মা ভরত।

[লক্ষ্মণ দেখতে লাগল]

সীতা—[দেখে] এ কী ! অন্যরকম দেখছি যে !

বিভীষণ—ওগো ও বিমানরাজ ! একটু থামো। বহুদিন পরে আপনজনদের দর্শনে আলিঙ্গনে এবং আদর প্রভৃতির মাধ্যমে এই মহানুভবেরা পরস্পরের অঙ্গজ (আলিঙ্গনের) আনন্দ অনুভব করুক।

[সকলের বিমান থেকে অবতরণের অভিনয়]

[তারপর কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে ভরত এবং শত্রুঘ্নের প্রবেশ]

রাম—[পায়ে প্রণত ভরতকে সবেগে উঠিয়ে] এসো—এসো—বৎস !

উত্তম কমলের মৃণালের মতো রোমাঞ্চকণ্টকিত তোমার দেহ। সে দেহের আলিঙ্গন আজ ব্রহ্মানন্দের অনুভব এনে দিক ॥ ৩১ ॥

[গভীর আশ্লেষ করে রোদন]

[পাদপতিত ভরতকে লক্ষ্মণের আলিঙ্গন]

[শত্রুঘ্নের রামলক্ষ্মণকে প্রণাম]

রাম লক্ষ্মণ—বংশমর্যাদা রক্ষা করো।

[ভরত এবং শত্রুঘ্নের দণ্ডবৎ হয়ে সীতাকে প্রণাম]

সীতা—কুমারদ্বয় ! তোমরা দুই অগ্রজের আজ্ঞানুবর্তী হও।

রাম—বৎস ভরত এবং শত্রুঘ্ন !

আমাদের বিপদসাগরের তরণী স্বরূপ—এই ইনি হচ্ছেন কপীন্দ্র সুগ্রীব ; আর ধর্মময় মঙ্গলে রত ইনি মিত্র লঙ্কেশ্বর বিভীষণ ॥ ৩২ ॥

অতএব তোমরা আলিঙ্গন করো [সুগ্রীব এবং বিভীষণকে দেখালো]

[ভরত এবং শত্রুঘ্ন উভয়ে আলিঙ্গন করে যথাসম্ভব সাদর অভ্যর্থনা জানালো]

ভরত—আর্য ! আমাদের কুলগুরু ভগবান বশিষ্ঠ অভিষেকের যাবতীয় সামগ্রী রচনা করেছেন। আপনাকে সিংহাসনে স্থাপিত করতে তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। (এখন) আর্যের যা আদেশ।

রাম—[স্বগত] পূজনীয় বিশ্বামিত্রের (অনুমতির জন্যে) অপেক্ষা করা উচিত। ভগবান্ বশিষ্ঠের তো এই আদেশ। যা হোক্, যথাসময়ে প্রতিকার করা যাবে [প্রকাশ্যে] কুলগুরুর যা আদেশ।

[সকলের পরিক্রমণ]

[তারপর বশিষ্ঠ এবং দশরথের পত্নীদের দ্বারা সেবিত অরুন্ধতীর প্রবেশ]

বশিষ্ঠ—[স্বগত] সেই রাম ক্ষমার নিধান, গুণমণিদেরও খনি, শরণাগত প্রাণীদের মূর্তিমান পুণ্যফল, এবং পরম দয়ালু। এক্ষেত্রে সে বাহ্য দৃষ্টিতে—উপাসিত (কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে সকল সাধক তারই ধ্যান করে)—এই আনন্দে আমি সকল আনন্দের উপরে সন্তরণ করছি ॥ ৩৩ ॥

যা হোক, তবু তো লোকাচার পালন করতে হবে। [প্রকাশ্যে] বধূ কৌশল্যা এবং সুমিত্রা!

উভয়ে—আজ্ঞা করুন কুলগুরু।

বশিষ্ঠ—সৌভাগ্যবশে তোমাদের দুজনের সন্তানই অক্ষত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করছে।

উভয়ে—এতো আপনার আশীর্বাদের প্রভাব।

অরুন্ধতী—[কৈকেয়ীকে দেখে] বৎসে কৈকেয়ী; এভাবে বিষণ্ণ মনে রয়েছ কেন?

কৈকেয়ী—মা, আমি হতভাগিনী। আমার দুর্ভাগ্যবশে সমস্ত সংসারও এভাবে আমার কলঙ্কের কথা বলছে। কেননা, মন্থরার মুখে দুই সন্তানের বনবাসের কারণ ঘটিয়েছিল এই মধ্যম জননী কৈকেয়ী। অতএব (বলুন), আমি কেমন করে রাম-লক্ষ্মণের মুখ দর্শন করব?

অরুন্ধতী—বৎসে! মিথ্যা কলঙ্কের আশঙ্কা কোরো না। পূজ্যপাদ বশিষ্ঠ ধ্যান-দৃষ্টিতে এই ব্যাপার জেনে ছিলেন।

সকলে—কী ব্যাপার?

অরুন্ধতী—মন্থরার রূপ ধারণ করে শূর্পণখা মাল্যবানের কথায় এই কাজ করেছিল।

সকলে—আশ্চর্য এই রাক্ষসদের দুরভিসন্ধি—যা এখানে অবস্থিত অবলাজনকেও পীড়িত করে!

বশিষ্ঠ—হুঁ, এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে একটুও দুঃখ করা উচিত নয়। আজও আবার রাক্ষসদের আক্রমণের কথা কেন?

রাম— বশিষ্ঠকে দেখে সানন্দে] এই সেই ভগবান বশিষ্ঠ, যাঁর দর্শনে এভাবে আশ্চর্যজনকভাবে হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল, যেমন পূর্ণচন্দ্রের কিরণে গলে যায়, চন্দ্রকান্তমণি তেমনি ॥ ৩৪ ॥

[লক্ষ্মণের প্রতি] বৎস, এদিকে—এদিকে।

উভয়ে—[এগিয়ে গিয়ে] ভগবন্ কুলগুরু! রাম ও লক্ষ্মণ আপনাকে প্রণাম নিবেদন করছে।

বশিষ্ঠ—বৎসদ্বয়! যথাসময়ে তোমরা নীতি, ধর্ম এবং জ্ঞানে বিভূষিত চক্ষুর বিশুদ্ধি লাভ করো ॥ ৩৫ ॥

[উভয়ের অরুন্ধতীকে প্রণাম]

অরুন্ধতী—তোমাদের ইষ্টসিদ্ধি হোক্।

[উভয়ের ক্রমানুসারে মাতৃপ্রণাম]

সকলমাতা—[উভয়কে গভীর আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণপূর্বক] আমরা যা চাই—তোমরা তাই লাভ কর।

[এগিয়ে গিয়ে সীতার বশিষ্ঠকে প্রণাম]

বশিষ্ঠ—বৎসে! বীরপ্রসবিনী হও।

[সীতার অরুন্ধতীকে প্রণাম]

অরুন্ধতী—[সীতাকে গভীর আলিঙ্গন করে]

অয়ি জানকী! লোপামুদ্রা, অনসূয়া আর আমি—এই তিন (প্রসিদ্ধ) পতিব্রতা ছিলাম, এ ব্যাপারে এখন তোমাকে নিয়ে চারজন পতিব্রতা হোক্‌ ॥ ৩৬ ॥

[সীতার শাশুড়ীদের প্রণাম]

সকল মাতা—বৎসে, বংশের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী পুত্রের জননী হও। [নেপথ্যে]

কৃশাশ্বের শিষ্য বিশ্বামিত্র তোমাদের আদেশ করছেন—হে পুরবাসিবৃন্দ! তোমরা ঘরে ঘরে আজ দীর্ঘ আনন্দানুষ্ঠানে মেতে ওঠো। তারপর কর্মচারিবর্গ! তোমরা নিজের কর্মে সাবধান হও। আর হে দ্বিজবরগণ! আপনারা যথাবিধি অভিষেকসামগ্রী রচনা করুন ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠ—[শুনে] অহো, বৎস রামভদ্রের কী মহাভাগ্য! কেননা, ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র স্বয়ং তাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে উপস্থিত হয়েছেন।

অন্যসকলে—আমাদের কী আনন্দ—কী আনন্দ!

[শিষ্যের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বামিত্র—যজ্ঞের বিঘ্ন বিনাশের জন্যে দশরথের হস্ত থেকে আমি গ্রহণ করেছিলাম এই রামকে। আপন অন্তরে যে-সব সৎ চিন্তা করেছিলাম, সে-সবের সার্থক রূপায়ণের জন্যে আমার ব্যাকুলতা ছিল। দৈবের আনুকূল্যে এবং (রামের) প্রকৃষ্ট চেষ্টার প্রভাবে আমাদের মতো নিরীহ তপস্বীদের নিকট সেই চিন্তা এখন সফল হয়েছে। তাই আজ শ্রীরামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে আমি বার বার আনন্দ অনুভব করছি ॥ ৩৮ ॥ [পরিক্রমণ করতে লাগলেন]

বশিষ্ঠ—ইনি সেই কৌশিক—

সহজাত যাঁর ক্ষাত্র তেজ, ব্রাহ্ম তেজ যাঁর অধিক, এবং যিনি অলৌকিক চমৎকৃতির আধার; তাঁর কোন্‌ বস্তুই বা আশ্চর্য নয়? ॥ ৩৯ ॥

[বশিষ্ঠ এবং বিশ্বমিত্র মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন]

বিশ্বামিত্র—ভগবন্‌ মৈত্রাবরুণি (বশিষ্ঠ)! এখন আর প্রতীক্ষা কিসের?

বশিষ্ঠ—যা উচিত, তাই সম্পন্ন করুন।

বিশ্বামিত্র—[দিব্য ঋষিদের উদ্দেশ্য করে] আপনারা রামভদ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

[নেপথ্যে দুন্দুভির শব্দ]

[সকলের সবিস্ময়ে পুষ্পবৃষ্টি দর্শন]

বশিষ্ঠ—লোকপালদের নিয়ে ভগবান্‌ ইন্দ্র রামের অভিষেক অনুমোদন করছেন দেখছি।

(অভিষেক-অনুষ্ঠানের পর)

রাম—(বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাছে এসে) গুরুদেব! প্রণাম।

উভয়ে—গুণনিধি রাম! ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান রাজারা যে রাজ্যভার বহন করেছেন তুমি ভাইদের নিয়ে তা বহন করো ॥ ৪০ ॥

অন্যেরা—তাই হোক। (এই বলে অনুমোদন করলেন)

বিশ্বামিত্র—বৎস রাম!

রাম—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

বিশ্বামিত্র—সুগ্রীব ও বিভীষণ তো উৎসবের আনন্দ উপভোগ করছেন, এখন এদের বিদায় দেবার ব্যবস্থা করো। আর সময়মতো যা সহজে পাওয়া গিয়েছিল সেই পুষ্পকরথও এবারে কুবরের কাছে ফিরে যাক।

(রাম সেই-মতো ব্যবস্থা করলেন)

বিশ্বামিত্র—বৎস রাম!

পিতৃ-আদেশ পালন করলে, কঠোর সত্যও রক্ষা করলে, রাক্ষসবধ করে ত্রিভুবনের মনঃপীড়া নিরাময় করলে, দেবতাদের মনস্কামনাও পূরণ করলে, পত্নী ও অনুজদের নিয়ে রাজ্যেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, এর চেয়ে শ্রেয় আর কী কাম্য হতে পারে? ॥ ৪১ ॥

রাম—এরচেয়ে শ্রেয় আর কী আছে? তবুও আপনাদের অনুগ্রহে এই হোক—

রাজারা অতন্দ্র হয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করুন, মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, সমগ্র রাজ্য শস্য-সমৃদ্ধ হোক, দূর হোক শস্যবিঘ্ন। কবিরা প্রসাদগুণে মণ্ডিত আনন্দপ্রদ কাব্য রচনা করুন, আর পণ্ডিতেরাও অন্যের রচনা উপভোগ করে নন্দিত হোন ॥ ৪২ ॥

(সকলের প্রস্থান)

[সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত]

॥ মহাবীরচরিত নামে এই নাটক সমাপ্ত ॥

প্রথম অঙ্ক

১. অথ—নাটকের প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকের প্রথমেই 'অথ' শব্দটি মাঙ্গলিক। সাধারণতঃ 'অথ' শব্দের অর্থ 'তারপর'; কিন্তু নাটকের প্রারম্ভেই এই শব্দটি থাকায় উক্ত অর্থটি নিরর্থক। গ্রন্থের প্রথমেই অথ শব্দ থাকলে বুঝতে হবে তা মঙ্গলার্থক। তাই বলা হয়েছে—"ওংকারশ্চাথশব্দশ্চ সর্গাদৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে 'ওংকার' এবং 'অথ'—এই দুটি শব্দ ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রথম উচ্চারিত হওয়ায় এই শব্দ দুটি মাঙ্গলিক।

স্বস্থায়—স্বস্মিন্ তিষ্ঠতি ইতি স্বস্থঃ তস্মৈ=স্বস্থায়। অর্থাৎ যিনি নিজেতেই অবস্থান করেন। পরব্রহ্ম আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অন্য কোনো আধার নেই। অতএব স্বস্থায় শব্দের অর্থ 'অন্য আধার রহিত'—এইরকমও হতে পারে।

চৈতন্যজ্যোতিষে—চৈতন্যাত্মক এবং জ্যোতি বা প্রকাশাত্মক। অথবা সমাধিকালে প্রাপ্ত যে অভেদজ্ঞান তাই হচ্ছে চৈতন্য। সেই চৈতন্যরূপ জ্যোতির্ময়।

দেবায়—দিব্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করে 'দেব' শব্দ ব্যুৎপন্ন। দিব্ ধাতুর অর্থ খেলা করা, দীপ্ত হওয়া ইত্যাদি। পরব্রহ্ম একদিকে চিরদীপ্ত। তিনিই একমাত্র দীপ্তিমান, তাঁরই দীপ্তিতে যাবতীয় সবকিছু দীপ্ত ও ভাস্বর। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে—'তস্যৈব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। আবার অন্যদিকে তিনি আত্মমায়ায় খেলা করে থাকেন (লীলয়ৈব ভুবনানি নির্মমাণস্য তস্য ক্রীড়া-প্রবৃত্ততা নাসত্যা)।

তাৎপর্য—সংস্কৃত নাটকের নিয়ম অনুসারে শ্লোকটি অষ্টাক্ষরা নান্দীশ্লোকের লক্ষণ বহন করে। কবি এখানে ইষ্টদেবতা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নাটকে বর্ণনীয় মহাবীর রামচন্দ্রের কথাও কৌশলে তুলে ধরেছেন। শ্লোকে দেব-শব্দের মাধ্যমে রামদেবকে সূচিত করা হয়েছে। বালী, রাবণ প্রভৃতি জগতের পাপকে হত্যা করে তিনিও হত-পাপ্মনা। বধাদি ব্যাপারের মাধ্যমে নাটকের মূলতঃ বর্ণনীয় বীররস ব্যঞ্জিত হয়েছে। তাছাড়া ক্রীড়ার্থক দিব্ ধাতু থেকে উৎপন্ন দেবশব্দের সাহায্যে রামচন্দ্রের জানকীর সঙ্গে ক্রীড়াদিও তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ রামচন্দ্র তাঁর অলৌকিক ক্রিয়ায় দেবত্বে উন্নীত হওয়ায় পরমেশ্বরের অন্য বিশেষণগুলিও তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য। এভাবে নান্দী শ্লোকে ভবভূতি, ভাস এবং কালিদাসের মতো নাট্যকুশলতার ছাপ রেখেছেন।

২ ভবভূতির তিনটি রূপকই কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উৎসবে মঞ্চস্থ হয়। উজ্জয়িনীর মহাকালকালকেই সাধারণতঃ কালপ্রিয়নাথ বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, এটি হচ্ছে পদ্মাবতীতে একটি শিবমন্দির। এ থেকে অনেকে মনে করেন কবি অতি অল্প বয়সেই দাক্ষিণাত্য ছেড়ে উজ্জয়িনীতে চলে আসেন এবং পরে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করেন।

৩. শুক্ল এবং কৃষ্ণভেদে যজুর্বেদের দুটি শাখা। তার মধ্যে কৃষ্ণযজুর্বেদকে

তিত্তিরি বলা হয়। এই তিত্তিরি বেদকে যাঁরা জানেন বা পাঠ করেন তাঁদের বলা হয় তৈত্তিরীয়। কথিত আছে পুরাকালে বৈশম্পায়নের কাছ থেকে যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন; কিন্তু পরে কোনো কারণে গুরু শিষ্যের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীত বেদবিদ্যা প্রত্যর্পণ করতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বিদ্যা উদ্গিরণ করলে সেখানে বিচরণকারী তিত্তিরপাখিরা সেই বেদ ভক্ষণ করে ফেলে। সেই থেকে যজুর্বেদের কৃষ্ণশাখার নাম হল তিত্তিরি শাখা। যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত যজুর্বেদের নাম হল শুক্লশাখা।

৪. আহারের সময় শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশনকে পঙ্‌ক্তি বলে। সেই পঙ্‌ক্তিকে যে উত্তম ব্রাহ্মণেরা পবিত্র করে থাকেন তাঁদের বলা হয় পঙ্‌ক্তিপাবন। সমস্ত বেদ এবং সর্বশাস্ত্রে অগ্রণী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদেরও পঙ্‌ক্তিপাবন রূপে অভিহিত করা হয়:

> অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ।
> শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥

সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে না দেখা পর্যন্ত ভোজনপঙ্‌ক্তি বিশুদ্ধ হয় না, সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিপাবন বলা হয়।

৫. পাঁচ রকমের অগ্নির সমাহারকে পঞ্চাগ্নি বলে। এই পাঁচ অগ্নি হচ্ছে—দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য (পাবন) এবং আবসথ্য (পবন)। বৈদিক কর্মপরায়ণ ব্যক্তির কাছে এই পঞ্চাগ্নি সাধনীয়।

৬. 'ভবভূতি' এই নাম কবির পিতৃদত্ত নাম নয়। কবির পিতৃদত্ত নাম শ্রীকণ্ঠ। 'সাম্বা পুনাতু ভবভূতিপবিত্রমূর্তিঃ'—এইরকম এক কবিতা লিখে কবি কোন এক রাজাকে তুষ্ট করেন। পরে সেই রাজা কবিকে ভবভূতি উপাধিতে ভূষিত করেন। [ষষ্ঠ খণ্ডে উত্তরচরিতের ভূমিকায় ১ পৃঃ বিশেষ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য]

৭ সাংকাশ্য নামক জনপদ তার অধিপতি। কুশধ্বজের সম্বোধন।

৮. ত্রিশঙ্কু সূর্যবংশের একজন প্রখ্যাত নৃপতি। তিনি ছিলেন অযোধ্যার রাজা এবং হরিশ্চন্দ্রের পিতা। জ্ঞানী ও ধার্মিক এই রাজা সশরীরে স্বর্গ গমনের জন্য কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে বলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করলে দেবতারা যজ্ঞভাগ করতে এলেন না। তখন ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র তপস্যার পুণ্যে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠালেন। তখন ইন্দ্র বললেন— ত্রিশঙ্কু তুমি গুরুশাপহত, অতএব নীচের দিকে মাথা করে ভূপতিত হও। ত্রিশঙ্কুর সে অবস্থা দেখে বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে তাঁকে অন্তরিক্ষে স্থাপন করেন।

৯ রাজা হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান থাকায় বরুণের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁর পুত্র হলে তাঁকে বলি দেবেন। পরে রাজার রোহিত নামে এক পুত্র হলে নানা

অছিলায় পুত্রবলি দিতে বিলম্ব করেন। পরে একশো গরুর বিনিময়ে অজীগর্তের মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে ক্রয় করেন রোহিতের পরিবর্তে বলি দেবার জন্যে। শুনঃশেপ বিষ্ণু, বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার স্তুতি করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান এবং পরে বিশ্বামিত্র তাঁকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং নাম রাখেন দেবরাট।

১০. রম্ভা অপ্সরাদের মধ্যে অতি সুন্দরী। কুবেরের পুত্র নলকুবেরের পত্নী। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্যে দেবতারা এই সুন্দরী অপ্সরাকে পাঠায়। বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভা শিলায় পরিণত হয়ে ১০০০ বৎসর ঋষির তপোবনে অবস্থান করেন। পরে বিশ্বামিত্রের তপোবনে অঙ্গারিকা নামে এক রাক্ষসী নানা উপদ্রব করতে থাকায় তপস্যারত শ্বেতমুনি সেই শিলাখণ্ড দিয়ে তাকে হত্যা করেন। শিলাভূত রম্ভা কপিতীর্থে পড়লে রম্ভা পুনরায় নিজের রূপ ফিরে পান।

১১. সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম নিমি। হিমালয়ের কাছে বৈজয়ন্ত নগরে তিনি রাজত্ব করতেন। একবার তিনি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করে বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণ করেন। ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী থাকায় বশিষ্ঠ রাজাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু রাজার বিলম্ব সহ্য হল না, গৌতমকে দিয়ে তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষে বশিষ্ঠ ফিরে এলেন। নিমির আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁর দেহ চেতনা-বিলীন হবে। নিমিও জেগে উঠে বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিলেন যে, সুপ্তকে অভিশাপ দেবার ফলে তাঁরও মৃত্যু হবে। পরস্পরের শাপের ফলে নিমি ও বশিষ্ঠ দুজনেই দেহত্যাগ করে বায়বীয় শরীর পেলেন। তারপর একদিন উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হয় এবং সেই বীর্য থেকে বশিষ্ঠ—অন্য দেহ লাভ করেন। তাই বশিষ্ঠকে এ নাটকে মৈত্রাবরুণ অর্থাৎ মিত্রাবরুণের সন্তান বলা হয়েছে।
এদিকে দেবতাদের বরে নিমি সকল প্রাণীর নেত্রে বিরাজ করেন। সেজন্যে সকলের চোখ বিশ্রামের জন্যে বার বার উন্মেষ ও নিমেষ লাভ করে। রামায়ণে আছে যে, নিমির কোন পুত্র না থাকায় ঋষিরা তাঁর অচেতন এবং গন্ধাদির দ্বারা সযত্নে রক্ষিত দেহ অরণিতে মন্থন করতে থাকেন। এর ফলে মহাতপা মিথির জন্ম হয়। মৃতদেহ থেকে তাঁর জন্ম হওয়ায় অন্য নাম হল জনক। বিদেহ (অচেতন দেহ) থেকে উৎপন্ন বলে তার অপর নাম বৈদেহ।

১২. নিজের জায়গায় থেকে শত্রুকে দমন করার শক্তিকে বলে প্রতাপ।

১৩. নিজের জায়গা ছেড়ে শত্রুর উপর চড়াও হয়ে পরাজিত করার ক্ষমতাকে বলা হয় বিক্রম।

১৪. অনরণ্য ছিলেন সূর্যবংশীয় অযোধ্যার রাজা। ইনি সম্ভূতের পুত্র। অনরণ্য রাবণের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং রাবণের শরাঘাতে রথ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু লাভ করেন। স্বর্গে যাবার আগে তিনি রাবণের কাছে জানিয়ে যান যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথের পুত্র রামের হাতে রাবণের মৃত্যু হবে।

১৫. 'ওংকার' শব্দটি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ থেকে নিঃসৃত। বেদপাঠের প্রারম্ভে এবং অবসানে এবং কোনো দেবতার স্তবস্তুতির আদিতে ওম্ উচ্চারণ করা বিধেয়। অ, উ এবং ম—এই তিন অক্ষরের মিলনে ওম্। এই তিনটি অক্ষর যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের প্রতীক। রাক্ষস ধ্বংস রূপ যে বেদ সেই বেদের সর্বে শুরু হল তাড়কার হত্যার মধ্য দিয়ে।

১৬. 'প্রাচীনবর্হিঃ' শব্দটি সাধারণ ইন্দ্রের পর্যায়বাচক শব্দ। 'বর্হিঃ' শব্দের অর্থ তেজ বা দ্যুতি 'প্রাচীন' মানে প্রথম। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে যে, উমাহৈমবতীর কাছ থেকে ইন্দ্রই প্রথম ব্রহ্মতেজ অধিকার করেন। তাই তাঁর নাম হয় প্রাচীন বর্হিঃ। কালিদাসের রঘুবংশে (চতুর্থ সর্গ) রঘুকে প্রাচীনবর্হি'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং সেখানে তার অর্থ ইন্দ্র। কিন্তু এখানে ইন্দ্র এবং প্রাচীনবর্হিঃ শব্দ দুটি পাশাপাশি থাকায় টীকাকার রামচন্দ্র মিশ্র বলেছেন—পুরানো কোনো এক প্রজাপতিকে প্রাচীনবর্হি বলা হয়েছে। এছাড়া 'প্রথম ব্রহ্মতেজোময় ইন্দ্র' এরূপ অর্থ করে প্রাচীনবর্হি শব্দটিকে ইন্দ্রের বিশেষণও করা যেতে পারে।

১৭. দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দৈত্যরা পরাজিত হলে তারকাসুরের তিন পুত্র—তারকাক্ষ, কমলাক্ষ এবং বিদ্যুন্মালী কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন এবং এই বর প্রার্থনা করেন যে, তারা তিনজন যেন এমন পৃথক পুরে (নগরে) বাস করতে পারে, যে স্থলে সবরকম অভীষ্ট বস্তু থাকবে, যা কেউ ধ্বংস করতে পারবে না; হাজার বছর পরে যখন তাদের তিনটি নগর (ত্রিপুর) একত্র হয়ে যাবে, তখন যদি কোনো দেবশ্রেষ্ঠ এক বাণে এই ত্রিপুরকে বিদীর্ণ করতে পারেন, তবেই তারা নিহত হবে। ব্রহ্মা তাদের এই প্রার্থিত বর মঞ্জুর করেন। কালে তারা অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে দিকে দিকে অত্যাচার করায় দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা প্রতিকারের জন্যে শিবের উপাসনা করতে দেবতাদের পরামর্শ দিলেন, দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব দৈত্যনিধনে সম্মত হলেন এবং দেবতাদের অর্ধেক তেজ গ্রহণ করলেন। তিনি সকলের চেয়ে বলশালী হওয়ায় তাঁর নাম হয় মহাদেব। দেবতারা নানা শক্তি দিয়ে তাঁর তেজকে বাড়িয়ে তুললেন। তারপর চললেন ত্রিপুরের দিকে। পাশুপত অস্ত্র ধনুতে যোজনা করে তিনি ত্রিপুরের একত্র হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে এল সেই পরম শুভ লগ্ন। তাঁর অস্ত্রঘাতে ত্রিপুর দানবদের সঙ্গে জ্বলে উঠল, নিক্ষিপ্ত হল পশ্চিম সাগরের জলে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্য নর্মদা তীরবর্তী হৈহয়রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর অপর নাম অর্জুন। তিনি কার্তবীর্যার্জুন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর ছিল এক হাজার বাহু। একসময় লঙ্কার রাজা রাবণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে নর্মদা তীরে শিবপূজায় নিরত হন। অদূরে জলক্রীড়ায় মত্ত কার্তবীর্য হাজার বাহু দিয়ে নর্মদার জল রুদ্ধ করায় জল তীর প্লাবিত করে রাবণের

পূজার দ্রব্যসামগ্রী ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাবণ এটা কার্তবীর্যের কীর্তি জেনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাবণ পরাজিত ও বন্দী হন। পরে রাবণের পিতামহ পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি দেন।

২. স্ত্রীলোকের নাভির উপরের ত্বকে তরঙ্গের মতো কুটিল যে তিনটি গভীর রেখা দেখা যায়, তাকে ত্রিবলী বলে।

৩. গন্ধগজ হচ্ছে হাতিদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হাতি।

৪. হাতির মাথার সামনে গোলাকার যে মাংসপিণ্ড থাকে তাকে কুম্ভ বলে। কূট শব্দের অর্থ পর্বতশৃঙ্গ। হাতির কুম্ভ পর্বত শিখরের মতো দেখতে বলে কুম্ভকূট—শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

৫. পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং নিজে তার অধীশ্বর হন। শাসনকার্য তপস্যার পক্ষে বিঘ্নজনক ভেবে তিনি সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবী কশ্যপ করে দান করেন। তারপর তিনি অন্যের ভূমিতে তপস্যা সফল হয় না জেনে সমুদ্রের কাছে একটু ভুখণ্ড প্রার্থনা করেন। সমুদ্র সম্মত হলে পরশু-রাম অস্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রগর্ভ থেকে একটু ভু-ভাগ তুলে সমুদ্রের জলকে সরিয়ে দেন।

৬. একসময় পরশুরামের জননী রেণুকা গঙ্গায় স্নান করতে যান। সেখানে তখন মর্তিকাবর্ত দেশের রাজা গন্ধর্ব চিত্ররথ সস্ত্রীক জলবিহার করছিলেন। অন্তরাল থেকে তা দেখে রেণুকা কামাসক্ত হয়ে পড়েন এবং চিত্ররথের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা হন। ঘরে ফিরে এলে পতি জমদগ্নি পত্নীর মধ্যে মানসিক বিকার দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। একে একে চারপুত্রকে তিনি রেণুকার শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিলেন; কিন্তু জননীর শিরশ্ছেদ করতে কোনো পুত্র রাজী হলেন না। অবশেষে পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম সেই দুরূহকার্য সম্পন্ন করেন।

৭. পুরাকালে একদিন কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়ায় বেরিয়ে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে মুনি জগদগ্নির আশ্রমে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। দৈবশক্তিযুক্তা কপিলা নামে কামধেনুর কৃপায় মুনি তাঁদের দিব্য আহারের ব্যবস্থা করলেন। কামধেনুর প্রভাব দেখে কার্তবীর্য মুনির কাছে সেই ধেনুটি প্রার্থনা করে বিফল হলেন। ক্ষাত্রতেজে অপহরণ করলেন কামধেনু। পরশুরাম তখন আশ্রমে ছিলেন না। ফিরে এসে তিনি সব শুনলেন। ক্রুদ্ধ পরশুরাম কার্তবীর্যের রাজধানীতে পৌঁছে তীক্ষ্ণ ভল্লের সাহায্যে কার্তবীর্যের হাজার বাহু ছেদন করে তাঁকে হত্যা করেন। তারপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে কার্তবীর্যের পুত্রেরা এবং হৈহয়দেশের ক্ষত্রিয়েরা জমদগ্নির আশ্রমে এসে তপোনিরত জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরাম তখন আশ্রমে ছিলেন না। ফিরে এসে পিতার এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ক্ষত্রিয়জাতির এই দুষ্কর্ম দেখে তিনি একুশবার সমস্ত ক্ষত্রিয়কে হত্যা করলেন। তাদের রুধিরে সমস্ত-পঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রুধিরময় হ্রদ সৃষ্টি করে তাতে পিতৃতর্পণ করেন। পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে তিনি ক্ষত্রিয় হত্যা থেকে নিবৃত্ত হন এবং মহাযজ্ঞে কশ্যপকে পৃথিবী দান করে মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যা করতে থাকেন।

তৃতীয় অংক

১. খাত, সভা, পুষ্করিণী, গৃহ এবং দেবমন্দির প্রভৃতি নির্মাণের কাজকে পূর্ত-কর্ম বলা হয়।

২. মৈত্রী করুণা, মুদিতা (আনন্দ) এবং উপেক্ষা—এই হচ্ছে চার রকমের ভাবনা।

৩. সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করতে পারে—এমন জ্যোতিসম্পন্ন।

৪. চিত্তের সবরকম বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করার নাম যোগ। বৃত্তি শব্দের অর্থ স্থিতি। অতএব যোগবৃত্তি শব্দের অর্থ হচ্ছে, চিত্তের যাবতীয় আচরণকে নিরুদ্ধ করে অবস্থিতি।

৫. রোমপাদ ছিলেন অঙ্গদেশের রাজা। মহারাজ দশরথ নিজ কন্যা শান্তাকে পালিত কন্যারূপে রোমপাদকে দান করেন। পরে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্যে রোমপাদ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে গৃহে আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁর হাতে শান্তাকে সমর্পণ করেন।

৬. চ্যবনের জনক ভৃগু, মাতা পুলোমা, পত্নী শর্যাতির কন্যা—নাম সুকন্যা এবং পুত্রের নাম প্রমতি। ইনি গর্ভচ্যুত হয়েছিলেন বলে 'চ্যবন' নামে খ্যাত। অশ্বিনীকুমারের ব্যবস্থামতো ঔষধ পান করে ইনি জরামুক্ত ও রূপবান্ যুবা হয়েছিলেন। তাই এই ঔষধ 'চ্যবনপ্রাশ' নামে খ্যাত। চ্যবন ভৃগুর পুত্র বলে তাঁকেও ভার্গব বলা হয়।

৭. গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র এবং কন্যা সত্যবতী। অতএব বিশ্বামিত্র এবং সত্যবতীর মধ্যে ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক। সত্যবতীর সঙ্গে বিবাহ হয় ভৃগুপুত্র ঋচীকের। সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন জমদগ্নি। অতএব জমদগ্নি হচ্ছেন বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। তাই জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য পরশুরাম সম্পর্কে বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়পুত্র।

চতুর্থ অংক

১. প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি এবং মন্ত্রণাশক্তি—এই তিনপ্রকার রাজার শক্তি। কোশ এবং দণ্ড থেকে উৎপন্ন তেজবিশেষকে প্রভুশক্তি বলে। কোশ বলতে অর্থরাশি এবং দণ্ড বলতে সৈন্যসমূহকে বোঝায়। সুতরাং প্রভুশক্তি বলতে অর্থবল এবং সৈন্যবলকে বোঝায়। বীরের পক্ষে কার্যারম্ভের যে অবিচল উদ্যম তাকে উৎসাহ-শক্তি বলে (কার্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ানুৎসাহ উচ্যতে)।

২. শত্রুকে দমন করার চার রকমের উপায়ের কথা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ বলে থাকেন। সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চারটি উপায় সম্পর্কে রাজার সদা সচেতন থাকা উচিত। সমমনোভাবাপন্ন দুই রাজার মধ্যে সন্ধি বা সাম হতে পারে। কিন্তু রাম এবং রাবণ পরস্পর ভিন্ন চরিত্র, তাই তাঁদের মধ্যে সন্ধি সম্ভব নয়। কোনো কিছু উৎকোচ বা উপহার দানের মাধ্যমে শত্রুকে দমন করা যায়। কিন্তু রামকে দান করার কোনো বস্তু নেই। শত্রুর যে মিত্র, তাকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার নীতিকে ভেদ বলে। দেবতারা রামের সহায় থাকায় ভেদনীতিও এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অতএব দণ্ডরূপ যে চতুর্থ উপায়, রামের ক্ষেত্রে তাই প্রয়োগ করা উচিত। অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া কোনো কিছু করণীয় নেই।

৩. দণ্ড দুরকমের, যথা—প্রকাশদণ্ড এবং নিভৃতদণ্ড বা কপটদণ্ড। সৈন্যসহ যুদ্ধে গমন করে শত্রুকে বধ বা বন্ধন করাকে প্রকাশ দণ্ড বলে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করে দণ্ড দেওয়াকেই প্রকাশদণ্ড বলে। আর শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে গুপ্তভাবে অথবা ছলনার সাহায্যে দণ্ডদানকে নিভৃতদণ্ড বা কপটদণ্ড বলে।

৪. শত্রু দুরকমের সহজ (=স্বাভাবিক) এবং কৃত্রিম। একই বংশ বা একই গর্ভজাত পিতৃব্য এবং তার পুত্র প্রভৃতি সহজ শত্রু হয়ে থাকে। বিষয়সম্পত্তির বণ্টন নিয়ে এবং আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বাভাবিকভাবে একই বংশধরদের মধ্যে শত্রুতা দেখা যায়। বিভীষণ রাবণের সহজশত্রু, সেই বিভীষণ রামকে আশ্রয় করায় পরোক্ষভাবে রামও রাবণের সহজশত্রু। ক্ষতিকর কার্য করায় অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় একে, তাকেই বলে কৃত্রিম শত্রু। রাবণ সীতাহরণ প্রভৃতি কার্যের মাধ্যমে রামের কাছে শত্রুরূপে পরিচিত, আবার শূর্পণখার নাসিকা ছেদন প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে রামও রাবণের শত্রু। এভাবে দুই ভিন্ন-গোত্রীয়দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অপকার করার মাধ্যমে যে শত্রুতা গড়ে উঠে, তাকে কৃত্রিম শত্রুতা বলে।

৫-৬. অযোধ্যায় সূর্যবংশীয় সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অশ্বহরণ করে পাতালে ধ্যানমগ্ন কপিলের আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। সগরমহিষী সুমতির ষাট হাজার পুত্র দিকে অশ্বের অন্বেষণ করেও তা খুঁজে পেলেন না। অবশেষে সগরের নির্দেশে তাঁরা পৃথিবী খুঁড়ে পাতালে প্রবেশ করেন। সগরপুত্রেরা বিশাল খাত খনন করায় পরবর্তীকালে তা সাগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাতালে প্রবেশ করে কপিলমুনির আশ্রমে যজ্ঞীয় অশ্ব দেখে সগরপুত্রেরা মুনিকে অপমানিত করলেন। ক্রুদ্ধ হলেন মুনি, অভিশাপে তাঁদের ভস্মীভূত করেন। সগরের অপর মহিষী কেশিনীর পুত্র হলেন অসমঞ্জ। তাঁর পুত্র অংশুমান পাতালে গিয়ে পিতৃব্যদের ভস্মস্তূপ দেখেন এবং যজ্ঞাশ্বের সন্ধান পান। তিনি জানতে পারেন যে, স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে এই ভস্মরাশির উপর দিয়ে প্রবাহিত করতে পারলে তাঁর পিতৃব্যেরা স্বর্গে যাবেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এবং তাঁর পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথ অবশেষে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে মর্তে আনার অনুমতি পান। কিন্তু গঙ্গার বেগ ধারণ করার ক্ষমতা মহাদেব ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; তাই ভগীরথ দুশ্চর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর মস্তকে গঙ্গার স্রোত ধারণে সম্মত করান। গঙ্গার প্রবল স্রোত মহাদেবকে পাতালে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করলে তিনি জটাজালে গঙ্গাকে আবদ্ধ করেন। ভগীরথ আবার তপস্যায় মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে গঙ্গাকে জটাজাল থেকে মুক্ত করেন। সমুদ্রে পতিত হবার পর গঙ্গা ভগীরথকে অনুসরণ করে পাতালে প্রবেশ করে এবং সগরপুত্রদের ভস্মরাশিকে প্লাবিত করে। এভাবে সগরের ষাট হাজার পুত্র মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মার বরে গঙ্গা ভগীরথের জ্যেষ্ঠ দুহিতা হয় এবং তার নাম হয় ভাগীরথী।

৭ গুহ বা গুহক ছিলেন গঙ্গার তীরবর্তী শৃঙ্গবের পুরের নিষাদরাজ। ইনি

রামের মিত্র। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা বনবাসকালে প্রথমে তাঁর রাজ্যে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের যথোচিত সমাদর করেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেন। রামের অন্বেষণে সসৈন্যে—বনে এসে ভরতও তাঁর অতিথি হন। লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে রামচন্দ্র পুনরায় গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৮. যবরাক্ষসের পুত্র বিরাধ; এর মাতার নাম শতহ্রদা। নরখাদক এই বিরাধ দণ্ডকারণ্য থেকে সীতাকে হরণ করার চেষ্টা করে। ব্রহ্মার বরে তার শরীর অস্ত্র দ্বারা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং সে অস্ত্রের অবধ্য। রাম তাকে শর নিক্ষেপ করে আহত ও মূর্ছিত করেন এবং গর্তের মধ্যে ফেলে হত্যা করেন। আসলে বিরাধ ছিল শাপগ্রস্ত তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্ব। রামের হাতে নিহত হওয়ায় সে শাপমুক্ত হয়।

পঞ্চম অংক

১ শরভঙ্গ দণ্ডকারণ্যের একজন মহর্ষি। তিনি উগ্র তপস্যার বলে ব্রহ্মলোক অধিকার করেছিলেন। রামের মতো প্রিয় অতিথিকে দেখার আশায় তিনি ব্রহ্মলোকে না গিয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। রামের বসবাসের পক্ষে উপযোগী স্থান সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম—এই পরামর্শ রামকে দেওয়ার পরেই মহর্ষি শরভঙ্গ মন্ত্রোচ্চারণ করে জ্বলন্ত বহ্নিতে—আত্মবিসর্জন দেন এবং ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

২. একদা সঙ্গীতজ্ঞ মহর্ষি নারদের ত্রুটির জন্যে সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ হয়। তার ফলে রাগ-রাগিণীরা বিকলাঙ্গ হয়ে নর-নারীর আকারে পথে পড়ে থাকে। তাদের বিকলাঙ্গতা দূর করার জন্যে মহর্ষি নারদ মহাদেবকে সঙ্গীত শোনাতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সঙ্গীতের শ্রোতা ছিলেন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু। মহাদেবের সঙ্গীত শুনে বিষ্ণু গলে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে গলিত বিষ্ণুকে ধারণ করলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হয়েছে—গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুর তিনজন পত্নী—লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। আবার বলা হয়েছে—একবার গঙ্গা এবং শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হন। এতে রাধা ক্রুদ্ধা হয়ে গঙ্গাকে গণ্ডূষে পান করতে উদ্যত হয়। গঙ্গা তা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেয়। এতে পৃথিবী জলশূন্য হবার উপক্রম। তখন দেবতারা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং তিনি নখের অগ্রভাগ থেকে গঙ্গাকে বার করেন। এভাবে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী। মনে হয়, কবি এখানে এই পৌরাণিক ঘটনার কথাই বলতে চেয়েছেন।

৩. লোকালোক একটি পৌরাণিক পর্বত। এই পর্বতের অন্তর্ভাগ সূর্যকিরণে লোক (দৃশ্য) হয় এবং বহির্ভাগ সূর্যকিরণের অভাবে অলোক (অদৃশ্য)। এটা পৃথিবীর সপ্তম দ্বীপ পুষ্করের সীমাপর্বত। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—সূর্যালোকযুক্ত এবং সূর্যের আলোক রহিত দুই দেশ—(লোকালোকনামাচলো লোকালোকয়োরন্তরালে পরিতঃ উপক্ষিপ্তঃ)।

৪. দনু নামক কবন্ধ এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস। সে শ্রীনামক দানবের

পুত্র। এর মুণ্ড এবং গ্রীবা নেই, আছে উদরে মুখ আর তাতে অগ্নিশিখার মতো আছে একটিমাত্র জ্বলন্ত চোখ। যোজনপরিমিত তার দীর্ঘবাহু, তা শিকার ধরে ভক্ষণ করে। ঋষিদের কাছে অতিভয়ানক এই রাক্ষস। আসলে এই রাক্ষস একদা রূপবান্ ছিল। মুনির অভিশাপে সে কদাকার হয়। ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে তার দুই উরু এবং মস্তক শরীরে প্রবেশ করে। তবে বিনিময়ে ইন্দ্রের কৃপায় যোজনপরিমিত বাহু, তীক্ষ্ন দন্ত এবং উদরে মুখ লাভ করে। রাম-লক্ষ্মণের হাতে মতঙ্গাশ্রমের কাছে গভীর অরণ্যে তার মৃত্যু হয় এবং অগ্নি সংকারের পূর্বের শরীর লাভ করে।

৫. মতঙ্গ এক কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং এক শূদ্র নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্যে তিনি দুশ্চর তপস্যা করেন কিন্তু ব্রাহ্মত্ব লাভ করতে পারেন নি। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র যত্রতত্র বিচরণ করার ক্ষমতা, ইচ্ছামতো দেহধারণের শক্তি এবং পৃথিবীতে বিখ্যাত হবার বর দেন। পম্পা-নদীর পশ্চিমতীরে ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে মতঙ্গমুনির আশ্রম। এখানে সকলে প্রার্থিত ফল লাভে ধন্য হত। শবরী মতঙ্গের কৃপায় রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পান। সীতার অন্বেষণে রামচন্দ্র মতঙ্গাশ্রমে গমন করেন। বালী দুন্দুভি দানবকে হত্যা করলে তার রক্ত এসে মতঙ্গের আশ্রমে পড়ে। মতঙ্গ ক্রুদ্ধ হয়ে বালীকে অভিশাপ দেন যে, ঋষ্যমূক পর্বতে এলেই বালীর মৃত্যু হবে। এজন্যে দাদার সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় সুগ্রীব নির্ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করতে থাকে।

৬ খর এবং দূষণ রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। সুমালী রাক্ষসের কন্যা রাকার সঙ্গে বিশ্রবার বিবাহ হয়। রাকার গর্ভে খরের জন্ম। রাবণের ভুলে ভগ্নী শূর্পণখার স্বামী নিহত হলে, বিধবা ভগ্নীকে খরের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রাবণের আদেশে খর চোদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু এবং শূর্পণখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ হয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করত। শূর্পণখার নাক কান কাটা গেলে খর তার সেনাপতি দূষণের অধীনে এক রাক্ষসবাহিনী পাঠায় রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্যে। রামের হাতে দূষণ সসৈন্যে নিহত হয়। তারপর খর ও রামের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়।

৭. ত্রিশিরা ছিল রাক্ষস খরের সেনাপতি। শূর্পণখার দুর্দশায় খর ত্রিশিরাকে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে পাঠায়। সে রামের হাতে নিহত হয়।

৮. কপিরাজ বালী ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। নারীবিশেষে বালে (অর্থাৎ মস্তকস্থ কেশে) পতিত ইন্দ্রের বীর্য থেকে জন্ম বলে তাঁর নাম হয় বালী। বালী ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী। একবার রাবণ যুদ্ধের জন্যে কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর কাছে এলেন। কিন্তু তখন বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনার জন্যে গিয়েছিলেন। রাবণ সেখানে গিয়ে সন্ধ্যারত বালীকে আক্রমণ করতে গেলে তিনি রাবণকে বাহুমূলে প্রবেশ করিয়ে এক লাফে আকাশে উঠলেন এবং চার সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা সেরে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন। বালীর আশ্চর্য শক্তি দেখে রাবণ তাঁর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করলেন।

ষষ্ঠ অংক

১. ত্রিজটা রাবণের অন্তঃপুরস্থ একজন রাক্ষসী। রাবণের আদেশে বৃদ্ধা ত্রিজটা

অশোকবনে সীতাকে পাহারা দিত। এই রাক্ষসী সরমার মতো সীতার প্রতি সদয়া ছিল। সীতা যাতে রাবণকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সেজন্যে রাক্ষসীরা তাকে নানা রকম ভয় দেখাত। সীতাকে অবাধ্য দেখে রাক্ষসীরা তার অঙ্গহানি করে কষ্ট দেবার ভয় দেখাত। তখন ত্রিজটা রাক্ষসীদের সে কর্ম থেকে বিরত করার চেষ্টা করত। রামের অলৌকিক শক্তির কথা বলে সে রাক্ষসীদের একদিকে ভয় দেখাত, আর অন্যদিকে আশ্বস্ত করত সীতাকে।

২. এখানে কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য লক্ষ্য করার মতো। বিরাট কড়াইএ বিপুল জলরাশি দিয়ে নানা জিনিস সিদ্ধ করা হচ্ছে। আগুনের তেজে কড়াই এর জল ঘুরছে, টগবগ করে ফুটছে নানা জিনিস, সে-সব জিনিসের রসে লাল হয়ে উঠেছে কড়াইএর জল—এই বাস্তব বিষয়টি কবি এখানে আশ্চর্য ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। রামের বাণ আগুনের সমান। পৃথিবী যেন একটি বিরাট কড়াই; আর সমুদ্র সে কড়াই-এর বিপুল জলরাশি। তাতে সিদ্ধ হচ্ছে সামুদ্রিক নানা রকমের জলজন্তু।

৩. মেরুপর্বতকে ঘিরে আছে যে সাতটি দ্বীপ, জম্বুদ্বীপ তাদের অন্যতম। অন্য ছয়টি দ্বীপ এই দ্বীপের চারিদিকে অবস্থিত।

৪. কুলপর্বত বলতে বোঝায় কুলনামক বা শ্রেষ্ঠ পর্বত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র—এই সাতটি কুলপর্বত জম্বুদ্বীপে আছে। (মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ। বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ)

৫. মুষ্টিমিত-কুঙ্কুমপ্রভৃতির পরাগ বা গুঁড়োকে চূর্ণমুষ্টি বলে। কারও চোখে যদি একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে দেওয়া যায়,—তবে তাকে যেমন অনায়াসে বশে আনা যায়, সেরকম বাৎসল্য এ সংসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে।

সপ্তম অংক

১. নন্দীশ্বর মহাদেবের বিশ্বস্ত অনুচর। তার আকৃতি ছিল খুবই কুৎসিত—মুখটা ছিল বানরের মত। একদা রাবণ কুবেরকে জয় করে পুষ্পকরথে চড়ে কৈলাসের কাননে যাচ্ছেন; সহসা তাঁর রথের গতি থেমে যায়। নন্দীশ্বর তখন তাঁকে বনে যেতে নিষেধ করে, কেননা সেখানে হরপার্বতী তখন বিহার করছিলেন। নন্দীশ্বরের মুখ দেখে রাবণ হেসে উঠেন। তখন নন্দীশ্বর ক্রোধে তাঁকে অভিশাপ দিল—'আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোকে সবংশে নিধন করবে।'

বেদবতী ছিলেন বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা। ইনি জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বেদধ্বনি হয়, সেজন্যে তাঁর নাম বেদবতী। জন্মের পরই বেদবতী দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা করেন এবং শুনতে পান দৈববাণী—"তুমি জন্মান্তরে বিষ্ণুকে স্বামীরূপে পাবে।" দৈববাণীর পর বেদবতী গন্ধমাদন পর্বতে আবার তপস্যা শুরু করেন। এ সময় রাবণ সেখানে আসেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কামাতুর হন এবং বলপূর্বক অত্যাচারে উদ্যত হন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে তপোবলে

স্তম্ভিত করেন। কিন্তু রাবণের হাতে অপমানিতা হওয়ায় তিনি অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন দেন এবং মৃত্যুর পূর্বে রাবণকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, পরজন্মে অযোনিজা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে তিনিই হবেন রাবণ বধের কারণ।

২. ঈতি শব্দের অর্থ এখানে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষক, (=ইঁদুর), শলভ (=পতঙ্গ), খগ (শুকপাখি) এবং বৈদেশিক আক্রমণ। এই ছয় রকমের ঈতি সম্পর্কে সংস্কৃত শ্লোকটি এইরূপ :—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্মূষকাঃ শলভাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

মহাবীরচরিতম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

অথ স্বস্থায় দেবায় নিত্যায় হতপাপ্মনে।
ত্যক্তক্রমবিভাগায় চৈতন্যজ্যোতিষে নমঃ ॥ ১ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়ামার্যমিশ্রাঃ সমাদিশন্তি—

মহাপুরুষসংরম্ভো যত্র গম্ভীরভীষণঃ।
প্রসন্নকর্কশা যত্র বিপুলার্থা চ ভারতী ॥ ২ ॥
কিঞ্চ—অপ্রাকৃতেষু পাত্রেষু যত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ।
ভেদৈঃ সূক্ষ্মৈরভিব্যক্তৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে ॥ ৩ ॥

স সংদর্ভোঽভিনেতব্যঃ’ ইতি। (সহর্ষম্) মহাবীরচরিতং প্রযোক্তব্যমিত্যাদিষ্ট-মর্থতোঽত্রভবদ্ভিঃ।

বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং সা চ রামাশ্রয়া কথা।
লব্ধশ্চ বাক্যনিষ্যন্দনিষ্পেষনিকষো জনঃ ॥ ৪ ॥

সোঽহমেতদ্বিজ্ঞাপয়ামি—অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্র-কীর্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতিনাম জতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিতি ভবন্তো বিদাংকুর্বন্তু।

শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণাং যথাঙ্গিরাঃ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ ॥ ৫ ॥

তেনেদমুদ্ধৃতজগত্ত্রয়মন্যমূলমস্তোকবীরগুরুসাহসমদ্ভুতং চ।
বীরাদ্ভুতপ্রিয়তয়া রঘুনন্দনস্য ধর্মদ্রুহো দময়িতুশ্চরিতং নিবদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

তদিদং ভবন্তঃ পরিপুনন্তু। উক্তং চ তেন শ্রোত্রিয়পুত্রেণ—

প্রাচেতসো মুনিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং যৎপাবনং রঘুপতেঃ প্রণিনায় বৃত্তম্।
ভক্তস্য তত্র সমরংসত মেঽপি বাচস্তৎসুপ্রসন্নমনসঃ কৃতিনো ভজন্তাম্ ॥ ৭ ॥

(প্রবিশ্য)

নটঃ—কৃতপ্রসাদাঃ পারিষদাঃ। কিন্তুপূর্বত্বাৎপ্রবন্ধস্য কথাপ্রবেশং সমারম্ভে শ্রোতুমিচ্ছন্তি।’

সূত্রধারঃ—স তু ভগবান্ দীক্ষিষ্যমাণঃ কৌশিকো বিশ্বামিত্র ঐক্ষ্বাকস্য বসিষ্ঠপুরোধসো দশরথস্য গৃহানুপেত্য স্বমেব তপোবনং প্রত্যাগতঃ। স চ।

বিজ্ঞায়সহজমস্ত্রৈর্বীর্যমুচ্ছ্রায়য়িষ্যঞ্জগদুপকৃতিবীজং মৈথিলীং প্রাপয়িষ্যন্।
দশমুখকুলঘাতশ্লাঘ্যকল্যাণপাত্রং ধনুরনুজসহায়ং রামদেবং নিনায় ॥ ৮ ॥
নিমন্ত্রিতস্তেন বিদেহনাথঃ স প্রাহিণোদ্ ভ্রাতরমাত্তদীক্ষঃ।
কুশধ্বজো নাম স এষ রাজা সীতোর্মিলাভ্যাং সহিতোঽভ্যুপৈতি ॥ ৯ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতি রথস্থো রাজা সূতঃ কন্যে চ)

রাজা—অয়ুষ্মত্যো সীতোর্মিলে ! অদ্য ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ কৌশিকঃ শ্রদ্দধানেন চেতসা বৎসাভ্যাং প্রণন্তব্যঃ।

কন্যে—যথা কনিষ্ঠতাত আজ্ঞাপয়তি। (জহ্ কণিট্ঠতাদো আণবেদি)

রাজা—তুরীয়ো হ্যেষ মেধ্যাগ্নিরাম্নায়ঃ পঞ্চমোঽপি বা।
অথবা জঙ্গমং তীর্থং ধর্মো বা মূর্তিসংচরঃ ॥ ১০ ॥

সূতঃ—সাংকাশ্যনাথ ! এবমেতৎ। ন খলু বিশ্বামিত্রাদৃষের্মহত্ত্বেন কশ্চিদপরঃ প্রকৃষ্যতে। যস্য ভগবতস্ত্রৈশঙ্কবং শৌনঃশেপং রম্ভাস্তম্ভনং চেত্যপরিমেয়মাশ্চর্যজাতমাখ্যানবিদ আচক্ষতে।

তদস্মিন্ ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশগুরুভির্নাথিতশমে
তপস্তেজোধাম্নি স্বয়মুপনতব্রহ্মণি গুরৌ।
নিবাসে বিদ্যানামুপহিতকুটুম্বব্যবস্থিতি-
র্ভবানেব শ্লাঘ্যো জগতি গৃহমেধী গৃহবতাম্ ॥ ১১ ॥

রাজা—সাধু, সূত ! সাধু। সূনৃতং ভাষসে। প্রকৃষ্টকল্যাণোদর্কসংগমা হ্যেতে ভবন্তি ভগবন্তঃ সত্যসন্ধাঃ সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মাণো মহর্ষয়ঃ।

তমাংসি ধ্বংসন্তে পরিণমতি ভূয়ানুপশমঃ
সকৃৎসংবাদেঽপি প্রথত ইহ চামুত্র চ শুভম্।
অথ প্রত্যাসঙ্গঃ কমপি মহিমানং বিতরতি
প্রসন্নানাং বাচঃ ফলমপরিমেয়ং প্রসুবতে ॥ ১২ ॥

সূতঃ—দৃশ্যতে হরিতপরিসরারণ্যরমণীয়ং কৌশিকীপরিক্ষিপ্তমায়তনমুবেন্তস্য সিদ্ধাশ্রমপদং নাম। কিং বহুনা। স এবায়মাত্মনা তৃতীয়ঃ কুশিকনন্দনো নূনং ভবন্তমেবাভ্যুপৈতি।

রাজা—যদ্যেবমবতরামো রথাৎ। (কন্যাভ্যাং সহাবতীর্য) সূত ! ন কেনচিদাশ্রমাভ্যর্ণভূময়োঽতিক্রমিতব্যা ইতি।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বিশ্বামিত্রো রামলক্ষ্মণৌ চ)

বিশ্বামিত্রঃ—(স্বগতম্)

রক্ষোঘ্নানি চ মঙ্গলানি সুদিনে কল্প্যানি দারক্রিয়া
বৈদেহ্যাশ্চ রঘূদ্বহস্য চ কুলে দীক্ষাপ্রবেশশ্চ নঃ।
আস্থেয়ানি চ তানি তানি জগতাং ক্ষেমায় রামাত্মনো
দৈত্যারেশ্চরিতাদ্ভুতান্যথ খলু ব্যগ্রাঃ প্রমোদামহে ॥ ১৩ ॥

(প্রকাশম্) সন্দিষ্টং চ মৈথিলস্য রাজর্ষেরস্মাভিঃ—'আচার ইতি যজমানোঽপি যজ্ঞে নিমন্ত্রিতোঽসি। কুশধ্বজস্তু সীতোর্মিলাসহিতঃ প্রেষিতব্যঃ' ইতি। কৃতং চ তৎপ্রিয়সুহৃদা।

কুমারৌ—ভগবন্ ! কঃ পুনরয়ং মহাত্মা যত্র ভবন্তোঽপ্যেবমভ্যুপগতাঃ।

বিশ্বামিত্রঃ—শ্রূয়ন্ত এব নিমিজনকসম্ভবা রাজর্ষয়ো বিদেহেষু।

তেষামিদানীং দায়াদো বৃদ্ধঃ সীরধ্বজো নৃপঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনির্যস্মৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ ॥ ১৪ ॥

কুমারৌ—যস্য তদ্গৃহেষু মাহেশ্বরং ধনুঃ পূজ্যতে।

বিশ্বামিত্রঃ—অথ কিম্।

কুমারৌ—শ্রূয়তে কিল্যান্যদপি তত্রাশ্চর্যং যদযোনিজা কন্যেতি।

বিশ্বামিত্রঃ—(বিহস্য) তদপ্যস্তি।

অয়ং তু যজমানেন যক্ষ্যমাণস্য মে গৃহম্।
প্রেষিতস্তেন বাত্সল্যাদনুজন্মা কুশধ্বজঃ ॥ ১৫ ॥

তদস্মিন্ রাজন্যশ্রোত্রিয়ে বৎসাভ্যাং প্রশ্রয়েণ বর্তিতব্যম্।

কুমারৌ—এবম্।

রাজা—(নির্বর্ণ্য)

প্রকৃত্যা পুণ্যলক্ষ্মীকৌ কাবেতৌ জ্ঞায়তে দ্বিদম্।
রাজন্যদারকৌ নূনং কৃতোপনয়নাবিতি ॥ ১৬ ॥
দ্বিতীয়স্য চ বর্ণস্য প্রথমস্যাশ্রমস্য চ।
অহো রম্যানয়োর্মূর্তির্বয়সো নূতনস্য চ ॥ ১৭ ॥

তথা হি—

চূড়াচুম্বিতকঙ্কপত্রমভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতো
ভস্মস্তোমপবিত্রলাঞ্ছনমুরো ধত্তে ত্বচং রৌরবীম্।
মৌর্ব্যা মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতমধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠকং
পাণৌ কার্মুকমক্ষসূত্রবলয়ং দণ্ডোঽপরং পৈপ্পলম্ ॥ ১৮ ॥

কন্যে—সৌম্যদর্শনৌ খল্বেতৌ। (সোম্মদংসণা কখু এদে)

রাজা—(উপসৃত্য) ভগবন্ ! অভিবাদয়ে।

বিশ্বামিত্রঃ—দিষ্ট্যা গন্ধর্বরূপং ত্বাং কুশলিনং রাজর্ষিং গৃহানাগতং পশ্যামি। তৎপরিষ্বজস্ব। (আলিঙ্গ্য)

অপি প্রবৃত্তযজ্ঞোঽসৌ বিদেহাধিপতিঃ সুখী।
গৌতমশ্চ শতানন্দো জনকানাং পুরোহিতঃ ॥ ১৯ ॥

রাজা—স এবার্যঃ সুখী সহ পুরোধসা গৌতমেন,যস্যৈবং ভবন্তঃ কুটুম্ববৃত্তিমনুপতিতাঃ।

কন্যে—প্রণমাবঃ। (পণমামো)

রাজা— লাঙ্গলোল্লিখ্যমানায়া যজ্ঞভূমেঃ সমুদ্ধৃতা।
সীতেয়মূর্মিলা চেয়ং দ্বিতীয়া জনকাত্মজা ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—ভদ্রমস্তু।

লক্ষ্মণঃ—(জনান্তিকম্) আশ্চর্যমিয়মদ্ভুতসৃতিরার্য !

রামঃ— উৎপত্তির্দেবযজনাদ্ ব্রহ্মবাদী নৃপঃ পিতা।
সুপ্রসন্নোজ্জ্বলা মূর্তিরস্যাং স্নেহং করোতি মে ॥ ২১ ॥

রাজা—ভগবন্ !

কৌ ত্বামনুগতাবেতৌ ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারিণৌ।
প্রত্তাপবিক্রমৌ ধর্মং পুরস্কৃত্যোদ্গতাবিব ॥ ২২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—রামলক্ষ্মণৌ দাশরথী।

তৌ—(সবিনয়মুপসৃত্য) গুরো ! অভিবাদয়াবহে ।
রাজা—দিষ্ট্যা মহারাজদশরথপ্রসূতির্দৃশ্যতে । (পরিষ্বজ্য)
নান্যত্র রাঘবান্বংশাৎপ্রসূতিরনয়োঃ সমা ।
দুগ্ধার্ণবাদৃতে জন্ম চন্দ্রকৌস্তুভয়োঃ কুতঃ ॥ ২৩ ॥
শ্রুতপূর্বং হ্যেতদস্মাভিঃ কর্ণামৃতম্ ।
প্রাপ্তাঃ কৃচ্ছ্রাদৃষ্যশৃঙ্গোপচারৈঃ পুণ্যশ্রীকাঃ কোসলেন্দ্রেণ পুত্রাঃ ।
যে দীপ্তস্য শ্রেয়সঃ পারকামাশ্চত্বারোঽপি ব্রহ্মচর্যং চরন্তি ॥ ২৪ ॥
তদত্রভবতা নিষ্পন্নাশিষাং কামমরিষ্টতাতিমাশাস্মহে । সিদ্ধ এব রঘূণাং প্রসূতেরুৎকর্ষাতিশয়ঃ ।
যাস্মৈত্রাবরুণিঃ প্রশাস্তি ভগবানাম্নায়পূতে বিধৌ
শশ্বদোষু বিশামনন্যবিষয়ো রক্ষাধিকারঃ স্থিতঃ ।
সাবিত্রস্য মনোর্মহীয়সি কুলে তেষামবাপ্তাত্মনাং
রাজ্ঞাং বো মহিমা ন জাতু বচনপ্রজ্ঞানয়োর্গোচরঃ ॥ ২৫ ॥
বিশ্বামিত্রঃ—এবম্ ।
অশ্রান্তপুণ্যকর্মাণঃ পাবনপ্রায়কীর্তয়ঃ ।
মহাভাগ্যবিদস্তেষাং যূয়মেব স্তবক্ষমাঃ ॥ ২৬ ॥
(সর্বে বিশ্রম্য কৌশিকাশ্রমসংসত্যায়মনুপ্রবিশন্তি)
বিশ্বামিত্রঃ—তদস্মিন্ বৈকঙ্কতচ্ছায়ে মুহূর্তমাস্মহে ।
(ইতি পরিক্রম্যোপবিশন্তি)
(নেপথ্যে)
জয় জয় জগৎপতে রামচন্দ্র !
(সর্বে সাদ্ভুতমবলোকয়ন্তি)
রাজা—ভগবন্ ! কা পুনরিয়ং দেবতা ?
বিশ্বামিত্রঃ—অহল্যা নাম গৌতমস্য মহর্ষেরৌচথ্যস্য ধর্মপত্নী, যস্যাঃ শতানন্দ আঙ্গিরসোঽজায়ত । তামিন্দ্রশ্চকমে । তস্মাদ্গৌতমদারাবস্কন্দিনমহল্যাজার ইতীন্দ্রং জানন্তি । অথ ভগবান্মনুমবাপ । তস্যাঃ পাপ্মনা শরীরমন্ধতামিস্রমভ্যযাৎ । সেয়মদ্য রামভদ্রতেজসা তস্মাদেনসো নিরমুচ্যত ।
রাজা—কথমপ্রমেয়ানুভাবসামর্থ্য এষ বৈকর্তনকুলকুমারঃ ।
সীতা—(সবিস্ময়ানুরাগং নির্বর্ণ্য । অপবার্য চ) শরীরনির্মাণসদৃশোঽস্যানুভাবঃ ।
(সরীরনিম্মাণসরিসো সে অণুভাবো)
রাজা— রামায় পুণ্যমহসে সদৃশায় সীতা দত্তৈব দাশরথিস্দ্রমাসেঽভবিষ্যৎ ।
আরোপণেন পণমপ্রতিকার্যমায়স্ত্যৈয়ম্বকস্য ধনুষো যদি নাকরিষ্যৎ ॥ ২৭ ॥
(প্রবিশ্য)
তাপসঃ—রাবণপুরোহিতঃ সর্বমায়ো নাম বৃদ্ধরাক্ষসঃ সংপ্রাপ্তঃ । স কিল রাজকার্যার্থঃ পশ্যতি ।
কন্যে—হুং, রাক্ষসঃ । (হুং রক্খসো)
কুমারৌ—মহৎকৌতুকস্থানম্ ।

রাজর্ষিবিশ্বামিত্রৌ—আগচ্ছতু।

(তাপসো নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

রাক্ষসঃ— মাতামহেন প্রতিষিধ্যমানঃ স্বয়ংগ্রহাশ্মাল্যবতা দশাস্যঃ।
অযোনিজাং রাজসুতাং বরীতুং মাং প্রাহিণোন্মৈথিলরাজধানীম্ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টশ্চ তত্র যজমানঃ স রাজা। তদ্বচনাৎকৌশিককুশধ্বজাবনুগতোঽস্মি।
(ইতি পরিক্রামতি)

রামলক্ষ্মণৌ—(সীতোর্মিলে প্রতি যথাসংখ্যমাত্মগতম্) তৎকিমিয়মমৃতবর্তিরিব মে চক্ষুরাপ্যায়য়তি।

সীতোর্মিলে—(তথৈব তৌ প্রতি) কিমিতি সজ্জতেঽস্মিল্লোচনানন্দে মে দৃষ্টিঃ।
(কিংত্তি সজ্জই ইমস্সিং লোঅণাণন্দে মে দিঠ্ঠী)।

রাক্ষসঃ—(উপেত্য) ইয়ং সাদ্ভুতাকৃতিঃ সীতা। স্থানে দেবস্য যত্নঃ। ঋষে! নমস্তে।
অপ্যনাময়ং রাজ্ঞঃ।

তৌ—স্বাগতম্। ইহাস্যতাম্।

অপি প্রভোর্বঃ কুশলং তস্য যস্যাচর্যত্যসৌ।
মূর্ধ্না স্খলৎকিরীটেন শাসনং পাকশাসনঃ ॥ ২৯ ॥

রাক্ষসঃ—(উপবিশ্য) কুশলং স্বামিনঃ। সন্দিষ্টং চ বো মহারাজেন—
কন্যারত্নমযোনিজন্ম ভবতামাস্তে বয়ং চার্থিনো
রত্নং চেৎক্বচিদস্তি তৎপরিণমত্যস্মাসু শক্রাদপি।
কন্যায়াশ্চ পরার্থতৈব হি মতা তস্যাঃ প্রদানাদহং
বন্ধুর্বো ভবিতা পুলস্ত্যপুলহপ্রষ্টাশ্চ সম্বন্ধিনঃ ॥ ৩০ ॥

সীতা—হা ধিক্ হা ধিক্। রাক্ষসো মামভ্যর্থয়তে। (হদ্ধী হদ্ধী। রক্খসো ম অব্ভত্থঅদি)।

ঊর্মিলা—হা, কথমেতৎ। (হা, কহং এদম্)

(রাজর্ষিবিশ্বামিত্রৌ চিন্তয়তঃ)

লক্ষ্মণঃ—আর্য! নিশাচরপতির্দেবীমিমাং প্রার্থয়তে।

রামঃ—বৎস!
সাধারণ্যান্নিরাতঙ্কঃ কন্যামন্যোঽপি যাচতে
কিং পুনর্জগতাং জেতা প্রপৌত্রঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্মণঃ—অতি হি সৌজন্যমার্যস্য তস্মিন্নপি নিসর্গবৈরিণি নিশাচরে বহুমানঃ।
যো নস্ত্রয়ীপরিধ্বংসাৎক্ষাত্রং তেজোঽপকর্ষতি।
অস্মাকং যশ্চ রাজানমনরণ্যং কিলাবধীৎ ॥ ৩২ ॥

রামঃ—কামং শত্রুরিতি বধ্যঃ স্যাৎ। ন পুনরতিবীর্যমপ্রমেয়তপসমপ্রাকৃতং প্রাকৃতবদর্হসি ব্যপদেষ্টুম্।

লক্ষ্মণঃ—নিরস্তবীরপুরুষাচারস্য কা বীরতা।

রামঃ—বৎস! মা মৈবম্।
যদ্বিদ্বানপি তাদৃশেঽপ্যভিজনে ধর্ম্যাৎপথোঽপি চ্যুতঃ
কিং ব্রুমোঽত্র তদন্যদেব ন বসন্ত্যেকত্র সর্বে গুণাঃ।

লীলানির্জিতষণ্মুখাদ্ভগবতঃ শ্রীজামদগ্ন্যাদৃতে
নির্বিঘ্নপ্রতিপন্নবিশ্ববিজয়ো বীরস্তু কস্তাদৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

রাক্ষসঃ—ননু ভোঃ ! কিমত্র চিন্ত্যতে।

দ্রাঙ্‌নিষ্পেষবিশীর্ণবজ্রশকলপ্রত্যুপ্তরূঢ়ব্রণ
গ্রন্থ্যুদ্ভাসিনি ভগ্নমোঘমঘবন্মাতঙ্গদন্তোদ্যমে।
ভর্তুর্নন্দনদেবতাবিরচিতস্রগ্ধাম্নি ভূমেঃ সুতা
বীরশ্রীরিব তস্য বক্ষসি জগদ্বীরস্য বিশ্রাম্যতু ॥ ৩৪ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ)

রাজা—ভগবন্ ! যত এতে যজ্ঞোপনিমন্ত্রিতাঃ পুত্রদারৈঃ সহ দিগন্তরেভ্যো মহর্ষয়ঃ সম্পতন্তি, তত এবমাক্রন্দকলিলঃ কলকলঃ।

(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

লক্ষ্মণঃ—ভগবন্ ! কা পুনরিয়ম্ ?

অন্ত্রপ্রোতবৃহৎকপালনলকক্রূরকণৎকঙ্কণ—
প্রায়প্রেঙ্খিতভূরিভূষণরবৈরাঘোষয়ন্ত্যম্বরম্।
পীতোচ্ছর্দিতরক্তকর্দমঘনপ্রাগ্‌ভারঘোরোল্লল—
দ্ব্যালোলস্তনভারভৈরববপুর্দর্পোদ্ধতং ধাবতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—সেয়ং সুকেতোর্দুহিতা ভার্যা সুন্দাসুরস্য চ।
মারীচজননী ঘোরা তাটকা নাম রাক্ষসী ॥ ৩৬ ॥

কন্যে—তাত ! ভীষণা হতাশা। (তাদ ! ভীসণা হদাসা)

রাজা—মা ভৈষ্টমায়ুষ্মত্যৌ।

বিশ্বামিত্রঃ—(রামং চিবুকপ্রদেশে স্পৃশন্) হন্যতামিয়ম্।

সীতা—হা ধিক্ হা ধিক্। এষ এবাত্র নিযুক্তঃ। (হদ্ধী হদ্ধী। এসো এব্ব এত্থ ণিউত্তো)

রামঃ—ভগবন্ ! স্ত্রী খল্বিয়ম্।

ঊর্মিলা—শ্রুতমার্যয়া। (সুদং অজ্জাএ)

সীতা—(সবিস্ময়ানুরাগম্) অন্যতোমুখ এবাস্য চিত্তভেদঃ। (অন্নদোমুহো এব্ব সে চিত্তভেদো)

রাজা—সাধু। সত্যমৈক্ষ্বাকো রামভদ্রঃ।

রাক্ষসঃ—(স্বগতম্) অয়ং স রামো দাশরথিঃ, য এষঃ
উত্তালতাটকোৎপাতদর্শনেঽপ্যপ্রকম্পিতঃ।
নিযুক্তস্তৎপ্রমাথায় স্ত্রৈণেন বিচিকিৎসতি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—ত্বরস্ব বৎস ! কিং ন পশ্যসি ব্রাহ্মণজন্যা সংঘাতমুত্থমগ্রতঃ।

রামঃ—এবং ভগবন্তো জানন্তি।

সর্বদোষানভিষ্বঙ্গাদাম্নায়সমতাং গতাঃ।
যুষ্মাকমভ্যুপগমাঃ প্রমাণং পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

সীতা—অহো ! পরাগত এব। হা ধিক্ হা ধিক্। উৎপাতপাতাবলিরিব সা হতাশা মহানুভাবমভিদ্রবতি। (অম্মহে ! পরাগদো এব্ব। হদ্ধী

হস্থী। উৎপাদবাদাবলী বিঅ সা হদাসা মহাণুভাবং অহিন্দবদি)
রাজা—(ধনুরাস্ফাল্য) আঃ পাপে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।
উর্মিলা—অয়ে ! স্বয়মেব তাতঃ প্রস্থিতঃ। (অএ ! সঅং এব্ব তাদো পত্থিদো)—
লক্ষ্মণঃ—(বিহস্য) পশ্যন্তু ভবন্তস্তাটকাম্।
স্ফুমর্মভেদিপতদুৎকটকঙ্কপত্রসংবেগতৎক্ষণকৃতস্ফুটদঙ্গভঙ্গা।
নাসাকুটীরকুহরদ্বয়তুল্যনিষ্পদদ্বুদ্বুদধ্বনদসৃক্প্রসরা মৃতৈব ॥ ৩৯ ॥
কন্যে—আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। প্রিয়ং নঃ প্রিয়ং নঃ। (অচ্চারিঅং অচ্চরিঅম্। পিঅং ণো পিঅং ণো)
রাজা—অহো দৃঢ়প্রহারিতা রাজপুত্রস্য।
রাক্ষসঃ—ভো আর্যে তাটকে ! কিং হি নামৈতৎ ! অম্বূনি মজ্জন্ত্যলাবূনি, গ্রাবাণঃ প্লবন্তে।
নম্বদ্য রাক্ষসপতেঃ স্খলিতঃ প্রতাপঃ
প্রাপ্তোঽদ্ভুতঃ পরিভবোঽদ্য মনুষ্যপোতাৎ।
দৃষ্টঃ স্থিতেন চ ময়া স্বজনপ্রমারো
দৈন্যং জরা চ নিরুণদ্ধি কথং করোমি ॥ ৪০ ॥
বিশ্বামিত্রঃ—(স্বগতম্) এষ তাবদোংকারঃ সকলরাক্ষসসংহারনিগমাধ্যয়নস্য।
রাক্ষসঃ—অয়ি ভোঃ। কিমস্মাসু বঃ প্রতিবচনম্।
বিশ্বামিত্রঃ—অত্র সীরধ্বজো বেত্তা কনিষ্ঠো হি কুশধ্বজঃ।
অস্যাঃ পিতা স কন্যায়াঃ কুলজ্যেষ্ঠঃ প্রভুশ্চ সঃ ॥ ৪১ ॥
রাক্ষসঃ—সোঽপ্যাহ কুশধ্বজো জানাতি কৌশিকশ্চেতি।
বিশ্বামিত্রঃ—(স্বগতম্) অস্যায়মবসরো দিব্যাস্ত্রমঙ্গলানাং দানস্য বর্ততে মঙ্গল্যো মুহূর্তঃ। (প্রকাশম্) সখে কুশধ্বজ ! যানি হি ভগবতঃ কৃশাশ্বাদ্ গুরুচর্যাব্রতৈরধীতস্য সরহস্যজৃম্ভকপ্রয়োগসংহারস্য দিব্যাস্ত্রমন্ত্রপারায়ণস্য বিদ্যাতত্ত্ববীজানি, তানি মৎপ্রসাদাদর্থতঃ শব্দাত্মনা চ রামভদ্রস্য সম্প্রতি প্রকাশন্তাম্।
ব্রহ্মাদয়ো ব্রহ্মহিতায় তপ্ত্বা পরঃসহস্রং শরদস্তপাংসি।
এতান্যদর্শন্ গুরবঃ পুরাণাঃ স্বান্যেব তেজাংসি তপোময়ানি ॥ ৪২ ॥
রাজা—অনুগৃহীতং রঘুকুলম্।
লক্ষ্মণঃ—দিষ্ট্যা দেবদুন্দুভিধ্বনিঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ।
রাক্ষসঃ—(আত্মগতম্) দিবৌকসোঽপি রাজর্ষিমনুতিষ্ঠন্তি।
লক্ষ্মণঃ—কথম্।
ঝটিত্যোবোত্তপ্তদ্রুতকনকাসক্তা ইব দিশঃ
পিশঙ্গত্বাৎসন্ধ্যান্তরিত ইব নির্ভাতি দিবসঃ।
জ্বলৎকেতুব্রাতস্থগিতমিব দিব্যাস্ত্রনিচিতং
নভো নৈরন্তর্যপ্রচলিততড়িৎপঞ্জরমিব ॥ ৪৩ ॥
অপি চ।
তেজোভির্দিশি দিশি বিশ্বতঃ প্রদীপ্তৈরাদিত্যদ্যুতিমপাবিধ্য বিস্ফুরদ্ভিঃ।
পর্যায়স্থিরিতগৃহীতবিপ্রমুক্তঃ সামর্থ্যং রহয়তি নায়নো ময়ূখঃ ॥ ৪৪ ॥

কন্যে—সমন্ততঃ প্রজ্বলিতবিদ্যুৎপুঞ্জপিঞ্জরেণোদ্‌ভ্রমত ইব লোচনে প্রভাপরিস্পন্দেন।
(সমন্তদো পজ্জলিদবিজ্জুপুঞ্জপিঞ্জরেন উব্‌ভমন্তি বিঅ লোঅণাইং প্পহাপরিপ্পন্দেণ।)

রাক্ষসঃ—অহো! দুরাসদং দিব্যাস্ত্রতেজঃ স্ত্যায়তি। যেন রাবণপুরন্দরদ্বন্দ্বসংরম্ভং স্মারিতোঽস্মি।

সর্বপ্রাণপ্রবণমঘবন্মুক্তমাহত্য বক্ষ—
স্তৎসংঘট্টাদ্বিঘটিতবৃহৎখণ্ডমুচ্চণ্ডরোচিঃ।
এবং বেগাৎকুলিশমকরোদ্ ব্যোম বিদ্যুৎসহস্রৈ—
র্ভর্তুর্বক্ত্রজ্বলনকপিশান্তে চ রোষাট্টহাসাঃ॥ ৪৫॥

বিশ্বামিত্রঃ—অভিবন্দস্ব রামভদ্র! দিব্যাস্ত্রাণি।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রবিণেশরুদ্রবরুণপ্রাচীনবর্হির্মরুৎ—
কাল্যাগ্নিব্যতিরেকিণাং ভগবতামাম্নায়মন্ত্রাত্মনাম্।
এতেষাং তপসামিবাপ্রতিহতৈস্তেজোভিরুৎকর্ষিণা—
মেকৈকস্য জগৎত্রয়প্রমথনত্রাণাবধির্যোগ্যতা॥ ৪৬॥

(নেপথ্যে)

এষ প্রহ্বোঽস্মি ভগবন্নেষা বিজ্ঞাপনা চ নঃ।
দিব্যাস্ত্রসংপ্রদায়োঽয়ং লক্ষ্মণেন সহাস্তু মে॥ ৪৭॥

বিশ্বামিত্রঃ—রামভদ্র! তথাস্তু।

লক্ষ্মণ—অহো প্রসাদঃ।

ঝটিত্যুন্মীলিতপ্রজ্ঞমপ্রতর্ক্য চ শক্তিভিঃ।
জ্যোতির্ময়মিবাত্মানং মন্যে বিদ্যাপ্রকাশনাৎ॥ ৪৮॥

(নেপথ্যে)

রাম রাম! মহাবাহো! বয়ং ত্বধ্যায়তামহে।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞানাৎ সহ ভ্রাত্রা প্রশাধি নঃ॥ ৪৯॥

কন্যে—অহো! দেবতা মন্ত্রয়ন্তে। অশ্চর্যমাশ্চর্যম্। (অহো! দেবদাও মন্তেন্তি। অচ্চারিঅং অচ্চারিঅং)

(নেপথ্যে)

ভগবন্তো দিব্যাস্ত্রনিকায়াঃ!
বিশ্বামিত্রাৎ প্রাপ্য বিশ্বস্য মিত্রাৎপুণ্যৈর্যুষ্মানদ্য রামঃ কৃতার্থঃ।
ধ্যাতৈর্ধ্যাতৈঃ সন্নিধেয়ং ভবদ্ভিঃ স্বং স্বং স্থানং যাত যূয়ং নমো বঃ॥ ৫০॥

লক্ষ্মণঃ—আর্যবচনাদন্তরিতান্যস্ত্রাণি।

রাজা—ভগবন্ মহাভূতনিধে কুশিকনন্দন! নমস্তে।

জ্বলিততপসস্তেজোরাশের্জগত্যমিতৌজস—
স্তব নিরবধৌ মাহাভাগ্যে কৃতস্তুতিসাহসঃ।
প্রমিতিবিষয়াং শক্তিং বিন্দন্ন বাচি ন চেতসি
প্রতিহতপরিস্পন্দঃ স্তোতা বিষদ্য মুণীয়তে॥ ৫১॥

তৎস্পৃহয়ামি মদনুগৃহীতরামভদ্রালংকৃতায় দশরথায় রাজ্ঞে। বয়ং পুনরার্ষেণ বঞ্চিতা যদীদৃশেন জামাত্রা ন সংযুজ্যামহে।

বিশ্বামিত্রঃ—কিমদ্যাপ্যসম্ভাবনেয়মস্মাসু।
রাজা—নহি নহি।
বিশ্বামিত্রঃ— শম্ভোর্বরাদনুধ্যানমাত্রোপস্থানদায়ি বঃ।
রামভদ্রস্য পুরতঃ প্রাদুর্ভবতু তদ্ধনুঃ ॥ ৫৩ ॥
রাজা—এবমস্তু। (ধ্যাত্বা প্রণমতি)
রাক্ষসঃ—(স্বগতম্) এভিরন্যদেব কিমপি প্রস্তুতম্। (প্রকাশম্) প্রভো কুশধ্বজ! কিয়চ্চিরমনাদৃতোঽস্মি।
রাজা—উক্তমেতৎ সীরধ্বজো জানাতীতি।
(নেপথ্যে কলকলঃ)
স্ফূর্জদ্বজ্রসহস্রনির্মিতমিব প্রাদুর্ভবত্যগ্রতো
রামস্য ত্রিপুরান্তকৃদ্দিবিষদাং তেজোভিরিদ্ধং ধনুঃ ॥ ৫৩ ॥
সীতা—(স্বগতম্) সাম্প্রতং সংশয়িতাস্মি। (সংপদং সংসইদম্হি)
রাজা—শুণ্ডারঃ কলভেন যদ্বদচলে বৎসেন দোর্দণ্ডকস্তস্মিন্নাহিত এব—
ঊর্মিলা—অপি নামৈতদ্ভবেৎ। (অবি ণাম এদং ভবে)
রাজা—গর্জিতগুণং কৃষ্টং চ—
ঊর্মিলা—(হৃষ্টাং লজ্জিতাং সীতামালিঙ্গ্য) দিষ্ট্যা বর্ধামহে। (দিট্ঠিআ বড্ঢামো)।
রাজা—(সাদ্ভুতম্) ভগ্নং চ তৎ।
রাক্ষসঃ—(স্বগতম্) অহো! দুরাত্মনো রামহতকস্য সর্বংকষঃ প্রভাবঃ।
লক্ষ্মণঃ— দোর্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যত-
ষ্টংকারধ্বনিরার্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।
দ্রাক্পর্যস্তকপালসম্পুটমিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর-
ভ্রাম্যৎপিণ্ডিতচণ্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥ ৫৪ ॥
রাজা—(সহর্ষোন্মাদ ইব)
এহ্যেহি বৎস রঘুনন্দন রামভদ্র!
চুম্বামি মূর্ধনি চিরায় পরিষ্বজে ত্বাম্।
আরোপ্য বা হৃদি দিবানিশমুদ্বহামি
বন্দেঽথবা চরণপুষ্করকদ্বয়ং তে ॥ ৫৫ ॥
(প্রবিশ্য)
রামঃ—কথমতিবাৎসল্যাদতিক্রামতি প্রসঙ্গঃ।
বিশ্বামিত্রঃ—রাজন্! গুরুর্ভবান্। গর্ভরূপশ্চ তে বৎসো রামভদ্রঃ।
রাজা—(প্রণম্য) ভগবন্!
রামেণ পত্যা সীতায়াঃ পূর্ণা যুষ্মাকমাশিষঃ।
অস্মিন্নেবোৎসবে দত্তা লক্ষ্মণায় মযোর্মিলা ॥ ৫৬ ॥
কন্যে—(সাস্রম্) অহো! দত্তে স্বঃ। (অম্হো! দিণ্ণং ম্হ)
রাক্ষসঃ—দৃষ্টং চৈতদ্দ্রষ্টব্যম্।
বিশ্বামিত্রঃ—সুষ্ঠুতরং বহুমন্যামহে। বক্তব্যশেষস্ত্বস্তি।
রাজা—নন্বাজ্ঞাপয়।
বিশ্বামিত্রঃ—দুহিতরৌ মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তিশ্চ তে চ ভরতশত্রুঘ্নাভ্যামভ্যর্থয়ে।

রাক্ষস ঃ—(স্বগতম্) তপস্যতো বনেচরস্য সতঃ ক্ষত্রিয়কুটুম্ববৈয়াত্যং ব্রাহ্মণস্য।
রাজা—কিমত্র কিঞ্চিদাচার্যমপ্তি। কিং স্বত্র বস্তুনি পরবানস্মি।
বিশ্বামিত্র ঃ—কেন।
রাজা—একেন তাবদ্ভগবতৈব।
বিশ্বামিত্র ঃ—অথান্যেন কেন।
রাজা—আর্যসীরধ্বজেন গৌতমেন শাতানন্দেন চ।
বিশ্বামিত্র ঃ—সীরধ্বজশতানন্দয়োরহমাবেদয়িতা।
রাজা—ভবানিদানীং জানাতি।

> জনকানাং রঘূণাং চ সম্বন্ধঃ কস্য ন প্রিয়ঃ।
> যত্র দাতা গ্রহীতা চ কল্যাণপ্রতিভূর্ভবান্॥ ৫৭ ॥

বিশ্বামিত্র ঃ—(আকাশে) বৎস শুনঃশেপঃ! অযোধ্যাং গত্বা ব্রূহি ভগবন্তমস্মদ্বচনাদ্বসিষ্ঠম্।

> এতাশ্চতুর্ভ্যো রঘুনন্দনেভ্যো নিমেগৃহে রাজসুতাশ্চতস্রঃ।
> বসিষ্ঠবদ্গৌতমবচ্চ ভূত্বা দত্তাঃ প্রতীষ্টাশ্চ সমং ময়ৈব॥ ৫৮ ॥

তদুপমন্ত্র্য সর্বান্ ব্রহ্মর্ষীন্মহারাজদশরথানুযাতো বৈদেহনগরীমাগচ্ছ।
রাজ্ঞো যজ্ঞপরিসমাপ্তৌ বিততগোদানমঙ্গলাঃ কুমারাঃ পরিণেষ্যন্তীতি।

কুমারৌ—প্রিয়াৎপ্রিয়তরং নঃ।
কন্যে—দিষ্ট্যা অবিপ্রবাস ইদানীং ভগিনীনাং ভবিষ্যতি। (দিট্‌ঠিআ অবিপ্পবাসো দাণিং ভইণীআণং ভবিস্সদি)
রাক্ষসঃ—অদ্যাপি ভোঃ! শৃণুত ধর্মাক্ষরাণি। অনর্থ এষ যৎকন্যেয়মন্যস্মৈ দীয়ত ইতি।

> পৌলস্ত্যো বিনয়েন যাচত ইতি শ্লাঘ্যেঽপি বোঽনাদরঃ
> সম্বন্ধে সতি যৎত্রিলোকপতিনা সৌখ্যং ন তত্র স্পৃহা।
> গন্তব্যা পুনরন্যথৈব নিয়তং লঙ্কা চ যৎসীতয়া
> তস্মাদ্ভূদিহ বঃ পুরন্দরপুরীবন্দিপ্রসক্তো বিধিঃ॥ ৫৯ ॥

(নেপথ্যে কলকলঃ)

রামঃ—তৎকাবককালপর্জন্যভীমৌ বৃন্দেন ধাবতঃ।
বিশ্বামিত্রঃ—এতৌ সুবাহুমারীচৌ পুত্রৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ॥ ৬০ ॥
তদ্বৎসৌ! হন্যতামেষ যজ্ঞপ্রত্যূহঃ।
কুমারৌ—যদাজ্ঞাপয়তি। (ইতি বিকটং পরিক্রামতঃ)
কন্যে—অত্রেদানীং কথম্। (এৎথ দাণিং কহম্)
রাক্ষসঃ— হন্ত সাধিবব সম্পন্নং বিপর্যস্তো বিধির্ভবেৎ।
তদ্বীক্ষ্য কার্যপর্যন্তং মাল্যবত্যুপবেদয়ে॥ ৬১ ॥
রাজা—(ধনুরাস্ফালয়ন্) বৎস রামভদ্র! বৎস লক্ষ্মণ! অপ্রমত্তঃ প্রমত্তং বিজয়স্ব। অয়মহং পরাগত এব।
বিশ্বামিত্রঃ—(বিহস্য)

রাজর্ষয়ো হ্যেহি সহানুজস্য রামস্য পশ্চাপ্রতিমানমোজঃ।
ব্রহ্মর্ষয়ো হ্যেষ নিহন্তি সর্বানাথর্বণস্তীর ইবাভিচারঃ ॥ ৬২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে মহাবীরচরিতে প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যুপবিষ্টঃ সচিন্তো মাল্যবান্)

মাল্যবান্—যতঃ প্রভৃতি সর্বমায়াৎসিন্ধাশ্রমবৃত্তান্তমশ্রৌষম্, তদারভ্য—
দুরাপদবীয়ো ধরণীধরাভং যস্তাটকেয়ং তৃণবদ্ব্যধূনোৎ।
হন্তা সুবাহোরপি তাটকারিঃ স রাজপুত্রো হৃদি বাধতে মাম্ ॥ ১ ॥

তদনুপ্রবানাং ভূয়সাং লক্ষ্মণেনৈকেন বধ ইতি কিমেতদাশ্চর্যম্।
বীর্যোৎকর্ষৈর্যদমুতভুজাং নির্মমে পদ্মযোনি-
স্তস্য দ্বৈধং ব্যধিত ধনুষঃ শাংভবীয়স্য রামঃ।
দিব্যামস্ত্রোপনিষদমুষের্যঃ কৃশাশ্বস্য শিষ্যা-
দ্বিশ্বামিত্রাদ্বিজয়জননীমপ্রমেয়ঃ প্রপেদে ॥ ২ ॥

প্রসহ্য রাবণাদ্বিষ্টমস্মদ্দুতস্য পশ্যতঃ।
অস্ত্রদানাদ্ভুতং কালে প্রৌঢ়েন মুনিনা কৃতম্ ॥ ৩ ॥

সীতাবন্দীগ্রহপরিভবস্তস্য রাজ্ঞো নিরস্তো
নীতং চাস্মান্প্রতি শিথিলতামৈকমুখ্যং সুরাণাম্।
নান্দীনাদপ্রভৃতি হি কৃতং মঙ্গলং তৈস্তদানীং
সর্বং প্রায়ো ভজতি বিকৃতিং ভিদ্যমানে প্রতাপে ॥ ৪ ॥

কথং বৎসাপি শূর্পণখা প্রাপ্তা।

(প্রবিশ্য)

শূর্পণখা—জয়তু কনিষ্ঠমাতামহঃ। (জেদু কণিট্ঠমাদামহে)

মাল্যবান্—বৎসে! আস্যতাম্। রাজসন্নিধৌ কা বার্তা?

শূর্পণখা—নির্বৃত্তানি কিল তত্র পাণিগ্রহমঙ্গলানি। অগস্ত্যমহর্ষিণা রামায় মঙ্গলোপহারীকৃতং মাহেন্দ্রং ধনুর্বরমনুপ্রেষিতম্। (ণিব্বুত্তাইং কিল তহিং পাণিগ্গহমঙ্গলাইং। অগত্থিঅমহেসিণা রামং মঙ্গলোবহারীকিদং মাহেন্দং ধণুবরং অণুপ্পেসিদম্।)

মাল্যবান্—পরাধ্যানি্যায়ুধানি তানি রামে ব্রহ্মর্ষিভ্যঃ পরিণমন্তি।

(সচিন্তম্)

অমোঘমস্ত্রং ক্ষত্রস্য ব্রাহ্মণানামনুগ্রহঃ।
দুরাসদং চ তত্তেজঃ ক্ষত্রং যদ্ব্রহ্মসংযুতম্ ॥ ৫ ॥

শূর্পণখা—মানুষমাত্র এতাবতী চিন্তা। (মাণুসমেত্তএ এত্তিআ চিন্তা)

মাল্যবান্—বৎসে! মা মৈবম্।

উৎপত্ত্যৈব হি রাঘবঃ কিমপি তদ্ভুতং জগত্যাদ্ভুতং
মর্ত্যত্বেন কিমস্য যস্য চরিতং দেবাসুরৈর্গীয়তে।
বস্তুষ্বাদধতে চ শক্তিমৃষয়ো দেবাশ্চ তর্কোত্তরাং
মত্যাদেব বরপ্রদানসময়ে ব্রহ্মাভয়ং নো জগৌ ॥ ৬ ॥

নিসর্গেণ স ধর্মস্য গোপ্তা ধর্মদ্রুহো বয়ম্।
অথ্যো বিরোধঃ শক্তেন জাতো নঃ প্রতিযোগিনা ॥ ৭ ॥

শূর্পণখা—কঃ সন্দেহঃ ? যথা দশমুখোঽপীষন্মুকুলৈদৃষ্টিবিশেষৈরপহ্রিয়মাণলোচনো নমম্বদনো বর্ততে, তথা জানামি দারুণোঽস্য হৃদয়দ্মান এবং ন বিরমতীতি। (কো সন্দেহো। জহ দসমুহো বি ঈসিমুউলেহিং দিট্ঠিবিসেসেহিং ওআরিঅমাণলোঅণো ণমস্তবঅণো বট্টেদি, তহ জাণামি দারুণো সে হিঅঅদ্ম্মাণো এবং ণ বিরমদিত্তি।)

মাল্যবান্—অহো নু খলু ভোঃ!

বন্দ্যা বিশ্বসৃজো যুগাদিগুরবঃ স্বায়ংভুবাঃ সপ্ত যে
বৈদেহস্য বয়ং চ তে চ কিমহো সম্বন্ধিনো ন প্রিয়াঃ।
তন্নামাস্তু দুরাসদেন তপসা দীপ্তস্য দীপ্তশ্রিয়ঃ
পৌলস্ত্যস্য জগৎপতেরপি কথং জাতা হৃদি ন্যূনতা ॥ ৮ ॥

অথবা—

আর্থিত্বে প্রকটীকৃতেঽপি ন ফলপ্রাপ্তিঃ প্রভোঃ প্রত্যুত
দ্রুহ্যন্দাশরথির্বিরুদ্ধচরিতো যুক্তয়া কন্যয়া।
উৎকর্ষং চ পরস্য মানয়শসোর্বিস্রংসনং চাত্মনঃ
স্ত্রীরত্নং চ জগৎপতির্দশমুখো দৃপ্তঃ কথং মৃষ্যতে ॥ ৯ ॥

(নেপথ্যাধর্প্রবিষ্টঃ)

প্রতীহারঃ—যঃ পরশুরামস্য যুষ্মাভিবার্তাহরঃ প্রেষিতস্তেনৈতন্মালরসবিন্যস্তাক্ষরং তালীপত্রমুপনীতম্। (উপাক্ষিপ্য নিষ্ক্রান্তঃ)

মাল্যবান্—(গৃহীত্বা বাচয়তি) 'স্বস্তি। মহেন্দ্রদ্বীপাৎপরশুরামো লঙ্কায়ামমাত্যং মাল্যবন্তমভ্যাহর্ষতি—'

শূর্পণখা—কথং প্রভুপদং দুঃশ্লিষ্টক্রমং লিখিতম্। (কহং পহুবদং দুস্সিলিট্ঠক্কমং লিহিদম্)।

মাল্যবান্—অত্রৈব পরং মাহেশ্বরং লঙ্কেশ্বরমভিনন্দ্য ব্রবীতি—'বিদিতমেতদ্বো যদস্মাভিদণ্ডকারণ্যতীর্থোপাসকেভ্যঃ প্রতিজ্ঞাতমভয়ম্। তত্র বিরাধদনুকবন্ধপ্রভৃতয়ঃ কেঽপ্যাতিচরন্তীতি শ্রুতম্। তত্তান্প্রতিষিধ্যাস্মাকং যুষ্মৎস্থিতাং চ মাহেশ্বরপ্রীতিমনুরুধ্যন্তাং ভবন্তঃ।

ব্রাহ্মণাতিক্রমত্যাগো ভবতামেব ভূতয়ে।
জামদগ্ন্যশ্চ বো মিত্রমন্যথা দুর্মনায়তে ॥ ১০ ॥ ইতি।'

শূর্পণখা—ঈষদ্মসৃণাবষ্টম্ভগম্ভীরগুরুক উপন্যাসঃ। (ঈসিমসিণাবট্ঠম্ভগম্ভীরগুরুও উবণ্ণাসো)

মাল্যবান্—অহো! কিমুচ্যতে। জামদগ্ন্যঃ খল্বয়ম্।

অভিজনতপোবিদ্যাবীর্যক্রিয়াতিশয়ৈর্নির্জে-
রুপচিতশমঃ সর্বত্যাগান্নিরীহতয়া স্থিতঃ।
ব্যপদিশতি নঃ শৈবপ্রীত্যা কথঞ্চিদনাস্থয়া
প্রভুরিব পুনঃ কার্যে কার্যে ভবত্যতিকর্কশঃ ॥ ১১ ॥
(ইতি চিন্তয়তি)

শূর্পণখা—কিমিদানীং চিন্ত্যতে। (কিং দাণিং চিন্তীঅদি)

মাল্যবান্—বৎসে!

যদি প্রপদ্যেত ধনুঃপ্রমাথঃ শিষ্যস্য শম্ভোর্ন তিতিক্ষতে সঃ।
আয়োধনে চেদুভয়োর্নিপাতঃ সংরম্ভযোগাদপি হি প্রিয়ং নঃ ॥ ১২ ॥

অন্যতরবিজয়েঽপি ক্ষত্রিয়ান্তকশ্চেদ্রাজপুত্রং বিজয়েত। যতঃ, নৈনমনভিহত্যাস্য মনুর্বিরমেৎ। এবং চ সিদ্ধং নঃ সমীহিতং রামনিধনম্। ঐক্ষ্বাকশ্চেজ্জিজয়মানো ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মর্ষিং নাভিহন্যাৎ। নিঃশ্রেয়সাপন্নোঽয়মপবিদ্ধমপি শস্ত্রং ন প্রণিদধ্যাৎ। ততশ্চ নোঽনিষ্টং স্যাৎ।

শূর্পণখা—কো বিশেষঃ। (কো বিসেসো)

মাল্যবান্—জামদগ্ন্যস্তাবদারণ্যকব্রতঃ। স হত্বাপি রামং পুনস্তাদৃশঃ এব। স শ্লাঘ্যস্তু রাজপুত্রং পুনরুৎখাতকামস্তং চেৎপ্রকৃষ্টতমমুৎসাহশক্তিসম্পদা ধর্মবিজয়িনং চ বিজয়তে সর্বে তং বিজয়িনং নির্জরা জানীযুঃ। তদেব রাবণপরাক্রান্তিনিভৃততুর্যা দেবাঃ প্রসহ্যেনমধিকুর্যুঃ। নিত্যানুষক্তো হ্যসুরবিজয়িনামবমানতঃ প্রকৃতিকোপঃ।

পৌলস্ত্যজয়প্রচণ্ডচরিতে যঃ কার্তবীর্যে মুনিঃ
সর্বক্ষত্রকথাসমাপনবিধেঃ প্রাঙ্মঙ্গলং প্রাকরোৎ।
তস্মিন্নপ্যপনীতযুক্তদমনঃ স্যাদূর্জিতাসৎক্রিয়ে
সামর্থ্যেঽপি ধর্মসৌম্যচরিতো বিশ্বস্য রামঃ পতিঃ ॥ ১৩ ॥

শূর্পণখা—তদত্র কিং নিশ্চিতম্। (তদো এত্থ কিং ণিচ্চিদম্)

মাল্যবান্—পরশুরামোত্তেজনং কর্তব্যমিতি।

শূর্পণখা—পক্ষান্তরে মহাদোষঃ। (পক্খান্তরে মহাদোসো)

মাল্যবান্—তত্রাপি শক্তিতঃ প্রতিবিধাস্যতে। কিন্তু—

তান্যেব যদি ভূতানি তা এব যদি শক্তযঃ।
ততঃ পরশুরামস্য ন প্রতীমঃ পরাভবম্ ॥ ১৪ ॥

তদুত্তিষ্ঠ! মিথিলাপ্রস্থাপনায় জামদগ্ন্যমুত্তেজয়িতুং মহেন্দ্রদ্বীপমেব গচ্ছাবঃ। দ্রষ্টব্যশ্চ তত্র ভার্গবঃ।

গভীরো মাহাত্ম্যাৎপ্রশমশুচিরত্যন্তসুজনঃ
প্রসন্নঃ পুণ্যানাং প্রচয় ইব সর্বস্য সুখদঃ।
প্রভুত্বস্যোৎকর্ষাৎপরিণতিবিশুদ্ধেশ্চ তপসা-
মসৌ দৃষ্টঃ সত্ত্বং প্রবলয়তি পাপং চ নুদতি ॥ ১৫ ॥
(উত্থায় পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তৌ)

মিশ্রবিষ্কম্ভঃ।

(নেপথ্যে)

ভো ভো বিদেহনগরীগতা রাজকুলচারিণঃ! কথয়ন্তু ভবন্তঃ কন্যান্তঃপুরগতায় রামায়—

'কৈলাসোদ্ধারসারত্রিভুবনবিজয়োর্জিতান্যনিষ্কাতদোষ্কঃ
পৌলস্ত্যস্যাপি হেলাপহৃতরণমদো দুর্দমঃ কার্তবীর্যঃ।
যস্য ক্রোধাৎকুঠারপ্রবিঘটিতমহাস্কন্ধবন্ধচ্ছবীয়ো-
দোঃশাখাদণ্ডমুণ্ডস্তরুরিব বিহিতঃ কুল্যকন্দঃ পুরাভূৎ ॥ ১৬ ॥
সোঽয়ং ত্রিঃসপ্তবারানবিকলবিহিতক্ষত্রতন্ত্রপ্রমারো
বীরঃ ক্রৌঞ্চস্য ভেদাৎকৃতধরনিতলাপূর্বহংসাবতারঃ।
জেতা হেরম্বভৃঙ্গপ্রমুখগণচমূচক্রিণস্তারকারে-
স্ত্বাং পৃচ্ছন্জামদগ্ন্যঃ স্বগুরুহরধনুর্ভঙ্গরোষাদুপৈতি ॥ ১৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সধৈর্যসম্ভ্রমো রামঃ সীতা সখ্যশ্চ)

রামঃ— মহাভাগ্যমহানিধির্ভগবতো দেবস্য দগ্ধুঃ পুরা-
মাম্নায়েন বিশুদ্ধসত্ত্বচরিতঃ শিষ্যো ভৃগূণাং পতিঃ।
দ্রষ্টব্যঃ স চ মাং দিদৃক্ষুরপি চ ত্যক্ত্বা স্থিয়ং মুগ্ধয়া
সন্ত্রাসাদয়মাভিজাত্যানিভৃতস্নেহো ময়ি দ্যোত্যতে ॥ ১৮ ॥

সীতা—সখ্যঃ! কথমেতৎ। (সহিও! কহং এদম্)।

সখ্যঃ—কুমার! অলং তাবৎ ত্বরয়া (কুমার! অলং দাব তবরাএ)

রামঃ—নোৎসবাঃ পরাবধীরনাবৈরস্যমর্হন্তি।

সখ্যঃ—বারংবারং নিঃক্ষত্রীকৃতসমস্তজীবলোকো নির্বর্তিতবিষমব্যবসায়সাহসঃ পরশুরামঃ শ্রূয়তে। (বারংবারং নিক্খত্তীকিদসমত্তজীঅলোও নিব্বট্টিঅবিসমব্বব-সাঅসাওসো পরসুরামো সুণীঅদি)

রামঃ—কিমেকদেশেন মহাজ্ঞাননিধের্মাহাত্ম্যমপাহ্নূয়তে। য এষঃ—
উৎখাতক্ষিতিপালবংশগহনাস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বো দিশঃ
কৃত্বা বিশ্রুতকার্তবীর্যবিজয়শ্লাঘ্যশ্চ বাহ্বোর্বলাৎ।
সদ্বীপামথ কশ্যপায় মুনয়ে দত্ত্বাশ্বমেধে মহীং
শস্ত্রব্যস্তসমুদ্রদত্তবিষয়ং লব্ধ্বা তপস্তপ্যতে ॥ ১৯ ॥

(নেপথ্যে)

সত্ত্বভ্রংশবিষাদিভিঃ কথমপি ত্রস্তৈঃ ক্ষণং বেত্রিভি-
র্দৃষ্টো দৃষ্টিবিঘাতজিহ্মিতমুখৈরব্যাহতপ্রক্রমঃ।
রামান্বেষণতৎপরঃ পরিজনৈরুন্মুক্তহাহারবং
কন্যান্তঃপুরমেব হা প্রবিশতি ক্রুদ্ধো মুনির্ভার্গবঃ ২০ ॥

রামঃ—নন্বেত এব শিষ্টাচারপদ্ধতেঃ প্রণেতারঃ। তৎ কথময়ং বিদ্বান্প্রমাদ্যতি। ভবতু। উপসর্পামি। (সধৈর্যবিকটং পরিক্রামতি)

সখ্যঃ—অহো! সমন্তত এব 'হা দেব চন্দ্রমুখ রামচন্দ্র! হা জামাতঃ' ইতি পরিদেবন-মুখরকাতরোদ্বিগ্নসমস্তপরিজনং পলায়িতমসম্ভ্রান্তকুলম্। ভর্তৃদারিকে! স্বয়মেব বিজ্ঞাপয় ভর্তারম্। (অম্মো! সমন্তদো এব্ব 'হা দেব চন্দমুহ রামচন্দ্র; হা জামাদুএ'ত্তি পরিদেবণমুহরকাঅরুব্বিগ্গসমত্তপরিঅণং পলাইদং অন্তেউরাঅ-উলম্। ভট্টদারিএ! সঅং এব্ব বিণ্ণবেহি ভট্টারম্।

সীতা—তেন হি ত্বরমানাঃ সম্ভাবয়েম বেগপ্রস্থিতমার্যপুত্রম্। (তেন হি তুবরন্তিও

সম্ভাবেহ্ম বেঅপৎথিঅং অজ্জউত্তম্)।

(ইতি পরিক্রামতি)

সখ্যঃ—কুমার কুমার ! প্রেক্ষস্ব তাবত্ত্বরাবিশৃংখলমরালবধূদ্ভ্রান্তগমনাং ভর্তৃদারিকাম্।
(কুমার কুমার ! পেক্খ দাব তুবরাবিসংখলমরালবহূব্ভন্তগমণং ভট্টিদারিঅম্)।

রামঃ—(সপ্রেমানুকম্পং পরিবৃত্য) কাতরেয়মত্রভবতীভিরেব পর্যবস্থাপয়িতব্যা।

সখ্যঃ—সখি ! সসুরাসুরসমস্তত্রৈলোক্যমঙ্গলং তুঙ্গজয়লক্ষ্মীলাঞ্ছিততমোষধিবিভ্রমবিস্রস্ত-নেত্রকুবলয়শোভাবিহরস্মমুখপুণ্ডরীকবিস্তারিতস্নেহসম্ভ্রমা সর্বদাস্মৎপুরতো বর্ণয়সি। তৎকিমতি বিজয়াভিমুখে কুমার উৎকম্পিতাসি। (সহি ! সসুরা-সুরসমত্ততেল্লোকমঙ্গলং তুঙ্গজয়লচ্ছীলঞ্ছিঅং ঈসিবিব্ভমবিসট্টণেত্তকন্দোট্ঠসোহা-বিহরন্তমুহপুণ্ডরীঅবিত্থারিদসিণেহসংভমা সব্বদা অহ্মপুরদো বণ্ণেসি। তা কিতি বিঅআহিমুহে কুমারে উক্কম্পিতাসি)।

সীতা—সর্বক্ষত্রিয়সন্তাপকারী পরশুরাম ইতি। (সব্ববকখত্তিঅসংদাবআরী পরসুরামো ত্তি)।

রামঃ—প্রিয়ে ! স্বস্থা সতী নিবর্তস্ব।

আতঙ্কশ্রমসাধ্বসব্যতিকরোৎকম্পঃ কথং সহ্যতা-
মঙ্গৈর্মুগ্ধমধুকপুষ্পরুচিভির্লাবণ্যসারৈরয়ম্।
উন্নদ্ধস্তনযুগ্মকুড্মলগুরুশ্বাসাবভুগ্নস্য তে
মধ্যস্য ত্রিবলীতরঙ্গকজুষো ভঙ্গঃ প্রিয়ে মা চ ভূৎ ॥ ২১ ॥

(নেপথ্যে) ভো ভোঃ পরিষ্কন্দাঃ ক্ব রামো দাশরথিঃ।

সীতা—স এব ব্যাহরতি। (সো এব্ব বাহরই)।

রামঃ—তস্যানরালসাহসপ্রচণ্ডকর্মণঃ পুষ্করাবর্তকস্তনিতমাংসলোবাউানির্ঘোষঃ কর্ণবিবর-মাপ্যায়য়তি। (ইতি পরিক্রামতি)

সীতা—কা গতিঃ। (ধনুষি ধারয়ন্তী) আর্যপুত্র ! ন তাবদুত্মাভির্গন্তব্যং যাবত্তাতো নাগচ্ছতি। (কা গঈ। অজ্জউত্ত ! ণ দাব তুহ্মেহিং গন্তব্যং জাব তাদো ণাঅজ্জই)।

সখ্যঃ—উদ্ঘাটিতমিদানীং প্রিয়সখ্যা রসান্তরেণ লজ্জালুত্বম্। (উব্বাত্তিঅং দাণিং পিঅসহীএ রসন্তরেণ লজ্জালুত্তণম্)।

রামঃ—জিতং স্নেহেন। তর্হি মুক্তা ধনুর্গচ্ছামি।

(নেপথ্যে। 'ভো ভোঃ পরিষ্কন্দাঃ' ইত্যাদি পঠতি)।

সীতা—ততো বলাদেব ধারয়িষ্যামি। (তদো বলাদো এব্ব ধারইস্সম্)।

রামঃ—হন্ত হন্ত।

উৎসিক্তস্য তপঃপরাক্রমনিধেরস্যাগমাদেকতঃ
তৎসঙ্গপ্রিয়তা চ বীররভসোন্মাদশ্চ মাং কর্ষতঃ।
বৈদেহীপরিরম্ভ এষ চ মুহুশ্চৈতন্যমামীলয়-
ন্নানন্দো হরিচন্দনেন্দুশিশিরস্নিগ্ধো রুণদ্ধ্যন্যতঃ ॥ ২২ ॥

সখ্যঃ—হা ! এষ দীপ্যমানদিনকরালোদুষ্প্রেক্ষ্যজঠরদেহপ্রভাপরিক্ষেপভাসুরো জ্বলন্তং সুনিশিতং পরশুং ধারয়ন্বিশৃংখলোদ্বেলসহুতবহশিখাসহস্রসন্দিগ্ধজটাপ্রভাডামরঃ সুদূরাবক্ষেপ্যাবিদ্ধবিকটোরুদণ্ডানির্ভরাভিঘাতবিহ্বলিতবসুন্ধরঃ পরাগত এব

সকলক্ষাত্রয়মহারাক্ষসঃ। (হা! এসো দিপ্পস্তাদিণঅরালোঅন্দপেক্ষজরট-দেহপ্পহাপরিক্খেবভাসুরো জ্জলন্তং স্থূণিসিদং পরস্থুং ধারঅন্তো বিসংখল্লবেল্ল-হুঅবহাসিহাসহস্সসন্দেহিদজডাপ্পহাডাবরো স্থূদরবিকখেবাবিন্ধবিঅটোরুদন্ড-ণিশ্ভরাভিঘাদবিহ্লিঅবসুন্ধরো পরাগদো এব্ব সঅলক্খত্তঅমহারক্খসো)।

রামঃ— অয়ং স ভৃগুনন্দনস্ত্রিভুবনৈকবীরো মুনি-

র্য এষ নিবহো মহানিব দুরাসদস্তেজসাম্।

প্রতাপতপসোরিব ব্যতিকরস্ফুরন্মূর্তিমা-

ন্প্রচণ্ড ইব পিণ্ডতামুপগতশ্চ বীরো রসঃ ॥ ২৩ ॥

পুণ্যোঽপি ভীমকর্মা নিধিব্রতানাং চকাস্ত্যমিতশক্তিঃ।

মূর্তির্মভিরামঘোরাং বিভ্রদিবাথর্বণো নিগমঃ ॥ ২৪ ॥

অয়ং হি—

কল্পাপায়প্রণয়ি দধতঃ কালরুদ্রানলত্বং

সংরব্ধস্য ত্রিপুরজয়িনো দেবদেবস্য তিগ্মঃ।

ব্রহ্মচ্ছদ্মা নিখিলভুবনস্তোমনির্মাথযোগ্যো

রাশিভূতঃ পৃথগিব সমুত্থায় সামর্থ্যসারঃ ॥ ২৫ ॥

(বিহস্য) অহো স্বাচ্ছন্দ্যবৈচিত্র্যমত্রভবতঃ।

জ্যোতির্জ্বালাপ্রচয়জটিলো ভাতি কণ্ঠে কুঠার-

স্তূণীরোঽংসে বপুষি চ জটাচাপচীরাজিনানি।

পাণৌ বাণঃ স্ফুরতি বলয়ীভূতলোলাক্ষসূত্রে

বেষঃ শোভাং ব্যতিকরবতীমুগ্রশান্তস্তনোতি ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ে! এতে গুরবঃ। তদপসৃত্য কৃতাবগুণ্ঠনা ভব।

সীতা—হা ধিক্ হা ধিক্। পরাগত এব (অঞ্জলিং বদ্ধ্বা) আর্যপুত্র! পরিত্রায়স্ব সাহসিক। (হদ্ধি হদ্ধি। পরাগদো এব্ব) (অজ্জউত্ত! পরিত্তাআহি সাহসিঅ)।

রামঃ—অয়ি প্রিয়ে!

মুনিবয়মথ বীরস্তাদৃশস্তৎপ্রিয়ং মে

বিরমতু পরিকম্পঃ কাতরে ক্ষত্রিয়াসি।

তপসি বিততকীর্তের্দর্পকণ্ডূলদোষ্ণঃ

পরিচরণসমর্থো রাঘবক্ষত্রিয়োঽহম্ ॥ ২৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ক্রুদ্ধঃ পরশুরামঃ)

পরশুরামঃ—হুম্। অহো, দুরাত্মনঃ ক্ষত্রিয়বটোরনাত্মজ্ঞতা।

ন ত্রস্তং যদি নাম ভূতকরুণাসন্তানশান্তাত্মন-

স্তেন ব্যারুজতা ধনুর্ভগবতো দেবাদ্ভবানীপতেঃ।

তৎপুত্রস্তু মদান্ধতারকবধাদ্বিশ্বস্য দত্তোৎসবঃ

স্কন্দঃ স্কন্দ ইব প্রিয়োঽহমথবা শিষ্যঃ কথং ন স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥

এষ এব মে প্রশমস্য কর্কশঃ পরিণামঃ।

যৎক্ষত্রিয়েষ্বপি পুনঃ স্থিতমাধিপত্যং তৈরেব সম্প্রতি ধৃতানি পুনর্ধনূংষি।

উন্মাদ্যতাং ভুজমদেন ময়াপি তেষামুচ্ছৃংখলানি চরিতানি পুনঃ শ্রুতানি ॥ ২৯ ॥

রামঃ— অকলিততপস্তেজোবীর্যপ্রথিম্নি যশোনিধা-
ববিতথমদধ্মাতে রোষাম্মুনাবভিধাবতি।
অভিনবধনুর্বিদ্যাদর্পক্ষমায় চ কর্মণে
স্ফুরতি রভসাৎ পাণিঃ পাদোপসংগ্রহণায় চ ॥ ৩০ ॥

কিন্ত্ববিষয়ন্তাবদাচারস্য।

জামদগ্ন্যঃ—ভো ভো পরিষ্কন্দাঃ! ক্ব রামো দাশরথিঃ।

রামঃ—অয়মহং ভোঃ। ইত ইতো ভবান্।

জামদগ্ন্যঃ—সাধু রাজপুত্র! সাধু। সত্যমৈক্ষ্বাকঃ খল্বসি।
অশ্বিষ্যতঃ প্রমথনায় মমাপি দর্পা
দাত্মানমর্পয়সি জাতিবিশুদ্ধসত্ত্বঃ।
গন্ধদ্বিপেন্দ্রকলভঃ করিকুম্ভকূট-
কুট্টাকপাণিকুলিশস্য যথা মৃগারেঃ ॥ ৩১ ॥

স্ত্রিয়ঃ—শান্তং পাপং শান্তং পাপম্। প্রতিহতমমঙ্গলম্। (সন্তং পাবং সন্তং পাবম্। পডিহদং অমঙ্গলং)।

জামদগ্ন্যঃ—(নির্বর্ণ্য, স্বগতম্) রমণীয়ক্ষাত্রিয়কুমার আসীৎ।
চঞ্চৎপঞ্চশিখণ্ডমণ্ডনমসৌ মুগ্ধপ্রগল্ভং শিশু-
র্গম্ভীরং চ মনোহরং চ সহজশ্রীলক্ষ্ম রূপং দধৎ।
দ্রাগদৃষ্টোঽপি হরত্যয়ং মম মনঃ সৌন্দর্যসারশ্রিয়া
হন্তব্যস্তু তথাপি নাম ধিগহো বীরব্রতক্রূরতাম্ ॥ ৩২ ॥

(প্রকাশম্)
প্রাগপ্রাপ্তনিশুম্ভশাম্ভবধনুর্দ্বেধাবিধাবির্ভবৎ-
ক্রোধপ্রেরিতভীমভার্গবভুজস্তম্ভাপবিদ্ধঃ ক্ষণাৎ।
সজ্বালঃ পরশুর্ভবত্বশিথিলস্ত্বৎকণ্ঠপীঠাতিথি-
র্যেনানেন জগৎসু খণ্ডপরশুর্দেবো হর খ্যাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ—হা ধিক্ হা ধিক্। প্রজ্বলিতঃ খল্বেষঃ। (হদ্ধী হদ্ধী। পজ্জলিদো ক্খু এসো)।

রামঃ—(সধৈর্যবহুমানং নির্বর্ণ্য) অয়ং স কিল যঃ সপরিবারকার্তিকেয়বিজয়াবর্জিতেন ভগবতা নীললোহিতেন সহস্রপরিবৎসরান্তেবাসিনে তুভ্যং প্রসাদীকৃতঃ পরশুঃ।

সখ্যঃ—ভর্তৃদারকে! প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। হৃদয়ানিবর্তিতবহুমানো নিষ্কম্পধীরগুরুকত্বেনাপহসতীব ভগবতো ভার্গবস্যায়ুধং ভর্তৃদারকঃ। (ভট্টিদারিএ। পেক্খ পেক্খ। হিঅআণিঅত্তিদবহুমাণো ণিক্কম্পধীরগরুঅত্তণেণ ওঅহসদি বিঅ ভঅবদো ভগ্গবস্স আউহং ভট্টিদারও)।

(সীতা সবিস্ময়াস্রং পশ্যতি)

জামদগ্ন্যঃ—(স্বগতম্) আশ্চর্যম্। অন্য এবায়ং প্রকারঃ। কিমপি চৈতদসংবিজ্ঞাতনিবন্ধনং মাহাত্ম্যং সৌজন্যং চোৎসাহসংরম্ভগম্ভীরশ্চ পৌরুষাবষ্টম্ভঃ। (প্রকাশম্) আঃ দাশরথে। স এবায়মাচার্যপাদানাং প্রিয়ঃ পরশুঃ।

সখ্যঃ—ক্ষণং তু প্রশান্তরোষস্যেবালাপঃ। (ক্খণং তু পসন্নরোসস্স বিঅ আলাবো)।

জামদগ্ন্যঃ—

অস্ত্রপ্রয়োগখুরলীকলহে গণানাং সৈন্যৈর্বৃতোঽপি জিত এব ময়া কুমারঃ।
এতাবতাপি পরিরভ্য কৃতপ্রসাদঃ প্রাদাদিমং প্রিয়গুণো ভগবান্গুরুর্মে ॥ ৩৪ ॥

রামঃ—(স্বগতম্) কথমেতাবতাপীত্যাহ। অহো গর্বগৌরবস্যাভোগঃ। (প্রকাশম্) অতশ্চ ভগবন্ ! দ্যাবাপৃথিব্যোর্বিততস্তে বীরবাদঃ।

যেনৈব খণ্ডপরশুর্ভগবান্প্রচণ্ডশ্চণ্ডীপতিস্ত্রিভুবনেষু গুরুঃ প্ররূঢ়ঃ।
তেনৈব তারকরিপোর্বিজয়ার্জিতেন দীপ্তিং গতা পরশুরাম ইতি শ্রুতিস্তে ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ—

উৎপত্তির্জমদগ্নিতঃ স ভগবান্ দেবঃ পিনাকী গুরুঃ
শৌর্যং যত্তু ন তদ্গিরাং পথি ননু ব্যক্তং হি তৎকর্মভিঃ।
ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহীনির্ব্যাজদানাবধিঃ
ক্ষত্রব্রহ্মতপোনিধের্ভগবতঃ কিং বা ন লোকোত্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যঃ—জানাতি মহাভাগো গুরুষু রমণীয়ং মন্ত্রয়িতুম্। (জানাদি মহাভাও গুরুসু রমণিজ্জং মন্তিদুম্)।

জামদগ্ন্যঃ— রাম রাম নয়নাভিরামতামাশয়স্য সদৃশীং সমুদ্বহন্।
অপ্রতর্ক্যগুণরামণীয়কঃ সর্বথৈব হৃদয়ঙ্গমোঽসি মে ॥ ৩৭ ॥
হেরম্বদন্তমুসলোল্লিখিতৈকভিত্তি বক্ষো বিশাখবিশিখব্রণলাঞ্ছিতং মে।
রোমাঞ্চকঞ্চুকিতমদ্ভুতবীরলাভাৎসত্যং ব্রবীমি পরিরব্ধুমিবেচ্ছতি ত্বাম্ ॥ ৩৮ ॥

সখ্যঃ—ভর্তৃদারিকে ! প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব ভর্তুঃ সৌভাগ্যম্। ত্বং খলু নিত্যং পরাঙ্মুখ্যাত্মানং বঞ্চয়সি। (ভট্টিদারিএ ! পেক্খ পেক্খ ভত্তুণো সোহগ্গম্। তুমং কখু ণিচ্চং পরাম্মুহো অত্তাণং বঞ্চেসি)

(সীতা সাস্রং নিঃশ্বসিতি)

রামঃ—ভগবন্ ! পরিরম্ভণং প্রস্তুতপ্রতীপমেতৎ।

সীতা—ধীরমসৃণো মাহাত্ম্যশোভিতোঽস্য বিনয়ঃ। (ধীরমসিণো মাহপ্পসোহিদো সে বিনও)

জামদগ্ন্যঃ—(স্বগতম্) অহো ! পরগুণোৎকর্ষপরিণামগ্রাহি সৌজন্যপূতমন্তঃকরণমস্য রাজন্যপোতস্য। পারমার্থিকবিনয়দুর্বিভাব্যো নিপুণবুদ্ধিগ্রাহ্যো মহানহঙ্কারঃ।

অপ্রাকৃতস্য চরিতাতিশয়স্য ভাবৈরত্যদ্-
ভুতৈর্মম হৃতস্য তথাপ্যনাস্থা।
কোঽপ্যেষ বীরশিশুকাকৃতিরপ্রমেয়-
সামর্থ্যসারসমুদায়ময়ঃ পদার্থঃ ॥ ৩৯ ॥
সম্ভাব্যসপ্তভুবনাভয়দানপুণ্যসম্ভারমস্য
বপুরত্র হি বিস্ফুরন্তি।
লক্ষ্মীশ্চ সাত্ত্বিকগুণজ্বলিতং চ তেজো
ধর্মশ্চ মানবিজয়ৌ চ পরাক্রমশ্চ ॥ ৪০ ॥

অয়ং হি—

ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোশস্য গুপ্ত্যৈ।

সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানাং
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্মাণরাশিঃ ॥ ৪১ ॥
হে ভবত্যঃ ! প্রবিশাস্ত্বিয়ং বধূরভ্যন্তরমেব ।
রামঃ—(স্বগতম্) এবমেব ।

(নেপথ্যে)

সীরধ্বজো ধনুষ্পাণিরিত এবাভিবর্ততে ।
গৌতমশ্চ শতানন্দো জনকানাং পুরোহিতঃ ॥ ৪২ ॥

সখ্যঃ—ভর্তৃদারিকে ! পরাগত এব তাতঃ । তদেহি । প্রবিশামঃ । (ভট্টিদারিএ ! পরাগদো ক্সেব তাদো । তা এহি । পবিসহ্ম)

সীতা—ভগবতি ! সংগ্রামশ্রীরেষ তেঽঞ্জলিঃ । (ভঅবদি ! সঙ্গামসিরো এসো দে অঞ্জলী)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ স্ত্রিয়ঃ)

জামদগ্ন্যঃ— স এষ রাজা জনকো মনীষী পুরোহিতেনাঙ্গিরসেন গুপ্তঃ ।
আদিত্যশিষ্যঃ কিল যাজ্ঞবল্ক্যো যস্মৈ মুনির্ব্রহ্ম পরং বিবব্রে ॥ ৪৩ ॥
সদ্বৃত্ত এষঃ । তথাপি ক্ষত্রিয় ইতি শিরঃশূলমুৎকোপয়তি ।

(ততঃ প্রবিশতি সম্ভ্রান্তো জনকঃ শতানন্দশ্চ)

শতানন্দঃ—রাজন্ ! কিমত্র যুক্তম্ ?
জনকঃ—ভগবন্ ! কিমন্যৎ ?
ঋষিরয়মতিথিশ্চোদ্দিষ্টরঃ পাদ্যমর্ঘ্যং
তদনু চ মধুপর্কঃ কল্প্যতাং শ্রোত্রিয়ায় ।
অথ তু রিপুরকস্মাদ্দ্বেষ্টি নঃ পুত্রভাণ্ডং
তদিহ নয়বিহীনে কার্মুকস্যাধিকারঃ ॥ ৪৪ ॥

(ইতি পরিক্রামতঃ)

রামঃ—কিমিত্যতিবাহ্যপায়িতং ভগবতা ?
জামদগ্ন্যঃ—ন কিঞ্চিৎ । কিন্তু—
সম্ভূয়ৈব সুখানি চেতসি পরং ভূমানমাতন্বতে
যত্রালোকপথাবতারিণি রতিং প্রস্তৌতি নেত্রোৎসবঃ ।
স ত্বং নূতনকঙ্কণধরঃ শ্রীমাঁস্প্রিয়শ্চেতসো
হস্তব্যঃ পরিভূতবান্গুরুমিতি প্রাগেব দূয়ামহে ॥ ॥ ৪৫ ॥
রামঃ—ভার্গবঃ ! জ্ঞায়তে মামনুকম্পস ইতি ।
জামদগ্ন্যঃ—অরে ! কিমুদভ্রান্তোঽসি ?
অমৃতাধ্মাতজীমূতস্নিগ্ধসংহননস্য তে ।
কুঠারঃ কম্বুকণ্ঠস্য কণ্টং কণ্ঠে পতিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
রামঃ—আঃ ! সত্যমেব করুণয়া পরিক্লিপ্তোঽসি ।
জামদগ্ন্যঃ—ময্যেব ভ্রূকুটীধরঃ সংবৃত্তঃ । অরে ক্ষত্রিয়ডিম্ভ ! ত্বং কিল শিশুর্নববধূটিকা-পরিগ্রহঃ সুন্দর ইত্যপূর্বমুপতপ্যতেঽস্মাভিঃ ;
সুপ্রসিদ্ধঃ প্রবাদোঽয়মিতিহেতীহ গীয়তে ।
জামদগ্ন্যঃ স্বয়ং রামো মাতুমূর্ধানমচ্ছিনৎ ॥ ৪৭ ॥

অপি চ—রে মূঢ় !

উৎকৃত্যোৎকৃত্য গর্ভানপি শকলয়তঃ ক্ষত্রসন্তাপরোষা-

দুদ্দামস্যৈকবিংশত্যবধি বিধমতঃ সর্বতো রাজবংশ্যান্ ।

পিত্র্যং তদ্রক্তপূর্ণহ্রদসবনমহানন্দমন্দায়মানং

ক্রোধাগ্নিং কুর্বতো মে ন খলু ন বিদিতঃ সর্বভূতৈঃ স্বভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

রামঃ—নৃশংসতা হি নাম পুরুষদোষঃ। তত্র কা বিকত্থনা ?

জামদগ্ন্যঃ—আঃ নির্ভর ক্ষাত্রিয়বটো ! অতি নাম প্রগল্ভসে।

প্রহর নমতু চাপং প্রাক্প্রহারপ্রিয়োঽহং

ময়ি তু কৃতনিঘাতে কিং বিদধ্যাৎ পরেণ।

ঝটিতি বিততবহ্ন্যুদ্গারভাস্বৎকুঠার—

প্রবিঘটিতকঠোরস্কন্ধবন্ধঃ কবন্ধঃ ॥ ৪৯ ॥

জনকশতানন্দৌ—বৎস রামভদ্র ! বিস্রব্ধং তাবদাস্স্ব।

রামঃ—কষ্টম্। অভ্যনুজ্ঞাপেক্ষঃ সংবৃত্তোঽস্মি।

জামদগ্ন্যঃ—আঙ্গিরস ! অপি সুখম্ ?

শতানন্দঃ—বিশেষতস্ত্বদ্দর্শনাৎ। অপি চ—

ত্বং নঃ পূজ্যতমোঽতিথির্যদি ততঃ সজ্জাতিথেয়া বয়ং (ক)

জামদগ্ন্যঃ—ত্বং পুরোহিতঃ সুচরিতো গৃহমেধী যাজ্ঞবল্ক্যশিষ্যঃ। তদত্র সর্বং যুজ্যতে। কিন্তু নাহমাতিথ্যকামঃ।

শতানন্দঃ কন্যান্তঃপুরমক্রমাৎপ্রবিশতা সংদূষিতা ন স্থিতিঃ। (খ)

জামদগ্ন্যঃ—অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণোঽহমনভিজ্ঞঃ পরমেশ্বরগৃহব্যবহারস্য।

রামঃ—(স্বগতম্) শোভত এব দত্তভুবনৈকদক্ষিণস্য সামন্তেঽহংকারোৎপ্রকাশঃ।

জনকঃ পাপং বাঞ্ছসি কর্ম রাঘবশিশাবস্মৎসনাথে কথং (গ)

(প্রবিশ্য)

কঞ্চুকী—দেব্যঃ কঙ্কণমোচনায় মিলিতা রাজন্ বরঃ প্রেষ্যতাম্ ॥ ৫০ ॥

জনকশতানন্দৌ—বৎস রামভদ্র ! শ্বশ্রূজনস্ত্বামাহ্বয়তি। তদ্গম্যতাম্।

রামঃ—জামদগ্ন্য ! এবমাদিশন্তি গুরবঃ।

জামদগ্ন্যঃ—ক্রিয়তাং লোকধর্মঃ। পশ্যন্তু ত্বাং জ্ঞাতয়ঃ। কিন্তু জনপদেষু ন চিরমারণ্যকাস্তিষ্ঠন্তি। গন্তুকামোঽস্মি। অতো ন কালঃ পরিক্ষেপ্তব্যঃ।

রামঃ—এবম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবিশ্য)

সুমন্ত্রঃ—ভগবন্তৌ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ ভবতঃ সভার্গবানাহ্বয়তঃ।

ইতরে—ক্ব ভগবন্তৌ।

সুমন্ত্রঃ—মহারাজদশরথস্যান্তিকে।

ইতরে—গুরুবচনাদ্গচ্ছামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবিশ্রীভবভূতিবিরচিতে দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

×××××××××××××× তৃতীয়োঽঙ্কঃ ×××××××××××××

(ততঃ প্রবিশত উপবিষ্টৌ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ জামদগ্ন্যশতানন্দৌ চ)

বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ—(জামদগ্ন্যং প্রতি)

ইষ্টাপূর্তবিধেঃ সপত্নশমনাৎপ্রেয়োশ্মযোনঃ সখা
যেন দ্যৌরিব বজ্রিণা বসুমতী বীরেণ রাজন্বতী।
যস্যৈতে বয়মগ্রতঃ কিমপরং বংশশ্চ বৈবস্বতঃ
সোঽয়ং ত্বাং তনয়াপ্রিয়ঃ পরিণতো রাজা শমং যাচতে॥ ১॥

তদ্বিরম শৃঙ্ককলহাৎ ইদং চাস্তু।

সংজ্ঞপ্যতে বৎসতরী সর্পিষ্যন্নং চ পচ্যতে।
শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়গৃহানাগতোঽসি জুষস্ব নঃ॥ ২॥

জামদগ্ন্যঃ—অত্র বো বিজ্ঞাপয়ামি কিং ন ক্ষমে যদি রামঃ প্রকৃষ্টবীর্যো ন স্যাৎ। পশ্যন্তু ভবন্তঃ—

রামঃ কর্মভিরদ্ভুতৈঃ শিশুরপি খ্যাতস্ততো ভার্গবঃ
কস্মাৎপ্রাপ্য তিরস্ক্রিয়ামসহনোঽপ্যস্থাদিতি প্রস্তুতে।
কো বিদ্যাদ্‌গুরুগৌরবাদিতি ভবেদ্‌জ্ঞাতাপি বক্তা পুন—
র্নস্ত্বেবাস্তি তথাস্থিতস্য সুলভদ্বেষং হি বীরব্রতম্‌॥ ৩॥

অপি চ—

যশসি নিরবকাশে বিশ্বতঃ শ্বেতমানে
কথমপি বচনীয়ং প্রাপ্য যৎকিঞ্চিদেব।
কৃতবিততিরকস্মাৎপ্রাকৃতৈরুত্তমানাং
বিরমতি ন কথঞ্চিৎ কশ্মলা কিংবদন্তী॥ ৪॥

বসিষ্ঠঃ—অয়ি বৎস! কিমনয়া যাংজ্ঞীংমায়ুধাপিশাচিকয়া। শ্রোত্রিয়োঽসি জামদগ্ন্য! পূতং ভজস্ব পন্থানম্‌। আরণ্যকশ্চাসি। তৎপরিচিনু চিত্তপ্রসাদনীশ্চতস্রো মৈত্র্যাদিভাবনাঃ। প্রত্যাসীদতু হি তে বিশোকা জ্যোতিষ্মতী নাম যোগবৃত্তিঃ। তৎপ্রসাদজং ঋতম্ভরাভিধানং নামাবহিঃসাধনোপহেয়সবার্থসামর্থ্যমপবিশ্বাবিপ্লবোপরাগমজস্বলমন্তর্জ্যোতিষো দর্শনম্‌। যতঃ প্রজ্ঞানমভিস্তবতি তদ্ব্যাচরিতব্যং ব্রাহ্মণেন। তরতি যেনাপমৃত্যুং পাপ্মাণম্‌। অন্যত্র হ্যভিনিবিষ্টোঽসি। পশ্য—

পরিষদিয়মৃষীণামত্র বীরো যুধাজিৎসহ নৃপতিরমত্যো রোমপাদশ্চ বৃদ্ধঃ।
অয়মবিরতযজ্ঞো ব্রহ্মবাদী পুরাণঃ প্রভুরপি জনকানামদ্রুহো যাচকাস্তে॥ ৫॥

জামদগ্ন্যঃ—এবমেতৎ। কিন্তু—

শত্রুমুলমনুত্থায় ন পুনর্দ্রষ্টুমুৎসহে।
ত্র্যম্বকং দেবমাচার্যমাচার্যানীং চ পার্বতীম্‌॥ ৬॥

বিশ্বামিত্রঃ—যদি গুরুষ্বনুরধ্যাসে চেতয়স্বেমাবপি ততঃ কিঞ্চিৎ।

হিরণ্যগর্ভাদৃষয়ো বভুবুর্বসিষ্ঠভৃগ্বঙ্গিরসপ্রয়ো যে।
সোঽয়ং বসিষ্ঠো ভৃগুনন্দনস্ত্বমেষোঽপি তস্যাঙ্গিরসঃ প্রপৌত্রঃ॥ ৭॥

জামদগ্ন্যঃ— প্রায়শ্চিত্তং চরিষ্যামি পূজ্যানাং বো ব্যতিক্রমাৎ।
ন ত্বেব দূষয়িষ্যামি শস্ত্রগ্রহমহাব্রতম্ ॥ ৮ ॥
যতো বিমুক্তেরপি মানরক্ষণং প্রিয়ং নিসর্গেণ তথা চ পশ্য মে।
সনাভয়ো যূয়মহং চ কর্কশঃ শরাসনজ্যাকিণলাঞ্ছনো ভুজঃ ॥ ৯ ॥
বিশ্বামিত্রঃ—(স্বগতম্)
সম্পূজিতং হি মাহাত্ম্যমুদ্গিরন্ত্যঃ পদে পদে।
অপি মর্মাবিধো বাচঃ সত্যং বিস্মাপয়ন্তি মাম্ ॥ ১০ ॥
জামদগ্ন্যঃ—ভগবন্ কুশিকনন্দন!
ব্রহ্মৈকতানমনসো হি বসিষ্ঠমিশ্রাস্ত্বং ব্রূহি বীরচরিতেষু গুরুঃ পুরাণঃ।
বংশে বিশুদ্ধিমতি যেন ভৃগোর্জনিত্বা শস্ত্রং গৃহীতমথ তস্য কিমত্র যুক্তম্ ॥ ১১ ॥
বসিষ্ঠঃ—(স্বগতম্)
কামং গুণৈর্মহানেষ প্রকৃত্যা পুনরাসুরঃ।
উৎকর্ষাৎসর্বতোবৃত্তেঃ সংকারং হি দূষ্যতি ॥ ১২ ॥
বিশ্বামিত্রঃ—বৎস! এতদ্ ব্রবীমি।
একব্যক্ত্যপরাধকোপবিকৃতস্ত্বং ক্ষত্রজাতেরপি
প্রাগাধাননিরন্বয়প্রমথনাদুচ্ছেদমেবাকরোঃ।
ত্রিঃসপ্তাবধি বিপ্রশুক্রজমপি ক্ষত্রং তথৈবোদ্ধৃতং
বৃদ্ধৈঃ স্বৈশ্চ্যবনাদিভির্নিয়মিতঃ ক্রোধাদ্ ব্যরংসীর্ন নু ॥ ১৩ ॥
জামদগ্ন্যঃ—ব্যরংসিষমেব পিতৃবংপ্রযুক্তাৎক্ষত্রবংমহাধিকারাৎ। কিন্ত্র নিহ্নুবঃ।
পরশুরশনিচণ্ডঃ ক্ষত্রঘাতং বিহায়
প্রিয়মপি সমিদিধ্মব্রশ্চনঃ কিং ন জাতঃ।
নিভৃতবিশিখদংষ্ট্রশ্চাপদস্তোঽপি ধত্তে
প্রশমিতবিষবহ্নেঃ সাম্যমাশীবিষস্য ॥ ১৪ ॥
এবং ময়া নিয়মিতশ্চ্যবনাদিবাক্যৈঃ কোপানলশ্চ পরশুশ্চ পুনর্ন্যথেতো।
দেবস্য সম্প্রতি ধনুর্মথনেন সত্যমুত্থাপিতো রঘুসুতেন তথা প্রসহ্য ॥ ১৫ ॥
একস্য রাঘবশিশোঃ কৃতচাপলস্য কৃত্ত্বা শিরো ময়ি বনায় পুনঃ প্রয়াতে।
স্বস্থাশ্চিরায় রঘবো জনকাশ্চ সন্তু মা ভূৎ পুনর্বত কথঞ্চিদতিপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥
শতানন্দঃ—আঃ! শান্তিরস্তু কস্য বা বিদেহরাজন্যস্য রাজর্ষের্যাজ্যস্য মে প্রেয়সঃ ছায়ামপ্যবস্কন্দিতুম্, কিং পুনর্জামাতরম্।
বহ্নিমিব যথা গৃহ্যো বহিস্তথৈব চিরং স্থিতাং
সুচরিতগুরুস্তম্ভাধারে গৃহে গৃহমেধিনাম্।
যদি পরিভবস্তত্রান্যস্মাদুপৈতি ধিগস্তু তৎ—
প্রিয়মপি তপো ধিগ্‌ব্রাহ্মণ্যং ধিগাঙ্গিরসঃ কুলম্ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বামিত্রঃ—সাধু গৌতম বৎস! সাধু। কৃতকৃত্য এষ রাজা সীরধ্বজস্ত্বয়া পুরোহিতেন।
ন তস্য রাষ্ট্রং ব্যথতে ন রিষ্যতি ন জীর্যতি।
ত্বং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণো যস্য রাষ্ট্রগোপঃ পুরোহিতঃ ॥ ১৮ ॥
জামদগ্ন্যঃ—গৌতম! ত্বয়ৈব বহুভিঃ ক্ষাত্রিয়পুরোহিতৈর্ব্রহ্মতেজসা স্ফুরিতমাসীৎ। কিন্তু

প্রাকৃতানি তেজাংস্যপ্রাকৃতে জ্যোতিষি শাম্যন্তি।

শতানন্দঃ—(সক্রোধম্) অরে অনড্বন্! পুরুষাধম। নিরপরাধরাজন্যকুলকদন! মহাপাতকিন্! অশিষ্ট! বিকৃতবেষ! বীভৎসকর্মন্! অপূর্বপাষণ্ড! কাণ্ডীর! কাণ্ডপৃষ্ঠ! কথমস্যামপি দিশি প্রগল্ভসে। ননু চ রে! ত্বমসি কিং ব্রাহ্মণ এব। অহো ব্রাহ্মণস্যাচারঃ।

মাতুরেব শিরশ্ছেদো গর্ভাণাং চাপকর্তনম্।
রাজ্ঞাং চ সবনস্থানাং ব্রহ্মহত্যাসমো বধঃ ॥ ১৯ ॥

জামদগ্ন্যঃ—আঃ! স্বস্তিবাচনিক দুষ্ট সামন্তপুরোহিত! অপি চ রে অহল্যায়াঃ পুত্র! তবাহং কাণ্ডপৃষ্ঠঃ!

শতানন্দঃ—দুষ্ট দুর্মুখ ভৃগুপ্রসবপাংসন!

রাজানো গুরবশ্চৈতে মহিম্নৈব মহাক্ষমাঃ।
ক্ষমন্তাং নাম ন ত্বেবং শতানন্দং ক্ষমিষ্যতে ॥ ২০ ॥

(ইতি কমণ্ডলূদকেনোপস্পৃশতি)

(নেপথ্যে) কঃ কোঽত্র ভোঃ। প্রসাদ্যতাময়ং ধবিত্রানিধূত ইবাভিপ্রণীতঃ পৃষদাজ্যাভিধারঘোরস্তনূনপাৎসমিধ্যমানদারুণব্রহ্মবর্চসজ্যোতিরাঙ্গিরসঃ।

শতানন্দঃ—(সসংরম্ভং শাপোদকং গৃহীত্বা) ভো ভোঃ সভাসদঃ। পশ্যন্তু ভবন্তঃ।

সক্রোধঃ প্রসভমহং পরাভিঘাতাদুদ্ভূতদ্রুতগতিরাততায়িনং বঃ।
উৎপাতক্ষুভিতমরুদ্বিঘট্যমানো বজ্রাগ্নির্দ্রুমমিব ভস্মসাৎকরোমি ॥ ২১ ॥

(নেপথ্যে) ভগবন্! প্রসীদ। গৃহানুপগতে প্রশাম্যতু দুরাসদং তেজঃ।

শ্লাঘ্যো গুণৈর্দ্বিজবরশ্চ নিজশ্চ বন্ধু-
স্তস্মিন্ গৃহানুপগতে সদৃশং কিমেতৎ।
বিদ্বানপি প্রচলিতস্তু যদেষ মাগাৎ-
ক্ষত্রং হি তত্র বিনয়ায় শমং ভজ ত্বম্ ॥ ২২ ॥

বসিষ্ঠঃ—(শাপোদকমপহরন্) বৎস শতানন্দ! যথাহ সম্বন্ধী তে মহারাজদশরথঃ। অন্যচ্চ।

যৎকল্যাণং কিমপি মনসা তদ্বয়ং বর্তয়াম-
স্ত্বং জাবালিপ্রভৃতিসহিতঃ শান্তিমধ্যাগ্নি কুর্যাঃ।
জেতুং জৈত্রানথ খলু জপন্সূক্তসামানুবাকা-
নম্মচ্ছিষ্যোঃ সহ স ভগবান্ বামদেবো গৃণাতু ॥ ২৩ ॥

(শতানন্দঃ পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তঃ)

জামদগ্ন্যঃ—পশ্যত বটোঃ ক্ষাত্রিয়াবষ্টম্ভস্য গর্জিতানি। তৎকিমনেন। ভো ভোঃ কোসলবিদেহেশ্বরপ্রসাদোপজীবিনো ব্রাহ্মণাঃ! সপ্তদ্বীপকুলপর্বতগোচরাশ্চ সর্বক্ষত্রিয়াঃ! বদামঃ।

তপো বা শস্ত্রং বা ব্যবহরতি যঃ কশ্চিদিহ বঃ
স দর্পাদুদ্দামাস্থিষমসহমানঃ স্খলয়তু।
অরামাং নিঃসীরধ্বজদশরথীকৃত্য জগতী-
মতৃপ্তস্তৎকুল্যানপি পরশুরামঃ শময়তি ॥ ২৪ ॥

(নেপথ্যে) ভার্গব ভার্গব! অতি হি নামাবলিপ্যসে।

জামদগ্ন্যঃ—অসূয়তি নামাস্মদবলেপায় জনকঃ সসংরম্ভশ্চ।

(প্রবিশ্য)

জনকঃ— শস্ত্রধ্বংসাৎপরিণতিবশাদ্ গৃহ্যতন্ত্রব্রতানাং
নৈরন্তর্যাদপি চ পরমব্রহ্মতত্ত্বোপলম্ভাৎ।
ক্ষাত্রং তেজো বিজয়সহজং যদ্ব্যরংসীদিদং তৎ
প্রত্যুদ্ভূয় ত্বরয়তি পুনঃ কর্মণে কার্মুকং নঃ॥ ২৫॥

জামদগ্ন্যঃ—ভো জনক!
ত্বং ব্রহ্মণ্যঃ কিল পরিণতশ্চাসি ধর্মেণ যুক্ত-
স্ত্বাং বেদান্তেষ্বচরমমৃষিঃ সূর্যশিষ্যঃ শশাস।
ইত্যাচারাদসি যদি ময়া প্রশ্রয়েণোপজুষ্ট-
স্তৎকিং মোহাদবিদিতভয়ঃ কর্কশানি ব্রবীষি॥ ২৬॥

জনকঃ—অস্ত্রভেদনং ক্রিয়তে প্রশ্রয়শ্চেতি। শৃণুত ভোঃ সভাসদঃ!
ভৃগোর্বংশে জাতস্তপসি চ কিলায়ং স্থিত ইতি
দ্বিষত্যপ্যস্মাভিশ্চিরমিহ তিতিক্ষৈব হি কৃতা।
যদা ভূয়োভূয়স্তৃণবদবধূনোত্যনিভৃত-
স্তদা বিপ্রেহপ্যস্মিন্নমতু ধনুরন্যাস্তি ন গতিঃ॥ ২৭॥

জামদগ্ন্যঃ—(সরোষহাসাক্ষেপম্) কিমাথ। ভো ভো ধনুর্ধনুরিতি। অহো আশ্চর্যম্।
ক্ষত্রালোকক্ষুভিতহুতভুক্প্রস্ফুলিঙ্গাট্টহাসং
হায়ং পশ্যন্নপি রিপুশিরঃশানশাতং কুঠারম্।
দত্তোৎসেকঃ প্রলপতি ময়া যাজ্ঞবল্ক্যানুরোধা-
ন্মিথ্যাধ্মাতঃ কিমপি জরসা জর্জরঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ॥ ২৮॥

জনকঃ—(সাবেগম্) কিমত্র বহুনা।
জ্যাজিহ্বয়া বলয়িতোৎকটকোটিদংষ্ট্রমুদ্গারিঘোরঘনঘর্ঘরঘোষমেতৎ।
গ্রাসপ্রসক্তহসদন্তকবক্ত্রযন্ত্রজৃম্ভাবিড়ম্বিবিকটোদরমস্তু চাপম্॥ ২৯॥

(ইতি ধনুরারোপয়তি)

(নেপথ্যে)— বিরম নরপতে কথং দ্বিজেহস্মিন্নবিরতযজ্ঞবিতীর্ণগোসহস্রঃ।
তব পলিতনিরন্তরঃ পৃষৎকং স্পৃশতি পুরাণধনুর্ধরস্য পাণিঃ॥ ৩০॥

জনকঃ—সখে মহারাজ দশরথ!
অস্মানধিক্ষিপতু নাম ন কিঞ্চিদেতৎ কস্য দ্বিজে পরুষবাদিনি চিত্তভেদঃ।
বৎসস্য মঙ্গলবিরুদ্ধময়ং তু পাপঃ কর্ণে রটন্কটু কথং নু বটুর্বিষহ্যঃ॥ ৩১॥

জামদগ্ন্যঃ—আঃ দুরাত্মন্ ক্ষত্রিয়াপসদ। মামেবং বটুরিত্যধিক্ষিপসি।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যাবদ্বিশকলিতযকৃৎক্লোমবক্ষোরুহান্ত্র-
স্নায়ুগ্রন্থ্যস্থিশল্কব্যতিকরিতজরৎকন্ধরাদস্তখণ্ডঃ।
মূর্ধচ্ছেদাদুদঞ্চদ্গলধমনিশিরারক্তডিণ্ডীরপিণ্ড-
প্রায়প্রাগ্ভারঘোরঃ পশুমিব পরশুঃ পর্বশস্ত্বাং শৃণোতু॥ ৩২॥

(প্রবিশ্যান্তরে)

দশরথঃ—ভো ভার্গব!

এষ নো নরপতির্যথা স্থিতঃ স্বং শরীরমপি তে স্থিতং তথা।
তত্র বাক্‌পরিভবৈঃ কৃতৈর্বয়ং সর্বথৈব ননু দুঃখমাস্মহে ॥ ৩৩ ॥

জামদগ্ন্যঃ—ততঃ কিম্‌ ?

দশরথঃ—ততশ্চ ন ক্ষম্যতে।

জামদগ্ন্যঃ—ত্বমপ্যপরঃ প্রভবিষ্ণুরিব মামবস্কন্দয়সি। চেতয়স্ব নিত্যানিরবগ্রহঃ প্রকৃতৈব রামোঽস্মি জামদগ্ন্যঃ। ক্ষত্রিয়শ্চ ভবান্‌।

দশরথঃ—অতঃ খলু নোপেক্ষ্যসে।

দুর্দান্তানাং দমনবিধয়ঃ ক্ষত্রিয়েষ্বায়তস্তে
দুর্দান্তস্ত্বং বয়মপি চ তে ক্ষত্রিয়া শাসিতারঃ।
সদ্যঃ শান্তো ভব কিমপরং দম্যসে চাধুনৈব
ক্ব ব্রহ্মাণঃ প্রশমনপরাঃ ক্ষত্রধার্যং ক্ব শস্ত্রম্‌ ॥ ৩৪ ॥

জামদগ্ন্যঃ—(বিহস্য) চিরস্য খলু কালস্য জামদগ্ন্যঃ সনাথো বর্ততে যস্য যূয়ং ক্ষত্রিয়া বিনেতারঃ।

দশরথঃ—অরে! কিমত্র কাচিদ্‌ ভ্রান্তিঃ।

অজো বা যদি বা বিপর্যয়গতজ্ঞানোঽথ সন্দেহভৃদ্‌
দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধি কর্ম কুরুতে যস্তস্য গোপ্তা গুরুঃ।
নিঃসন্দেহবিপর্যয়ে সতি পুনর্জ্ঞানে বিরুদ্ধক্রিয়ং
রাজা চেৎ পুরুষং ন শাস্তি তদয়ং প্রাপ্তঃ প্রজাবিপ্লবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—যুক্তমাহ মহারাজঃ।

অনুৎপন্নং জ্ঞানং যদি যদি চ সন্দেহবিধুরং
বিপর্যস্তং বা স্যাৎ পরিচর বসিষ্ঠস্য চরণৌ।
ধ্রুবং জ্ঞানে দোষঃ কথমপরথা দুর্ব্যবহৃতি-
বিশুদ্ধৌ চেৎ পাপং চরসি ন সহন্তে নৃপতয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

জামদগ্ন্যঃ—কৌশিক!

ধর্মে ব্রহ্মণি কার্মুকে চ ভগবানীশো হি মে শাসিতা
সর্বক্ষত্রনিবর্হণস্য বিনয়ং কুর্যুঃ কথং ক্ষত্রিয়াঃ।
সম্বন্ধস্তু বসিষ্ঠমিশ্রবিষয়ে মান্যো জরায়াং ন তু
স্পর্ধায়ামধিকঃ সমশ্চ তপসা জ্ঞানেন চান্যোঽস্তি কঃ ॥ ৩৭ ॥

বসিষ্ঠঃ—ভৃগুপ্রসবাৎপরাজয় ইতি প্রিয়ং নঃ। কিন্তু—

অস্মাভিরেব পাল্যস্য প্রশস্তত্বাৎপ্রিয়স্য নঃ
অস্মদ্‌গৃহে পুরাণস্য পশ্যাচারস্য বিপ্লবম্‌ ॥ ৩৮ ॥

জনকদশরথবিশ্বামিত্রাঃ—অনার্য নির্মর্যাদ!

জগৎসনাতনগুরৌ বসিষ্ঠেঽপি নিরঙ্কুশঃ।
ব্যালদ্বিপ ইবাস্মাভিরুপকণ্ঠ্যেব দম্যসে ॥ ৩৯ ॥

জামদগ্ন্যঃ—এবমবধুতোঽস্মি।

অন্তর্ধৈর্যভরেণ বদ্ধকঠিনাৎসংপীড্য পিণ্ডীকৃতো
হৃন্মর্মাশ্রিতশল্যবৎপরিদহন্মন্যুশ্চিরং যঃ স্থিতঃ।

স্ফূর্জত্যেব স এষ সম্প্রতি মম ন্যক্কারভিন্নস্থিতেঃ
কল্পাপায়মরুৎপ্রকীর্ণপয়সঃ সিন্ধোরিবৌর্বানলঃ ॥ ৪০ ॥

দিষ্ট্যা —

নিকারং প্রাপ্তোঽয়ং জ্বলতি পরশুর্মন্যুরিব মে
পৃথিব্যাং রাজানো দশরথবলে সম্ত্যুপগতাঃ।
পুনর্ব্বাবিংশোঽপি প্রকুপিতকৃতান্তোৎসবকর-
শ্চিরাৎক্ষত্রস্যাস্তু প্রলয় ইব ঘোরঃ পরিমরঃ ॥ ৪১ ॥

বসিষ্ঠঃ—কষ্টং ভোঃ !

কামং হি নঃ স্বজন এষ তথাপি দর্পাদ্
ঘোরং ব্যবস্যতি কথং নু ভবেদবশ্যঃ।
সংদূষিতেন চ ময়া সকৃদীক্ষিতশ্চেদ্
বৎসস্য ভার্গবশিশোর্দুরিতং হি তং স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—অরে জামদগ্ন্য ! অব্রহ্মবর্চসমিব ভ্রংশিতশস্ত্রসামর্থ্যমিব জীবলোকং মন্যসে।

ব্রহ্মক্ষত্রসমাজমাক্ষিপসি যদ্ বৎসে চ ঘোরাশয়-
স্তেনাতিক্রমণেণ দুঃখয়সি নঃ পাল্যোঽপি সম্বন্ধতঃ।
আতন্বাং প্রতি কোপনস্য তরলঃ শাপোদকং দক্ষিণঃ
প্রাক্সংস্কারবশেন চাপমিতরঃ পাণির্মমাস্বিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥

জামদগ্ন্যঃ—ননু ভো কৌশিক !

ত্বং ব্রহ্মবর্চসধরো যদি বর্তমানো যদ্বা স্বজাতিসময়েন ধনুর্ধরঃ স্যাঃ।
উগ্রেণ ভোস্তব তপস্তপসা দহামি পক্ষান্তরে চ সদৃশং পরশুঃ করোতু ॥ ৪৪ ॥

(নেপথ্যে) অয়মহং ভোঃ কৌশিকান্তেবাসী রামঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপয়ামি।

পৌলস্ত্যবিজয়োদ্দামকার্তবীর্যার্জুনাদ্বিষম্
জেতারং ক্ষত্রবীর্যস্য বিজয়েয় নমোঽস্তু বঃ ॥ ৪৫ ॥

দশরথঃ—কথং প্রাপ্তো রামঃ। কষ্টং হি নামৈতৎ।

জনকঃ—হন্ত ভোঃ ! প্রশস্তমভানুজানীত। বিজয়তাং রামভদ্রঃ।

অয়ং বিনেতা দৃপ্তানামেকবীরো জগৎপতিঃ।
বয়ং বশিষ্ঠধৌরেয়াঃ সর্বে প্রতিভুবোঽত্র বঃ ॥ ৪৬ ॥

দশরথঃ— নন্বদ্যৈব প্রথিতযশসামুগ্রক্ষাব্রতানাং
যাজ্যানাং নো গৃণবতি গৃহে রামভদ্রঃ সুজাতঃ।
জ্ঞানজ্যোতিঃপরিগতভবদ্ভূতভব্যাঃ প্রভাবং
যদ্ব্রহ্মাণঃ কমপি শিশুকেঽপ্যত্র সংবেদয়ন্তে ॥ ৪৭ ॥

জামদগ্ন্যঃ—এহি মন্যে রাজপুত্র ! জামদগ্ন্যং বিজেষ্যসে। (সস্মিতম্) ন হি বিজেষ্যসে ! দুর্দান্তো হি রেণুকাতনয়স্বদস্তকঃ। তথাহি—

কৃত্তক্ষাত্রিয়কণ্ঠকন্দরসরৎকীলালনির্বাপিত-
প্রত্যুদ্ভূতশিখাকলাপহুতভুগ্ঝঙ্কারিভিমার্গণৈঃ।
এতদ্ধস্মরকালরুদ্রকবলব্যাপারমধ্যস্যাতু
ব্রহ্মাস্তম্বনিকুঞ্জপুঞ্জিতঘনজ্যাঘোষঘোরং ধনুঃ ॥ ৪৮ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবি শ্রীভবভূতিবিরচিতে মহাবীরচরিতে তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

(নেপথ্যে) ভো ভো বৈমানিকাঃ ! প্রবর্ত্যন্তাং মঙ্গলানি ।

কৃশাশ্বান্তেবাসী জয়তি ভগবান্ কৌশিকমুনিঃ
সহস্রাংশোর্বংশে জয়তি জগতি ক্ষত্রমধুনা ।
বিনেতা ক্ষত্রারের্জগদভয়দানব্রতধরঃ
শরণ্যো লোকানাং দিনকরকুলেন্দুর্বিজয়তে ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতঃ সম্ভ্রান্তৌ বিমানেন শূর্পণখামাল্যবন্তৌ)

মাল্যবান্—দৃষ্টম্ত্বয়া দিবৌকসামেকায়নীভাবঃ, যদিন্দ্রাদয়ঃ স্বতো বন্দিত্বমুপাগতাঃ ।

শূর্পণখা—ন হি যুষ্মাভির্নিরূপিতং বিসংবদতি । সাম্প্রতমুৎকম্পিতাস্মি । তৎকিমত্র কার্যম্ । (ণ হি তুম্হেহিং নিরূবিদং বিসংবদই । সম্পদং উক্কম্পিদম্হি । তা কিং এৎথ করণিজ্জম্) ।

মাল্যবান্—যা সা রাজ্ঞা দশরথেন প্রাক্ প্রতিশ্রুতবরদ্বয়া রাজ্ঞো ভরতমাতা কৈকেয়ী, তথা মন্থরা নাম পরিচারিকা দশরথস্য বার্তাহারিণী মিথিলামযোধ্যাতঃ প্রেষিতা মিথিলোপকণ্ঠে বর্তত ইতি সম্প্রত্যেব মম নিবেদিতং চারৈঃ । তস্যাস্ত্বয়া শরীরমাবিশ্যৈবমেবং চ কর্তব্যম্ । (ইতি কর্ণে কথয়তি)

শূর্পণখা—কিমন্যথা করিষ্যত্যেবং রাম ইতি । (কিং অণ্ণহা করিস্সদি এব্বং রামো ত্তি) ।

মাল্যবান্—ভিদ্যতে ন সদ্বৃত্তমিক্ষ্বাকুগৃহেষু, বিশেষতস্তাদৃশস্য বিজিগীষোঃ ।

শূর্পণখা—ততঃ কিম্ । (তদো কিম্) ।

মাল্যবান্—ততোঽনেন যোগাচারন্যায়েন দূরমাকৃষ্য রক্ষসামক্ষমুপনীতস্য বিন্ধ্যকান্তারেষ্বদেশজ্ঞস্য বিচরতঃ সুকরাণ্যেবাবস্কন্দনানি স্যুঃ । বিরাধদনুকবন্ধপ্রভৃতয়স্তীক্ষ্না দণ্ডকারণ্যসত্রেষু চরিষ্যন্তি । তে হি শক্তাঃ লুপ্তপ্রভুশক্তেরুৎসাহশক্তিং ছদ্মনাতিসন্ধাতুম্ । অনিবর্তনীয়শ্চ রাবণস্য সীতাস্বীকারগ্রহঃ । স চৈবমীষৎকরঃ সপ্রয়োজনশ্চেতি ।

শূর্পণখা—অথ লক্ষ্মণসহায়ত্বে কিং প্রয়োজনম্ ? (অহ লক্খণসহাঅত্তণে কিং পওঅণম্) ?

মাল্যবান্— বীরোঽস্ত্রপারগশ্চিন্ত্যো যথা রামস্তথৈব সঃ ।
ছদ্মদণ্ডপ্রয়োগস্তু যথৈকস্মিংস্তথা দ্বয়োঃ ॥ ২ ॥

শূর্পণখা—মম তু দ্বয়মেবৈতন্ন যুক্তং প্রতিভাতি । যদ্দূরস্থিতস্য দাশরথেঃ সন্নিধানকরণম্, যচ্চানাবদ্ধবৈরস্যাপ্রতিসমাধেয়ং স্ত্রীবৈরমিতি । (মম দু দুঅং এব্ব এদং ণ জুত্তং পডিভাই । জং দূরাট্ঠিদস্স দাসরহিণো সণ্ণিহাণকরণং, জং অ অনাবদ্ধবেরস্স অপ্পডিসমাহেঅং ইৎথিয়াবেরং তি) ।

মাল্যবান্—স তাবদ্ বৎসে ! ভূম্যানন্তর্যতঃ প্রত্যাসন্ন এব । সানুচরসুন্দোপসুন্দপুত্রোপপ্লবাচ্চ তাটকারিভূম্যনন্তরঃ কথমনাবদ্ধবৈরঃ । অপ্রতিবিধেয়ং চ রামরাবণয়োরিতরথাপি বৈরম্ । পশ্য—

পাল্যং তস্য জগদ্দ্বয়ং তু জগতো নিত্যং হঠাদেশিনঃ
সাম্নৈবং সতি কীদৃগপ্রিয়কৃতা শস্ত্রদ্বিয়ুদ্ধাত্মনা ।

কানথান্ রঘুনন্দনো মৃগয়তে দেবৈঃ পতির্যো বৃত-
স্তস্মাদ্দানমপীহ নাস্তি ন ভিদা তস্যৈব নঃ সাধনম্ ॥ ৩ ॥
দণ্ডোঽপ্যভ্যধিকে শত্রৌ ন প্রকাশঃ প্রশস্যতে।
তূষ্ণীং দণ্ডস্তু কর্তব্যস্তস্য চায়মুপক্রমঃ ॥ ৪ ॥

তথা সতি সীতাপহারতঃ কিমপরং কুর্যাৎ। ততশ্চ—

হৃতজানিররাতিভিঃ সলজ্জো যদি মৃত্যোঃ শরং গতোঽন্যথা তু।
মুদিতো মৃত এব নিষ্প্রতাপঃ পরিতপ্তো যদি বা ঘটেত সন্ধৌ ॥ ৫ ॥
উত্তিষ্ঠেত বধায় ন পরিভবপ্রেঙ্খেন চেন্মন্যুনা
নেষ্টে তৎপ্রসরং নিরোদ্ধুমুদধিস্তম্মাংশুবীর্যো হি সঃ।
কিন্তু প্রাক্প্রতিপন্নরাবণসুহৃদ্ভাবেন ভীমৌজসা
শত্রুর্বজ্রধরাত্মজেন হরিণা ঘোরেণ ঘানিষ্যতে ॥ ৬ ॥

অনেন প্রসঙ্গেন বহ্বনুসন্ধাতব্যম্।

শূর্পণখা—কিমিব। (কিং বিঅ)

মাল্যবান্—রাবণপ্রিয়াসি বৎসে! কার্যজ্ঞা চ। ততো নিঃশঙ্কমাবেদ্যতে হৃদয়খেদঃ।

ক্ষিতেরানন্তর্যাদপকৃদপকৃত্যাশ্চ সততং
দ্বিধা রামঃ শত্রুঃ প্রকৃতিনয়তঃ ক্ষত্রিয় ইতি।
তৃতীয়ো মে নপ্তা রজনিচরনাথস্য সহজো
রিপুঃ প্রত্যাসত্তেরহিরিব ভয়ং নো জনয়তি ॥ ৭ ॥

কুম্ভকর্ণস্তু সন্নপ্যসৎসমঃ কৃত্রিমস্বাপব্যসনাদবিনয়াচ্চ। বিভীষণস্ত্বাভিগামিকাত্মগুণসম্পন্ন ইত্যেনমনুরতাঃ প্রকৃতয়ঃ। খরদূষণপ্রভৃতয়স্তু সংঘবৃত্তয়ো রাজানমুপতিষ্ঠন্তে যতন্তে বৎসেনেব ধেনুং রাজানমর্থাদ্দুহন্তি। উপজাপিতাশ্চ প্রত্যুপজপন্তি প্রকৃতয়ঃ। তদিদমন্তর্ভেদজর্জরং রাজকুলমভিযুক্তমাত্রং রামেণ ভিদ্যতে। যথোক্তম্—'লঘ্বপি ব্যসনপদমভিযুক্তস্য কৃচ্ছ্রসাধ্যং ভবতি' ইতি। তত্র বিভীষণাবগ্রহস্য প্রতিবিধানং কর্তব্যম্। স তু প্রকাশদণ্ডস্তূষ্ণীংদণ্ডঃ সংরোধনমপসারণং বা স্যাৎ। তত্র প্রকাশমভিন্নসম্বন্ধাঃ কথং রাক্ষসাস্তিতিক্ষেরন্। তূষ্ণীংদণ্ডোঽপি প্রাজ্ঞৈরনুমীয়মানঃ প্রকৃতিকোপকো রামেঽভিযোক্তরি দুরন্তঃ স্যাৎ।

সংরোধনে ত্বমভিবাদ্বিহিতে তদেকমত্যাৎখরপ্রভৃতয়শ্চ তথা বিকুর্যুঃ।
নির্বাস্যমানমপি তং পরিবারয়েয়ুস্তস্মাৎখরপ্রভৃতয়ঃ পুর এব চিন্ত্যাঃ ॥ ৮ ॥

শূর্পণখা—অহো অনুজীবিতসা গুরুকতা, যদ্রাবণস্য খরপ্রমুখানাং চ তুল্যোঽন্যোন্যসম্বন্ধ এবং মাতামহশ্চিন্তয়তি। (অহো অনুজীবিত্তণস্স গুরুঅদা, জং রাবণস্য খরপ্যমুহাণং অ তুল্যে অণ্ণোণ্ণসম্বন্ধে এবং মাদামহো চিন্তেদি)।

মাল্যবান্—ঈদৃশঃ খলু কুলপুত্রকাচারঃ।

শূর্পণখা—বিনা খরপ্রমুখৈর্বিভীষণস্য কা প্রতিপত্তিঃ। (বিণা খরপ্যমুহেহিং বিভীষণস্য কা পডিবত্তী)।

মাল্যবান্—প্রাজ্ঞঃ খল্বসাববেক্ষিতবিকারঃ স্বয়মেবাপসর্পেৎ. উপেক্ষণীয়স্তদমস্মাভিঃ। ন চৈবং মন্তব্যমৌরসম্ভরামিতি। যতঃ—

বাল্যাৎপ্রভৃত্যেব নিরূঢ়সখ্যং সুগ্রীবমেষ ধ্রুবমাশ্রয়েৎ।
বালিপ্রসাদীকৃতভূমিভাগে কুমারভুক্তৌ স্থিতমৃষ্যমূকে ॥ ৯ ॥
তত্রস্থ বালিনা ঘানিষ্যতে রামোপাশ্রয়েণ বা রামোপশ্লেষেণ বা নোপেক্ষেত বালী।
শূর্পণখা—অথ পরশুরামমিব রাঘবো জনিতবিরোধং বালিনং ব্যাপাদয়তি তদা রাম-বিভীষণসংযোগোঽনর্থ ইতি সম্ভাবয়ামি। (অহ পরসুরামং বিঅ রাহবো জণিঅবিরোহং বালিনং বাবাদেদি, তদো রামবিভীষণসংওও অনথো ত্তি সংভাবেমি।)
মাল্যবান্—ননু বৎসে।
যো বালিনং হন্তি হতো বয়ং চ তেন ধ্রুবং তু সর্বনাশে।
একঃ স জীব্যাৎকুলতন্তুরস্মৈ রামঃ শ্রিয়ং ধর্মময়ো দদাতু ॥ ১০ ॥
শূর্পণখা—(সাস্রম্) এবমপি তাবদ্ভবতু। (এব্ব বি দাব হোদু।)
মাল্যবান্—গম্যতামিদানীং যত্র প্রেষিতাসি। সুকুরং চৈতৎপ্রয়োজনং যদি জনক-দশরথান্তিকে বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ ন স্যাতাম্। অহমপি লঙ্কামেব গচ্ছামি।
শূর্পণখা—হা অম্ব! ত্বয়াপি দুঃখং প্রেক্ষিতব্যম্। (হা অম্ব! তুএবি দুক্খং পেক্খিদব্বম্।)
মাল্যবান্— হা বৎসাঃ খরদূষণত্রিশিরসো বধ্যাঃ স্থ পাপস্য মে
হা হা বৎসবিভীষণ ত্বমপি মে কার্যেণ হেয়ঃ স্থিতঃ।
হা মদ্বৎসল বৎস রাবণ মহৎ পশ্যামি তে সঙ্কটং
বৎসে কেকসি হা হতাসি নচিরাৎত্রীন্পুত্রকান্দ্রক্ষ্যসি ॥ ১১ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(মিশ্রবিষ্কম্ভঃ)

(ততঃ প্রবিশতো বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাভ্যাং সহ দাশরথজনকৌ)

(রাজানাবন্যোন্যং পরিষ্বজ্য)

জনকঃ—রাজন্! দিষ্ট্যা বর্ধসে যদীদৃশস্তে বৎসো রামভদ্রঃ।
অপ্রাকৃতানি চ গুণৈশ্চ নিরন্তরাণি
লোকোত্তরানি চ ফলৈশ্চ মহোদয়ানি।
বীরস্য তস্য মহতশ্চরিতাদ্ভুতানি
নাস্মাকমেব জগতামপি মঙ্গলানি ॥ ১২ ॥
বসিষ্ঠঃ—(বিশ্বামিত্রং পরিষ্বজ্য) সখে কুশিকনন্দন!
অস্মাভিরপ্যনাশাস্যো রামস্য মহিমান্বয়ঃ।
যৎকৃতাস্তেন কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ ॥ ১৩ ॥
বিশ্বামিত্রঃ—প্রকৃষ্টপুণ্যপরিপাকোপাদান এষ মহিমা। কে বয়মেতাবতঃ প্রকর্ষস্য।
দশরথঃ—ভগবান্ কুশিকনন্দন! মা মৈবম্।
আদিত্যাঃ কুলদেবতামিব নৃপাঃ পূর্বে দিলীপাদয়-
স্তেজোরাশিমরুন্ধতীপতিমৃষিং ভক্ত্যা যদারাধয়ন্।
পাকস্তস্য চ যশ্চ ভূরিতপসাং সত্যাশিষামাশিষ-
স্তাসামপ্যয়মেব মঙ্গলানিধির্মন্নঃ প্রসন্নো ভবান্ ॥ ১৪ ॥

বসিষ্ঠঃ—সত্যমীদৃশো বিশ্বামিত্রঃ।

যদ্বাচাং বিষয়মতীত্য চেতসাং বা পর্যায়াৎপরমতিশায়নস্য বা যৎ।
ব্রহ্মর্ষৌ তদিহ দুরাসদে সমিদ্ধং তেজোভির্জ্বলতি মহত্ত্বমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—ভগবন্ মৈত্রাবরুণ!

সনৎকুমারঙ্গিরাসোর্গুরুর্বিদ্যাতপোময়ঃ।
স্তৌষি চেৎস্তুত্য এবাস্মি সত্যশুদ্ধা হি তে গিরঃ ॥ ১৬ ॥

রামভদ্রে তু নাশ্চর্যমেতৎ। মহারাজদশরথো হি তস্য জনয়িতা।

সাক্ষাৎ পুণ্যসমুচ্ছ্রয়া ইব মনোর্বৈবস্বতস্যান্বয়ে
রাজানস্ত্বদপেক্ষিতেন বিধিনা গোপায়িতারঃ প্রজাঃ।
যে ভূতাঃ প্রথমে পবিত্রচরিতাস্তেষাময়ং ধুর্ধরো
বীরঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবো গুণনিধিঃ শ্লাঘ্যো ধরিত্র্যাঃ পতিঃ ॥ ১৭ ॥

অপি চ—

অরিষ্টস্ত্বাষ্ট্রস্য প্রশমনবিধৌ জম্ভদমনঃ
স বিশ্বেষামীশঃ পতিরপি নিকায়স্য মরুতাম্।
বিজেতারং সেনাং সততমপহন্তারমসুরা-
নমুং বীরং বব্রে বহুষু সমনীকেষু মঘবা ॥ ১৮ ॥

সোঽয়মীদৃশঃ কথমনীদৃশং প্রসূতে। কথমত্রাশ্চর্যং নাম।

মরুত্বন্তং দেবং য ইহ ভগবন্তং বিজয়তে
বিজিগ্যে তং রাজা যুধি দশমুখং হৈহয়পতিঃ।
নিহন্তারং তস্য প্রথিতমহিমানং ত্রিভুবনে
মহাবীরং জিত্বা কিমিব তব বৎসেন ন জিতম্ ॥ ১৯ ॥

দশরথঃ—তৎকিমিত্যদ্য দ্বিধা বিভজ্যতে লোকঃ।

বিশ্বামিত্রঃ—এষ বৎসো রামভদ্রঃ সজামদগ্ন্য ইত এবাভিবর্ততে। য এষঃ—

বীরশ্রিয়া চ বিনয়েন চ শোভমানো
মান্যো মুনাববনতশ্চ গুণোন্নতশ্চ।
লজ্জাং বহন্ ভৃগুপতৌ হৃতবীরদর্পে শিষ্যো
গুরাবিব কৃতপ্রথমাপচারঃ ॥ ২০ ॥

(ততঃ প্রবিশতো রামজামদগ্ন্যৌ)

রামঃ—যদ্ ব্রহ্মবাদিভিরুপাসিতবন্দ্যপাদে বিদ্যাতপোব্রতনিধৌ তপতাং বরিষ্ঠে।
দৈবাৎকৃতস্ত্বয়ি ময়া বিনয়াপচারস্তত্র প্রসীদ ভগবন্নয়মঞ্জলিস্তে ॥ ২১ ॥

জামদগ্ন্যঃ—অপরাদ্ধং কিং ত্বয়া জামদগ্ন্যস্য। ননুপকৃতম্।

পুণ্যা ব্রাহ্মণজাতিরন্বয়গুণঃ শ্লাঘ্যং চরিত্রং চ মে
যেনৈকেন হৃতান্যমূনি হরতা চৈতন্যমাত্রামপি।
একঃ সন্নপি ভূরিদোষগহনঃ সোঽয়ং ত্বয়া প্রেয়সা
বৎস ব্রাহ্মণবৎসলেন শমিতঃ ক্ষেমায় দর্পাময়ঃ ॥ ২২ ॥

রামঃ—কথং নাপরাদ্ধং ময়া? যদায়ুধপরিগ্রহং যাবদারূঢো দুর্যোগঃ।

জামদগ্ন্যঃ—এষ বো ন্যায্যঃ।

অসাধ্যমন্যথাদোষং পরিচ্ছিদ্য শরীরিণঃ।
যথা বৈদ্যস্তথা রাজা শস্ত্রপাণির্ভবিষ্যতি॥ ২৩॥

রামঃ—কোঽহমনুক্তপ্রত্যুক্তিকায়াং ভগবতা। তস্মাদিত ইতো ভগবন্!

জামদগ্ন্যঃ—ক্ব পুনর্ময়া বৎস! গন্তব্যম্।

রামঃ—যত্র তাতশ্চ তাতজনকশ্চ। অথবা শান্তম্। যত্র ভগবন্তৌ মৈত্রাবরুণকৌশিকৌ।

জামদগ্ন্যঃ—ইদমিদানীমশক্যম্। অনতিক্রমণীয়ো রামনিদেশঃ।

(পরিক্রম্য) স এষ রামঃসৌম্যত্বাদচণ্ডশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
যস্য প্রতিষ্ঠিতং জৈত্রং জামদগ্ন্যেঽপি শাসনম্॥ ২৪॥

রাজানৌ—অতিগম্ভীরঃ সৌজন্যোদ্গারঃ।

রামঃ—এষ বো রামশিরসা প্রণামপর্যায়ঃ।

সর্বে—এহ্যেহি বৎস! (ইতি পরিষ্বজন্তে)।

জামদগ্ন্যঃ—ভগবন্ মৈত্রাবরুণ! এষ জমদগ্নিপুত্রঃ প্রণম্য কৌশিকেন সার্ধমত্রভবতো বিজ্ঞাপয়তি।

বৃদ্ধাতিক্রমসম্ভৃতস্য মহতো নির্ণিক্তয়ে পাপ্মনঃ
প্রায়শ্চেতনমাদিশন্তু গুরবো রামেণ দান্তস্য মে।
প্রাগ্‌ধর্মস্য ভবন্ত এব হি পরং দ্রষ্টার আসন্ গুরো
লব্ধ্বা জ্ঞানমনেকধা প্রবচনৈর্মন্বাদয়ঃ প্রাণয়ন্॥ ২৫॥

বসিষ্ঠঃ—বৎস! অদ্য নঃ শ্রোত্রিয়াণাং কুলে জাতোঽসি।

দুর্বিনীতে ত্বয়ি বয়ং দুঃখিতাঃ সুখিনোঽন্যথা।
নিসর্গো হ্যেষ বৃদ্ধানাং যত্তু শ্রেয়স্তথৈব তৎ॥ ২৬॥

তৎ পরিপূত এবাসি।

বিশ্বামিত্রঃ—বৎস! অপহতং তে বিপ্মঃ পাপ্মানং রামভদ্রেণ। যতঃ প্রায়শ্চিত্ত ইব রাজদণ্ডেঽপ্যেনসো নিষ্ক্রয়মামনন্তি ধর্মাচার্যাঃ, কিং পুনরত্রভবান্ বসিষ্ঠঃ প্রজাপালসন্নিধৌ প্রশাস্তি।

রামঃ—এতানি ভগবতাং সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মণামৃষীণাং প্রসন্নগম্ভীরপাবনানি বচনানি।

দশরথঃ—ভগবন্ জামদগ্ন্য!

নিসর্গতঃ পবিত্রস্য কিমন্যৎপাবনং তব।
তীর্থোদকং চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ॥ ২৭॥

জামদগ্ন্যঃ—ভগবতি বসুন্ধরে! প্রসীদ রন্ধ্রদানেন।

জনকঃ—ভগবন্! যদি প্রসন্নোঽসি তদিমম্রধ্বোপবেশনাৎ পরিপুনীহি নো গৃহান্ এতৎ পূতমাসনং ভগবতঃ।

জামদগ্ন্যঃ—যদভিরুচিতং সুযশিষ্যায়ান্তেবাসিনে রাজন্যশ্রোত্রিয়ায়।

(সর্বে উপবিশন্তি)

দশরথঃ— জনপদবহির্নিষ্ঠা যূয়ং গৃহস্য পরিগ্রহা-
ন্স্বয়মপি নিজৈর্ব্যগ্রাঃ কার্যৈস্ততো ন বভূব যঃ।
স ইহ ভবতামদ্যাস্মাভির্মনোরথবাঞ্ছিতঃ
সুচরিতপরীপাকাৎ প্রাগ্রশ্চিরস্য সমাগমঃ॥ ২৮॥

তত্র চ—

কা তে স্তুতিঃ স্তুতিপথাদতিবৃত্তধাম্নঃ
কিং দীয়তামবিকলক্ষিতিদায়িনস্তে।
শান্তস্য কিং পরিজনেন মুনেস্তথাপি
পুত্রৈঃ সমং দশরথোঽদ্য বশংবদস্তে ॥ ২৯ ॥

জামদগ্ন্যঃ—যুয়মীদৃশা ইতি কিমাশ্চর্যম্।

প্রেদ্ধং ধাম যমামনন্তি মুনয়ঃ সোঽয়ং নিধির্জ্যোতিষাং
দেবো বঃ সবিতা কুলস্য কিমতো ভূত্যৈ প্রশংসাপদম্।
যজ্বানঃ পরমার্থরাজঋষয়স্তে যূয়মিক্ষ্বাকবো
যেষাং বেদ ইবাপ্রমেয়মহিমা ধর্মে বসিষ্ঠো গুরুঃ ॥ ৩০ ॥

অপি চ।

সংগ্রামেষ্বভয়প্রদং দিবিষদাং ভর্তুর্ধনুঃ শাসনং
সপ্তদ্বীপনিবিষ্টযূপযজনশ্রেণ্যঙ্কিতা ভূময়ঃ।
শশ্বৎকীর্তিনিবন্ধনং ভগবতী ভাগীরথী সাগরঃ
প্রখ্যাতানি চ তানি তানি ভবতাং ভূমানমাতন্বতে ॥ ৩১ ॥

বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ—(অপবার্য) এতদ্ধি শিক্ষিতং বৎসেন।

জামদগ্ন্যঃ—রামভদ্র! অনুমোদস্ব মামরণ্যগমনায়।

বিশ্বামিত্রঃ—মামপ্যধুনা ভবন্তোঽনুজানন্তু।

রঘুজনকগৃহেষু গর্ভরূপব্যতিকরমঙ্গলবন্ধযোঽনুভূতাঃ।
ভৃগুপতিবিজয়োন্নতং চ বৎসং প্রিয়মভিনন্দ্য সুখী গৃহামুপেয়াম্ ॥ ৩২ ॥

দশরথঃ—বৎস রামভদ্র! প্রস্থিতস্তে ভগবান্ কৌশিকঃ।

বিশ্বামিত্রঃ—(সাস্রং রামমালিঙ্গ্য) অহমেব সৌম্য! ন ত্বাং মোক্তুমুৎসহে।

কিং ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বং স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।
সঙ্কটা হ্যাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈর্গৃহস্থতা ॥ ৩৩ ॥

বসিষ্ঠঃ—স্বগৃহাৎ স্বগৃহং গন্তুমাগন্তুং চ কামচারঃ।

বিশ্বামিত্রঃ—ভগবন্! যদানুবধ্যসে তদেহি সিদ্ধাশ্রমপদমুভৌ গচ্ছাবঃ। ত্বাং পুরস্কৃত্য গচ্ছন্মধুচ্ছন্দসো মাতুঃ সৎকার্যো ভবিষ্যামি।

বসিষ্ঠঃ—কিমেতাবত্যপি ভগবানস্মাসু ন প্রভবতি।

রাজানৌ—রমণীয়ঃ পাবনো ব্রহ্মর্ষিসংগমঃ

অন্যোন্যমাহাত্ম্যবিদোরন্যোরবিদিতাত্মনোঃ।
বিভ্রাজতে বিরোধোঽপি নাম স্নেহে তু কা কথা ॥ ৩৪ ॥

(নেপথ্যে)

এষা রামবধূর্গুরূন্ বন্দতে।

ঋষয়ঃ—বৎসে জানকি!

বীরেণ তে বিজয়মাঙ্গলিকেন পত্যা
বৃত্রদ্রুহঃ প্রশমিতেষু মহাভয়েষু।
ক্ষত্রপ্রকাণ্ডগৃহিণীবহুমানপূজা-
মূর্জস্বলামপি শচী মনসা করোতু ॥ ৩৫ ॥

রামঃ—(স্বগতম্) অচিরাৎসমুলককাষং কষিতেষু রামাসেষ্বেবং স্যাৎ।
ঋষয়ঃ—স্বস্ত্যেবমেবাসতাং ভগবন্তঃ। (ইত্যুত্তিষ্ঠন্তি)
ইতরে—(উত্থায়) নমো নমো বঃ।
জামদগ্ন্যঃ—ভগবন্তৌ! জামদগ্ন্যোঽভিবাদয়তে।
বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ—

স্থিরস্তে প্রশমো ভূয়াৎপ্রত্যগ্‌জ্যোতিঃ প্রকাশতাম্।
অভিন্নশিবসঙ্কল্পমন্তঃকরণমস্তু তে ॥ ৩৬ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

জামদগ্ন্যঃ—(কিঞ্চিৎপরিক্রম্য স্থিত্বা চ) বৎস রামভদ্রঃ! ইতস্তাবৎ।
রামঃ—(উপসৃজ্য) আজ্ঞাপয়।
জামদগ্ন্যঃ— যন্ময়া ক্ষত্রবিচ্ছেদবিশ্রান্তেনাপি ধারিতম্।
তদেতদধুনা ধত্তে ধনুঃ কারণশূন্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥
ইক্ষ্বাদিরশ্চনপ্রয়োজনস্তু পরশুঃ।
পুণ্যানামৃষয়স্তটেষু সারতাং যে দণ্ডকায়াং বনে
ভূয়াংসো নিবসন্তি তেষু সততং লঙ্কাসদো রাক্ষসাঃ।
বিধ্বংসায় চরন্তি তৎপ্রমথনে স্বস্যোপযোগো ভবেৎ
সম্প্রত্যেষ সহামুনৈব ধনুষা বৎসেঽধিকারঃ স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

(ইতি ধনুরর্পয়তি)

রামঃ—(প্রণম্য) গৃহীতেয়মাজ্ঞা।
জামদগ্ন্যঃ—(সাস্রং পরিক্রম্য) আয়ুষ্মন্! প্রতিনিবর্তস্ব।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রামঃ—(সবাষ্পম্) গতো ভগবান্ ভার্গবঃ। (বিচিন্ত্য) অপি নামান্যেন কেনচিদুপায়েন দণ্ডকারণ্যং প্রতিষ্ঠেয়। কথং চ রামপ্রিয়াদ্‌গুরুজনাদেবং স্যাৎ।
ন্যস্তশস্ত্রে ভৃগুপতৌ পরতন্ত্রে তথা ময়ি।
কণ্টমুৎসারিতাঃ ক্রূরৈর্যাতুধানৈস্তপোধনাঃ ॥ ৩৯ ॥

(নেপথ্যে)

আর্য!
মধ্যমায়াঃ প্রিয়সখী মাতুর্নো মন্থরেতি যা।
সা প্রাপ্তেয়মযোধ্যায়াস্তব রামাদিদৃক্ষয়া ॥ ৪০ ॥
রামঃ—সাধু যদীদমস্যাং প্রবৃত্ত্যাং শিশুপ্রবাসদৌর্মনস্যং বিচ্ছিদ্যেত। তদ্বৎস লক্ষ্মণ! সমুপসর্পয়।

(ততঃ প্রবিশতি লক্ষ্মণঃ শূর্পণখা চ)

শূর্পণখা—(স্বগতম্) আবিষ্টাস্মি মন্থরাশরীরে শূর্পণখা। বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রগমনেন সুসমাহিতম্। অহো এষ পরশুরামবিজয়ো ক্ষত্রিয়কুমারো রামঃ। (নির্বর্ণ্য) অহো সমগ্রসৌভাগ্যলক্ষ্মীপরিগ্রহেণ লোচনরসায়নং সৌম্যমস্য শরীরনির্মাণম্, যদিদানীং চিরকালবৈধব্যদুঃখপ্রমুষিতসংসারসৌখ্যস্যাপি জনস্য চারিত্রং হৃদয়ে সমাক্ষিপতি। (আবিট্‌ঠহ্মি মন্থরাসরীরে সুপ্পণহা। বসিট্‌ঠবিস্সামিত্তগমণেণ সুসমাহিদম্। অহ্মো এসে পরসুরামবিঅই খত্তিঅকুমারো রামো।

অম্মো সমগ্গসেভগ্গলচ্ছীপরিগ্গহেণ লোঅণরসাঅণং সোম্মংসে সরীরণিম্মাণম্, জং দাণিং চিরআলবেহব্বদুক্খপ্পমুসিদসংসারসোক্খস্য বি জণস্স চারিত্তং হিঅএ সমক্খিবেদি।)

রামঃ—(উপসৃত্য) অয়ি মন্থরে! অপি কুশলমম্বায়াঃ।

শূর্পণখা—কুশলং সুখং চ। বৎস! সা সদা প্রসন্নস্তনী মধ্যমা তে মাতা পরিষ্বজ্য-জ্ঞাপয়তি—'পুত্রক! পুরা প্রতিজ্ঞাতৌ দ্বৌ বরৌ মহারাজং জ্ঞাপয়ামি। তত্র মে বিজ্ঞপ্তিহারকো ভব'। এষ তে তাতস্য কার্যলেখঃ। (কুসলং সুহং অ। বচ্ছ! সা সদাপন্নুদত্থণীমজ্ঝমা দে মাদা পরিসজ্জীঅ আণবেদি—'পুত্তঅ! পুরা পডিণ্ণাদে দুবে বরে মহারাজং জাণাবেমি। তত্থ মে বিণ্ণত্তিহরও হোহি'। এসো দে তাদস্স কজ্জলেহো। (ইতি লেখমর্পয়তি)

লক্ষ্মণঃ—(গৃহীত্বা বাচয়তি)

অস্তেবকেন বরেণ বৎসভরতো ভোক্তাধিরাজ্যশ্রিয়ঃ
যাত্বন্যেন বিহায় কালহরণং রামো বনং দণ্ডকাম্।
তস্যাং চীরধরশ্চতুর্দশসমাস্তিষ্ঠত্বসৌ তং পুনঃ
সীতালক্ষ্মণমাত্রকাৎপরিজনাদন্যো ন চানুব্রজেৎ ॥ ৪১ ॥

রামঃ—অহো প্রসাদোৎকর্ষঃ!

তত্রৈব গমনাদেশো যত্র পর্যুৎসুকং মনঃ।
ন চেষ্টাবিরহো জাতঃ স চ বৎসোঽনুজোঽনুগঃ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মণঃ—দিষ্ট্যানুমোদিতোঽহমার্যেণ।

রামঃ—আর্যে মন্থরে! প্রস্থিতোঽস্মি।

শূর্পণখা—নম ইদানীং ভগবতে সংসারায়, যস্মিন্নীদৃশা অপি কল্পদ্রুমা প্ররোহন্তি। (ণমো দাণিং ভঅবদো সংসারস্য জম্সিং ঈদিসা বি কপ্পদ্দুমা পরোহন্দি) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

লক্ষ্মণঃ—আর্য! মাতুলো যুধাজিদার্যভরতসহচরস্তাতমুপসর্পতি।

রামঃ—দিষ্ট্যা। কষ্টং চ—

অপরিষ্বজ্য ভরতং নাস্তি মে গচ্ছতো ধৃতিঃ
অস্মৎপ্রবাসদুঃখার্তং ন ত্বেনং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥ ৪৩ ॥

(প্রবিশ্য)

যুধাজিদ্ভরতৌ—(দশরথমুপসৃত্য) দেব! শ্রূয়তাম্। যদেকায়নীভূয় সর্বাঃ প্রকৃতয়স্ত্বাং বিজ্ঞাপয়ন্তি—

ত্রয্যাস্ত্রাতা যস্তবায়ং তনূজস্তেনাদ্যৈব স্বামিনস্তে প্রসাদাৎ।
রাজন্বন্তো রামভদ্রেণ রাজ্ঞা লোকাঃ সর্বে পূর্ণকামাশ্চ সন্তু ॥ ৪৪ ॥

দশরথঃ—সখে জনক!

প্রিয়ং কল্যাণকামাভিঃ প্রজাভিশ্চোদিতা বয়ম্।
কিন্তু রামপ্রিয়ৌ নেহ মৈত্রাবরুণকৌশিকৌ ॥ ৪৫ ॥

জনকঃ— পরোক্ষে সুকৃতং কর্ম তয়োঃ প্রীতিং করিষ্যতি।
মন্ত্রজ্ঞো বামদেবস্তু ভগবানাস্ত এব হি ॥ ৪৬ ॥

দশরথঃ—যদ্যেবং তর্হি জামদগ্ন্যাবিজয়োৎসবঃ প্রবর্ত্যতামভিষেকমহোৎসবেন। যো

যদর্থী মহোৎসবেঽস্মিংস্তস্মৈ দীয়তাম্ ।
রামঃ—(উপসৃত্য প্রণম্য চ) অহং তাবদর্থী।
দশরথঃ—বৎস ! কেন ?
রামঃ— যোঽসৌ বরদ্বয়ন্যাসস্তং মাতা মেঽদ্য মধ্যমা ।
যথেষ্টং নাথতে তাত তৎপ্রসাদার্থিনো বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
দশরথঃ— সত্যসন্ধা হি রঘবঃ কিং বৎস বিচিকিৎসসি ।
ত্বয়ি দত্তেঽপি কস্তস্যাঃ প্রাণানপি ধনায়তি ॥ ৪৮ ॥
রামঃ—বৎস ! বাচ্যতাম্ ।
(লক্ষ্মণঃ 'অস্মেকেন' (৪।৪১) ইত্যাদি বাচয়তি)
সর্বে—কথমন্যদেব কিমপি । হা হতাঃ স্মঃ । (রাজা মূর্ছতি)
রামলক্ষ্মণৌ—তাত ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ।
জনকঃ—ইক্ষ্বাকুবংশতিলকস্য নৃপস্য পত্নী তস্মিন্ বিশুদ্ধিমতি রাজকুলে প্রসূতা ।
অত্যাহিতং কিমপি রাক্ষসকর্ম কুর্যাদার্যা সতী কথমহো মহদদ্ভুতং নঃ ॥ ৪৯ ॥
রামঃ—তাতপাদাঃ !
সত্যসন্ধাঃ স্থ যদি বা রামো বা যদি বঃ প্রিয়ঃ ।
তৎ প্রসীদতু মে মাতা পূর্ণকামাস্তু মধ্যমা ॥ ৫০ ॥
দশরথঃ—এবমস্তু । কা গতিঃ ?
জনকঃ—হা বৎস রামভদ্র ! হা লক্ষ্মণ !
পুত্রসংক্রান্তলক্ষ্মীকৈর্যদ্বৃদ্ধেক্ষ্বাকুভির্ধৃতম্ ।
ত্বয়া তৎক্ষীরকণ্ঠেন প্রাপ্তমারণ্যকব্রতম্ ॥ ৫১ ॥
বৎসে ধন্যাসি যস্যাস্তে গুরুনিয়োগত এব ভর্তুরনুগমনং জাতম্ ।
দশরথঃ—হা বৎসে জানকি ! কঙ্কণধরৈব রক্ষসামুপহারীকৃতাসি।
(ইত্যুভৌ মূর্ছতঃ)
রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ ! অত্যাপন্নো গুরুজনঃ । কথং নামৈতৎ ?
লক্ষ্মণঃ—ঈদৃশোঽয়মাপাতকরুণস্নেহসংবেগঃ । কিমত্র ক্রিয়তে ? প্রতিষিদ্ধং চ নঃ কালহরণমম্বয়া । তদলমতিস্নেহকাতর্যেণ ।
রামঃ—সাধ্বাচারনিষ্ঠ ! সাধু । অমনুষ্যসদৃশস্তে চিকৎসারঃ । তদ্বৎস ! বৈদেহীমানয় ।
(লক্ষ্মণো নিষ্ক্রান্তঃ)
ভরতঃ—মাতুল মাতুল ! যুক্তং সাদৃশমেতদ্বো গৃহস্য ।
যুধাজিৎ—উদ্ভ্রান্তঃ সম্প্রমুগ্ধোঽস্মি বৎস !
পতির্মৃত্যোর্বক্ত্রং ব্রজতি বনমেতৎসুতযুগং
বধূটী রক্ষোভ্যো বলিরিব বরাকী প্রণিহিতা ।
নিরালম্বো লোকঃ কুলমযশসা নঃ পরিবৃতং
স্বসুর্মে দৌরাত্ম্যং জগদবিকলং বিক্রবয়তি ॥ ৫২ ॥
(ততঃ প্রবিশতি লক্ষ্মণঃ সীতা চ)
সীতা—দিষ্ট্যানুমোদিতাস্ম্যার্যেণ । (দিট্ঠিআ অণুমোদিদম্হি অজ্জেণ ।)
লক্ষ্মণঃ—ইয়মার্যা ।
রামঃ—ইত ইতঃ । (সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সহ গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য) মাতুল !

এষ তাতশ্চ তাতশ্চ প্রিয়াপত্যাশ্চ মাতরঃ।
আশ্বাসনীয়াঃ শোকেঽস্মিন্ ভবতৈব গতা বয়ম্ ॥ ৫৩ ॥
(ইতি পরিক্রামতি)

যুধাজিৎ—(সাবেগম্) কথং বোঽরণ্যে ত্যজামি। (উত্থায়ানুগচ্ছতি)
ভরতঃ—(অনুগচ্ছন্) মাতুল মাতুল ! ব্রূহি কিমিদানীং করোমি ?
যুধাজিৎ—রামভদ্র ! অবেক্ষস্ব পাদপারিচারকমরণ্যানুগতং ভরতম্।
রামঃ—নন্বস্যাপি বর্ণাশ্রমরক্ষণে গুরুনিয়োগঃ।
ভরতঃ—লক্ষ্মণস্য বা শত্রুঘ্নস্য বা তদ্ভবতু।
রামঃ—কিমত্র কস্যাচিৎ স্বরুচিঃ ?
ভরতঃ—এতাবত্যেব মে স্বরুচিঃ।
রামঃ—শাক্যং নাম ময়ি তিষ্ঠতি ত্বয়ান্যেন বা পিতৃনিযুক্তমুল্লঙ্ঘয়িতুম্।
ভরতঃ—হা হা ! কথং পরিত্যক্তোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ ? (ইতি মূর্ছতি)
যুধাজিৎ—বৎস ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।
ভরতঃ—(আশ্বস্য) মাতুল ! উদ্ধর মাম্।
যুধাজিৎ—বৎস ! এবং তাবৎ। (ইতি ভরতস্য কর্ণে কথয়িত্বা) রামভদ্র ! এবময়ং বিজ্ঞাপয়তি—'যদেতদ্ভগবতা শরভঙ্গেণ প্রেষিতং তপনীয়োপানদ্যুগং তদার্যঃ প্রসাদীকরোতু' ইতি।
রামঃ—(তদুন্মুচ্য) গৃহাণৈতদ্বৎস !
ভরতঃ—(শিরস্যারোপ্য) হা আর্য !
রামঃ—(পরিষ্বজ্য) বৎস ! মৎপাদস্পৃষ্টিকয়া প্রতিনিবর্তস্ব। সপদি সম্ভাবয় চিরপ্রমূঢ়ৌ তাতৌ।
ভরতঃ—অয়মিদানীমহম্।

নন্দিগ্রামে জটাং বিভ্রদভিষিচ্যার্যপাদুকে !
পালয়িষ্যামি পৃথিবীং যাবদার্যো নিবর্ততে ॥ ৫৪ ॥
(ইতি সীতারামৌ প্রদক্ষিণীকরোতি)

লক্ষ্মণঃ—আর্য ভরত ! লক্ষ্মণঃ প্রণমতি।
(ভরতঃ পরিষ্বজ্য বাষ্পস্তম্ভং নাটয়তি)
রামঃ—বৎস ! তাতৌ সম্ভাবয়।
ভরতঃ—কষ্টম্। অদ্যাপি নোচ্ছ্বসিতঃ ॥ (ইতি বীজয়তি)।
জনকঃ—(সমুচ্ছ্বস্য সর্বতোঽবলোক্য চ) হা হা ! মুষিতোঽস্মি।
দশরথঃ—(উচ্ছ্বস্য) বৎস রামচন্দ্র ! ন গন্তব্যং ন গন্তব্যম্।

প্রাণাঃ প্রয়ান্তি পরিতপ্তমসাবুতোঽস্মি
মর্মচ্ছিদো মম রুজঃ প্রসরন্ত্যপূর্বাঃ।
অক্ষেণামুখেন্দুমুপধেহি গিরং চ দেহি
হা পুত্র মষ্যকরুণঃ সহসৈব মা ভূঃ ॥ ৫৫ ॥

(সোন্মাদমিব) ভোঃ ! ক্ব বিশামীদানীং মন্দভাগধেয়ঃ। (ইতি বিক্লবো ভরতজনকাভ্যাং নীয়মানো নিষ্ক্রান্তঃ)।
যুধাজিৎ—বৎস রামভদ্র ! পশ্য—

একীভূয় শনৈরনেকরসমপ্যুৎসন্নমেকক্রিয়ো-
ম্মদুস্তাক্রন্দমিতস্ততঃ কিমিদমিত্যুদ্‌ভ্রান্তনারীনরম্‌।
এতত্বৎপুরমন্যথৈব সহসা সঞ্জাতমাপদ্যতে
যস্মিন্‌ কর্দমিতেষু বর্ত্মসু ধনৈর্বাষ্পাম্বুভির্দুর্দিনম্‌ ॥ ৫৬ ॥

রামঃ—মাতুল মাতুল! প্রতিনিবর্তস্ব। অয়ং চ বো হস্তে ভরতঃ।

যুধাজিৎ—বৎস! অনুরুধ্যস্ব মামনুগচ্ছন্তম্‌।

রামঃ—শান্তং পাপম্‌! শান্তং পাপম্‌!! গুরবো যুয়মনুগন্তব্যা নানুগন্তারঃ। আত্মনা তৃতীয়েন গন্তব্যমিত্যম্বাদেশঃ।

যুধাজিৎ—কিমহমেকোঽনুগচ্ছামি। অপি তু সবালবৃদ্ধাঃ প্রকৃতয়ঃ কিং ন পশ্যসি?

স্কন্ধারোপিতযজ্ঞপত্রনিচয়াঃ স্বৈর্বাজপেয়ার্জিতৈ-
শ্ছত্রৈর্বারয়িতুং তবার্ককিরণাংস্তে তে মহাব্রাহ্মণাঃ।
সাকেতাঃ সহমৈথিলৈরনুপতৎপত্নীগৃহীতাগ্নয়ঃ
প্রাক্‌প্রস্থাপিতহোমধেনব ইমে ধাবন্তি বৃদ্ধা অপি ॥ ৫৭ ॥

রামঃ—মাতুল মাতুল! গুরুভিরেব শিশবো ধর্মলোপাৎ পালয়িতব্যাঃ। তৎ প্রসীদ নঃ। প্রতিনিবর্ত্যতাময়ং মহাজনঃ। (ইতি প্রণমতি)

যুধাজিৎ—বৎস উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। বোধয়িত্বা প্রজাঃ ক্বাপি মন্দভাগ্যো গচ্ছামি।

ত্বাং লক্ষ্মণ মহাবাহো ত্বাং চ বৈদেহনন্দিনি।
আমন্ত্রয়ে নিবৃত্তোঽস্মি পাপঃ কল্যাণমস্তু বাম্‌ ॥ ৫৮ ॥

(রুদন্‌ প্রতিনিবৃত্য) অহো নু খলু ভোঃ!

প্রতিমন্বন্তরং ভূতৈর্গীয়মানা চরিষ্যতি।
প্রায়ঃ পবিত্রা লোকানামিয়ং চারিত্রপঞ্জিকা ॥ ৫৯ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

লক্ষ্মণঃ—কথিতমার্যস্য শৃঙ্গিবেরপুরবাস্তব্যেন নিষাদপতিনা গুহেন তৎপ্রদেশপর্যন্তা-বস্কন্দিনো বিরাধরাক্ষসস্য দুর্বিলসিতম্‌।

রামঃ—তেন হি বিরাধহতকোন্মথনায় সন্নিকৃষ্টপ্রয়াগমনুষক্তমন্দাকিনীপবিত্রমেখলং চিত্রকূটাচলমুপেত্য—

ঋষিভিরুপজুষ্টতীর্থাং হন্তুং রক্ষাংসি দণ্ডকাং প্রাপ্য।
সন্নিহিতগৃধ্ররাজং ক্রমেণ যায়াং জনস্থানম্‌ ॥ ৬০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি মহাকবি শ্রীভবভূতিবিরচিতে মহাবীরচরিতে চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × **পঞ্চমোঽঙ্কঃ** × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি সম্পাতিঃ)

সম্পাতিঃ—নূনমদ্য বৎসো জটায়ুরভিবাদনায় মলয়কন্দরকুলায়মুপাসীদতি। তথা হি—

পর্যায়াৎক্ষণদৃষ্টনষ্টককুভঃ সংবর্তবিস্তারয়ো-
র্নীহারীকৃতমেঘমোচিতধুতব্যক্তস্ফুরদ্বিদ্যুতঃ।

আরাৎকীর্ণকণাৎকণীকৃতগুরুগ্রাবোচ্চয়শ্রেণয়ঃ
শ্যৈনেয়স্য বৃহৎপতত্রধৃতয়ঃ প্রখ্যাপয়ন্ত্যাগমম্ ॥ ১ ॥
অপি চ—
দূরোদ্বেল্লিতবাড়বস্য জলধেরুল্লোলভিন্নাম্ভসো
রশ্মেরাপতিতেন বেগমরুতা পাতালমাধ্মায়তে ।
ষদ্বৈকুণ্ঠবরাহকণ্ঠকুহরস্ফারোজ্জ্বলদ্ভৈরব-
ধ্বানোচ্চণ্ডমকাণ্ডকালরজনীপর্জন্যবদ্ গর্জতি ॥ ২ ॥
(প্রবিশ্য)
জটায়ুঃ— কাবেরীবলয়িতমেখলস্য সানাবেতস্মিন্ মলয়গিরের্দিবঃ পতামি ।
যত্রার্যো নিবসতি কাশ্যপঃ শকুন্তঃ শৈলেন্দ্রোহপর ইব বিপ্রযুক্তপক্ষঃ ॥ ৩ ॥
বিস্রংসয়ন্তী পরিগৃহ্য পক্ষৌ জাতা মমাপ্যুৎপতনশ্রমার্তিঃ ।
শক্তির্হি কালস্য বিভোর্জরাখ্যা শক্ত্যন্তরাণাং প্রতিবন্ধহেতুঃ ॥ ৪ ॥
তদয়মার্যো মন্বন্তরপুরাণো গৃধ্ররাজঃ সম্পাতিঃ । অহো ভ্রাতৃস্নেহঃ—
পুরাকল্পে দূরোৎপতনখুরলীকেলিজনিতা—
দতিপ্রত্যাসঙ্গাৎ পরিতপতি গাত্রাণি তপনে ।
অবষ্টভ্যাসৌ মামুপরি ততপক্ষঃ শিশুরিতি
স্বপক্ষাভ্যাং প্লোষাদবিকলমবক্ষৎ করুণয়া ॥ ৫ ॥
(উপসৃত্য) আর্য কাশ্যপ ! ত্বাং জটায়ুরভিবাদয়তে ।
সম্পাতিঃ—এহ্যেহি বৎস !
ত্বয়া পুত্রবতী শ্যেনী গৃধ্রাণাং চক্রবর্তিনা ।
গরুত্মতেব বীরেণ বিনতা নঃ পিতামহী ॥ ৬ ॥
(পরিষ্বজ্য) বৎস জটায়ো ! কালবিপ্রকর্ষাদুন্মন্দীভূতপিতৃশোকো রামভদ্রঃ ।
জটায়ুঃ— তস্য বিদ্যাতপোবৃদ্ধসংযোগঃ স্বা চ ধীরতা ।
ন্যায্যো রক্ষাধিকারশ্চ দৌর্মনস্যং ব্যপোহতি ॥ ৭ ॥
সম্পাতিঃ— তৃপ্তৈর্বিরাধমাংসানাং গৃধ্রৈরাবেদিতং হি মে ।
চিত্রকূটাদ্ যদা রামঃ শরভঙ্গাশ্রমং গতঃ ॥ ৮ ॥
তথা চ শরভঙ্গেণ হব্যবাহে হুতা তনুঃ ।
অথোপসেদিবান্ রামঃ সুতীক্ষ্ণাদ্যানৃষীনিতি ॥ ৯ ॥
জটায়ুঃ—বাঢ়ম্ । অধুনাগস্ত্যবচনাদ্রামঃ পঞ্চবট্যাং প্রতিবসতি ।
সম্পাতিঃ—(চিরং স্মৃত্বা) অস্তি জনস্থানে পঞ্চবটী নাম গোদাবরীতটোদ্দেশঃ । বৎস জটায়ো ! বিষয়বাহুল্যাং কালবিপ্রকর্ষশ্চ স্মৃতিং প্রমুষ্ণাতি ।
কল্পস্যাদৌ মম পরিচয়স্তাবদাসীদুদস্থাদ্
যাবদ্বিষ্ণোরুপরি চরণশ্চারুগঙ্গাপতাকঃ ।
পর্যন্তেষ্বপ্যবধিবলয়স্তেজসাং যাবদদ্রি-
র্লোকালোকঃ পরিসরগতঃ সপ্তমস্যাম্বুরাশেঃ ॥ ১০ ॥
জটায়ুঃ—তত্রৈকদা রঘুবৃষং বৃষস্যন্তী শূর্পণখা প্রাপ্তা ।
সম্পাতিঃ—অহো নির্মর্যাদতা !

অনেকষুগজীবনাস্যেতা যস্যাস্ত্রয়োদশী।
সা ক্ষীরকণ্ঠকং বৎসং বৃষস্যন্তী ন লজ্জিতা ॥ ১১ ॥

জটায়ুঃ— তস্যাং চ কর্ণনাসৌষ্ঠকর্তনেন ন্যবীবিশৎ।
দশাননতিরস্কারপ্রশস্তিমিব লক্ষ্মণঃ ॥ ১২ ॥

সম্পাতিঃ—তন্নিমিত্তস্তর্হি কশ্চিদনুবন্ধঃ পরৈরভিযোগঃ।

জটায়ুঃ—বাঢ়ম্। একেনৈব রামভদ্রেণ—
চতুর্দশসহস্রাণি চতুর্দশ চ রাক্ষসাঃ।
ত্রয়শ্চ দূষণখরত্রিমূর্ধানো রণে হতাঃ ॥ ১৩ ॥

সম্পাতিঃ—আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। অথবা নাশ্চর্যমেতদ্ দাশরথৌ। মহৎপুনরপাবৃতং বৈরদ্বারমিতি মন্যমানঃ সম্প্রমুগ্ধোঽস্মি। তদ্বৎস জটায়ো! নাস্মিন্নবসরে সীতারামলক্ষ্মণাস্ত্বয়া ক্ষণমপি মোক্তব্যাঃ।

স্বসুঃ সোদর্যায়াঃ কথমিব নিকারং দশমুখ-
স্তথা ভূয়োভূয়ঃ স্বজনবিনিপাতং চ সহতে।
মদান্ধো মায়াবী প্রভুরমিতবীর্যোঽস্মিকচরঃ
সপত্নঃ কষ্টং নো নিপুণমনুপাল্যা হি শিশবঃ ॥ ১৪ ॥

অহমপি সমুদ্রে কৃতাহ্নিকঃ শিবতাতিমনুসংধাস্যামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

জটায়ুঃ—(গগনগমনমভিনীয়)
এষোঽস্মি প্রলয়মরুৎপ্রচণ্ডরংহঃসংক্ষিপ্তপ্রথিম পিবন্নিবান্তরিক্ষম্।
ক্ষেপীয়ো মলয়গিরের্নিবাসভূভৃৎসংসর্গক্ষাতিরুহজালমভ্যুপেতঃ ॥ ১৫ ॥
অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তরাস্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্যপরিণদ্ধগোদা-
বরীমুখরকন্দরঃ সততমভিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থা-
নমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম। ইয়ং চ পঞ্চবটী। (বিভাব্য) অয়ে!
দূরং হৃতশ্চিত্রমৃগেণ রামস্তয়া দিশা গচ্ছতি লক্ষ্মণোঽপি।
ততঃ পরিব্রাড়ুটজং প্রবিষ্টো ধিগ্ব্যক্তরূপো দশকন্ধরোঽয়ম্ ॥ ১৬ ॥
অহো প্রমাদঃ প্রমাদঃ।
পরঃসহস্রৈরাযুক্তং পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ।
রথং বধূটীমারোপ্য পাপঃ ক্বাপ্যেষ গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

পৌলস্ত্য পৌলস্ত্য!
ধর্তারঃ প্রলয়েষু যে ভগবতো বেদস্য বিদ্যেশ্বরা-
স্তেষামন্বয়কেতনস্য ভবতঃ স্নাতস্য বেদব্রতৈঃ।
জেতুর্বৈতলসম্মনোঽপি তপসা দীপ্তস্য রাজ্ঞঃ সতো
নিন্দ্যা দুশ্চরিতাবতারজননী জাতা কথং দুর্মতিঃ ॥ ১৮ ॥

কথমবজ্ঞয়া ন শৃণোতীব। আঃ দুরাত্মন্ রাক্ষসাপসদ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।
তুণ্ডপ্রোতশিরঃ করোটিবিবরাকৃষ্টস্ফুরত্তদ্বসা-
ক্লোমপ্লীহযকৃদ্দ্রুতোক্ষরুধিরস্নাযবান্ত্রমালস্য তে।
অত্যুগ্রক্রকচপ্রচণ্ডনখরোৎকর্তকণৎকীকসে
রঙ্গৈঃ খণ্ডিতকন্ধরাধমনিভিঃ শ্যেনীসুতস্তৃপ্যতু ॥ ১৯ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ।

(প্রবিশ্য)

লক্ষ্মণঃ—হা আর্যে ! ক্বাসি। কষ্টং দশাপরিণামমনুভবত্যার্যো মারীচশত্রুঃ।

এষ মূর্ত ইব ক্রোধঃ শোকাগ্নিরিব জঙ্গমঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ বিভর্তি হৃল্লেখজ্বালাসংবেগিনীং তনুম্ ॥ ২০ ॥

তথা হি—

আভুগ্নভ্রূকুটীবিটঙ্কঘটনাসংসূচিতান্তঃস্ফুর-
দ্ধৈর্যস্তম্ভিতদুর্ব্যবস্থবিততপ্রোচ্চণ্ডকোপানলঃ।
উদ্ধুমাবলিরন্তসামিব নির্ধিমধ্যজ্বলদ্বাড়বো।
বিদ্যুদ্ব্যঞ্জিতবজ্রগর্ভজলদচ্ছায়াং সমালম্বতে ॥ ২১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি রামঃ)

রামঃ— ন্যক্কারো হৃদি বজ্রকীল ইব মে তীব্রঃ পরিস্পন্দতে।
ঘোরান্ধে তমসীব মজ্জতি মনঃ সম্মীলিতং লজ্জয়া।
শোকস্তাতবিপত্তিজো দহতি মাং নাস্ত্যেব যস্মিন্ ক্রিয়া
মর্মাণীব পুনশ্ছিনত্তি করুণা সীতাং বরাকীং প্রতি ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য আর্য ! ন খলু লোকোত্তরকর্মাণস্ত্বাদৃশাঃ কৃচ্ছ্রেষু প্রমুহ্যন্তি

রামঃ— বৎস লোকোত্তরাণি রামস্য কর্মাণি।
যৈর্গুপ্তান্যকুতোভয়ানি ভুবনান্যাসন্মহাভীষব-
স্তে সূর্যান্বয়কেতবো নৃপতয়ঃ পূর্বে তিরস্কারিতাঃ।
কল্পান্তেষ্বপি যঃ স্থিরঃ স গমিতঃ সাধুর্জটায়ুর্দিবং
পত্নীং হারয়তা বনে যদকৃতং লোকৈঃ কৃতং তন্ময়া ॥ ২৩ ॥

হা তাত কাশ্যপ শকুন্তরাজ ! ক্ব পুনস্ত্বাদৃশস্য মহতস্তীর্থভূতস্য সাধোঃ সম্ভবঃ।

লক্ষ্মণঃ—পশ্যামীব তাং পশ্চিমাবস্থাং তাতস্য জটায়ুষঃ।

যামোষধিমিবায়ুষ্মন্ বিচিনোষি মহাবনে।
সা সীতা মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্ ॥ ২৪ ॥

ইত্যেতদভিধায় বীরলোকানধিষ্ঠিতবাংস্তাতঃ।

রামঃ—বৎস ! হৃদয়মর্মাবিধঃ খল্বমী কথোদ্ঘাতাঃ।

লক্ষ্মণঃ—অথ কিম্ ?

রামঃ—কিং হি নাম তৎকরিষ্যতে যদেতাবতঃ পরিভবাতিপ্রসঙ্গস্য তুল্যং স্যাৎ।

প্রাগেব রাক্ষসবধায় মতিঃ কৃতা মে
বধ্যা হি তে বহুভিরেব যতো নিমিত্তৈঃ।
তন্মাত্রকে ত্বিহ কৃতেঽপি কুতঃ শমো মে
কৃত্যং কুলস্য শমনাৎ পরতশ্চ নান্যৎ ॥ ২৫ ॥

তথা হি বৎস !

প্রচণ্ডপরিপিণ্ডিতঃ স্তিমিতবৃত্তিরন্তর্মুখঃ
পিবন্নিব মুহুর্মুহুর্ঝটিতি মন্যুরুচ্চৈর্জ্বলন্।
শিখাভিরিব নিশ্চরন্নুপলভ্য দাহ্যান্তরং
পয়োধিমিব বাড়বো দহতি মামতন্দ্রায়িতাম্ ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মণঃ—এতান্যতিসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযূথান্যশ্মক্তশ্বাপদকুলাক্রান্ত বিকটগিরিগহ্বরাণ্যরণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভি প্রবর্তন্তে। তদেভিরেব পথিভির্বিভাবয়ামঃ।

রামঃ—বৎস ! অদৃষ্টপূর্বাঃ খল্বমী জনস্থানবিভাগাঃ।

লক্ষ্মণঃ—ননু তদৈব তাতমারুণিং গৃধ্ররাজমগ্নিসাৎকৃত্য নির্গতয়োঃ পঞ্চবট্যাশ্রমাদাবয়োঃ কোঽপি কালো বর্ততে। যতো দূরবিচ্ছিন্নাঃ সম্প্রতি জনস্থানসীমানঃ। যথা চেমান্যগ্রতঃ প্রতিভয়ং জনয়ন্ত্যরণ্যানি তথা নূনময়মসৌ জনস্থানপশ্চিমঃ কুঞ্জরবান্নাম দনুকবন্ধাধিষ্ঠিতো দন্ডকারণ্যভাগঃ।

রামঃ—দ্রষ্টব্য এব স দুরাত্মা কান্তারমণ্ডূকঃ।

(নেপথ্যে) কঃ কোঽত্র ভোঃ। পরিত্রায়তামনেন দুরাত্মনা রাক্ষসকবন্ধেনাকৃষ্যমানামরণ্যে স্ত্রিয়ম্।

অহং হি শ্রমণা নাম সিদ্ধা শবরতাপসী।
মতঙ্গাশ্রমবাস্তব্যা রামান্বেষিনুপাগতা ॥ ২৭ ॥

রামঃ—বৎস লক্ষ্মণ ! গচ্ছ গচ্ছ।

লক্ষ্মণঃ—এষ গতোঽস্মি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রামঃ—প্রিয়ে হা হা ক্বাসি প্রকির মধুরাং বাচমথবা
পরাভূতৈরিত্থং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভঃ।
অনিন্দ্যঃ পৌলস্ত্যো ব্রজতি পরিবাদো ময়ি পুনর্যতো বৈরে রূঢ়ে বহুগুণমনেন প্রতিকৃতম্ ॥ ২৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি লক্ষ্মণঃ শ্রমণা চ)

লক্ষ্মণঃ—

তৎক্রূরদন্তকরপত্রনিকৃত্তসত্ত্বসংঘাতনিঃসরদসৃক্প্লুতকূর্চগুচ্ছম্।
বক্ত্রং বপুশ্চ বিকৃতাকৃতি দীর্ঘবাহোরার্যেণ রাক্ষসকুতূহলিনা ন দৃষ্টম্ ॥ ২৯ ॥
আর্যে শ্রমণে ! অয়মার্যঃ।

শ্রমণা—জয়তু জয়তু দেবঃ।

রামঃ—অথাস্মৎপর্যন্বেষণে কিং প্রয়োজনম্ ?

শ্রমণা—শৃণোষি রাবণানুজং বিভীষণম্।

রামঃ—কস্তং ন শৃণোতি ?

শ্রমণা—স চ যদৈব দৈবাৎ খরদূষণত্রিশিরসো বিনিহতাস্তদৈব বন্ধুভ্যঃ কস্যাপি হেতোরবগৃহ্য সুগ্রীবসখ্যাদৃষ্যমূকে বর্ততে। তস্যায়মাত্মসমর্পকো লেখঃ। (ইতি লেখমর্পয়তি)

লক্ষ্মণঃ—(গৃহীত্বা বাচয়তি) স্বস্তি। রামদেবং প্রণম্য বিভীষণো বিজ্ঞাপয়তি—
বিশ্লিষ্টভাগধেয়ানাং ত্বয়ী নঃ পরমা গতিঃ।
ধর্মঃ প্রকৃষ্যমাণো বা গোপ্তা ধর্মস্য বা ভবান্ ॥ ৩০ ॥

রামঃ—বৎস ! ব্রূহি কিং সন্দিশ্যতামেবংবাদিনঃ প্রিয়সুহৃদো লঙ্কেশ্বরস্য মহারাজবিভীষণস্য ?

লক্ষ্মণঃ—যদা লঙ্কেশ্বরঃ প্রিয়সুহৃদিত্যুক্তমার্যেণ তৎকিমবশিষ্যতে সন্দেশস্য।

রামঃ—যথাহ সৌমিত্রিঃ।

শ্রমণা—অনুগৃহীতাস্মি।

লক্ষ্মণঃ—আর্যে শ্রমণে ! অপি বিভীষণসম্পর্কাদস্তি কাচিদার্যায়াঃ প্রবৃত্তিঃ ।
শ্রমণা—বর্তমানে নাস্তি যত্তদা দুরাত্মনাপাহ্রিয়মাণায়াঃ প্রস্তমনসুয়োনামাঙ্কমুত্তরীয়ম্, তচ্চ তৈর্গৃহীতম্ ।
রামঃ—হা প্রিয়ে ! মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি ! বিদেহরাজপুত্রি !
(ইতি সম্বরণং নাটয়তি)
লক্ষ্মণঃ—আর্যে ! কেন বা কস্য বা হেতোস্তদ্গৃহীতম্ ?
শ্রমণা—ঋষ্যমূকেরামগুণপক্ষপাতাৎ সুগ্রীববিভীষণহনুমৎপ্রভৃতিভিঃ ।
রামঃ—বৎস ! দ্রষ্টব্যা হি নিষ্কারণপ্রিয়কারিণো ভুবনমহনীয়মহিমানস্তে মহাত্মানঃ । তদ্বৎস ! তস্যাঃ সংস্তুতমভিজ্ঞানং দ্রষ্টুমৃষ্যমূকমভিসন্ধায় তাবদ্ গচ্ছাবঃ ।
শ্রমণা—ইত ইতস্তার্হ দেবঃ ।
(সর্বে পরিক্রামন্তি ।)
লক্ষ্মণঃ—হনূমান্ হনূমানিতি মহানয়ং বীরবাদঃ । অত্রভবতো জাতমাত্রস্য সততপরিভ্রান্তদেবাসুরাণ্যাশ্চর্যাণি শ্রূয়ন্তে । অপি চ কিল ।
সদ্বৃত্তলক্ষণে বীর্যং যদ্বায়ৌ বা সমন্বিতম্ ।
যদ্বালিনি মহাবাহৌ তচ্চ বীরে হনূমতি ॥ ৩১ ॥
শ্রমণা—এবমীদৃশো হেমগিরিবাস্তব্যস্য তত্রভবতঃ প্লবঙ্গপুঙ্গবাণীকবৃন্ধ যূথপতেঃ কেসরিণঃ ক্ষেত্রসম্ভবঃ সূনুরাঞ্জনেয়ো হনূমান্নাম । যস্য রেতোধা ভগবান্মাতরিশ্বা তৎকিং হনূমতৈকেন ।
অম্ভোধের্নারিকেলীরসমিব চুলকৈরুদ্বিলুম্পন্ত্যপো যে
যেষামুৎক্ষেপগর্বো বিলসতি গিরিষূদুম্বরপ্রায় এব ।
ব্রহ্মস্তম্বং নিবাসদ্রুমমিব রভসাদ্বিপ্রকর্তুং ক্ষমা যে
তেষাং কোট্যোঽপ্যসংখ্যাঃ স্তুতমমরপতের্বানরাণাং নমন্তি ॥ ৩২ ॥
রামঃ—আর্যে ! হন্ত দক্ষিণেনাস্থিসঞ্চয়ঃ সুমহান্ । তৎকিমেতৎ ?
শ্রমণা—লক্ষ্মণেন যোজনবাহোশ্চিতেয়মভিসৃষ্টা ।
রামঃ—সাধু কৃতম্ ।
লক্ষ্মণঃ—আর্য ! পশ্য পশ্য—
সৌহিত্যাৎপৃথবঃ কথন্তি রুধিরোৎসেকাশ্চমৎকারিণ-
ষ্টঙ্কারোৎকটমুচ্চরন্তি নলকাস্তত্ত্বঙ্মাংসবিস্রংসনাৎ ।
উৎসর্পন্ত্যথ মেদসাং বিলয়নাদুদ্বুদ্বুদা বীচয়-
শ্চিত্রং শ্চিত্রমুদেতি কোঽপ্যয়মিতো দিব্যঃ শ্মশানানলাৎ ॥ ৩৩ ॥
(প্রবিশ্য)
দিব্যপুরুষঃ—জয়তু দেবঃ ।
দনুর্নাম শ্রিয়ঃ পুত্রঃ শাপাদ্রাক্ষসতাং গতঃ ।
ইন্দ্রাস্ত্রকৃতকাবন্ধ্যঃ পূতোঽস্মি ভবদাশ্রয়াৎ ॥ ৩৪ ॥
রামঃ—প্রিয়ং নঃ প্রিয়ং নঃ ।
দনুঃ—মাল্যবৎপ্রযুক্তেন চ ময়া যুষ্মদাস্কন্দনায় দূষিতমরণ্যমাসীৎ । অলং বা কশ্মলস্মরণেন । সম্প্রতি যুষ্মৎপ্রভাবাৎ প্রাদুর্ভূতসহজজ্যোতিষোঽপরোক্ষমিব মে বস্তু কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি । তচ্চ বঃ প্রতিবিধানায় কৃতমহোপকারেভ্যঃ কথ্যতে ।

প্রার্থ্য মাল্যবতা বালী যুযুৎসাতে নিযুজ্যতে।
তেনাপি রাবণে মৈত্রীমনুরুধ্য ব্যপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

রামঃ—এষ এব পশ্চাচ্চারিত্রস্য।

ন তাদৃশঃ সুহৃৎকার্যে মাধ্যস্থ্যমবলম্বতে।
মমাপ্যস্মিন্মহাবীরে সোৎকণ্ঠমিব মানসম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতরে—ক্বান্যত্র রামদেবাদমূন্যক্ষরাণি ?

রামঃ—ভদ্র ! কৃতং সৌজন্যম্। অধুনা নন্দতু মহাভাগঃ স্বেষু লোকেষু।

(দনুর্নিষ্ক্রান্তঃ)

লক্ষ্মণঃ—আর্যে ! বালিরাবণয়োঃ কিংনিবন্ধনা মৈত্রী ?

শ্রমণা— কৈলাসে তুলিতে জিতে ত্রিভুবনে দৃপ্যন্তমভ্যুদ্যতং
দোর্দ্দণ্ডায় দশাস্যমিন্দ্রতনয়ঃ প্রক্ষিপ্য কক্ষান্তরে।
সান্ধ্যং কর্ম সমাপ্য সপ্তসু নদীনাথেষ্বথো মুক্তবা-
নুন্মুক্তায় নতায় নাথিতবতে সখ্যং চ তস্মৈ দদৌ ॥ ৩৭ ॥

লক্ষ্মণঃ—দুরাত্মন্ পৌলস্ত্যকুলপাংসন ! এষ তে ক্ষত্রিয়পরিতাপিনো বীর্যস্যোৎকর্ষঃ।

রামঃ—এবমুত্তরোত্তরবীরভাবশ্চিত্রীয়তে বীরলোকঃ।

লক্ষ্মণঃ—আর্যে ! পুরত এষ শুভ্রো গিরিঃ কিন্নামধেয়ঃ ?

শ্রমণা— নায়ং গিরির্যশোরাশিরিব বীরস্য বালিনঃ।
এষ দুন্দুভিদৈত্যেন্দ্রমহিষস্যাস্থিসঞ্চয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

লক্ষ্মণঃ—উপরুন্ধান্যনেন বর্ত্মানি। তৎপরিহৃত্য গচ্ছামঃ।

রামঃ—নন্বেহি। (পাদাঙ্গুষ্ঠেন ক্ষিপতি)।

শ্রমণা—আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ !

যৎসংক্রন্দননন্দনঃ কপিবৃষা নির্মথ্য দোঃস্তম্ভয়ো-
র্ব্যাপারেণ নিরাস্থদস্থিগিরিবদ্দের্বান্বষো দুন্দুভেঃ।
তৎকঙ্কালমকালপাণ্ডুরধনপ্রস্পর্ধি রুন্ধন্নভঃ
পাদাঙ্গুষ্ঠবিবর্তনাদয়মিতো নির্বিন্ধ্যমাবিধ্যতি ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মণঃ—প্রশান্তগম্ভীরনীলবিপুলশ্রীররণ্যগিরিভূমিঃ প্রসজ্যতে।

শ্রমণা—ঋষ্যমূকপম্পাপর্যন্তভূময়ঃ খল্বেতাঃ। তথা চাগ্রতো মতঙ্গাশ্রমপদম্। যত্র চিরশূন্যেঽপি সন্নিহিতসোমচমসাদিবিবিধপাত্রপরিকর আস্তীর্ণবর্হিরিধ্মবানাজ্য-গন্ধিরদ্যাপি ভগবান্বৈশ্বানরঃ সমিধ্যতে।

রামঃ—অচিন্তনীয়ার্থাস্তপসাং বিশেষাঃ।

শ্রমণা—দেব ! পশ্য—

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবাণীরমুক্তপ্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জস্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥ ৪০ ॥

অপি চ—

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে সল্লকীনা-
মিভদলিতবিশীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মণঃ—কিমভিত এব প্রবৃত্তপৌরস্ত্যমারুতবিতন্যমানকদম্বানি কাননানি সঙ্গলিত-বাষ্পপটলয়া দৃশা পরিক্ষিপ্য ধনুরবষ্টম্ভধীরধারিতশরীরেণার্যেণ সম্প্রতি স্থীয়তে।

রামঃ—বৎস! কিং ন পশ্যসি।

স্থিতমুপনতজম্ভারম্ভবিম্বৈঃ কদম্বৈঃ
কৃতমতিকলকণ্ঠৈস্তাণ্ডবং নীলকণ্ঠৈঃ।
অপিচ বিঘটমানপ্রৌঢ়তাপিচ্ছনীলঃ
শ্রয়তি শিখরমদ্রের্নূতনস্তোয়বাহঃ॥ ৪২॥

লক্ষ্মণঃ—(স্বগতম্) অপি নামার্যঃ কেনচিদ্রসান্তরেণ বিক্ষিপ্যতে? (নেপথ্যে) মাতামহ মাতামহ! প্রতিনিবর্তস্ব।

ত্বন্নিযোগাদযুক্তোঽপি বধঃ সাধোঃ করিষ্যতে।
পূজ্যোঽসি ননু মিত্রস্য যো গুরুর্গুরুরেব সঃ॥ ৪৩॥

লক্ষ্মণঃ—আর্যে! কোঽয়ম্।

শ্রমণা—দেব! পশ্য পশ্য।

বিভ্রাণশ্চারুচামীকরকমলময়ং দাম দত্তং মঘোনা
পিঙ্গেনাঙ্গেন সন্ধ্যাচ্ছুরিত ইব মহানম্বুবাহস্তড়িত্বান্।
উৎপাতাবিষ্কৃতৈর্দধদুপরি গিরের্গৈরিকাঙ্কস্য লক্ষ্মী-
মন্তঃসীমন্তরেখামিব বিয়তি জবাদিন্দ্রসূনুস্তনোতি॥ ৪৪॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য! আর্য! দিষ্ট্যা প্রাপ্তঃ স বীরগোষ্ঠীবিনোদপ্রদানপ্রিয়সুহৃন্মাঘবতঃ।

রামঃ—(স্বগতম্) মহাবীরঃ সঃ।

(ততঃ প্রবিশতি বালী)

বালী—
লোকালোকালবালস্খলনপরিপতৎসপ্তমাম্ভোধিপূরং
বিশ্লিষ্যৎপর্বকল্পাত্রিভুবনমখিলোৎখাৎপাতালমূলম্।
পর্যস্তাদিত্যচন্দ্রস্তবকমবপতদ্ভূরিতারাপ্রসূনং
ব্রহ্মস্তম্বং ধুনীয়ামিহ তু মম বিধাবস্তি তীব্রো বিষাদঃ॥ ৪৫॥

এবং নামাযুক্তমনুরুধ্যমানাঃ পুমাংসো মহত্যযুক্তগহ্বরে নিপাত্যন্তে। যদনেন মাল্যবতা পৌলস্ত্যমৈত্রীপ্রতিশ্রবমনুস্মার্য তত্রভবতো রঘূদ্বহস্য নিধনে নিযুক্তোঽস্মি। অহো গ্রহঃ। প্রাতরারভ্য মামনুবধ্নন্ কিষ্কিন্ধায়াঃ প্রস্থাপ্য প্রতিনিবৃত্তঃ। কষ্টং ভোঃ কষ্টম্।

দৌরাত্ম্যাদরিভির্নিজার্জবশুচো মায়াবিভির্বঞ্চিতে
ধর্মাৎমন্যতিথৌ নিজানপি জগৎপূজ্যে গৃহানাগতে।
এতস্মিন্নুচিতং ন নাম বিহিতং বাচাপি নোক্তং প্রিয়ং
ধিক্পাপেন ময়া রিপাবিব কথং বন্ধো বধায়োদ্যমঃ॥ ৪৬॥

কথিতং চ সম্প্রত্যেবমেব চারকৈঃ—'বিভীষণেন সুগ্রীবস্যাপ্যনাখ্যায় রামান্তিকং শ্রমণা প্রেষিতা। প্রতিপন্নলঙ্কাধিপত্যশ্চ তস্য দাশরথিরস্মিন্মতঙ্গাশ্রমোপকণ্ঠে বর্ততে' ইতি। ভবতু। অবতরামি। (তথা নাটয়তি) কঃ কোঽত্র ভোঃ? বিজিতপরশুরামং সত্যধর্মাভিরামং গুণনিধিমভিরামং দ্রষ্টুমভ্যাগতোঽস্মি।
ভবতি চ ফলবত্তা চক্ষুষস্তত্র দৃষ্টে ভবতি চ রমণীয়ো দর্পকণ্ডূনিকাশঃ॥ ৪৭॥

রামঃ—বৎস সৌমিত্রে ! মামিহস্তমাবেদয় মহাভাগায় ।
লক্ষ্মণঃ – (উপসৃত্য) অয়মার্যস্তিষ্ঠতি ! তদুপসর্পতু মহাভাগঃ ।
বালী—অপি ত্বং পুনরসৌ লক্ষ্মণঃ ।
লক্ষ্মণঃ—অথ কিম্ ?

(উভাবুপসর্পতঃ)

বালী—(স্বগতম্)

স এষ রামশ্চরিতাভিরামো ধর্মৈকবীরঃ পুরুষপ্রকাণ্ডঃ ।
স্বান্যেব পূর্বাণি পরৈশ্চরিত্রৈর্যোঽত্যদ্ভুতৈরপ্রতিমোঽতিশেতে ॥ ৪৮ ॥

(প্রকাশম্) রাম !

আনন্দায় চ বিস্ময়ায় চ ময়া দৃষ্টোঽসি দুঃখায় বা
বৈতৃষ্ণ্যং তু মমাপি সম্প্রতি কুতস্ত্বদ্দর্শনে চক্ষুষঃ ।
ত্বৎসাঙ্গত্যসুখস্য নাস্মি বিষয়স্তৎকিং বৃথা ব্যাহৃতৈ-
রস্মিন্বিশ্রুতজামদগ্ন্যদমনে পাণৌ ধনুর্জৃম্ভতাম্ ॥ ৪৯ ॥

রামঃ— দিষ্ট্যা যদদা দৃষ্টস্তত্ত্বং সত্যমেতচ্চ যুজ্যতে ।
কিং ত্বশস্ত্রেষু যুস্মাসু কথং রামোঽস্তু সায়ুধঃ ॥ ৫০ ॥

বালী—(বিহস্য) ভো মহাক্ষত্রিয় ! কিমিত্যননুকম্পনীয়ানপ্যেবমস্মাননুকম্পসে ।

জ্ঞাতা বয়ং জগৎসু চরিতৈর্বাগ্মিঃ কিমাখ্যায়তে
সংযত্তো ভব সত্যমস্তি ভবতঃ সত্যং মনুষ্যো ভবান্ ।
শস্ত্রৈরব্যবধীয়মানবিজয়াঃ প্রায়ো বয়ং তেষু চে-
দগ্রাহস্তে সুখমাশ্বসন্তি গিরয়ো যৈর্বানরাঃ শস্ত্রিণঃ ॥ ৫১ ॥

তদিতঃ স্থলীমধিতিষ্ঠাব ।

লক্ষ্মণঃ—আর্য ! যথাহ মহাভাগঃ স্বজাতিসময়ব্যবস্থিতা যুদ্ধধর্মা ইতি ।
বালিরামৌ—(অন্যোন্যমুদ্দিশ্য)

কামং ত্বয়া মম সহ শ্লাঘ্যো বীরগোষ্ঠীমহোৎসবঃ ।
কিং ত্বিদানীমতিক্রান্তে ত্বয্যবীরা বসুন্ধরা ॥ ৫২ ॥

(পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তৌ)

লক্ষ্মণঃ—কথমাস্ফালিতে ধনুষি কুপিতঃ সাংক্রন্দনিঃ । তথা হি—

গর্জৎপর্জন্যঘোরস্তনিতমবিরতং তিগ্মগম্ভীরমন্দ্র-
গুঞ্জদ্গুঞ্জাভজৃম্ভাবিবৃতমুখবিশঙ্কিশর্বাদিকচক্রবালঃ ।
সংরম্ভোত্তুঙ্গস্ফূর্তবিততত্তড়িৎপিঙ্গলাঙ্গুলকেতু-
র্বল্গং বিস্তার্য দর্পাদীর্পাহিতগগনোৎসঙ্গমঙ্গং ধুনোতি ॥ ৫৩ ॥

(নেপথ্যে)

বিভীষণ বিভীষণ !
আর্যস্য বালিন ইব ধ্বানিরেষ নূনং তস্যেব নূতনঘনস্তনিতপ্রচণ্ডঃ ।
মৌর্বীরবশ্চ কুত এষ ভয়ানকঃ স্যাদ্ব্যাপারিতং কিমু হরেণ ধনুঃ পিনাকম্ ॥ ৫৪ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্যে ! অয়ং নু কঃ ?
শ্রমণা—স এব খলু বিভীষণসখঃ সুগ্রীবঃ সামর্শসংরম্ভং সম্প্রহারমনুসরতি । সর্বে চ যূথপতয়ো গিরিগহ্বরেভ্যঃ সম্পতন্তি ।

শ্রমণা—এষ বালিকায়দন্দুভিকরঙ্কসপ্ততালগিরিমহীতলান্যবদার্য রামতূণীরমধিশায়িতঃ শরঃ।

(নেপথ্যে)

মদ্দ্রোহাচ্ছপথাৎপ্রসীদতু মতিঃ পৌলস্ত্যসুগ্রীবয়ো-
হে বীরাঃ কপয়ঃ শমোঽস্তু ভবতামীশঃ স এবাস্মি চেৎ।
রামাৎ প্রাপ্তমহার্ঘ্যবীরমরণস্যাশান্তিরেষাদ্য মে
যোঽহং সূর্যসুতঃ স এব ভবতাং যোঽয়ং স বৎসোঽঙ্গদঃ ॥ ৫৫ ॥

লক্ষ্মণঃ—তদয়মনুচরাজ্ঞানিয়ন্ত্রণোন্মুক্তবীরসময়মঙ্গলসদসহ্যদুঃখনিভৃতৈর্যূথপতিভিরা-র্যেণ চ সপক্ষপাতবাষ্পেণ বীক্ষ্যমাণঃ স্বদ্রোহশপথযন্ত্রিতসশোকবিভীষণেন যাচ্যমানশরীরসৌষ্ঠবঃ প্রযত্ননিরুদ্ধনিষ্ঠুরপ্রহারমর্মচ্ছেদবেদনাবেগঃ পরিষ্বঙ্গ-ব্যাজবিধৃতসুগ্রীবকণ্ঠপরিধীকৃতস্বকণ্ঠকনককমলমালাগুণঃ শক্রসূনুরস্যামপি দশায়াং বীরশ্রিয়া প্রদীপ্যতে।

(ততঃ প্রবিশতঃ সুগ্রীববিভীষণৌ বালী রামশ্চ)

রামঃ— অপ্রাকৃতাভিজনবীর্যযশশ্চরিত্রান্-
পুণ্যশ্রিয়ঃ কুলমহীধরভূরিসারান্।
এবংবিধানপি নিপাত্য কটুর্বিপাকঃ
সর্বঙ্কষঃ কর্ষতি হা বিষমঃ কৃতান্তঃ ॥ ৫৬ ॥

বালী—বৎস বিভীষণ! পশ্য পশ্য। সুষ্ঠু শোভতে বৎসসুগ্রীবস্য বক্ষসি সহস্রপুষ্করমালাগুণঃ।

সুগ্রীববিভীষণৌ—(অপবার্য)
অকাণ্ডশুষ্কাশনিপাতরৌদ্রঃ ক এষ ধাতুর্বিষমো বিবর্তঃ।
অস্মাভিরার্যঃ শপথৈর্নিরুদ্ধৈঃ কথং বিলঙ্ঘ্যঃ কথমাসিতব্যম্ ॥ ৫৭ ॥

বালী—রামভদ্র রামভদ্র!

রামঃ—আর্য! অয়মস্মি।

বালী— যদাসক্তং দৈবাদনভিমতসখ্যোঽপি হি জনে
ময়া সখ্যং প্রাণৈরনৃণ ইব তস্যাহমধুনা।
যদন্যৎসাধুনাং তব চ গুণরাশেঃ সমুচিতং
প্রহাণে প্রাণানাং তদপি হি যথাশক্তি বিদধে ॥ ৫৮ ॥

(রামঃ সবিনয়লজ্জাশোকাস্তিষ্ঠতি।)

সুগ্রীববিভীষণৌ—(জনান্তিকম্) আর্যে শ্রমণে! কথমমৃতহ্রদাদিবাস্মাকং রামদেবাদেষ দৈববিপাকঃ।

শ্রমণা—মাল্যবতা কিলৈবম্। (ইত্যুভয়োঃ কর্ণে কথয়তি)

বালী—বৎস সুগ্রীব!

(সুগ্রীবো বাষ্পস্তম্ভং নাটয়তি।)

বালী—ননু সুগ্রীব! আঃ প্রাতিকূলিকঃ সংবৃত্তঃ।

সুগ্রীবঃ—(সকরুণম্) আর্য আর্য! প্রসীদ। আজ্ঞাপয়।

বালী—বৎস! কথয় কস্তবাস্মি?

সুগ্রীবঃ—গুরুঃ স্বামী চ।

বালী—ত্বং তু মম কঃ ?
সুগ্রীবঃ—শিষ্যঃ প্রেষ্যশ্চ।
বালী—বৎস! কথয় ক আবয়োরন্যোন্যধর্মঃ ?
সুগ্রীবঃ—বশিতত্বং বো বশ্যতা চ মম।
বালী—(তং হস্তে গৃহীত্বা) তর্হি দত্তোঽসি রামায়। রামভদ্র! নন্বেষ গৃহ্যতাম্।
রামসুগ্রীবৌ—কো হি পূজ্যস্য গুরোর্বচনং ন বহু মন্যতে ?
বিভীষণঃ—অহো বিস্তরস্থানেঽপি ধর্মোপপত্তিবিশুদ্ধঃ সংক্ষেপঃ।
বালী—বৎস সুগ্রীব! অথ ব্রহ্মপুত্রাদার্যজ্জাম্ববতোঽধীতধর্মপারায়ণবচনেন কীদৃশস্ত্বয়া মৈত্রধর্ম আগমিতঃ।

সুগ্রীবঃ—
প্রাণৈরপি হিতা বৃত্তিরদ্রোহো ব্যাজবর্জনম্।
আত্মনীব প্রিয়াধানমেতন্মৈত্রীমহাব্রতম্ ॥ ৫৯ ॥

বালী—রামভদ্র! তবাপি ভগবতঃ সহস্রকিরণান্বয়পুরোহিতাদ্বসিষ্ঠাদেষ এব হি সম্প্রদায়ঃ।
রামঃ—আর্য! অথ কিম্ ?
বালী—তদনেন মৈত্রীধর্মেণ ভবদ্ভ্যামন্যোন্যস্য বর্তিতব্যম্। মদনুরোধাৎ ক্রিয়তামুপনিবন্ধোঽগ্নিসাক্ষিকশ্চ। সময়ো নাতিবর্ততে। সন্নিহিত এবায়ং মতঙ্গযজ্ঞাগ্নিঃ।
রামসুগ্রীবৌ—(অন্যোন্যহস্তগ্রাহম্)

পুণ্যো মতঙ্গযজ্ঞাগ্নৌ সখ্যং নিবৃত্তমাবয়োঃ।
মমেব হৃদয়ং তেঽস্তু তবেব হৃদয়ং চ মে ॥ ৬০ ॥

বালী—রামভদ্র! অয়ং তু বৎসো বিভীষণস্ত্বয়া প্রতিশ্রুতলঙ্কাধিরাজ্য এব পুরতঃ শ্রমণায়াঃ।
বিভীষণঃ—(সলজ্জাশঙ্কম্) কথং জ্ঞাতোঽস্মি।
শ্রমণালক্ষ্মণৌ—অহো চারচক্ষুষ্মত্তা।
রামঃ—অথ কিম্ ?
বিভীষণঃ—তর্হি প্রসন্নং দেবেন। (ইতি প্রণমতি।)
সুগ্রীবঃ ময়াপ্যাবেদিতঃ শ্রমণাবৃত্তান্তঃ ফলিতমিত্যতি তর্কিতাথোঽস্মি।
রামঃ—হে প্রিয়সুহৃদৌ মহারাজসুগ্রীববিভীষণৌ, এষ বামিদানীং সৌমিত্রিঃ।
লক্ষ্মণঃ—আর্যৌ! লক্ষ্মণোঽভিবাদয়তে।
উভৌ—এহ্যেহি বৎস! (ইত্যালিঙ্গতঃ)
শ্রমণা—অতিগম্ভীরঃ সরসঃ স্বীকারঃ।
বালী—বৎস বিভীষণ! তবাপ্যলমিদানীং স্বার্থশালীনতয়া। এবং পরিণামমেবৈতত্বস্তু। রাবণো হি নাস্ত্যেবেতি মদ্বৃত্তান্তেনৈব ব্যাখ্যাতম্। অপত্যস্নেহসাম্যেঽপি পিণ্ডোপজীবিনো বিশেষতো রাবণহিতোপস্থানং ধর্মঃ। স্বয়ং কথয়তি তু মাতামহঃ সম্যক্ যুক্তমেব বিভীষণস্য প্রেয়সা যোগ ইতি। মহান্ত এব হি তাদৃশানামগাধসত্ত্বানামবিনয়পরিস্যন্দিতং জানন্তি। প্রচলন্তি হি মে প্রাণাঃ। তদবসানপ্রপাতস্থলমুপনয়ন্তু মাং ভবন্তঃ।

নীলপ্রভৃতয়ঃ—

হা বীর হা মঘবনন্দন মন্দরাদ্রিনিষ্কম্পসার জগদপ্রতিমল্লবীর !
উদ্দপ্দ‌দুন্দুভিনিশুম্ভপটুপ্রচণ্ডদোর্দণ্ডমণ্ডলগতোঽসি হহা হতাঃ স্মঃ ॥ ৬১ ॥
(ইতি রুদন্তিভস্তৈর্ধার্যমাণঃ পরিক্রম্য)

বালী—ভো মহাত্মানঃ প্লবঙ্গমপুঙ্গবাঃ !

সুগ্রীবাঙ্গদয়োঃ প্রভুত্বমিহ যৎসৌজন্যমেতাদ্ধি বো
মৎপ্রীত্যৈব তু নাবধীর্যমনয়োর্যদ্বো মহিম্নঃ ক্ষমম্ ।
প্রাপ্তঃ সম্প্রতি রামরাবণরণঃ স্নেহস্য নির্ব্যঞ্জক-
স্তস্মিন্নঞ্জলিরেষ শান্তমথবা বীর্যেষু বঃ কে বয়ম্ ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ-

কর্ণাবর্জিতদিঙ্মতঙ্গজমদগন্ধব্যোপমর্দাশ্চ তে
পুচ্ছাস্ফোটদলৎসমদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাশ্চ তাঃ ।
কাপেয়স্য চ পৌরুষস্য চ তথা প্রেম্নো গরিম্নশ্চ য-
দ্দোষ্কামুন্মথিতাব্ধিবাং স্বসদৃশং তন্মা স্ম বো বিস্মরৎ ॥ ৬৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

(ইতি মহাবীরচরিতে আরণ্যকং নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ।)

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো মাল্যবান্)

মাল্যবান্—(সচিন্তম্) অহহ, রক্ষঃপতেদুর্বিনয়বিটপিকোরকাঃ পরিতঃ প্রকীর্ণা ইব ।

বীজং যস্য বিদেহরাজতনয়াযাঞ্চাঙ্কুরোঽপি স্বয়ং-
যাত্রা তৌ পরিবর্ধিতুং কিসলয়ং মারীচমায়াবিধিঃ ।
শাখাজালমযোনিজাপহরণং তস্য স্ফুটং কোরকাঃ
কোশাধীশবধোঽনুজস্য গমনং সখ্যং তয়োস্তেন চ ॥ ১ ॥

অয়মচিরাদেব ফলোন্মুখোঽপি ভবিতেতি মন্যে । যতো বন্ধুবন্ধিরনাগতং পশ্যাতি । (নিঃশ্বস্য) অহো বামতা ভাগধেয়ানাম্ !

ব্যসনেঽস্মিন্ মন্ত্রশক্ত্যা যদ্যৎপ্রতিকৃতং ময়া ।
অলসস্য যথা কার্যং তত্তৎপ্রত্যুতনাত্মনা ॥ ২ ॥

(সানুতাপম্) সাচিব্যং নাম মহতে সন্তাপায় ।

যৎকিঞ্চিদ্ দুর্মদাঃ স্বৈরমাদ্রিয়ন্তে নিরর্গলম্ ।
তত্র তত্র প্রতীকারশ্চিন্ত্যো বক্রে বিধাবপি ॥ ৩ ॥

অহো দুরাত্মনঃ ক্ষত্রিয়বটোঃ সর্বাতিশায়ি চরিতম্ । যত্তথাবিধশৌর্যোষ্মাণং কপিচক্রবর্তিনং শরৈঃ সংযময়তা কিং নাম ন বিহিতম্ । (স্মরণং নাটয়িত্বা) উক্তং চ কিষ্কিন্ধাতঃ প্রতিনিবৃত্তেন চারকেণ ! যৎসীতামন্বেষ্টুমনুদিশমভিদুদ্রুবুঃ কপিপুঙ্গবা ইতি ।

(নেপথ্যে)

ভ্রান্তীঃ সপ্তাধিকানাং প্রবিদধদরুণৈরর্চিষাং চক্রবালে-
দ্রাঘীয়াণামলক্ষ্যপ্রসৃতিরতিসমুত্তুঙ্গরোচিরালয়েষু।
অর্ধপ্লুষ্টাপসর্পদ্রজনিচরভটোদ্‌গাঢ়কম্পান্তশঙ্কং
লঙ্কাং প্রোঢ়ো হুতাশঃ সহ পরিদলিতোঽধ্বোস্ত্রকূটেন লীঢ়ে ॥ ৪ ॥

(প্রাবিশ্য পটাক্ষেপেণ সম্ভ্রান্তা)

ত্রিজটা—পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং কনিষ্ঠমাতামহঃ। (পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু কণিট্‌ঠমাদামহো।) (ইতি সোরস্তাড়ং পততি)

মাল্যবান্—বৎসে! অলং কাতরতয়া। কিমিদমুচ্চৈরত্যাহিতম্।

ত্রিজটা—(উত্থায়) কনিষ্ঠমাতামহ! কিং কথয়ামি মন্দভাগিনী। এষ খলু কোঽপি দৃষ্টবানরঃ সকলং বিদহ্য নগরং ক্ষণমাত্রেণ প্রস্তরদ্রুমক্ষেপৈর্বাক্ষপ্তবিবিধরাক্ষস-লোকোঽক্ষেণ খলু কুমারকেণানুবধ্যমানস্তস্মিন্ কৃতান্তলীলাং কৃত্বা ঝটিতি নিষ্ক্রান্তঃ। (কণিট্‌ঠমাদামহ! কিং কহেমি মন্দভাইণী। এসো ক্‌খু কোবি দুট্‌ঠবাণরো সঅলং বিড়জ্জিঅ ণঅরং খণমেত্তএণ পত্থরদ্দুমক্‌খেবক্‌খিত্ত বিবিহরক্‌খসলোও অক্‌খেণ ক্‌খু কুমালএণ অণুবন্ধিজ্জমাণো তস্মিং কদন্ত-লীলং কদুআ ঝত্তি ণিক্কন্তো।)

মাল্যবান্—(সখেদম্) কিং নাম দগ্ধং নগরম্। হতোঽক্ষঃ কুমারঃ। অপি কো নামায়ং কপিঃ স্যাৎ। (সস্মরণম্) উক্তং চ চারকেণ হনুমানবাচীং দিশমিতি। অহহ!

তুলদাহং পুরং লঙ্কাং দহতৈব হনুমতা।
অপি লঙ্কাপতেস্তীব্রঃ প্রতাপো নিরবাপ্যত ॥ ৫ ॥

বৎসে! অপি তেন সীতাপ্রবৃত্তিরুপলব্ধা।

ত্রিজটা—কনিষ্ঠমাতামহ! পুরত এব কোঽপি মর্কটপরমাণুস্তয়া সমং মন্ত্রয়মাণো দৃষ্টঃ। তয়াপ্যুন্মুচ্য কেশাভরণমভিজ্ঞানমিতি তস্য হস্তে সমর্পিতম্। এতাবজ্জানামি। (কণিট্‌ঠমাদামহ! পুরদো জ্জেব কোবি মক্কড়পরমাণু তীএ সমং মন্তঅন্তো দিঠ্‌ঠো। তীএ বি উম্মোচিঅ কেসাহরণং অহিণ্ণাণং ত্তি তস্স হত্থে সমপ্পিদম্। এত্তিঅং জাণামি)

মাল্যবান্—কিং ন পর্যাপ্তম্। (সাশঙ্কম্) এতেনেব কপি-পরমাণুনা তাবদেবমনু-ষ্ঠিতম্। এবং পরঃশতাঃ কোট্যঃ শ্রূয়ন্তে সম্প্রতি সুগ্রীবভুজবলপরিপালিতে কপিসর্গে।

ত্রিজটা—(সবিতর্কম্ কথং তাদৃশী সুকুমারদর্শনাপি স্নিগ্ধব্যাহারাপি মানুষ্যপি সীতাস্মাকং রাক্ষসানামতিরাক্ষসী জাতা। (কহং তারিসী সুউমারদংসণা বি সুসিণিদ্ধবাহারা বি মাণুসী বি সোদা অম্হাণং রক্‌খসাণং বি রক্‌খসী জাদা)

মাল্যবান্— বৎসে! যুজ্যতেঽপি।

পতিব্রতাময়ং জ্যোতিঃ শান্তং দীপ্তং চ ঘুষ্যতে।
(বিমৃশ্য) অথবা। কিং নাম সা বরাকী।
দুষ্কর্মণাং পরীপাকঃ স্বয়মেবৈষ দীপ্যতে ॥ ৬ ॥

ত্রিজটা—কনিষ্ঠমাতামহ! প্রথমং খলু দণ্ডকারণ্যপর্যন্তপরিস্থিতবিবিধমহীধরপ্রদেশেষু

নিবাস এবাস্মাকং রাক্ষসানাম্। বিহারঃ খলু নিখিলে জম্বুদ্বীপে। সাম্প্রতং খল্বিহ নগরেঽপ্যক্ষমো নিবাসঃ। কা গতিঃ ? কঃ প্রতিকারঃ ? (কণিট্‌ঠমাদামহ ! পঢ়মং ক্‌খু দণ্ডকারণ্ণপরেন্তপরিট্‌ঠিদবিবিহমহীহরপ্পদেসেসু ণিবাসো জ্জেব অম্হাণং রক্‌খসাণম্। বিহারা ক্‌খু ণিখিলম্মি জম্বুদ্দীবে। সম্পদং কখু ইহ ণঅরে বি অক্‌খমো ণিবাসো। কা গই ? কো পাড়িআরো ?)

মাল্যবান্—বৎসে ! কিমেবমতিকাতরাসি ? পশ্য

দুর্গোঽয়ং চিত্রকূটস্তদুপরি নগরং সপ্তধাতুপ্রকার-
প্রাকারং দুস্তরৈষা নিরবধিপরিখাপ্যব্ধিরভ্রঙ্কষোর্মিঃ।

(বিমৃশ্য) অথবা কিমনেন।

দোর্দণ্ডা এব দৃপ্যদ্দ্রিপুদলনমহাসত্রদীক্ষাঃ প্রতীক্ষ্যা রক্ষোনাথস্য-
(বামাক্ষিস্পন্দনং সূচয়ন্, সব্যথম্)
কিং নো বিধিরিহ বচনেঽপ্যক্ষমো দুর্বিপাকঃ ॥ ৭ ॥

বৎসে ! বৎসস্য কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাপগমসীম্নঃ কিয়দবশিষ্টম্।

ত্রিজটা—কনিষ্ঠমাতামহ ! অস্মিন্নেব কৃষ্ণচতুর্দশীদিবসে চতুর্থমাসঃ পরিসমাপ্তঃ। (কণিট্‌ঠমাদামহ ! অস্সিং জ্জেব কসণচউদ্দসীদিঅহে চউট্‌ঠমাসো পরিসমত্তো)

মাল্যবান্—কথমদ্যাপি বিপ্রকৃষ্টতমঃ কিল প্রবোধকালঃ। (সস্মরণম্) বিমৃশ্যমানে তু দিষ্ট্যা কনিষ্ঠবৎস এব দূরদর্শী যস্যাবিমৃশ্যকারিতাপি শুভোদর্কা, সুবহুশোঽপ্যভিসন্ধীয়মানে কুলপ্রতিষ্ঠাতন্তুং তমেবোৎপশ্যামি।

ত্রিজটা—(সসম্ভ্রমম্।) কনিষ্ঠমাতামহ ! হা ধিক্ হা ধিক্। শান্তং পাপম্। প্রতিহতমমঙ্গলম্। (কণিট্‌ঠমাদামহ ! হদ্ধী হদ্ধী। সন্তং পাবম্। পড়িহদমমঙ্গলম্)

মাল্যবান্—কিমিতি।

ত্রিজটা—কনিষ্ঠমাতামহস্যায়ং নয়বচনোপন্যাসোঽন্যস্মিন্নেব কস্মিন্নমঙ্গল এব বিশ্রান্তঃ। (কণিট্‌ঠমাদামহস্স অঅং ণঅবঅণোবণ্ণাসো অণ্ণস্সিং জ্জেব কস্সিং অমঙ্গলে জ্জেব বিস্সন্তো)

মাল্যবান্—বৎসে ! নৈতদনুসন্ধায়োক্তম্। এবং কিলাবসীয়তে। যতঃ—

ন কুত্রাপ্যন্যত্র প্রবলভবিতব্যাদয়মহো
বিশুদ্ধেবোৎপত্ত্যা পততি ন চ তৎপাপধিষণা।
যথা স্বৈরং ভ্রাম্যন্নিরবধি বিয়ত্যস্তশিখরং
ব্রজত্যস্যায়ং ভাস্বাংস্তদনুগতযস্রাচির্রপি সা ॥ ৮ ॥

তদত্র প্রতীকারেষু কেবলং মতিসন্ধানজৃম্ভিতমবশিষ্যতে। কৃতমনেন। বৎসে ! অবৈষি কিমুপক্রমস্তাবদ্দেবো দশকন্ধরঃ।

ত্রিজটা—কনিষ্ঠমাতামহ ! স্বামী খলু সাম্প্রতং সর্বতোভদ্রং নামাট্টালকমারুহ্য তয়া রাক্ষসকুলকালরাত্র্যাধিষ্ঠিতামশোকবনিকামেব বিলোকয়ংস্তিষ্ঠতি। অন্যচ্চ ইতোমুখং প্রবৃত্তৈয়েষা প্রবৃত্তিঃ শ্রুতা। এতন্নগরবৃত্তান্তমনুভূয় কিমপি দুর্মনায়মানা স্বামিনী প্রবোধয়িতু তত্রৈব প্রস্থিতেতি। (কণিট্‌ঠমাদামহ ! সামী কখু সম্পদং সব্বতোভদ্দং নাম অট্টালঅং আরুহিঅ তীএ রক্‌খসকুলকালরত্তীএ অধিট্‌ঠিদং অসোঅবণিঅং জ্জেব পলোঅন্তো চিট্‌ঠদি। অণ্ণং অ ইহিমুহং

পউত্তাত্ত এসা পউত্তী সুদা। এদং ণঅরবত্তন্তং অণুহবিঅ কিংবি দুম্মণাঅন্তী সামিণী পড়িবোহেদুং তহিং জেব্ব পত্থিদেত্তি)

মাল্যবান্—বৎসে! স্ত্রীত্বেঽপি বরং সা খলু দেবী মন্দোদরী যস্মাতিঃ প্রতিবোধনায়োত্তাম্যতি। ন পুনর্দেবো যঃ প্রতিবোধিতোঽদ্যাপি ন বুধ্যতে। তদেহি তাবৎ। অভ্যন্তরং প্রবিশ্য প্রণিধিকার্যং বিচারয়ামঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি সোৎকণ্ঠো রাবণঃ)

রাবণঃ—(সীতাং বিভাব্য)

মুখং যদি কিমিন্দুনা যদি চলাঞ্চলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈর্যদি তরঙ্গভঙ্গী ভ্রুবৌ।
কিমাত্মভবধন্বনা যদি সুসংযতাঃ কুন্তলাঃ
কিমম্বুবহডম্বরৈর্যদি তনুরিয়ং কিং শ্রিয়া ॥ ৯ ॥

(সস্মরণোল্লাসম্) অহো! হলমুখবিনির্ভিন্নবিশ্বম্ভরাবির্ভূতয়োষিদ্রত্নমনুভবতো মম মনোরথেন চিরায় ফলিতম্। (বিমৃশ্য) অনুকূলস্য বিধেঃ কিলায়ং বিলাসঃ। (সগর্বম্) অথবা ক এষ বিধিরপি।

পিণ্টাব্য ব্রহ্মাণ্ডমস্মাদথ ভুবনবিভাগাদুদস্যাপি কিঞ্চিদ্-
ব্রহ্মাণং চাতিকৃত্যাপ্রতিমরুচিতরং স্বং প্রতাপং যশশ্চ।
সুর্যেন্দু সর্ববিধায় স্বয়মধিকতরং নিবৃতঃ স্যামহং চে-
ন্ন স্যাদালস্যদোষঃ সকরুণমথবা কোঽনুকম্প্যেষু কোপঃ ॥ ১০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মন্দোদরী চেটী চ)

চেটী—ইতো ভর্ত্রি! এতচ্চ রাজতসোপানমার্গদ্বারকম্। তদারোহতু ভর্ত্রী। (ইদো ভট্টিণী! এদং অ রাঅঅসোবাণমগ্গদুআরঅম্। তা আরোঅদু ভট্টিণী)

মন্দোদরী—(সোপানারোহণং নাটয়িত্বা। রাবণং নিরূপ্য) কথমেষ মহারাজদশকন্ধর উপস্থিতো বর্ততে। (নির্বর্ণ্য) কথমশোকবনিকাসম্মুখমবলোকয়তি। (সখেদম্) কথমীদৃশেঽপি রিপুপক্ষাভিযোগে সংবৃত্তে রাজকার্যানপেক্ষো লক্ষ্যতে। মহারাজদশকন্ধর ইতি। (উপসৃত্য) জয়তু মহারাজদশকন্ধরঃ। (কহং এসো মহারাঅ দসকন্ধরো উবট্ঠিদো বট্টদি। কহং অসোঅবণিআসম্মুহং পুলোএদি। কহং ঈরিসে বি রিউবকখাহিওএ সংবুত্তে রাঅকজ্জাণবেকখো লকখীঅদি মহারাঅদসকন্ধরো ত্তি। জেদু জেদু মহারাঅদসকন্ধরো)

রাবণঃ—(আকারসংবরণং নাটয়িত্বা) কথং মন্দোদরী। (ইতি পার্শ্বে সমুপবেশয়তি)

মন্দোদরী—(তথা কৃত্বা) মহারাজ! কিমত্র চিন্তিতম্? (মহারাঅ? কিং এত্থ চিন্তিদম্?)

রাবণঃ—কুত্র?

মন্দোদরী—রিপুপক্ষাভিযোগে। (রিউবকখাহিওএ)

রাবণঃ—(সোৎপ্রাসম্) কথং রিপুস্তৎপক্ষস্তদভিযোগশ্চেত্যশ্রুতং শ্রাব্যতে দেব্যা।

যোঽহং স্বাভ্যাং ভুজাভ্যাং মুধভুবি যুগপন্মত্তদিগ্দন্তিদন্তান্
রুদ্ধ্বা দোর্ভিশ্চতুর্ভিঃ সরভসমজিতান্দিক্পতীনপ্যরৌৎসম্।
দীপ্যদ্বজ্রাদিচণ্ডপ্রহরণপতনক্ষুণ্ণবক্ষস্ত্বচো মে
তস্যাপি প্রাতিভাট্যাদ্রিপুরিতি কলিতঃ কোঽপ্যপূর্বঃ প্রমাদঃ ॥১১॥

ভবতু। তথাপি শ্রোতব্যম্। দেবি! স কঃ?

মন্দোদরী—নিখিলবলীমুখচক্রানুগতস্তুগ্রীবাগ্রেসরঃ সহকনিষ্ঠো দাশরথী রাম ইতি শ্রূয়তে। (ণিখিচলমুক্কণুগদস্তুগ্গীবাগ্গেসরো সকণিট্ঠো দাসরহী রামো ত্তি সুণীঅদি)

রাবণঃ—কিং সহানুজস্তাপসঃ? দেবি! কিং গতেন তেন তৈর্বা সঃ?

মন্দোদরী—মহারাজ! সমুদায়ঃ খলু শক্যতে। অপরং চ সাগরবেলাসু সেনাং বিনিবেশ্যাহূতোঽনেন সাগরো ন নির্গতো ভবনাদিতি। তদা তু—(মহারাঅ! সমুদাও কখু সক্কীঅদী। অবরং অ সাঅরবেলাসু বিণিবেসিঅ আহূদো ণেণ সাঅরো ণ ণিগ্গদো ভবণাদো ত্তি। তদা তু)

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

প্রাযুঙ্ক্তাস্ত্রং স কিঞ্চিজ্জলনিধিকুহরে যন্মহিম্না ক্ষণাধ-
দাবৃত্যাবৃত্য চক্রভ্রমমখিলমভূৎক্বাথতঃ শোণমম্ভঃ।
উন্মূর্চ্ছন্নক্রচক্রং ঝটিতি পরিদলৎকচ্ছপৌঘং প্রমূহ্যদ্-
ভূয়ঃ পাথোমনুষ্যং স্ফুটদতুলরবং প্রস্ফুটস্থূশশুক্তি ॥ ১২ ॥

রাবণঃ—(সাবজ্ঞম্) কিং ততঃ?

মন্দোদরী—মহারাজ! ততশ্চ পুংথমাত্রপেক্ষ্যমাণতীক্ষ্ণশরনিকরপক্ষালিতশরীরেণ নিষ্ক্রম্য সলিলাৎসপাদপতনমভ্যর্থ্য মার্গ উপদিষ্টঃ। সাহসিকেন পুনস্তেন সাধ্যবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। (মহারাঅ! তদো অ পুংখমেওপেক্খিজ্জমাণতিক্খসরণিঅরপক্খালিদসরীরেণ ণিক্কমিঅ সলিলাদো সবাদবড়ণং অব্ভত্থিঅ মগ্গো উবদিট্ঠো। সাহসিএণ উণ তেন সাহিজ্জবিত্তী সুণীঅদি)

রাবণঃ—(সহাসম্) অস্তু শ্রূয়তে। দেবি! কীদৃশঃ?

মন্দোদরী—মহারাজ! বলীমুখসহস্রানীতৈর্মহীধরৈঃ সেতুর্নির্মীয়তে। (মহারাঅ! বলীমুহসহস্সাণীদেহিং মহীহরেহিং সেদূ ণিম্মীঅদি)

রাবণঃ—দেবি! বিপ্রলব্ধাসি কেনাচৎ। অকালতগাম্ভীর্যমহিমা কিলায়ং পাথোনাথঃ।

জম্বুদ্বীপেঽথবান্যেষু দ্বীপেষ্বপি মহীধরাঃ।
যাবন্তস্তৈঃ কুক্ষিকোণোঽপ্যস্য ন ম্রিয়তে কিল ॥ ১৩ ॥

অপি চ। সাহসিকেনেতি বদন্ত্যা দেব্যা বিস্মৃতপ্রায়ম্। মৎসা—

হসে তু উৎপুষ্যদ্গলধমনিস্ফুটপ্রসর্পৎপ্রত্যগ্রক্ষতজঝরোনিবৃত্তপাদ্যঃ।
হর্ষাশ্রুপ্রচুরমধুস্মিতস্ফুটশ্রীবক্ত্রাব্জার্চিতচরণঃ শিবঃ প্রমাণম্ ॥ ১৪ ॥

মন্দোদরী—মহারাজ! অবধারয় কিমপ্যন্যাদৃশী রচনা কস্যাপি বলীমুখস্য হস্তপুণ্যতঃ উপর্যেব তিষ্ঠন্তি তে মহীধরা জল ইতি। (মহারাঅ! ওধারেহি কিং বি অণ্ণারিসী রঅণা কস্স ব বিলীমুহস্স হত্থপুণ্ণদো উবরি জ্জেব চিট্ঠন্দি তে মহীহরা জলম্মি ত্তি)

রাবণঃ—(সশিরঃকম্পম্) ইদং তদপ্রতীকার্যং মৌগ্ধ্যমবলানাং যদ্গ্রাবাণোঽপি প্লবন্ত ইতি। দেবি! কিং বহুনোক্তেন?

শ্রুতং মে জানাতি শ্রুতিকবিরথাজ্ঞাং সহচরঃ
স শচ্যা ধৈর্যং চাশনিরথ যশোঽদাস্ত্রিভুবনম্।

বলং কৈলাসাদ্রিঃ কিমপরমহো সাহসমপি
ক্ষরৎকীলালাক্তঃস্নপিতচরণঃ খণ্ডপরশুঃ ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ)

মন্দোদরী—মহারাজ ! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব । (মহারাঅ ! পরিত্তাহি পরিত্তাহি)
(ইতি সত্রাসমুদীক্ষতে)

রাবণঃ—দেবি ! অলং শঙ্কয়া ।
(পুনর্নেপথ্যে) ভো ভো লঙ্কাদ্বাররক্ষিণো রাক্ষসগণাঃ !
দত্ত দ্বারাণি তূর্ণং সরলতরগুরূণ্যশ্মসারার্গলানি
ক্ষিপ্যন্তাং শস্ত্রজাতং তদুপরি নয়ত স্বাম্বয়াংশ্চাবধত্ত ।
রুধ্যধ্বং নির্বিষাসূঞ্শিশুযুবতিজনান্যীবধাংশ্চাদ্রিয়ধ্বং
প্রাপ্তঃ সুগ্রীবমুখ্যপ্লবগপরিবৃতঃ সানুজো রামভদ্রঃ ॥ ১৬ ॥

(নেপথ্যার্থং প্রবিষ্টা)

প্রতীহারী—ভট্ট ! এষ প্রতীহারভূমৌ তিষ্ঠতি সেনাপতিঃ প্রহস্তো বিজ্ঞাপয়িতুকামঃ ।
(ভট্ট ! এসো পড়ীহারভূমীএ চিট্ঠদি সেণাবই পহত্থো বিণ্ণবিদুকামো)

রাবণঃ—কথং সেনাপতিঃ প্রহস্ত ? প্রবেশয় ।

প্রতীহারী—তথা । (তধা) (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি প্রহস্তঃ)

প্রহস্তঃ—অহো ! মনুষ্যপোতস্য তাবদত্যূর্জস্বলং চরিতম্ । তথাহি—
ভীমং গোষ্পদবদ্বিধলঙ্ঘ্য পরিতঃ কল্লোলমালাকুলং
পাথোনাথমুপেতো মন্থরতরং লঙ্কানিবদ্ধেক্ষণঃ ।
স্কন্ধাবারমসৌ নিবেশ্য বিষমে সৌবলমূর্ধ্নি স্বয়ং
কৈশ্চিদ্বানরপুংগবৈঃ পরিবৃতোঽধ্যাস্তে পুরঃ প্রাঙ্গণম্ ॥ ১৭ ।

(পুরো নিরূপ্য) কথময়ং লঙ্কেশ্বরঃ ?

রাবণঃ—ভদ্র সেনাপতে ! কিংহেতুরয়ং কলকলঃ ?

প্রহস্তঃ—(স্বগতম্) কথমদ্যাপ্যনভিজ্ঞ এব দেবঃ । ভবতু । কার্যমাত্রং বিজ্ঞাপয়ামি ।
(প্রকাশম্)
পুরং নিঃশেষঘটিতং কপাটদ্বারমাবৃতম্ ।
রক্ষা চাপ্তৈর্ভক্তিমদ্ভিঃ কৌণপৈঃ পরিতঃ কৃতা ॥ ১৮ ॥

রাবণঃ—কিমিতি ?

প্রহস্তঃ—(স্বগতম্) কথং সৈবাবস্থা । ভবতু । (প্রকাশম্) দেব লঙ্কেশ্বর !
মনুষ্যপোতমাত্রেণ সানুজেন পুরী তব ।
রুধ্যতে স্ম যথাসারবীবধাদ্যপি দুর্লভম্ ॥ ১৯ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—ভট্ট ! এষ কোঽপি বলীমুখো রামস্য দূত ইতি ভণিত্বা প্রতীহারদেশে তিষ্ঠতি । (ভট্ট ! এসো কো বি বলীমুহো রামস্স দূদো ত্তি ভণিঅ পড়ীহারদেসে চিট্ঠদি) ।

রাবণঃ—(সাবজ্ঞম্) বলীমুখঃ ? প্রবেশয় !

প্রতিহারী—তথা । (তধা), (ইতি নিষ্ক্রম্যাঙ্গদেন সহ প্রবিশ্য তং প্রতি) । এষ

ভর্তা। উপসর্প। (এসো ভট্টো। উপসপ্প)।

অঙ্গদঃ—(উপসৃত্য) জয়তি জয়তি পরমমাহেশ্বরো লঙ্কেশ্বরঃ।

রাবণঃ—সুগ্রীবানুচরো ভবান্?

অঙ্গদঃ—নহি নহি।

রাবণঃ—তর্হি কস্য?

অঙ্গদঃ—লঙ্কেশ্বর! শ্রূয়তাং যোঽহং যদর্থমাগতশ্চ।

দৃপ্যদ্রাক্ষসচক্রকাননমহাদাবানলস্যাজ্ঞয়া
দূতো দাশরথেস্তদীয়বচসা ত্বামাগতঃ শাসিতুম্।
সীতাং মুঞ্চ ভজাবরোধনসুহৃদ্দায়াদপুত্রান্বিতঃ
সৌমিত্রেশ্চরণৌ ন চেত্তদিষুভিঃ শাসিষ্যসে দুর্মদঃ ॥ ২০ ॥

রাবণঃ—(সহাসম্) বালীমুখোঽপি বাচাটঃ। কিং বক্তব্যম্?

অঙ্গদঃ—অহং যৎকিংচিৎস্যাম্। ত্বং তু সিদ্ধান্তমেবাবধারয়।

তৎপাদাব্জনখং কিং বা তত্তীক্ষ্ণেষুমুখং নতাঃ।
স্প্রষ্টারস্তেঽদ্য মূর্ধানস্তয়োরভিমতং বদ ॥ ২১ ॥

রাবণঃ—(সক্রোধম্) কঃ কোঽত্র ভোঃ? যৎকিঞ্চিদ্বাদিনোঽস্য মুখং সংস্কুর্যাৎ।

প্রহস্তঃ—দেব দূতঃ কিলায়ম্। কিমত্র ক্রোধেন।

রাবণঃ—এতন্মুখসংস্কার এব তপস্বিনঃ প্রত্যুত্তরীকরণম্।

অঙ্গদঃ—(উদ্রোমকূপস্ফুরণমভিনীয়)

যথাসংখ্যং তীক্ষ্ণচক্রকচবিষমক্রূরনখর
প্রগল্ভব্যাপারপ্রমথিতশিরোবন্ধশিথিলৈঃ।
শিরোভিস্তে দিগ্ভ্যো বলিমনুপসংত্যেব কিমহং
নিবর্তেয় স্যাৎ চেন্ন রঘুপতিদৌত্যেন পরবান্ ॥ ২২ ॥

(ইত্যাপ্লুত্য নিষ্ক্রান্তঃ)

রাবণঃ—(নিরূপ্য) অহো! জাতিসুলভং চাপলমপ্রতীকার্যম্।

প্রহস্তঃ—দেব! নিদেশাক্ষরমালিকাপরিগ্রহায়োৎকণ্ঠতে হৃদয়ম্।

রাবণঃ—কিমত্রাপি প্রষ্টব্যো নিদেশঃ?

ত্রোট্যন্তামভিতোঽর্গলানি ভুবনপ্রখ্যাতসারোদ্ধতৈঃ
পাট্যন্তাং পুরগোপুরাণি চ পরব্যাক্ষেপিভী রাক্ষসৈঃ।
মথ্যন্তাং রিপুঘস্মরপ্রহরণং বিক্ষোভ্য ভঙ্গ্যা ভুজাঃ
খণ্ড্যন্তাং চ মুহুর্বিবল্গনবৃথোৎথানোৎকটা মর্কটাঃ ॥ ২৩ ॥

প্রহস্তঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(নেপথ্যে মহান্ কলকলঃ) (সর্বে সসম্ভ্রমমাকর্ণয়ন্তি)

(পুনর্নেপথ্যে)

বধ্যন্তেঽস্রপপুঙ্গবাঃ প্রতিভয়াভোগৈঃ প্লবঙ্গাধিপৈ-
র্বধ্যন্তে চ বিতর্দিকাঃ প্রতিদিশং কুট্টে রদোমূর্ধভিঃ।
ছিদ্যন্তে চ বহিঃ প্রপিৎসব ইমে মধ্যে ক্রুধান্ধাঃ ক্ষণাৎ
ভিদ্যন্তে পুরগোপুরাঃ প্রতিদিশং ক্ষিপ্তৈশ্চ গণ্ডোপলৈঃ ॥ ২৪ ॥

রাবণঃ—(ঊর্ধ্বমবলোক্য সক্রোধমুৎপ্রেক্ষ্য চ) কথমেতে তপস্বিপক্ষপাতাদনাস্থা বাসব-

পুরঃসরা দিবৌকসোঽপি মৎসরিণো বিক্ষুভ্যন্তে। তদ্দেবি! ত্বমভ্যন্তরে প্রবিশ। অহমপি তাবৎ—

কৈশ্চিদ্দোর্ভিঃ প্রমত্তান্ প্রবগপরিবৃঢ়ান্দিক্ষু বিক্ষিপ্য দক্ষে-
রন্যোঃ পিষ্টবাপি যুদ্ধাভিনয়বিধিনটৌ তৌ তপস্বিপ্ররোহৌ।
শিষ্টৈঃ কৃষ্টবা স্বচেতঃপ্রতিফলিতবপুথোরশ্রমাত্রপ্রাবিষ্টান্-
দৃষ্টাংস্তৈরবিষ্টপানপ্যগতকরুণৈস্তৈর্বিভর্মি স্বকারাম্ ॥ ২৫ ॥

(ইতি বিকটং পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি রথেন সপরিবারো বাসবঃ সূতশ্চ মাতলিঃ)

মাতলিঃ—দেব দিবস্পতে! যথা তাবদধিলক্ষমেষঃ—

সংবর্তপ্রকটবিবর্তসপ্তপাথোনাথোর্মিব্যতিকরাবভ্রমপ্রচণ্ডঃ
নির্ঘোষঃ স্ফুরতি ভৃশং পরসহস্রব্যাবল্গৎপ্রবলগতাগতাস্রপাণাম্ ॥ ২৬ ॥

তথা তর্কয়ে যুযুৎসয়া নির্যাসতি নক্তংচরচক্রবর্তীতি।

বাসবঃ—সূত! পশ্য পশ্য—

দৃঢ়তরমভিযোগং বীক্ষ্য রক্ষোবিনেতা
সহ তনুজসগর্ভপ্রেষ্যরক্ষঃসহস্রৈঃ।
সবভসমররাণি দ্রাগপাবৃত্য বিদ্রা-
বিতনিখিলবনৌকা নির্গতোঽয়ং নগর্যাঃ ॥ ২৭ ॥

(শব্দশ্রবণং নাটয়িত্বা) আঃ! ক এষ কৌবের্যাঃ ককুভঃ ক্বণৎকণকিঙ্কিনীজাল-মালিনা বিমানেন সবভসমিত এবাভ্যেতি।

সূতঃ—(নির্বর্ণ্য) দেব! ভবতৈব গন্ধর্বরাজ্যাধিপত্যাভিষেককৃতমহাপ্রসাদশ্চিত্ররথঃ।

(ততঃ প্রবিশতি বিমানাধিরূঢ়শ্চিত্ররথঃ)

চিত্ররথঃ—জয়তি জয়তি দেবরাজঃ।

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ! সমরদিদৃক্ষানির্ভরং কিং চেতঃ?

চিত্ররথঃ—তদপ্যন্যদপি।

বাসবঃ—কিমন্যৎ?

চিত্ররথঃ—অলকেশ্বরনিদেশঃ।

বাসবঃ—কীদৃশঃ?

চিত্ররথঃ— দুর্বাধো জানিদিবসাস্মম প্রবৃদ্ধঃ কোঽপ্যাধিঃ প্রবলতমোঽথবা ত্রিলোক্যাঃ।
তস্যেদং নিধনদিনং বিধেবিলাসাৎকল্যাণী পরিণতিরস্তু বান্যথা বা ॥ ২৮ ॥

তদবগন্তুমহং প্রহিতঃ।

বাসবঃ—সকুল্যানামপ্যেষ মনোরথঃ?

চিত্ররথঃ—কিং চিত্রং সহজাঃ কিল তে মিথঃ শত্রবঃ। কৃত্রিমতাপি নিধিপুষ্পকাদিহরণ-বৃত্তেদুর্বৃত্তস্য সুপ্রথিতা। অথবা—

যাবত্রিলোক্যাং কিল জন্তুজাতং তৎসর্বমস্যোদ্ধতদুশ্চরিত্রৈঃ।
কদর্থিতং শ্রীরঘুনন্দনস্য প্রীত্যা বিধত্তে বিজয়প্রতীক্ষাম্ ॥ ২৯ ॥

বাসবঃ—(নিরূপ্য) গন্ধর্বরাজ! যদিদমধিত্যকাতঃ সুবেলাদ্রেরকাণ্ড এব প্রবলকিলকিলাকোলাহলমুখরিতহরিন্মুখং বলীমুখচক্রমক্রমমেবোচ্চলিতম্, তথা মন্যে পতিতমেব প্রহরণৈরিতি।

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! পশ্য, পশ্য—

অয়ং রক্ষোনাথঃ ক্ষিতিধরশিরোবন্ধুরতরে
রথে তিষ্ঠন্ প্রেষ্ঠঃ প্রধনরসনিষ্ণাতমনসাম্ ।
মুহুর্জ্যাঘোষৈর্বধিরয়তি দিক্প্রান্তশিখরি-
প্রতিধ্বানাধ্মাতৈর্গগনবিবরাভোগমভিতঃ ॥ ৩০ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! ন তুলাধৃতস্তাবদনয়োর্বীরসময়োচিতঃ পরিকরঃ । (সাবেগম্).
সূত, সূত ! সাংগ্রামিকং মে রথমুপহর রামভদ্রায় । অহমপি গন্ধর্বরাজা-
ধিষ্ঠিতং বিমানমেবাধিষ্ঠামি । (তথা করোতি)

সূতঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবরাজঃ । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! কথমতিসন্ধেয়ং তুমুলম্ । তথা হি—

রক্ষোভির্বিপিনৌকসাং পরিবৃঢ়েশ্চারাদপাস্তক্রমং
মুষ্টীমুষ্টি কচাকচি প্রহরণপ্রক্ষেপমূঢ়োত্থিভিঃ ।
প্রারব্ধং রণকর্ম দুর্ধর্ষমিথোনিষ্পেষশীর্ষদ্বপু-
র্নিষ্ঠ্যূতাস্রঝরীভিরেব সরণির্দুঃসঞ্চরাভূদ্যথা ॥ ৩১ ॥

অপি চ

বীরাণাং রুণ্ডতুণ্ডপ্রবিঘটনপটুস্ফারদোর্দণ্ডখণ্ড-
ব্যাপারাক্ষিপ্যমাণপ্রতিভটবিকটাটোপবর্ম্মপ্ররূঢ়ঃ ।
কূটঃ কোঽপ্যেষ যুদ্ধাজিরভুবি জরঠশ্চিত্রকূটানুকারী
লীয়ন্তে যত্র শস্ত্রপ্রপতনবিবশাঃ শূরকীটাঃ ॥ ৩২ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! ইত ইতঃ—

প্রাসপ্রোতপ্রবীরোল্বণরুধিরপরামৃষ্টবক্ত্রাজিঘৎসা-
ধাবদ্গৃধ্রাধিরাজাপ্রতিমতনুরুহচ্ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
বিশ্রাম্যন্তি ক্ষণার্ধং প্রধনপরিসরেষ্বেব মুক্তাভিযোগা
বীরাঃ শস্ত্রপ্রহারব্রণভররুধিরোদ্গারদিগ্ধাখিলাঙ্গাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতোঽপি—

প্রতীক্ষন্তে বীরাঃ প্রতিমুখমুরোভিঃ সরভসং
বিপক্ষাণাং হেতোঃ প্রতিনিয়তধৈর্যানুভবতঃ ।
বিদীর্ণত্বগ্ভারা দলিতপিশিতাশ্ছিন্নধমনি-
প্রকাণ্ডাস্থিস্নায়ুস্ফুটতরবিলক্ষ্যান্ত্রনিবহাঃ ॥ ৩৪ ॥

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! অপূর্বোঽয়ং রক্ষঃপতেঃ সংগ্রামাবতরণসর্গঃ । তথাহি—

প্রেষ্যাঃ সংগ্রামসীমন্যনুজশতবৃতো মেঘনাদোঽপি পার্শ্বে
বামেঽন্যত্র প্রবীরৈর্বতিবিষমমদোদ্বোধিতঃ কুম্ভকর্ণঃ ।
কৈকস্যা বন্ধুবর্গোঽপ্যয়মতিবিকটৈঃ পৃষ্ঠতস্তিষ্ঠমানো-
ঽধ্যাস্তে মধ্যে নিষণ্ণোরথশিরসি ভৃশং রাবণো দুর্বিগাহঃ ॥ ৩৫ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! এবমভিযোগোদ্ধুরং দ্বিষন্তমভিবীক্ষ্যাপি নিষ্প্রকম্প এব
রামভদ্রঃ । অথবোচিতমেবৈতৎ যতঃ—

ন কম্পতে ঝন্ঝামরুতি কিল বাতি প্রতিদিশং
সমুন্মজ্জৎসারাঃ কুলশিখরিণঃ কিঞ্চিদপি তে ।

ন মর্যাদাং তেঽপি প্রতিজহতি গাম্ভীর্যগরিম-
স্ফুরদ্বার্ত্স্থাণেঽকলিতমহিমানোঽম্বুনিধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! পশ্য পশ্য—

ভক্তিপ্রহ্বং কথমপি যবীয়াসমুৎসৃজ্য চাপা-
রোপব্যগ্রাঙ্গুলিকিসলয়ং মেঘনাদক্ষয়ায় ।
লক্ষীকৃত্য প্রধনকুশলং সানুজং রাক্ষসেন্দ্রং
জীবাং ভূয়ো রঘুপতিবৃষো স্পর্শতঃ সংস্করোতি ॥ ৩৭ ॥

কথমেতদতিদুষ্করমিব মন্যে । তথা হি—

আক্রম্যৈকৈকমেতে রজনিচরভটাঃ কোটিশঃ শস্ত্রবর্ষৈ
র্ভাস্বদ্বংশপ্রয়োহং বিদধতি পরিতঃ যোধনে যৌগপদ্যাঃ ।

অথবা কিং নাম দুষ্করম্ ।

এতাবপ্যুৎপ্রভাবাবকলিতমহিমপ্রাভবৌ যুদ্ধভূমা-
বিন্ধাতে শত্রুশস্ত্রপ্রবিদলনফলস্পষ্টবাণাভিযোগৌ ॥ ৩৮ ॥

(সমন্ততোঽবলোক্য) অহো ! কথমেতে বনৌকসোঽপি মহতি সপত্নসংগরে স্বাভিধানযোগমেব খ্যাপয়ন্তঃ পঞ্চষাঃ কেবল রামভদ্রপাদমূলমাসেবন্তে । তথা হি—

সুগ্রীবঃ স্যন্দনস্যাগ্রে সোঽঙ্গদঃ পৃষ্ঠতঃ পুনঃ ।
পঞ্চষা জাম্ববান্তাবী লঙ্কাধীশোঽপি পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩৯ ॥

(বিচিন্ত্য) হনূমান্ পুনঃ কনীয়াংসং কাকুৎস্থম্ । (সবিমর্শম্) বরমেত এবোভয়থা রামভদ্রপাদপদ্মোপসেবিনঃ । যতস্তাবদেতেষাম্ ।

স্বামিভক্তিশ্চ ধৈর্যং চ ব্যাখ্যাতে গাদ্রমক্ষতম্ ।
রক্ষোভিযোগস্বন্যেষাং দৃশ্যতে দৈন্যমপ্যলম্ ॥ ৪০ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! মানুষে লোকে বাৎসল্যং নাম কেবলমখিলেন্দ্রিয়বশীকরণ-চূর্ণমুষ্টিঃ । যতঃ—

সৌমিত্রিঃ কৃতহস্ততাপ্রভৃতিভির্ন্যূনো ন কৈশ্চিদ্ গুণৈঃ
সাংেণাপি পুনঃ প্রসিদ্ধমহিমা শৌর্যাগ্রণী রাবণিঃ ।
ইত্থং তুল্যতরে কিল ব্যতিকরে রামস্য রক্ষঃপ্রভো—
শ্চান্যোন্যং শরবৃষ্টিরেব বলতে দৃষ্টিস্তয়োর্বৎসলা ॥ ৪১ ॥

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! যুক্তমেবৈতৎ । এবং বাৎসল্যমনুরুধ্যন্তে কিল মহাত্মানঃ । (সাদ্ভুতোৎসুকাম্) পশ্যতু দেবরাজঃ—

সৌমিত্রেবাণবর্জ্জৈরধিকতরমমী মর্মবেধং প্রবিদ্ধা
ধাবন্তঃ ক্ষ্মাধরেন্দ্রা ইব রজনিচরাঃ শেরতে যুদ্ধসীম্নি ।
রক্ষোনাথোঽপি পুত্রান্ কতিচন পতিতান্ বীক্ষ্য রামাভিযোগং
সন্ত্যাজ্যানিষ্টশঙ্কী নিপততি তরসা মেঘনাদোপকণ্ঠম্ ॥ ৪২ ॥

তদেতদত্যাহিতমাশঙ্কে ।

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! কিমত্র নামাত্যাহিতম্ । অপরিচ্ছেদ্যমহিমানঃ কিলৈতে ককুৎস্থকুলপ্রয়োহাঃ । তথা হি—

পরসংস্থরঙ্গনীচরেন্দ্রা যথাস্য বীরস্য কিলৈকলক্ষ্যম্ ।
তথা রণেষ্বদ্ভুতবীরগোষ্ঠীভূষায়মাণো দশকন্ধরোঽপি ॥ ৪৩ ॥

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! বহুভিরেকস্যাভিযোগেঽপি শুভোদর্কতেত্যেতদবহুব্যক্তিনিষ্ঠম্ ।

(সচমৎকারম্) ইতোঽবধত্তাং দেবরাজঃ ।

রক্ষোনাথে সরভসমিতো নির্গতে বিগ্রহেচ্ছুঃ
ক্ষুভ্যত্যুচ্চৈঃ রঘুপতিশরৈঃ কীলিতঃ কুম্ভকর্ণঃ ।
কুম্ভোঽপ্যেতাং পিতুরুপনতাং বীক্ষ্যাবস্থাং বপুষ্মান্
গর্বঃ কিং বা নিপততি জবাজ্জঙ্গমঃ ক্ষ্মাধরেন্দ্রঃ ॥ ৪৪ ॥

(সাদ্ভুতম্) অহো ছিদ্রসঞ্চারিতা মর্কটজাতেঃ । যতঃ—

উদ্দিশ্যারাদ্দশরথকুলাঙ্কুরমাদ্যং পতন্তং
সদ্যঃ কুম্ভং মৃধভুবি কপিঃ কোঽপি মধ্যে রুরোধ ।

(সবিশেষং নির্বর্ণ্য) কথং সুগ্রীব এব । (সাবহিত্থম্)

দোঃস্তম্ভাভ্যাং সরভসমথাপীড্য বিক্ষিপ্য ভূয়ো
ক্রান্ত্বাপ্যেনং প্রতিঘবিবশো মাষপেষং পিপেষ ॥ ৪৫ ॥

(সাশঙ্কম্)

এতন্নিরীক্ষ্য নিপপাত চ কুম্ভকর্ণঃ
সুগ্রীবমুগ্রতরবিদ্রুতিরগ্রহীচ্চ ।
উন্মোচ্য সোঽপি নিপুণ স্বমনুষ্য নাসাং
লজ্জাং স্বসুশ্চ যুগপৎকিল নিশ্চকর্ত ॥ ৪৬ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! ইত ইতঃ !

লঘুরঘুপতিরেষ রাক্ষসানামধিভুবি কিঞ্চ কুমারমেঘনাদে ।
কিমপি চরিতমদ্ভুতং ব্যতানীৎসপদি যথা প্রতিঘান্ধতামধত্ত ॥ ৪৭ ॥

অহহ । ইদমতিদুষ্করং প্রতিসংবিধানমাপতিতমস্য রঘুশিশোঃ । তথা হি—

যাবন্মন্ত্রপ্রভাবাদনধিগতগতৈর্মেঘনাদপ্রণুন্না—
ন্দুর্ভেদ্যান্নাগপাশান্বিহগপরিবৃঢাস্ত্রপ্রয়োগাদ্ব্যধুনোৎ ।
তাবদ্রক্ষোবিনেত্রা পুনরতিরভসং মর্মণি ক্রোধভূম্না
গাঢং বিদ্ধঃ শতঘ্ন্যা হনুমতি সহসা মোহনিঘ্নো ন্যপপ্তৎ ॥ ৪৮ ॥

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! অয়মত্রাদ্ভুততরো বিমর্দঃ । যদা তু ভ্রাতুর্মোহমধিগম্য ভাবিলঙ্কেশ্বরাদক্রমমেব করুণবীরানুভাবভাবিতচিত্তবৃত্তিস্তথাবিধস্যাপি দর্শনোৎসুকঃ সমবারুধ্যত পরিতঃ কুম্ভকর্ণপ্রমুখয়া রক্ষপৃতনয়া, তদা পুনরিদমেব প্রত্যকার্ষীৎ। তথা হি—

পুরাং জেতা পূর্বং ত্রিপুরবিজয়ে যামুদবহৎ
স্থিতিং তামেবায়ং রঘুপতিরেষাশ্রিত্য বপুষা ।
ক্ষণাদ্রক্ষোনাথানুজামযুভিরাচ্ছিদ্য কণশ-
শ্চমূং ভস্মীকৃত্যাপ্যনুজমভিষাত্যুৎসুকতমঃ ॥ ৪৯ ॥

(নির্বর্ণ্য) অহো বাৎসল্যমহিমা রঘুপুঙ্গবস্য । যেন পুনর্বিষয়ীকৃতমাত্রামেবানুজস্যাবস্থামভিজানাতি স্ম । (পরিতো নিরূপ্য । সহর্ষম্) দিষ্ট্যা স্বস্তি রঘুকুলকুমারাভ্যামেনাভ্যামুৎপশ্যামি । যতস্তাবদেতয়োরস্মিন্ ব্যসনমহার্ণবে

যাতুধানাধীশেনাপি সপরিবারেণ কুম্ভকর্ণবধাৎসম্ভ্রান্তম্। (পুনরেতৌ নির্বর্ণ্য) কথমদ্যাপি প্রমুগ্ধাবেব। বিষমো ধ্যানব্যতিকরস্তাবদাপতিতঃ। যতঃ—

বহুচ্ছলানি রক্ষাংসি রিপবস্ত্ববশঃ স্বয়ম্।
এষাবস্থাপি কপয়ঃ সহায়াস্তেঽপি বিক্লবাঃ ॥ ৫০ ॥

তৎকিমুপক্রমং দৈবমত্রেতি ন জানে।

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ! কিমেবমাশঙ্কসে। পশ্য। জীবৎপ্রতিবোধিতঃ কিলায়মচিন্ত্যমহিম্নাং প্রথমঃ প্রাভঞ্জনিঃ। সম্প্রতি—

উৎফুল্লদ্রোমকূপঃ প্রলয়পরিমিলৎপাংশুবর্ষানুকারী
কিঞ্চিদ্ভুগ্নাগ্রপুচ্ছাপ্রতিমবিচলনাপাস্তনক্ষত্রচক্রঃ।
ভূম্নোৎসুক্যানুরূপব্যবসিতিরধিকং পর্বপল্লুতা গত্বা
ক্বাপি প্রাজ্ঞঃ ক্ষণার্ধাৎকর্মাপি গিরিমসাবাহরন্নাজগাম ॥ ৫১ ॥

চিত্ররথঃ—(বিভাব্য। সোল্লাসম্) দেবরাজ! পশ্য—

যথা চন্দ্রালোকং কুমুদনিবহশ্চম্বুকমণিং
দৃষৎসারস্তৃত্বামৃতমপি ভবাম্ভোনিধিগতঃ।
তথা সম্ভাব্যেতৌ হনুমদুপনীতাদ্রিমরুতং
ঝটিত্যুজ্জম্ভেতে কিমপি গহনো বস্তুমহিমা ॥ ৫২ ॥

(দক্ষিণতো বিভাব্য। কথমেষ লঙ্কেশ্বরঃ। কল্পাবসাননির্মর্যাদং পাথ ইব পাথোনাথস্য রাক্ষসবলমাকর্ষন্ পুনরভ্যমিত্রয়েতি। (বিমৃশ্য) সম্প্রতি তু ধর্মযুদ্ধসম্ভাবনাপ্রতিহতবহুতরপ্রধানব্যক্তিরাবণমেঘনাদশেষমেতদ্রক্ষসবলমেতাভ্যামবগণিতমিত্যেতাবপুত্যভৌ ন গণয়স্তে পরঃসহস্রমপ্যস্রপকীটাঃ। (পুনর্লক্ষ্মণং নির্বর্ণ্য) এবং তু

শাণোৎকীর্ণো মণিরিব ঘনাম্ভোদমুক্তো বিবস্বান্—
নিঃকোশোঽসির্ঝটিতি বিগলৎকঞ্চুকঃ পন্নগেন্দ্রঃ।
দীব্যত্যুচ্চৈর্লঘুরঘুপতিঃ কিংনু বা স্যাৎকমন্য-
দ্দিব্যৌষধ্যা জয়তি মহিমা কোঽপ্যচিন্ত্যানুভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

(নিরূপ্য) কথং প্রকান্তমেব কপিরাক্ষসনাসীরচরয়োর্ভটয়োঃ পুনরায়োধনম্। তথা হি—

শিতৈর্বাণৈরেকে মৃধভুবি পরে তীক্ষ্ণনখরৈঃ
ক্রিয়াসাতত্যেনাপ্যহমহমিকাক্রান্তমনসঃ।
মিথো বিধ্যান্তি স্ম প্রবলতমসংমর্দবিদলৎ
ক্ষিতিক্ষোদৈঃ পিষ্টাতকস্থুরভিবক্ষস্তটভৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

(সবিশেষং নিশ্চিত্য) তাবদন্তরমনয়োর্বলয়োরধিগম্যমানং প্রাতঃসন্ধ্যায়াং যাবদন্ধতমসারুণালোকয়োঃ। তথা হি—

প্রতিক্ষণমিয়ং রক্ষঃপৃতনা ক্ষীয়তেতরাম্।
যথা তথা প্লবঙ্গানামনন্তগুণৈধতে ॥ ৫৫ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ পুনরিতো মহৎকদনমুপক্রান্তম্।

রক্ষোনাথো রঘূণাং স্বরিতমপিভুবা রাবণিলক্ষ্মণেন
দ্বন্দ্বীভূয় প্রবৃদ্ধ্যদ্ভুজবলমহিমাবিষ্কৃতেষ্বাসাশক্তৌ।

দিব্যাস্ত্রাণাং প্রয়োগপ্রতিকৃতিমুচিতাং চাপ্নবানৌ মিথোঽমূ
মূর্চ্ছৎকল্পাবসানজ্বলনপরিভবং সৈন্যয়োঃ পর্যদাতাম্ ॥ ৫৬ ॥

চিত্ররথঃ—দেবরাজ ! দুরবরোধোঽয়মনয়োর্মহাবীরয়োর্মিথো বিমর্দঃ। তথা হি—

ক্ষ্বেড়াভিঃ ককুভঃ পৃষৎকনিকরৈর্ব্যোম দ্বিধা খণ্ডিতৈ-
র্দেহৈর্বিদ্বিষতাং ধরাতলমপি প্রচ্ছাদয়ন্তৌ চিরম্।
কুর্বাতেঽস্রুজলাবিলেক্ষণপথান্যেতাবকাণ্ডাচ্চর-
দ্রোমাঞ্চানি সবেপথূন্যপি মুহুর্বর্ষ্মাণি নঃ পশ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥

(সবিশেষং বিভাব্য) কথং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামুপলভ্যমানমেকমেব বস্তু বিপ্রকৃষ্টান্তরং সম্পাদ্যতে। তথা হি—

অস্মাদ্রাবণবৃত্তাদ্রাঘববৃত্তং তু দশগুণং বীক্ষে।
অনুমন্যেঽনন্তগুণং পার্শ্বপতৎকৌণপেন্দ্রবিনিপাতৈঃ ॥ ৫৮ ॥

(পরিতো নিরূপ্য। সকৌতুকাশ্চর্যম্)

যাবন্তো রজনীচরাঃ প্রহরণোদ্ঘূর্ণদ্ভুজাকেতবো
যুধ্যন্তেঽভিমুখাঃ স্ফুরদ্ভুজমদাধ্মাতাঃ পুরো নির্গতাঃ।
প্রক্ষিপ্তাশুগজালপক্ষপবনাধূতে প্রতাপানলে
চিত্রং দাশরথেঃ ক্ষণাচ্ছলভতাং যান্তি স্ম সর্বেঽপি তে ॥ ৫৯ ॥

(সবিমর্শম্) এবং কিলেয়ং পাঞ্চভৌতিকী সৃষ্টিঃ।

ত্রৈলোক্যমপ্যপর্যাপ্তং রক্ষসাং স্থাতুমপ্যদঃ।
যেষাং তে কেবলং ভূমৌ বিলিল্যুঃ পঞ্চতাং গতাঃ ॥ ৬০ ॥

বাসবঃ—গন্ধর্বরাজ ! পশ্য বিস্ময়বিপ্রলব্ধৌ কিলামূ রামলক্ষ্মণৌ। যতঃ—

এতাভ্যাং রাঘবাভ্যাং সকৃত্কামিষুভিশ্ছিদ্যমানেষু মূর্ধ-
স্বেকস্যৈকোঽপ্যনস্তঃ কিমু সরসগুণো বর্ণনীয়োঽপরস্য।
এতৎসম্পশ্যতোরপ্যতিচিরমনয়োঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রভাবো
যত্রোৎসাহো ন ধৈর্যং বিরমতি ন শিরশ্ছেদতঃ শাত্রবোঽপি ॥ ৬১ ॥

(নেপথ্যে) ভো ভো রামভদ্র ! কিমদ্যাপ্যুপেক্ষসে দুর্বৃত্তমেনম্। কথং বৈকক্রিয়াসাধ্যমেতাবন্তমর্থম্। অবধৎস্ব তাবৎ।

ভবানুসীতাং লোকস্ত্রিভুবনগতঃ প্রীতিমুচিতাং
কনীয়ান্ পৌলস্ত্যঃ পুরমমরতাং স্বাং পুনরয়ম্।
কিমত্রান্যৎসাক্ষাৎকৃতপরমতত্ত্বো মুনিগণঃ
প্রসাদপ্রোন্মীলন্মুদি মনসি শান্তিং চ লভতাম্ ॥ ৬২ ॥

চিত্ররথঃ—(নিশম্য) কথমেষ দিব্যর্ষিগণোঽপ্যেতয়োর্বধায় রাঘবৌ ত্বরয়তি। অথবা দুষ্টপ্রশান্তিঃ কস্য ন মনঃপ্রীত্যৈ। সসম্ভ্রমাদ্ভুতোৎসুক্যম্ দেবরাজ ! পশ্য—

আভ্যাং ব্রহ্মাচ্যুতাস্ত্রস্মরণসুরভিভির্মার্গণৈ রাঘবাভ্যা
মূর্ধানৌ বিচ্ছিদাতে রজনিচরপতে রাবণস্য চ ক্রমেণ।
পশ্চাদ্রক্ষঃ কবন্ধো মুধভুবি বিবশঃ সোঽপি বক্ষোঽবরোধঃ
ক্ষোণ্যাং শ্রীদাশরথ্যোঃ শিরসি চ বিয়তঃ পুষ্পবর্ষং পপাত ॥ ৬৩ ॥

বাসবঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য। সোল্লাসম্) গন্ধর্বরাজ ! পশ্য তাবদেতে কিল

ত্রিভুবনশত্রোর্দশকন্ধরস্য নিধনবৃত্তান্তশ্রবণেন প্রমোদানির্ভরাঃ সহমহর্ষয়ঃ সুমনসঃ কমপি মহোৎসবমনুভুবন্তো মামেব প্রতীক্ষন্তে। তদ্ গচ্ছাম্যেতেষাং মনোরথসম্পাদনায়। ত্বমপ্যেতদ্বৃত্তান্তনিবেদনেন প্রিয়সখমলকেশ্বরং প্রীণয়।

(ইতি পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ইতি মহাবীরচরিতে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

× × × × × × × × × × × × সপ্তমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি শোকাকুলা লঙ্কা)

লঙ্কা—(সাক্রোশম্) হা মহারাজ দশকন্ধর ! ত্রৈলোক্যবীর লক্ষ্মীপ্রতিগ্রহদুর্ললিত ! হা সকলরাক্ষসলোকপ্রতিপালনসমর্থদুর্ভুজদণ্ড ! হা পশুপতিপাদযুগলোর্চনো যুজ্যমানমুগ্ধমুখপুণ্ডরীক ! হা কেকসীপুত্রতিলক ! হা বন্ধুজনবৎসল ! কুত্র ময়া ত্বং প্রেক্ষিতব্যঃ। া কুমার কুম্ভকর্ণ ! হা বৎস মেঘনাদ ! কুত্রাসি ? দেহি মে প্রতিবচনম্ ! (পরিতো বিলোক্য) কথং কোঽপি ন মন্ত্রয়তে ? (ঊর্ধ্বমবলোক্য) হা দুষ্টদৈব-দুর্বিলসিত ! কস্মাদেবং পরিণতমসি ? অথবা কোঽত্র ভবত উপালম্ভঃ ? আত্মন এব দুশ্চরিতমেতদ্বিপরিণমতি। (ইতি সানুক্রোশং রোদিতি) (হা মহারাঅ দসকন্ধর ! তেল্লোক্কবীরলচ্ছীপড়িগ্গহদুল্ললিদ ! হা সঅলরক্খসলোঅপড়িবালণসমত্থদুম্মদভুঅদণ্ড ! হা পসুবইপাদজুঅলচ্চণোপজ্জন্তমুদ্ধমুহপুণ্ডরীঅ ! হা কৈকসীপুত্তিলঅ ! হা বন্ধুঅণবচ্ছল ! কহিং মএ তমং পেক্খিদব্বো। হা কুমার কুম্ভঅণ্ণ ! হা বচ্ছ মেহণাহ ! কহিং সি ? দেহি মে পড়িবঅণম্। কহং কো বি ণ মন্তেদি ? হা দুট্ঠদেব্ববিব্বিলসিঅ ! কোস এব্বং পরিণদং সি ? অহবা কো এত্থ ভবদো উবালম্ভো ? অত্তণো এব্ব দুচ্চরিদং এদং বিপরিণমেদি)।

(ততঃ প্রবিশত্যলকা)

অলকা—অহো। কথমস্য রক্ষঃপতেরপূর্বঃ কোঽপ্যয়ং দশাপরিপাকঃ। যদেতাবানপি রক্ষঃসর্গঃ ক্ষণেনৈব বিভীষণমাত্রশেষঃ সংবৃত্তঃ। (শব্দশ্রবণং নাটয়িত্বা। পরিক্রম্য) কথং কনীয়সী মে ভগিনী প্রত্যগ্রভর্তৃবিরহব্যথাবিধুরা ক্রন্দতী লঙ্কা ? (উপসৃত্য) ভগিনি ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

লঙ্কা—(বিভাব্য) কথং ভগিনী মেঽলকা ? (কদং বহিণিআ মে অলআ ?)

অলকা—ভগিনি ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। এবং কিলেয়ং লোকযাত্রা।

লঙ্কা—অয়ি ভগিনি ! কুতো মে আশ্বাসঃ ? যুবতিজনমাত্রশেষা সংবৃত্তাস্মি। একঃ পুনঃ কুলতন্তুঃ কুমারবিভীষণঃ খলু তিষ্ঠতীতি শ্রূয়তে। সোঽপি মন্দভাগিন্যা অধন্যতয়া রিপুপক্ষমেব সেবতে। (অই বহিণিএ ! কুদো মে আস্সাসো ? জুবইজণমেত্তসেসা সংবুত্তম্হি। একো উণ কুলতন্তু কুমারবিহীসণো কখু চিট্ঠদি ত্তি সুণীঅদি। সো বি মন্দভাইণীএ অধণ্ণদাএ রিউবক্খং জ্জেব্ব সেবেদি)

অলকা—অয়ি ভগিনি ! মা মৈবম্। ন খল্বস্মাকং স রিপুপক্ষঃ।

লঙ্কা—কথমিব ? (কহং বিঅ ?)

অলকা—যস্য রিপুঃ স গতঃ তচ্চ গতম্। সম্প্রতি তু নিসর্গসুহৃদস্মাকং ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধসম্বন্ধো দাশরথিঃ।

লঙ্কা—(আশ্বস্য) কথমীদৃশোঽপি। (কহং ঈরিসো বি)

অলকা—ঈদৃশ এব।

লঙ্কা—কথমস্মাকং স্বামিত্বমীদৃশোঽপি পরিণতঃ ? (কহং অহ্ম সামিত্তং ঈরিসো বি পরিণদো ?)

অলকা—অয্যাননুসন্ধানে কিমেবং ভাষসে ? শৃণু—

রঘুকুলতিলকেঽস্মিন্ভ্রাতৃমাত্রদ্বিতীয়ে
কিমপি পিতৃনিদেশাদ্দণ্ডকাং সম্প্রবিষ্টে।
যদুচিতমমুনা তে রাক্ষসানাং বিজেতা
বিহিতময়মশেষঃ কর্মণস্তস্য পাকঃ ॥ ১ ॥

লঙ্কা—হুম্ ! ত্বং পুনরীদৃশে প্রস্তাবে কথমত্রোপস্থিতাসি ? (হুং তুমং উণ ঈরিসে পত্থাবে কহং এত্থ উবট্ঠিদাসি ?)

অলকা—অবধেহি। অহং কিল বৈমানিকেন পৌলস্ত্যেন গন্ধর্বরাজাচ্চিত্ররথাদমুং বৃত্তান্তমুপলভ্য শিষ্টবন্ধুপ্রতিবোধনায় বিভীষণস্য চ লঙ্কাভিষেকসাক্ষাৎকরণায় রাবণাপহৃতবিমানরাজস্য পুষ্পকস্য চ রামভদ্রোপস্থানোপদেশদানায় সন্দিষ্টা।

লঙ্কা—অহো ! কথং ভগবতঃ পশুপতেরপি মিত্রং নিধানাধিপতিঃ স্বয়মেবমুপচরতি রামভদ্রম্। (অম্মো ! কহং ভঅবদো বসুবইণো বি মিত্তং ণিধাণাহিবঈ সঅং এব্বং উবচরদি রামভদ্দম্)

অলকা—অয়ি ! কিমত্রাশ্চর্যম্ ?

ইদং হি তত্ত্বং পরমার্থভাজাময়ং হি সাক্ষাৎপুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্রিধা বিভিন্না প্রকৃতিঃ কিলৈষা ত্রাতুং ভুবি স্বেন সতোঽবতীর্ণা ॥ ২ ॥

লঙ্কা—কথমস্মাকং স্বামিনা রাক্ষসনাথেনেদং নাবধারিতম্ ? (কহং অহ্ম সামিণা রক্‌খসণাহেণ এদং ণ ওধারিদম্ ?)

অলকা—অয়ি সরলে ! শাপমহিম্না কিল মূর্ছন্মোহঃ সোঽপি নাপরাধ্যতি।

(নেপথ্যে কলকলঃ) (উভে সসম্ভ্রমমাকর্ণয়তঃ)

(পুনর্নেপথ্যে) সমবধত্ত ভোস্ত্রিজগচ্চরাণি ভূতানি !

বস্বর্করুদ্রসহিতঃ স্বয়মেষ সাক্ষাদ্-
বৃদ্ধশ্রবাঃ সমভিনন্দতি সাধু সাধ্বীম্।
অগ্নিপ্রবেশপরিনির্গমশুদ্ধভাবাং
সীতাং রঘূত্তম ভবান্স্থিতমাদ্রিয়স্ব ॥ ৩ ॥

অলকা—কথমেতে দিবৌকসোঽপি দশকন্ধরগৃহনিবাসব্যসনকৌলীন-শঙ্কাপনুত্তো কৃতপাবকপ্রবেশনির্গমনাং সীতাদেবীমভিনন্দন্তি। অহহ !

পাতিব্রত্যময়ং জ্যোতির্জ্যোতিষান্যেন শোধ্যতে ॥
ইদমাশ্চর্যমথবা লোকস্থিত্যনুবর্তনম্ ॥ ৪ ॥

লঙ্কা—(শব্দশ্রবণং নাটয়িত্বা) কথং মঙ্গলতূর্যরবমিশ্রা গীতয়ো নিশম্যন্তে ? (কহং মঙ্গলতূররবমিস্সাও গীদীও ণিসামীঅন্তি ?)

অলকা—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) কথং সীতাবিশুদ্ধ্যনুমোদনার্থমবতীর্ণাভিরপ্সরোভির্দেবর্ষিগণৈশ্চ রামভদ্রনিদেশেন নিষ্পাদিতাভিষেককল্যাণো বিভীষণঃ পুষ্পকং পুরস্কৃত্য রামভদ্রমভ্যেতি। তদেহি। তথাবিধসহজমহিমমহনীয়চরিতমহানুভাবাবলোকনেন চক্ষুঃ কৃতার্থয়াবঃ।

(ইতি পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তে)

মিশ্রবিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি পুষ্পকং পুরস্কৃত্য বিভীষণঃ)

বিভীষণঃ—অনুষ্ঠিতঃ কিল ময়া রামভদ্রাদেশঃ। তথা হি। সৎকৃতং মাতলিমনু—

অজস্রগলদশ্রুসংপ্রবকিণাঙ্কগণ্ডস্থলাঃ
স্খলৎকনককঙ্কণং নিয়মিতৈকবেণীভৃতঃ।
ক্ষমাতলবিবর্তনাতিমলিনাম্বরা মোচিতাঃ
প্রয়ান্তি কিল সস্মিতাঃ স্ম সুরলোকবন্দিস্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

(উপসৃত্য) জয়তি জয়তি রামভদ্রঃ। দেব! এতদবসানঃ কিল নিদেশঃ সম্পাদিতঃ।

বন্দীভিরেধিতাঃ কারাঃ শৃঙ্খলাভিরলংকৃতাঃ।
কার্তস্বরাভিদৃশ্যাভিঃ পতাকাভিশ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ৬ ॥

অয়ং চ পুষ্পকনামা স বিমানরাজঃ।

অসংরুদ্ধগতেরিষ্টপ্রবৃত্তের্বশবর্তিনঃ।
মনোরথস্যানুগুণং সর্বদা যস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥

রামঃ—সাধু লঙ্কেশ্বর! সাধু সম্পাদিতম্। (সুগ্রীবং প্রতি) সখে বৈকর্তনে! কিমত্রাবশিষ্যতে।

সুগ্রীবঃ—

উৎখাতস্ত্রিভুবনকণ্টকোঽতিদুষ্পদোর্দণ্ডাঞ্চিতমহিমাপ্যয়ং নিকারঃ।
দেব্যাশ্চ প্রতিশমিতস্তথাত্র সন্ধা নিব্যূঢ়া প্রগুণবিভীষণাভিষেকাৎ ॥ ৮ ॥

সম্প্রতি তু দ্রোণাদ্রিং প্রত্যাহরতো হনুমতঃ সবিশেষং গৃহীতপ্রবৃত্তির্দুর্মনায়তে কিল কুমারভরতঃ। তং প্রতি বার্তাহরঃ প্রবিসৃজ্যতাং প্রাভঞ্জনিঃ। স্বয়মপ্যলংক্রিয়তাং বিমানরাজঃ।

রামঃ—যদভিরুচিতং প্রিয়বয়স্যায়। (ইতি তথা করোতি)

(সর্বে বিমানারোহণং নাটয়ন্তি)

সীতা—(অপবার্য। লক্ষ্মণং প্রতি) অস্মাভিঃ সাম্প্রতং ক্ব প্রস্থীয়তে?

(অম্হেহিং সংপদং কহিং পৎথীঅদি)

লক্ষ্মণঃ—দেবি! রঘুকুলরাজধানীমযোধ্যাং প্রতি।

সীতা—অপি সমাপ্তঃ স বনবাসস্যাবধিঃ? (অবি সমত্তো সো বণবাসস্স অবহী)

লক্ষ্মণঃ—দেবি! অদ্যতনমেব দিনং তৎ।

(সর্বে বিমানগতিং রূপয়ন্তি)

সীতা—(সাদ্ভুতম্) আর্যপুত্র! এতে পুনঃ কতমা? দূরতোঽনির্ধারিতদক্ষিণোদ্দেশা অবিস্তীর্যমাণশ্যামলস্বপরিসরা দৃশ্যন্তে। (অজ্জউত্ত! এদে উণ কদমা দূরাদো

অণিন্ধারিদদক্খিণোদ্দেসা অবিৎথারিজন্তসামলত্তণপরিসরা দীসন্তি)
রামঃ—দেবি ! নৈতে ভুবাং পরিসরাঃ কিন্তু—
সাক্ষাৎকিলাষ্টমূর্তেস্তস্যৈষা মূর্তিরম্ময়ী প্রথমা ।
গীতঃ সাগর ইতি নৃভিরপরিচ্ছেদ্যাত্মগাম্ভীর্যঃ ॥ ৯ ॥
সীতা—যোঽস্মাকং জ্যেষ্ঠশ্বশুরৈঃ কৃতনির্মাণ ইতি বৃদ্ধপরম্পরয়া শ্রূয়তে। এতস্য মধ্যেঽপি কিমেতদ্ দূরপ্রসারিতং ধবলাংশুকমিবাভিনবতৃণাচ্ছন্নাসু ভূমিষু দৃশ্যতে ? (জো অম্হাণং জেট্ঠসসুরেহিং কিদণিম্মাণো ত্তি বুড্ঢপরংপরাএ সুণীঅদি। এদস্য মজ্জে বি কিং এদং দূরপ্পসারিদং ধবলংসুঅং বিঅ অহিণবতিণচ্ছন্নাসু ভূমিসু দীসই)
লক্ষ্মণঃ—দেবি !
সোৎসাহং ধৃতশাসনৈঃ সকুতুকৈর্বৃক্ষৌকসাং নায়কৈ
দিক্‌পর্যন্তধরাধরেন্দ্রশিখরাণ্যানায্য নির্মাপিতঃ ।
কল্পান্তাবধিবন্দনীয়মহিমা লোকস্য সেতুর্নবঃ
কীর্তিস্তম্ভ ইবায়মার্যচরিতস্যাম্ভোনিধৌ লক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥
রামঃ—(অঙ্গুল্যা নিদর্শন্) বৎস !
এতা ভুবঃ পরিচিনোষি মিলত্তমালচ্ছায়ান্ধকারিততুষারনিকুঞ্জপুঞ্জাঃ ।
উন্মুচ্ছদচ্ছমলয়াচলতুঙ্গশৃঙ্গপ্রাগ্‌ভারনিষ্পতিতনির্ঝরপূরভাজঃ ॥ ১১ ॥
লক্ষ্মণঃ—আর্য ! তা এবৈতাঃ। নাতিদূর এব তাবদাসাং স জীর্ণকন্দরঃ।
গর্জাজর্জরিতাসু দিক্ষু বধিরে তৎস্ফূর্জথুস্ফূর্জিতৈ-
র্ব্যোম্নি ভ্রাম্যতি দুষ্প্রভঞ্জনজবাদভ্রেঽপ্যদভ্রে মুহুঃ ।
আক্ষিপ্যান্ধয়তি দ্রুমান্ধতমসে চক্ষুঃ প্রবিশ্য ক্ষপা
যত্রাসীৎক্ষপিতা ক্ষরজ্জলধরে ত্বক্সারলক্ষীকৃতে ॥ ১২ ॥
সীতা—(স্বগতম্) অহো প্রমাদঃ। কথং মম মন্দভাগিন্যা দুষ্টদৈবৈরেতেঽপি মহানুভাবা ঈদৃশমবস্থান্তরমনুভাবিতাঃ। (অহো পমাদো। কহং মহ মন্দভাইণীএ দুট্ঠদেব্বেহিং এদে বি মহাণুহাব ঈরিসং অবত্থন্তরং অণুহাবিদা।)
বিভীষণঃ—দেব রামভদ্র ! দৃশ্যন্তে কিলৈতাঃ কাবেরীতীরভূময়ঃ ?
যৎপর্যন্তমহীধ্রসীম্নি কুহলীমাধবীকধারোদ্‌গিরদ্-
ধূষ্যৎপূগবনীঘনীকৃততলৈস্তুঙ্গৈর্জরচ্ছাখিভিঃ ।
লক্ষ্যন্তে বিবিধাশ্রমাঃ স্থিরতপঃস্বাধ্যায়সাক্ষাৎকৃত-
ব্রহ্মাণো নিবসন্তি যত্র মুনয়ঃ কল্পস্থিতেঃ সাক্ষিণঃ ॥ ১৩ ॥
যতো নাতিদূর এব কিলাবাচ্যাং লোপামুদ্রাপরিষ্কৃতপরিসরে দীপ্যতি কৌম্ভসম্ভবং জ্যোতিঃ।
রামঃ—কথমতিক্রান্তমাগস্ত্যমাশ্রমপদম্ ?
অয়ং বারাং রাশিঃ কিল মরুরভূদ্যাদ্বিলসিতৈ-
রয়ং বিন্ধ্যো যেনাহৃতবিহৃতিরাধ্মানমজহাৎ ।
বিলিল্যে যৎকুক্ষিস্থিতশিখিনি বাতাপিবপুষা
স কাসাং বাণীনাং মুনিরকলিতাৎমাস্তু বিষয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তদপ্রমেয়বিভবা বিশ্বান্তরাত্মসাক্ষিণস্তে মহাত্মানঃ কুতশ্চনাভিবন্দ্যাঃ ?

(সর্বে তথা কুর্বন্তি)

(আকাশে)

সানুজস্ত্বং প্রজাঃ শাধি কল্পান্তস্থায়ি তে যশঃ ।
নামাপি রাম গুণতামমৃতত্বায় কল্পতাম্ ॥ ১৫ ॥

রামঃ—(আকর্ণ্য) কথমশরীরিণ্যা গিরা পরমনুগৃহীতো মহামুনিবন্দারুঃ ।

(ইতরে অভিনন্দন্তি)

বিভীষণঃ—দেব রামভদ্র ! এতাস্তাঃ পম্পাপর্বস্তভূময়ঃ, যাসু বহোঃ কালাদনুভূয়মানান্যপ্যভিজ্ঞানানি বলাচ্চক্ষুরাকর্ষন্তি । তথা হি—

বাণেনৈকেন বিদ্ধং বিসলতি পুরতস্তজ্জবস্তালখণ্ডং
সোঽপি ক্রীড়াকপিস্ত্বং ক্ষণমিষুনিবহৈবস্বভূদত্র বালী ।
সৌমিত্রেঃ পাদঘাতাদিহ হি সকুতুকং প্রাক্ষিপৎকূটমস্থ নাং
কাবন্ধং দৃষ্টমস্মিন হনুমতি ভবতেবো ত্তরীয়ং চ দেব্যাঃ ॥ ১৬ ॥

সীতা—(স্বগতম্) কিং নাম মমোত্তরীয়মার্যপুত্রেণ হনুমতো হস্তে দৃষ্টম্ ? (কিং ণাম মহ উত্তরীঅং অজ্জউত্তেণ হণুমস্স হত্থে দিট্ঠম্ ।)

রামঃ—(সস্মরণম্) হে দেবি ! তদা কিল বেক্লব্যাদপহ্রিয়মাণায়া ভবত্যাঃ প্রভ্রষ্টমনসূয়ানামাঙ্কমুত্তরীয়মস্মাভিঃ প্রথমমভিজ্ঞানমাসাদিতম্ ।

দৃশোঃ শরচ্চীতকবপ্রকাশঃ কাপি কর্পূরপরাগপূরঃ ।
স্বাপেঽপি সান্দ্রামৃতকুম্ভকল্পদা যদাসীৎ কিল দৃষ্টমাত্রম্ ॥ ১৭ ॥

(সীতা লজ্জাং নাটয়তি)

লক্ষ্মণঃ—অয়ম্

তাতস্য মিত্রং কিল গৃধ্ররাজস্তং পাপমস্মিন্সহসানুবধ্নন্ ।
গাত্রং জরাজর্জরিতং বিহায় যশঃশরীরং নবমাললম্বে ॥ ১৮ ॥

সীতা—(স্বগতম্) কথং মম কারণাত্তাদৃশানামপি মহানুভাবানামীদৃশোঽবস্থাবিশেষো নিশম্যতে ? (কহং মহ কারণাদো তারিসাণং বি মহাণুহাবাণং ঈরিসো অবত্থাবিসেসো ণিসামীঅদি ।)

সুগ্রীবঃ—দেব ! অতিক্রামন্তে কিলৈতা দণ্ডকাসীমানঃ ।

যত্র তেঽপি স্বস্থঃ কণ্টকসৌষ্ঠবাচ্চরিষয়া ।
সানুপ্লবাঃ কাপি যাতাস্ত্রমধ্বখরদূষণাঃ ॥ ১৯ ॥

সীতা—(বেপমানা) অহো ! কথং পুনরপি রাক্ষসা এব শ্রূয়ন্তে (অম্মো ! কহং পুণো বি রক্খসা জেব্ব সুণীঅন্তি ।)

রামঃ—দেবি ! অলং শঙ্কয়া । অভিধানমাত্রমবশিষ্যতে ।

শরাসনস্য টঙ্কারাৎ সৌমিত্রেঃ কেবলং কিল ।
রক্ষসাং প্রলয়ঃ সিংহগর্জনাদ্দন্তিনাং যথা ॥ ২০ ॥

(নিরূপ্য) কিমন্যাদৃশীব গতিরস্য বিমানরাজস্য ?

বিভীষণঃ—দেব ! অত্যুচ্চৈঃ কিলায়ং সহ্যঃ সানুমান্ । এনমতিক্রম্য গম্যতে কিলার্যাবর্তঃ । তদতিক্রমণায়েদমপি মধ্যমলোকসান্নিধ্যং কিঞ্চিদুজ্ঝতি ।

লক্ষ্মণঃ—দ্রষ্টব্যঃ কিলোত্তমপুরুষপদলাঞ্ছিতো মধ্যমলোকঃ ।

(সর্বে উচ্চৈর্গতিবেগং নিরূপয়ন্তি)

রামঃ—(নিরূপ্য সবিস্ময়ম্)

যঃ পূর্বেষাং নঃ কুলস্য প্রতিষ্ঠা দেবঃ সাক্ষাদেষ ধাম্নাং নিধানম্ ।
ত্রয্যাঃ সারঃ কোঽপি মূর্তো বিবস্বান্ প্রত্যাসন্নঃ পুষ্পকারোহণেন ॥ ২১ ॥

(সর্বে কপোতকেন প্রণমন্তি)

সীতা—(উচ্চৈর্নিরূপ্য) অহো ! কথং দিনেঽপি তারকাচক্রমিবৈতদ্ দৃশ্যতে। (অম্মো ! কহং দিণেম্মি বি তারআচকং বিঅ এদং দীসদি ।)

রামঃ—দেবি ! তারকাচক্রমেবৈতৎ । অতিবিপ্রকর্ষাদ্রবিকিরণপ্রতিহতচক্ষুর্ভির্ন দৃশ্যতে কিল দিবসে । স বিমানারোহণাদপাস্তঃ ।

সীতা—(সকুতুকম্) কথং গগনবাটিকায়াং ফুল্লানি কুসুমানীব দৃশ্যন্তে। (কহং গঅণবাডিআএ ফুল্লাইং কুসুমাইং ব্ব দীসন্দি ।)

রামঃ—(সমন্তাদবলোক্য) কথমপরিচ্ছেদ্যাদিগ্বিভাগমিব সম্প্রতি জগৎ । যতঃ—

সংস্তূয়ন্তে বিপ্রকর্ষাদ্ভোমা নোপাধয়ঃ স্ফুটম্ ।
আন্তরীক্ষাঃ পুনরমী সর্বতঃ সদৃশা ইব ॥ ২২ ॥

সুগ্রীবঃ—দেব ! ভ্রাতুঃ সৌহার্দেন বিধেয়ীকৃতো যদৃচ্ছয়া দিগন্তেষু বিচরন্নভ্যুপপন্নবানস্মি । তথা হি—

উদয়াস্তাচলাবেতো যৎক্রোড়ে বাল্যবার্ধকে ।
বিস্রম্ভাচ্চন্দ্রসূর্যাভ্যামতীয়েতে বিনির্ভয়ম্ ॥ ২৩ ॥

অবধত্তামিতো দেবঃ—

কৈলাসাঞ্জনশৈলাবেতো তুল্যোন্নতত্বপরিণাহৌ ।
চন্দমৃগমদলেপং গমিতো ক্ষোণ্যা নু বক্ষোজৌ ॥ ২৪ ॥

ইতশ্চায়ং কাঞ্চনাচলঃ । পরতশ্চায়মভ্রঙ্কষশিরাঃ শিখরী গন্ধমাদনঃ । ততঃ পরস্মাদগম্যা মাদৃশাং ভূময়ঃ ।

রামঃ—(পরিতো বিলোক্য । সসম্ভ্রমাদ্ভুতম্) কথমেকপদ এব সর্বমহো চক্ষুর্গোচরঃ ? পরিচ্ছেদ্যা চ সর্গস্থিতিঃ ।

সীতা—অহো ! ইদং কিমপাদৃষ্টপূর্বমন্যাদৃশমেব দৃশ্যতে ন মানুষো নাপি পশুঃ । (অম্মো ! এদং কি বি অদিট্ঠপুব্বং অণ্ণারিসং জেব্ব দীসই ণ মাণুসো ণাবি পসূ)

রামঃ—দেবি ! অশ্বমুখং কিন্নরমিথুনমেতৎ । প্রায়েণৈতাসু ভূমিম্বেবংবিধানামেব ভূয়সাং প্রচারঃ ।

বিভীষণঃ—কথং সম্মুখমেবাভ্যেতি । প্রায়েণালকেশ্বরাদেশধারিণানেন ভবিতব্যম্ ।

(নেপথ্যে)

দেব দিনকরকুলমণে রামভদ্র ! ভবন্তমেকাপঙ্গাচলেশ্বরনিদেশাদুপশ্লোকয়িতুং সাকেতং প্রাপ্তয়োরাবয়োর্যাত্রাসুকৃতপরিণামাদন্তরাল এব চক্ষুর্বিষয়োঽসি । তন্নিদেশপারতন্ত্র্যমপি ভূয়সে গুণায় । যৎপুরাণস্যেব পুংসোঽভিব্যক্তিপর্যায়নিষ্ঠং মহঃ সাক্ষাৎক্রিয়তে । (ইতি প্রদক্ষিণীকৃত্যাভিবন্দেতে)

(সর্বে নিরূপয়ন্তি)

(পুনর্নেপথ্যে)

কিন্নরঃ— আপন্নবৎসল জগজ্জনৈকবন্ধো
বিদ্বন্মরালকমলাকর রামচন্দ্র ।
জম্মাদিকর্মবিধুরৈঃ সুমনশ্চকোরৈ
রাচম্যতাং তব যশঃ শরদাং সহস্রম্ ॥ ২৫ ॥

(তত্রৈব)

কিন্নরী— যাবৎফণীন্দ্রশিরসি ক্ষিতিচক্রমেতদ্যাবৎ-
পুনর্গ্রহগণৈঃ শবলং বিহায়ঃ ।
বৈদেহি তাবদমলো ভুবনেষু পুণ্যঃ শ্লোকঃ
প্রশস্তচরিতৈরুপগীয়তাং তে ॥ ২৬ ॥

(দম্পতী মন্দাক্ষং নাটয়তঃ)

ইতরে—প্রিয়ং নঃ প্রিয়ম্ ।

রামঃ—লঙ্কেশ্বর ! চিরসঞ্চরণাদত্র নানুরোষং তর্কয়ে । তদ্বরমিতো মধ্যমলোকসান্নিধ্যেন গন্তুম্ ।

বিভীষণঃ—দেব !

এতে তে সুরসিন্ধুধৌতদৃষদঃ কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বলাঃ
পাদা জর্জরভূর্জবল্কলভৃতো গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ ।
তত্ত্বালোকনিরস্তমোহতমসামধ্যাত্মবিদ্যাজুষাং
যত্র ব্রহ্মবিদাং নিসর্গমধুরং জাগর্তি সৌম্যং মহঃ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য ! কথমেতে ভুবাং পরিসরাঃ সংস্তুতপূর্বাণ্যবিষয়গ্রহত্বং ন ক্ষমন্তে চক্ষুষোঃ ।

রামঃ—(নিরূপ্য । সম্মরণাবেগম্) বৎস ! তা এবৈতা গুরূণাং কৌশিকপদানাং সঞ্চরণেন পবিত্রিতপর্যন্তাস্তপোবনভূময়ঃ । যত্র তু তত্রভবতা যাজ্ঞবল্ক্যান্তে-বাসিনা দ্বিতীয়েন বিদেহাধিপতিনা সহ তৎসংলাপামৃতপ্রমোদমনুভবতাং গুরূণাং লালনীয়াভ্যামাবাভ্যাং বাল্যোচিতমুল্লালিতম্ ।

সীতা—(স্বগতম্) কথং কনিষ্ঠতাত ইতি শ্রূয়তে ? (ইতি পরিতঃ সস্পৃহমালোকয়তে) (কহং কণিট্‌ঠতাদো ত্তি সুণীঅদি)

রামঃ—লঙ্কেশ্বর ! নোচিতমিদানীং গুরুচরণপঙ্কজপবিত্রিতেষু পরিসরেষু বিমানাধি-রোহণম্ ;

(নেপথ্যে)

ভো ভো রামলক্ষ্মণৌ ! স ভগবান্‌কুশাশ্বান্তেবাসী বাং সমাজ্ঞাপয়তি ।

উভৌ—(বিমানাধিদেবতামিঙ্গিতেন স্তম্ভায় নিযুজ্য) অবহিতৌ স্থঃ ।

(পুনর্নেপথ্যে)

পুরীং যথাস্থিতৌ যাতং বিলম্বেথাং চ মান্তরা ।
অরুন্ধতীসহচরং জ্যোতির্বা সম্প্রতীক্ষতে ॥ ২৮ ॥
অহমপি তৃতীয়কালক্রিয়ানুসন্ধানপরবান্ মুহূর্তদ্বয়েনাগত এব ।

উভৌ—যথাজ্ঞাপয়ন্তি গুরবঃ । (পুনর্বিমানং প্রতিষ্ঠেতে)

রামঃ—অহো ! মহাত্মানোঽপি বাৎসল্যপরতন্ত্রাঃ । যন্মহিম্না তপঃস্বাধ্যায়য়োর্বশো

বিভক্তে সময়ে তত্রাপ্যাগমনমনুরুধ্যস্তে। অথবা যুক্তমেবৈতৎ। যতঃ করুণা-পারতন্ত্রেণ মৃদুস্বভাবাস্তে তপোবনরুরুষু তরুষু চ কিং মনুষ্যেষু। বিশেষস্তু

রাজ্ঞাং মার্তণ্ডবংশ্যানাং গৃহে নো জন্ম কেবলম্।
শাস্ত্রাস্ত্রজ্ঞানমুখ্যস্তু সংস্কারোঽস্মান্মহাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

বিভীষণঃ—(বিলোক্য) কিমিদকাণ্ড এব নীহারজালৈরিব ক্ষমারজোভিরাচ্ছাদ্যন্তে ককুভঃ।

(সর্বে সবিস্ময়ং পশ্যন্তি)

রামঃ—(সবিতর্কম্) মন্যে প্রাভঞ্জনেরস্মৎপ্রবৃত্তিমুপলভ্য মাং প্রত্যুদ্যাতীহ সসৈন্যো ভরতঃ।

(প্রবিশ্য)

হনুমান্—(সপাদপঙ্কজস্পর্শং প্রণম্য) দেব !

স্থিতো ধ্যায়ন্নস্তঃ কিমপি চরিতং স্বেন ভবত-
শ্চিরং বার্তামেনামথ মদুপলভ্য প্রচলিতঃ।
জটী চীরী রামেত্যমূর্তিবিভবং নাম রসয়-
ন্মুহুর্হর্ষোদ্ভ্রান্তপ্রকৃতিসহিতোঽভ্যেতি ভরতঃ ॥ ৩০ ॥

রামঃ—(সোল্লাসম্) অহো ! চিরায়াস্মৎসৌহার্দমুপলভামহ ইতি সর্বানন্দানামুপরি বর্তামহে।

লক্ষ্মণঃ—(সৌৎসুক্যম্) সখে মারুতে ! কুত্রার্যঃ ?

হনুমান্—য এতে সৈন্যস্য পুরতঃ পঞ্চষাস্তন্মধ্যে পুরঃসরঃ সানুজঃ স মহাত্মা ভরতঃ।

(লক্ষ্মণো নির্বর্ণয়তি)

সীতা—(নিরূপ্য) কথমন্যাদৃশ এব দৃশ্যতে। (কহং অণ্ণারিসো জেব্ব দোসই)

বিভীষণঃ—হংহো বিমানরাজ ! চিরায় বন্ধুজনদর্শনালিঙ্গনসম্ভাবনাদিনা মিথোঽঙ্গ-প্রমোদমনুভবন্ত্বেতে মহানুভাবাঃ। তৎক্ষণং বিরম।

(সর্বে বিমানাবতরণং নাটয়ন্তি)

(ততঃ প্রবিশতি কতিচনপ্রধানপুরুষপরিবৃতো ভরতশত্রুঘ্নৌ)

রামঃ—(সরভসং পাদপতিতং ভরতমুত্থাপ্য) এহ্যেহি বৎস !

অনুভাবয়তি ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎক্রিয়ামিব।
স্পর্শস্তেঽদ্য বরাম্ভোজপ্রস্ফুরন্নালকর্কশঃ ॥ ৩১ ॥

(ইতি নির্ভরমালিঙ্গ্য বিসৃজতি)

(লক্ষ্মণঃ সপাদপতনং ভরতমালিঙ্গতি)

(শত্রুঘ্নো রামলক্ষ্মণাবভিবাদয়তে)

উভৌ—কুলস্থিতিমনুবর্তস্ব।

(ভরতশত্রুঘ্নৌ দণ্ডবৎ সীতাং প্রণমতঃ)

সীতা—কুমারৌ ! জ্যেষ্ঠয়োর্ভ্রাত্রোরভিমতৌ ভবতম্। (কুমারা ! জেট্ঠাণং ভাদুআণং অভিমদা হোহ)।

রামঃ—বৎসৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ !

অস্মাকং ব্যসনাম্ভোধাবয়ং পোতত্বমাগতঃ।
কপীন্দ্রোঽয়ং চ লঙ্কেন্দ্রো মিত্রং ধর্মহিতে রতঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ পরিষ্বজতম্। (ইতি সুগ্রীববিভীষণৌ দর্শয়তি)।

(ভরতশত্রুঘ্নৌ তৌ পরিষ্বজ্য যথোচিতমুপচরতঃ)

ভরতঃ—আর্য ! কুলগুরুর্ভগবান্মৈত্রাবরুণিঃ সিংহাসনগৃহে সম্পাদিতসকলাভিষেক-সম্ভারো ভবন্তং প্রতীক্ষতে। যথাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

রামঃ—(স্বগতম্) কৌশিকপাদাঃ প্রতীক্ষণীয়াঃ স চ ভগবান্ মৈত্রাবরুণিরেবমাজ্ঞাপয়তি। ভবতু। সময়োচিতং প্রতিকরিষ্যতে। (প্রকাশম্) যথাজ্ঞাপয়তি কুলগুরুঃ।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

(ততঃ প্রবিশতি বসিষ্ঠো দশরথকলত্রৈরুপচর্যমাণারুন্ধতী চ)

বসিষ্ঠঃ—(স্বগতম্)।

ক্ষমায়াঃ স ক্ষেত্রং গুণমণিগণানামপি খনিঃ
প্রপন্নানাং মূর্তঃ সুকৃতপরিপাকো জনিমতাম্।
কৃপারামো রামো বহিরিহ দৃশোপাস্যত ইতি
প্রমোদাব্ধৌ তস্যাপ্যুপরি পরিবর্তামহ ইমে ॥ ৩৩ ॥

ভবতু। তথাপি লোকযাত্রানুবর্তনীয়া। (প্রকাশম্) বধ্বৌ কৌশল্যাসুমিত্রে।

উভে—আজ্ঞাপয়তু কুলগুরুঃ। (আণবেদু কুলগুরু)।

বসিষ্ঠঃ—দিষ্ট্যাক্ষতপ্রতিনিবৃত্তবৎসে স্থঃ।

উভে—যুষ্মাকমাশিষাং প্রভাবঃ। (তুহ্মাণং আসিসাণং পহাবো)।

অরুন্ধতী—(কৈকেয়ীং বিলোক্য) বৎসে কৈকেয়ি ! কিমেবমতিদুর্মনায়সে ?

কৈকেয়ী—অম্ব ! মম মন্দভাগিন্যা অধন্যতয়া সকলোঽপি লোক এবং কৌলীনং ভণতি। যদ্বৎসয়োঃ প্রবাসজননী মধ্যমজননী মন্থরামুখ আসীৎ। তৎকথং বৎসয়োর্ময়া মুখং প্রেক্ষিতব্যম্ ? (অম্ব ! মহ মন্দভাইণীএ সঅলো বি লোও এব্বং কোলীণং ভণদি। জং বচ্ছাণং প্রবাসজণণী মজ্‌ঝমজণণী মন্থরা মুহে আসি। তা কহং বচ্ছাণং মএ মুহং পেক্‌খিদব্বম্)।

অরুন্ধতী—বৎসে ! অলং বৃথা কৌলীনশঙ্কয়া। আর্যমিশ্রৈরয়মর্থস্তদৈবান্তরেণ চক্ষুষা সাক্ষাৎকৃতঃ।

সর্বাঃ—কথমিব ? (কহং বিঅ)।

অরুন্ধতী—মন্থরারূপধারিণ্যা শূর্পণখয়া মাল্যবদ্বচনাদেতদ্বিহিতমিতি।

সর্বাঃ—অহো রাক্ষসানাং দুষ্টতাভিযোগো য ইহস্থিতমবলাজনমপি বাধতে। (অহো রক্‌খসাণং দুট্‌ঠতাভিওও জো ইহট্‌ঠিদং অবলাজণং বি বাধেদি)।

বসিষ্ঠঃ—হুং মঙ্গলসময়েঽলমলং যৎকিঞ্চিদ্দুঃখৈঃ কা পুনরদ্যাপি রাক্ষসাভিযোগবার্তা।

রামঃ—(বসিষ্ঠং বিলোক্য। সোল্লাসম্) স এষ ভগবান্মৈত্রাবরুণিঃ।

যদ্দর্শনাৎ কিমপ্যেবং দ্রবীভবতি মে মনঃ।
রাকাসুধাকারলোকাদিন্দুকান্তোপলে যথা ॥ ৩৪ ॥

(লক্ষ্মণং প্রতি) বৎস ! ইত ইতঃ।

উভৌ—(উপসৃত্য) ভগবন্ কুলগুরো ! রামলক্ষ্মণাবভিবাদয়েতে।

বসিষ্ঠঃ— চক্ষুষাং স্বস্বসময়ে সংস্কারিত্বং সমাপ্নুতাম্।
বৎসৌ নয়েন ধর্মেণ জ্ঞানেন চ পুরস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥

(উভাবরুন্ধতীমভিবন্দেতে)

অরুন্ধতী—ইষ্টৈর্যুজ্যেথাম্ ।

(উভৌ ক্রমেণ সর্বা মাতৄরভিবন্দেতে)

সর্বাঃ—(তৌ নির্ভরং পরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায়) যদ্বয়ং চিন্তয়ামস্তদ্যুষ্মাকং ভবতু। (জং অম্হে চিন্তেমো তং তুহ্মাণং হোদু) ।

(সীতোপসৃত্য বসিষ্ঠং প্রণমতি)

বসিষ্ঠঃ—বৎসে ! বীরপ্রসবিণী ভব।

(সীতারুন্ধতীং প্রণমতি)

অরুন্ধতী—(সীতাং নির্ভরমালিঙ্গ্য) ।

লোপামুদ্রানসূয়াহমিতি তিস্রস্ত্বয়া সহ ।
পতিব্রতাস্ততস্রোঽত্র সন্তু জানকি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৬ ॥

(সীতা শ্বশ্রূরভিবন্দতে)

সর্বাঃ—জাতে ! কুলপ্রতিষ্ঠাপকদারকপ্রসবিনী ভব। (জাদে ! কুলপডিট্ঠাবঅদারঅপ্পসবিণী হোহি ।

(নেপথ্যে)

প্রবর্তন্তাং পৌরাঃ প্রতিসদনমদ্যোৎসববিধৌ
চিরং স্বে স্বে কর্মণ্যথ সমবধত্তাপ্যধিকৃতাঃ ।
যথোক্তং সম্ভারং পুনরিহ বিধত্ত দ্বিজবরাঃ
কৃশাশ্বান্তেবাসী কুশিকপতিরাজ্ঞাপয়তি বঃ ॥ ৩৭ ॥

বসিষ্ঠঃ—(আকর্ণ্য) অহো ! অয়ং ভাগ্যমহিমা বৎসস্য। যদ্ভগবান্ কৌশিকঃ স্বয়ং সিংহাসনে সমভিষেক্তুং সম্প্রাপ্তঃ ।

ইতরে—প্রিয়ং নঃ প্রিয়ম্ ।

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যো বিশ্বামিত্রঃ)

বিশ্বামিত্রঃ—

সত্রপ্রত্যূহশান্ত্যৈ দশরথকরতঃ কর্ষতৈনং ময়া যদ্-
যৎস্বান্তে সম্বিমৃষ্টং তদনুগুণবিধৌ যচ্চ বৈয়গ্র্যমাসীৎ ।
তদ্দৈবস্যানুগুণ্যাৎ প্রযতনবিভবৈশ্চাদ্য রাজ্যেঽভিষিচ্য
শ্রীরামং নির্বৃতানাং ফলিতমিতি মুহুঃ সংপ্রমোদামহে নঃ ॥ ৩৮ ॥

(ইতি পরিক্রমতি)

বসিষ্ঠঃ—স এষ কৌশিকঃ

ক্ষাত্রং প্রাকৃতিকং তেজো ব্রাহ্মং যস্য বিশিষ্যতে ।
লোকোত্তরচমৎকারনিধেস্তস্যাদ্ভুতং ন কিম্ ॥ ৩৯ ॥

(বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাবুপসৃত্যান্যোন্যমুপচরতঃ)

বিশ্বামিত্রঃ—ভগবন্ মৈত্রাবরুণে ! কিমদ্যাপি প্রতীক্ষ্যতে।

বসিষ্ঠঃ—যথোচিতমাহূয়তাম্ ।

বিশ্বামিত্রঃ—(দিব্যর্ষিগণমুদ্দিশ্য) নির্বর্ত্যতাং রামভদ্রস্যাভিষেকঃ ॥

(মুনয়ো যথোচিতমাচরন্তি)

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনিঃ)

(সর্বে সবিস্ময়ং পুষ্পবৃষ্টিং রূপয়ন্তি)

বসিষ্ঠঃ—কথং সলোকপালো ভগবান্ পাকশাসনো রামভদ্রস্যাভিষেকমনুমোদতে।

(কৃতাভিষেকমঙ্গল)

রামঃ—(বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাবুপসৃত্য) গুরূ! অভিবাদয়ে।

উভৌ— রামভদ্র গুণারাম ভ্রাতৃভিস্ত্বং পুরস্কৃতঃ।
ইক্ষ্বাকুমুখ্যৈর্ভূপালৈশ্চরমূঢ়াং ধুরং বহ ॥ ৪০ ॥

ইতরে—তথাস্তু। (ইত্যনুমোদন্তে)।

বিশ্বামিত্রঃ—বৎস রামভদ্র!

রামঃ—আজ্ঞাপয়ন্তু গুরবঃ।

বিশ্বামিত্রঃ—বিসৃজ্যেতামেতাবনুভূতোৎসবপ্রমোদৌ সুগ্রীববিভীষণৌ। পুষ্পকং চ সঙ্কল্পসময়সুলভং রাজরাজমেবাশ্রয়তাম্।

(রামস্তথা করোতি)

বিশ্বামিত্রঃ—বৎস রামভদ্র।

নির্ব্যূঢ়ং গুরুশাসনং গুরুতরং ধর্মোঽপি সংরক্ষিতো
রক্ষঃসংহরণাচ্চিকিৎসিতমনোরোগা ত্রিলোকী কৃতা।
সিদ্ধার্থাশ্চ সুরাঃ সহানুজসুহৃদ্দারেণ রাজ্যং পুন-
র্লব্ধং কিং করণীয়মেতদধিকং শ্রেয়স্তদপ্যুচ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥

রামঃ—ইতোঽধিকমপি শ্রেয়োঽস্তি ? তথাপীদমস্তু ভগবৎপাদপ্রসাদাৎ।

ক্ষ্মাপালাঃ ক্ষীণতন্দ্রাঃ ক্ষিতিবলয়মিদং পান্তু তে কালবর্ষা
বার্বাহাঃ সন্তু রাষ্ট্রং পুনরখিলমপাস্তেতি সম্পন্নসস্যম্।
লোকে নিত্যপ্রমোদং বিদধতু কবয়ঃ শ্লোকমাপ্তপ্রসাদং
সংখ্যাবন্তোঽপি ভূম্না পরকৃতিষু মুদং সম্প্রধার্য প্রয়ান্তু ॥ ৪২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ—এবমস্তু।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

—ইতি সপ্তমোঽঙ্কঃ—

॥ সমাপ্তমিদং মহাবীরচরিতং নাম নাটকম্ ॥

হিতোপদেশ

ভূমিকা

॥ এক ॥

কথা ও আখ্যায়িকা

কথা, আখ্যান ও কাহিনী ভারতীয় মনীষার এক বিচিত্র ফসল; অন্যান্য সভ্যদেশের বহু আগেই ভারত এইসব আখ্যানকে সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের কথা মনে পড়বে—কথাসাহিত্য সেখানে শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই স্থান পায় নি, সাহিত্য গৌরবেই ভূষিত হয়েছে।

এই কথা সাহিত্যের বিকাশে কারা অধিক অগ্রবর্তী—বৌদ্ধ না জৈন? সংস্কৃত আখ্যানমূলক সাহিত্যে কাদের দান অধিক—সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। হার্টেল বলেছেন, 'We ought to be grateful to the Jainas due to whom we possess simple excellent prose of the type of narrative literature.' এই উক্তি অবশ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কেননা খৃষ্টীয় নবম শতকের আগে আমরা জৈন সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রয়োগ দেখতে পাই না, অথচ তার বহু পূর্বে সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছিল।

মহাকাব্যদুটির পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, পুরনো আখ্যানমূলক কাহিনীগুলো বার বার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এবং দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সমগ্র লৌকিক সংস্কৃতে নাট্যসাহিত্যের উপকরণই ঐসব আখ্যান থেকে গৃহীত। নাটক পড়তে গিয়ে তাঁরা দেখবেন, আখ্যানগুলোর সঙ্গে তাঁরা পূর্বেই পরিচিত! সেই একই ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রেরও একই গঠন—পড়তে পড়তে হয়তো এমন সংশয়ও দেখা দিতে পারে—ভারতীয় প্রতিভা হয়তো বা সৃষ্টিধর্মী ছিল না। কিন্তু বিশাল কথা-সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন—এ সংশয় সম্পূর্ণ অমূলক! এখানে কত ষড়যন্ত্র, কত বৈচিত্র্য কাহিনীগঠনের জটিলতা কত চিত্তাকর্ষী, কল্পনায় কত অভিনবত্ব! অসংখ্য প্রকৃতির চরিত্র-নির্মাণেও সেই একই নূতনত্ব! শুধু কি মানুষকে মানুষের রূপেই দেখেছি, কথা-সাহিত্যের জগতে বিভিন্ন পশুর ছদ্মবেশেও চলাফেরা করছে মানুষ; এখানে কেবল ধার্মিক রাজা, সাহসী বীর বা সুন্দরী রাজপুত্রীদের কথাই আছে তা নয়, এখানে আছে—জীবনের অন্য স্তরের অধিবাসীরা—চাষী, শ্রমিক, শিল্পী—শুধু তাই নয়, একই স্তরের বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা, কেউ স্বার্থপর, কুটিল, কেউ চোর বা জুয়াচোর আবার কেউ বা ধর্মধ্বজী ভণ্ড। ভারতীয় সাহিত্যের কথা-সাহিত্য বিভাগ ছাড়া অন্য কোনো বিভাগই অন্যান্য দেশে এতো অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ইউরোপ, এশিয়া এমন-কি আফ্রিকারও দেশগুলিতে যেসব আখ্যান প্রচলিত, ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে তাদের অধিকাংশেরই উৎস ভারত। একথা অবশ্য অস্বীকার করা কঠিন যে কিছু কিছু কাহিনী বণিক বা ভ্রমণ-কারীদের মুখে মুখে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—কিন্তু এই প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ অনুবাদের মাধ্যমে।

আলঙ্কারিকগণ এই কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাহিনীগুলোকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—আখ্যায়িকা ও কথা; কিন্তু আলঙ্কারিকের এই বিভাগ স্পষ্ট

নয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে এই দুইটি শ্রেণীর যে লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে, লেখকগণ তা নিয়েও খুব একটা উদ্বেগ বোধ করেন নি বলেই মনে হয়। পতঞ্জলির মতে, আখ্যায়িকা সম্ভবতঃ কল্পনাভিত্তিক কাহিনী। তাঁর উল্লিখিত আখ্যায়িকার উদাহরণ—বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা, ভৈমরথী ; বাণভট্ট তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনী হর্ষচরিতকে বলেছেন 'আখ্যায়িকা', কল্পনাভিত্তিক কাদম্বরীকে বলেছেন 'কথা'। পঞ্চতন্ত্রে একক কাহিনী-গুলোকে সাধারণভাবে 'কথা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, কখনও বা 'আখ্যায়িকা' নামে নির্দিষ্ট হয়েছে।

কথাসরিৎসাগরে ক্ষেমেন্দ্র অবশ্য একটু স্পষ্ট কথা বলতে চেয়েছেন ; তিনি বলেছেন—প্রধান কাহিনী হল কথা, প্রসঙ্গক্রমে যে উপকাহিনীগুলো এসেছে তারা আখ্যায়িকা। বেশ বোঝা যাচ্ছে দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে কথা ও আখ্যায়িকার যে শ্রেণীভেদ করেছেন তা বাস্তবক্ষেত্রে লেখক সম্প্রদায় উপেক্ষা করেছেন।

॥ দুই ॥
উৎস

সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম কাহিনীসঙ্কলন—পঞ্চতন্ত্র। যুগে যুগে মূল পঞ্চ-তন্ত্রের পরিবর্তন ঘটেছে—নূতন কাহিনী এসেছে, কিছু কিছু পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল রচনার সংস্করণও হয়েছে অনেক—তবে মূল চরিত্রটি অক্ষুণ্ণই আছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরস পদ্ধতিতে নীতিশিক্ষা প্রচার—কাহিনীগুলোর মধ্য দিয়েই সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু মূল পঞ্চতন্ত্র এখন দুর্লভ। গ্রন্থের পাঁচটি অংশ—প্রত্যেকটি অংশেরই উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা, লক্ষ্য সাংসারিক বা জাগতিক জ্ঞানে দীক্ষা। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র আজ আমাদের আলোচ্য নয় ; এইটুকু আপাতত বলা যেতে পারে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলো রচিত হয়েছিল চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মধ্যেই, কেননা ষষ্ঠ শতকে পঞ্চতন্ত্র এক বিখ্যাত. সুপরিচিত গ্রন্থ।

হিতোপদেশের উৎস পঞ্চতন্ত্র—গ্রন্থকার হিসেবে নারায়ণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—পৃষ্ঠপোষকের নাম ধবলচন্দ্র। রচনাকাল হিসেবে এইটুকু বলা চলে খৃষ্টীয় নবম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—বঙ্গদেশ এর রচনা-স্থান।

গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে নারায়ণ স্বীকার করেছেন, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের উৎস। তিনি অবশ্য বলেছেন,—'পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে'। অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্র এবং অন্য একটি বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এই 'অন্য একটি বই' নিশ্চয়ই সেই যুগে বিখ্যাত কোনো গল্পগ্রন্থ। কেননা নারায়ণের সঙ্কলনে অনেক নতুন গল্পও স্থান পেয়েছে, আমরা সে বইয়ের নাম জানি না।

উৎস পঞ্চতন্ত্র হলেও কোনো কোনো ব্যাপারে অভিনবত্ব এনেছিলেন নারায়ণ। বিষয়গুলি সংক্ষেপে এইভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে :

১. পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি ভাগের মধ্যে নারায়ণ প্রথম দুটি অংশের বিন্যাসক্রম পরি-বর্তন করেছেন অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমে এবং প্রথমটি দ্বিতীয় স্থানে নিবেশিত করেছেন।

২. তৃতীয় অংশটিকে (পঞ্চতন্ত্রের বিগ্রহ ও সন্ধি) তিনি দুটি অংশে বিভক্ত করে পঞ্চম অংশের কাহিনীগুলো এই দুটি অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং নারায়ণকৃত হিতোপদেশের বিভাগ সর্বশুদ্ধ চারিটি—মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। এখানে বিগ্রহ পেচকের মধ্যে ঘটে নি—ঘটেছে একটি হংস এবং একটি ময়ূরের মধ্যে। কাহিনীর রূপও পরিবর্তিত ; এছাড়া চতুর্থ ভাগের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নতুন।

৩. প্রত্যেক অংশের প্রথমে এবং শেষে বিষ্ণুশর্মা ও রাজপুত্রদের মধ্যে কথোপকথন দেওয়া হয়েছে—পঞ্চতন্ত্রে এই কথোপকথন রয়েছে একেবারে গোড়ায় শুধু 'কথামুখ' অংশে।

৪. আর একটু পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি অংশের শেষে একটি মঙ্গল-শ্লোক এবং সেই শ্লোক শিববিষয়ক।

৫. চারটি অংশেই নতুন কাহিনী সংযোজিত হয়েছে।

॥ তিন ॥

গঠনরীতি

নারায়ণের রচনারীতি সহজ স্বচ্ছ ও সাবলীল ; যে-সব শ্লোক তিনি উৎস থেকে আহরণ করেছেন সেখানে কোথাও কোথাও অর্থবোধের সমস্যা দেখা দেয় বটে, কিন্তু বহু শ্লোক হয়তো তিনি নিজেই রচনা করেছেন, সেখানে তার শক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

কাহিনী বলতে গিয়ে কোনো একটি উপলক্ষ্য পেলেই একস্থানে অনেক শ্লোকের স্তূপ রচনা করা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য নয়—; সে ত্রুটি নারায়ণের রচনায় এসেছে উৎস থেকেই। প্রস্তাবিকা অংশে শুধু নিজের মূর্খ পুত্রদের শিক্ষিত করে তোলা উচিত এই সত্য উপলব্ধি করতে গিয়েই রাজা সুদর্শনকে ত্রিশটি শ্লোকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। ষষ্ঠকাহিনীতে দীর্ঘরাব নামক শৃগালের কাহিনীর পরে শুধু 'অপিচ অন্যচ্চ, কিঞ্চ, অপরঞ্চ, তথাহি'র সূত্র ধরে বহু শ্লোকের ক্লান্তিকর সমাবেশ ঘটেছে।

সুহৃদ্‌ভেদ অংশে পিঙ্গলক-নামে সিংহের কাছে এসেছে দমনক ; শুধু সৌজন্য-প্রকাশের জন্যেই তাকে চোদ্দটি শ্লোক অপব্যয় করতে হয়েছে—বোধ হয় তিন-চারটিতেই কাজ চালানো যেতে পারত। নারায়ণের রচনায় স্থানে অস্থানে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এ জাতীয় শ্লোকের মিছিল ; তাতে কবিত্ব যতই প্রকাশিত হোক, খানিকটা একঘেয়েমির যে সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা কঠিন। তবে সে যুগে শ্লোকের বাহুল্য কোনো বাধা সৃষ্টি করত না। এ যুগে শ্লোক শোনবার বা শোনাবার সময় নেই। তবে শুধু একঘেয়েমি নয়, এই জাতীয় শ্লোকসজ্জা স্থানে স্থানে কৃত্রিমও হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

সরোবরের তীরে বাঘ দাঁড়িয়ে আছে হাতে সুবর্ণকঙ্কণ নিয়ে—দান করে সে পুণ্য অর্জন করবে। এক পথিক লুব্ধ হয়েছে—। বাঘ তাকে বলল, সরোবরে স্নান করে এসো—তারপর দান গ্রহণ করো। পথিক স্নান করতে গিয়ে পাঁকের স্তূপে আটকে গেল। অবস্থা দেখে বাঘ বলল—এ কী, পাঁকে পড়ে গেলে যে! দাঁড়াও। আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি! এই বলে পথিককে ধরল তারপর—না ধরবার পর তাকে একটু থেমে থাকতে হয়েছে ; কেননা, বাঘ এসে ধরেছে (ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ) এই অবস্থাতেই

পথিক পাঁচটি শ্লোক মনে মনে আবৃত্তি করেছে—তারপর বাঘ তাকে মেরে খেয়েছে।

পাঠকের কাছে একটু অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে বাঘ ছুটে এসে ঝাপটে ধরে, শাস্ত্রবাণী আবৃত্তির সময় দেয় না, তাছাড়া ঐ সঙ্কটে শাস্ত্রবাণী মনে পড়ে? কিন্তু ত্রুটি যাই থাক্ বলার ভঙ্গীটি উপভোগ্য। মূল সংস্কৃত অংশটি উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে, সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করে সরল ভাষাতেই কীভাবে রস-সৃষ্টি করা সম্ভব—

বাঘ বলছে—'তদত্র সরসি স্নাত্বা সুবর্ণকঙ্কণং গৃহাণ। ততো যাবদসৌ তদ্বচঃ-প্রতীতঃ লোভাৎ সরঃ স্নাতুং প্রবিশতি তাবৎ মহাপঙ্কে নিমগ্নঃ, পলায়িতুমক্ষমঃ। পঙ্কে পতিতং দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রোঽবদৎ—অহহ, মহাপঙ্কে পতিতোঽসি! অতস্ত্বামহমুত্থাপয়ামি। ইত্যুক্ত্বা শনৈঃ শনৈরুপগম্য তেন ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ স পান্থোঽচিন্তয়ৎ।'

বিষ্ণুশর্মার নীতিজ্ঞান তো ছিলই, রসজ্ঞানও ছিল। শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করতে বলি—'ইত্যুক্ত্বা শনৈঃ শনৈঃ উপগম্য'—বাঘ 'ধীরে ধীরে' এগিয়ে এল; কারণ ওর শিকার মহাপঙ্কে নিমগ্ন, ওর তো ছোটবার দরকার নেই! চিত্রটি উপভোগ্য! বাঘ ধীরে ধীরে শিকারের দিকে এগিয়ে আসছে! এ বাঘ শাস্ত্র-পড়া, রীতিমত পণ্ডিত—যে-সব শ্লোক উচ্চারণ করে সে নিরীহ পথিকের মনে আস্থা সৃষ্টি করেছে—তা-ও খুবই কৌতুকজনক।

পঞ্চতন্ত্রের লেখক সম্পর্কে Keith মন্তব্য করেছিলেন—'There can be no doubt that the work was the production of an Artist. The complex emboxment of the stories, is a very different thing from the Epic simplicity and not less characteristic is the intermingling of prose with gnomic stanzas. (A history of Sanskrit literature page 255.)

হিতোপদেশ-এর নির্মাণকর্তা নারায়ণ এই গঠনপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন বলে এই প্রশংসা তাঁরও প্রাপ্য। একথা সত্য যে কাহিনীর বিন্যাসকৌশলে, একটি মূল কাহিনীর মধ্যে অন্য উপকাহিনীর উপস্থাপনায় যে এক শিল্পীর হাত কাজ করে চলেছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই কাহিনীর গ্রন্থনকৌশলটিকে একটু বুঝে দেখা যেতে পারে।

মূষিকরাজ হিরণ্যকের কাছে এসেছে একটি কাক, নাম লঘুপতনক। হিরণ্যক বলল, তুমি কে? সে বলল—আমি এক সামান্য কাক, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। হিরণ্যক হেসে বলল—তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কী করে সম্ভব? শাস্ত্রে বলেছে ভক্ষ্য এবং ভক্ষকের মধ্যে বন্ধুত্ব বিপদই ডেকে আনে। জান তো! শৃগালের ষড়যন্ত্রে জালে আটকা পড়েছিল। সেই হরিণ—কাক বলল সে আবার কী? হিরণ্যক বলল—'মৃগ-কাকশৃগালকথা'। সেই যে চম্পকবতী অরণ্যে এক মৃগ আর কাক বন্ধুভাবে বাস করত। এক শৃগাল একদিন মৃগটিকে দেখে ভাবল—এর সুললিত মাংস ভক্ষণ করলে মন্দ হয় না। কাছে এগিয়ে এসে সে বলল—ভালো আছো তো বন্ধু! মৃগ অবাক হয়ে বলল—তুমি কে? শৃগাল বলল—আমার নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বন্ধুহীন অবস্থায় একা এই অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে তোমার বন্ধু করে নাও! সরল মৃগ বলল—এবমস্তু, তাই হোক।

দিনের শেষে মৃগ তার নতুন বন্ধুকে নিয়ে এল তার বাড়ীতে। সেখানে ছিল

সুবুদ্ধি নামে এক কাক, মৃগের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সঙ্গে শৃগালকে দেখে সে বলল—সখে, এ কে? মৃগ অকপটে বলল—এই শৃগাল আমাদের বন্ধু হতে চায়। সুবুদ্ধি গম্ভীর হয়ে বলল—না, তা হয় না—হঠাৎ কোনো আগন্তুকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়। জান তো? বিড়ালের দোষে এক গৃধ্রকে প্রাণ হারাতে হল। মৃগ বলল—সে আবার কী? সুবুদ্ধি বলল—শোনো তাহলে—

শুরু হল জরদ্গব নামক গৃধ্রের কাহিনী। এটা অবশ্য কাহিনীর মধ্যেই আর-এক উপকাহিনী। কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ হাল ধরে আছেন—মূল সূত্র ছিন্ন হয় নি।

এই ভাবেই গল্পের পর গল্প গাঁথা হয়ে চলেছে, কাহিনীর মধ্য থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে নীতিময় শ্লোকের মণিমালা।

এই প্রসঙ্গেই কথাটা বলে রাখা ভালো, নারায়ণের ভাষা সর্বত্র সহজ এবং রসপুষ্ট। সংস্কৃত নাটকে উচ্চ-পাত্রপাত্রীগণ সংস্কৃতে কথাবার্তা বলেছেন—অন্ততঃ অভিজাতমহলে সংস্কৃত কথ্য ভাষা রূপে চলত তার পরিচয় নাটকগুলোতে মেলে। সংস্কৃত বলতেই যে ব্যাকরণকণ্টকিত, সমাসের বেড়াজালে বন্ধ এক দুর্বোধ্য ভাষার বিভীষিকা দেখতে হবে তার কোনো যুক্তি নেই। হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলোতে আমরা এক সহজ, বাস্তবজীবনে ব্যবহার্য স্থললিত গদ্যের নিদর্শন পাই—তা অস্বীকার করা চলে না। দু-একটি উদ্ধৃতি দেওয়া চলতে পারে—

দীর্ঘমুখো নাম বকঃ প্রণম্যোপবিষ্টঃ। রাজোবাচ—দীর্ঘমুখ, দেশান্তরাদাগতোঽসি, বার্তাং কথয়। স ব্রূতে—দেব, অস্তি মহতী বার্তা; তামাখ্যাতুকাম এব সত্বরমাগতোঽহম্। শ্রূয়তাম্।

[দীর্ঘমুখ নামে সেই বক প্রণাম করে বসল। রাজা বললেন—দীর্ঘমুখ, অন্যদেশ থেকে এসেছ—সংবাদ বলো। সে বলল—একটা বিরাট খবর আছে, বলব বলেই দ্রুত চলে এসেছি। শুনুন—]

এখানে শুধু ভাষা নয়, বলার ভঙ্গীটিও কথ্য-ভাষার। আর-একটি নিদর্শন—

রাজপুত্রঃ ব্রূতে—দেব, যদি ময়া সেবকেন প্রয়োজনমস্তি তদাস্মদ্বর্তনং ক্রিয়তাম্। শূদ্রকঃ উবাচ—কিং তে বর্তনম? বীরবরো ব্রূতে—প্রত্যহং সুবর্ণশতচতুষ্টয়ম্। রাজাহ

কা তে সামগ্রী। বীরবরো ব্রূতে—দ্বৌ বাহূ, তৃতীয়শ্চ খড়্গঃ। রাজাহ নৈতচ্ছক্যম্। তচ্ছ্রুত্বা বীরবরঃ প্রণম্য চলিতঃ।

রাজপুত্র বললেন—যদি আমার মতো সেবকের আপনার প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে আমার বেতন ঠিক করে দিন। শূদ্রক বললেন—কতো বেতন দিতে হবে? বীরবর বললেন—প্রত্যহ চারিশত স্বর্ণমুদ্রা। রাজা বললেন—কী তোমার সেবার উপকরণ? বীরবর বললেন—আমার দুই বাহু এবং তৃতীয় একটি খড়্গ। রাজা বললেন—আমি পারব না। তা শুনে বীরবর রাজাকে প্রণাম করে রওনা হল।

ভাষার প্রশ্নে আর একটি শ্লোক মনে পড়ে গেল। 'সুহৃদ্ভেদ' নামক অংশে সিংহ পিঙ্গলক একটা অজ্ঞাতনামা জন্তুর গর্জন শুনে ভয় পেয়েছে। সিংহের মন্ত্রিপুত্র করটক আর দমনক ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছে। দমনকের প্রশ্ন—প্রভু যে জল খেতে এসে জল না খেয়েই পালিয়ে গেলেন, ব্যাপারটা কী? করটক জবাব দিচ্ছে—

আমাদের অত খোঁজে দরকার কী ? প্রভু কি আমাদের খোঁজ করেন ? ধনীদের তো এই রীতি ! তারা চিরকাল আশালুব্ধ প্রার্থীদের সঙ্গে এইভাবে খেলা করেন—বলেন—এসো, চলে যাও, নত হও, ওঠ, কথা বলো, চুপ করে থাকো !

এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর ;
এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোঽর্থিভিঃ।

প্রথম চরণে ছয়টি ক্রিয়াপদের লোট মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াবিভক্তির রূপ দেখানো হয়েছে। অবশ্য ব্যাকরণ শেখানো নারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কত সহজভাবে করটক তার বক্তব্য বুঝিয়ে বলেছে !

অনেক শ্লোক নারায়ণ নিজেই রচনা করেছেন তার জন্যে তাঁর প্রশংসা প্রাপ্য। কিছু কিছু শ্লোক পঞ্চতন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে—অর্থবোধের দিক থেকে তাদের সহজে গ্রহণ করা কঠিন। উদাহরণ দেওয়া যাক—

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা।

শ্লোকে একটি বিশেষণপদ আছে—'কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ' ; অর্থবোধের জন্যে অভিধান খুলতে হবে।

'সুহৃদ্ভেদ' অংশে একটি শ্লোক গর্দভের কণ্ঠে উচ্চারিত ; সেখানেও একটি শব্দার্থের জন্যে বিচলিত হতে হবে—শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে আছে 'পুত্রস্যোৎপাদনে নৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ'। দুরূহ বা দুর্লভ শব্দের আরও প্রয়োগ নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে—যেমন তনূনপাতঃ—অগ্নির—(শ্লোক ৬৮, সুহৃদ্ভেদ), বরাটকঃ-কপর্দকঃ (শ্লোক ৯০ সুহৃদ্ভেদ), ব্যলীকানি—অপরাধ (শ্লোক ১৫০ সুহৃদ্ভেদ), বৃক্ষাঙ্ঘ্রিং—বৃক্ষমূলে শ্লোক ৬১, সন্ধি, স্কন্ধাবার—শিবির (·········——···), আত্যয়িকম্—বিনাশকারী অনিষ্ট (সুহৃদ্ভেদ, অষ্টম কথা), মৌহূর্তিক—জ্যোতিষী বিগ্রহ, সপ্তম কথা)।

উদাহরণ হয়তো আরও মিলতে পারে ; কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। একথা স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া যেতে পারে, অল্পবয়স্ক কুমারদের জন্যে রচিত বলেই এখানে দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ অল্প। নারায়ণ সর্বত্র গল্পের ভাষাতেই গল্প বলেছেন, যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমনভাবেই বাক্যগঠন করেছেন—কোথাও কর্তৃবাচ্যে, কোথাও ভাববাচ্যে। কিন্তু এতেও নারায়ণের মুক্তি হয়নি। Keith বলেছেন—'His language is distinctly rendered more monotonous by the devotion to passive construction and avoidance of any rare or difficult verbal forms or of unusual syntactical constructions.' (A history of sanskrit literature Ps 264). কীথের এই অভিমত অশ্রদ্ধেয়। এখানে দুটি অভিযোগ আছে, কোনোটিই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। একটিমাত্র অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাবে—

সিংহেনোক্তম্—আহারার্থং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তম্ ? তৈরুক্তম্—যত্নাদপি প্রাপ্তং কিঞ্চিৎ। সিংহেনোক্তম্—কোঽধুনা জীবনোপায়ঃ ? কাকো বদতি—দেব, স্বাধীনাহারপরিত্যাগাৎ সর্বনাশোঽয়ম্ উপস্থিতঃ। সিংহেনোক্তম্—অত্রাহারঃ কঃ স্বাধীনঃ ? কাকঃ কর্ণে কথয়তি—চিত্রকর্ম ইতি। সিংহো ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কর্ণৌ স্পৃশতি। অভয়বাচং দত্বা ধৃতোঽয়মস্মাভিঃ। তৎ কথমেবং সম্ভবতি ?

উদ্ধৃত অংশে 'সিংহেনোক্তম্' আছে তিনবার ; কিন্তু তার সঙ্গেই আছে—কাকো বদতি, কাকঃ কর্ণে কথয়তি, সিংহঃ কর্ণৌ স্পৃশতি। কয়েকটি কর্তৃবাচ্যে গঠিত বাক্যের পরই আছে—ধূতোঽহমস্মাভিঃ।

সর্বত্র নারায়ণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আর একটি প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে—

'কূর্মো বদতি—কিমহমজ্ঞঃ, ন কিমপি ময়া বক্তব্যম্ তত্তথানুষ্ঠিতে তথাবিধং কূর্মমালোক্য সর্বে গোরক্ষকা পশ্চাদ্ ধাবন্তি বদন্তি চ—যদ্যয়ং কূর্মঃ পততি তদাত্রৈব পক্ত্বা খাদিতব্যঃ। কশ্চিদ্ বদতি—অত্রৈব দগ্ধ্বা খাদিতব্যোঽয়ম্। কশ্চিদ্ ব্রূতে—গৃহং নীত্বা ভক্ষণীয়ঃ ইতি। তৎ পরুষবচনং শ্রুত্বা স কূর্মঃ কোপাবিষ্টো বিস্মৃতপূর্বসংস্কারঃ প্রাহ যুষ্মাভি ভস্ম ভক্ষিতব্যম্। ইতি বদন্নেব পতিতো গোরক্ষকৈ র্ব্যাপাদিতশ্চ।

[কচ্ছপ বলল—আমি কি বোকা নাকি ? কোনো কথাই আমি বলব না। তারপর সেই রকমই করা হল। কূর্মকে সেই অবস্থায় দেখে রাখালেরা পেছনে পেছনে ছুটল। তারা বলতে লাগল—যদি কচ্ছপ খসে পড়ে তাহলে রান্না করে খাব ; কেউ বলল—এখানেই এটাকে পুড়িয়ে খেয়ে নেব। কেউ বলল—বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাব। ওদের ঐ নিষ্ঠুর বচন শুনে কচ্ছপ ক্রুদ্ধ হল—আগেকার সঙ্কল্প সব ভুলে গেল। সে বলে উঠল—তোমরা ছাই খাবে ! বলা মাত্র সে পড়ে গেল—রাখালেরা তাকে মেরে ফেলল]।

এই অনুচ্ছেদটি বেশ ভালো করে পড়লে নিশ্চয়ই মনে হবে—কীথের অভিযোগের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

এখানে কর্মবাচ্যের বাক্য চারটি, কর্তৃবাচ্যের আটটি—এতে একথা প্রমাণিত হয় না কর্মবাচ্যের দিকে নারায়ণের কোনো বিশেষ ঝোঁক ছিল—একথাও প্রমাণিত হবে না—সুলভ ও সহজ ক্রিয়াপদের প্রয়োগে বক্তব্য একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে।

মনে হয়, রচনায় কিছু দুরূহ ক্রিয়াপদ বা বাক্যবিন্যাসে কিছু কৃত্রিমতা আনতে পারলেই নারায়ণ একঘেঁয়েমির হাত থেকে মুক্তি পেতেন—একথা বলাই যেন কীথের অভিপ্রায় ; নইলে নারায়ণরচিত নিম্নোক্ত শ্লোকটিকে নিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করতেন না—

সংলাপিতানাং মধুরৈ র্বচোভি-
মির্থ্যোপচারৈশ্চ বশীকৃতানাম্—
আশাবতাং শ্রদ্দধতাং চ লোকে
কিমর্থিনাং বঞ্চয়িতব্যমস্তি ?

কীথের মতে এই শ্লোকটি unusual syntactical construction (কৃত্রিম শব্দবিন্যাসের) এক নিদর্শন ! আমাদের মনে হয় এখানে শব্দবিন্যাসঘটিত এমন কৃত্রিমতা কিছু নেই যাতে অর্থবোধের বিঘ্ন ঘটতে পারে।

॥ চার ॥

বিষয়-সূচী

হিতোপদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না—নামেই প্রকাশ—এই গ্রন্থ কিছু

'হিতকর' উপদেশের সঙ্কলন। নারায়ণ নিজেও বলেছেন—'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।' অর্থাৎ গল্পচ্ছলে কিছু নীতিকথা অল্পবয়স্কদের শেখানো হয়েছে। সংসারজীবনে সার্থকভাবে দীক্ষিত হতে হলে, সমাজে চলতে হলে কোন্ পরিবেশে কী নিয়ম মানতে হবে—এ গ্রন্থে আছে তারই নির্দেশ। কথাচ্ছলে অবশ্য রাজনীতি সমাজনীতির প্রসঙ্গও এসেছে—সেটা ব্যাপক অর্থে নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এমন 'নীতি'ও শেখানো হয়েছে যা 'বাল্যে' না শিখলেও চলে।

হিতোপদেশ নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যেই এসেছে—কিন্তু এসেছে সাহিত্যের আসরে; তাই নীরস নীতিকেও এখানে সাহিত্যরসান্বিত করে উপস্থিত করা হয়েছে!

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, পঞ্চতন্ত্রে বংশধরদের মধ্যে হিতোপদেশই বাঙলায় রাজত্ব করেছে। তা সম্ভব হয়েছে এর সাহিত্যগুণের জন্যেই।

হিতোপদেশ : সাহিত্যকর্ম

গল্পগুলিতে তুচ্ছ নামকরণের পেছনেও যে একটি শিল্পী মন কাজ করছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই গল্পের রাজ্যে সিংহের নাম কোথাও 'দুর্দান্ত' কোথাও 'মহাবিক্রম' কোথাও বা মদোৎকট; মুনির নাম মহাতপা; ব্যাধের নাম 'ভৈরব'; রাজার নাম 'বীরবিক্রম'; কিংবা সুদর্শন! সরোবরের নাম কোথাও 'ফুল্লোৎপল', কোথাও 'পদ্মকেলি' আবার কোথাও 'পদ্মগর্ভ'; বকের নাম দীর্ঘমুখ, কাকের নাম লঘুপতনক, মেঘবর্ণ; সাপের নাম 'মন্দবিষ'! বেশ বোঝা যায়, নারায়ণ নামকে নামমাত্র মনে করতেন না। ওঁর দেওয়া নামও যেন কথা বলে! অবশ্য বলা যেতে পারে, নামগুলো নারায়ণ পঞ্চতন্ত্র থেকে পেয়েছেন, কিন্তু নারায়ণ যে শিল্পীমনের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর গল্প বলার মধ্যেই, কোথাও শব্দ-নির্বাচনে কোথাও বা বর্ণনার ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে। গল্প বলার সময় কবিত্ব করার অবকাশ কম, বরং করলেই তা কৃত্রিম হয়ে ওঠবার আশঙ্কা—তবু নীতিকথার মধ্যেই কিছু কিছু কাব্যকথা আছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এজাতীয় কাব্যগন্ধি উক্তির কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—

১. ততস্তাবদস্তং গতে সবিতরি ভগবতি মারীচমালিনি তৌ মৃগস্য বাসভূমিং গতৌ—ভগবান মরীচিমালী (কিরণ মালা যার) সূর্য অস্তামত হবার পর তারা দুজন মৃগের বাসস্থানে গেল। আসল কথা 'সূর্যে অস্তং গতে'—কিন্তু এই অভিজাত কথায় কোনো দোলা জাগে না, ছন্দও থাকে না। ঠিক এই রকমই আর একটি বাক্য—

২. অথ কদাচিদবসন্নায়াং রাত্রৌ অস্তাচল-
চূড়াবলম্বিনি ভগবতি কুমুদিনীনায়কে চন্দ্রমসি—

তারপর যখন একদিন রাত্রির অবসানে ভগবান চন্দ্র 'কুমুদিনীনায়ক' অস্তাচলের চূড়ায় আশ্রয় নিলেন—এখানেও 'চন্দ্র অস্তমিত হতে চলেছেন'—এই কথাটি একটু সুন্দর করে বলার চেষ্টা।

৩. শৃণু। যদেতে চন্দ্রসরোরক্ষকাঃ শশকাস্ত্বয়া নিঃসারিতা তন্ন যুক্তং কৃতম্। যদেতে শশকা শ্চিরমস্মাকং রক্ষিতাঃ অতএব মে শশাঙ্ক ঃ ইতি প্রসিদ্ধিঃ। এবমুক্তবতি দূতে যূথপতি র্ভয়াদিদমাহ ইদমজ্ঞানতঃ কৃতম্, পুনর্ন গমিষ্যামি। দূত উবাচ

—যদ্যেবম্, তদত্র সরসি কোপাৎ কম্পমানং ভগবন্তং প্রণম্য, প্রসাদ্য গচ্ছ। ততো রাত্রৌ যূথপতিঃ প্রণামং কারিতঃ। উক্তং চ তেন—দেব, অজ্ঞানাদনেন অপরাধঃ কৃতঃ। ততঃ ক্ষম্যতাম্।

[শুনুন। চন্দ্রসরোবরের রক্ষক এই শশকদের যে আপনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা উচিত হচ্ছে না। চিরকাল ধরে এই শশকদের আমি পালন করে আসছি—তাই তো আমার নাম শশাঙ্ক। দূত এই কথা বলার পর যূথপতি হস্তী ভয়ে ভয়ে বলল—আমি না জেনে করে ফেলেছি, আর ঐ সরোবরে যাব না। দূত বলল—তাই যদি হয়। তাহলে ভগবান শশাঙ্ককে প্রণাম করে তাকে খুশি করে আসুন—তিনি তো সরোবরে ক্রোধে কাঁপছেন। তারপর রাত্রিতে শশক হস্তীকে নিয়ে গেল সরোবরে—জলে পড়েছে চন্দ্রের ছায়া, তরঙ্গে সেই ছায়া কাঁপছে। হস্তীকে দিয়ে শশক সেই চন্দ্রবিম্বকে প্রণাম করালো—মুখে বলল—দেব, না জেনে এ অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।

এখানে সমস্ত ছবিটাই কবির আঁকা। সরোররের নাম 'পদ্মকেলি', সেই সরোবরের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে শশক আর হস্তী। জলের বুকে এসে পড়েছে চাঁদের ছায়া—সেই ছায়া ঢেউ-এর আঘাতে একটু একটু কাঁপছে! সৌন্দর্যের ঘোর কাটতে না কাটতেই শশকের উক্তি শোনা গেল—ভগবান চন্দ্র আপনার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন—কাঁপছেন, দেখতে পাচ্ছেন না?

৪ আর একটি সুন্দর শ্লোক এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য:

> সরসি বহুশস্তারাচ্ছায়ে ক্ষণাৎ পরিবঞ্চিতঃ
> কুমুদবিটপান্বেষী হংসো নিশাস্ববিচক্ষণঃ।
> ন দশতি পুনস্তারাশঙ্কী দিবাপি সিতোৎপলং
> কুহকচকিতো লোকঃ সত্যেপ্যপায়মপেক্ষতে।

সরোবরে রাত্রিতে হাঁস খুঁজে বেড়াচ্ছে শ্বেতপদ্মের বৃন্ত; সুতরাং সে খুঁজে পাচ্ছে না। তারার প্রতিবিম্ব পড়েছে—ভাবছে শ্বেতপদ্মের নাল; সুতরাং এই ভুলের জন্যে তাকে বার বার প্রতারিত হতে হচ্ছে। সুতরাং দিনের বেলাতেও সে তারার প্রতিবিম্ব ভেবে শ্বেতপদ্মে দংশন করছে না। মানুষ একবার মিথ্যায় প্রতারিত হলে, সত্যকেও সন্দেহ করে।

এখানে গভীর এক দার্শনিক চিন্তার কাব্যিক প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। অর্থাৎ নারায়ণ এখানে শুধু এক জীবনসত্যকে প্রকাশ করেন নি—সেই প্রকাশ যাতে সুন্দর হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন।

শুধু কি কতকগুলো উপদেশ দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল? যাদের জন্যে এই উপদেশ, তারা রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হোক, এই উদ্দেশ্য তার ছিল বলেই তিনি উদাহরণ-ছলে ঐ দুই মহাকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন—

১. অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।

এই ছত্রটির ব্যাখ্যা যিনি করবেন তাকে কি সংক্ষিপ্তভাবে হলেও গোটা রামায়ণটা একবার বলে নিতে হবে না?

২. জমদগ্নেঃ সুতস্যৈব সর্বঃ সর্বত্র সর্বদা
অনেকযুদ্ধজয়িনঃ প্রতাপাদেব ভুজ্যতে।

এই শ্লোকের ব্যাখাতেই পরশুরামের শৌর্যকাহিনীর বিবরণ চাই॥

৩ অশ্বমেধসহস্রাণি সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্

এখানেও দিলীপ, সগর, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি যারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাঁদের কথা একটু বলে নিতে হয়।

রসিক পাঠকের মনে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগতে পারে—গল্পগুলো রূপক কিনা। নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যেই এগুলো রচিত হয়েছিল, এসব গল্পের পাত্র-পাত্রী, সর্প. ভেক, হরিণ, কাক গর্দভ, মূষিক শৃগাল, সিংহ, বাঘ—এসবই সত্য, কিন্তু যে বৃদ্ধ বাঘ কুশহস্তে পথিককে প্রলুব্ধ করতে গিয়ে বলেছিল—স্বুবর্ণকঙ্কণ নিয়ে যাও, আমার আর এতে স্পৃহা নেই--তাই 'যস্মৈ কস্মৈচিৎ দাতুমিচ্ছামি'—সেই কি সত্যই বাঘ না ব্যাঘ্ররূপী মানুষ? যে নীলবর্ণ শৃগাল শুধু বর্ণমাহাত্ম্যেই পশুরাজ্যের আধিপত্য লাভ করল—সে কি মানুষের সমাজে খুবই দুর্লভ? সামান্য এক রাজহংসের বর্ণনায় নারায়ণ বলছেন—'একদাসৌ রাজহংসঃ স্ববিস্তীর্ণকমলপর্যঙ্কে সুখাসীনঃ পরিবারপরিবৃত স্তিষ্ঠতি।' —একদিন সেই রাজহংস স্ববিস্তীর্ণ কমল-শয্যায় পরিবারপরিবৃত হয়ে সুখে অবস্থান করছিলেন। রাজহংসের নাম হিরণ্যগর্ভ. পক্ষিরাজ্যে অভিষিক্ত রাজা—কিন্তু মহিমায় মনুষ্যতুল্য। এই গল্পের রাজ্যে 'দধিকর্ণ' নামক বিড়াল হোক, 'মন্দবিষ' নামক সর্প হোক, 'অনাগতবিধাতা' নামক সেই মৎস্যই হোক—তারা মানুষের ধর্মবিশিষ্ট এবং মানুষের মতোই ব্যবহার করেছে। সাধারণ মানুষের মতোই এরা সুখে হেসেছে। বিপদে হাহাকার করেছে। দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে এবং বিপদে বিজ্ঞের মতোই উপদেশ দিয়েছে।

হিতোপদেশনির্মাতা পশুরাজ্যেই যেন মানুষের সন্ধানে বেরিয়েছেন—এই ধারণার যদি সৃষ্টি হয় তবে এগুলোকে রূপক গল্প বলে মেনে নিতে দ্বিধা হবার কারণ নেই। একজন বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন—'The work belongs to that class of compositions which imparts instructions through tables inspired by the wisdom of its place and time. Yet every fable in this work and evry maxim drawn from it can still he applied to human characters irrespective of time and place.' এই উক্তির মর্মার্থ এই যে গল্পগুলোতে যে নীতি প্রচারিত হয়েছে তা দেশ ও কাল-নিরপেক্ষ—মানুষের জীবনেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

সমাজচিত্রের মূল্যায়ন

হিতোপদেশ যিনি পাঠ করবেন তার দৃষ্টি সর্বদা নিরপেক্ষ রাখতে হবে; এখানে মানুষ ও পশুপাখির মধ্যে ঘটনা ও ভাবলহরী আবর্তিত হচ্ছে মানুষ নিয়ে. গল্পের শুরু হলেই কিন্তু তা পশুরাজ্যে গিয়ে থেমেছে; শুধু তাই নয়—ক্ষুদ্র ইঁদুর পর্যন্ত আশ্চর্য জ্ঞানগর্ভ বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে মানুষ তার কথার জবাব দিচ্ছে; সিংহে ইঁদুরে, বাঘে মানুষে, কাকে সিংহে বিদগ্ধ বার্তালাপের মধ্যে চকিত হবার অবকাশ নেই। এখানে কাকও তত্ত্ব কথা শোনায়—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ'—তাতে বিস্মিত হলে চলবে না। এ রাজ্যে পশু ও মানুষ একাকার হয়ে গেছে।

গল্পের পাত্রপাত্রী প্রধানত পশু ও পাখি, কিন্তু তাহলে কী হবে? দধিকর্ম বিড়াল, বা মেঘবর্ণ কাক, বা চিত্রবর্ণ হরিণ যে সব কথা বলেছে তা শুনে কি আমরা বলতে পারি—এসব কথা শোনার অযোগ্য? এইজন্যেই বলছিলাম—নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে নারায়ণপণ্ডিতের গল্পের আসরে প্রবেশ করতে হবে। এ এক অভিনব গল্পের রাজ্য! এই রাজ্যে তুচ্ছ মূষিকও শক্তিমান মুনির অনুগ্রহে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করে। কার্য-সাধনের পথে ঐক্য চাই—সেই তত্ত্ব এই রাজ্যের তুচ্ছ কপোতের সভাতেও উচ্চারিত হতে শুনেছি—'অল্পনামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা'। এই রাজ্যের হিংস্র বাঘও ধর্মধ্বজী তপস্বী—মুখে বলে—'আমি এখন আর মাছ মাংস খাই না।' পাঠক কাহিনীসূত্র অনুসরণ করলে দেখবেন—মানুষের সমাজেই তাঁরা বিচরণ করছেন। নীতিবাক্যগুলিও তাই সর্বদা মানুষের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

তখনকার মনুষ্য সমাজেরও একটা পরিচ্ছন্ন ছবি কাহিনীর দর্পণে ফুটে উঠেছে। তখন বিদ্যার মর্যাদা ছিল—আতিথ্যধর্মেরও গৌরব ছিল। দানকর্মের মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। আর আছে সর্বকালের উপযোগী অসংখ্য চিরজীব উপদেশের তালিকা। কয়েকটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

১ স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।

শুধু ধর্মশাস্ত্র পড়লেই কিছু হয়না—স্বভাব কী রকম তা দেখা দরকার।

২. যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

সিদ্ধি হোক বা না হোক; যত্ন করতে দোষ নেই।

৩. তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।

সুতরাং মূর্খের পক্ষে 'মূকতৈব বরম্'।

৪ দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্!

দুর্জনের প্রিয় কথায় বিশ্বাস করে সে যুগের মানুষ কি প্রতারিত হ'ত?

৫ সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ।

সংসার বিষবৃক্ষের তুল্য—এ বৃক্ষের দুটি মধুর ফল—এক, কাব্যামৃতরসের আস্বাদন; দুই, সজ্জনের সঙ্গ!

৬. কিমস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরম্?
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরম্।

এটি তত্ত্ব কথা হলেও সরস। সুন্দর, অসুন্দর বলে কিছু নেই। যার যা ভালো লাগে তাই তার কাছে সুন্দর।

কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। হিতোপদেশ সাধারণ সত্যের সঙ্কলন—তাই সেগুলো এক বিশেষ সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করে প্রবাদ-বচনের মর্যাদা লাভ করেছে।

গল্পগুলি রচনা করতে গিয়ে নারায়ণ যে বনের পশু-পাখির সমাজেই বিচরণ করেছেন তা নয়—সাধারণ মানুষও তার গল্পের রাজ্যে স্থান পেয়েছে। রাজা শূদ্রকের বৃত্তিভোগী বীরবরের আত্মত্যাগের কাহিনী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমস্ত গল্পের মধ্যে এই একটিকেই বোধ হয় সর্বতোভাবে মানুষের কাহিনী বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মানুষ হলেও অসাধারণ মানুষ—সাধারণ সমাজে এ মানুষ

দুর্লভ। প্রভুর সেবায় আত্মত্যাগের এক দুর্লভ নিদর্শন রূপেই একে উপস্থিত করা হয়েছে ; অর্থাৎ এ কাহিনীতে তৎকালীন সমাজের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়নি।

আসল কথা, হিতোপদেশের গল্পগুলোতে আমরা কোনো এক বিশেষ যুগের সামাজিক প্রতিফলন দেখি না—আমরা পাই এক ভাবী আদর্শ সমাজের সার্থক চিত্র।

ব্যাকরণ ঘটিত

সুন্দর স্বচ্ছ ভাষা হিতোপদেশের কাহিনী বিবৃত। তবু দু একটি স্থানে ব্যাকরণ সম্পর্কিত স্খলন রয়েছে—যেমন 'পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কং জঠরেন হুতাশনম্'—পাণিনি হলে বলতেন—'সেবয়েৎ' অশুদ্ধ—সেবেত লেখা দরকার। নারায়ণ বলবেন—ব্যাকরণ মানতে গেলে ছন্দে 'বিপর্যয়' ঘটবে।

নারায়ণ নিশ্চয়ই পঞ্চতন্ত্রের একটি শ্লোক পড়ে থাকবেন। হিতোপদেশে সেই শ্লোকটি তিনি গ্রহণ করেননি। শ্লোকটি এই—

হিরণ্যক লঘুপতনকে বলছে—আমি জ্ঞানী গুণী বলেই যে তোমার হাত থেকে রক্ষা পাব তা-ও নয় ; কারণ, তির্যক প্রাণীরা কি গুণীর গুণাবলীর ধার ধারে ? দেখোই না—

সিংহো ব্যাকরণস্য কর্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনে-
র্মীমাংসাকৃতমুন্মমাথ সহসা হস্তী মুনিং জৈমিনীম্।
ছন্দোজ্ঞাননিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গলম্
অজ্ঞানাবৃতচেতনামতিরুষাং কোঽর্থস্তিরশ্চাং গুণৈঃ।

সিংহ ব্যাকরণকর্তা পাণিনিকে বধ করেছিল। হস্তী বধ করেছিল মীমাংসাশাস্ত্র প্রণেতা জৈমিনীকে। বেলাতটে মকরের মুখে প্রাণ দিয়েছিলেন ছন্দঃশাস্ত্রবিৎ পিঙ্গল! কোপনস্বভাব ইতর প্রাণীদের গুণের কথা বলে লাভ নেই।

সিংহের গ্রাসে পাণিনির অপমৃত্যুর সংবাদটি নারায়ণ রাখতেন বলেই হয়তো অপাণিনীয় প্রয়োগে তিনি বিচলিত হননি! পাণিনি নিজেও অপাণিনীয় প্রয়োগ করেছেন।

ব্যাকরণের সূত্রশৃঙ্খলে শিল্পীকে কে বাঁধতে পেরেছে—

—'বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?'

অনুবাদ কথা

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিশ্বের নানাদেশে হিতোপদেশের অনুবাদ হয়েছে বিচিত্র ভাষায় ; অনুবাদ করেছেন সাহিত্যরসজ্ঞ মনীষিগণ। পণ্ডিতপ্রায় Max Muller অনুবাদ করেছিলেন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, Schaenberg ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, Fritze ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ; Hertel এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে।

ইংরেজী ভাষায় Charles Wilkins কৃত অনুবাদের তারিখ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ ; Langles ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে।

আরও অনেক অনুবাদ ও অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। এই অনুবাদকর্মের আলোকে এই সত্য পরিস্ফুট যে পঞ্চতন্ত্র, তন্ত্রাখ্যায়িকা বা হিতোপদেশ প্রভৃতি কথাসাহিত্য একযুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন

করেছিল ; এই সাহিত্যের ভূমিকায় যে বলা হয়েছে—'বালানাম্ অল্পচেতসাং বোধায়' তা বিনয়বচন মাত্র—প্রকৃতপক্ষে কাহিনীগুলি যে কতকগুলি চিরন্তন জীবনসত্যের রত্নখনি একথা এই সব দেশবিদেশের বিদগ্ধ অনুবাদকের দল জানতেন আর তাতে অনুবাদের গৌরবও বেড়েছে।

সময় নিরূপণ

সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপারে এই 'সময় নিরূপণ' ব্যাপারটিই অত্যন্ত কৌতুকজনক। নারায়ণ তার পৃষ্ঠপোষক ধবল চন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই পৃষ্ঠ-পোষকের আবির্ভাব কাল জানা যায় নি। বলা হয়েছে—'তিনি ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের 'পূর্ববর্তী হবেন'—কেননা, হিতোপদেশের এক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার তারিখ ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে। কবির পৃষ্ঠপোষককে নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী হতে হবে, কিন্তু কত পূর্ববর্তী ? যারা ধবলচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন তারা নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

পণ্ডিত প্রবর Winternitz-ও বলেছেন—নারায়ণ তার হিতোপদেশে 'ভট্টারক বার' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ভারতীয় শিলালেখে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না—নবম শতকের পর থেকে অবশ্য শব্দটির প্রচলন আরও ব্যাপক হয়েছে। সুতরাং লেখক নারায়ণ নিশ্চয়ই নবম শতকের পর চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী (১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ) কোনো সময়ে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন।

পাঁচশত বৎসরের সময়সীমা হাতে নিয়ে বলা হল—যে কোনো একটি সময়ে !

এই যুক্তি—এই সিদ্ধান্ত সব কিছুকেই আমরা হাস্যরসের উদ্দীপক বিভাব হিসেবেই গ্রহণ করেছি।

হিতোপদেশের রচনা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়—যে সহজ প্রসাদ গুণ, রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তার কথা ভেবেই আমাদের মনে হয় লেখক অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিমতার যুগে লেখনী ধারণ করেন নি। সমাসের বিড়ম্বনা নেই, অলঙ্করণের দুশ্চিন্তা নেই—কোনো বীভৎস অনুশাসন শোনা যাচ্ছে না—'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'—সেই যুগেই নারায়ণ লিখছেন—'স চ একদা পিপাসাকুলিতঃ পানীয়ং পাতুং যমুনাকচ্ছম্ অগচ্ছৎ', তিনি গল্প শোনাচ্ছেন—'একদা ঘণ্টামাদায় পলায়মানঃ কশ্চিৎ চৌরঃ ব্যাঘ্রেণ ব্যাপাদিতঃ খাদিতশ্চ'। নারায়ণ রচনাধর্মে বাণভট্টের শিষ্য নহেন—তারও অনেক পূর্ববর্তী ; অথচ কালিদাসীয় স্বচ্ছতা ও রমণীয়তার তিনি অধিকারী। কোনো কোনো সমালোচক বলতে চেয়েছেন নারায়ণ তৃতীয়-চতুর্থ শতকের লেখক।

আমরাও সেই মতের পক্ষপাতী।

ভরতবাক্য

হিতোপদেশের অন্যতম উৎস পঞ্চতন্ত্র একথা আগেই বলা হয়েছে। আনন্দের কথা, হিতোপদেশের প্রচলন ছিল প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই—মূলের যত পরিবর্তন বা রূপান্তর হোক একথা সত্য যে পঞ্চতন্ত্রের উপকাহিনীগুলির মধ্যে অর্ধেকেরই বেশি রক্ষিত হয়েছে হিতোপদেশে। একথা বললে এই সত্যের অপলাপ করা হবে না যে পঞ্চতন্ত্রকে অবলম্বন করে যে সব গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'হিতোপদেশ'ই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতার এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কাহিনীগুলো অনুধাবন করলে বোঝা যাবে, এরা যেন সুদীর্ঘ অতীত কালের জীবন-অভিজ্ঞতার এক অক্ষয় সম্পদ্ ভাণ্ডার বহন করে এনেছে। উইলকিন্স কৃত হিতোপদেশের অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক H. Morley লিখেছিলেন—'আমরা সভ্যতার পক্ষে হয়তো অনেক দূর এগিয়ে গেছি, তবু হিতোপদেশের এই কাহিনীগুলির প্রত্যেকটিই যেন আজও মানব সমাজের সম্পর্কে পূর্ণ ভাবেই প্রযোজ্য—তারা হয়তো পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে কোন্ বিস্মৃত অতীতে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। হিতোপদেশের সংগ্রহে যে নীতিমালা সঞ্চিত তা কালের বা দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে যেন আজকের পৃথিবীর মানুষের কাছেই তাদের আবেদন বহন করে এসেছে। যে-সব জ্ঞানগর্ভ উক্তি দুতিন হাজার বছর আগের প্রাণীরা উচ্চারণ করেছিল আজও তারা জীবন রসে পূর্ণ। আজও তাদের আমরা বিনা দ্বিধায় গীর্জায় গৃহে বা কর্মময় জীবনে উচ্চারণ করে উৎসাহ সঞ্চয় করতে পারি।'

নারায়ণ যে হিতোপদেশের রচয়িতা একথায় অনেকেই স্পষ্ট ভাবে জানেন না আবার বহু লোকে অস্পষ্ট ভাবেই জানেন, বিষ্ণু শর্মাই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের রচয়িতা; ডক্টর পিটারসনই প্রথম তার সম্পাদিত হিতোপদেশ গ্রন্থে এই ভুল ভেঙে দিয়ে নারায়ণকে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

হিতোপদেশ

(ক) মিত্রলাভ

প্রস্তাবিকা

যে মহেশ্বরের মস্তকে চন্দ্রকণা বিরাজিত তাঁরই অনুগ্রহে সজ্জনগণ তাঁদের ঈপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করুন ॥ ১ ॥

এই হিতোপদেশ পাঠ করলে সংস্কৃত-উক্তিতে নৈপুণ্য এবং সকল ক্ষেত্রেই বাক্যের বৈচিত্র্য জন্মে ; তাছাড়া এই গ্রন্থ নীতিবিদ্যাও দান করে ॥ ২ ॥

মানুষের জরা নেই, মৃত্যু নেই এই ভেবে প্রাজ্ঞব্যক্তি বিদ্যা ও অর্থোপার্জনের কথা চিন্তা করবেন ; আর ধর্মাচরণ করবেন—মৃত্যু এসে যেন তার কেশধারণ করেছে এই ভেবে ॥ ৩ ॥

সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ, কেননা কেউ তা অপহরণ করতে পারে না, তা অমূল্য এবং ক্ষয়হীন ॥ ৪ ॥

দুরতিক্রমণীয় সমুদ্র যেমন রাজাকে ভাগ্যের পথে পরিচালিত করে, তেমনি নীচ-গামিনী নদীর মতোই বিদ্যা মানুষকে ভাগ্যের অধিকারী করে ॥ ৫ ॥

বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয়গুণেই মানুষ যোগ্যতার[১] অধিকারী হয় ; যোগ্যতা থাকলে ধন আয়ত্ত হয়, ধন থেকে ধর্ম, ধর্ম থেকে সুখ ! ৬ ॥

শস্ত্রবিদ্যা এবং শাস্ত্রবিদ্যা—দুই-ই কীর্তি লাভের উপায় ; প্রথমটি অর্থাৎ শস্ত্র-বিদ্যা বার্ধক্যে বিদ্রূপের কারণ হয়ে ওঠে, কিন্তু শাস্ত্রবিদ্যা সকল সময়েই আদৃত হয় ॥ ৭ ॥

যেমন কাঁচা পাত্রে দাগ দিলে তা মোছে না, তেমনি বাল্যকালে যে সংস্কার অর্জিত হয় তা দূরীভূত হয় না. এই জন্যে আমি কথাচ্ছলে বালকদের কাছে নীতিশাস্ত্রের কথা বলব ॥ ৮ ॥

পঞ্চতন্ত্র এবং অন্য একটি গ্রন্থ থেকে[২] আহরণ করে আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি, মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি—এই চারভাগে তা বিভক্ত ॥ ৯ ॥

ভাগীরথী তীরে এক নগর—নাম পাটলিপুত্র। সেখানে সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন—তিনি ছিলেন সমস্ত প্রভুগুণের অধিকারী। সেই রাজা একদিন শুনতে পেলেন কে-একজন দুটি শ্লোক পড়ছে—

শাস্ত্র সকল সংশয় দূর করে, দৃষ্টির বহির্ভূত বিষয়ও দর্শন করায়, শাস্ত্র সকলের চক্ষু স্বরূপ—এই শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে তো অন্ধ ॥ ১০ ॥

যৌবন, ধনসম্পদ, প্রভুত্ব এবং বিবেকহীনতা—এদের মধ্যে একটিই বিপদের কারণ, চারটি একত্র হলে তো কথাই নেই ॥ ১১ ॥

এই শ্লোক শুনে রাজা এই ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন—তার নিজের পুত্রেরাও তো শাস্ত্র-জ্ঞানহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল ; তিনি ভাবলেন—

যে পুত্র বিদ্বান বা ধার্মিক নয় তার জন্মগ্রহণে কিসের সার্থকতা ? চোখ যার কানা সে কেবল চক্ষুঃপীড়াই ভোগ করে ॥ ১২ ॥

অজাত, মৃত এবং মূর্খ—এই তিনের মধ্যে প্রথম দুটি বরং ভালো, শেষেরটি নয়। প্রথম দুটি একবার দুঃখ দেয় আর মূর্খপুত্র দুঃখ দেয় পদে পদে ॥ ১৩ ॥

তাছাড়া,

যে জন্মগ্রহণ করলে বংশের উন্নতি ঘটে তার জন্মই সার্থক। এই পরিবর্তনশীল সংসারে মৃত ব্যক্তিও তো পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে থাকে। ১৪ ॥

গুণিজনের গণনার সূচনাতেই যার নাম কনিষ্ঠ আঙুলে[৩] প্রথম না পড়ে তার মাতা যদি পুত্রবতী তবে বন্ধ্যা কার নাম? ১৫ ॥

দানে, তপস্যায়, শক্তিতে যার যশ প্রসারিত হয়নি, বিদ্যালাভে অর্থলাভ হয়নি সে তার মাতার মলস্বরূপ। ১৬ ॥

আর একটি কথা—

শত মূর্খ অপেক্ষা একটি গুণী পুত্র ভালো; একাকী চাঁদ অন্ধকার দূর করে, নক্ষত্রপুঞ্জ তা পারে না ॥ ১৭ ॥

কোথাও কোনো পুণ্যতীর্থে যিনি অতিদুষ্কর ব্রত পালন করেছেন তাঁর পুত্রই বশীভূত, সমৃদ্ধ, ধার্মিক এবং পণ্ডিত হয়ে থাকেন ॥ ১৮ ॥

অর্থলাভ, এবং সেই সঙ্গে প্রতিদিন রোগের অভাব যদি থাকে, ভার্যা যদি অনুগতা এবং প্রিয়বাদিনী হয়, পুত্র বশীভূত এবং বিদ্যা যদি অর্থকরী হয়—তাহলে এই ছয়টিকেই সংসারের সুখের হেতু বলে নির্দেশ করা যেতে পারে ॥ ১৯ ॥

যারা শস্যের গোলায় একটি বিশেষ মাপের[৪] মতো শুধু সংখ্যাই পূরণ করে থাকে এমন অনেক পুত্রে কে সুখী হয়? তার চেয়ে কুলের অবলম্বনু স্বরূপ একটি পুত্রই বরণীয়—যার গুণে পিতা খ্যাতিলাভ করেন ॥ ২০ ॥

ঋণকারী পিতা শত্রু, ব্যাভিচারিণী মাতাও শত্রু, রূপবতী ভার্যা শত্রু আর মূর্খপুত্রও শত্রু ॥ ২১ ॥

নিয়মিত অনুশীলিত না হলে বিদ্যা বিষস্বরূপ, অজীর্ণ রোগে ভোজন বিষ, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে সভাও বিষতুল্য, বৃদ্ধের কাছে তরুণী ভার্যাও বিষ ॥ ২২ ॥

যে কোনো পিতা-মাতা থেকে প্রসূত হোক না কেন, পুত্র যদি গুণবান হয় সে-ই পূজিত হয়ে থাকে; বিশুদ্ধ বংশে নির্মিত ধনুতে যদি গুণ আরোপিত না হয় তবে সেই ধনুতে কী প্রয়োজন? ॥ ২৩ ॥

হায় বৎস, তুমি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করেছ, বিগত রাত্রিগুলোতে কোনো জ্ঞান আহরণ কর নি, তাই বিদ্বৎসভায় এসে তুমি কষ্ট পাচ্ছ—পঙ্কে নিমগ্ন হয়ে গাভী যেমন ক্লিষ্ট হয়ে থাকে ॥ ২৪ ॥

তবে কোন্ উপায়ে আমার এই পুত্রদের আমি গুণবান করে তুলব? কারণ—

ভোজন, নিদ্রা, ভয় ও স্ত্রীসম্ভোগ—এ সব পশু বা মানুষ উভয়েই করে থাকে; কিন্তু এদের মধ্যে প্রভেদ শুধু ধর্মাচরণে; বস্তুত, ধর্মবোধহীন মানুষ পশুর-ই সমান ॥ ২৫ ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এদের মধ্যে একটিও যে অর্জন করতে পারে নি (অর্থাৎ যে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে নি, সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে নি, ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে কামোপভোগ করে নি এবং মুক্তির সাধনা করে নি) তার জন্ম অজার গলদেশস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ডের মতোই[৫] নিরর্থক ॥ ২৬ ॥

এই কথা বলা হয়ে থাকে—আয়ুষ্কাল কর্ম, প্রকৃতি, বিত্ত ও বিদ্যা. পরিমাণ এবং মৃত্যুর সময়—এই সব ব্যাপার মানুষ গর্ভে থাকবার সময়েই স্থির করা হয়॥ ২৭ ॥

যা ঘটবেই তা মহতের ক্ষেত্রেও অবশ্যই ঘটবে। দেখো না, নীলকণ্ঠ নগ্ন হয়ে আছেন, বিশাল সর্প-শয্যায় শয়ন করে আছেন বিষ্ণু॥ ২৮॥

তাছাড়া 'যা হবার নয় তা কোনো কালেই হবে না, যা হবে তার কোনোদিন অন্যথা হবে না।'—এই সিদ্ধান্তই তো চিন্তাবিষের মহৌষধ—লোকে এ ঔষধ কেন পান করে না ? ২৯ ॥

কার্যে অক্ষম যারা এজাতীয় অলস উক্তি তাদেরই। দৈবের কথা ভেবে নিজের উদ্যোগ ত্যাগ কোরো না। বিনা উদ্যোগে তিল থেকে তৈল লাভ হয় না॥ ৩০ ॥

তাছাড়া, যে পুরুষসিংহ উদ্যোগী হন, লক্ষ্মী তাকেই অনুগৃহীত করে থাকেন। দৈবের প্রভাব নষ্ট করে আত্মশক্তিতে পৌরুষ প্রকাশ করো। যত্ন সত্ত্বেও যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তবে কিসের দোষ ? ৩১ ॥

যেমন একটি চাকায় রথ চলতে পারে না তেমনি পুরুষকার ছাড়া দৈব সফল হয় না॥ ৩২ ॥

যাকে দৈব বলা হয় তা আসলে পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের সমষ্টি মাত্র। তাই পুরুষাকারের সাহায্যে অনলসভাবে যত্ন করে যেতে হবে॥ ৩৩ ॥

যেমন মৃৎপিণ্ড থেকে মানুষ ইচ্ছামতো রূপ নির্মাণ করে, তেমনি নিজের কৃত কর্মফলই ভোগ করে॥ ৩৪ ॥

আকস্মিকভাবেও কোনো রত্ন সামনে পড়ে থাকলেও দৈব তা হাতে তুলে দেয় না—সে পুরুষকারের প্রতীক্ষা করে॥ ৩৫ ॥

কেবলমাত্র ইচ্ছাদ্বারাই কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না যেমন নিদ্রিত সিংহের মুখে পশু প্রবেশ করে না॥ ৩৬ ॥

মাতা পিতার প্রযত্নের গুণে পুত্র গুণার্জন করতে পারে। গর্ভ থেকে বিচ্যুত হয়েই কেউ পণ্ডিত হয় না॥ ৩৭ ॥

পুত্রকে শিক্ষা না দিলে বলতে হবে মাতা শত্রু, পিতাও শত্রু, হংসমধ্যে যেমন বক শোভা পায় না, তেমনি সেই পুত্রও সভায় শোভা পায় না॥ ৩৮ ॥

রূপ ও যৌবন থাক, বিশাল বংশে জন্ম হোক, বিদ্যাহীন হলে গন্ধহীন পলাশের মতোই তারা শোভা পায় না॥ ৩৯ ॥

বস্ত্রসজ্জিত হয়ে মূর্খও সভায় শোভিত হতে পারে কিন্তু এই শোভা ততক্ষণ যতক্ষণ সে কথা না বলে॥ ৪০ ॥

এই সব চিন্তা করে সেই রাজা পণ্ডিত-সভার আয়োজন করলেন। (সভায়) রাজা বললেন—হে পণ্ডিতগণ, শুনুন, আমার পুত্রগণ সর্বদাই উন্মার্গগামী, তারা শাস্ত্রপাঠে বিমুখ। (এখানে) এমন পণ্ডিত কি কেউ আছেন যিনি এদের এমন ভাবে নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করতে পারেন যাতে এদের পুনর্জন্ম হয় ? কারণ, কাচও স্বর্ণসংযোগে মরকতের দীপ্তি লাভ করে—সেই রকম সৎসংসর্গে মূর্খও প্রবীণতা লাভ করে॥ ৪১ ॥

এই রকম বলা হয়—হীন ব্যক্তির সংসর্গে বুদ্ধি হীন হয়, সমান ব্যক্তির

সংসর্গে বুদ্ধি সমতা লাভ করে, বিশিষ্ট গুণিব্যক্তির সংসর্গে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে ॥ ৪২ ॥

তখন সকল নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিষ্ণুশর্মা নামে এক মহাপণ্ডিত (দ্বিতীয়) বৃহস্পতির ন্যায় বলতে লাগলেন—দেব, এই রাজপুত্রগণ বিশাল বংশসম্ভূত। আমার মনে হয় আমি এদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে পারব। কেননা, অযোগ্য পাত্রে বিহিত কর্ম কখনও সফল হয় না; শত চেষ্টাতেও বককে শুকের মতো পাঠ করতে শেখানো যায় না॥ ৪৩ ॥

আর একটি কথাও ভাবতে হবে—এই বংশে নির্গুণ পুত্র জন্ম গ্রহণ করতে পারে না; পদ্মরাগমণির খনিতে কাচের উদ্ভব কীভাবে সম্ভব? ॥ ৪৪ ॥

সুতরাং আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করব। রাজা আবার তাকে সবিনয়ে বললেন—পুষ্পের সংসর্গে কীটও সৎলোকের মস্তকে স্থান পায়; মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শিলাখণ্ডও দেবত্ব লাভ করে॥ ৪৫ ॥

তাছাড়া, উদয়গিরিস্থ দ্রব্যসমূহ সূর্যের নিকটসংসর্গে দীপ্যমান হয়—তেমনি সতের সংসর্গে সামান্য ব্যক্তিও দীপ্তি লাভ করে॥ ৪৬ ॥

গুণজ্ঞের কাছেই গুণ 'গুণ' বলে গৃহীত হয়—নির্গুণের কাছেই দোষ স্বরূপ। জন্মকালে নদীর জল সুপেয় কিন্তু সমুদ্রে গিয়েই তা হয় পানের অযোগ্য॥ ৪৭ ॥

তাহলে আমার এই পুত্রদের নীতিশাস্ত্র উপদেশের ব্যবস্থা আপনিই করুন। এই বলে বিষ্ণুশর্মার হাতে সসম্মানে পুত্রদের সমর্পণ করলেন॥ ৪৮ ॥

প্রস্তাবিকা

মিত্রলাভ

তারপর প্রাসাদপৃষ্ঠে যখন রাজপুত্রেরা সুখে উপবিষ্ট, তখন সেই পণ্ডিত ভূমিকা হিসেবে তাদের বললেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাব্য এবং শাস্ত্র পাঠের আনন্দ উপভোগ করে, মূর্খ ব্যক্তি সময় কাটায় নিদ্রায়, কলহে কিংবা কুক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে॥ ১ ॥

তোমাদের আনন্দ বিধানের জন্যে আমি কাক, কূর্ম এবং অন্যদের বিচিত্র কাহিনী বলব। রাজপুত্রেরা বলল—আর্য, আপনি বলুন। বিষ্ণুশর্মা বললেন—শোনো। এখন আরম্ভ হচ্ছে 'মিত্রলাভ'। এর প্রথম শ্লোকটি এই—কাক, কূর্ম, মৃগ এবং মূষিক—এদের উপকরণ ছিল না, ধনও ছিল না—কিন্তু এরা পরস্পরের পরম বন্ধু এবং বুদ্ধিমান—তাই এরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পেরেছিল॥ ২ ॥

রাজপুত্রেরা বললে—কীভাবে তা সম্ভব হল? বিষ্ণুশর্মা বললেন—

গোদাবরী তীরে ছিল এক শাল্মলীগাছ। বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন স্থান থেকে পাখিরা রাত্রিতে এসে সেখানে বাস করত। একদিন রাত্রি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পদ্মবল্লভ চন্দ্র যখন অস্তাচল আশ্রয় করেছেন একটি কাক জেগে উঠল—তার নাম লঘুপতনক; সে দেখল এক ব্যাধ দ্বিতীয় মৃত্যুদেবতার মতোই সেইদিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে সে ভাবল, আজ প্রভাতেই 'অমঙ্গল' দেখলাম। কে জানে কোন্ অশুভ ঘটবে! এই বলে সে ব্যাকুল হয়ে তাকে অনুসরণ করল। কেননা—সহস্র সহস্র শোকের কারণ, শত শত ভয়ের উপলক্ষ্য মূর্খ ব্যক্তিকেই অভিভূত করে থাকে, পণ্ডিতকে নয়॥ ৩ ॥

তাছাড়া, সংসারী লোকের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই করা প্রয়োজন—প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই তাকে বুঝে নিতে হবে—এক ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত—স্থির করতে হবে মৃত্যু, রোগ বা শোকের মধ্যে কোন্‌টি তার অদৃষ্টে আছে ॥ ৪ ॥

তারপর সেই ব্যাধ চালের কণা ছড়িয়ে দিয়ে জাল বিছিয়ে দিল—নিজে রইল আড়ালে। সেই সময় কপোতরাজ চিত্রগ্রীব সপরিবারে আকাশপথে উড়ে যাবার সময় সেই চালের কণাগুলি দেখতে পেলেন। কপোতের দল চালের কণা দেখে লুব্ধ হয়েছিল—তাই দেখে কপোতরাজ বললেন—এই নির্জন বনে চালের কণা কীভাবে আসবে? তাই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার; আমি মঙ্গল কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এই চালের কণার লোভে আমাদেরও সেইরকম অবস্থা হবে, সেই যে কঙ্কণের লোভে লুব্ধ পথিক গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হল, তারপর বৃদ্ধ বাঘের হাতে প্রাণ হারাল—সেই পথিকেরই মতো। কপোত বলল—কী রকম? সে বলতে লাগল—

কথা—(এক)

একবার দক্ষিণারণ্যে বিচরণ করতে করতে আমি দেখলাম—এক বৃদ্ধ বাঘ স্নান করে কুশ হাতে নিয়ে সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে বলছে—ওহে পথিকগণ, এই সুবর্ণ-কংকন নাও।

লোভে আকৃষ্ট হয়ে এক পথিক ভাবল—ভাগ্যবশেই এরকম ঘটে থাকে। কিন্তু নিজের জীবনের যেখানে আশঙ্কা রয়েছে এমন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত হবে না। কারণ—

অনিষ্ট বস্তু থেকে ইষ্টবস্তু লাভ হলেও পরিণাম শুভজনক হয় না। বিষের সঙ্গে জড়িত থাকলে অমৃতও মৃত্যুর কারণ হয় ॥ ৬ ॥

কিন্তু সর্বত্র অর্থার্জনে শঙ্কা থাকবেই। লোকে বলে—

সংশয় অতিক্রম না করে কেউ মঙ্গল দেখতে পায় না সংশয়ে থেকে সে বেঁচে থাকে তবেই সে মঙ্গলকে দেখতে পাবে ॥ ৭ ॥

তাহলে একবার সন্ধান নিতে হচ্ছে। প্রকাশ্যে সে বলল—

তোমার কঙ্কণ কোথায়? বাঘ থাবা খুলে দেখালো। পথিক বলল—তুমি হিংস্র, তোমাকে কী করে বিশ্বাস করব? বাঘ বলল—হে পথিক, তুমি শোনো, আগে যখন আমার যৌবন ছিল, আমি ভীষণ দুর্বৃত্ত ছিলাম; অনেক গোরু, মানুষ বধ করেছি (সেই পাপে) আমার পুত্র, স্ত্রী সবাই মারা গিয়েছে। তখন এক ধার্মিক ব্যক্তি আমাকে আদেশ করলেন—তুমি দানধর্ম পালন করো। কারণ—

যজ্ঞ, বেদপাঠ, দান, তপস্যা, সত্য, ধৈর্য, ক্ষমা আর নির্লোভতা—স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই আটটি ধর্মাচরণের পথ ॥ ৮ ॥

এদের মধ্যে প্রথম চারটি 'লোক-দেখানো'[২] হিসেবেও পালন করা যেতে পারে, পরের চারটি একমাত্র মহাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখা যায় ॥ ৯ ॥

এই নির্লোভতা আমার মধ্যে এত বেশি যে নিজের হাতে বেশ নিরাপদে আছে[৩], তবু এই সুবর্ণকংকণ যাকে হোক তাকে[৪] দিয়ে দিতে চাই। তবু বাঘে মানুষ খায় এই লোকপ্রচলিত নিন্দা কিছুতেই দূর করা গেল না। কারণ—

যেসব লোক অন্ধভাবে একে অন্যের অনুকরণ করে[৫], তারা ধর্মচারিণী কোনো বারবনিতাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে না—যেমন তারা করে থাকে গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে ॥ ১০ ॥

আমি ধর্মশাস্ত্রও পড়েছি। শোনো—মরুতে যেমন বর্ষণ সার্থক, ক্ষুধার্তকে প্রদত্ত খাদ্য যেমন সার্থক, দরিদ্রকে দান করলেও, হে পাণ্ডুনন্দন, সেই দান তেমনি সফল হয়ে থাকে ॥ ১১ ॥

নিজের কাছে প্রাণ যেমন প্রিয়, অন্য প্রাণীদের কাছেও তাদের প্রাণ তেমনি প্রিয়। নিজের সঙ্গে তুলনা করে সাধু ব্যক্তিগণ প্রাণীদের দয়া প্রদর্শন করেন ॥ ১২ ॥

তাছাড়া, দানে প্রত্যাখ্যানে, সুখে ও দুঃখে, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে নিজের সঙ্গে তুলনা করেই মানুষ তার আদর্শ স্থির করে নিতে পারে ॥ ১৩ ॥

আরও দেখো, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ, সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যিনি দেখেন তিনিই পণ্ডিত ॥ ১৪ ॥

তোমার অত্যন্ত দুর্দশা তাই তোমাকেই (এই কঙ্কণ) দেওয়ার জন্যে আমার এত আগ্রহ। এই রকম বলা হয়ে থাকে—হে কৌন্তেয়[৬] দরিদ্রকে ধন দাও, ধনীকে দিও না। যে ব্যাধিগ্রস্ত, ঔষধ তার পক্ষেই উপকারী, নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে ঔষধের কী প্রয়োজন ? ॥ ১৫ ॥

আর একটি কথা, যে প্রত্যুপকার করে ঋণ শোধ করতে পারে না—উপযুক্ত কালে ও স্থানে, এমন যোগ্য পাত্রে যা দেওয়া হয় তাকেই বলে সাত্ত্বিক দান ॥ ১৬ ॥

তাহলে এই সরোবরে স্নান করে সুবর্ণ-কঙ্কণ গ্রহণ করো। তারপর সে যখন তার কথায় বিশ্বাস করে লোভের বশে সরোবরে স্নান করতে নামল, তখন পাঁকের স্তূপে আটকে গেল; পালাতে পারল না। পাঁকে আটকে যেতে বাঘ বলল—আহা, গভীর পাঁকে পড়ে গেছ দেখছি। তাহলে আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে আসছি। এই কথা বলে বাঘ ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল। বাঘ যখন ধরল, তখন পথিক ভাবল—ধর্মশাস্ত্র পড়ছে অথবা বেদ অধ্যয়ন করছে এই বলেই দুরাত্মাকে বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। এসব ব্যাপারে স্বভাবধর্মটাই বড়ো কথা। গোদুগ্ধ তো স্বভাবতই মধুর ॥ ১৭ ॥

তাছাড়া, যারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, তাদের কাজ হস্তিস্নানের[৭] মতোই অর্থহীন—এ যেন কুরূপা রমণীর অঙ্গে অলংকার ॥ ১৮ ॥

সুতরাং এই হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস করে আমি ভালো কাজ করি নি। লোকে বলে নদী, শস্ত্রপাণি, নখরবিশিষ্ট, শৃঙ্গবিশিষ্ট, নারী এবং রাজবংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অসঙ্গত ॥ ১৯ ॥

কোনো লোকের স্বভাবই পরীক্ষা করে দেখা উচিত, অন্যান্য গুণ নয়; কেননা, অন্যান্য গুণ অতিক্রম করেই স্বভাবের প্রতিষ্ঠা ॥ ২০ ॥

আর-একটি কথাও চিন্তনীয়। সেই তিমিরহারী গ্রহগণের মধ্যচারী, সহস্র-কিরণধারী চন্দ্রদেবকেও তো বিধিবশে রাহু গ্রাস করে—কপালে যা লেখা তা খণ্ডন করবে কে ? ॥ ২১ ॥

এই সব কথা যখন সে ভাবছিল তখনই বাঘ তাকে ধরে খেয়ে ফেলল।

(কপোতরাজ চিত্রগ্রীব বললেন) তাই আমি বলছিলাম, কঙ্কণের লোভে পথিকের

মৃত্যুর কথা। মোটকথা, বিচার না করে কোনো কাজ করা উচিত নয়। কেননা, সুজীর্ণ অন্ন, বিচক্ষণ পুত্র, সংযতা নারী, সুসেবিত নৃপতি, উত্তমরূপে বিচার করে যে কাজ নিষ্পন্ন হয় বা যে কথা বলা হয়—দীর্ঘকালেও এ সবের কোনো বিকৃতি ঘটে না ॥ ২২ ॥

এ কথা শুনে একটি কপোত উদ্ধতভাবে বলল—আঃ কেন এসব কথা বলা হচ্ছে? আপৎকালেই বৃদ্ধের বচন শুনে চলতে হয়; সব ব্যাপারেই শুনতে গেলে আমাদের খাওয়া পর্যন্ত ঘুচে যাবে ॥ ২৩।

কেননা, সব কিছুই তো শঙ্কায় ঘেরা—অন্ন, পান সব কিছু। তাহলে কোন্ পথে চেষ্টা চলবে, কেমন করেই বা জীবনধারণের ব্যবস্থা হবে ॥ ২৪ ॥

ঈর্ষাপরায়ণ, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রোধস্বভাব, নিত্যশঙ্কিত এবং পরভাগ্যোপজীবী—এই ছয় শ্রেণীর লোকই দুঃখভাগী হয়ে থাকে ॥ ২৫ ॥

এ কথা শুনে সেই কপোতেরা এসে সেখানে (তণ্ডুলকণার উপরে) বসল। কারণ, যারা মহৎ শাস্ত্রের প্রণেতা, যারা সংশয় নিরসন করতে পারেন তারাও লোভে বিচলিত হলে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে থাকেন ॥ ২৬ ॥

তাছাড়া লোভ থেকে অশান্তির উদ্ভব হয়। লোভ থেকেই জাগে ভোগের কামনা। লোভ থেকেই আসে মোহ এবং শেষে ধ্বংস। লোভ পাপের মূল ॥ ২৭ ॥

আর একটি কথাও চিন্তনীয়—স্বর্ণমৃগের অস্তিত্ব অসম্ভব জেনেও রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগের জন্যে লুব্ধ হয়েছিলেন। প্রায়ই দেখা যায়, বিপদ যখন সামনে তখনই মানুষের বিচারশক্তি মোহাচ্ছন্ন হয়েছে ॥ ২৮ ॥

তারপর সবাই জালে বন্ধ হল। তখন যার কথায় বিশ্বাস করে তারা সেখানে নেমে এসেছিল, তাকে সবাই তিরস্কার করতে লাগল। কারণ, দলের আগে কারও যাওয়া উচিত নয়; যদি কাজ সফল হয়, সকলেই তার সমান অংশভাগী, আর যদি ব্যর্থ হয়, নেতার[৮] প্রাণই বিনষ্ট হয়ে থাকে ॥ ২৯ ॥

সেই তিরস্কার শুনে চিত্রগ্রীব বলল—দোষ এর নয়। কারণ, বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে তখন বন্ধুজনও নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকেন। গোবৎসকে বেঁধে রাখার সময় মাতৃজঙ্ঘাই বন্ধনস্তম্ভের কাজ করে ॥ ৩০ ॥

তাছাড়া, যে বিপন্নকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে পারে সে-ই বিপন্নের বন্ধু—কতটুকু সুষ্ঠুভাবে করা হয়নি বা কোনো কাজের সময় অতীত হয়ে গেছে—এই সব নিন্দা-বচনে যে দক্ষ সে কখনও বন্ধু নয় ॥ ৩১ ॥

বিপৎকালে বিচলিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। সুতরাং এই ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করে প্রতীকারের উপায় চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ—বিপদে ধৈর্য, সম্পদে ক্ষমা, সভাস্থলে বাক্‌পটুতা, যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম, যশে লিপ্সা এবং অধ্যয়নে অনুরাগ—এ সবই মহতের লক্ষণ ॥ ৩২ ॥

সম্পদে যার হর্ষ হয় না, বিপদে যিনি বিমর্ষ হন না, যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন না ত্রিভুবনের তিনি তিলকস্বরূপ; এমন পুত্রের যিনি জন্মদান করবেন সেই মাতা দুর্লভ ॥ ৩৩ ॥

এই সংসারে যে মঙ্গল কামনা করে, ছয়টি দোষ তাকে ত্যাগ করতে হবে—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা ॥ ৩৪ ॥

এই ক্ষেত্রেও তোমাদের এই রকম করা উচিত। তোমরা একসঙ্গে সবাই মিলে জালসুদ্ধ উড়ে যাও। কেননা—ক্ষুদ্র প্রাণীদেরও সংহতি কার্যসাধন করতে পারে। ক্ষুদ্র তৃণ পাকিয়ে রজ্জু প্রস্তুত করে মদমত্ত হস্তীকেও বেঁধে রাখা চলে ॥ ৩৫ ॥

ক্ষুদ্র হলেও নিজবংশীয় লোকজনের সঙ্গে ঐক্য কার্যসাধন করতে সমর্থ; সামান্য ছাড়িয়ে নিলেই তণ্ডুল থেকে আর গাছ জন্মায় না ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে চিন্তা করে পাখিরা সকলেই জাল নিয়ে উপরে উড়ে গেল। তারপর, ওরা জাল অপহরণ করে চলে যাচ্ছে—দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে সেই ব্যাধ পিছনে পিছনে ছুটে গেল। সে ভাবল—

এই পাখিরা একত্র হয়ে আমার জাল হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। যখন ওদের মধ্যে বিবাদ বাধবে তখন ওরা আমার বশীভূত হবে ॥ ৩৭ ॥

সেই পাখিরা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল, ব্যাধও ফিরে এল। ব্যাধকে ফিরে যেতে দেখে কপোতেরা বলল—এখন কী করা উচিত? চিত্রগ্রীব বলল—

মাতা, বন্ধু, পিতা—এরা স্বভাবতই হিতকারী; অন্যেরা কার্যকারণবশতঃ হিতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকেন ॥ ৩৮ ॥

এখন, আমাদের বন্ধু মূষিকরাজ হিরণ্যক গণ্ডকীতীরে যে চিত্রবন আছে, সেইখানে থাকে। সে-ই আমাদের বন্ধন মোচন করবে। এই আলোচনা করে তারা হিরণ্যকের গর্তের সামনে গেল। হিরণ্যক আবার সব সময়ে বিপদের আশঙ্কা করত বলে একটা 'বিবর' তৈরি করেছিল—তার একশ পথ; সেই বিবরেই সে থাকত।

হিরণ্যকও এতগুলো কপোতের পতন দেখে ভয়ে চকিত হয়ে চুপ করে রইল। চিত্রগ্রীব বলল—সখে হিরণ্যক, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলছ না কেন? তখন হিরণ্যক তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে লাফিয়ে বাইরে ছুটে এল। সে বলল—আঃ আমার কী আনন্দ; এ যে বন্ধু চিত্রগ্রীব!

যার বন্ধুর সঙ্গে সংলাপ, বন্ধুর সঙ্গে বাস, বন্ধুর সঙ্গে কথা, এই সংসারে তার চেয়ে পুণ্যবান আর কে? ॥ ৩৯ ॥

এদের পাশবন্ধ দেখে সে বিস্মিত হল; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল—সখে, এসব কী? চিত্রগ্রীব বলল—সখে, এ আমাদের পূর্বজন্মের কৃত পাপের ফল।

কারণ, উপায়, রীতি, সময় বা শ্রেণী যাই-ই হোক না—কোনো কাজ, তা যে কোনো স্থানেই মানুষ সম্পাদন করুক না কেন, ভালো হোক, মন্দ হোক তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে বিধাতৃনির্দিষ্ট রীতি অনুসারেই ॥ ৪০ ॥

রোগ, শোক, তাপ, বন্ধন ও সঙ্কট—এগুলো হল মানুষের রোপিত অপরাধ-বৃক্ষের ফল ॥ ৪১ ॥

এই কথা শুনে হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে গেল। চিত্রগ্রীব বলল—বন্ধু, এমন কাজ কোরো না। এরা আমার আশ্রিত, আগে এদের বন্ধন মোচন করো, পরে আমাকে মুক্ত কোরো। হিরণ্যক বলল—আমার শক্তি অল্প, আমার দন্তও জীর্ণ—তবে এদের বন্ধন ছেদন করব কী ভাবে? তাই যতক্ষণ আমার দাঁত না ভেঙে যায় ততক্ষণ তোমারই বন্ধন ছিন্ন করি। তারপরে এদের বন্ধনও যতদূর সম্ভব ছেদন করা যাবে। চিত্রগ্রীব বলল—তা ঠিক। কিন্তু তা হলেও তুমি যথাশক্তি এদের বন্ধনই মোচন করো। হিরণ্যক বলল—নিজের জীবনের বিনিময়ে

আশ্রিতপালন নীতিবিদ্‌গণ সমর্থন করেন না। কারণ—

সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে অর্থ সঞ্চয় করা উচিত, ধনের বিনিময়ে স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত। স্ত্রী এবং ধনের বিনিময়ে নিজেকে রক্ষা করা উচিত ॥ ৪২ ॥

আর একটি কথাও চিন্তনীয়—

ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের যথাযথ পরিপালনের জন্যেই তো জীবন। সেই জীবনকে যে ত্যাগ করে—কী সে ত্যাগ করে না? সেই জীবনকে যে রক্ষা করে কী সে রক্ষা করে না? ॥ ৪৩ ॥

চিত্রগ্রীব বলল - সখে, নীতিশাস্ত্রের উপদেশ তাই বটে! কিন্তু আমি আশ্রিতদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, তাই একথা বলছিলাম। কারণ, যিনি প্রাজ্ঞ তিনি ধন এবং জীবন পরের জন্যে উৎসর্গ করেন। মৃত্যু যেখানে অবধারিত সেখানে কোনো মহৎ উপলক্ষে ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় ॥ ৪৪ ॥

আর একটি বিশেষ কারণও আছে—

জাতি, দ্রব্য ও গুণের বিচারে ওরা আমার সমান। আমি যে ওদের প্রভু তার ফল আমি কবে কীভাবে পেতে পারি? ॥ ৪৫ ॥

তাছাড়া, বেতন না পেলেও এরা আমার সঙ্গ ত্যাগ করে না। তাই, আমার প্রাণের বিনিময়েও আমার আশ্রিতদের বাঁচাও ॥ ৪৬ ॥

আর একটি কথা, সখে, আমার যশ তুমি বাঁচিয়ে রাখো; মাংসমূত্রপুরিষ ও অস্থিতে নির্মিত এই নশ্বর দেহের চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও ॥ ৪৭ ॥

আরও ভেবে দেখ,

যদি এই অনিত্য এবং মলবাহী দেহের বিনিময়ে নির্মল ও চিরস্থায়ী যশের অধিকারী হওয়া যায়—তবে কী না লাভ করা হল বলো! ॥ ৪৮ ॥

কারণ, দেহ ও গুণের মধ্যে অনেক পার্থক্য। দেহ ক্ষণস্থায়ী, গুণ কল্পান্তস্থায়ী ॥ ৪৯ ॥

এ কথা শুনে হিরণ্যক হৃষ্ট মনে সহর্ষে বলে উঠল—সাধু সখে সাধু! এই আশ্রিত বাৎসল্যগুণে তুমি ত্রিলোকেরও প্রভুত্ব লাভের যোগ্য। এ কথা বলে সে সকলেরই বন্ধন মোচন করল। তারপর হিরণ্যক সকলকে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল—সখে চিত্রগ্রীব, এই যে তোমার জালে বন্ধন, এ ব্যাপারে দোষী ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে কোরো না। কারণ, যে-পাখি শত যোজনের অধিক দূরত্ব থেকেও নিজের শিকারকে লক্ষ্য করে সে-ও সময় এলে পাশ-বন্ধন দেখতে পায় না ॥ ৫০ ॥

তাছাড়া—

রাহু ও কেতু কর্তৃক চন্দ্রসূর্যের পীড়ন, হস্তী ও সর্পের বন্ধন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির দারিদ্র্য,—এ সব দেখে আমি ভাবি, অদৃষ্টই বলবান ॥ ৫১ ॥

আরও দেখো,

আকাশের এক প্রান্তে বিচরণ করতে করতে পাখিরা বিপন্ন হয়ে পড়ে, অগাধসলিল সমুদ্র থেকেও দক্ষ ধীবর মাছ ধরে। এই সংসারে দুষ্কর্ম বা পুণ্য কর্মেরই বা কিসের সার্থকতা? নিষ্ঠুর বিধি সংকটের হাত প্রসারিত করে দূরে থেকেই (মানুষকে) অধিকার করে (অভিভূত করে) ॥ ৫২ ॥

এই ভাবে তাকে উৎসাহিত করে, অতিথি সেবা করে এবং তাকে আলিঙ্গন করল।

তারপর সে তাকে ইচ্ছেমত স্থানে যেতে বলল। হিরণ্যকও নিজের বিবরে প্রবেশ করল।

যার সঙ্গেই হোক শত শত মৈত্রীবন্ধন হওয়া প্রয়োজন। দেখো, মূষিকবন্ধুর সাহায্যে কপোতের দল বন্ধন থেকে মুক্ত হল ॥ ৫৩ ॥

এখন এই সমস্ত ঘটনাটিই প্রত্যক্ষ করেছিল লঘুপতনক নামক সেই কাক; সে বিস্মিত হয়ে ভাবল—হে হিরণ্যক তুমিই প্রশংসার যোগ্য! তাই আমিও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি। সুতরাং অনুগ্রহ করে আমাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ কর।

এ কথা শুনে হিরণ্যকও তার গর্ত থেকেই বলল—তুমি কে?

সে বলল—আমি এক কাক, নাম লঘুপতনক।

হিরণ্যক হেসে বলল—তোমার সঙ্গে কেমন করে বন্ধুত্ব হতে পারে? কারণ—

এই পৃথিবীতে যে যার যোগ্য, পণ্ডিতব্যক্তি তার সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে থাকেন। আমি খাদ্য, তুমি খাদক—এ ক্ষেত্রে প্রীতি কী করে সম্ভব? ॥ ৫৪ ॥

তা ছাড়া, খাদ্য ও খাদকের মধ্যে প্রীতি বিপদেরই কারণ হয়ে ওঠে। শৃগালের কৌশলে পাশে বদ্ধ হল সেই মৃগ—তার প্রাণ রক্ষা করল এক কাক ॥ ৫৫ ॥

কথা—(দুই)

মগধ দেশে ছিল এক বিশাল অরণ্য—নাম চম্পকবতী। সেখানে দীর্ঘকাল গভীর প্রীতির সূত্রে এক মৃগ আর এক কাক বাস করত। সেই মৃগ ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াত, তাই ক্রমে ক্রমে তার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল।

কোনো এক শৃগাল একদিন তাকে দেখতে পেল—সে ভাবল—আঃ কী করে এর নধর মাংস ভক্ষণ করব। যা হোক, আগে তো বিশ্বাস উৎপাদন করি! এই কথা ভেবে সে কাছে গিয়ে বলল—এই বন্ধু! ভালো আছো তো? এই বনে বন্ধুহীন অবস্থায় আমি মৃতবৎ বাস করছি। এখন তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে, মনে হল যেন বন্ধুর সঙ্গে জীবলোকে প্রবেশ করলাম। আমি এখন সকল রকমে তোমার অনুচর হয়ে থাকব।

মৃগ বলল—তাই হোক।

তারপর মরীচিমালী ভগবান সূর্য যখন অস্তমিত হলেন, তারা দুজনে মিলে মৃগের বাসস্থানে গেল। সেখানে চম্পক বৃক্ষের শাখায় সুবুদ্ধি নামে সেই কাক বাস করত—সে মৃগের চিরকালের বন্ধু। তাদের দুজনকে দেখে কাক বলল—সখে চিত্রাঙ্গ, এই দ্বিতীয়টি কে? মৃগ বলল—এ এক শৃগাল; আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করে এসেছে। কাক বলল—বন্ধু! আগন্তুকের সঙ্গে সহসা বন্ধুত্ব করা সঙ্গত নয়। (শাস্ত্রে) বলা হয়েছে?—

যার কুলশীল (বংশ বা চরিত্র) কিছুই জানা নেই তাকে আশ্রয় দেওয়া অনুচিত। মার্জারের দোষেই (শেষ পর্যন্ত) মারা গেল সেই জরদ্গব নামক গৃধ্র ॥ ৫৬ ॥

তারা দুজন বলল—কী রকম?

কাক বলতে লাগল—

কথা—(তিন)

ভাগীরথীর তীরে ছিল গৃধ্রকূট নামক এক পর্বত—সেই পর্বতে ছিল এক বিশাল

পাকুড় গাছ ; সেই গাছে জরদ্গব নামে এক গৃধ্র বাস করত, বার্ধক্যের জন্যে তার নখ ও নয়ন জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনুকম্পাবশতঃ সেই বৃক্ষবাসী পক্ষীরা তার জীবন ধারণের জন্যে নিজের নিজের খাদ্য থেকে কিছু কিছু দিত। তাতেই তার জীবন নির্বাহ চলত। এই ভাবেই সে বেঁচে ছিল। বিনিময়ে সে শাবকরক্ষা করত।

তারপর একদিন দীর্ঘকর্ণ নামে এক বিড়াল সেখানে এল—উদ্দেশ্য পক্ষিশাবক-ভক্ষণ। তাকে আসতে দেখে পক্ষিশাবকগুলি ভয়ার্ত হয়ে কোলাহল শুরু করে দিল। তা শুনে জরদ্গব বলল—কে আসছে? গৃধ্রকে দেখে দীর্ঘকর্ণ সভয়ে বলে উঠল—হায়, গেলাম বুঝি এবার। যা হোক—

ভয়ের কারণ যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভীত হওয়া চলে ; কিন্তু সেই কারণ এসে গেলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়॥ ৫৭ ॥

এর কাছে এসে পড়েছি, এখন তো পালাতেও পারব না। তাই যা হবার তা-ই হোক্ ; এখন এর বিশ্বাস উৎপাদন করে কাছেই যাই। এই রকম ভেবে, কাছে গিয়ে বলল—আর্য! আপনাকে অভিবাদন করি! গৃধ্র বলল—তুমি কে? সে বলল—আমি এক বিড়াল। গৃধ্র বলল—দূরে চলে যাও, নইলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব। বিড়াল বলল—আমার কথাটা শুনুন। তারপর যদি আপনার মনে হয়, আমাকে বধ করা উচিত, তখন বধ করবেন। কারণ,

শুধু জাতির বিচারেই কি কেউ কখনও বধ্য বা পূজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে! চরিত্র জেনেই বধ্য বা পূজ্য বিবেচিত হয়ে থাকে॥ ৫৮ ॥

গৃধ্র বলল—কেন এসেছ বলো!

সে বলল—এখানে গঙ্গাতীরে নিত্য স্নান করে ব্রহ্মচর্য পালন করি—এই ভাবে চান্দ্রায়ণব্রত[10] পালন করে যাচ্ছি। এ সব পাখি তো বিশ্বাসের পাত্র—এরা সব সময়ে আমার কাছে বলে থাকে—আপনি ধর্মশাস্ত্রপাঠে রত। আপনি বিদ্যায় ও বয়সে প্রবীণ ; আপনার কাছে ধর্মকথা শুনতে এখানে এসেছি আর আপনি এতই ধর্মজ্ঞ যে, আমি অতিথি, আমাকেও বধ করতে উদ্যত হয়েছেন! গৃহস্থের ধর্ম তো এই :

শত্রু ও গৃহে এলে অভ্যর্থনা করা উচিত ; যে ছেদন করতে এসেছে—গাছ তার কাছ থেকে ছায়া গুটিয়ে নেয় না॥ ৫৯ ॥

যদি ধন না থাকে প্রীতিবচনেও অতিথি সৎকার করা যেতে পারে। কারণ—

তৃণ, ভূমি, জল, সত্য ও প্রিয় বচন—সজ্জনের গৃহে এগুলির অভাব হয় না॥ ৬০ ॥

তাছাড়া,

গুণহীন ব্যক্তিদেরও সজ্জন দয়া করে থাকেন। চাঁদ চণ্ডালের গৃহ থেকে তার জ্যোৎস্না সঙ্কুচিত করে না॥ ৬১ ॥

আর একটি কথা,

ব্রাহ্মণের কাছে গুরু হলেন অগ্নি, অন্য সকল বর্ণের কাছে ব্রাহ্মণই গুরু, নারীর নিকটে তার পতি গুরু, অতিথি সকলের নিকটে গুরু॥ ৬২ ॥

অতিথি যার গৃহ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়, তার পাপ তাকে সমর্পণ করে পুণ্য আহরণ করে নিয়ে যায়॥ ৬৩ ॥

তাছাড়া,

উত্তমবর্ণের কাছে নীচবর্ণের কেউ এলেও তাকে যথাযোগ্যভাবে সংবর্ধনা জানানো উচিত। কারণ অতিথি হলেন সর্বদেবতার সম্মিত রূপ ॥ ৬৪ ॥

গৃধ্র বলল—বিড়াল স্বভাবতই মাংসপ্রিয় ;

এখানে পক্ষিশাবকেরা থাকে, তাই এভাবে বলছিলাম—! একথা শুনে সেই বিড়াল মাটি স্পর্শ করে কান দুটি স্পর্শ করল ; তারপর বলল—ধর্মশাস্ত্র শুনে আমার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে বলেই আমি এই দুষ্কর চান্দ্রায়ণব্রত পালন করছি। ধর্মশাস্ত্রগুলি পরস্পর কলহে রত কিন্তু একটি বিষয়ে তারা একমত—সেটি এই যে অহিংসাই পরম ধর্ম। কারণ—যারা সকলরকম হিংসা থেকে নিবৃত্ত, সর্বকিছু সহ্য করতে সমর্থ আর যারা সকলের আশ্রয়স্বরূপ তারাই স্বর্গে যান ॥ ৬৫ ॥

ধর্মই হল একমাত্র বন্ধু। ধর্ম মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। অন্য সর্বকিছু দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয় ॥ ৬৬ ॥

আর একটি কথা—

একজন অন্যের মাংস খাচ্ছে—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা দেখো ; একজনের ক্ষণিক তৃপ্তি, অন্যের প্রাণ গেল ! ॥ ৬৭ ॥

তাছাড়া,

যে লোক মরতে যাচ্ছে তার যে দুঃখ তা অন্যে বর্ণনা করতে পারে না ॥ ৬৮ ॥

আরও,

শোনো—

বনে স্বভাবের নিয়মে যে শাক উৎপন্ন তাতেই ত উদরের তৃপ্তি ঘটে ; কে এই অভিশপ্ত উদরের জন্যে জঘন্য পাপ করতে যাবে ? ॥ ৬৯ ॥

এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করে সেই বিড়াল তরুকোটরেই থাকতে লাগল।

দিন যায়। সেই বিড়াল প্রত্যহ পক্ষিশাবকগুলিকে আক্রমণ করে কোটরে এনে ভোজন করতে লাগল। যাদের সন্তানদের সে খেতে শুরু করল তারা শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগল—এদিক ওদিক তাদের জিজ্ঞাসা শুরু হল। বিড়াল ব্যাপারটা জানতে পেরে কোটর থেকে এসে বাইরে পালিয়ে গেল। পরে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পাখিরা তরুকোটরে শাবকদের অস্থি দেখতে পেল। এরপর 'এই জরদ্গবই আমাদের সন্তান ভক্ষণ করেছে'—এই স্থির করে তারা গৃধ্রকে মেরে ফেলল। তাই আমি বলছিলাম—যার কুলশীল জানা নেই তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

এই কাহিনী শুনে সেই শৃগাল সক্রোধে বলে উঠল মৃগের সঙ্গে আপনার যেদিন প্রথম দেখা হল, সেইদিন আপনিও তো 'অজ্ঞাতকুলশীই' ছিলেন—তাহলে আপনার সঙ্গে তার সস্নেহ ভাব কী করে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ?

যেখানে বিদ্বান নেই সেখানে 'ক্ষুদ্রবুদ্ধি'ও প্রশংসা পায় ; যে দেশে বৃক্ষ নাই সেখানে এড়ণ্ডবৃক্ষও গৌরব লাভ করে ॥ ৭০ ॥

তাছাড়া, এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়, এই ব্যক্তি আমার পর—ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিরাই এই সব বিবেচনা করেন। যারা উদারচিত্ত তাদের কাছে তো সমস্ত পৃথিবীই আত্মীয় ॥ ৭১ ॥

এই মৃগ যেমন আমার বন্ধু তেমনি আপনিও। মৃগ বলল—এই বাগ্‌বিতণ্ডায়

প্রয়োজন কী? আমরা সবাই বন্ধুর মত প্রীতিপূর্ণ আলাপের মধ্যে সুখে বসবাস করি।

কারণ—

কেউ কারও বন্ধু নয়, কেউ কারও শত্রু নয়, শত্রু বা বন্ধু চেনা যায় ব্যবহারের দ্বারা ॥ ৭২ ॥

কাক বলল—তাই হোক। তারপর তারা সকলেই তাদের ইচ্ছেমতো স্থানে চলে গেল।

একদিন গোপনে শৃগাল বলল—সখে, এই বনের একপ্রান্তে একটি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে। তোমাকে আমি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই রকমই করা হল; সেই মৃগও সেখানে গিয়ে শস্য খেতে লাগল। তারপর ক্ষেত্রপতি তা দেখে একদিন পাশযোজনা করল।

তারপর আবার এসে মৃগ জালে বদ্ধ হল। সে ভাবল—মৃত্যুর বন্ধনতুল্য এই ব্যাধের জালবন্ধন থেকে বন্ধু ছাড়া আর কে আমাকে বাঁচাতে পারবে? সেই সময়ে শৃগাল সেখানে উপস্থিত হল; সে ভাবল—কপট চক্রান্তের সাহায্যে আমার কামনা এবার পূর্ণ হতে চলেছে। যখন একে কাটা হবে তখন মাংস ও রক্তে লিপ্ত এর হাড়গুলি নিশ্চয়ই আমি পাব; তাতে আমার প্রচুর পরিমাণেই ভোজন হবে।

মৃগ তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল—আমার বন্ধন ছিন্ন করো, শীঘ্র আমাকে বাঁচাও।

কারণ—

বিপদে মিত্রকে জানা যায়, যুদ্ধে বীরকে, সাধু ব্যক্তিকে ঋণে। ভার্যাকে চেনা যায় সম্পদের ক্ষয়ে আর আত্মীয়-স্বজনকে জানা যায় বিপদের মুহূর্তে ॥ ৭৩ ॥

তাছাড়া—

উৎসবের আনন্দে, বিপদের দুর্দিনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে বা শ্মশানে যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে সেই যথার্থ বান্ধব ॥ ৭৪ ॥

শৃগাল বার বার জালের দিকে তাকাল; সে ভাবল, বন্ধনটা দৃঢ়ই বটে! বলল—সখে এই জাল তো স্নায়ুনির্মিত; তাই আজ রবিবারে এগুলোতে দাঁত ছোঁয়াব কেমন করে? তুমি যদি অন্য কিছু মনে না করো, তাহলে কাল সকালে তুমি যা বলবে, তাই করব।

এই বলে তার কাছে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সেই কাক সন্ধ্যাকালেও হরিণ এল না দেখে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে তাকে সেই অবস্থাতে দেখতে পেল। সে বলল—সখে, এ কী? হরিণ বলল—বন্ধুর বাক্য অবহেলা করেছিলাম, এ তারই ফল! এ তো লোকে বলেই থাকে—

হিতকামী বন্ধুদের কথা যে শোনে না, তার বিপদ সন্নিকট সে শত্রুর আনন্দবর্ধন করে ॥ ৭৫ ॥

কাক বলল—কোথায় সেই প্রতারক? হরিণ বলল—আমার মাংসের লোভে এইখানেই আছে কোথাও! কাক বলল—আমি তো আগেই বলেছিলাম—

'আমি কোনো অপরাধ করি নি'—এই উক্তিই (দুর্জনের প্রতি) বিশ্বাসের কারণ হতে পারে না। গুণী ব্যক্তিরাও দুর্জনকে ভয় করে থাকেন ॥ ৭৬ ॥

যার মৃত্যু সন্নিকট সে নির্বাপিত প্রদীপের ঘ্রাণ পায় না,[১২] বন্ধুর বাক্য শোনে না এবং অরুন্ধতী তারাকেও[১৩] চোখে দেখে না ॥ ৭৭ ॥

যে মিত্র সামনে মধুর বাক্য বলে, আড়ালে কাজের ক্ষতি করে—তেমন বন্ধুকে বর্জন করা উচিত ; এরা আসলে এক বিষপূর্ণ পাত্র যার উপরে থাকে দুধ ॥ ৭৮ ॥

তারপর সেই কাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—হায় প্রতারক, কী নিষ্ঠুর কাজই তুমি করলে ?

মধুর কথায় তোমার সঙ্গে যার আলাপ করানো হল, মিথ্যা সম্ভাষণে তাকে বশীভূত করে ; আশা পোষণ করে যে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাকে কি এইভাবে বঞ্চনা করা সঙ্গত ? ॥ ৭৯ ॥

উপকারী, শুদ্ধমতি ও বিশ্বাসপ্রবণ ব্যক্তিদের প্রতি যে পাপানুষ্ঠান করে, হে ভগবতি বসুধে ! কেন তুমি তাকে বহন করছ ? ॥ ৮০ ॥

দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। তপ্ত অবস্থায় অঙ্গার হাত দগ্ধ করে, শীতল হলে হাতকে করে নোংরা ॥ ৮১ ॥

অথবা এই-ই হল দুর্জনের কার্যধারা ! দুষ্টের এই কার্যরীতি অনুকরণ করে মশকে। সে প্রথমে পায়ে পড়ে, তারপর দংশন করে পিঠে, তারপর কর্ণে এক মধুর ও অস্পষ্ট গুঞ্জন করতে থাকে ; শেষে একটা ছিদ্র স্থির করে নিয়ে নির্ভয়ে সেই পথে প্রবেশ করে ॥ ৮২ ॥

দুর্জন প্রিয়ভাষী হলেও তাকে বিশ্বাস করা অনুচিত ; তার জিহ্বায় মধু কিন্তু হৃদয়ে তীব্র বিষ ! ॥ ৮৩ ॥

তারপর প্রভাতে কাক দেখতে পেল লগুড়হাতে ক্ষেত্রপতি সেই দিকেই আসছে। তাকে দেখে কাক বলল—সখে মৃগ, পা স্থির রেখে, বাতাসে উদর পূর্ণ করে, মৃতের মতো পড়ে থাকো, আমি যখন শব্দ করব তখন উঠে কোনো বিলম্ব না করে পালিয়ে যাবে। এর পর ক্ষেত্রপতি এল—মৃগকে সেই অবস্থায় দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তার নয়ন। সে বলে উঠল—আঃ নিজে থেকে মরে বসে আছ ?—এই বলে সে হরিণকে বন্ধন থেকে মোচন করে জাল গুটিয়ে ফেলতে উদ্যত হল। তখন কাকের শব্দ শুনে হরিণ তৎক্ষণাৎ উঠে পালিয়ে গেল। তাকে লক্ষ্য করে ক্ষেত্রপতি যে লগুড় নিক্ষেপ করল তাতে নিহত হল শৃগাল। (শাস্ত্রে) বলা হয়েছে—সৎ কি অসৎ কাজ যখন শেষ সীমায় পৌঁছয় তখন তিন বছরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে এমন কি তিন দিনেই মানুষ তার ফলভোগ করে ॥ ৮৪ ॥

তাই আমি (হিরণ্যক) বলছিলাম—ভক্ষ্য এবং ভক্ষকের মধ্যে প্রীতি বিপত্তিরই কারণ হয়ে ওঠে। কাক (লঘুপতনক) আবার বলল—আপনাকে ভক্ষণ করলেও আমার প্রচুর খাদ্য হবে না। আর আপনি বেঁচে থাকলে, হে নিষ্পাপ, আমি চিত্রগ্রীবের মতোই বেঁচে থাকব ॥ ৮৫ ॥

তাছাড়া, পুণ্যকর্মকারী ক্ষুদ্র প্রাণীদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস দেখা যায়। যারা সৎ, তারা স্বভাবতই সৎ--সেই স্বভাব থেকে তারা ভ্রষ্ট হন না ॥ ৮৬ ॥

আর একটি কথা—

সাধু ব্যক্তি প্রকুপিত হলেও তার মনের কোনো বিকৃতি ঘটে না, তৃণজাত অগ্নিতে[14] সাগরের জল তপ্ত করা সম্ভব নয়। ৮৭॥

হিরণ্যক বলল—তুমি চপলস্বভাব; চপলের সঙ্গে প্রীতিস্থাপন করা অনুচিত। লোকে বলে—মার্জার, মহিষ, মেষ, কাক এবং দুষ্টব্যক্তি—এরা বিশ্বাসের সূত্র ধরেই আমাদের প্রভাবিত করে। এদের বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না॥ ৮৮॥

তাছাড়া, তুমি আমাদের শত্রুপক্ষীয়। লোকে বলে—

সুদৃঢ় সন্ধির মাধ্যমেও শত্রুর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা উচিত নয়। জল সুতপ্ত হলেও অগ্নিকে নির্বাপিত করে॥ ৮৯॥

বিদ্যাগুণে অলঙ্কৃত হলেও দুর্জনকে পরিহার করা কর্তব্য। মণিতে অলঙ্কৃত হলেও সাপ কি ভয়ঙ্কর নয়॥ ৯০॥

যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হতে পারে না, যা সম্ভব তা সম্ভবই বটে। শকট কখনও জলে চলতে পারে না, নৌকাও স্থলে যেতে পারে না॥ ৯১॥

তাছাড়া, অধিক অর্থবলের সামর্থ্যে নির্ভর করে শত্রুকে বা প্রেমহীন ভার্যাকে যে বিশ্বাস করে, বুঝতে হবে তার অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে॥ ৯২॥

লঘুপতনক বলল—সব কথাই শুনলাম। তবু আমার এই সংকল্প যে আমি তোমার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হব। তা যদি না হয় তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। কারণ—

দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব মাটির পাত্রের মতো সহজেই ভেঙে যায়, তাকে আবার জোড়া দেওয়াও কঠিন; সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বর্ণপাত্রের মতো, ভাঙাও কঠিন, ভাঙলেও জোড়া দেওয়া সহজ॥ ৯৩॥

আর একটি কথা, দ্রবত্বগুণের জন্যেই বিভিন্ন ধাতুর মিলন ঘটে, অন্য নিমিত্ত হেতু মিলন ঘটে পশুপাখিদের মধ্যে; ভয়ে কিংবা কোনো লাভের আশায় মিলন হয় মূর্খদের মধ্যে আর দর্শনেই মিলন হয় সজ্জনদের॥ ৯৪॥

বন্ধুরা হলেন নারিকেলফলের মতো (বাহিরে কঠিন, ভিতরে মধুর); অন্যেরা বদরীফলের মতো—বাহিরেই সুন্দর॥ ৯৫॥

স্নেহবন্ধনের সমাপ্তি ঘটলেও সজ্জনের গুণে (ব্যবহার ইত্যাদিতে) কোনো বিকৃতি হয় না। মৃণাল দণ্ড ভেঙে গেলেও তন্তুগুলো লেগে থাকে॥ ৯৬॥

তাছাড়া, সংকল্পের শুচিতা, উদারতা, শৌর্য, সুখদুঃখে সমভাব, বিনয়, অনুরাগ ও সত্যবাদিতা—এইসব যথার্থ বন্ধুর গুণ॥ ৯৭॥

এই সব গুণে বিভূষিত তোমাকে ছাড়া আর কাকে আমি বন্ধুরূপে পাব?

তার এই সব কথা শুনে হিরণ্যক বাইরে বেরিয়ে এসে বলল—তোমার এই বচন-সুধায় আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। লোকে বলে—সুশীতল জলে স্নান, মুক্তাহার, প্রতি অঙ্গে চন্দনের অনুলেপন গ্রীষ্মতপ্ত মানুষকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারে না যেমন দিতে পারে গুণীব্যক্তিকে সজ্জনের প্রীতিপূর্ণ ভাষণ যদি তা স্নেহে উচ্চারিত, সুচিন্তাযুক্ত এবং আকর্ষণের মন্ত্রে স্নিগ্ধ হয়॥ ৯৮।

তাছাড়া, গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা, ভিক্ষাবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, অবিশ্বস্ততা এবং দ্যূতক্রীড়া—এইগুলি মিত্রের পক্ষে দূষণীয়॥ ৯৯॥

এখানে যে দোষগুলির উল্লেখ করা হল—তাদের মধ্যে একটিও তোমার নাই।

কারণ—

নৈপুণ্য ও সত্যবাদিতা বার্তালাপের মধ্যেই বোঝা যায়, কর্মশক্তি ও বিবেচনা ধরা পড়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ॥ ১০০ ॥

তাছাড়া যাদের মন স্বচ্ছ তাদের মৈত্রীর প্রকৃতিই পৃথক ; যাদের মন শাঠ্যে কলুষিত তাদের কথাবার্তা পৃথক খাতে প্রবাহিত হয় ॥ ১০১ ॥

দুর্জন মনে এক কথা ভাবে, বলে অন্য কথা, করে অন্যরকম ; যারা সজ্জন তারা মনে এক মুখে এক কাজেও এক ॥ ১০২ ॥

তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই বলে হিরণ্যক তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করল। তারপর উত্তম ভোজনে কাককে তৃপ্ত করে নিজের বিবরে প্রবেশ করল। কাকও স্বস্থানে প্রস্থান করল।

সেই দিন থেকে তারা পরস্পর খাদ্য উপহার দিয়ে, কুশল প্রশ্ন করে এবং বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন লঘুপতনক হিরণ্যককে বলল—সখে, এখানে আহার সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক বলল—কোথায় যাবে বন্ধু ? শাস্ত্রে বলেছে—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পা বাড়িয়ে দেন—অন্য পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন (অর্থাৎ স্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না পর্যন্ত অন্য পা বাড়ান না) ; পরবর্তী স্থান উত্তমরূপে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী বাসস্থান ত্যাগ করা অনুচিত ॥ ১০৩ ॥

কাক বলল—সুপরীক্ষিত একটি স্থান আছে। হিরণ্যক বলল—কোথায় সেই স্থান ? কাক বলল—দণ্ডকারণ্যে 'কর্পূরগৌর' নামে একটি সরোবর আছে ; সেখানে মন্থর নামে কচ্ছপ বাস করে—সে ধার্মিক আর আমার অনেকদিনের প্রিয় বন্ধু ! কারণ পরকে উপদেশ দিতে গিয়ে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন—মানুষের পক্ষে সহজ, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য পালন কেবল মহাত্মাদের পক্ষেই সম্ভব ॥ ১০৪ ॥

সে আমাকে উত্তম ভোজনে আপ্যায়িত করবে। হিরণ্যক বলল—তবে আমি এখানে থেকে কী করব ? কারণ—

যে দেশে মান নেই, খাদ্য-সংস্থান নেই, বন্ধু নেই, বিদ্যার্জনের কোনো সম্ভাবনা নেই সে দেশ বর্জন করা উচিত ॥ ১০৫ ॥

তাছাড়া, উপার্জনের উপায়, (শাসকের) ভয়, লজ্জা, দাক্ষিণ্য ও দান—এই পাঁচটি যেখানে নেই সেই দেশে বাস করা অসঙ্গত ॥ ১০৬ ॥

হে বন্ধু, ঋণদাতা, চিকিৎসক, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং সজলা নদী—এই চারিটি যেখানে নেই সেখানে বাস করা অনুচিত ॥ ১০৭ ॥

তাহলে আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও। তখন কাক তার বন্ধুর সঙ্গে বিচিত্র বার্তালাপ করতে করতে সেই সরোবরের নিকটে গেল। তারপর মন্থর দূর থেকে দেখতে পেয়ে লঘুপতনকের উপযুক্ত অতিথি সৎকার করে মূষিককেও আপ্যায়িত করল। কারণ—

বালক, যুবা, বা বৃদ্ধ যে-ই গৃহে আসুক তাহার সংবর্ধনা করা কর্তব্য। অতিথি সকল স্থানেই গুরুতুল্য ॥ ১০৮ ॥

কাক বলল—সখে মন্থর, বিশেষরূপে একে সংবর্ধিত করো ; কেননা, ইনি

পুণ্যকর্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ইনি দয়ার সাগর, এর নাম হিরণ্যক—ইনি মূষিকরাজ্যের রাজা। সর্পরাজ অনন্ত তার দুই সহস্র জিহ্বাতেও* এর গুণবর্ণনা শেষ করতে পারবেন না। এই বলে কাক চিত্রগ্রীবের কাহিনী বর্ণনা করল।

মন্থর পরমাদরে হিরণ্যককে সম্মানিত করে বলল—ভদ্র, এই নির্জন বনে আপনার আগমনের কারণ কী বলুন।

হিরণ্যক বলল—বলছি, শোনো।

কথা—(চার)

চম্পক নামে এক নগরীতে সন্ন্যাসীদের এক মঠ ছিল ; সেখানে চূড়াকর্ণ নামে এক সন্ন্যাসী থাকতেন। ভোজনের পরে তিনি অবশিষ্ট ভিক্ষান্ন ভিক্ষাপাত্রে কাঠের কীলকে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমোতেন। আমি লাফিয়ে উঠে প্রতিদিন সেই অন্ন খেতাম।

তারপর তার প্রিয় বন্ধু বীণাকর্ণ নামে এক সন্ন্যাসী এলেন। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে জীর্ণ এক বাঁশের লাঠি নিয়ে ভূমিতে আঘাত করতে লাগলেন। বীণাকর্ণ বললেন আমার কথায় উদাসীন হয়ে আপনি অন্য ব্যাপারে মন দিলেন কেন? চূড়াকর্ণ বললেন—বন্ধু, আমি উদাসীন নই : কিন্তু দেখো, ঐ মূষিক আমার অপকারী, পাত্রে যে ভিক্ষান্ন রাখা হয়েছে তাই প্রতিদিন লাফিয়ে এসে খেয়ে যাচ্ছে।

বীণাকর্ণ কাঠের কীলকটি দেখে বললেন—মূষিকের কত অল্প শক্তি—সে কী করে এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে। নিশ্চয় এর কোনো কারণ আছে। শাস্ত্রে আছে—

যুবতী নারী হঠাৎ তার বৃদ্ধ স্বামীকে কেশে আকর্ষণ করে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল—তারপর তাকে চুম্বন করল—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। ১০৯॥

চূড়াকর্ণ বললেন—সে আবার কী? বীণাকর্ণ বলতে লাগলেন—

কথা—(পাঁচ)

গৌড়দেশে কৌশাম্বী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে অত্যন্ত ধনী এক বণিক বাস করতেন—নাম চন্দন দাস। পরিণত বয়স হলেও ধনগর্বে এবং কামার্ততাবশতঃ তিনি লীলাবতী নামে এক বণিককন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি যৌবনবতী হলেন, দেখে মনে হত যেন কামদেবতার বিজয়বৈজয়ন্তী*৬! তখন সেই বৃদ্ধ পতি আর তাকে তৃপ্তি দিতে পারলেন না। কারণ—

হিমার্ত ব্যক্তি যেমন চন্দ্রকিরণে তৃপ্তি পায় না, ঘর্মাক্ত ব্যক্তি যেমন সূর্যকিরণে আনন্দ লাভ করে না তেমনি যে স্বামীর ইন্দ্রিয় জরাজীর্ণ তাকে নিয়েও স্ত্রীলোকের মন খুশি হয় না॥ ১১০॥

তাছাড়া, পলিতকেশ বৃদ্ধদের কামপরায়ণতা! কী অর্থ যখন স্ত্রীলোকেরা অন্যাসক্ত হয়ে তাদের ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করে॥ ১১১॥

সেই বৃদ্ধপতি কিন্তু তার স্ত্রীর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন! কারণ—ধনের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আশা প্রত্যেক মানুষের নিকটে প্রিয়—কিন্তু বৃদ্ধের নিকটে তরুণী ভার্যা তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়॥ ১১২॥

জরাগ্রস্ত ব্যক্তি বিষয় ভোগ করতে পারে না—বিষয় ত্যাগও করতে পারে না।

দন্তহীন কুকুর যেন জিহ্বা দ্বারা অস্থি লেহন করে—(ফেলেও দিতে পারে না) ॥ ১১৩ ॥

এদিকে সেই লীলাবতী যৌবনের দর্পে বংশের মর্যাদা লঙ্ঘন করে কোনো-এক বণিকপুত্রের প্রেমাসক্ত হল। কারণ—স্বাতন্ত্র্য, পিতৃগৃহে বাস (বিবাহের পরে) উৎসবের সমাবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা, পুরুষের সামীপ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন, দলের সংসর্গ, বিদেশে বাস, দুশ্চরিত্রা নারীদের সংসর্গ, নিজের সঙ্গত বৃত্তির অবিরাম ক্ষতি, স্বামীর বার্ধক্য তার ঈর্ষা অথবা বিদেশে তার অনুপস্থিতি—এইগুলোই স্ত্রীলোকের চরিত্রহানির কারণ ॥ ১১৪ ॥

তাছাড়া, মদ্যপান, অসৎসংসর্গ, পতিবিরহ, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো, অন্যের গৃহে বাস, নিদ্রা—এই ছয়টি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ ডেকে আনে ॥ ১১৫ ॥

* * * *

নারী নিত্যচপল, দেবগণও একথা জানেন; তারাই সুখী যাদের নারী সুরক্ষিত ॥ ১১৮ ॥

নারীদের অপ্রিয় কেউ নেই, তাদের প্রেমের পাত্রও কেউ নেই। গরু যেমন নিত্য-নূতন তৃণভোজনে উৎসুক হয়—তারাও নূতন নূতন পুরুষ কামনা করে ॥ ১১৯ ॥

নারী যেন ঘৃতের পাত্র, আর পুরুষ যেন তপ্ত অঙ্গার। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত এবং অগ্নি একটি স্থানে রাখা সঙ্গত নয় ॥ ১২০ ॥

তাছাড়া—লজ্জা নয়, বিনয় নয়, দাক্ষিণ্য নয়, ভীরুতা নয়—কামনার অভাবই স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষার মূলে ॥ ১২১ ॥

পিতা রক্ষা করেন কৌমারে, যৌবনে রক্ষা করেন স্বামী, বার্ধক্যে রক্ষা করে পুত্র—স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নয় ॥ ১২২ ॥

একদিন লীলাবতী রত্নাবলীর কিরণে শয্যায় সুখে উপবেশন করে বণিকপুত্রের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত ছিল এমন সময় সেখানে অভাবিতরূপে উপস্থিত হলেন তার স্বামী। স্বামীকে আসতে দেখে সে সহসা উঠে দাঁড়াল, তারপর কেশে আকর্ষণ করে তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল—তারপর তাকে চুম্বন করল। এই অবসরে সেই উপপতিও পলায়ন করল। একথা বলা হয়েছে—

শুক্রাচার্য[১৭] যে বিদ্যা জানেন—সেই সমস্তই একত্র নারীদের স্ত্রীবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১২৩ ॥

কুট্টনী[১৮] কাছেই ছিল। এই আলিঙ্গন দেখে সে ভাবল—এই নারী অকস্মাৎ তার পতিকে আলিঙ্গন করেছে (এর কী কারণ ?)। সেই কারণ যখন সে জানতে পারল তখন লীলাবতীকে গোপনে কিছু দণ্ড দিতে হয়েছিল।[১৯]

এই জন্যেই আমি বলছিলাম—যুবতী নারী হঠাৎ তার বৃদ্ধপতিকে চুম্বন করল—এর একটা কারণ থাকবেই। এক্ষেত্রে মূষিকের শক্তি পুষ্ট হচ্ছে—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সেই পরিব্রাজক বলল—এর কারণ, এখানে প্রচুর ধন রয়েছে। কারণ—

এই পৃথিবীতে ধনবান লোক সর্বত্র সকল সময়েই বলবান। রাজাদেরও প্রভুত্বের মূলে রয়েছে ধন ॥ ১২৪ ॥

তারপর সে খন্তা নিয়ে গর্ত খনন করল এবং আমার চিরসঞ্চিত ধন নিয়ে গেল।

তারপর থেকে আমি শক্তিহীন হয়ে পড়লাম; উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে আমি

নিজের খাদ্যসংগ্রহেও অক্ষম হলাম। একদিন আমি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে খাচ্ছি এমন সময়ে আমাকে চূড়াকর্ণ দেখতে পেল। সে বলল—

এসংসারে মানুষ ধনেই বলবান হয়। ধন থাকলেই লোকে তাকে পণ্ডিত মনে করে। দেখো, এই দুষ্ট মূষিক স্বজাতীয় অন্যান্যদের সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে ॥ ১২৫ ॥

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও যদি অর্থহীন হয় তবে তার সমস্ত কাজই গ্রীষ্মকালের ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয় ॥ ১২৬ ॥

তাছাড়া, যার অর্থ আছে তারই বন্ধু থাকে, যার অর্থ আছে তারই আত্মীয় থাকে। যার অর্থ আছে—সে-ই সংসারে মানুষ বলে গণ্য হয়, যার অর্থ আছে তাকেই সকলে পণ্ডিত মনে করে ॥ ১২৭ ॥

আর একটি কথা, যে পুত্রহীন তার গৃহ শূন্য—যার কোনো ভাল বন্ধু নেই তারও গৃহ শূন্য; যে মূর্খ তার সমস্ত দিক শূন্য আর যে দরিদ্র তার সমস্তই শূন্য ॥ ১২৮ ॥

সেই ইন্দ্রিয় আগের মতোই অক্ষত, আগের মতোই নাম, আগের মতোই বুদ্ধি অক্ষুন্ন, কথাও আগের মতোই—সেই পুরুষই যদি অর্থের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত হয় তবে তাকে মুহূর্তের মধ্যেই অন্য মানুষ বলে মনে হতে থাকে। —এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! ॥ ১২৯ ॥

এই এক কথা শুনে আমি ভেবে দেখলাম—এখন আমার আর এখানে থাকা ঠিক নয়, আর এই ব্যাপারটি অন্যের নিকটে ব্যক্ত করা—তাও ঠিক নয়। কারণ—

অর্থনাশ, মনের দুঃখ, গৃহের কোনোরকম দুষ্ক্রিয়া, বঞ্চনা বা অপমানের কথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও প্রকাশ করেন না ॥ ১৩০ ॥

তাছাড়া, আয়ুষ্কাল, অর্থের পরিমাণ, পারিবারিক গোপন তথ্য, মন্ত্র, স্ত্রীসঙ্গম, ঔষধ, তপস্যা, দান এবং নিজের অপমান—এই নয়টি বিষয় সযত্নে গোপন রাখতে হয় ॥ ১৩১ ॥

লোকে বলে, ভাগ্য যখন অত্যন্ত প্রতিকূল, পরিশ্রম ও পৌরুষ যখন ব্যর্থ তখন দরিদ্র মনস্বী ব্যক্তি অরণ্য ছাড়া আর কোথাও সুখ খুঁজে পাবেন? ॥ ১৩২ ॥

দেখো, মনস্বী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু নীচতা আশ্রয় করেন না। অগ্নি নিভে যায় কিন্তু শীতল হয় না ॥ ১৩৩ ॥

আরও দেখো, পুষ্পস্তবকের মতোই মনস্বী ব্যক্তির দুইটি কর্মধারা—হয় মস্তকে অবস্থান নয় অরণ্যে ঝরে-পড়া ॥ ১৩৪ ॥

এখানে ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ হবে অত্যন্ত নিন্দনীয়—কারণ অর্থহীন ব্যক্তি বরং নিজের দেহদান করে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেন, তবু কদাচারভ্রষ্ট হীন ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করেন না ॥ ১৩৫ ॥

দারিদ্র্য থেকেই মানুষের লজ্জা, লজ্জায় অভিভূত হয়ে সে মানসিক শক্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়, মানসিক শক্তি না থাকলে সর্বত্র পরাজয়, পরাজয় থেকে ক্ষোভ। ক্ষোভ থেকে শোক, শোকগ্রস্ত মানুষকে বুদ্ধিও ত্যাগ করে, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সর্বনাশের পথে অগ্রসর হয়! হায়, ধনহীনতা সকল আপদের মূল! ॥ ১৩৬ ॥

আরও একটি কথা, মৌন ভালো; কিন্তু মিথ্যাভাষণ ভালো নয়, পুরুষের পক্ষে ক্লৈব্য ভালো কিন্তু পরদারগমন অন্যায়; মৃত্যু ভালো কিন্তু দুষ্টবাক্যে অভিরুচি নয়,

ভিক্ষান্ন ভক্ষণও বাঞ্ছনীয় কিন্তু পরধনের আস্বাদন-সুখ পরিত্যাজ্য ॥ ১৩৭ ॥

দুষ্ট ষাঁড় থাকা অপেক্ষা শূন্য গোশালাও ভালো, অবিনীত কুলবধূ অপেক্ষা গণিকাস্ত্রীও ভালো; অবিবেকী রাজার শাসনে থাকা অপেক্ষা অরণ্যবাসও ভালো; হীন ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও ভালো ॥ ১৩৮ ॥

দাসত্ববৃত্তি যেমন সকল মানসম্পদ নষ্ট করে, জ্যোৎস্না যেমন অন্ধকার হরণ করে, জরা যেমন সৌন্দর্যকে তিরোহিত করে, বিষ্ণু ও শিবের কথা যেমন পাপনাশ করে, ভিক্ষাবৃত্তি তেমন হরণ করে শতশত গুণ ॥ ১৩৯ ॥

এইভাবে চিন্তা করে (আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম) আমি কি তবে পরান্নে জীবিকা নির্বাহ করব? কী কষ্ট—এও তো মৃত্যুর দ্বিতীয় দ্বার!

পল্লবগ্রাহী বিদ্যা, অর্থের বিনিময়ে সঙ্গমসুখ, পরের অধীন ভোজন—এই তিনটি পুরুষের পক্ষে বিড়ম্বনা ॥ ১৪০ ॥

রোগী, দীর্ঘপ্রবাসী, পরান্নভোজী এবং পরগৃহশায়ী—এইরূপ ব্যক্তি যে জীবন ধারণ করে তাই তার কাছে মরণতুল্য, এমন ব্যক্তির যে মরণ তা-ই তার বিশ্রাম ॥ ১৪১ ॥

এইরূপ আলোচনা করেও আমি লোভের বশবর্তী হয়ে আর অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হলাম। শাস্ত্র বলেছে—

বুদ্ধি বিচলিত হয় লোভে, লোভ থেকেই তৃষ্ণার জন্ম, তৃষ্ণার্ত দুঃখভোগ করে ইহলোকে এবং পরলোকে ॥ ১৪২ ॥

যখন আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন বীণাকর্ণ আমাকে জীর্ণ বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। আমি ভাবলাম—যে লুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট সে নিজের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ—যার মন সন্তুষ্ট তারই তো সমস্ত সম্পদ! পাদুকায় যার চরণ আবৃত সমস্ত পৃথিবীই তো তার কাছে চর্মে আবৃত ॥ ১৪৩ ॥

আরও একটি কথা।

শান্তচিত্ত যে সব মানুষ সন্তোষের অমৃতপানে তৃপ্ত তারা যে সুখ উপভোগ করেন সেই সুখ তাদের কোথায় যারা ধনলুব্ধ হয়ে এখানে ওখানে ছুটে বেড়ান? ॥ ১৪৪ ॥

তাছাড়া,

তিনিই সব কিছু পড়েছেন, শুনেছেন এবং অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করেছেন যিনি সমস্ত কামনা বর্জন করে সন্তোষের আশ্রয় নিয়েছেন ॥ ১৪৫ ॥

দুর্লভ সে মানুষের জীবন সত্যিই ধন্য যে জীবনে ধনীর দুয়ারে ধর্না দিতে[২০] হয়নি, যে জীবনে বিরহ-ব্যথা সহ্য করতে হয় নি আর যে জীবনে অসহায়ের উক্তি নেই ॥ ১৪৬ ॥

তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত ব্যক্তির পক্ষে একশত যোজনও কোনো দূরত্ব নয়। যিনি সন্তুষ্ট তার হস্তে প্রাপ্ত বস্তুর প্রতিও কোনো আদর থাকে না ॥ ১৪৭ ॥

সুতরাং এই অবস্থায় কী করণীয় তার আলোচনা করা ভালো। ধর্ম কী? সর্বভূতে দয়া; সুখ কী? নীরোগিতা। স্নেহ কী? সদ্‌ভাব। পাণ্ডিত্য কী? নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত[২১] ॥ ১৪৮ ॥

কারণ, বিপদ উপস্থিত হলে স্থির সিদ্ধান্ত পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। যারা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারেন না তাদের বিপদ পদে পদে ॥ ১৪৯ ॥

তাছাড়া—

বংশের রক্ষায় একজনকে ত্যাগ করা উচিত, গ্রামের স্বার্থে বংশত্যাগ প্রয়োজন ; নগরের রক্ষায় গ্রামকে বর্জন করাই উচিত ; পৃথিবী ত্যাগ করেও আত্মরক্ষা করা সঙ্গত ॥ ১৫০ ॥

আরও দেখো,

সহজে (বিনা আয়াসে)-লব্ধ পানীয় জল আর যে অন্নের সঙ্গে ভয় জড়িত—এই দুইটির মধ্যে বিবেচনা করলে আমার মনে হয় যেখানে স্বস্তি তাই ভালো ॥ ১৫১ ॥

এই কথা ভেবে আমি নির্জন বনে চলে এলাম। কারণ—

যেখানে ব্যাঘ্র এবং বৃহৎ হস্তী বাস করে, যেখানে বৃক্ষ বাসগৃহ, পক্ব ফল এবং জলই খাদ্য—যেখানে তৃণরাশি শয্যা এবং বল্কল পরিধেয়—সেই বনও ভালো তবু আত্মীয়দের মধ্যে দরিদ্র জীবন বাঞ্ছনীয় নয় ॥ ১৫২ ॥

আমার পুণ্যফলে এই বন্ধুর (লঘুপতনক) স্নেহসম্পর্কের দ্বারা আমি অনুগৃহীত হয়েছি ; সেই পুণ্যক্রমেই আজ আপনার (মন্থর) আশ্রয় পেলাম—এ তো আমার পক্ষে স্বর্গ। কারণ—

সাংসারিক অস্তিত্ব একটি বিষবৃক্ষের তুল্য, এই বৃক্ষের দুটি মাত্র ফল মধুর—কাব্যামৃতরসের আস্বাদন আর সজ্জনের সঙ্গে মৈত্রী ॥ ১৫৩ ॥

মন্থর বলল—অর্থ পদধূলির মতোই ক্ষণস্থায়ী, যৌবন পার্বত্য নদীর গতিতে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে যায়, আয়ু অস্থির জলবিন্দুর মতো চঞ্চল। (এই যখন অবস্থা) তখন যে বিচারবুদ্ধিহীন হয়ে স্বর্গদ্বারের অর্গল মোচনে সক্ষম ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করে না, সে জরাগ্রস্ত হয়ে অনুতাপে ক্লিষ্ট হয়ে দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে ॥ ১৫৪ ॥

আপনি অতিসঞ্চয় করেছিলেন, এই কুফল তারই জন্যে।

শুনুন—

সঞ্চিত অর্থের দানই সঞ্চয়—সরোবরে জল রক্ষার জন্যেই যেমন বহিঃপ্রণালীর[২২] প্রয়োজন হয় ॥ ১৫৫ ॥ কারণ,—

যে কৃপণ মাটিতে গর্ত খনন করে নীচে অর্থ সঞ্চয় করে তাকেও মাটির নীচে যাবার জন্যে (অর্থাৎ নীচের সদৃশ হবার জন্যে) আগেই পথ নির্মাণ করতে হয় ॥ ১৫৬ ॥

তাছাড়া,

যে নিজেকে সুখ থেকে বঞ্চিত করে ধন সংগ্রহ করতে চায়, সে অন্যের জন্যে ভারবাহী ব্যক্তির মত দুঃখভাগী ॥ ১৫৭ ॥

আর একটি কথা—

দান নেই, উপভোগ নেই এমন ধনেও যদি কেউ ধনী বলে সম্মানিত হয় তবে সেই ধনেই আমরা কেন নিজেদের ধনী বলে মনে করব না ? ॥ ১৫৮ ॥

তাছাড়া,

উপভোগ করা হয় না বলেই কৃপণের ধন অন্য সকলের সাধারণ সম্পদ ; ধন হারিয়ে যাবার পর তার যে দুঃখ হয় শুধু তাতেই বোঝা যায়—এ ধন তার ॥ ১৫৯ ॥

মধুর বাক্য, সম্মিলিত দান, অহঙ্কারহীন বিদ্যা, ক্ষমাযুক্ত বীরত্ব এবং দানে ব্যয়িত অর্থ—এই চারিটি সংসারে দুর্লভ ॥ ১৬০ ॥

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

নিত্য সঞ্চয় করা উচিত, কিন্তু অতিসঞ্চয় করা অসঙ্গত ; সঞ্চয়শীল সেই শৃগাল তো অতি সঞ্চয় করতে গিয়েই ধনুকে আহত হয়ে প্রাণ দিল ॥ ১৬১ ॥

তারা দুজনে (কাক ও মূষিকরাজ হিরণ্যক) বলে উঠল—

সে আবার কী ?

মন্থর বলতে শুরু করল—

কথা—(ছয়)

কল্যাণনগরে এক ব্যাধ বাস করত—তার নাম ভৈরব। একদিন সে পশুর সন্ধানে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করল। সেখানে সে এক মৃগকে বধ করে তাকে নিয়ে যেতে যেতে এক ভীষণাকৃতি শূকরকে দেখতে পেল। তখন সে হরিণটিকে মাটিতে রেখে শূকরটিকে শরবিদ্ধ করল। শূকরও ভীষণ গর্জন করে ছুটে এসে ব্যাধকে আঘাত করল আর ব্যাধও ছিন্ন বৃক্ষের মতো মাটিতে পড়ে গেল।

কারণ,

জল, অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, ক্ষুধা, রোগ, পর্বত থেকে পতন—এর যে-কোনো একটি নিমিত্তের সঙ্গে যোগ ঘটলেই প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ১৬২ ॥

তারপর তাদের (শূকর ও ব্যাধের) পায়ের আস্ফালনে একটি সর্পের মৃত্যু হল। তারপর শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে দীর্ঘরাব নামে এক শৃগাল সেইখানে এসে দেখতে পেল—হরিণ, ব্যাধ, সর্প ও শূকর মরে পড়ে আছে। সে ভাবল আজ আমার এক বিরাট ভোজ !—একথা ঠিক যে—

অভাবিত দুঃখ যেমন প্রাণীদের কাছে উপস্থিত হয়, মনে হয় সুখও সেই ভাবেই আসে। আসলে দৈবই এখানে বলবান ॥ ১৬৩ ॥

যা হোক, এদের মাংসে তিন মাস আমার আরামে চলে যাবে।—

মানুষটার মাংসে আমার এক মাস যাবে ; হরিণ আর শূকরের মাংসে যাবে দুমাস, সাপের মাংসে একদিন ; আজ ধনুকের ছিলা খেয়েই থাকি ॥ ১৬৪ ॥

তাহলে, প্রথম ক্ষুধায় এই ধনুকে লগ্ন, স্বাদহীন, স্নায়ুতে-তৈরি ছিলা খাই। এই বলে সে তাই করল। তখন হঠাৎ স্নায়ুর ছিলা ছিঁড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে এসে সেই ধনু বিদ্ধ হল শৃগালের বুকে।

শৃগালের মৃত্যু হল। তাই বলছিলাম—নিত্যসঞ্চয় ভালো কিন্তু অতি সঞ্চয় ভালো নয়। কারণ—

ধনী যে দান করে অথবা ভোগ করে তা-ই তার ধন ; তার মৃত্যুর পরে অন্যেরা এসে তার ভার্যা ও ধন নিয়ে খেলা করে ॥ ১৬৫ ॥

সেই তো আপনার ধন যা আপনি যোগ্য ব্যক্তিকে দান করেন অথবা দিনে দিনে ভোগ করেন—অবশিষ্ট যা কিছু তা আপনি অন্যের জন্যে সঞ্চয় করেন ॥ ১৬৬ ॥

যা হোক ; অতীত বিষয়ের আলোচনায় লাভ নেই। কারণ—

পরিণতবুদ্ধি পণ্ডিতগণ অপ্রাপ্যকে লাভ করতে চান না—যা নষ্ট তা নিয়ে তারা শোক করেন না, বিপদের মধ্যেও তারা মুহ্যমান হন না ॥ ১৬৭ ॥

সুতরাং সর্বদাই আপনার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রাখুন। শাস্ত্র পাঠ করেও লোকে মূর্খ থাকে, যে জ্ঞানকে কাজে প্রয়োগ করতে পারে সে-ই জ্ঞানী। ঔষধ সুচিন্তিত

হলেও নাম উচ্চারণমাত্রে রুগ্ণকে নীরোগ করে না ॥ ১৬৮ ॥

তাছাড়া,

যে নিজে কিছুমাত্র পরিশ্রমে বিমুখ, কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা কিছু করতে পারে না। অন্ধের করতলে প্রদীপ রাখলেও সেই প্রদীপ কোনো পদার্থই আলোকিত করে না ॥১৬৯॥

সখে, এই পরিবর্তিত দশায় আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে। এ কাজটিও অতি কঠিন বলে মনে করবেন না। কারণ—"রাজা, কুলবধূ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও মানুষ স্তন, দাঁত, নখ—এরা স্থানভ্রষ্ট হলে আর শোভা পায় না" ॥ ১৭০ ॥

এই কথা মনে রেখে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও নিজের স্থান ত্যাগ করবেন না। এটি কাপুরুষের উক্তি। কেননা,

সিংহ, সৎপুরুষ, হস্তী—স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যায়, কাক, কাপুরুষ হরিণ—এরা নিজের স্থানেই প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৭১ ॥

যিনি মনস্বী বীর তার কাছে কোন্‌টি স্বদেশ কোন্‌টিই বা বিদেশ? তিনি যে দেশে যান সেই দেশই বাহুবলে জয় করেন; সিংহ যে বনে প্রবেশ করে—তার অস্ত্র থাকে দন্ত, নখ এবং পুচ্ছ—এরই বলে সে সেখানে হস্তী নিধন করে তার রক্তে তৃষ্ণা দূর করে ॥১৭২॥

কূপ বা দীঘিকে[১৩] যেমন মণ্ডূক আশ্রয় করে, পূর্ণ সরোবরকে যেমন পাখিরা আশ্রয় করে, সমস্ত সম্পদ তেমনি যেন অসহায়ভাবেই উদ্যোগী মানুষের নিকটে আত্মসমর্পণ করে ॥ ১৭৩ ॥

আর একটি কথা—

সুখ এলে তাকে যেমন অভ্যর্থনা করতে হবে দুঃখকেও সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। সুখ ও দুঃখ চক্রের মতো পরিবর্তিত হয়ে থাকে ॥ ১৭৪ ॥

আরও একটি কথা—

উৎসাহী, কর্মনিপুণ, কর্মবিধি যিনি জানেন, কোনোরূপ ব্যসনে অনাসক্ত, যিনি বীর, কৃতজ্ঞ, বন্ধুত্বে যিনি অচল—এমন পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয়ের জন্যে বরণ করেন ॥ ১৭৫ ॥

বিশেষতঃ—

বীরপুরুষ অর্থহীন হয়েও বহুমানযুক্ত উন্নত পদের অধিকারী হয়ে থাকে, কৃপণ অর্থবান হলেও হয় উপেক্ষার পাত্র। কুকুরের কণ্ঠে স্বর্ণমালা পরালেও কি সে সিংহের মহিমা লাভ করতে পারে? এই মহিমা তো স্বাভাবিক সম্পদ—কতকগুলি সদ্‌গুণের বিনিময়েই তা লাভ করা সম্ভব! ॥ ১৭৬ ॥

যখন তুমি ধনের অধিকারী তখন কেন গর্বিত হবে? আর যখন ধন থাকবে না তখন কেন বিষন্ন হবে? মানুষের ভাগ্যের উত্থান ও পতন হস্তোৎক্ষিপ্ত কন্দুকের[২] মতো ॥ ১৭৭ ॥

মেঘের ছায়া, দুষ্টের প্রীতি, নূতন শস্য, নারী, যৌবন ও ধন—কিছুকালের জন্যেই উপভোগ্য ॥ ১৭৮ ॥

জীবিকার জন্যে অত্যন্ত অধিক চেষ্টার প্রয়োজন নেই—কারণ তা বিধাতাই সৃষ্টি করে রেখেছেন। সন্তান গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরই মাতৃস্তন দুগ্ধধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ॥ ১৭৯ ॥

সখে, আরও দেখো—

যিনি হাঁসকে শুক্লবর্ণে,[২৫] শুককে সবুজে সাজিয়েছেন—যিনি ময়ূরকে বিচিত্রিত করেছেন, তিনিই তোমার জীবিকার ব্যবস্থা করবেন ॥ ১৮০ ॥

আরও শোনো, ভালোর রহস্যকথা[২৬]—

অর্থ অর্জনকালে দুঃখ দেয়, বিপদে (অভাবের জন্যেই) মনস্তাপ সৃষ্টি করে, সম্পদকালে মোহের সৃষ্টি করে—তবে অর্থকে সুখদাতা বলব কেন ? ১৮১ ॥

ধর্মের জন্যে যিনি অর্থসংগ্রহে ইচ্ছুক তার পক্ষে সেই ইচ্ছা দমন করাই ভালো। পঙ্কিল হলে তাতে প্রক্ষালনের চেয়ে দূরে থেকে সেই পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত ॥ ১৮২ ॥

কারণ—

আকাশে যেমন পাখিরা আমিষ (খাদ্য) ভক্ষণ করে, পশুরা মর্তে এবং কুমির জলে ভক্ষণ করে তেমনি ধনী সর্বত্র তার খাদ্য লাভ করে ॥ ১৮৩ ॥

প্রাণীদের যেমন মৃত্যু থেকে ভয়—

তেমনি, রাজা, জল, অগ্নি, চোর স্বজন প্রভৃতি থেকে ধনীদের নিত্য ভয় বর্তমান ॥ ১৮৪ ॥

তাছাড়া—

এই ক্লেশবহুল জীবনে এর চেয়ে আর বড়ো দুঃখ কী থাকতে পারে যে ইচ্ছে মতো সম্পদ্ লাভ করা যায়না—ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয়না ॥ ১৮৫ ॥

দেখো, আর একটি কথাও শোনো—

ধনলাভ অত্যন্ত কঠিন ; লব্ধ ধনকেও অতি কষ্টে রক্ষা করতে হয়, আর নষ্ট হলে তার দুঃখ মৃত্যুর মতো। তাই এ বিষয়ে চিন্তা অনুচিত ॥ ১৮৬ ॥

তৃষ্ণা ত্যাগ করলে কে দরিদ্র হয় আর কে-ই বা ধনী হয়ে থাকে ? কিন্তু এই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিলে কপালে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না ॥ ১৮৭ ॥ তাছাড়া,

লোকে যা কামনা করে (প্রাপ্তির পরে) সেই কামনা অন্যত্র অগ্রসর হয়। তাকেই যথার্থ পাওয়া বলে যা পেলে কামনা নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮৮ ॥

এ বিষয়ে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে এখানেই আমার সঙ্গে থাকো। কারণ,

মহাত্মাদের মৈত্রী চিরস্থায়ী, তাঁদের ক্রোধ উদয়মাত্র বিলীন হয়—, দান করে তারা নিঃস্ব হন না ॥ ১৮৯ ॥

এই কথা শুনে লঘুপতনক বলল—মন্থর, তুমি ধন্য। তোমার গুণাবলী সব দিক থেকেই প্রশংসার যোগ্য। কারণ—

সৎপুরুষেরাই সৎপুরুষদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ। হস্তী পঙ্কে মগ্ন হলে, হস্তীই সেই পঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে ॥ ১৯০ ॥

যার কাছ থেকে প্রার্থী বা শরণাগতেরা আশায় ব্যর্থ হয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না—শুধু সে-ই পৃথিবীতে প্রশংসার যোগ্য, মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম, সে-ই সৎপুরুষ এবং সে-ই ধন্য ॥ ১৯১ ॥

তারপর তারা (তিন বন্ধু—লঘুপতনক, হিরণ্যক ও মন্থর) ইচ্ছেমতো ঘুরে ফিরে প্রসন্নচিত্তে ও সুখে বাস করতে লাগল।

তারপর একদিন এক হরিণ (কোন কারণে) ভয় পেয়ে সেখানে এসে মিলিত হল—তার নাম চিত্রাঙ্গ। তারপর ভয়ের কারণ পেছনে আসছে ভেবে মন্থর জলে

প্রবেশ করল, মূষিক গর্তে প্রবেশ করল, কাক উড়ে গিয়ে বৃক্ষচূড়ায় বসল। লঘুপতনক দূরে তাকিয়ে দেখল, ভয়ের হেতু কিছু আসছে না। পরে তার কথা অনুযায়ী সকলেই সেখানে এসে বসল।

মন্থর বলল—ভালো কথা, হে মৃগ তোমাকে স্বাগত জানাই। এখানে ইচ্ছেমতো জলপান ও খাদ্য গ্রহণ করো ; এই বনে তুমি বাস করো, বন তোমাকে প্রভু হিসেবে লাভ করুক। চিত্রাঙ্গ বলল—ব্যাধের ভয়ে আমি এখানে এসে তোমাদের শরণাগত হয়েছি। আমি তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করি।

হিরণ্যক বলল—সখে, বন্ধুত্বের কথা যদি বল আমাদের সঙ্গে সেই বন্ধুত্ব তুমি বিনা চেষ্টাতেই লাভ করেছ। কারণ—

বন্ধু চার প্রকার—রক্তের সম্পর্কে, পারিবারিক সূত্রে ; বংশানুক্রমে অথবা বিপদ থেকে রক্ষিত কোনো ব্যক্তি ॥ ১৯২ ॥

সুতরাং তুমি এখানে নিজের বাড়ি মনে করে[২৭] থাকো। সে কথা শুনে মৃগ আনন্দে ইচ্ছেমতো আহার করে, জল পান করে জলের নিকবর্তী তরুর ছায়ায় বসল। তখন মন্থর বলল—

সখে, এই নির্জন বনে কে তোমাকে ভয় দেখিয়েছে ?
এখানে কি ব্যাধের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

মৃগ বলল—

কলিঙ্গ দেশে রুক্মাঙ্গদ নামে রাজা আছেন। দিগ্বিজয়-উপলক্ষ্যে তিনি এসে চন্দ্রভাগানদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছেন। কাল প্রভাতে তিনি কর্পূরসরোবরের কাছে এসে থাকবেন।—এই রকম একটা জনরব ব্যাধদের মুখে শোনা গেছে। সুতরাং এখানেও প্রভাতে থাকাটা ভয়জনক। তাই সময়মতো যা কর্তব্য তা করো।

এ কথা শুনে কচ্ছপ সভয়ে বলল—অন্য একটি জলাশয়ে যাব। কাক এবং মৃগ বলল—তাই হোক। কিন্তু হিরণ্যক হেসে বলল—অন্য জলাশয়ে গেলে মন্থর ভালোই থাকবে। কিন্তু স্থলে যাবার সময় রক্ষার কী উপায় ? কারণ—

জল জলজন্তুদের শ্রেষ্ঠ বল ; দুর্গবাসীদের পক্ষে দুর্গ, পশু এবং অন্য প্রাণীদের পক্ষে নিজেদের বাসস্থান আর রাজার শ্রেষ্ঠ শক্তি তার মন্ত্রী ॥ ১৯৩ ॥

সখে লঘুপতনক ! এই উপদেশে (মন্থরের) সেই রকম ফলই ফলবে—কারণ—

নিজের চোখে স্ত্রীর স্তনমুকুল[২৮] পীড়িত হতে দেখে বণিক্‌পুত্র যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন—তোমাদেরও তাই হবে ॥ ১৯৪ ॥

তারা বলল—সে আবার কী ?

হিরণ্যক বলল—

কথা—(সাত)

কান্যকুব্জে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বীরপুর নামক নগরের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন এক রাজপুত্রকে—তার নাম তুঙ্গবল।

এই রাজপুত্র অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং তরুণ ; তিনি একদিন নিজের নগরে ভ্রমণ করতে করতে এক তরুণ বণিকের যৌবনবতী স্ত্রীকে দেখতে পেলেন—নাম লাবণ্যবতী।

প্রাসাদে ফিরে এসে স্মরাহত চিত্তে তার জন্যে এক দূতী পাঠালেন। কারণ—

মানুষ ততক্ষণই ধর্মপথে চলে, ইন্দ্রিয় শাসন করতে পারে, লজ্জা বোধ করে এবং বিনয় অবলম্বন করে, যতক্ষণ না লীলাবতী সুন্দরীদের আকর্ণ বিস্তৃত কৃষ্ণ পক্ষ্মযুক্ত ভ্রূধনু থেকে নিক্ষিপ্ত, ধৈর্যশালী কটাক্ষশরগুলি তার বক্ষে এসে না পড়ে ॥ ১৯৫ ॥

সেই লাবণ্যবতীও তাঁকে দেখার পর থেকে কামশর-জর্জরিত হৃদয়ে তার কথাই ভাবছিল। লোকে বলে —

অবিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, মায়া, ঈর্ষা, অতিরিক্ত লোভ, সদ্‌গুণাভাব অশুভ চিন্তা—এইগুলি স্ত্রীলোকের স্বভাবজাত দোষ ॥ ১৯৬ ॥

দূতীর কথা শুনে লাবণ্যবতী বললেন—আমি পতিব্রতা রমণী, কেমন করে পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হব? কেননা,

তাঁকেই ভার্যা বলে যিনি গৃহকর্মে নিপুণা; তিনিই ভার্যা যিনি সন্তানবতী; তিনিই ভার্যা যিনি পতিপ্রাণা; তিনিই ভার্যা, একমাত্র পতিই যার ধ্যান ॥ ১৯৭ ॥

যাঁর প্রতি স্বামী তুষ্ট নন তিনি ভার্যা নন; নারীদের স্বামী তুষ্ট হলে সকল দেবতাই তুষ্ট হয়ে থাকেন ॥ ১৯৮ ॥

সুতরাং আমার প্রাণেশ্বর আমাকে যা আদেশ করবেন কোনো প্রশ্ন না করেই আমি তা পালন করব। দূতী বলল—এই কী সত্য? লাবণ্যবতী বলল এই ধ্রুব সত্য। তখন দূতী গিয়ে তুঙ্গবলের কাছে সব কথা নিবেদন করল। তা শুনে তুঙ্গবল বললেন—তার স্বামী তাকে এনে আমার কাছে সমর্পণ করবেন, কেমন করে তা সম্ভব? দূতী বলল—উপায় বার করুন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৌশলে যা করা যায়, শক্তি প্রকাশে তা সম্ভব নয়। পঙ্কিল পথে যেতে যেতে শৃগাল এক হাতিকে বধ করেছিল ॥ ১৯৯ ॥

রাজপুত্র প্রশ্ন করলেন—তার মানে?

দূতী বলতে শুরু করল—

কথা—(আট)

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামক এক হাতি থাকত। তাকে দেখে শৃগালেরা ভাবল—যদি কোনরকমে এই হাতির মরণ হয়—তাহলে এর দেহে আমাদের চার মাসের ইচ্ছেমতো ভোজন চলবে। সেখানে এক বৃদ্ধ শৃগাল প্রতিজ্ঞা করল—আমি বুদ্ধি-প্রভাবে এর মৃত্যু ঘটাব।

তারপর সেই ধূর্ত শৃগাল কর্পূরতিলকের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল—অনুগ্রহ করে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

হাতি বলল—কে তুমি, কোথা থেকে এসেছ?

সে বলল—আমি এক (সামান্য) শৃগাল। বনবাসী সমস্ত পশু মিলিত হয়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। যেহেতু রাজা বিনা থাকা সঙ্গত নয়, সেইজন্যে আপনিই এই বনরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন প্রভুত্বের সমস্তগুণেই আপনি বিভূষিত। কেননা,

যিনি বংশ, আভিজাত্য এবং আচারে অত্যন্ত শুদ্ধ—যিনি বীর, ধার্মিক ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ—তিনি পৃথিবীতে রাজপদের যোগ্য ॥ ২০০ ॥

তাছাড়া,

প্রথমে রাজা চাই, তারপর ভার্যা, তারপর ধন।

এই পৃথিবীতে যদি রাজা না থাকে তবে কোথায় ভার্যা আর কোথায় ধন? ॥ ২০১ ॥

আর একটি কথা,

মেঘের মতোই রাজা প্রাণীদের আশ্রয়। বৃষ্টির অভাবে জীবন ধারণ সম্ভব, কিন্তু রাজার অভাবে তা সম্ভব নয় ॥ ২০২ ॥

আরও দেখুন—

এই পরস্পর-নির্ভর সংসারে শাস্তির ভয়েই মানুষ কর্তব্যের সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখে; সৎ স্বভাবের মানুষ দুর্লভ; শাস্তির ভয়েই সদ্‌বংশজাতা নারী তার স্বামী কৃশ, বিকল, রুগ্ন বা নির্ধন হলেও তার প্রতিই বিশ্বস্তা থাকে ॥ ২০৩ ॥

এখন শুভলগ্ন যাতে উত্তীর্ণ না হয় সেভাবে আমার সঙ্গে সত্বর আসুন। —এই বলে সে উঠে চলতে শুরু করল।

রাজ্যলোভে আকৃষ্ট কর্পূরতিলকও শৃগালদর্শিত পথে যেতে যেতে মহাপঙ্কে পতিত হল। তখন হাতি বলল সখে শৃগাল, এখন কী করি? পাঁকে পড়ে আমি মরতে চলেছি—একবার পেছন ফিরে দেখো। শৃগাল হেসে বলল—দেব! আমার পুচ্ছ ধরে উঠতে চেষ্টা করুন; আমার মতো লোকের কথায় যখন আপনি বিশ্বাস করেছেন—তখন সেই দুঃখ ভোগ করুন—যার কোনো প্রতিকার নেই।

শাস্ত্রে বলেছে—

যতদিন সৎসঙ্গে থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে, যখন অসৎসঙ্গে পড়বে তখন ধ্বংস অনিবার্য ॥ ২০৪ ॥

তারপর মহাপঙ্কে নিপতিত সেই হাতিকে শৃগালেরা ভক্ষণ করল। তাই আমি বলছিলাম—কৌশলে যা সম্ভব, শক্তিতে তা সম্ভব হয় না।

তারপর সেই দূতীর উপদেশে রাজপুত্র চারুদত্ত নামক সেই বণিকপুত্রকে নিজের সেবকরূপে নিযুক্ত করল; পরে তাকে গোপন ব্যাপারে নিযুক্ত করা হল।

একদিন সেই রাজপুত্র স্নান করে নানা অনুলেপন দ্রব্যে প্রসাধন করল; পরে স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয়ে (চারুদত্তকে) বলল—আমি একমাসব্যাপী গৌরীব্রতের অনুষ্ঠান করব। তুমি এখানে প্রতি রাত্রে একটি কুলীন যুবতী কন্যাকে আমার হাতে অর্পণ করবে। আমি যথোচিত শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী তার পুজো করব।

চারুদত্তও সেইরূপ নবযুবতী সংগ্রহ করে আনতে লাগল—তারপর আড়ালে থেকে দেখতে লাগল—সে কী করে।

তুঙ্গবল অবশ্য সমাগতা যুবতীকে স্পর্শ করত না—দূর থেকে বস্ত্রালঙ্কার ও গন্ধচন্দনে তাকে পুজো করে রক্ষকের সঙ্গে গৃহে পাঠিয়ে দিত।

এই সব দেখে বণিকপুত্রের বিশ্বাস হল। সে তখন লোভাকৃষ্ট হয়ে নিজের বধূ লাবণ্যবতীকে এনে তার হাতে সমর্পণ করল।

প্রাণপ্রিয়া লাবণ্যবতীকে চিনতে পেরে ব্যস্ত হয়ে তুঙ্গবল উঠে এসে তাকে গভীর আলিঙ্গন করল। (আবেশে) তার দুই চক্ষু নিমীলিত—সেই অবস্থায় সে তাকে

পর্যঙ্কে টেনে এনে তার সঙ্গে বিলাস শুরু করল।

বণিকপুত্র তখন চিত্রলিখিতের ন্যায় নিস্পন্দ—কী করবে সেই বোধও তার ছিলনা। গভীর বিষাদে মগ্ন হল চারুদত্ত। তাই আমি বলছিলাম—নিজের চোখে ভার্যার কুচযুগল অন্যের দ্বারা মর্দিত হতে দেখে—আর কী বলব!

তার (হিরণ্যকের) হিতবাক্য উপেক্ষা করে, ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে মন্থর সেই জলাশয় ত্যাগ করে যাত্রা করল। হিরণ্যক প্রভৃতিও অনিষ্ট আশঙ্কা করে স্নেহবশতঃই তাকে অনুসরণ করল। স্থলপথে যাচ্ছে মন্থর, বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক ব্যাধ। তাকে দেখতে পেয়ে সে তাকে তার ধনুতে আবন্ধ করে চলতে লাগল। ভ্রমণের ক্লেশে, ক্ষুধা ও পিপাসায় সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল।

মৃগ, কাক ও মূষিকও গভীর দুঃখে অভিভূত হয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল। হিরণ্যকের বিলাপ শোনা গেল—সাগরের মতোই একটি দুঃখের পারে যেতে না যেতেই আর একটি বিপদ উপস্থিত! দুর্বলতার সুযোগে দুঃখও যেন বহুগুণিত হতে থাকে ॥ ২০৫ ॥

অকৃত্রিম বন্ধু ভাগ্যবশেই জুটে থাকে। তার অকৃত্রিম সৌহার্দ বিপদেও আমাদের ত্যাগ করে না ॥ ২০৬ ॥

অকৃত্রিম মৈত্রীর উপরে মানুষের যে বিশ্বাস তা মাতা, ভার্যা, সহোদর ভ্রাতা বা পুত্রেও দেখা যায় না ॥ ২০৭ ॥

বার বার চিন্তা করে হিরণ্যক বলল—আহা কী দুর্ভাগ্য!

এই জীবনেই আমি কত অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি—যেন জন্ম ও জন্মান্তরের পালা; তারা আমার নিজেরই কর্মের ফলে উদ্ভূত, ভাল কি মন্দ যাই হোক—একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে তারা ঘটেছে ॥ ২০৮ ॥

অথবা এইরকমই তো হবার কথা—

এই দেহ সঙ্কটের অধীন, ধনসম্পদ দুর্ভাগ্যের উৎস, মিলন বিচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত,—যা কিছু সৃষ্টি সবই ক্ষণস্থায়ী ॥ ২০৯ ॥

পুনরায় চিন্তা করে হিরণ্যক বলল—দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট "মিত্র"—এই রত্ন কে সৃষ্টি করেছিল? এই রত্ন দুঃখ ও শত্রুর ভয় থেকে ত্রাণ করে; এই রত্ন সকল আনন্দ ও আশ্বাসের আশ্রয় ॥ ২১০ ॥

তাছাড়া,

দৃষ্টির সম্মুখে প্রীতির উৎস, হৃদয়ের আনন্দভূমি মিত্রের সঙ্গে সুখদুঃখের সমভাগী—এমন মিত্র দুর্লভ। কিন্তু অন্য বন্ধুরা, যারা ধনলোভে আকৃষ্ট হয়ে সম্পৎকালেই কেবল মিলিত হয়—তারা সর্বত্র সুলভ! বিপদই একমাত্র কষ্ঠিপাথর যাতে তাদের আন্তরিকতা পরীক্ষা করা চলে ॥ ২১১ ॥

এইভাবে নানাভাবে বিলাপ করে হিরণ্যক, চিত্রাঙ্গ এবং লঘুপতনক বলল—এই ব্যাধ বন থেকে নির্গত হবার আগেই মন্থরকে মুক্ত করতে যত্নবান হও। তারা দুজনে বলল—কী করতে হবে শীঘ্র বলো। হিরণ্যক বলল—চিত্রাঙ্গ জলের কাছে গিয়ে নিজেকে মৃতের মত দেখিয়ে পড়ে থাকুক। কাক তার উপরে বসে চঞ্চু দিয়ে কিছু ঠুকরে খাবার অভিনয় করুক। ব্যাধ নিশ্চয়ই কচ্ছপকে রেখে মৃগের লোভে সেখানে ছুটে যাবে। আমি তখন মন্থরের বন্ধন ছিন্ন করে দেব। ব্যাধ কাছে

আসলেই তোমরা পালাবে।

চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক সত্বর গিয়ে তাই করল। শ্রান্ত ব্যাধ জল পান করে গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিল। সে দেখতে পেল হরিণকে। তখন খুশি হয়ে সে কাটারি হাতে মৃগের কাছে ছুটে গেল। এই অবসরে হিরণ্যক এসে মন্থরের বন্ধন ছিন্ন করল। কূর্ম ছুটে গিয়ে জলাশয়ে প্রবেশ করল। মৃগ ব্যাধকে আসতে দেখে উঠে ছুটে পালাল।

ফিরে এসে ব্যাধ যখন তরুতলে উপস্থিত হল—তখন কূর্মকে সেখানে না দেখতে পেয়ে ভাবল—আমি না ভেবে কাজ করেছি—এই ফলই আমার প্রাপ্য!

কেননা—

ধ্রুব বস্তু ত্যাগ করে যে অধ্রুবের পেছনে ছুটে যায় ধ্রুব তার নষ্ট হয়ে যায়—অধ্রুব তো নষ্ট হয়েই আছে ॥ ২১২ ॥

তারপর নিজের কর্মবশে নিরাশ হয়ে সে নগরে ফিরে গেল। মন্থর প্রভৃতিও (মন্থর, লঘুপতনক, চিত্রাঙ্গ, হিরণ্যক) স্বস্থানে গিয়ে সুখে থাকতে লাগল।

রাজপুত্রেরা আনন্দিত চিত্তে বলে উঠল—আমরা সকলেই শুনেছি, শুনে আমরা সুখী। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—এতে তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে, তাছাড়াও এই হোক—

সৎপুরুষ মিত্র লাভ করুক, জনপদবাসীরা লক্ষ্মী লাভ করুন; রাজগণ সতত স্বধর্মে থেকে পৃথিবী শাসন করুন; রাজনীতিজ্ঞের নীতি নবোঢ়া বধূর মতো তোমাদের আনন্দবিধান করুক। ভগবান চন্দ্রার্ধ-চূড়ামণি (যার মাথার চূড়ায় অর্ধচন্দ্র, শিব) জনসাধারণের কল্যাণ বিধান করুন ॥ ২১৩ ॥

সুহৃদ্ভেদ

তারপর রাজপুত্রেরা বলল—আর্য! মিত্রলাভের কথা আমরা শুনেছি; এখন আমরা সুহৃদ্ভেদের কথা শুনতে চাই।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'সুহৃদ্ভেদ' অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদের কথা তাহলে শোনো। এর প্রথম শ্লোকটি হচ্ছে—

সিংহ এবং বৃষের মধ্যে বনে যে-প্রণয় বর্ধিত হচ্ছিল তা নষ্ট করে দিল এক ধূর্ত আর অতিলোভী শৃগাল ॥ ১ ॥

রাজপুত্রেরা প্রশ্ন করল—কেমন করে?

বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—দক্ষিণদেশে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী ছিল; সেখানে বাস করত বর্ধমান নামে এক বণিক। সে প্রচুর বিত্তশালী ছিল—কিন্তু অন্য আত্মীয়দের অতি সমৃদ্ধ দেখে অর্থবৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হল। কেননা—

নীচের দিকে তাকালে কার মহিমা না বাড়ে? উপরের দিকে তাকালে সকলেই নিজেদের দরিদ্র মনে করে থাকে ॥ ২ ॥

তাছাড়া, বিপুল ধনের অধিকারী হলে ব্রাহ্মণ-হত্যাকারীও সমাজে পূজিত হয়, কিন্তু চন্দ্রতুল্য বংশে জন্মগ্রহণ করে অর্থ না থাকায় লোকে অবজ্ঞাত হয় ॥ ৩ ॥

আর একটি কথা, যুবতী নারী যেমন বৃদ্ধ স্বামীকে আলিঙ্গন করতে চায় না, তেমনি যে অলস, যার উদ্যোগ নেই, যে পরিশ্রমী নয়, যে দৈবনির্ভর তাকে লক্ষ্মীদেবী

অনুগ্রহ করেন না ॥ ৪ ॥

আরও একটি কথা।

আলস্য, স্ত্রীসেবা, রোগভোগ, জন্মভূমির প্রতি আসক্তি, সন্তোষ ও ভীরুতা—এই ছয়টি মহত্ত্বের বাধা স্বরূপ ॥ ৫ ॥

কারণ,

সামান্য ধনেই তৃপ্ত হয়ে যদি কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে, মনে হয় বিধাতা নিজের কর্তব্য করা হয়েছে ভেবে তার সেই ধনের আর বৃদ্ধি ঘটাতে চান না ॥ ৬ ॥

তাছাড়া,

কোনো সীমন্তিনী যেন উৎসাহহীন, আনন্দহীন শক্তিহীন শত্রুর আনন্দবর্ধক এমন পুত্রের জন্মদান না করেন ॥ ৭ ॥

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যা অলব্ধ তা লাভ করবে, যা লব্ধ তা যত্নে রক্ষা করবে। যা সঞ্চিত তা উপযুক্ত পাত্রে দান করবে ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যা অলব্ধ তা যদি কেউ কামনা না করে, পাওয়ার জন্যে যদি কোনো উদ্যোগ না করে, নিষ্ক্রিয় থেকে তা লাভ করতে পারে না ; যা লব্ধ তার যদি যথোচিত যত্ন না করা হয় তা বিপুল সম্পত্তি হলেও একদিন নষ্ট হয়ে যাবে, অল্প ব্যবহারেও একদিন অঞ্জনের মতোই তার ক্ষয় হবে—ভোগ না করা হলেও তা অর্থহীন। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

সেই ধনে কী প্রয়োজন যা মানুষ দান করে না। ভোগও করে না ; যে শক্তি শত্রুকে বাধা দিতে না পারে সেই শক্তি থাকার কী প্রয়োজন ? শাস্ত্রজ্ঞানের কী সার্থকতা যদি কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন না করে ? আত্মার কী গৌরব যদি ইন্দ্রিয়গুলি সংযমিত না হয় ? ॥ ৯ ॥

তাছাড়া,

অঞ্জনের ক্ষয় আর উইঢিবির সঞ্চয় দেখে দান, অধ্যয়ন এবং অন্যান্য কাজে এক-একটি দিন সার্থক করে তোলা উচিত ॥ ১০ ॥

কারণ,

বিন্দু বিন্দু জল পড়ে একটি ঘট পূর্ণ হয় ; এই নীতি সমস্ত বিদ্যা, ধর্ম সঞ্চয় ও ধনার্জনে—প্রয়োগ করা চলে ॥ ১১ ॥

দান নেই, উপভোগ নেই—এইভাবেই যার দিন যায় সে কর্মকারের চামড়ার জাঁতার মতো[১]—শ্বাস ফেলে কিন্তু জীবনীশক্তিহীন ! ॥ ১২ ॥

এই সব চিন্তা করে নন্দক ও সঞ্জীবক নামে দুই বৃষকে গাড়িতে যোজনা করে বাণিজ্যের জন্যে কাশ্মীরে চলে গেল।

যে সমর্থ তার কাছে গুরুভার আর কী ! ব্যবসায়ীদের পক্ষে দূরত্ব আর কোথায় ? জ্ঞানীদের পক্ষে বিদেশ কী ? যে মিষ্টভাষী তার কাছে পর আর কে ? ॥ ১৩ ॥

সে যখন যাচ্ছিল তখন সুদুর্গ নামক একটি বিশাল অরণ্যে সঞ্জীবক জানু ভেঙে পড়ে গেল। তাকে দেখে বর্ধমান ভাবল—নীতিজ্ঞ পুরুষ যেভাবেই চেষ্টা করুক না, বিধাতার মনে যা আছে সেই ফল তাকে পেতেই হবে ॥ ১৪ ॥

তাছাড়া,

চিত্তের অস্থিরতা সকল সময়েই ত্যাগ করা উচিত ; এই অস্থিরতা সকল কাজেই বাধা। সুতরাং অস্থিরতা ত্যাগ করে ঈপ্সিতবিষয়ে সিদ্ধির জন্যে উদ্যোগী হতে হবে ॥ ১৫ ॥

এই চিন্তা করে সঞ্জীবককে সেখানে ফেলে রেখে বর্ধমান নিজে ধর্মপুর নামক নগরে গিয়ে অন্য-একটি বিশালকায় বৃষ কিনে আনল—এবং শকটে জুড়ে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। এদিকে সঞ্জীবকও তিনটি খুরে ভর দিয়ে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল। কেননা—

কেউ সমুদ্রে নিমগ্ন হলেও, পর্বত থেকে পতিত হলেও কিংবা তক্ষক কর্তৃক (মহাবিষধর সর্প কর্তৃক) দষ্ট হলেও, যদি আয়ু থাকে তবে তা তার প্রাণশক্তিকে অক্ষত রাখে ॥ ১৬ ॥

মৃত্যুর সময় না এলে শত শরে বিদ্ধ হলেও কোনো প্রাণী মরে না ; আবার সময় এলে সামান্য কুশাগ্রে ক্ষত হলেও প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৭ ॥

দৈব যদি রক্ষা করে তবে অন্যভাবে অরক্ষিত হলেও সে বেঁচে থাকে—আবার দৈব যদি আঘাত করে, সুরক্ষিত থেকেও তার মৃত্যু ঘটে ; অনাথ বলে বিসর্জিত হলেও বাঁচে, গৃহে থেকে অনেক যত্ন সত্ত্বেও প্রাণী প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৮ ॥

দিন যেতে লাগল। এদিকে সঞ্জীবক ইচ্ছেমতো আহার-বিহার করায় তার দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। সে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গর্জন করতে লাগল। সেই বনে পিঙ্গলক নামে এক সিংহ বাস করত—নিজের বাহুবলেই সেই বনে সে রাজ্যসুখ উপভোগ করছিল। শাস্ত্রে বলেছে—

পশুরা সিংহের কোনো অভিষেক বা অন্য কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান করে না। সে বাহুবলেই রাজ্যলাভ করেছে, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অন্য সব পশুর উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৯ ॥

একদিন সেই সিংহ পিপাসার্ত হয়ে জল খেতে এল যমুনার তীরে ; সেইখানে সে সঞ্জীবকের গর্জন শুনতে পেল—যেন অকালের মেঘগর্জন, এমন গর্জন সে এর আগে আর শোনে নি। তা শুনে সে জল না খেয়েই সচকিত চিত্তে নিজের বাসস্থানে ফিরে এল। সে নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—ব্যাপারটা কী! তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেল করটক আর দমনক নামে দুই শৃগাল— আর মন্ত্রিপুত্র। তাকে সেই অবস্থায় দেখে দমনক করটককে বলল—সখে করটক, প্রভু জলপান করতে এলেন, জল না পান করেই সচকিত চিত্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন—কেন বলত ?

করটক বলল—বন্ধু দমনক ! আমার মতে এর সেবাই করা উচিত নয় ; তাই যদি হয় তবে ইনি কী করেন বা না করেন তা জেনে আমাদের লাভ কী ? কারণ এই রাজা বিনা অপরাধে আমাদের চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছেন আর তার জন্যে আমরা কত দুঃখ পেয়েছি।

সেবকেরা সেবা করে কিছু ধন উপার্জন করতে চায় ; কিন্তু দেখো কী তারা করেছে ! মূঢ় সেবকেরা তাদের দেহের স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত হারিয়েছে ॥ ২০ ॥

কেননা,

এই পরাশ্রিত সেবকেরা যে শীত, বায়ু বা উত্তাপের ক্লেশ সহ্য করে তার সামান্য

অংশ ভোগ করেই জ্ঞানী ব্যক্তি তপস্যা করে সুখী হতে পারেন ॥ ২১ ॥

তাছাড়া,

কারও জন্মের সার্থকতা তো এইখানেই যে, সে স্বাধীন জীবন যাপন করে কিনা। যারা পরাধীন—যদি বলা হয় তারা বেঁচে আছে তবে মৃত কারা ? ॥ ২২ ॥

আরও দেখো,

এসো, চলে যাও, নত হও, ওঠো, কথা বলো, চুপকরে থাকো—আশাগ্রস্ত প্রার্থীদের নিয়ে এইভাবেই ধনীরা খেলা করে থাকেন ॥ ২৩ ॥

নির্বোধেরা অর্থলাভের জন্যেই গণিকার মতো নিজেদের দেহ সজ্জিত করে পরের প্রয়োজনের উপকরণ হয়ে থাকে ॥ ২৪ ॥

কারণ,

প্রভুর যে দৃষ্টি স্বভাবতই চঞ্চল এবং যা অশুচির উপরেও পড়ে, সেই দৃষ্টিকেই কামনা করে সেবকের দল ॥ ২৫ ॥

আর একটি কথা,

যদি কোনো সেবক নীরব থাকে তাকে বলা হয় মূর্খ ; যদি হয় বাক্যনিপুণ তাকে বলা হবে বাতুল বা বাচাল ; যদি সহিষ্ণু হয়, বলা হবে ভীরু ; যদি সহিষ্ণু না হয় তবে বলা হবে 'অনভিজাত' ; যদি প্রভুর পাশে থাকে তবে সে হবে ধৃষ্ট, যদি দূরে থাকে সে হবে কাপুরুষ। বস্তুতঃ সেবাধর্ম অত্যন্ত জটিল—যোগীদেরও অগম্য ॥ ২৬ ॥

বিশেষতঃ—সে নত হয় উত্থানের জন্যে, নিজের জীবন দেয় যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে, দুঃখভোগ করে সুখলাভের জন্যে। সেবকের চেয়ে মূর্খ আর কে ? ॥ ২৭ ॥

দমনক বলল—সখে, এই সব চিন্তা তুমি মনেও ঠাঁই দিও না।

বড়ো বড়ো রাজাদের আমরা কেন যত্ন করে সেবা করব না ? তারা সন্তুষ্ট হলে অচিরেই আমাদের কামনা পূরণ করে থাকেন ॥ ২৮ ॥

আরও দেখো,—যারা সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা কেমন করে সেই সম্পদ পাবে যার ফলে তাদের মাথার উপরে 'চামর' শোভা পাবে, দন্ডের উপরে থাকবে শ্বেত রাজছত্র এবং সেইসঙ্গে অশ্ব ও হস্তীর বাহিনী ? ॥ ২৯ ॥

করটক বলল—তাহলেও, আমাদের এইসব ব্যাপারে থাকবার দরকার কী ? কারণ, যার যেটা বিষয় নয় তার সেটা নিয়ে ব্যস্ততা সর্বথা পরিত্যাজ্য। দেখো—যে মানুষ তার যেটি ব্যাপার নয় তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়, সেই কীলক-উৎপাটনকারী বানরের মতোই সে নিহত হয়ে ভূমিশায়ী হয় ॥ ৩০ ॥

দমনক প্রশ্ন করল—সে আবার কী ?

করটক বলতে লাগল।

কথা—(এক)

মগধদেশে ছিল ধর্মারণ্য (ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে নির্দিষ্ট অরণ্য)—তারই নিকটবর্তী স্থানে শুভদত্ত নামে এক লেখকশ্রেণীর ব্যক্তি একটি মন্দির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে একটি কাষ্ঠদন্ড করাত দিয়ে কিছুদূর কাটা হয়েছিল। সূত্রধর তার মধ্যে একটি কীলক প্রবেশ করিয়ে রেখেছিল।

এর পরেই এক বিশাল বানরবাহিনী খেলা করতে করতে সেখানে এল। একটি

বানর মৃত্যুচালিত হয়েই যেন সেই কীলক দুই হাতে ধরে উপবেশন করল। তার দেহের লম্ববান মুষ্কদ্বয় সেই বিদীর্ণ কাষ্ঠদণ্ডদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর সে স্বাভাবিক চপলতাবশতঃ বিশেষ যত্নে সেই কীলক ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। কীলক টেনে আনা মাত্র—কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে তার মুষ্কদ্বয় পিষ্ট হয়ে চূর্ণ হয়ে গেল। এইভাবে সেই বানরের মৃত্যু হল।

তাই বলছিলাম—যার যা ব্যাপার নয়, সেই ব্যাপারে হাত গলালে বানরের মতো অবস্থাই ঘটবে।

দমনক বলল—তবু প্রভুর কাজের উপর সেবকের লক্ষ্য রাখা উচিত।

করটক বলল—প্রধানমন্ত্রী সর্বাধিকারে নিযুক্ত আছেন তিনিই রাখবেন।

দেখো,—প্রভুর কল্যাণকামনায় যে পরাধিকার চর্চা করে—সে দুঃখ ভোগ করে—ঠিক যেমন চিৎকার করতে গিয়ে গর্দভ প্রহৃত হয়েছিল ॥ ৩১ ॥

দমনক প্রশ্ন করল—তার মানে ?

করটক বলতে লাগল।

কথা—(দুই)

বারাণসীতে কর্পূরপটক নামে এক রজক বাস করত। একদিন সে তার যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘকাল রতিক্রীড়া করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল। এর পরে গৃহদ্রব্য হরণ করতে এক চোর প্রবেশ করল। তার গৃহ-প্রাঙ্গণে এক গর্দভ আবদ্ধ অবস্থায় ছিল, একটি কুকুরও উপবিষ্ট ছিল। তখন গর্দভ কুকুরকে বলল—সখে, এ তো তোমার কাজ। কেন তুমি উচ্চশব্দ করে প্রভুকে জাগিয়ে দিচ্ছ না ?

কুকুর বলল- আমার কর্তব্য নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। তুমি কি জান না আমি দিবারাত্রি তার গৃহরক্ষা করি ; দীর্ঘকাল নিশ্চিত থেকে এখন আর সে আমার উপযোগিতা ভুলে গেছে। তাই আমার খাদ্যের ব্যাপারেও সে উদাসীন। কারণ বিপদ না দেখলে প্রভুরা ভৃত্যের সম্পর্কে উদাসীন হয়েই থাকে।

গর্দভ বলল—ওরে বর্বর শোন্—কাজের সময়ে যে পুরস্কার চায় সে কুৎসিত ভৃত্য, সে কুৎসিত বন্ধু—

কুকুর বলল—কার্যকালে যে ভৃত্যদের মধুর সম্ভাষণ করে সে কুৎসিত প্রভু ॥ ৩২ ॥

কারণ,—আশ্রিতপালনে, প্রভুসেবায়, ধর্মানুষ্ঠানে ও পুত্রোৎপাদনে কোনো প্রতিনিধি-ব্যবস্থা চলে না ॥ ৩৩ ॥

তখন গর্দভ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল—ওরে দুষ্টবুদ্ধি, তুই পাপী, বিপদের মুহূর্তে তুই প্রভুকার্যে উপেক্ষা করিস ? বেশ—প্রভু যাতে জেগে ওঠেন সেই ব্যবস্থা আমি করব।

কারণ,—পিঠের দ্বারা সূর্যকিরণ ভোগ করবে, অগ্নিকে উদরের দ্বারা, প্রভুকে সর্বপ্রকারে আর পরলোককে পবিত্র চিত্তে ॥ ৩৪ ॥

এই কথা বলে গর্দভ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার শুরু করল। তার চিৎকারে জেগে উঠে নিদ্রাভঙ্গজনিত ক্রোধে সে লগুড় দিয়ে গর্দভকে প্রহার করতে লাগল।

তাই আমি বলছিলাম—পরাধিকার চর্চা করতে গেলে গর্দভের মতো অবস্থা হবে। দেখো, শিকার খুঁজে আনাই আমাদের কাজ—সুতরাং নিজের কাজেই মন দাও। (একটু

চিন্তা করে) কিন্তু আজ সেই চর্চারও প্রয়োজন নেই। আমাদের ভক্ষণের পরে যথেষ্ট আহার অবশিষ্ট আছে।

দমনক সক্রোধে বলল -কী! তুমি কি কেবল আহারের জন্যেই রাজার সেবা কর? এটা তোমার অনুচিত। কেননা—পণ্ডিতেরা রাজার আশ্রয় নেন বন্ধুদের উপকার করতে, শত্রুদের অনিষ্টাচারণ করতে। নইলে, উদরপূর্তি কে না করে? ॥ ৩৫ ॥

যিনি জীবিত থাকলে ব্রাহ্মণ, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন জীবনধারণ করতে পারে তারই জীবনধারণ সার্থক; নিজের জন্যে কে না জীবনধারণ করে? ॥ ৩৬ ॥

তাছাড়া, যিনি জীবিত থাকলে বহুলোক বেঁচে থাকে তিনিই যথার্থ জীবিত; কাকও কি চঞ্চু দ্বারা নিজের উদর পূরণ করে না? ॥ ৩৭ ॥

দেখো, কোনো কোনো মানুষ পাঁচ পুরাণেই (পুরাণ=ষোলপণ) দাসত্ব স্বীকার করে কেউ বা লক্ষে সন্তুষ্ট, কেউ বা লক্ষেও সুলভ নয় ॥ ৩৮ ॥

আরও দেখো,—মানবজাতির মধ্যে যখন সকলেই সমান তখন ভৃত্যত্ব নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু সেখানেও যে প্রথম নয় তাকে কি জীবিতদের মধ্যে গণ্য করা চলে? ॥ ৩৯ ॥

লোকে বলে, অশ্ব হস্তী ও ধাতুর মধ্যে, কাষ্ঠ পাষাণ ও বস্ত্রের মধ্যে, স্ত্রী পুরুষ ও জলের মধ্যে অনেক পার্থক্য। (অশ্বে অশ্বে পার্থক্য কাষ্ঠে কাষ্ঠে পার্থক্য, ধাতুতে ধাতুতে পার্থক্য ইত্যাদি) ॥ ৪০ ॥

তাছাড়া,—স্বল্প স্নায়ু ও মেদে মলিন ও মাংসহীন হাড়খণ্ড পেয়ে কুকুর সন্তোষ লাভ করে, কিন্তু এতে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না; সিংহ অঙ্কাগত শৃগালকে ত্যাগ করে, হস্তীকে বধ করে। সকলেই দুরবস্থায় পড়লেও নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী ফল পেতে চায় ॥ ৪১ ॥

সেবিত হওয়ার যোগ্য এবং সেবক হওয়ার যোগ্য - এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যও দেখো—লেজনাড়া, চরণতলে লুণ্ঠন, মাটিতে পড়ে মুখ ও উদর প্রদর্শন—এ সমস্তই খাদ্যদাতা পুরুষের সামনে কুকুর করে থাকে; গজরাজ কিন্তু ধীরভাবে দেখে দেখে শত শত চাটুবাক্য উচ্চারিত হওয়ার মধ্যেই খেতে থাকে ॥ ৪২ ॥

আরও দেখো—যারা জীবন কী তা জানেন তাঁরা তাকেই জীবন বলেন যা ক্ষণমাত্রের জন্যে হলেও গৌরবের সঙ্গে যাপিত হয় এবং যা জ্ঞান, শক্তি ও যশের দ্বারা সকল সময়েই শোভিত। নইলে, কাকেও তো দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে আহার গ্রহণ করে! ॥ ৪৩ ॥

আর একটি কথা,—

যে নিজের পুত্রের প্রতি, গুরু, ভৃত্য বা দরিদ্রের প্রতি কিংবা আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া না করে পৃথিবীতে তার জীবনের কী ফল? কাকও তো দীর্ঘ বেঁচে থাকে আর খাদ্য গ্রহণ করে[৩]! ॥ ৪৪ ॥

আরও একটি কথা,—

যে ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে পারে না, যে শ্রুতিবিহিত বিধিগুলি তুচ্ছ করে, উদরপূর্তিই যার একমাত্র কামনা—সেই মানব-পশুর সঙ্গে আর সাধারণ পশুর সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? ॥ ৪৫ ॥

করটক বলল—আমরা তো অপ্রধান কর্মচারী, এই সব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে

আমাদের কী লাভ ?

দমনক বলল—অমাত্যগণ প্রধান বা অপ্রধান পদ লাভ করে অল্পকালের মধ্যেই।

কারণ,—

এই পৃথিবীতে কেউ অন্যের প্রতি উদার হয় না, কেউ অন্যের ঈপ্সিত হয় না বা কেউ কারো নিকট দুর্বৃত্ত বলে মনে হয় না। মানুষের নিজের কর্মই তাকে গৌরবের পথে বা বিপরীত পথে চালিত করে। ৪৬ ॥

কারণ,—পর্বতের উপরে শিলা অনেক কষ্টেই স্থাপিত হয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়। সেইরূপ গুণদোষের ক্ষেত্রেও ॥ ৪৭ ॥

মানুষ নিজের কর্ম দ্বারাই নীচ থেকে নীচে নেমে যায় অথবা উপরে ওঠে—যেমন কূপের খনক অথবা দেওয়ালের নির্মাতা ॥ ৪৮ ॥

সুতরাং সখে মানুষের নিজের রূপ নির্ভর করে তার কর্মের উপর।

করটক বলল—এখন তুমি কী বল ?

সে (দমনক) বলল—প্রভু পিঙ্গলক কোনো কারণে ভীত হয়ে ফিরে এসে বসে আছে।

করটক বলল—আসল ব্যাপারটা কী তুমি জান ?

দমনক বলল—এখানে না-জানার কী আছে ? লোকে বলে—

বাক্যে প্রকাশিত অর্থ পশুও বুঝতে পারে ; অশ্ব ও হস্তী আদেশ পেলেই ভার বহন করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাক্যে প্রকাশিত না হলেও অর্থ উপলব্ধি করতে পারে—বুদ্ধির ফলই হল অন্যের গুপ্ত চিন্তার জ্ঞানলাভ ॥ ৪৯ ॥

আকার, ইঙ্গিত, চলন, কর্ম, কথা, চোখ ও মুখের বিকৃতি—এ সকলের দ্বারাই অন্তর্গত মনের পরিচয় মিলে ॥ ৫০ ॥

সুতরাং এই ভীতির ব্যাপারে আমি আমার বুদ্ধির বলে প্রভুকে জয় করব। কারণ,

উপলক্ষ্য অনুযায়ী বাক্য, স্বভাব অনুযায়ী কাজ, শক্তি অনুযায়ী কোপপ্রকাশ যে করতে জানে সে-ই পণ্ডিত ॥ ৫১ ॥

করটক বলল—সখে, তুমি সেবায় অনভিজ্ঞ। দেখো—যে অনাহূত হলেও কাছে যায়, প্রশ্ন না করলেও অনেক কথা বলে এবং নিজেকে রাজার প্রিয় পাত্র মনে করে সে মূর্খ ॥ ৫২ ॥

দমনক বলল—ভদ্র, আমি সেবায় অনভিজ্ঞ কী করে হলাম ? দেখো,

স্বভাবতই কেউ সুন্দর বা অসুন্দর নয়। যা মানুষের কাছে রুচিকর তাই তার কাছে সুন্দর ॥ ৫৩ ॥ কারণ,

যার যেমন মনের ভাব—সেই ভাব অনুযায়ী আচরণ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে শীঘ্রই নিজের বশীভুত করে থাকেন ॥ ৫৪ ॥

আরও দেখো,

যখন প্রশ্ন করা হবে—'কে এখানে' ? সে বলবে—'আমি, আদেশ করুন।' তারপর যথাশক্তি সে সেই আদেশকে কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করবে ॥ ৫৫ ॥

তাছাড়া,

যার ইচ্ছা সামান্য, যে ধৈর্যশালী, যে প্রাজ্ঞ এবং যে ছায়ার মতো প্রভুর অনুগামী

সে-ই রাজপ্রাসাদে বাসের যোগ্য ॥ ৫৬ ॥

করটক বলল—হয়তো অবসর না বুঝে কাছে যাওয়ার জন্যে প্রভু তোমাকে উপেক্ষা করবেন। সে (দমনক) বলল—তাই হোক। তবু সেবক তার প্রভুর কাছেই থাকবে।

কারণ,

অপরাধ হবে এই চিন্তায় কাজ আরম্ভ না করা কাপুরুষের লক্ষণ; অজীর্ণ হবে এই ভেবে কে ভোজন ত্যাগ করে? ॥ ৫৭ ॥

দেখো,

যে আসন্ন তাকে নৃপতি অনুগ্রহ করে থাকেন—সে বিদ্যাহীন, অকুলীন বা দুরাচার—যে-ই হোক না কেন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে রাজা, স্ত্রীলোক অথবা লতা—যে পাশে থাকে তাকেই বেষ্টন করে ॥ ৫৮ ॥

করটক বলল—সেখানে গিয়ে কী বলবে তুমি?

দমনক বলল—শোনো। প্রথমে জানব, প্রভু আমার প্রতি বিরক্ত না অনুরক্ত। করটক বলল—তা জানার কী কী লক্ষণ? দমনক বলল—শোনো,

দূরে থেকে দেখা, মৃদু হাসি, কুশল প্রশ্নে অধিক আগ্রহ, পরোক্ষেও গুণকীর্তন, প্রিয়বস্তুর মধ্যে স্মরণ করা, সেবক না থাকা অবস্থাতেও অনুরক্তি, প্রিয়বাক্য সহ দান, দোষের মধ্যেও গুণাবিষ্কার—এই গুলি প্রভুর প্রসন্নতার লক্ষণ ॥ ৫৯—৬০ ॥

আর—

বিলম্ব করা, আশা দেওয়া কিন্তু পূর্ণতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা—বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইগুলিকেই বিরক্ত প্রভুর লক্ষণ জানবে ॥ ৬১ ॥

এই কথাগুলি মনে রেখে যাতে প্রভু আমার বশীভূত হন আমি সেই ভাবেই কথা বলব। কারণ—

বাধাগুলোকে পূর্বেই দেখে উপায়ের প্রয়োগে যে ব্যর্থতা আর বিবেচনা পূর্বক উপায় প্রয়োগে এবং সুনীতি প্রয়োগে যে সিদ্ধি—তার সুস্পষ্ট চিত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমাদের সামনে তুলে ধরেন ॥ ৬২ ॥

করটক বলল—তাহলেও উপযুক্ত সুযোগ না এলে তুমি কথা বোলো না। কারণ—

বৃহস্পতিও অকালে বাক্য উচ্চারণ করলে বিবেচনাশক্তির অভাবের জন্যে নিন্দিত হয়ে অশেষ কলঙ্কের ভাগী হয়ে থাকেন ॥ ৬৩ ॥

দমনক বলল—সখে, ভয় পেয়ো না। অবসর না বুঝে আমি কোনো কথাই বলব না। কারণ

যখন বিপদ আসন্ন, যখন প্রভু ভ্রান্ত পথে চলেছেন কিংবা যখন কার্য সাধনের উপযুক্ত কাল অতীত হয়ে যাচ্ছে—তখনই প্রভুর কল্যাণকামী সেবক জিজ্ঞাসিত না হলেও কথা বলবেন ॥ ৬৪ ॥

যদি উপযুক্ত অবসর এলেও আমি মন্ত্রণা না দিই তবে আমি মন্ত্রিত্বের অনুপযুক্ত। কারণ—যে-গুণের জন্যে জীবিকা নির্বাহ হয়, যার জন্যে সজ্জন সংসারে তাকে প্রশংসা করে থাকেন, গুণী ব্যক্তি সেই গুণ রক্ষা করে তার পুষ্টিবিধানে সচেষ্ট হবেন ॥ ৬৫ ॥

সুতরাং হে সখে, আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাই। করটক বলল—শুভ হোক, পথ মঙ্গলময় হোক। যেমন ইচ্ছে করেছ তেমনি করো।

তারপর দমনক বিস্মিতের মতো পিঙ্গলকের নিকটে গেল। দূরে থেকে দেখেই

রাজা সাদরে তাকে প্রবেশ করালেন। দমনক তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উপবেশন করল। রাজা বললেন—অনেকদিন পরে দেখছি!

দমনক বলল—যদিও আমার মতো সেবকের প্রয়োজন মহারাজের নেই তবু উপযুক্ত সময়ে অনুজীবী সেবকের কাছে থাকাটা কর্তব্য—এই জন্যেই এসেছি। কারণ—দন্ত মার্জনার জন্যে বা কর্ণের কন্ডুয়নের জন্যে প্রভুদের তৃণখন্ডেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে, বাক্‌শক্তি সম্পন্ন এবং হস্তযুক্ত লোকের তো কথাই নেই ॥ ৬৬ ॥

মহারাজের যদি সন্দেহ হয় যে, চিরকাল অবজ্ঞাত থেকে আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে—সে আশঙ্কারও কারণ নেই। কারণ, যদি মণি পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়, কাচ মস্তকে ধারণ করা হয়—যেভাবে আছে সেভাবেই থাক, কাচ কাচই এবং মণি মণিই ॥ ৬৭ ॥

তাছাড়া—

যে ধৈর্যশীল সে অবহেলিত হলেও তার বুদ্ধিনাশের আশঙ্কা করা উচিত নয়। অগ্নিকে উল্টো করে ধরলেও তার শিখা কখনো নিম্নমুখী হয় না ॥ ৬৮ ॥

দেব! আপনি সর্বথা বিশেষজ্ঞ! কারণ, রাজা যখন সকলকে সমানভাবে বিচার করেন, তখন যারা বিশেষ শক্তির অধিকারী তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায় ॥ ৬৯ ॥

আরও দেখুন—

মানুষ তিন প্রকার—উত্তম, অধম ও মধ্যম; সেইভাবে তাদের তিন রকম কাজে নিযুক্ত করা উচিত ॥ ৭০ ॥

কারণ—

ভৃত্য এবং আভরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা সঙ্গত। চূড়ামণি চরণে শোভা পায় না, নূপুরও মাথায় পরা যায় না ॥ ৭১ ॥

তাছাড়া—

স্বর্ণালঙ্কারে যে মণি নিবেশিত হওয়ার যোগ্য তা যদি সীসকে বিদ্ধ করা হয়, তখন সে আক্ষেপ করে না বা শোভা পায় না এমনও নয়। তবু যিনি এইভাবে সেই রত্ন নিবেশিত করেছেন তিনিই নিন্দার পাত্র হন ॥ ৭২ ॥

আরও দেখুন—

মুকুটে কাচ এবং চরণের অলঙ্কারে মণি রোপিত হয়—সেখানে দোষ তো মণির নয়; যিনি ঐভাবে নিবেশিত করেছেন তাঁর অজ্ঞতা বা বিবেচনাশক্তির অভাবই প্রতিপন্ন হয় ॥ ৭৩ ॥

এই ভৃত্য বুদ্ধিমান, এ আমার অনুরক্ত, এ সাহসী আর এর কাছ থেকে আশঙ্কা আছে—এইভাবে যে রাজা ভৃত্যদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন, তিনি ভৃত্যদের দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করেন ॥ ৭৪ ॥

অশ্ব, অস্ত্র, শাস্ত্র, বীণা, বাক্য, পুরুষ ও নারী—যে মানুষের সংস্পর্শে আসে, সেই হিসেবেই যোগ্য বা অযোগ্য বিবেচিত হয় ॥ ৭৫ ॥

আরও দেখুন—

ভক্ত হলেও যদি সক্ষম না হয় তেমন ভৃত্যে কী প্রয়োজন? আবার সমর্থ হয়েও যদি অপকারী হয় তেমন ভৃত্যে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ভক্ত ও সমর্থ—দুই-ই। সুতরাং আমাকে আপনার অবজ্ঞা করা উচিত নয় ॥ ৭৬ ॥

কারণ—

রাজা যদি অবজ্ঞা করেন, ভৃত্যেরা নির্বোধ হয়ে যায়। তাদের প্রাধান্যহেতু কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার কাছে আসেন না। পণ্ডিতগণ যদি রাজ্য ত্যাগ করেন, তাহলে কোনো নীতি ফলপ্রসূ হয় না; আর নীতি যদি বিপন্ন হয় সমস্ত জগৎ অসহায় হয়ে দুঃখ ভোগ করে। ৭৭॥

আরও একটি কথা—

যিনি রাজা কর্তৃক অর্চিত লোকে তাকেই সম্মান করে; রাজা যাকে উপেক্ষা করে তিনি সকলেরই অবহেলার পাত্র॥ ৭৮॥

আরও দেখুন—

বালকেও যদি যুক্তিসঙ্গত কথা বলে মনীষীদের তা গ্রহণ করা উচিত। যেখানে সূর্য অপ্রকাশ, সেখানে প্রদীপের আলো কী গ্রহণযোগ্য নয়? ৭৯॥

পিঙ্গলক বলল–দমনক, তুমি এসব বলছ কেন? আমার প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তুমি, এতকাল (হয়তো) কোনো দুষ্ট লোকের কথায় বিশ্বাস করে এখানে আস নি? এখন তোমার যা বলবার বলো।

দমনক বলল—দেব, একটি প্রশ্ন করতে চাই, দয়া করে উত্তর দিন। পিপাসার্ত হয়েও আপনি জলপান না করে ফিরি এলেন, দেখে মনে হয় আপনি যেন স্তম্ভিত। ব্যাপারটি কী?

পিঙ্গলক বলল—তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই রহস্যকথা ব্যক্ত করব এমন বিশ্বাসভাজন কেউ নেই। তুমি সেই সেই বিশ্বাসের পাত্র, সুতরাং তোমার কাছেই একথা বলছি, শোনো—

সম্প্রতি এই বনে এমন এক প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে—যার কথা আগে শুনি নি। সুতরাং এই বন ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। এই কারণেই আমি স্তম্ভিত হয়েছি। সেই অদ্ভুত ভীষণ গর্জন তুমিও নিশ্চয় শুনেছ। শব্দের অনুপাতে মনে হয় সেই প্রাণীর শক্তিও সাংঘাতিক।

দমনক বলল–দেব এটি একটি ভীষণ ভয়ের কারণ বটে! আমরাও সেই শব্দ শুনেছি। কিন্তু প্রথমে স্থান ত্যাগ ও পরে যুদ্ধের পরামর্শ যে দেয় সে অযোগ্য মন্ত্রী। কোন্ পথ অবলম্বিত হবে তা জানা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তেমন সঙ্কটেই ভৃত্যের উপযোগিতা জানতে হবে। কেননা

বিপদের কষ্ঠিপাথরেই মানুষ তার আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী ও ভৃত্যদের এবং নিজের বুদ্ধি ও মানসিক সত্তার শক্তি পরীক্ষা করে নিতে পারে॥ ৮০॥

সিংহ বলল—আমার খুবই ভয় হয়েছে। দমনক পুনরায় বলল—(স্বগত) তা না হলে আর রাজ্যসুখ ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাবার প্রস্তাব আমার কাছে করলে কেন? (প্রকাশ্যে) দেব যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ ভয় করবেন না। কিন্তু করটক প্রভৃতিদেরও আশ্বস্ত করুন (অনুগ্রহ বিতরণের দ্বারা); কারণ, বিপদের প্রতিকারকালে লোকের সংহতি খুবই দুর্লভ।

তারপর রাজা প্রচুর ধন দিয়ে করটক-দমনককে সম্মানিত করলেন। ভয়ের প্রতিকার করব এই শপথ করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় করটক বলল—ভয়ের প্রতিকার সম্ভব না অসম্ভব তা না জেনে 'প্রতিকার করব' এই প্রতিকারের এই অনুগ্রহের

বিশাল দান গ্রহণ করব কেন? কারণ, কোনো কিছু উপকার না করে কারও দান গ্রহণ করা অনুচিত—রাজার দান তো নয়-ই। দেখো—

তাঁর প্রসাদে লক্ষ্মী, পরাক্রমে বিজয়, ক্রোধে মৃত্যু : তিনি সমস্ত তেজের সমষ্টি ॥ ৮১ ॥

তাছাড়া—

বালক হলেও মানুষ বলে রাজাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, মানুষের রূপে ইনি মহিমময় দেবতা ॥ ৮২ ॥

দমনক হেসে বলল—বন্ধু তুমি চুপ করে থাকো। ভয়ের কারণ আমি জেনেছি—ওটা একটা ষাঁড়ের গর্জন! আর ষাঁড় তো আমাদেরও ভোজ্য—সিংহের তো কথাই নেই। করটক বলল—তাই যদি হয় তবে প্রভুর ভয় সেখানেই দূর করলে না কেন?

দমনক বলল—যদি প্রভুর ভয় সেখানেই দূর করতাম এই রাজার এই 'মহাপ্রসাদ' হত কি? তাছাড়া—

ভৃত্যদের এমন করা সঙ্গত নয় যাতে প্রভু তাদের সেবার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হন। প্রয়োজন থেকে মুক্ত করলে ভৃত্যের অবস্থা দধি-কর্ণের মতো হতে পারে।

করটক বলল—সে আবার কী?

দমনক বলতে শুরু করল—

কথা—(তিন)

উত্তরদেশে অর্বুদশিখর নামে এক পর্বত—সেখানে থাকত এক সিংহ—নাম মহাবিক্রম। সে যখন পর্বতের গুহায় শুয়ে থাকত এক মূষিক এসে প্রতিদিন তার কেশরের অগ্রভাগ কেটে দিত। তখন কেশরের অগ্রভাগ ছিন্ন দেখে সেই সিংহ ক্রুদ্ধ হল; কিন্তু গর্তের মধ্যস্থিত মূষিককে না পেয়ে ভাবল—

যে-শত্রু ক্ষুদ্র এবং শক্তির সাহায্যে আয়ত্ত করা যায় না তাকে বধ করতে হলে তার সমান একটি যোদ্ধাকেই নিয়োগ করতে হয় ॥ ৮৪ ॥

এই ভেবে সে গ্রামে গেল; সেখানে বিশ্বাস উৎপাদন করে দধিকর্ণ নামক এক বিড়ালকে সযত্নে এনে মাংসাহার দিয়ে গুহায় রেখে দিল। তারপর তার ভয়ে মূষিকও আর গর্ত থেকে বাইরে আসত না। ফলে, সিংহ তার অক্ষত কেশর নিয়ে সুখে ঘুমোতে লাগল। মূষিকের শব্দ যখন যখন সে শুনত তখনই বিশেষভাবে মাংসাহার দিয়ে সে বিড়ালকে আপ্যায়িত করত।

তারপর একদিন সেই মূষিক ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে বাইরে এসে ঘুরে বেড়াতে লাগল—আর বিড়াল তাকে দেখতে পেয়ে মেরে ফেলল। এর পর যখন সেই সিংহ গর্ত থেকে মূষিকের শব্দ আর শুনতে পেল না—তখন (বিড়ালের) আর প্রয়োজন নেই ভেবে বিড়ালকে খাদ্যদানের ব্যাপারে তার আদর বেশ শিথিল হয়ে এল। তারপর আহারের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল। তাই আমি বলছিলাম—নিজের প্রয়োজন থেকে প্রভুকে মুক্ত করা উচিত নয়।

তারপর দমনক ও করটক পিঙ্গলকের কাছে গেল। সেখানে তরুতলে করটক বেশ

গর্বিতভাবে বসে রইল। দমনক সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বলল—ওরে বৃষভ, ইনি সেনাপতি করটক. রাজা পিঙ্গলক একে অরণ্যরক্ষায় নিযুক্ত করেছেন। সেনাপতি আদেশ করছেন তুমি সত্বর চলে এসো, নইলে এই অরণ্য থেকে দূরে চলে যাও; তা না হলে বিপরীত ফল ফলবে—প্রভু ক্রুদ্ধ হলে কী ব্যবস্থা করবেন জানি না।

সঞ্জীবক দেশের রীতি ও আচার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; সে ভয়ে ভয়ে এসে করটকের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। লোকে বলে—'বুদ্ধি শক্তি অপেক্ষা বড়ো, বুদ্ধির অভাবেই হাতির এই দশা—' ডিণ্ডিম[৪] নামক বাদ্যে যখন মাহুত[৫] আঘাত করে তখন সেই বাদ্য শব্দ করতে করতে যেন এই কথাই ঘোষণা করে।

তখন সঞ্জীবক ভীতকণ্ঠে বলল—সেনাপতে! আমার কী কর্তব্য তা বলে দিন।

করটক বলল—যদি নিরাপদে এই বনে বাস করতে চাও, তবে প্রভুর চরণকমলে প্রণত হও।

সঞ্জীবক বলল—তাহলে আমাকে অভয় দিন, আমি যাচ্ছি। (অভয়দানের চিহ্নস্বরূপ) আপনার দক্ষিণ বাহু আমাকে দিন।[৬]

করটক বলল—ওরে বৃষভ, শোন্‌। এই আশঙ্কার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা,—

চেদিরাজ (শিশুপাল) যে তিরস্কার করেছিলেন[৭] তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কোনো কথাই বলেন নি। মেঘের গর্জনে সাড়া দিতে গিয়েই সিংহ গর্জন করে ওঠে—শৃগালের চিৎকারকে তুচ্ছ করে॥ ৮৬॥

তাছাড়া,—

প্রবল ঝটিকা তৃণকে উন্মূলিত করে না—তারা সকল ভাবেই কোমল এবং প্রণত। কিন্তু সেই ঝড় উন্নত তরুর উপরে ধ্বংস নিয়ে আসে। যিনি মহান্‌ তিনি মহতের উপরেই শক্তি প্রকটিত করেন॥ ৮৭॥

তারপর তারা দুজন সঞ্জীবককে একটু দূরে রেখে পিঙ্গলকের কাছে গেল। রাজা সাদরে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তারা প্রণাম করে উপবেশন করল।

রাজা বললেন—তুমি তাকে দেখেছ?

দমনক বলল—দেব! দেখেছি। আপনি যা অনুমান করেছেন ঠিক তাই। প্রাণীটি সত্যিই বিশাল; সে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। কিন্তু সে প্রভূত বলের অধিকারী—আপনি আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়েই তাকে দর্শন দিন। শুধু শব্দ শুনেই আপনি ভয় করবেন না। শাস্ত্রে বলেছে শব্দ শুনেই শব্দের কারণ না জেনে ভয় পাওয়া সঙ্গত নয়; ভয়ের কারণ জেনে কুট্টনী[৮] সম্মানিত হয়েছিল।

রাজা বলল—কেমন করে?

দমনক বলতে লাগল—

কথা—(চার)

শ্রীপর্বতে ব্রহ্মপুর নামে এক নগর ছিল। এই রকম একটা জনপ্রবাদ শোনা যেত যে সেই পর্বতের শিখরে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস থাকত। একদিন ঘণ্টা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এক চোর—তখন এক বাঘ সেই চোরটাকে মেরে খেয়ে ফেলল। তার হাত থেকে ঘণ্টা পড়ে গেল, সেই ঘণ্টা পেল বানরের দল। সেই বানরেরা সব সময় ঘণ্টা বাজাত।

সেই লোকটাকে বাঘে খেয়েছে নগরবাসীরা তা দেখেছিল—এদিকে প্রতিক্ষণই ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এর পর সকলে বলতে লাগল, ঘণ্টাকর্ণই ক্রুদ্ধ হয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে আর মানুষ ধরে ধরে খাচ্ছে ; এই বলে তারা নগর থেকে পালিয়ে গেল।

তখন করালা নামে এক কুট্‌নী ভাবল—এই ঘণ্টাশব্দের কোনো সময় ঠিক নেই ; তবে কি বানরের দল ঘণ্টা বাজাচ্ছে ? এই ভেবে সে নিজে আসল ব্যাপারটা জেনে রাজার কাছে গিয়ে বলল—দেব ! যদি কিছু অর্থব্যয় করা হয়, আমি এই ঘণ্টাকর্ণের একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

রাজা তাকে ধন দিলেন। কুট্‌নী তখন এক মণ্ডলপূত বৃত্ত এঁকে বেশ ঘটা করে গণেশ প্রভৃতির পূজা করল এবং নিজে বানরপ্রিয় ফল সঙ্গে নিয়ে বনে প্রবেশ করল।

বনে ফলগুলি সে ছড়িয়ে দিল। তখন ঘণ্টা ছেড়ে দিয়ে বানরের দল ফল নিয়ে মত্ত হল। এদিকে কুট্‌নীও ঘণ্টা নিয়ে নগরে ফিরে এল। এর পর সে হল 'সর্বজন-পূজ্যা' ! তাই আমি বলছিলাম—শুধু শব্দ শুনেই ভয় পাওয়া উচিত নয়।

এর পর সঞ্জীবককে এনে সিংহকে দেখানো হল। পরে পরম সুখে সে সেখানে বাস করতে লাগল।

এর পরে কোনো একদিন স্তব্ধকর্ণ নামে সিংহের এক ভাই সেখানে এল। তাকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে রেখে পিঙ্গলক তার আহারের জন্যে পশুবধ করতে বেরিয়ে যাবে এমন সময় সঞ্জীবক প্রশ্ন করল—আজ সকালে যে পশুবধ করা হয়েছে তার মাংস কোথায় ? রাজা বললেন—দমনক-করটক জানে। সঞ্জীবক বলল—আগে জেনে নিন, আছে কিনা। রাজা চিন্তা করে বললেন—না, নাই। সঞ্জীবক বলল—কী আশ্চর্য, এতগুলো মাংস ওরা দুজন খেয়েছে ? রাজা বলল—খেয়েছে, কিন্তু অন্যভাবে খরচ করেছে কিছু নষ্ট করেছে। প্রতিদিন এইভাবেই চলে। সঞ্জীবক বলল—আপনাকে না জানিয়েই করে ? রাজা বলল—আমার সম্পূর্ণ অগোচরে এটা করা হয়। তখন সঞ্জীবক বলল—এটা উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে, রাজার কোনো বিপদ দূর করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রভুকে না জানিয়ে নিজের দায়িত্বে কোনো কাজ করা অসঙ্গত ॥ ৮৯ ॥

তাছাড়া,—অমাত্য হবেন কমণ্ডলুর মতো, প্রচুর নেবেন—সামান্য ত্যাগ করবেন। রাজার যে অমাত্য মুহূর্তের মূল্য না জানে সে মূর্খ, যে কড়িকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে তাকে দারিদ্রই থাকতে হয় ॥ ৯০ ॥

সেই অমাত্যই উত্তম যিনি অন্ততঃ এক কাকিনী (কাকিনী = বিশ কড়ি) ভাণ্ডারে বাড়াতে জানেন। রাজার কাছে রাজভাণ্ডারই প্রাণস্বরূপ, নিজের প্রাণ সেইরূপ নয় ॥ ৯১ ॥

আর একটি কথা, ধন ছাড়া অন্য কুলাচারের দ্বারা (যেমন বশ্যতা, বাধ্যতা, নম্রতা প্রভৃতি) নৃপতি সেবিত হবার গৌরব লাভ করেন না ! নির্ধন পুরুষকে তার পত্নীও ত্যাগ করে, অন্যের কথা ওঠে না ॥ ৯২ ॥

রাজ্যশাসনে এইটিই প্রধান দোষ

অতিব্যয়, পরিদর্শনের অভাব, অধর্মপথে ধনোপার্জন, লুণ্ঠন ও দূরে অবস্থান—এইগুলিই রাজকোষের পক্ষে ক্ষতির কারণ ॥ ৯৩ ॥

কুবেরের মতো ধনী হলে কোনো ব্যক্তি যদি আয়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে ইচ্ছেমতো

ব্যয় করতে থাকে তবে তাকে দরিদ্র হতে হয় ॥ ৯৪ ॥

স্তব্ধকর্ণ বলল—শোনো ভাই, এই করটক ও দমনক তোমার দীর্ঘকালের আশ্রিত—এরা সন্ধি ও বিগ্রহের অধিকারে নিযুক্ত। এদের কখনও অর্থবিভাগে নিয়োগ করা উচিত নয়। নিয়োগের ব্যাপারে আমি সামান্য যা কিছু শুনেছি, তা তোমাকে বলব।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং আত্মীয়কে অর্থাধিকারে নিয়োগ অসঙ্গত। যে অর্থ আদায় করা হয়েছে, চাপ দিলেও ব্রাহ্মণ তা দেয় না ॥ ৯৫ ॥

কোষাগারে যদি ক্ষত্রিয়কে নিয়োগ করা হয় তবে সে তরবারি দেখাবে। আত্মীয়কে নিয়োগ করলে আত্মীয়তার জোরেই সে সর্বস্ব দখল করে গ্রাস করবে ॥ ৯৬ ॥

দীর্ঘকালের সেবককে যদি নিযুক্ত করা হয় তবে সে অপরাধ করলেও শঙ্কাহীন থাকবে; সে প্রভুকে অবজ্ঞা করে নিরঙ্কুশভাবে বিচরণ করবে ॥ ৯৭ ॥

উপকারী ব্যক্তিকে অধিকার দিলে সে নিজের অপরাধ ভুলে যাবে এবং উপকারের পতাকা উড়িয়েই সর্বস্ব গ্রহণ করবে ॥ ৯৮ ॥

যে বাল্যকাল থেকে ক্রীড়াসহচর এমন লোককে মন্ত্রী করলে সে-ই রাজার মতো আচরণ করতে থাকবে এবং অতি-পরিচয় হেতু নিশ্চয়ই রাজাকে অবজ্ঞা করবে ॥ ৯৯ ॥

যে অন্তরে খল, বাইরে ক্ষমার মূর্তি—তেমন লোক সর্বপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করবে—এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটার (নন্দরাজের সচিব)[৯] ॥ ১০০ ॥

সকল সমৃদ্ধ অমাত্যকেই ভাবী কালে[১০] সংশোধন করা যায় না। জ্ঞানীদের এই নির্দেশ—অর্থের প্রাচুর্যই চিত্তকে বিকৃত করে ॥ ১০১ ॥

উৎকোচ গ্রহণ[১১] রাজদ্রব্যের বিনিময়, স্বজন পোষণ, অবহেলা, বিচারের অভাব ও ভোগেচ্ছা—এইগুলি অমাত্যের দোষ ॥ ১০২ ॥

অন্যায় পথে (কর্মচারী কর্তৃক) গৃহীত অর্থের উদ্ধার, নিত্য নিযুক্তব্যক্তির কার্য পরীক্ষা, গুণানুসারে সম্মাননা ও কর্তব্যের পরিবর্তন—এইগুলো রাজার করণীয় ॥ ১০৩ ॥

নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্লিষ্ট না বলে (আত্মসাৎ করা) রাজকীয় অর্থ উদ্গিরণ করেন না; যেমন দুষ্টব্রণ না টিপলে ভিতরের দূষিত রক্ত পুঁয ইত্যাদি বার করে না ॥ ১০৪ ॥

অসৎ পথে বিত্তশালী কর্মচারীদের রাজা পীড়ন করে অর্থ আদায় করবেন। স্নানবস্ত্র মাত্র একবার নিঙড়ালে কি অধিক জল নিষ্কাশিত হয়? ॥ ১০৫ ॥

এই সমস্ত জেনে যথাকালে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পিঙ্গলক বলল—তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু এরা দুজন আমার নির্দেশ পালন করে না। স্তব্ধকর্ণ বলল—এতো একেবারেই অসঙ্গত। কারণ—

পুত্রও যদি আদেশ লঙ্ঘন করে, তাদের ক্ষমা করা রাজার পক্ষে অনুচিত। কারণ তাহলে এমন রাজা আর চিত্রে অঙ্কিত রাজার মধ্যে পার্থক্য কী থাকে? ॥ ১০৬ ॥

তাছাড়া,

নিষ্কর্মা পুরুষের যশ নষ্ট হয়, অস্থিরমতি লোকের বন্ধুত্ব থাকে না। তেমনি থাকে না ইন্দ্রিয়শক্তিহীন ব্যক্তির বংশ, অর্থলোভীর ধর্ম, পাপাসক্ত ব্যক্তির বিদ্যা, কৃপণের সুখ এবং সেই রাজার রাজ্য যার অমাত্য উদাসীন ॥ ১০৭ ॥

বিশেষতঃ—

চোর, রাজকর্মচারী, শত্রু, নিজের প্রিয়জন এবং নিজের লোভ থেকে রাজা পিতার মতো প্রজাদের রক্ষা করবেন ॥ ১০৮ ॥

ভাই, সর্বদা আমার উপদেশ শুনে কাজ করো। আমিও নিয়োগকর্ম করেছি। শস্য ভোজী এই সঞ্জীবককে অর্থাধিকারে নিয়োগ করো।

এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হবার পর থেকে পিঙ্গলক ও সঞ্জীবকের পরম মৈত্রীর বন্ধনে দিন কাটতে লাগল—সকল স্বজনের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে গেল।

দমনক ও করটক দেখল ভৃত্যদের আহারদানেও শিথিলতা প্রকট হয়ে উঠছে। তখন তারা পরস্পর আলোচনায় বসল। তখন দমনক করটককে বলল—বন্ধু, এখন কী করি? এ তো আমাদেরই দোষ। নিজের কৃত অপরাধে অনুশোচনা করাও অনুচিত। কারণ, লোকে বলে,

আমি স্বর্ণরেখা স্পর্শ করার জন্যে[১২], দূতী নিজেকে বাঁধার জন্যে, বণিক মণি-অপহরণের ইচ্ছার জন্যে—সকলেই নিজের কৃত অপরাধে দুঃখভোগী ॥ ১০৯ ॥

করটক বলল—তার মানে?

দমনক বলতে লাগল—।

কথা—(পাঁচ)

কাঞ্চনপুর নগরে বীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর বিচার-বিভাগীয় এক কর্মচারী কোনো নাপিতকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন—তখন অন্য এক সাধুর সঙ্গে এক সাধু এসে সেই নাপিতের বস্ত্রাঞ্চল টেনে ধরে বলল—একে বধ করবেন না।

রাজপুরুষেরা বলল—কেন বধ করা হবে না? সে বলল—শুনুন। এই বলে 'স্বর্ণরেখা[১৩] স্পর্শ করে আমি'—ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করল।

তারা বলল—সে আবার কী?

সাধু বলতে লাগল—আমি সিংহল দ্বীপের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র, আমার নাম কন্দর্পকেতু। আমি যখন একদিন প্রমোদ-উদ্যানে বসে ছিলাম তখন এক সমুদ্র-বণিকের মুখে শুনতে পেলাম চতুর্দশীর রাত্রিতে এই সমুদ্রের মধ্যে এক কল্পতরুর আবির্ভাব ঘটবে—তার তলে মণিকিরণবিচিত্রিত শয্যায় স্থিতা সর্বালঙ্কারভূষিতা, লক্ষ্মীর মতো বীণাবাদনে রতা এক কন্যাকে দেখা যাবে।

আমি তখন সমুদ্র-বণিকের সঙ্গে জাহাজে উঠে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তারপর সেখানে গিয়ে শয্যায় অর্ধশয়ানা সেই অবস্থাতেই তাকে দেখলাম। তার লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তার উদ্দেশ্যে আমি ঝাঁপ দিলাম। তারপর এক স্বর্ণনগরীতে উপস্থিত হয়ে স্বর্ণপ্রাসাদে শয্যাশায়িতা বিদ্যাধরীসেবিতা সেই কন্যাকে দেখলাম। আমাকে দূর থেকে দেখে সে সখী পাঠিয়ে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। আমি প্রশ্ন করায় তার সখী আমাকে বলল—ইনি বিদ্যাধররাজ কন্দর্পকেলির কন্যা, এর নাম রত্নমঞ্জরী। ইনি শপথ করেছেন—স্বর্ণনগরে উপস্থিত হয়ে যিনি স্বচক্ষে সব দেখতে পারেন—পিতার অগোচরে হলেও তাঁকেই তিনি পতিত্বে বরণ করবেন। এই হল এঁর হৃদয়গত সঙ্কল্প। তাই আপনি এঁকে গান্ধর্বরীতিতে বিবাহ করুন।

তারপর গান্ধর্ববিবাহ শেষ হল। আমি তার মধুর সংসর্গভোগে সেখানেই বাস করতে লাগলাম। একদিন সে নিভৃতে আমাকে বলল—প্রভু, তুমি তোমার ইচ্ছেমতো

এখানে সব ভোগ করো, কিন্তু কখনো চিত্রে অঙ্কিত ঐ স্বর্ণরেখা নাম্নী বিদ্যাধরীকে স্পর্শ কোরো না। তারপর আমার কৌতূহল হল, আমি স্বহস্তে স্বর্ণরেখাকে স্পর্শ করলাম। তখন চিত্রে অঙ্কিত হলেও তার চরণকমলের আঘাতে তাড়িত হয়ে আমি আমার নিজের রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম। দুঃখার্ত হয়ে আমি সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করলাম, তারপর নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে আমি এই দেশে এসেছি।

গতকাল দিনের শেষে আমি এক গোপগৃহে শুয়েছিলাম। আমি দেখলাম, গোপ যখন তার বন্ধুর সুরাবিপণি থেকে ফিরে এল—তখন তার স্ত্রী একজন কুট্টনীর সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছিল। সে স্ত্রীকে প্রহার করে একটা স্তম্ভের সঙ্গে তাকে বেঁধে শুতে গেল। গভীর রাত্রিতে সেই কুট্টনী এই নাপিতের বধূ আবার এসে গোপবধূর কাছে বলল—'সেই মহানুভব ব্যক্তি তোমার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ এবং কামদেবতার শরে আহত হয়ে তোমার জন্যে মৃতপ্রায়। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে, অত্যন্ত দুঃখার্ত হয়ে আমি তোমাকে বোঝাবার জন্যে এসেছি। তাহলে আমি নিজেকে স্তম্ভে বেঁধে এখানে অপেক্ষা করি, তুমি সেখানে গিয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

এই ব্যবস্থাই হল। তখন গোপ জেগে বলল—এখন কেন তোমার জারের কাছে যাচ্ছ না? যখন কোনো উত্তর এল না, তখন 'তোমার এতো দর্প যে আমার কথার উত্তরও দিচ্ছ না'?—এই বলে সে দা এনে তার নাক কেটে দিল। তারপর গোপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে সেই গোপী ফিরে এসে দূতীকে প্রশ্ন করল—কী খবর? দূতী বলল—দেখো, আমার মুখই তোমাকে খবরটা বলবে। তারপর গোপী সেইভাবে নিজেকে বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। দূতী তার কাটা নাকের টুকরা নিয়ে নিজের গৃহে চলে গেল। প্রাতে নাপিত তার কাছে ক্ষৌরপাত্র চাইল—সে দিল একটি ক্ষুর। সম্পূর্ণ পাত্রটি না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে দূর থেকেই সেই ক্ষুর ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে উঠল—বিচারকের কাছে একে নিয়ে এসে অভিযোগ করল—বিনা অপরাধে এ আমার নাক কেটে দিয়েছে।

এদিকে গোপের স্ত্রীকে গোপ আবার প্রশ্ন করতেই সে বলে উঠল—আঃ দুরাচার লম্পট; কে আমার মতো মহাসতীকে কলঙ্কিত করতে পারে? আমার ক্রিয়াকর্ম যে কতো নিষ্পাপ অষ্ট লোকপালই তা জানেন! কেননা,—

সূর্য-চন্দ্র, বায়ু-অগ্নি, আকাশ-পৃথিবী, জল, হৃদয়, যম, দিন ও রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম—মানুষের কর্মধারা এরাই জানেন ॥ ১১০ ॥

আমি যদি পরমসতী হই, যদি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মনে চিন্তাও না করে থাকি তবে আমার মুখ অক্ষত হোক। আমার মুখ দেখো। তারপর যখন গোপ দীপ জেলে তার মুখের দিকে তাকাল তখন তার নাসিকা-যুক্ত মুখ দেখে তার চরণে লুণ্ঠিত হল—বলল—আমি ধন্য যার ভার্যা এতো বড়ো সতী।

এখন যে বণিক এখানে উপস্থিত আছে তার কাহিনী শোনো। ঘর ছেড়ে সে বারো বছর পরে মলয় পর্বত থেকে এই নগরে ফিরে এসেছিল। এখানে সে একটি গণিকার গৃহে শুয়ে ছিল। গণিকার গৃহের সামনে একটি এক কাষ্ঠনির্মিত বেতালের মূর্তির মাথায় একটি উৎকৃষ্ট রত্ন বসানো ছিল; তা দেখে লোভের বশবর্তী হয়ে রাত-দুপুরে উঠে রত্নটি গ্রহণ করতে উদ্যত হল। তখন বেতালের সূত্রচালিত বাহুতে পীড়িত হয়ে

সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। তখন গণিকা উঠে এসে বলল—মলয়পর্বতের উপকণ্ঠ থেকে এসেছ তুমি, তোমার কাছে যা রত্ন আছে সব ওকে দিয়ে দাও, নইলে ওর হাত থেকে মুক্তি পাবে না—এই ভূতোর স্বভাবই এই রকম। তখন এই বণিক তার সব রত্ন দিয়ে দিল। এখন সে-ও সর্বহারা হয়ে আমাদের সঙ্গে এসে মিলেছে।

তখন এই সব কথা শুনে রাজপুরুষেরা ধর্মাধিকারীকে বিচার করতে বলল। নাপিতবধূর কেশ মুণ্ডিত করা হল—নগর থেকে বহিষ্কৃত করা হল গোপবধূকে। কুট্টনী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হল—আর বণিকের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হল। নাপিত তার গৃহে ফিরে গেল।

সেই জন্যেই আমি বলছিলাম—'আমি স্বর্ণরেখা স্পর্শের জন্যে ইত্যাদি। এই অপরাধ স্বয়ংকৃত, এখানে বিলাপ অনুচিত। (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) আমি যেমন সহসা এদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম তেমনি বন্ধুত্বের বিচ্ছেদও আমি ঘটাব; কারণ—

চতুর ব্যক্তি মিথ্যাকেও সত্যরূপে প্রতিভাত করতে জানে—যেমন চিত্রকর্মে নিপুণ ব্যক্তিগণ সমতলক্ষেত্রে নিম্নোন্নত রূপ সৃষ্টি করেন ॥ ১১১ ॥

তাছাড়া,—নূতন পরিস্থিতির মধ্যেও যার বুদ্ধি অক্ষুন্ন থাকে সে বিপদ উত্তীর্ণ হতে পারে; তার দৃষ্টান্ত, গোপবধূ তার দুই প্রেমিকের কবল থেকে নিস্তার পেয়েছিল ॥ ১১২ ॥

করটক প্রশ্ন করল—সে আবার কী?

দমনক বলতে লাগল—

কথা—(ছয়)

দ্বারবতী পুরীতে কোনো এক গোপ বাস করত—তার স্ত্রী ছিল কুলটা। নগরশান্তি-রক্ষকের যিনি প্রধান (দণ্ডনায়ক) তার সঙ্গে আর তার পুত্রের সঙ্গে সে গোপনে মিলিত হত। লোকে বলে—

অগ্নি বহু কাষ্ঠেও তৃপ্ত হয় না, সমুদ্র বহু নদীর ধারাতেও তৃপ্ত হয় না, সমস্ত প্রাণীকে গ্রাস করেও যমের তৃপ্তি নেই, তেমনি বহু পুরুষেও তৃপ্তি নেই সুন্দরী রমণীর ॥ ১১৩ ॥

তাছাড়া,—দান, সম্মান, সরলতা, সেবা, অস্ত্র (অর্থাৎ শাস্তির ভয়), শাস্ত্রীয় উপদেশ—কিছুতেই রমণীকে জয় করা যায় না। কোনো উপায়ে তাদের প্রসন্ন করা কঠিন ॥ ১১৪ ॥

কারণ,—গুণের আধার, কীর্তিমান, সুন্দর, রতিশাস্ত্রে দক্ষ, ধনবান ও যুবক পতিকে ত্যাগ করে রমণীরা শীঘ্রই চরিত্রহীন ও গুণহীন পুরুষকে ভজনা করে ॥ ১১৫ ॥

তাছাড়া,—বিচিত্র শয্যায় শায়িতা থেকেও রমণীগণ সেই প্রীতি লাভ করে না—যা তারা পায় পরপুরুষের সঙ্গে দূর্বাকীর্ণ শয্যাতেও শয়ন করে ॥ ১১৬ ॥

একদিন সে দণ্ডনায়কের পুত্রের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মত্ত ছিল। এমন সময় দণ্ডনায়কও তার সঙ্গ কামনায় সেখানে এল। তাকে আসতে দেখে সে তার পুত্রকে ধান রাখবার পাত্রে লুকিয়ে রাখল এবং তার সঙ্গে পূর্ববৎ বিলাসে মত্ত হল।

এমন সময় তার স্বামী (গোপ) গোষ্ঠ থেকে ফিরে এল। তাকে দেখে গোপী বলল—ওগো দণ্ডনায়ক, তুমি দণ্ড হাতে নাও, তারপর ক্রোধ প্রদর্শন করতে করতে দ্রুত চলে যাও।

তাই করা হল। গোপ গৃহে এসে স্ত্রীকে প্রশ্ন করল—দণ্ডনায়ক কোন্ কাজে এখানে এসেছিল?

সে বলল—ইনি কোনো কারণে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। পুত্রও এখানে এসে পড়েছিল, আমি তাকে ধানের পাত্রে লুকিয়ে রেখেছি। পিতা খুঁজলেন কিন্তু ঘরে দেখতে পেলেন না—তাই তিনি রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সে ধানের পাত্র থেকে বার করে পুত্রকে দেখালো। তাই বলা হয়,—

স্ত্রীলোকের আহার দ্বিগুণ[১৪], তাদের উপস্থিতবুদ্ধি চতুর্গুণ, অধ্যবসায় ছয়গুণ আর কামপ্রবৃত্তি আটগুণ ॥ ১১৭ ॥

তাই আমি বলছিলাম—কার্য উপস্থিত হলে যার বুদ্ধি নষ্ট হয় না—ইত্যাদি।

করটক বলল—তাই না-হয় হল। কিন্তু এদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যে মৈত্রী জন্মেছে তা কী করে ছিন্ন করবে?

দমনক বলল—উপায় বার করতে হবে। শাস্ত্রে বলেছে—উপায়ের সাহায্যে যা করা যায় তা শক্তির দ্বারা করা যায় না। স্বর্ণহারের দ্বারাই কাক কৃষ্ণসর্পের মৃত্যু ঘটিয়েছিল।

করটক বলল—সে আবার কী?

দমনক বলতে লাগল—

কথা—(সাত)

কোনো-এক বৃক্ষে এক বায়স-দম্পতী বাস করত। সেই বৃক্ষের কোটরে ছিল কেউটে সাপ; সে তাদের বাচ্চাগুলিকে খেয়ে ফেলত। তারপর বায়সী আবার গর্ভবতী হল—সে বায়সকে বলল—নাথ, এই তরু ত্যাগ করো। এখানে যতদিন কেউটে থাকবে ততদিন আমাদের সন্তান বাঁচবে না। কারণ,

দুষ্ট স্ত্রী, ধূর্ত বন্ধু, উদ্ধত ভৃত্য, এবং সসর্প গৃহে বাস এগুলি মৃত্যুরই নামান্তর, এতে সন্দেহ নেই ॥ ১১৯ ॥

বায়স বলল—প্রিয়ে, ভয় পেয়ো না। বার বার আমি এর গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করেছি—এখন আর করব না। বায়সী বলল—এই শক্তিমান সাপের সঙ্গে তুমি কলহ করবে কেমন করে?

বায়স বলল এই আশঙ্কার প্রয়োজন নেই। কারণ—বুদ্ধি যার তারই বল—বুদ্ধিহীনের আর বল কোথায়? দেখো, উদ্ধত সিংহকেও শশক বধ করেছিল ॥ ১২০ ॥

বায়সী হেসে বলল—সে আবার কী?

বায়স বলতে লাগল—

কথা—(আট)

মন্দর নামক পর্বতে এক সিংহ থাকত—তার নাম দুর্দান্ত। সে সর্বদাই পশুবধ করত। তখন সব পশু মিলে সিংহকে জানালো—হে পশুরাজ! কেন একদিনে

অনেক পশু বধ করছেন ? যদি অনুগ্রহ করেন, আমরাই আপনার আহারের জন্যে প্রতিদিন একটি করে পশু উপহার দিতে পারি। তখন সিংহ বলল—যদি তোমাদের এই অভিমত, তবে তাই হোক।

তারপর একটি করে পশু তাকে উৎসর্গ করা হত, তাই সে খেয়ে থাকত।

একদিন এল এক বৃদ্ধ শশকের পালা। সে ভাবল—প্রাণরক্ষার আশাতেই ভয়ের যে কারণ তার কাছে লোকে অনুনয় বিনয় করে। মৃত্যুই যখন বরণ করতে হবে তখন আর সিংহকে অনুনয় করে লাভ কী ? ॥ ১২১ ॥

তাহলে ধীরে ধীরেই চলি।

ওদিকে সিংহও ক্ষুধার্ত ; সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলল—এত দেরি করে এসেছিস্ কেন ? শশক বলল—দেব, আমার অপরাধ নেই। আসবার সময় পথে আর একটি সিংহ আমাকে জোর করে ধরে রেখেছিল ; পরে আমি আবার ফিরে আসব এই শপথ করে প্রভুর কাছে নিবেদন করতে এসেছি। সিংহ সক্রোধে বলল—দ্রুত গিয়ে দুরাত্মাকে আমায় দেখিয়ে দে কোথায় সেই দুরাত্মা।

তখন শশক তাকে নিয়ে দেখাবার জন্যে এক গভীর কূপের সামনে নিয়ে গেল। 'এখানে এসে আপনি নিজেই দেখুন প্রভু !' এই বলে সেই শশক কূপের জলে সেই সিংহেরই প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দিল। ক্রোধান্ধ সেই সিংহ দর্পবশতঃ তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু !

তাই আমি বলছিলাম—বুদ্ধি যার বল তারই ইত্যাদি।

বায়সী বলল—সব তো শুনলাম ! এখন কী কর্তব্য তা বলো।

বায়স বলল—এই নিকটবর্তী সরোবরে রাজপুত্র প্রতিদিন এসে স্নান করেন। স্নানের সময় তার দেহ থেকে স্বর্ণহার খুলে নিয়ে সোপানের শিলার উপরে রাখলে পরে তুমি সেই স্বর্ণহার চঞ্চুতে তুলে নিয়ে এসে এই কোটরে রাখবে।

তারপর একদিন রাজপুত্র স্নানের জন্যে জলে নেমে গেলে বায়সী সেইভাবে কাজ করল। তারপর স্বর্ণহারের সন্ধানে প্রবৃত্ত রাজপুরুষেরা সেই কোটরে এসে কেউটেকে দেখতে পেয়ে মেরে ফেলল।

তাই আমি বলছিলাম, উপায়ের সাহায্যে যা করা যায়—ইত্যাদি।

করটক বলল—যদি তাই হয় তবে তুমি যাও। তোমার পথ মঙ্গলময় হোক।

তারপর দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল—দেব, সর্বনাশকারী কোনো ভয়জনক অমঙ্গল আসন্ন ভেবে আপনার কাছে এসেছি। কারণ - যখন বিপদ আসে, যখন মানুষ সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হয় আর যখন প্রতিবিধানের সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে—সেই সময়েই হিতার্থী যিনি তিনি জিজ্ঞাসিত না হয়েও হিতবাক্য বলেন ॥ ১২২ ॥

আর একটি কথা—রাজা ভোগ করবেন কিন্তু কাজের ভার নেবেন মন্ত্রী। যে মন্ত্রী রাজকার্য নষ্ট করেন তিনি সর্বথা নিন্দনীয় ॥ ১২৩ ॥

মন্ত্রীদের এই তো কর্তব্য—

প্রাণবিসর্জন অথবা শিরশ্ছেদ—সেও বরং ভালো তবু প্রভুপদপ্রাপ্তির আশায় পাপকর্মে যে উদ্যত তাকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সঙ্গত নয় ॥ ১২৪ ॥

পিঙ্গলক সাগ্রহে প্রশ্ন করল—তা তুমি কী বলতে চাও ? দমনক বলল—দেব, মনে হচ্ছে সঞ্জীবক আপনার সঙ্গে অসদৃশ ব্যবহারে উদ্যত। আমাদের সামনে সে

আপনার তিনশক্তির[১৫] নিন্দা করেছে, মনে হচ্ছে সে রাজ্যলাভ করতেই ইচ্ছুক।

এই কথা শুনে পিঙ্গলক সভয়ে এবং সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। দমনক পুনরায় বলল—আপনি-যে সমস্ত মন্ত্রী ত্যাগ করে একমাত্র ওকেই সর্বাধিকারে নিযুক্ত করেছেন—ভুলটা হয়েছে সেইখানেই। কারণ, মন্ত্রী যখন অত্যন্ত উন্নত হয় তখন রাজলক্ষ্মী তার উপর এবং রাজার উপরে পদভর রেখে দাঁড়ান[১৬]। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব-বশতঃ অধিককাল ভার বহন করতে না পেরে একজনকে ত্যাগ করেন ॥ ১২৫ ॥

আরও একটি কথা,

একজন মন্ত্রীকে যখন রাজা রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করেন, মোহবশতঃ দর্প তাকে গ্রাস করে এবং এই দর্পহেতু যে শৈথিল্য আসে তাতেই সে নিজেকে রাজকার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়; বিচ্ছিন্ন হলে স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা তার মনে জেগে ওঠে; এই স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা থেকেই সে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে – সে বিদ্রোহ করে—রাজার প্রাণহানি হওয়ার পূর্বে আর বিরত হয় না ॥ ১২৬ ॥

আরও দেখুন,

বিষমিশ্রিত অন্নের, স্খলিত দণ্ডের এবং দুষ্ট অমাত্যের সমূলে বিনাশই সুখকর ॥ ১২৭ ॥ তাছাড়া,

যে রাজা তার রাজলক্ষ্মীর ভার মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রাখেন তিনি সেই মন্ত্রীর আপৎকালে চালকবিহীন অন্ধের ন্যায় সঙ্কটের সম্মুখীন হন ॥ ১২৮ ॥

সে সব ব্যাপারেই নিজের ইচ্ছেমতো চলে। এখন করণীয় বিষয়ে আপনিই প্রভু। আমি এইটুকু জানি—তেমন মানুষ সংসারে নেই যে ঐশ্বর্য কামনা না করে, যে পরের যুবতী ও সুন্দরী ভার্যার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত না করে ॥ ১২৯ ॥

সিংহ একটু চিন্তা করে বলল—প্রিয় দমনক! পরিস্থিতি যদিও এইরকম, তবু সঞ্জীবকের উপর আমার গভীর স্নেহ। দেখো,

অপরাধ করলেও যে প্রিয় সে প্রিয়-ই থাকে। অশেষ দোষে দুষ্ট হলেও এই দেহ কার কাছে না প্রিয়? ॥ ১৩০ ॥

আরও দেখো,

অপ্রিয় কাজ করলেও যে প্রিয় সে প্রিয়ই থাকে। গৃহের সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ করলেও অগ্নির প্রতি কার অনাদর সম্ভব? ॥ ১৩১ ॥

দমনক বলল—প্রভু, সেইটেই তো দোষের। কারণ, রাজা যার উপর (অন্যের তুলনায়) অধিক স্নেহদৃষ্টি রাখেন—সে পুত্র হোক, মন্ত্রী হোক বা অপরিচিত কেউ হোক—লক্ষ্মীদেবী তাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৩২ ॥

আপনি শুনুন—

অপ্রিয় হলেও যা হিতকর তার পরিণাম সুখকর; বক্তা ও শ্রোতা যেখানে থাকে সেইখানেই সকল সম্পদ বিরাজিত ॥ ১৩৩ ॥

আপনি মূল (পুরাতন) ভৃত্যদের ত্যাগ করে এই আগন্তুককে সম্মানিত করেছেন। আপনার এ কাজ অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। কারণ,

মূল ভৃত্য বর্জন করে অপরিচিতকে সম্মানিত করা উচিত নয়—রাজ্যধ্বংসকারী এর চেয়ে বড়ো দোষ আর নেই ॥ ১৩৪ ॥

সিংহ বলল—কী আশ্চর্য! আমি অভয় দিয়ে এখানে এনে পালন করেছি—সে

আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে কী করে ? দমনক বলল—দেব !

দুর্জনকে নিত্য সেবা করলেও তার যথার্থ স্বভাব ফিরে পায়। এ যেন অনেকটা কুকুরের লেজের মত ; স্বেদন (মৃদুতা সম্পাদন) অভ্যঞ্জন (মালিশ প্রভৃতির)[১৭] প্রভৃতি সত্ত্বেও কুকুরের লেজ যেমন স্বভাব ফিরে পায় ॥ ১৩৫ ॥

আরও দেখুন,

স্বেদিত, মর্দিত ও রজ্জুর দ্বারা বন্ধ হলেও মুক্ত হবার বারো বছরের মধ্যে কুকুরের লেজ তার স্বভাবধর্ম ফিরে পায় ॥ ১৩৬ ॥

আরও একটি কথা,

পোষণ বা সম্মান দুর্জনের প্রীতির কারণ হতে পারে না। অমৃতসিঞ্চন করলেও বিষবৃক্ষে ভোজ্য ফল ফলে না ॥ ১৩৭ ॥

তাই আমি বলছি, যার ধ্বংস আমি কামনা করি না তাকে হিতোপদেশ দিতেই হবে। এই হল সজ্জনের ধর্ম, এর বিপরীত হল অসৎলোকের পথ ॥ ১৩৮ ॥

লোকে বলে,

আমাদের প্রতি তাঁরই স্নেহ আছে যিনি আমাদের অমঙ্গল থেকে নিবৃত্ত করেন। সেই কাজই পবিত্র। তিনিই স্ত্রী যিনি আজ্ঞার অনুবর্তিনী ; সজ্জন যাঁকে সম্মানিত করেন তিনিই প্রাজ্ঞ, তাকেই সম্পদ বলি যা মত্ততা সৃষ্টি করে না ; তিনিই সুখী যিনি কামনা থেকে মুক্ত, যিনি অকপট তিনিই বন্ধু, যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরাভূত হন না তিনিই যথার্থ পুরুষ ॥ ১৩৯ ॥

সঞ্জীবক থেকে আপনার সঙ্কট উপস্থিত, এ অবস্থায় বিজ্ঞাপিত হয়েও যদি নিবৃত্ত না হন তবে আমার মতো ভৃত্যের কোনো অপরাধ হতে পারে না ॥ ১৪০ ॥

কারণ,

কামাসক্ত নৃপতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে বা হিত সম্পর্কে উদাসীন হন ; নিজের ইচ্ছেমতো স্বচ্ছন্দভাবে মত্ত হস্তীর মতো তিনি বিচরণ করেন। কিন্তু যখন অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে তিনি গভীর শোকসাগরে মগ্ন হন, তিনি ভৃত্যকে দোষী ভাবেন, নিজের উদ্ধত আচরণ সম্পর্কে ভাবেন না ॥ ১৪০ ॥

পিঙ্গলক—(স্বগত) পরের মুখে নিন্দা শুনে অন্যের দণ্ডবিধান করা উচিত নয়। নিজে সব তত্ত্ব জেনে স্তুতি বা দণ্ডবিধান করা সঙ্গত ॥ ১৪১ ॥

শাস্ত্রে বলেছে, গুণদোষ না জেনে অনুগ্রহবর্ষণ বা দণ্ডবিধান বিধি হতে পারেন না। এই নীতি নিজের সর্বনাশের জন্যেই অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে সাপের মুখে হাত রাখার মতো ॥ ১৪২ ॥

প্রকাশ্যে সে বলল—তাহলে কি সঞ্জীবককে পদচ্যুত করব ?

দমনক ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—না না প্রভু, এমন কাজ করবেন না। এতে মন্ত্রভেদের সৃষ্টি হবে। বলেছে—

মন্ত্রবীজ এমনভাবে গুপ্ত রাখা উচিত যাতে কিছুমাত্র বাইরে প্রকাশিত হতে না পারে, প্রকাশিত হলেও যাতে তার অঙ্কুরোদ্গম না হয় ॥ ১৪৩ ॥

তবে—

যা গ্রহণ করতে হবে, দিতে হবে বা করতে তা দ্রুত না করলে কাল তার সারবস্তু গ্রাস করে ॥ ১৪৪ ॥

সুতরাং—

যা আরম্ভ করা হয়েছে তা বিশেষ যত্নে সম্পাদন করতে হবে। কেননা,

মন্ত্রী ভীরু যোদ্ধার মতো, তার সর্বাঙ্গ আবৃত থাকলেও শত্রু কর্তৃক ভেদের আশঙ্কায় অধিককাল স্থির থাকতে পারে না ॥ ১৪৫ ॥

এর (সঞ্জীবকের) দোষ আবিষ্কারের পরেও সেই দোষ থেকে তাকে নিবৃত্ত করে সন্ধি করা—সে কাজও খুবই অনুচিত হবে। কেননা,

একবার দোষাবিষ্কারের পর যে মিত্রের সঙ্গে পুনরায় সন্ধি করে সে অশ্বতরীর গর্ভের মতো মৃত্যুকেই আমন্ত্রণ[১৮] করে ॥ ১৪৬ ॥

সিংহ বলল—আগে জেনে নাও, আমাদের কী ক্ষতি সে করতে পারে। দমনক বলল—প্রভু, প্রধান অপ্রধানের সম্পর্ক না জেনে কার কী সামর্থ্য কী করে স্থির করা যাবে। দেখো; সামান্য টিট্টিভীপাখিও সমুদ্রকে ব্যাকুল করে তুলেছিল ॥ ১৪৭ ॥

সিংহ বলল—তার মানে ?

দমনক বলতে লাগল—

কথা—(নয়)

দক্ষিণসমুদ্রতীরে এক টিট্টিভীদম্পতী বাস করত। সেখানে আসন্নপ্রসবা টিট্টিভী একদিন তার স্বামীকে বলল—নাথ, প্রসবের অনুকূল একটি নিভৃত স্থানের সন্ধান করো। টিট্টিভী বলল—প্রিয়ে, এই স্থানটিই তো প্রসবের যোগ্য। টিট্টিভী বলল—সমুদ্রের জোয়ারে এই স্থান প্লাবিত হয়ে যায়। টিট্টিভ বলল—আমি কি শক্তিহীন যে নিজের গৃহে থাকার অবস্থায় সমুদ্র আমাকে নিগৃহীত করবে ? টিট্টিভী হেসে বলল—প্রভু, তোমার ও সমুদ্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য ! অথবা—নিজে কোনো কর্মে যোগ্য বা অযোগ্য—এটি সঠিকভাবে জানা কঠিন—এই জ্ঞান যার আছে সে দুঃখেও অবসন্ন হয় না ॥ ১৪৮ ॥

তাছাড়া

অনুচিত কর্ম আরম্ভ করা, স্বজনের বিরোধ, বলবানের বিরুদ্ধে স্পর্ধা এবং স্ত্রীলোকে বিশ্বাস—এই চারটি হল মৃত্যুর দ্বার ॥ ১৪৯ ॥

তারপর স্বামীর কথায় সে সেইখানেই প্রসব করল। এই সব শুনে সমুদ্রও তার শক্তি পরীক্ষার জন্যে তার ডিমগুলি নিয়ে গেলেন। শোকার্তা টিট্টিভী তখন স্বামীকে বলল—নাথ, সর্বনাশ হয়েছে, আমার ডিমগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। টিট্টিভ বলল—প্রিয়ে, কোনো ভয় নেই।

এই বলে সে পক্ষীদের সম্মেলন ডাকল ; তারপর সে পক্ষীদের রাজা গরুড়ের কাছে গেল। সেখানে গরুড়দেবতার কাছে সে সব ঘটনা নিবেদন করল—দেব, আমি নিজের গৃহে ছিলাম। সমুদ্র বিনা অপরাধে আমার উপর পীড়ন করেছেন।

তার কথা শুনে গরুড় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিয়ন্তা ভগবান নারায়ণের কাছে জানালেন। তিনি সমুদ্রকে ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে আদেশ করলেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সমুদ্র সেই ডিমগুলি টিট্টিভীকে অর্পণ করলেন।

তাই আমি বলছিলাম—প্রধান ও অপ্রধানের তত্ত্ব না জেনে সামর্থ্য নির্ণয় করা কঠিন।

রাজা বলল—কী করে জানা যাবে সে আমার প্রতি দ্রোহবুদ্ধিসম্পন্ন? দমনক বলল—যখন দেখবেন সে দর্পিত হয়ে, শৃঙ্গের অগ্রভাগের দ্বারা প্রহার করতে উদ্যত হয়ে এবং চকিতভাবে আপনার কাছে আসছে—তখনই প্রভু সব জানতে পারবেন।

এই বলে দমনক সঞ্জীবকের কাছে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সে এমন ভাব দেখালো যেন সে বিস্মিত।

সঞ্জীবক সাগ্রহে প্রশ্ন করল—ভদ্র, তোমার কুশল তো? দমনক বলল—ভৃত্যদের আবার কুশল! কেননা,

যারা রাজার আশ্রিত কর্মচারী তাদের সম্পত্তি পরের অধীন, তাদের চিত্ত সকল সময় অশান্ত, জীবন সম্পর্কেও কোনো বিশ্বাস নেই! ॥ ১৫০ ॥

তাছাড়া,

কে অর্থসম্পদ লাভ করে গর্বিত হয় নি? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তির দুঃখের অবসান ঘটেছে? এমন কে আছে, যার মন নারী পীড়িত করে নি? কে রাজার প্রিয়? কে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নি? কোন্ প্রার্থী গৌরবলাভ করেছে—আর কে-ই বা দুর্জনের জালে পড়ে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পেয়েছে? ॥ ১৫১ ॥

সঞ্জীবক বলল—সখে, তুমি বলো এসব কী?

দমনক বলল—আমি ভাগ্যহীন, কী আর বলব! দেখো,

সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে কোনো লোক সর্পের অবলম্বন পেলেও তাকে যেমন গ্রহণ করতে পারে না, ছাড়তেও পারে না—আমি যেন সেইরকমই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি ॥ ১৫২ ॥

কারণ,

একদিকে রাজবিশ্বাস নষ্ট হতে চলেছে, অন্যদিকে বন্ধু মৃত্যুমুখে। কী করি, কোথায় যাই, আমি যেন দুঃখের সাগরে পড়েছি ॥ ১৫৩ ॥

এই বলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসে রইল।

সঞ্জীবক বলল—সখে, আমাকে মনের কথা সব খুলে বলো।

গোপনতার ভাণ করে দমনক বলল—যদিও গোপনীয় কথা অন্যকে বলা উচিত নয়, তবু তুমি যখন আমাদের উপর বিশ্বাস করে এখানে এসেছ—তখন যা তোমার পক্ষে হিতকর, তা তোমাকে নিশ্চয়ই বলব। পরকাল তো আছে! শোনো এই রাজা কোনো কারণে তোমার বিরোধী হয়ে উঠেছেন, তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন—সঞ্জীবককে বধ করে স্বজনদের সেই মাংসে তুষ্ট করব।

এই কথা শুনে সঞ্জীবক খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। দমনক তাকে পুনরায় বলল—দুঃখ করে লাভ নেই। সময়মতো যা হয় করতে হবে। সঞ্জীবক একটু ভেবে বলল—তাহলে তো ঠিকই বলা হয়ে থাকে—

নারীগণ দুর্জনের অনুগামিনী হন, রাজা অপাত্রে অর্থ বর্ষণ করেন, অর্থ কৃপণকে অনুসরণ করে আর মেঘ বর্ষণ করে পর্বতে ও সমুদ্রে ॥ ১৫৪ ॥

(স্বগত) ব্যাপারটা এরই ষড়যন্ত্র কিনা তা এর ব্যবহার থেকে ঠিক করা কঠিন। কেননা,

কোনো কোনো অসজ্জনকে আশ্রয়দাতার মহিমাতেই মহিমান্বিত মনে হয়—এ যেন নারীর-চোখে-বিন্যস্ত কালো কাজলের মতো ॥ ১৫৫ ॥

হায়, কী বিপদেই না পড়লাম! কারণ,

নৃপতিকে সযত্নে সেবা করলেও তিনি সন্তুষ্ট হন না, এ আর বিচিত্র কী? কিন্তু এটি (বিধাতার সৃষ্টির) এক অপূর্ব রূপ যে সে সেবিত হয়েও শত্রুতে পরিণত হয়েছে ॥ ১৫৬ ॥

এর অর্থ বোঝা কঠিন; অনুমান করে নিতে হয়। কারণ,

কোনো কারণে যে অসন্তুষ্ট হয়, কারণ দূরীভূত হলেই সে প্রসন্ন হবে, কিন্তু অকারণে যে বিদ্বেষ পোষণ করে তাকে মানুষ সন্তুষ্ট করবে কেমন করে? ॥ ১৫৭ ॥

আমি রাজার কী অপকার করেছি? অথবা রাজারা অকারণেই অনিষ্টাচরণ করে থাকেন।

দমনক মন্তব্য করল—যা বলেছ ঠিক তাই। শোনো—

বিজ্ঞ এবং স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিরা যে সদয় কর্ম করেন তা উপেক্ষার যোগ্য হয়ে ওঠে; এদিকে অন্যেরা যথার্থ ক্ষতি করলেও তা হয় প্রজাদের যোগ্য। রাজাদের অব্যবস্থিত মন বুঝে ওঠা কঠিন বলেই—সেবকের সেবাবৃত্তিও কঠিন হয়ে ওঠে—যোগিগণও এই মনের তত্ত্ব বুঝতে পারেন না ॥ ১৫৮ ॥ তাছাড়া,

অসৎ ব্যক্তির কাছে শত উপকার ব্যর্থ হয়, মূর্খের কাছে শত সুভাষিত অর্থহীন; যারা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে না তাদের কাছে শত উপদেশ ব্যর্থ; অচেতনের কাছে শত হিতকর বাক্যও নিষ্ফল ॥ ১৫৯ ॥

আরও দেখো,

চন্দনবৃক্ষে সর্প বাস করে, জলে পদ্ম ফোটে, সেখানে নক্রও থাকে, কেউ যখন ভোগে রত তখন তার গুণলোপকারী দুর্বৃত্তের আবির্ভাব ঘটে,—সুতরাং সুখভোগ বিঘ্ন থেকে মুক্ত নয়। ॥ ১৬০ ॥

আর একটি কথা—

চন্দনবৃক্ষের মূলে সর্প, ফুলে ভ্রমর, শাখায় বানর, শীর্ষে ভল্লুক। সুতরাং চন্দনবৃক্ষের এমন কোনো কিছু নেই যেখানে নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রাণীরা আশ্রয় করে নি ॥ ১৬১ ॥

আমি আগেই জেনেছি, আমাদের এই প্রভুর বাক্যে মধু আর হৃদয়ে বিষ। কারণ—

দূর থেকে হাত তুলে সে অভ্যর্থনা জানায়, তখন তার চোখ (আনন্দে) সজল হয়ে ওঠে, অর্ধাসন প্রসারিত করে দেয়, গাঢ় আলিঙ্গনে সে উদ্যত, প্রিয়কথা প্রসঙ্গে আগ্রহ দেখায়; কিন্তু তার অন্তরে বিষ, বাইরেই সে মধুময়, মায়া সৃষ্টিতে সে অত্যন্ত নিপুণ; দুর্জনের অভ্যস্ত এই নাটকাভিনয়বিধি সত্যি অপূর্ব ॥ ১৬২ ॥

দুরতিক্রম্য সমুদ্র পার হবার জন্যে নৌকা আছে। অন্ধকারের আবির্ভাবকে বাধা দেবার জন্যে আছে প্রদীপ, যখন বাতাসের অভাব তখন ব্যজন আছে, মদমত্ত হস্তীর দর্প শান্ত করতে আছে অঙ্কুশ; এই ভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই, বিধাতা যার উপায় চিন্তা করেন নি; কিন্তু মনে হয়, দুর্জনের চিত্তবৃত্তি-দূরীকরণে বিধাতার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ ॥ ১৬৩ ॥

সঞ্জীবক (পুনরায় নিঃশ্বাস ফেলে) হায় কী কষ্ট! আমি এক শস্যভোজী, শেষে সিংহের বধ্য হলাম!

কারণ—

যাদের সমান বিত্ত, সমান বল তাদের মধ্যে বিরোধের অর্থ বোঝা যায়—কিন্তু উত্তম

ও অধমের মধ্যে বিবাদ দুর্বোধ্য ॥ ১৬৪ ॥

(পুনরায় চিন্তা করে) কে আমার বিরুদ্ধে রাজার মন বিষাক্ত করেছে, জানি না। বিরোধিতা যখন জেগেছে তখন রাজার ভয়ে থাকতেই হবে।

কারণ—

মন্ত্রী থেকে রাজার মন যদি একবার বিচ্ছিন্ন হয় কে তাদের একত্র করবে ? স্ফটিকের বলয় ভাঙলে আর জোড়া লাগে না ॥ ১৬৫ ॥

তাছাড়া,

বজ্র ও রাজতেজ—দুইই অতি ভীষণ। কিন্তু বজ্র পড়ে একটি স্থানে, অন্যটি চারদিকেই প্রভাব বিস্তার করে ॥ ১৬৬ ॥

যুদ্ধে মৃত্যুই আমার পক্ষে বরণীয়। এখন তার আদেশানুবর্তিতা আমার পক্ষে যুক্তিহীন।

কারণ—

বীর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ করে, শত্রুকে নিহত করলে তৃপ্তিলাভ করে। বীরের এই দুইটি গুণ অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৬৭ ॥

এখনই যুদ্ধের উপযুক্ত সময়।

যখন যুদ্ধ ছাড়া মৃত্যু নিশ্চিত, যুদ্ধে জীবনসংশয় (অর্থাৎ জীবনরক্ষা হতেও পারে) তখনই বিজ্ঞের মতে যুদ্ধকাল ॥ ১৬৮ ॥

কারণ—

যুদ্ধ না করে যদি নিজের কোনো মঙ্গল না দেখা যায় তখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন ॥ ১৬৯ ॥

জয়ী হলে লক্ষ্মীলাভ, মৃত্যু হলে (স্বর্গে) সুরাঙ্গনা[১৯]। দেহ যখন মুহূর্তের মধ্যে নাশ পায় তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণে দ্বিধা কোথায় ? ॥ ১৭০ ॥

এই ভাবে চিন্তা করে সঞ্জীবক বলল—সখে ! সে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক—তা কেমন করে বুঝব ?

দমনক বলল—যখন সে লেজ তুলে সামনের থাবা প্রসারিত করে মুখ উন্মুক্ত করে তোমার দিকে তাকাবে তখন তুমিও তোমার শক্তি প্রদর্শন করবে।

কারণ—

শক্তিমান হয়েও যদি কেউ তেজোহীন হয় তবে সে কার না ঘৃণার পাত্র ? দেখো, মানুষ নিঃশঙ্ক হয়ে ভস্মস্তূপ পায়ে দলিত করে ॥ ১৭১ ॥

কিন্তু এ সবই করতে হবে খুব গোপনে—তা না হলে তোমারও শেষ, আমারও শেষ।

এই বলে দমনক করটকের কাছে গেল।

করটক প্রশ্ন করল—কী হল ?

দমনক বলল—পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছি।

করটক বলল—এ বিষয়ে সন্দেহের আর কী আছে ?

কারণ—

দুর্জনের বন্ধু কে ? অত্যন্ত অধিক যাচিত হলে কে ক্রুদ্ধ হয় না ? ধনের গৌরবে কে গর্বিত হয় না ? দুষ্কর্ম সম্পাদনে কে না নিপুণ ? ॥ ১৭২ ॥

তাছাড়া,

ধনীকে ধূর্তলোক আত্মসমৃদ্ধির জন্যে পাপের পথে চালিত করে। দুর্বৃত্তের সংসর্গ অগ্নির মতোই কোন্ ক্ষতি না করে? ॥ ১৭৩ ॥

তারপর দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে বলল—দেব! সেই পাপিষ্ঠ আসছে। আপনি প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করুন। পূর্বে নির্ধারিত রূপেই তাকে গ্রহণ করালো। সঞ্জীবকও সেখানে এসে সিংহকে পরিবর্তিত বিকৃত রূপে দেখতে পেয়ে নিজের যোগ্য বিক্রম প্রদর্শন করল। তাদের মধ্যে তখন ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। সিংহের বিক্রমে সঞ্জীবক নিহত হল।

পিঙ্গলক সঞ্জীবককে বধ করে বিশ্রামের পর শোকদগ্ধ চিত্তে বসে রইল। সে বলল—আমি কী নিষ্ঠুর কাজ করেছি!

কারণ—

যখন রাজা কর্তব্য লঙ্ঘন করেন, তার রাজ্য অপরে ভোগ করে; হস্তিহননকারী সিংহের মতোই[20] তিনি পাপভাগী হন ॥ ১৭৪ ॥

তাছাড়া,

যখন রাজ্যের একাংশ নষ্ট হয় অথবা গুণী এবং বুদ্ধিমান সেবকের প্রাণহানি হয়—

সেই ক্ষেত্রে সেবকের ক্ষতিই রাজার কাছে মৃত্যুতুল্য; নষ্ট ভূমি উদ্ধার করা যেতে পারে—সেবক নয় ॥ ১৭৫ ॥

দমনক বলল—প্রভু, এ আবার কোন্ এক নূতন নীতি আপনি গ্রহণ করলেন যে শত্রু বধ করে তার জন্যে আপনি অনুশোচনা করছেন? শাস্ত্রে বলেছে—

যে রাজা নিজের মঙ্গল কামনা করে তিনি বধোদ্যত শত্রুকে হত্যা করবেন—সেই শত্রু তার পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বা বন্ধু যে-ই হোক না কেন ॥ ১৭৬ ॥

তাছাড়া,

যিনি ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন তার পক্ষে একান্ত দয়ালু হওয়া অনুচিত। ক্ষমাবৃত্তির অধীন হলে তিনি হস্তস্থিত বস্তুকেও রক্ষা করতে পারেন না ॥ ১৭৭ ॥

আরও দেখুন—

বন্ধু বা শত্রুকে ক্ষমা করা—সে তো মুনিদের অলঙ্কার। কিন্তু সেই গুণই যদি রাজা অপরাধীদের প্রতি প্রদর্শন করেন তা দোষে পরিণত হয় ॥ ১৭৮ ॥

আর একটি কথা—

রাজ্যলোভে বা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে যে প্রভুর পদ কামনা করবে—প্রাণ ত্যাগই তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, অন্য কিছুই নয় ॥ ১৭৯ ॥

আর-একটি কথাও ভেবে দেখুন—

দয়াবান্ রাজা, সর্বভুক্ ব্রাহ্মণ, অবশীভূতা ভার্যা, দুষ্প্রবৃত্তি সঙ্গী, উদ্ধত ভৃত্য, উদাসীন কর্মচারী—এ সকলেই পরিত্যাজ্য; তা ছাড়া এর সঙ্গে আছে অকৃতজ্ঞ পুরুষ ॥ ১৮০ ॥

বিশেষতঃ—কখনও সত্য কখনও বা মিথ্যার সেবক, কখনও কঠোর, কখনও মধুর ভাষা, নির্দয় অথচ ক্ষমাশীল, কখনও সঞ্চয়ী, কখনও বা বদান্য সদাব্যয়ী—কিন্তু প্রচুর

অর্থ ও রত্নজয়ী,—রাজনীতি গণিকার মতোই বহুরূপিণী[২১] ॥ ১৮১ ॥

এই ভাবে দমনক পিঙ্গলককে আশ্বস্ত করল। পিঙ্গলক প্রকৃতিস্থ হল। সে সিংহাসনে উপবেশন করল। দমনক 'মহারাজ বিজয়ী হোন, সর্ব জগতের কল্যাণ হোক' —এই বলে সুখে বাস করতে লাগল।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—'সুহৃদ্‌ভেদ' তোমরা শুনলে।

রাজপুত্রেরা বলল—আপনার অনুগ্রহে শুনতে পেলাম। আমরা সুখী হয়েছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—তাহলে—এ-ও হোক।

বন্ধু বিচ্ছেদ তোমাদের শত্রুর গৃহে হোক্। দুর্বৃত্তগণ মৃত্যুরাজের আকর্ষণে প্রতিদিন ধ্বংস হোক। প্রজাগণ সর্ববিধ সুখ ও সমৃদ্ধির উৎস হোক, বালকগণ কাহিনীর উদ্যানে ক্রীড়া করুক ॥ ১৮২ ॥

বিগ্রহ

আবার যখন কাহিনী শুরু করতে যাবেন এমন সময় রাজপুত্রেরা বলল, আর্য, আমরা রাজপুত্র ; তাই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু শুনতে আমাদের কৌতূহল হচ্ছে। বিষ্ণুশর্মা বললেন—নিশ্চয়ই, তোমাদের যেমন রুচি তেমন কথাই শোনাব। যা শোনাব তার প্রথম শ্লোকটি হল এই :—

হংসের সঙ্গে ময়ূরদের একবার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে দুই পক্ষই সমান বিক্রম দেখিয়েছিল। পরে, শত্রুর শিবিরে বাস করত যে-সব কাক তাদের দ্বারা হংসের দল প্রতারিত হয়েছিল ॥ ১ ॥

রাজপুত্রেরা বলল—সে আবার কী ?

বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—

কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে একটি সরোবর ছিল—সেখানে থাকত এক রাজহংস—নাম হিরণ্যগর্ভ। জলচর পক্ষীরা সবাই মিলে তাকে পক্ষিরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করেছিল। কেননা, প্রজাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে যদি কোনো রাজা না থাকে তবে সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন নৌকার মতো দুঃখের সংসারে ভাসতে থাকে ॥ ২ ॥

রাজা প্রজাদের রক্ষা করেন, প্রজাপুঞ্জ সমৃদ্ধ করে রাজাকে। রক্ষণ সমৃদ্ধির চেয়ে বড়ো—রক্ষণ যদি না থাকে তবে যা আছে তা-ও না থাকার মতোই ॥ ৩ ॥

একদিন এই রাজহংস তার বিস্তীর্ণ পদ্মশয্যায় বসে ছিল—তাকে ঘিরে ছিল তার অনুচরের দল। এমন সময় কোনো এক দেশ থেকে দীর্ঘমুখ নামক এক বক এসে তাকে প্রণাম করে বসল ; রাজা বললেন—দীর্ঘমুখ, তুমি তো বিদেশ থেকে এলে, এখন খবর বলো। দীর্ঘমুখ বলল—মহারাজ, একটি বড়ো খবর আছে, সেটি আপনাকে বলবার জন্যে দ্রুত চলে এসেছি। শুনুন—

জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে এক পর্বত আছে। এক ময়ূর সেখানে থাকে—নাম চিত্রবর্ণ, সে পক্ষীদের রাজা। একদিন আমি দগ্ধারণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় তার কয়েকটি অনুচরের সঙ্গে আমার দেখা। তারা আমাকে দেখে কাছে এসে বলল—তুমি কে ? কোথা থেকে এলে ? আমি বললাম—আমি কর্পূরদ্বীপের চক্রবর্তী হিরণ্যগর্ভের অনুচর, কৌতূহল বশতঃ অন্য দেশ দেখতে এসেছি। আমার

কথা শুনে পক্ষীরা বলল—এই দুটি দেশ এবং রাজার মধ্যে কোন্‌টি তোমার কাছে বেশি ভালো মনে হয়? আমি উত্তর দিলাম—আঃ এ কথা কেন বলছ? দুই দেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কারণ কর্পূরদ্বীপ স্বর্গতুল্য—আর রাজহংস দ্বিতীয় স্বর্গপতি। তোমরা কিসের জন্যে এই মরুদেশে পড়ে আছ? এসো, আমাদের দেশে যাও। আমার কথা শুনে তারা খুব রেগে গেল। শাস্ত্রে আছে—সাপকে দুগ্ধ পান করাও, তাতে তার বিষ বাড়বে। মূর্খকে উপদেশ দিলে তাতে তার ক্রোধ বাড়বে ॥ ৪ ॥

তাছাড়া,—বিদ্বানকেই উপদেশ দেওয়া উচিত, অশিক্ষিতকে কখনো নয়, কারণ, বানরদের উপদেশ দিতে গিয়ে আশ্রয় হারিয়ে পাখিদের চলে যেতে হয়েছিল ॥ ৫ ॥

রাজা বললেন—সে আবার কী?

দীর্ঘমুখ বলতে লাগল—

কথা—(এক)

নর্মদা নদীর তীরে পর্বতের উপত্যকায় এক বিশাল শাল্মলী গাছ—সেখানে বাসা তৈরি করে পাখিরা বর্ষাতেও সুখে বাস করত। একদিন বর্ষাকালে আকাশ জুড়ে এল মেঘ, মনে হল যেন কালোনীলের এক আচ্ছাদন[22]; তারপর এল প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি! পাখিরা দেখল—তরুতলে থেকে বানরের দল শীতে ক্লিষ্ট হয়ে কাঁপছে—তাদের দয়া হল, তারা বলল—কেবলমাত্র চঞ্চুর সাহায্যে তৃণ সংগ্রহ করে আমরা বাসা তৈরি করেছি। তোমাদের হাত-পা আছে, তবু কেন কষ্ট পাচ্ছ? ॥ ৬ ॥

একথা শুনে বানরদের রাগ হল। তারা আলোচনা করতে লাগল—হায়, পাখিরা এমন বাসা তৈরি করেছে, সেখানে লেশমাত্র বায়ু প্রবেশ করতে পারে না; আর সেই বাসায় থেকে সুখী পাখিরা আমাদের নিন্দা করছে। আচ্ছা, বৃষ্টিটা থামুক (দেখা যাবে)!

তারপর বর্ষণ যখন থামল—সেই বানরেরা গাছে উঠে বাসাগুলি ভেঙে দিল—আর তাদের ডিমগুলিও নীচে ছুঁড়ে ফেলল।

তাই আমি বলছিলাম—বিদ্বানকেই উপদেশ দেওয়া উচিত।

রাজা বললেন—তারপর তারা, ময়ূরের অনুচরেরা কী করল?

বক বলল—তখন সেই পাখিরা রেগে গিয়ে বলল—ঐ রাজহংসকে কে রাজা করেছে?

শুনে আমার খুব রাগ হল, আমি বললাম—তোমাদের ময়ূরকে কে রাজা করেছে?

আমার এই কথা শোনার পর তারা সবাই মিলে আমাকে বধ করতে এল; আমিও নিজের বিক্রম দেখালাম, কেননা স্ত্রীলোকের যেমন লজ্জা, তেমনি ক্ষমাও পুরুষের ভূষণ, কিন্তু সে অন্য সময়ে; তখন, যেমন অপমানিত হলে শৌর্যই পুরুষের অলঙ্কার—রতিক্রিয়ায় প্রগল্‌ভতাই নারীর ভূষণ (তখন লজ্জা করলে চলে না) ॥ ৭ ॥

রাজা হেসে বললেন—যে নিজের এবং শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা বিচার করেও পার্থক্য বুঝতে পারে না, শত্রুরা তাকে পরাভূত করে ॥ ৮ ॥

আরও দেখো,

দীর্ঘকাল অন্যের শস্যক্ষেত্রে শস্যভক্ষণ করে কাটাবার পর এক নির্বোধ গর্দভ তার কর্কশ কণ্ঠের জন্যেই মৃত্যু বরণ করেছিল ॥ ৯ ॥

বক প্রশ্ন করল—সে আবার কী?

রাজা বললেন—

কথা—(দুই)

হস্তিনাপুরে বিলাস নামে এক রজক ছিল। তার গর্দভটি অত্যধিক ভার বহন করতে করতে দুর্বল ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। তখন সেই রজক তাকে ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত করে বনের কাছে একটি শস্যক্ষেত্রে রেখে এল। দূর থেকে তাকে দেখে ক্ষেত্রপতিরা তাকে বাঘ মনে করে দ্রুত পালিয়ে যেত। শেষে একদিন একজন শস্য রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। সে ধূসর কম্বল দিয়ে গা ঢেকে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে একটি কোণে অপেক্ষা করতে লাগল।

গর্দভ তখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট—ইচ্ছেমতো শস্যভক্ষণ করে শক্তিও সঞ্চল করল; সে দূর থেকে তাকে দেখে মনে করল, এক গর্দভী বুঝি! (আনন্দে) চিৎকার করে সে তার কাছে ছুটে এল। তখন সেই শস্যরক্ষক তার কণ্ঠস্বর শুনে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল—এটি এক গর্দভ; তখন সে সহজেই তাকে বধ করল। তাই বলছিলাম—দীর্ঘকাল অন্যের শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করে—

সে যা হোক, তারপর কী হল?

তখন দীর্ঘমুখ বলল—তারপর সেই পাখিরা বলল—ওরে পাপিষ্ঠ দুষ্ট বক! তুমি আমাদের দেশে থেকে আমাদের প্রভুকে নিন্দা করবে—এখন থেকে তা সহ্য করা হবে না। এই বলে তারা চঞ্চু দিয়ে আঘাত করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—দেখ মূর্খ! তোমার রাজা সেই হংস সব রকমেই দুর্বল—হস্তগত কোনো বস্তুকেও সে রক্ষা করতে অক্ষম। সে পৃথিবী কী করে শাসন করে? রাজ্য দিয়েই বা তার কী হবে? তুমি কূপের মণ্ডুক, তাই তার আশ্রয় নেবার কথা বলছ। শোনো,

মহাবৃক্ষকেই সেবা করা উচিত, কেননা সেখানে ফল আছে, ছায়া আছে; দৈবক্রমে যদি ফল না-ও জোটে ছায়াকে বাধা দেবে কে? ॥ ১০ ॥

আরও দেখো—হীনের সেবা করা অনুচিত, মহতের আশ্রয় গ্রহণই কর্তব্য। সামান্য দুধও সুরাবিক্রয়কারিণীর[২৩] হাতে সুরার মর্যাদা লাভ করে॥ ১১ ॥

আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার সম্পর্কবশতঃ গুণের সমষ্টিও তুচ্ছ হয়ে যায়, নির্গুণও বিশিষ্টতা পায় ॥ ১২ ॥

তাছাড়া,—যখন রাজা অত্যন্ত শক্তিমান তখন কপট উপায়ের সাহায্যেও[২৪] কার্যসিদ্ধি ঘটে; 'আমরা চন্দ্রের অনুচর' এই মিথ্যা পরিচয়েও শশকেরা সুখে বাস করেছিল ॥ ১৩ ॥

আমি বললাম—সে আবার কী?

পাখিরা বলতে লাগল—

কথা—(তিন)

একবার বর্ষাকালেও বর্ষণের অভাবে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত একদল হাতি তাদের দলপতিকে বলল—প্রভু, আমাদের জীবনরক্ষার উপায় কী? এখানে ক্ষুদ্র প্রাণীদের স্নানের ব্যবস্থা আছে—আমরা স্নানের অভাবে মৃতপ্রায়! কোথায় যাব, কী করব?

তখন হস্তিরাজ কিছু দূরে গিয়ে একটি নির্মল হ্রদ দেখিয়ে দিলেন। তারপর দিন যেতে লাগল; আর সেই হ্রদের তীরবাসী ক্ষুদ্র শশকের দল হাতির পায়ের চাপে

নিষ্পিষ্ট হতে লাগল। তখন শিলীমুখ নামক শশক ভাবল—পিপাসার্ত হয়ে এই হাতির দল প্রত্যহ এখানে আসবে, এইভাবে আমাদের বংশ লোপ পাবে। সেই সময় এক বৃদ্ধ শশক বলল—তার নাম বিজয়। সে বলল—দুঃখ কোরো না, আমি এর প্রতিকার করব। এইভাবে প্রতিকারের কথা দিয়ে সে চলতে লাগল। যেতে যেতে সে ভাবল—

হাতি স্পর্শমাত্রই বধ করে, ঘ্রাণ নেওয়া মাত্রই সর্প হনন করে, মুখে হাসি রেখেই রাজা হনন করেন, বাইরে সম্মান দেখিয়ে দুর্জনেরা বধ করে ॥ ১৪ ॥

সুতরাং আমি পর্বতশিখরে উঠে যূথপতির সঙ্গে কথা বলব। সে তা-ই করল।

তখন যূথপতি প্রশ্ন করল—কে তুমি ?

সে বলল—আমি এক শশক। ভগবান চন্দ্রদেব আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। যূথপতি জবাব দিল—

কী কাজে এসেছ বল।

বিজয় বলল—সামনে উদ্যত অস্ত্র দেখেও দূত সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলে না। তার চরিত্র বিশুদ্ধ বলেই সে যা সত্য তা-ই বলে ॥ ১৫ ॥

আমার প্রভুর আদেশেই আমি বলছি—শোনো। চন্দ্র সরোবরের রক্ষক এই সব শশককে যে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ এটি গুরুতর অন্যায়। কারণ শশক আমার আশ্রিত—তাই আমার নাম শশাঙ্ক।

দূত এই কথা বলার পর যূথপতি সভয়ে বলল—না জেনে করে ফেলেছি—আর ওখানে যাব না।

দূত বলল—তাই যদি হয়ে থাকে, তবে এই সরোবরে এসো, দেখো তিনি ক্রোধে কাঁপছেন—তাঁকে প্রণাম করে, প্রসন্ন করে যাও। তারপর সেরাত্রিতে যূথপতিকে নিয়ে গিয়ে সরোবরের জলতরঙ্গে কম্পমান চন্দ্রবিম্বকে দেখিয়ে দিল।

যূথপতি প্রণাম করল। যূথপতি বলল—দেব, আমি না জেনে অপরাধ করেছি—তাই ক্ষমা করুন। এমন কাজ দ্বিতীয় বার আর করব না। এই বলে সে চলে গেল। তাই আমি বলছিলাম কপটতার আশ্রয়েও সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে।

তখন আমি (দীর্ঘমুখ) বললাম—আমার প্রভু মহাপ্রতাপশালী, অত্যন্ত সমর্থ। তিনি ত্রিলোকের প্রভুত্ব লাভের যোগ্য, ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা কী বলব।

তখন সেই পাখিরা বলে উঠল—ওহে দুর্বৃত্ত। তবে আমাদের দেশে মরতে এসেছ কেন ?—এই বলে আমাকে নিয়ে গেল রাজা চিত্রবর্ণের কাছে। রাজার সামনে আমাকে দেখিয়ে ওরা বলল—দেব ! শুনুন, এই দুষ্ট বক আমাদের দেশে বিচরণ করে আপনার নিন্দা করছে। রাজা বললেন—এ কে ? কোথা থেকে এসেছে ? তারা বলল—এ হিরণ্যগর্ভ থেকে এসেছে। তার মন্ত্রী এক গৃধ্র আমাকে প্রশ্ন করলেন—ওখানে মুখ্য মন্ত্রী কে ?

আমি উত্তর দিলাম—সর্বশাস্ত্রবিশারদ সর্বজ্ঞ নামক এক চক্রবাক গৃধ্র উত্তর দিলেন—ঠিকই হয়েছে, চক্রবাক ঐ দেশেরই অধিবাসী। কেননা, রাজা তাকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করবেন—যিনি সেই দেশবাসী, সদাচারসম্পন্ন, দোষরহিত, যার রাজভক্তি পরীক্ষিত,[২৫] যিনি মন্ত্রজ্ঞ এবং বিলাসে অনাসক্ত, ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ, খ্যাতিমান,

সদ্‌বংশজাত, বুদ্ধিমান এবং যিনি রাজ্যের অর্থভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম ॥ ১৬—১৭ ॥

শুক পাখি উঠে বলল—দেব, কর্পূরদ্বীপ এবং এই রকম আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত। সেই সব স্থানের আধিপত্য আপনারই।

রাজাও বললেন—সত্য কথা, তোমার কথাই ঠিক! কেননা,

রাজা, উন্মত্ত, শিশু, যুবতী এবং ধনগর্বিত ব্যক্তি—যা অপ্রাপ্য তাই পেতে চায়—প্রাপ্য বস্তু পেতে চাইবে তাতে আর বিচিত্র কী? ॥ ১৮ ॥

এর পর আমি বললাম—যদি বাক্যের বলেই প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তবে আমার প্রভু হিরণ্যগর্ভ জম্বুদ্বীপেরও অধিপতি।

শুক বলল—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে কী উপায়ে?

আমি জবাব দিলাম—যুদ্ধই একমাত্র পথ!

রাজা হেসে বললেন—তাহলে যাও, তোমার রাজাকে গিয়ে বলো প্রস্তুত হতে।

আমি বললাম—আপনিও আপনার দূত পাঠান।

রাজা তার অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমাদের মধ্যে কে যাবে? দূতকে হতে হবে ব্রাহ্মণ, সৎ, নিপুণ, পরিশ্রমী, সাহসী, পাপে অনাসক্ত, ক্ষমাশীল শত্রুর দুর্বলতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ॥ ১৯ ॥

গৃধ্র বলল—দূত তো অনেকই আছে কিন্তু কোনো ব্রাহ্মণকেই নির্বাচন করুন।

কারণ—

তিনি তার প্রভুকেই সন্তুষ্ট করবেন, নিজের সম্পদ কামনা করবেন না। কালকূট বিষের কালিমা শিবের সংসর্গেও মুছে যায় না ॥ ২০ ॥

রাজা বললেন—তবে শুকই যাক। শুকের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি এর সঙ্গে গিয়ে আমাদের অভিলাষ জানাও। শুক বলল—আপনার যেমন আদেশ। কিন্তু এই বক দুর্জন—তাই এর সঙ্গে যাব না।

এ রকম বলা হয়ে থাকে—খল ব্যক্তি দুষ্কর্ম করে, সাধু ব্যক্তিদের তার ফলভাগী হতে হয়। রাবণ সীতাকে অপহরণ করলেন, বন্ধন হল সাগরের ॥ ২১ ॥

তাছাড়া,

দুর্জনের সঙ্গে কোনক্রমেই থাকা উচিত নয়, কাকের সঙ্গে থেকে হংস হত হল—কাকের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে এক চড়াই পাখিরও জীবন শেষ ॥ ২২ ॥

রাজা বললেন—ব্যাপারটা কী হয়েছিল?

শুক বলতে লাগল—

কথা—(চার)

উজ্জয়িনী যাবার পথে পাশেই প্রান্তরে ছিল এক পিপ্পল গাছ। সেখানে থাকত হাঁস ও কাক। কোনো এক গ্রীষ্ম কালে পথশ্রান্ত এক পথিক সেই তরুতলে ধনু আর তীর রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার মুখের উপর থেকে গাছের ছায়া সরে গেল। সূর্যের আলো তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে সেই বৃক্ষবাসী হংস দয়াপরবশ হয়ে পক্ষ প্রসারিত করে ছায়া করে দিল। এই সময় নিশ্চিন্ত নিদ্রার সুখে সেই পথিক মুখ-

ব্যাদান করল—আর পরসুখে অসহিষ্ণু কাক স্বাভাবিক দুষ্টবুদ্ধি হেতু তার মুখে মলত্যাগ করে পলায়ন করল। পথিক (ঘুম থেকে জেগে উঠে) যখন উপরের দিকে তাকাল সে দেখতে পেল হাঁসকে—সে তখন তীর জুড়ে তাকে হত্যা করল। তাই বলছিলাম দুর্জনের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

ভারুই পাখির কাহিনীও বলছি।

কথা—(পাঁচ)

একবার পাখিরা মিলে ভগবান গরুড়ের উৎসব উপলক্ষ্যে সমুদ্রতীরে গিয়েছিল—এক কাক ও এক ভারুই পাখিও যাচ্ছিল। যাত্রীদের সঙ্গে ছিল এক গোপাল—তার মাথায় ছিল দধিভাণ্ড। কাক সেই দধিভাণ্ড থেকে বার বার খেতে খেতে যাচ্ছিল গোপাল সেই দধিভাণ্ড মাটিতে রেখে উপরের দিকে তাকাল—দেখল সেই কাক আর ভারুইপাখিকে। সে খেদিয়ে দিতেই কাক পালিয়ে গেল। তার মন্দ গতি; সে পালাতে পারল না। গোপাল তাকে পেয়ে বধ করল।

তাই আমি বলছিলাম—দুর্জনের সঙ্গে থাকাও উচিত নয়। কোথাও যাওয়া উচিত নয়। তখন আমি বললাম—ভাই শুক, এমন কথা বলছ কেন? আমি মহারাজকে যেমন শ্রদ্ধা করি, তোমাকেও তেমনি করি। শুক বলল—হয়তো তাই। কিন্তু—দুর্জনের দ্বারা উচ্চারিত প্রিয় কথা যদি হাসিমাখাও হয়—তবু তা ভয় সৃষ্টি করে যেমন ভয়ের কারণ হয় অকালে-ফোটা ফুল ॥ ২৩ ॥

তোমার বাক্যেই বোঝা গেছে তুমি দুর্জন, কেননা তোমার বাক্য বলেই এই দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ হতে চলেছে। দেখো—

মূর্খের চোখের সামনে অপরাধ করলেই তাকে মধুর ভাষণের দ্বারা[২৬] তুষ্ট করা যেতে পারে। রথনির্মাতাও তার স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রেমিককে নিজের কাঁধে বহন করেছিল ॥ ২৪ ॥

রাজা বললেন—সে আবার কী? শুক বলতে লাগল।

কথা—(ছয়)

যৌবনশ্রী[২৭] নগরে এক রথনির্মাতা বাস করত। সে জানত যে তার স্ত্রী কুলটা[২৮]। কিন্তু সে স্ত্রীকে তার উপপতির সঙ্গে এক স্থানে দেখতে পেত না। একদিন রথকার বলল, আমি অন্য গ্রামে যাচ্ছি। এই বলে সে যাত্রা করল। কিছুদূরে গিয়ে গোপনে নিজের গৃহে ফিরে এসে খাটের নীচে লুকিয়ে রইল।

রথনির্মাতা অন্য গ্রামে গিয়েছে এই বিশ্বাসে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে স্ত্রী তার প্রেমিককে সন্ধ্যাকালেই ডেকে পাঠাল। 'তারপর সে সুখে তার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মত্ত' হল—হঠাৎ খাটের নীচে প্রতীক্ষমাণ স্বামীর সঙ্গে তার অঙ্গের স্পর্শ ঘটল—সে বুঝতে পারল—তার স্বামী; আজ স্বামী আছে জেনে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

তখন উপপতি বলল—আজ তুমি আমার সঙ্গে তেমন মন দিয়ে রমণ করছ না কেন? তোমাকে যেন বিহ্বলের মতো দেখাচ্ছে! তখন সে বলল—তুমি কিছুই জান না। যিনি আমার প্রাণেশ্বর; যাঁর সঙ্গে আমার কুমারী অবস্থা থেকেই বন্ধুত্ব, তিনি আজ অন্য গ্রামে গিয়েছেন। তিনি নেই বলে জনপূর্ণ এই গ্রাম আমার কাছে

অরণ্যের মতো মনে হচ্ছে। সেই অপরিচিত স্থানে তার কী হয়েছে, তিনি কী খেয়েছেন কেমন বিছানায় শুয়েছেন—এমনি নানান ভাবনায় আমার মন অস্থির!

উপপতি বলল—তাই নাকি! সেই রথকার তোমার এমনি প্রেমপাত্র?

সেই কুলটা বলল—ওহে বর্বর! কী বলছ তুমি? শোনো—

যে নারী, স্বামী কঠোর বাক্য প্রয়োগ করলেও কিংবা স্বামী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেও তাকে প্রফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করে—সেই নারী ধর্মের আশ্রয়॥ ২৫॥

স্বামী নগরবাসী হোক বা বনবাসী হোক যে-সব নারী তাদের স্বামীকে ভালবাসে, মহান্ সুখলোকগুলি তো তাদের জন্যেই সঞ্চিত রয়েছে॥ ২৬॥

তাছাড়া,

নারী অলঙ্কারবিহীনা হোক—স্বামীই তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; কেননা স্বামীকে বাদ দিয়ে সুসজ্জিতা নারীও লাবণ্যহীনা॥ ২৭॥

তুমি জার ছাড়া আর কিছুই নও। মনের চাঞ্চল্য হেতু কখনও কখনও তোমার প্রয়োজন বোধ করি—পুষ্পলতা, তাম্বুল—এসবও তো মাঝেমাঝে দরকার হয়। কিন্তু তিনি আমার প্রভু—তিনি বিক্রয় করতে পারেন, দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দান করতেও পারেন। আসল কথা, তিনি বাঁচলেই আমি বাঁচি, তার মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও মৃত্যু! এই আমার সঙ্কল্প! কেননা। মানুষের দেহে কেশের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। স্বামীর মৃত্যুর পরে যে তার অনুগমন করে সে তত বৎসরই স্বর্গে বাস করে॥ ২৮॥

আরও একটি কথা—ওঝা যেমন নিজের শক্তিতে কোনো সর্প বিল থেকে তুলে নিয়ে আসে তেমনি নারীও তার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় স্বর্গলোকে—সেইখানেই সে অভ্যর্থিত হয়॥ ২৯॥

যে-নারী তাহার মৃতস্বামীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে একই চিতায় দেহ ত্যাগ করে সে শত শত পাপ করলেও স্বামী নিয়ে স্বর্গে যায়॥ ৩০॥

এই সব কথা শুনে সেই রথনির্মাতা বলল—ধন্য আমি, যার এইরকম প্রিয়বাদিনী, পতির অনুরাগিণী ভার্যা! এইসব ভাবনা যখন মনে এল—তখন সে সেই খাটটি মাথায় তুলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল—খাটের উপরে ছিল তার স্ত্রী ও তার জার!

তাই আমি বলছিলাম—মূর্খের চোখের সামনে অপরাধ করলেও—ইত্যাদি।

তখন রাজা আমাকে যথারীতি স্তুতি করে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সেই শুক পাখিও আমার পিছনে আসছে। এই সব শুনে আপনি যা করা প্রয়োজন স্থির করুন।

চক্রবাক হেসে মন্তব্য করল—দেব! এই বক অন্যদেশে গিয়েও তার সাধ্যমতো রাজকার্য করেছে; কিন্তু এটি মূর্খদের স্বভাব। কেননা,

শত মুদ্রা যদি ব্যয় করতে হয় তাও ভালো, তবু কলহ করা অন্যায়—এই হল বিজ্ঞদের অভিমত; কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া বিরোধ মূর্খের লক্ষণ॥ ৩১॥

রাজা বললেন—অতীতের সমালোচনায় কী লাভ? সামনে যা উপস্থিত হয়েছে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়াই ভালো। চক্রবাক বলল—দেব, আমি নিভৃতে কথা বলতে চাই। কারণ,

বিজ্ঞ ব্যক্তি অপরের বর্ণ, আকৃতি ও শব্দধ্বনি দ্বারা তার মনোগত ভাবনার কথা

অনুমান করতে পারেন। সুতরাং নির্জনে আলোচনা করাই উচিত ॥ ৩২ ॥

রাজা আর মন্ত্রী সেখানে রইলেন—অন্য সবাই অন্যত্র চলে গেলেন। চক্রবাক বলল—দেব, আমার ধারণা এই যে আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে কারও প্ররোচনায় বক এই কাজ করেছে। কারণ রোগীরাই চিকিৎসকের মনোমতো, রাজকর্মচারীদের প্রিয় খলব্যক্তি। বিজ্ঞদের লাভের কারণ হয় মূর্খেরা, সদ্বংশীয়গণ সজ্জনের জীবনস্বরূপ ॥৩৩॥

রাজা বললেন—সে যা-ই হোক। কারণের সন্ধান পরে করা যাবে। এখন আমাদের করণীয় কী তা-ই স্থির করতে হবে। চক্রবাক বলল—দেব, প্রথমে আমাদের গুপ্তচর সেখানে চলে যাক—সেখানে গিয়ে জেনে আসুক তাদের কর্মধারা কী, তাহলে আমরা জানতে পারব তাদের শক্তি বা দুর্বলতা কোথায়। কারণ,

নিজের রাজ্যে বা শত্রুরাজ্য বিষয়ে কী করতে হবে তা স্থির করতে হলে রাজার চক্ষু হবে গুপ্তচরগণ[২৯]। যার সেই চক্ষু নেই সে অন্ধ ॥ ৩৪ ॥

সুতরাং দ্বিতীয় একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাক। সেখানে থেকে সে গোপনে জেনে নেবে শত্রুপক্ষ কোন্ গোপনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে, তারপর সেই সব তথ্য দূতকে বলে এখানে পাঠিয়ে দেবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

তপস্বীর ছদ্মবেশে কোনো পবিত্র স্থানে, মন্দিরে অথবা আশ্রমে সমবেত গুপ্তচরের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা পরামর্শ করবেন—বাইরের উদ্দেশ্য থাকবে শাস্ত্রের সত্যকে জানা ॥ ৩৫ ॥

যে জলে এবং স্থলে বিচরণ করতে পারে গুপ্তচর সে-ই হবার যোগ্য। সুতরাং এই রকমেই নিযুক্ত করুন। এই ধরনের অন্য কোনো বক সঙ্গী হিসাবে তার সঙ্গে যাবে। তাদের পরিবারের লোকেরা রাজদ্বারে অপেক্ষা করুক[৩০]। কিন্তু প্রভু, কঠোরতম গোপনীয়তা রক্ষা করে এই কাজ করতে হবে, কারণ—

কোনো পরামর্শ যদি ছয়টি কান শোনে (অর্থাৎ যদি তৃতীয় লোকের কর্ণগোচর হয়) তবে তা বহু জনে শোনার মতোই[৩১]। সুতরাং নিজেকে দ্বিতীয়রূপে রেখে[৩২] (অর্থাৎ মন্ত্রীর সঙ্গে) রাজার মন্ত্রণা করা উচিত ॥ ৩৬ ॥

রাজার মন্ত্রণা বাইরে প্রকাশিত হয়ে গেলে রাজার যে অশুভ দেখা দেয়—নীতিবিৎ পণ্ডিতদের অভিমত—তার প্রতিবিধান করা যায় না ॥ ৩৭ ॥

রাজা একটু ভেবে বললেন—শ্রেষ্ঠ চর আমি পেয়েছি। মন্ত্রী বলল—তাহলে সংগ্রামে বিজয়লাভও আপনার।

ঠিক এই সময়ে দ্বাররক্ষক এসে প্রণাম করে বলল দেব! জম্বুদ্বীপ থেকে এক শুক এসে দ্বারে অপেক্ষা করছে।

রাজা চক্রবাকের দিকে তাকালেন; চক্রবাক বলল—দূতের জন্যে যে বাসস্থান নির্মিত হয়েছে—সে সেইখানে গিয়ে বিশ্রাম করুক। আমরা পরে তাকে ডেকে পাঠাব, রাজার সঙ্গেও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেব। দ্বাররক্ষক শুককে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট বাসস্থানে চলে গেল।

রাজা বললেন—মনে হচ্ছে যুদ্ধ দ্বারদেশে! চক্রবাক বলল—তবুও আমার মনে হয় যুদ্ধের পথে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ,

সে কি বিচক্ষণ মন্ত্রী যে সুষ্ঠুভাবে বিচার না করেই রাজাকে প্রথমেই যুদ্ধের জন্যে উদ্যোগী হতে অথবা স্বদেশ ত্যাগের পরামর্শ দেয়? ॥ ৩৮ ॥

শত্রুকে পরাজিত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই সঙ্গত, কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা কখনও নয় ; কারণ যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে কে জয়ী হবে তা অনিশ্চিত ॥ ৩৯ ॥

শত্রুকে নত করতে হবে শান্তিবচনে, দানে অথবা বিভেদ সৃষ্টি করে—এই উপায় কটি এক সঙ্গে অথবা পৃথক প্রয়োগ করে—যুদ্ধের মাধ্যমে কখনও নয় ॥ ৪০ ॥

কারণ—

যতক্ষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়েছে ততক্ষণ প্রত্যেক মানুষই বীর। শত্রুর সামর্থ্য না জানা পর্যন্ত কে না দর্প প্রকাশ করে থাকে ? ॥ ৪১ ॥

তাছাড়া,

উত্তোলনদণ্ডের সাহায্যে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সহজেই তুলতে পারা যায়, তেমনি সামান্য উপায়ে মহৎ সিদ্ধি—মন্ত্রণার ফলই হল তাই ॥ ৪২ ॥

কিন্তু যুদ্ধ আসন্ন দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই হবে। কেননা;

যথাকালে উদ্যোগী হলে যেমন কৃষিকাজ সফল হয়ে থাকে, তেমনি মন্ত্রণায় নীতিও যথাসময়ে সুফল প্রসব করে—অল্পকালের মধ্যে কিছু হয় না ॥ ৪৩ ॥

আর একটি কথা,

বিপদ যখন দূরে থাকে তখন উদ্বেগ বোধ করা আর যখন আসন্ন হয় তখন বীরের মতো তার সম্মুখীন হওয়া—এই হল মহতের গুণ। যিনি মহান তিনি বিপদ এলে ধীরতা[৩৩] অবলম্বন করেন ॥ ৪৪ ॥

আরও দেখুন—

সর্বপ্রকার সিদ্ধি বিষয়ে মনের চঞ্চলতাই সবচেয়ে বড়ো বাধা। জল, যত শীতলই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত পাহাড় ভেদ করে ॥ ৪৫ ॥

মহারাজ, বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—এই চিত্রবর্ণ অত্যন্ত শক্তিশালী।

বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে নীতিশাস্ত্রের এমন কোনো নির্দেশ নেই[৩৪]। হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে মানুষের মরণ হবেই ॥ ৪৬ ॥

তাছাড়া,

সুযোগ না আসতেই যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়[৩৫] সে মূর্খ। বলবানের সঙ্গে বিরোধ আর পিপীলিকার পাখা গজানো[৩৬]—একই কথা ॥ ৪৭ ॥

আরও ভেবে দেখুন,

কূর্ম যেমন দেহ গুটিয়ে নেয় সেই নীতি অবলম্বন করে শত্রুর প্রহারও সহ্য করে যেতে হবে ; পরে উপযুক্ত সময় এলে গর্জে উঠতে হবে ক্রূর সর্পের মতো ॥ ৪৮ ॥

শুনুন মহারাজ !

যে প্রতিকারের উপায় জানে[৩৭] সে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শত্রুকে সমভাবেই উন্মূলিত করতে সমর্থ, নদীবেগ যেমন বৃক্ষ এবং তৃণ উভয়কেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি ॥ ৪৯ ॥

এখন এই দূতে শুককে আশ্বাস দিয়ে যতদিন না দুর্গ প্রস্তুত হয় ততদিন এখানে রাখুন। কারণ একজন ধনুর্ধর দুর্গপ্রাকারে থেকে শত যোদ্ধাকে পরাজিত করতে পারে, শত যোদ্ধা অভিভুত করতে পারে সহস্র সেনাকে। সেইজন্যে দুর্গ নির্মাণ করা সঙ্গত ॥ ৫০ ॥

দুর্গহীন কোন্ রাজার রাজ্য শত্রু কর্তৃক পরাজিত না হয়ে থাকে ? যে রাজা দুর্গহীন ও আশ্রয়হীন তার অবস্থা কী রকম ? একটি লোক জাহাজ থেকে নীচে জলে

পড়ে গেলে যেমন অবস্থা হয় তেমনি (আশ্রয় ও অবলম্বন হারিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়) ॥ ৫১ ॥

চারদিকে বেষ্টন প্রাচীরযুক্ত বৃহৎ পরিখাযুক্ত দুর্গ নির্মাণ কর্তব্য। সেই দুর্গে যেন যন্ত্রপাতি থাকে, যথেষ্ট জলের সরবরাহ থাকে। সেই দুর্গ এমন একটি স্থানে নির্মিত হবে যার চারধারে পাহাড়, নদী ও মরু বনভূমি আছে ॥ ৫২ ॥

এই সাতটি দুর্গের সম্পদ—দুর্গ হবে সুপ্রশস্ত, এমন স্থান যেখানে অতিকষ্টে প্রবেশ করা যায় ; যেখানে জল, খাদ্যশস্য ও জ্বালানি কাঠের প্রচুর সংগ্রহ থাকবে আর যেখানে থাকবে প্রবেশ ও নির্গমনের গোপন পথ ॥ ৫৩ ॥

রাজা বললেন—দুর্গ প্রস্তুত করার ভার কাকে দেওয়া উচিত ?

চক্রবাক বলল—সেই কর্মে যে কুশল এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যার কোনো বাস্তব জ্ঞান নেই অর্থাৎ যে এই কাজে অভিজ্ঞ নয় তাকে নিযুক্ত করলে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে—বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকলেও কিছু হবে না ॥ ৫৪ ॥

তাহলে সারসকে ডাকা হোক। তা-ই করা হল ; সারস যখন এল রাজা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেব, দুর্গ তো আগেই নির্মিত হয়েছে—তার মধ্যস্থলে আছে এক বিশাল সরোবর। এই সরোবরের মধ্যবর্তী দ্বীপে যাতে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত হয় তার ব্যবস্থা করুন। কারণ,

সকল সংগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধান্য সংগ্রহ ; মুখে রত্ন নিক্ষেপ করলেও তা দিয়ে প্রাণ-রক্ষা হয় না ॥ ৫৫ ॥

তাছাড়া,

সকল মশলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লবণ ; লবণ ছাড়া কোনো ব্যঞ্জন গ্রহণ করলে গোবরের মতো লাগে ॥ ৫৬ ॥

রাজা বললেন—সত্বর গিয়ে সব কিছুরই ব্যবস্থা করো।

ঠিক এই মুহূর্তে প্রতিহারী পুনরায় প্রবেশ করে জানালো—দেব, কাকরাজ মেঘবর্ণ এসেছেন সিংহলদ্বীপ থেকে ; তিনি অনুচরবর্গসহ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার চরণদর্শনের অভিলাষী।

রাজা বললেন—কাক সর্বজ্ঞ এবং বহুদর্শী ; বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে অভ্যর্থনা করা উচিত।

চক্রবাক বলল—ঠিক কথা। কিন্তু কাক হল পাখি—এইদিক দিয়ে আমাদের শত্রু-দলভুক্ত। কীভাবে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো যেতে পারে ? শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যে মূর্খ নিজের দল ত্যাগ করে অন্য দলে আসক্ত হয়—সে সেই নীলবর্ণ শৃগালের মতো নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে ॥ ৫৭ ॥

রাজা বললেন—সে আবার কী ?

কথা—(সাত)

অরণ্যবাসী[৩৮] এক শৃগাল একবার নগরের প্রান্তে ভ্রমণ করতে করতে একটি পাত্রে পড়ে গেল—তাতে ছিল নীলের রস।

সে পাত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না ; যখন সেই নীলভাণ্ডের অধিকারী

সকালবেলায় এলেন; সে এমনি ভাণ করল যেন সে মরে গিয়েছে। তিনি তাকে টেনে তুলে নিয়ে এলেন, তারপর কিছু দূরে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

সেই শৃগাল ছুটে চলে গেল বনে—তারপর নিজের দেহ নীলবর্ণে মণ্ডিত দেখে ভাবল—চমৎকার রঙ হয়েছে আমার! এর থেকে কিছু স্বার্থসাধন কেন করব না? এই ভেবে অন্য শৃগালদের ডেকে সে বলল—ভগবতী বনদেবতা আজ নিজের হাতে আমাকে 'সর্বোষধি'র রসে লিপ্ত করে বনরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং আজ থেকে এই বনরাজ্যে সমস্ত কাজ আমাদের আদেশ অনুসারে পরিচালিত হবে।

শৃগালেরা তার দেহের ঐ রকম বর্ণ দেখে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল—'মহারাজ যেমন আদেশ করেন'। এই ভাবেই অরণ্যবাসী অন্য সমস্ত প্রাণীর উপরেও তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। নিজের জ্ঞাতিজনের সাহায্যেই সর্বত্র তার গৌরব[৩৯] প্রতিষ্ঠিত হল। তখন সে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উত্তম পরিজন পেয়েছে; সুতরাং দরবারে অন্য শৃগালদের দেখে তার লজ্জা হল। সে তখন তিরস্কার করে স্বজাতীয়দের তাড়িয়ে দিল।

তখন শৃগালদের বিষণ্ণ দেখে এক বৃদ্ধ শৃগাল বলল—দুঃখ কোরো না। আমরা নীতিবিদ, ওর দুর্বলতার কথাও জানি; তবু এই মূর্খ আমাদের বিতাড়িত করেছে। সুতরাং এর যাতে ধ্বংস হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে; এইসব ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি এর বর্ণ দেখেই প্রতারিত হয়েছে—শৃগাল বলে চিনতে পারে নি। এখন এর আসল রূপটি যাতে প্রকাশিত হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যা বলছি তাই করো। আজ সন্ধ্যায় সবাই মিলে ওর সামনে গিয়ে চিৎকার করতে থাকবে। সে ঐ চিৎকার শুনে সাড়া দেবে; জাতির স্বভাব আর যাবে কোথায়? কারণ, যার যা স্বভাব তার পক্ষে তা ত্যাগ করা কঠিন। কুকুরকে যদি রাজা করে দেওয়া হয় সে কি আর জুতো কামড়াবে না? ॥ ৫৮ ॥

তোমরা শব্দ করলে সে-ও শব্দ করে উঠবে; তখন তাকে চিনতে পেরে বাঘ ছুটে এসে তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।

তার কথা অনুযায়ী সব করা হল; তার কল্পনা অনুযায়ী সব ঘটল। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

শত্রু যদি স্বজাতীয় হয় তবে সে আমাদের গোপনীয় বিষয়, দুর্বলতা ও শক্তি—সব কিছুই জানে। যদি এমন শত্রু আমাদের মধ্যেই বিরাজ করে তবে অগ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দহন করে—সে-ও তেমনি আমাদিগকে দহন করবে ॥ ৫৯ ॥

তাই আমি বলছিলাম, আত্মপক্ষ ত্যাগ করে যে শত্রুর দলে যায়, সে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে।

রাজা বললেন—তা হোক, তবু দেখো, এই কাক দূর থেকে এসেছে। ওকে এখানে রেখে দেবার প্রশ্নটা[৪০] আমরা পরে বিচার করব।

চক্রবাক বলল—দেব, দূত প্রেরিত হয়েছে, দুর্গও সজ্জীভূত। সুতরাং শুকের সঙ্গে দেখা করে তাকে বিদায় দিন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূতের মাধ্যমেই চাণক্য নন্দকে বধ করেছিলেন। সুতরাং জ্ঞানিজন পরিবৃত হয়ে দূতের সঙ্গে দেখা করুন। আপনারও দূতের মধ্যে থাকবে বীরের দল ॥ ৬০ ॥

তারপর সভার আয়োজন করে শুক ও কাককে ডেকে পাঠানো হল। শুক, তাকে

যে আসন দেওয়া হয়েছিল তাতে বসল ; পরে মাথাটা কিছু তুলে বলল—হে হিরণ্যগর্ভ, মহারাজাধিরাজ শ্রীসচ্চিত্রবর্ণ আপনাকে জানাচ্ছেন—'যদি তোমার ধনে বা জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন থেকে থাকে তবে অবিলম্বে এসে আমার চরণে প্রণতি জানাও, তা না হলে বানভূমি হিসেবে অন্য কোনো স্থান ঠিক করে নাও।'

রাজা সক্রোধে বলে উঠলেন—আঃ, এই সভায় কী আমার এমন কোনো অনুচর নেই যে এর গলায় হাত দিয়ে বার করে দিতে পারে ?

মেঘবর্ণ উঠে বলল—মহারাজ, আদেশ করুন—এই দুষ্ট শুককে আমি বধ করছি। সর্বজ্ঞ (চক্রবাক) রাজাকে এবং শুককে শান্ত করে বলল—শুনুন, সেই সভা সভা নয়, যেখানে বৃদ্ধেরা থাকেন না ; সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধ নন যদি তিনি ধর্মবাক্য না বলেন ; এমন ধর্মকথা নেই যাতে সত্য নেই এবং তাকে সত্য বলা চলে না যাতে ছলনার অবকাশ আছে[৪১] ॥ ৬১ ॥

ধর্ম এই—ম্লেচ্ছ হলেও দূত বধ্য নয়, রাজা দূতমুখেই কথা বলে থাকেন ; উদ্যত শস্ত্রের সামনেও দূত, তাকে যা বলতে বলা হয়েছে তাছাড়া অন্যরূপ বলেন না ॥ ৬২ ॥

তাছাড়া,—দূতের কথা শুনে কেউ নিজের হীনতার কথা ভাবে, না শত্রুর শ্রেষ্ঠতার কথা ভাবে ? দূত অবধ্য বলেই সব রকমের কথা বলে থাকেন ॥ ৬৩ ॥

এর পর রাজা আর কাক আত্মস্থ হলেন। দূতরূপী শুকও উঠে সভা ত্যাগ করল। অবশ্য চক্রবাক তাকে ডেকে আনিয়ে অনেক সান্ত্বনা এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

শুক বিন্ধ্যাচলে ফিরে গিয়ে রাজাকে প্রণাম করল। তাকে দেখে রাজা চিত্রবর্ণ বললেন—শুক, সংবাদ কী ? দেশটা কী রকম ?

শুক বলল—দেব ! সংবাদ সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—যুদ্ধের উদ্যোগ করুন। সেই 'কর্পূরদ্বীপ' দেশটা যেন স্বর্গেরই একটি অংশ, কীভাবে বর্ণনা করব ?

তখন রাজা প্রধান অনুচরদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বললেন—এখন যে যুদ্ধ অবশ্যকরণীয় সেই সম্পর্কে আপনারা উপদেশ দিন ; যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যখন ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হন তারা ধ্বংস হন ; রাজা অসন্তুষ্ট হলে ধ্বংসের আর বাকি থাকে না। গণিকা সলজ্জা হলে নষ্ট হয়—কুলকামিনীরা নির্লজ্জা হলেই নষ্ট হয় ॥ ৬৪ ॥

এক গৃধ্র ছিল—নাম দূরদর্শী। সে বলল—দেব, বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করা বিধিসঙ্গত নয়। কেননা,—

যখন নিজের বন্ধু, মন্ত্রী এবং মিত্রস্থানীয় নৃপতিগণ রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং শত্রুরাজ্যে এর বিপরীত অবস্থা—তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে ॥ ৬৫ ॥

ভূমি, বশীভূত নৃপতি এবং স্বর্ণ—এই তিনটিই যুদ্ধের ফল—যখন এই তিনটি নিশ্চিত, একমাত্র তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে ॥ ৬৬ ॥

রাজা বললেন—মন্ত্রী আমার সেনাবাহিনী পরীক্ষা করে দেখুন—এই বাহিনী যুদ্ধের কতটা উপযোগী তা বোঝা যাবে ; জ্যোতিষীকে[৪২] ডাকুন; তিনি যাত্রার শুভসময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। মন্ত্রী বললেন—তথাপি সহসা যুদ্ধযাত্রা অসঙ্গত।

কেননা,

যে মূর্খদল বিচার না করে শত্রুসৈন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ভাগ্যে ঘটে শত্রুর অসিধারের তীক্ষ্ণ আলিঙ্গন ! ॥ ৬৭ ॥

রাজা বললেন—মন্ত্রী আমার উৎসাহভঙ্গ কোরো না। জয়ার্থী রাজা কীভাবে শত্রু-রাজ্য আক্রমণ করবে—সেই কথা বলো।

গৃধ্র বলল—আমি সেই কথাই বলব। কিন্তু তা পালন করলেই ফলপ্রদ হবে, না করলে কোনো ফল নেই। শাস্ত্রে বলে, যদি পালন না করা হয় তবে শাস্ত্রানুযায়ী উপদেশ দিয়ে লাভ কী ? কেবলমাত্র ঔষধের জ্ঞানেই রোগের আরোগ্য হয় না ॥ ৬৮ ॥

কিন্তু রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়—সুতরাং আমি যা শুনেছি তাই বলব—আপনি শুনুন !

নদী, পর্বত, অরণ্য, উপত্যকা প্রভৃতি যে-সব স্থানে বিপদের আশঙ্কা বর্তমান—সেখানে সেনাপতি তার বাহিনীকে যুদ্ধার্থে শ্রেণী বিন্যাস করে যাত্রা করবেন ॥ ৬৯ ॥

সকলের পুরোভাগে থাকবেন সেনাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ বীরদের নিয়ে; মধ্যে থাকবেন নারীগণ, রাজা, অর্থভাণ্ডার এবং বাহিনীর সাধারণ অংশ[৪৩] ॥ ৭০ ॥

দুই পাশে থাকবে অশ্ববাহিনী, অশ্বের দুই পাশে রথ, রথের দুই পাশে হস্তী, হস্তীর দুই পাশে পদাতিক সৈন্য ॥ ৭১ ॥

হে রাজন্, সকলের পশ্চাতে থাকবেন সেনাপতি, সঙ্গে থাকবেন মন্ত্রিগণ এবং সাহসী বীরগণ—যারা শ্রান্ত এবং বাহিনীর পিছনে আছে তাদের উৎসাহ দিতে দিতে তারা যাবেন ॥ ৭২ ॥

জলযুক্ত, পাহাড়ে ঘেরা, এবং অসমতল স্থান অতিক্রম করতে হবে হস্তীর সাহায্যে, সমতলভূমি অশ্বের সাহায্যে এবং নদীসংকুল স্থান নৌকার সাহায্যে আর সমস্ত স্থানেই পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে ॥ ৭৩ ॥

আসন্ন বর্ষায় হস্তিবাহিনী নিয়ে যাত্রাই প্রশস্ত অন্য সময়ে অশ্ববাহিনী নিয়ে আর পদাতিক বাহিনীর[৪৪] সঙ্গে সকল সময়েই যাত্রা করা ॥ ৭৪ ॥

পর্বতে এবং কঠিন গিরিপথে রাজাকে রক্ষা করতে হবে; সাহসী সৈন্যগণ তাকে রক্ষা করলেও তিনি ঘুমোবার সময়েও জেগে থাকবেন। (অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থাতেও যেন তার অর্ধবোধ থাকে[৪৫]) ॥ ৭৫ ॥

দুর্গম স্থানগুলিতে শত্রুদলকে ঠেলে নিয়ে তাদের বিপন্ন করে ধ্বংস করতে হবে—এবং একই সময়ে শত্রুর দেশে প্রবেশ করতে হবে আরণ্যক সৈন্যবাহিনীকে সামনে রেখে ॥ ৭৬ ॥

যেখানে রাজা সেখানেই সম্পদের অস্তিত্ব। সম্পদ ছাড়া রাজার অস্তিত্ব নেই। সম্পদ ভাণ্ডার থেকেই রাজা তার ভৃত্যদের বেতন দিয়ে থাকেন। যিনি মুক্ত হস্তে দান করেন তার জন্যে কে না যুদ্ধ করবে ? ॥ ৭৭ ॥

মানুষ মানুষের দাস নয়, মানুষ অর্থের দাস। গৌরব বা অগৌরব নির্ভর করে ধনশালিতা এবং ধনাভাবের উপর ॥ ৭৮ ॥

ঐক্যমন্ত্রে সংহত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ করতে হবে—রক্ষা করতে হবে পরস্পরকে; 'অকেজো' সৈন্য রাখতে হবে সেনাবিন্যাসের মধ্যস্থলে ॥ ৭৯ ॥

রাজা পদাতিক সৈন্যদের[৪৬] রাখবেন বাহিনীর পুরোভাগে। শত্রু পক্ষকে অবরোধ করে তিনি প্রতীক্ষা করবেন—শত্রুর দেশ পীড়নও করবেন ॥ ৮০ ॥

সমতল ক্ষেত্রে রাজা যুদ্ধ করবেন রথ ও অশ্বের সাহায্যে, নৌকা ও হস্তীর সাহায্য নিতে হবে জলপূর্ণ দেশে[৪৭] যেখানে গুল্ম ও বৃক্ষ সেখানে অস্ত্র হবে ধনুর্বাণ আর উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, অস্ত্র হবে অসি ও ঢাল ॥ ৮১ ॥

তিনি অবিরাম চেষ্টা করবেন শত্রুর ঘাস,[৪৮] অন্ন, জল ও ইন্ধনের ভাণ্ডার ধ্বংস করতে, আর আঘাত হানবেন তার সরোবর, দুর্গের প্রাকার এবং পরিখার উপর ॥ ৮২ ॥

রাজার সৈন্য বিভাগের একটি প্রধান উপকরণ হস্তী। হস্তীর তুল্য এমন উপাদান আর নেই—কেননা তার দেহেই আটটি অস্ত্র[৪৯] বর্তমান ॥ ৮৩ ॥

অশ্ব সেনা বাহিনীর বল, কেননা অশ্ব যেন গতিশীল প্রাণকার। যে রাজার অশ্বের সংখ্যা অধিক তিনি স্থল যুদ্ধে বিজয়ী হন ॥ ৮৪ ॥

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অশ্বপৃষ্ঠে থেকে যারা যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন। কারণ শত্রুরা দূরে থাকলেও যেন তাদের নাগালের মধ্যে এসে যায় ॥ ৮৫ ॥

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শত্রুপক্ষের উপর প্রথম আঘাত করা, সমগ্র সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধান, চারদিকের পথ সংস্কার—(এই তিনটি) পদাতিক সৈন্যের কর্তব্য ॥ ৮৬ ॥

সেই সৈন্য বাহিনীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয় যেখানে সৈন্যগণ স্বভাবতই বীর, অস্ত্রজ্ঞ, প্রভুর প্রতি অনুগত, শ্রমজয়ী এবং প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ থেকে সংগৃহীত ॥ ৮৭ ॥

হে রাজন! প্রভুর কাছে সম্মান লাভ করেই মানুষ এ পৃথিবীতে যুদ্ধ করে; প্রভূত অর্থের বিনিময়েও তা তারা করে না ॥ ৮৮ ॥

নির্বাচিত লোক দিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী অনেক ভালো—কেবলমাত্র সংখ্যাপূরণের জন্যে[৫০] লোক সংগ্রহ অসঙ্গত। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে—দুর্বলের পরাজয় একদিন শক্তিমানের পরাজয়কেও ডেকে আনে ॥ ৮৯ ॥

অনুগ্রহের প্রত্যাহার, সম্মানজনক পদলাভে ব্যর্থতা, অন্যকে দেয় অংশ আত্মসাৎ করা, অনিয়োগ হেতু বৃথা কালক্ষেপ, অন্যায়ের অপ্রতিকার—এগুলিই সেনাদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ ॥ ৯০ ॥

জয়লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজপক্ষীয় সৈন্যদের অধিক পীড়ন না করে শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করবেন[৫১]। শত্রুর সৈন্য দীর্ঘ অভিযানের ফলে পরিশ্রান্ত—তাই সহজেই জয়ের যোগ্য ॥ ৯১ ॥

শত্রুপক্ষের কোনো নিজের জন ছাড়া শত্রুবিজয়ে আর অধিকতর চতুর নীতি কী হতে পারে? তার সাহায্যেই শত্রুর পতন ঘটানো সম্ভব। শত্রু কোনো আত্মীয়কেই এ ব্যাপারে নিয়োগ করা উচিত ॥ ৯২ ।

এইভাবে কোনো যুবরাজ বা শত্রুপক্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করতে হবে। তারপর তার সাহায্যেই করতে হবে গৃহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা করবেন স্থিরচিত্ত অভিযানকারী ॥ ৯৩ ॥

শত্রুর কোনো আত্মীয় যদি ক্রুর হয় তবে তার সামনে পলায়নের ভাণ করে সহসা তাকে আঘাত করতে হবে অথবা তার গোধন আত্মসাৎ করে অথবা তার প্রধান অনুচর ও আশ্রিতদের বন্দী করে তাকে বশীভূত করতে হবে ॥ ৯৪ ॥

রাজা অন্য বিজিত দেশের লোকদের নিজের দেশে বসবাস করিয়ে স্বদেশের লোকবৃদ্ধি করবেন। এই সব লোক তিনি আনবেন নিজের বাহুবলে অথবা দান ও

জ্ঞানের দ্বারা বশীভূত করে। এইভাবে নিজের রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে ॥ ৯৫ ॥

রাজা বললেন—আঃ, এ বিষয়ে এত কথা বলার কী প্রয়োজন? নিজের শক্তির বৃদ্ধি, শত্রুর শক্তির ক্ষয়—এই দুটিই তো নীতি! নীতিবিদ্ ব্যক্তিগণ এই দুটিকে অবলম্বন করেই বাগ্মিতা প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ বৃহস্পতির ভূমিকা গ্রহণ করেন) ॥ ৯৬ ॥

মন্ত্রী মৃদু হেসে বললেন—সে কথা সত্য। কিন্তু অসংযত শক্তির প্রকাশ এক ব্যাপার, নীতি-নিয়ন্ত্রিত শক্তি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। আলো আর অন্ধকার[৫২] একই স্থানে অবস্থান করতে পারে না ॥ ৯৭ ॥

এর পর রাজা জ্যোতিষী-নির্দিষ্ট লগ্নে যাত্রা করলেন।

এদিকে রাজদূত কর্তৃক প্রেরিত চর এসে হিরণ্যগর্ভকে জানালো—দেব! রাজা চিত্রবর্ণ প্রায় সমাগত; তিনি মলয়পর্বতের উপরিস্থিত বিস্তৃত ভূমিতে সেনানিবেশ করেছেন। এখন প্রতিক্ষণেই সযত্নে দুর্গ পরীক্ষা করা উচিত—কারণ গৃধ্র এক নাম-করা পাকা রাজনীতিবিদ্। কারো সঙ্গে ওর গোপনীয় কথা প্রসঙ্গে আমি ওর গোপনীয় সংবাদ জানতে পেরেছি—আমাদের দুর্গের মধ্যেই ওর কোনো লোক নিযুক্ত হয়েছে।

চক্রবাক বলল—দেব, (আমার মনে হয়) কাকই ওদের নিযুক্ত চর!

রাজা বললেন—এ কখনো হতে পারে না। তাই যদি হবে তবে সে শুককে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিল কেন?

তাছাড়া,—শুক চলে যাবার পরই যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠেছিল—সে তো এখানে অনেকক্ষণ ধরেই আছে।

মন্ত্রী বলল—তবু আগন্তুককে সন্দেহ করা উচিত।

রাজা বললেন—কিন্তু আগন্তুকেরাও কখনো কখনো উপকারী হয়ে থাকে। দেখো,—

আগন্তুকও যদি মঙ্গলসাধন করে, সে আত্মীয়, আবার আত্মীয়ও যদি ক্ষতি করে তবে সে আগন্তুক (অর্থাৎ শত্রু); রোগের জন্ম দেহে তবু সে ক্ষতিকারক, ঔষধিলতা অরণ্যে থাকে তবু সে হিতকারী বন্ধু ॥ ৯৮ ॥

আর একটি কথা—

বীরবর নামে রাজা শূদ্রকের এক ভৃত্য ছিল—তার নাম বীরবর; অল্পকালের মধ্যে সে (রাজার উদ্দেশ্যে) নিজের পুত্রকে দান করেছিল ॥ ৯৯ ॥

চক্রবাক বলল—কাহিনীটি কী?

রাজা বললেন—

কথা—(আট)

আগে রাজা শূদ্রকের ক্রীড়া-সরোবরে এক রাজহংস থাকত; তার নাম কর্পূরকেলি। আমি কর্পূরকেলির কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর প্রেমাসক্ত হয়েছিলাম। বীরবর নামে কোনো এক দেশের রাজপুত্র রাজদ্বারে এসে রক্ষীকে বলল—আমি রাজপুত্র—চাকুরী-প্রার্থী; রাজদর্শন করাও। তারপর রাজার সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল—সে বলল—

মহারাজ, যদি আমাকে আপনার ভৃত্যরূপে নিয়োগ করতে চান তবে আমার বেতন নির্দিষ্ট করুন।

শূদ্রক বললেন—তুমি কত বেতন চাও ?

বীরবল বলল—প্রতিদিন চারশো স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা বললেন—তোমার করণ কী ? (অর্থাৎ তোমার কাজের উপাদান কী ? কী দিয়ে তুমি কাজ করবে) ?

বীরবর বলল—দুই বাহু আর এক খড়্গ।

রাজা বললেন—অত বেতন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এই কথা শুনে বীরবর রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল। মন্ত্রীরা বললেন—দেব, চারদিনের বেতন দিয়ে একে পরীক্ষা করে দেখুন সে এই বেতনের যোগ্য কী অযোগ্য। তখন মন্ত্রীদের প্রস্তাব অনুযায়ী বীরবরকে ডাকিয়ে আনা হল, তাকে তাম্বূল[৫৩] চারশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হল।

রাজা খুব গোপনে লক্ষ্য করলেন সে এই অর্থ কীভাবে ব্যয় করে। অর্থের অর্ধেক বীরবর দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান করল ; অবশিষ্ট অর্থের অর্ধেক সে দান করল বিপন্ন ও আর্তের সেবায়। অবশিষ্ট যা রইল তা পরিবারের খাদ্য ও বিলাসে ব্যয় করল। প্রতিদিনের এই কর্তব্যপালনের পর সে খড়্গ হস্তে রাজদ্বারে দিনে ও রাত্রিতে দাঁড়িয়ে থাকত। রাজা নিজে আদেশ করলে সে স্বগৃহে যেত।

তারপর এক কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রিতে রাজা এক রমণীর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। শূদ্রক বললেন—দ্বারে কে ? বীরবর বলল—দেব, আমি বীরবর।

রাজা বললেন—রোদনধ্বনি অনুসরণ করো।

বীরবর বলল—'আপনার যেমন আদেশ।' এই বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

রাজা ভাবলেন—একাকী এই রাজপুত্রকে আমি সূচিভেদ্য অন্ধকারে পাঠিয়ে দিলাম—এটা অনুচিত। এর অনুসরণ করে আমি জানব ব্যাপারটা কী? তখন রাজাও খড়্গ হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে নগর ছাড়িয়ে বাইরে চলে এলেন।

এদিকে বীরবর যেতে যেতে এক সর্বালঙ্কারা রূপযৌবনবতী রমণীকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—আপনি কে ? কেন কাঁদছেন ?

রমণী বললেন—আমি শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী—দীর্ঘকাল এর ভুজচ্ছায়ায় সুখে বাস করে এসেছি ; এখন আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। বীরবর বলল—যেখানে বিপদ সেখানে প্রতিকারের উপায়ও আছে ; এখানে কীভাবে অবস্থান সুনিশ্চিত করা যেতে পারে ? রাজলক্ষ্মী বললেন—যদি তুমি তোমার বত্রিশ শুভলক্ষণযুক্ত[৫৪] পুত্র শক্তিধরকে ভগবতী সর্বমঙ্গলাকে উপহার দিতে পার, তবে আমি দীর্ঘকাল এখানে সুখে থাকতে পারব।—এই বলে দেবী অদৃশ্যা হয়ে গেলেন।

তখন বীরবর নিজের গৃহে ফিরে এসে নিদ্রিতা স্ত্রীকে জাগালো, পুত্রকেও জাগালো! তারা নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে বসল ; বীরবর তাদের কাছে রাজলক্ষ্মীর ব্যাপারটি খুলে বলল। শুনে আনন্দিত শক্তিধর বলে উঠল—আজ প্রভুর রাজ্যরক্ষার্থে আমার প্রয়োজন হয়েছে, আমি ধন্য। পিতঃ, তবে আর বিলম্ব কেন ? যখনই হোক না কেন, এই ধরনের শুভ উপলক্ষ্যে দেহদান—সে তো গৌরবের ;

কেননা,—

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধন ও জীবন পরার্থে উৎসর্গ করবেন। মৃত্যু যখন ধ্রুব তখন শুভকাজে এই ত্যাগ প্রশংসার যোগ্য ॥ ১০০ ॥

শক্তিধরের মাতা বলল—যদি তা না করা হয় তবে আর কোন্ উপায়ে রাজার এই বেতনের ঋণশোধ হতে পারে ? এই রকম আলোচনা করে তারা সবাই মিলে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে গেল। সেখানে সর্বমঙ্গলার পূজা করে বীরবর বলল—দেবি, প্রসন্ন হও! মহারাজ শূদ্রকের শ্রীবৃদ্ধি অক্ষয় হোক ; আমার এই উপহার তুমি নাও! এই বলে পুত্রের মস্তক ছিন্ন করল।

তখন বীরবর ভাবল—গৃহীত রাজবেতনের ঋণ পরিশোধ করেছি ; এখন পুত্রহীন আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র! এই ভেবে সে নিজের শিরশ্ছেদ করল। স্বামী ও পুত্রের শোকে বীরবরের পত্নীও একই পথ অনুসরণ করল।

এইসব দেখে-শুনে রাজা বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীরা জন্মায় আর মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু এর মতো মানুষ পৃথিবীতে আর হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না ॥ ১০১ ॥

এই বীরবরই যখন আমাকে ছেড়ে গেল তখন আমার রাজ্যে কোনো প্রয়োজন নাই। তারপর নিজের মস্তক ছেদনের জন্যে রাজা শূদ্রক খড়্গ তুললেন—সেই মুহূর্তে ভগবতী সর্বমঙ্গলা আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত ধরে বললেন—পুত্র, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আর সাহসে প্রয়োজন নেই। তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার রাজ্য নিরাপদ থাকবে। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন—দেবি, আমার রাজ্যেও প্রয়োজন নেই, জীবনেও প্রয়োজন নেই। আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ করলেন তবে আমার অবশিষ্ট আয়ুর বিনিময়ে এই বীরবর পত্নীও পুত্রের সঙ্গে জীবিত হোক্। তা না হলে আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ভগবতী বললেন—পুত্র, তোমার এই অপূর্ব ভৃত্যবাৎসল্যে আমি সন্তুষ্ট। যাও, তুমি বিজয়ী হবে। এই রাজপুত্রও সপরিবারে জীবিত হোক্—এই বলে দেবী অদৃশ্যা হলেন। বীরবর পুত্র ও পত্নীর সঙ্গে নতুন জীবন লাভ করে গৃহে ফিরে গেল।

রাজাও সকলের অলক্ষ্যে প্রাসাদে ফিরে এসে আগের মতোই শুয়ে রইলেন।

বীরবর যখন দ্বারে এসে দাঁড়াল—তখন রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন। বীরবর উত্তরে বলল—সেই ক্রন্দনপরায়ণা রমণী আমাকে দেখেই অদৃশ্যা হয়ে গেলেন। এছাড়া অন্য-কোনো সংবাদ নেই। তার কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন—বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—এই ব্যক্তি মহানুভব, সকল রকমেই প্রশংসার যোগ্য! কেননা,

উদার হয়ে প্রিয়ভাষণ করবে, বীর হয়ে গর্বপ্রকাশ করবে না, দাতা হয়ে অপাত্রে দান করবে না, সাহসী হয়েও নিষ্ঠুর হবে না ॥ ১০২ ॥

এইসব মহাপুরুষের লক্ষণ—সবই এর মধ্যে বর্তমান। তারপর রাজা পরদিন প্রভাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা ডেকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। আর রাজানুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ বীরবরকে দান করলেন কর্ণাটরাজ্য। কাহিনী শেষ করে হিরণ্যগর্ভ বললেন—আগন্তুক হলেই কেউ ভ্রষ্ট হয় না—তাদের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে।

চক্রবাক বলল—রাজার ইচ্ছার মান রাখতে গিয়ে, যা করণীয় নয় তাকে কর্তব্য বলে রাজার কাছে যে ব্যাখ্যা করে সে মন্ত্রী নিন্দনীয়। প্রভুর মনে একটু দুঃখ যদি হয়

তা-ও ভালো—কিন্তু অকার্য করে তার সর্বনাশ ডেকে আনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় ॥ ১০৩ ॥

রাজার চিকিৎসক, ধর্মগুরু এবং মন্ত্রী যদি স্তাবক হয় তাহলে সেই রাজা দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্য, ধর্ম ও অর্থ থেকে বঞ্চিত হন ॥ ১০৪ ॥

শুনুন, দেব।

কোনো এক ব্যক্তি পুণ্যের জোরে যা লাভ করেছে আমিও তা পাব—এই ভেবে এক নাপিত লোভে সম্পদ কামনা করল—ফলে এক ভিক্ষুকে বধ করায় তাকেও হত হতে হল ॥ ১০৫ ॥

রাজা প্রশ্ন করলে—সে কী?

মন্ত্রী বলতে লাগল—

কথা—(নয়)

অযোধ্যা নগরে চূড়ামণি নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্পদলাভের কামনায় তিনি দীর্ঘকাল দেহের ক্লেশ সহ্য করেও শিবের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে পাপের মোচন হলে পর শিবের আদেশে যক্ষপতি তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে এই আদেশ করলেন—তুমি আজ সকালে ক্ষৌরকার্য করে লাঠি হাতে নিয়ে গোপনে তোমার গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর যে-কোনো ভিক্ষু[৫৫] তোমার গৃহের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াবে—তাকেই তুমি তোমার লাঠি দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করতে থাকবে। দেখবে সেই মুহূর্তেই ভিক্ষু স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি এক কলসে পরিণত হয়েছে। সেই অর্থে তুমি তোমার অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাতে পারবে।

চূড়ামণি এই নির্দেশ পালন করল—যেমন বলা হয়েছিল তেমন ফলও পেল। এদিকে ক্ষৌরকার্যের জন্যে যে নাপিতকে আনা হয়েছিল সে ব্যাপারটা দেখল। সে ভাবল—

সম্পদলাভের এই বুঝি উপায়? আমি একবার চেষ্টা করি না কেন? তারপর থেকে সে প্রতিদিন সেইভাবে লাঠি হাতে নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করত কখন ভিক্ষু আসে। একদিন এক ভিক্ষু এল—তাকে দেখেই সে লাঠির আঘাতে তাকে বধ করল। আর সেই অপরাধে রাজপুরুষদের দ্বারা দণ্ডিত হয়ে সে প্রাণত্যাগ করল।

তাই বলছিলাম—পুণ্যের জোরে কোনো ব্যক্তি যা লাভ করেছে—

রাজা বললেন—শুধু অতীতের কাহিনী শুনেই কী করে বোঝা যাবে কোনো লোক অকৃত্রিম বন্ধু না বিশ্বাসঘাতক ॥ ১০৬ ॥

থাক ওসব কথা। যেটা আমাদের এখনকার কাজ তাতেই মন দেওয়া যাক। চিত্রবর্ণ যদি মলয়পর্বতে এসে থাকে—তবে এই অবস্থায় আমাদের সবচেয়ে ভালো পথ কী?

মন্ত্রী বলল—যে গুপ্তচর এখানে এসেছে—তার মুখে আমি শুনেছি চিত্রবর্ণ নাকি তার মন্ত্রী গৃধ্রের পরামর্শ তুচ্ছ করেছে। তাহলে এই মূর্খকে জয় করা কঠিন হবে না।

কেননা,

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যে শত্রু লোভী, নিষ্ঠুর, অলস, বিশ্বাসঘাতক, অসতর্ক, ভীরু, চঞ্চল, নির্বোধ এবং যোদ্ধাদের যে অপমান করে তাকে সহজেই ধ্বংস করা যায় ॥ ১০৭ ॥

সুতরাং সে আমার দুর্গদ্বার অবরোধ করার আগেই তার সেনাবাহিনীকে নদী, পর্বত ও অরণ্যপথে বিতাড়িত করে তাদের বিনষ্ট করার জন্যে সারস ও অন্যান্য সেনাপতিদের আদেশ দিচ্ছি।

কেননা,

শাস্ত্রে বলেছে—রাজা তখনই তার শত্রুসেনা বিনষ্ট করাবেন যখন দেখা যাবে, সেই বাহিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ফলে ক্লান্ত, যখন সেই বাহিনী চারদিকে নদী, পর্বত ও বনের দ্বারা বেষ্টিত, ভীষণ অগ্নির ভয়ে সন্ত্রস্ত কিংবা ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন—যখন সেই বাহিনী অসতর্ক, ভোজনে ব্যগ্র, রোগ ও দুর্ভিক্ষে পীড়িত কিংবা যখন সেই বাহিনী বিশৃঙ্খল, সংখ্যায় অল্প, বর্ষণে ও ঝটিকায় ক্লিষ্ট, ধূলি ও জলাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত এবং সেই কারণে বিচ্ছিন্ন অথবা যখন সেই বাহিনী দস্যুভয়ে পলায়িত॥ ১০৮—১১০॥

তাছাড়া,

যখন আক্রমণের[৫৬] ভয়ে রাত জেগে শত্রুসৈন্যবাহিনীর সকলে দিনে সুপ্ত হয়ে আছে তখনই সেই নিদ্রায় অভিভূত সেনাদের রাজা আক্রমণ করে ধ্বংস করবেন॥ ১১১॥

সুতরাং আমাদের সেনাপতিগণ অসতর্ক রাজার সেনাদলকে দিবানিশি আঘাত করে বিধ্বস্ত করুক। সুবিধা পেলেই আঘাত করে যেতে হবে।

এইভাবে সব করা হল। নিহত হল চিত্রবর্ণের সেনাদলের অনেকে আর সেনাপতিরা। বিষণ্ণ হয়ে সে তখন দূরদর্শী নামক তার মন্ত্রীকে বলল—মশাই, আপনি কেন আমাদের উপেক্ষা করছেন? আমি কি কোথাও কোনো ব্যাপারে আপনাকে অপমানিত করেছি?

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

রাজ্যের অধিকারী হয়েছে বলে কারও পক্ষে অশোভন ব্যবহার[৫৭] করা উচিত নয়; কারণ বার্ধক্য যেমন সৌন্দর্য নষ্ট করে, অবিনয়ও তেমনি সম্পদ ধ্বংস করে॥ ১১২॥

তাছাড়া—

যে পরিশ্রমী সে সম্পদ লাভ করে, যে হিতকর বস্তু আহার করে সে স্বাস্থ্যলাভ[৫৮] করে, স্বাস্থ্যবান্ সুখ লাভ করে, উদ্যোগী সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করে, আর যে সু-শিক্ষিত সে লাভ করে ধর্ম, অর্থ এবং যশ॥ ১১৩॥

গৃধ্র বলল – দেব! শুনুন,

রাজা অশিক্ষিত বা নীতিতে অনভিজ্ঞ হলেও নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে থাকেন যেমন পুষ্ট হয় জলের নিকটবর্তী তরু॥ ১১৪॥

তাছাড়া,

সুরাপান, নারীতে আসক্তি, মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অর্থের অপব্যয়, এবং বাক্য ও দণ্ডের কঠোরতা এই ছয়টি রাজাদের সঙ্কটের হেতু॥ ১১৫॥

আরও দেখুন,

যে কেবল মাত্র তার সাহস ও শৌর্যের উপরই নির্ভর করে কিংবা কেবল মাত্র কার্য সাধনের উপায় খুঁজতে গিয়েই বিমূঢ় হয়ে পড়ে—এরা কেউ শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হয় না; সুনীতিপরিচালিত শক্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পদের হেতু॥ ১১৬॥

আপনি আপনার সেনাবাহিনীর উৎসাহ দেখেই যুদ্ধের অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তাতে কর্ণপাত করেন নি। আমার মনে আছে আপনি

তখন রূঢ় বাক্যও প্রয়োগ করেছিলেন। এখন আপনি আপনার ভ্রান্ত নীতির ফলই অনুভব করছেন।

শাস্ত্রে বলে—যার মন্ত্রী অপদার্থ এমন কোন্ রাজা দুর্নীতিজনিত অনিষ্ট ফল ভোগ না করে? অপথ্যভোজী কোন্ ব্যক্তি না রোগ ভোগ করে? সম্পদ কাকে না প্রমত্ত করে? মৃত্যু কাকে না বিনাশ করে? নারীর প্রণয়কেলি[৫৯] কাকে না ক্লিষ্ট করে? ॥ ১১৭ ॥

তাছাড়া,

অবসাদ আনন্দকে নষ্ট করে, শীতের আবির্ভাব নষ্ট করে শরতের সৌন্দর্য; সূর্য অন্ধকার নাশ করে; পুণ্যকর্মকে ক্ষুণ্ণ করে অকৃতজ্ঞতা, প্রিয়বস্তুলাভের আনন্দকে মলিন করে দেয় শোক, সত্য নীতি দূর করে সঙ্কটকে, সমৃদ্ধি প্রচুর হলেও তার অবসান ঘটে অবিনয়ে ॥ ১১৮ ।

তখন আমিও মনে মনে ভেবেছিলাম—এই রাজা অবিবেচক; নইলে, কেন সে সুনীতির আলোককে বাক্যের উল্কা[৬০] ছড়িয়ে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে? কারণ—

যার নিজের কোনো বুদ্ধি নেই শাস্ত্র তার কী করতে পারে? যার চোখই নেই দর্পণে তার কী প্রয়োজন? ॥ ১১৯ ॥

এই কারণেই আমিও চুপ ক'রে ছিলাম। রাজা তখন করযোড়ে তাকে বললেন—ভদ্র, এসবই আমার অপরাধ, কিন্তু একে উপেক্ষা করুন। এখন আমাকে সেই উপদেশ দিন যাতে আমি অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে বিন্ধ্যপর্বতে ফিরে যেতে পারি।

গৃধ্র ভাবল—এ ব্যাপারে প্রতিকার করতেই হবে। কারণ, দেবতা, গুরু, রাজা, ব্রাহ্মণ, শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগী—এদের ক্ষেত্রে ক্রোধকে সংযত করতে হবে ॥ ১২০ ॥

মন্ত্রী হেসে বলল—মহারাজ, আপনি ভয় পাবেন না, আশ্বস্ত হোন্। শুনুন—

ইষ্ট সাধনের উপায় যখন ব্যর্থ হয় তখন মন্ত্রীদের এবং যখন বায়ু, পিত্ত, কফ তিনটি প্রকুপিত, সেই সান্নিপাতিক রোগে[৬১] চিকিৎসকদের প্রজ্ঞা পরীক্ষিত হয়ে থাকে। যখন সব কিছু সুস্থ রীতিতে চলতে থাকে তখন কে না পণ্ডিত? ॥ ১২১ ॥

আরও দেখুন,

মূর্খেরা আরম্ভ করে অল্প এবং অল্পেই বিহ্বল হয়ে পড়ে; স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বৃহৎ কাজে লিপ্ত হন এবং অচঞ্চল থাকেন ॥ ১২২ ॥

সুতরাং এই ক্ষেত্রে আপনার শক্তিবলেই দুর্গ আক্রমণ করে সগৌরবে এবং শক্তি-মহিমায় আপনাকে অচিরেই বিন্ধ্যাচলে নিয়ে যাব। রাজা বললেন—এখন এই অল্প সেনাবলের সাহায্যে কী ভাবে তা সম্ভব হবে? গৃধ্র বলল—সব সম্ভব হবে। কারণ যিনি জয়লাভ করতে ইচ্ছুক তার পক্ষে কার্যতৎপরতাই সিদ্ধির প্রধান উপায়। এই মুহূর্তেই দুর্গদ্বার অবরোধ করার ব্যবস্থা করুন।

এই সময়ে গুপ্তচর বক এসে হিরণ্যগর্ভকে জানালো—যেহেতু রাজা চিত্রবর্ণের সৈন্যবল অল্প তিনি গৃধ্রের পরামর্শ অনুযায়ী দুর্গের দ্বার অবরোধ করছেন। রাজহংস বললেন—সর্বজ্ঞ, এখন কী করা উচিত? চক্রবাক বলল—আপনার সেনাদলে কারা সবল, কারা দুর্বল—এই বিভাগ করে ফেলুন। তারপর তা জেনে সবল সেনানীদের স্বর্ণ বস্ত্র এবং রাজানুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ অন্য উপহার দিয়ে তাদের সম্মানিত করুন।

কারণ—

সম্পদলক্ষ্মী কখনও সেই রাজসিংহকে ত্যাগ করেন না যিনি অপব্যয় থেকে একটি মাত্র কড়িকেও[৬২] সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ভেবে সযত্নে সঞ্চয় করেন আবার যোগ্য উপলক্ষ এলে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না ॥ ১২৩ ॥

আরও দেখুন,

যজ্ঞানুষ্ঠানে, বিবাহ-উপলক্ষে, সঙ্কটনিবারণে, শত্রু-বিনাশে, যশস্কর কর্মে, বন্ধু-সংগ্রহে, প্রিয়াবিনোদনে, দরিদ্র পরিজনের ত্রাণে—এই আটটি বিষয়ে 'অতি-ব্যয়' বলে কোনো কথা নেই ॥ ১২৪ ॥

কারণ—

মূর্খ জনেই অল্প ব্যয়ের আশঙ্কায় সর্বনাশ করে বসে। কর ধার্য হবে এই ভয়ে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য[৬৩] বিসর্জন দেবে? ॥ ১২৫ ॥

রাজা বললেন—এই সঙ্কটকালে কীভাবে 'অতিব্যয়' সমর্থন করা যায়? কারণ শাস্ত্রে বলে—

"বিপদের নিবারণের জন্যে মানুষের অর্থ সঞ্চয়—

মন্ত্রী—মহারাজের আবার বিপদ কোথায়?

রাজা—লক্ষ্মীও কখনও কখনও চঞ্চলা হন।

মন্ত্রী— অর্থ সঞ্চিত হলেও নষ্ট হয়।"— ॥ ১২৬ ॥

সুতরাং কার্পণ্য ত্যাগ করে আপনার সাহসী সৈন্যদের দানে ও মানে পুরস্কৃত করুন। কেননা, শাস্ত্রে বলেছে—

যে-সব যোদ্ধা পরস্পরকে জানে, যারা সন্তুষ্ট এবং প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প এবং যারা উচ্চবংশজাত—উপযুক্তভাবে সম্মানিত হলে তারা শত্রুসেনা জয় করতে পারে ॥ ১২৭ ॥

আরও দেখুন—

এমনকি পাঁচশত যোদ্ধা, যদি তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে, যদি তারা দৃঢ় সঙ্কল্প ও সাহসী হয়—যদি তারা একতাবদ্ধ হয় তবে বিশাল শত্রুবাহিনী-কেও পরাজিত করতে পারে ॥ ১২৮ ॥

তাছাড়া,

ভালোমন্দের বিচারশক্তি যার নেই, যে উগ্র এবং অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর তাকে শিষ্ট-জনেরাও ত্যাগ করেন, অন্য সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই ॥ ১২৯ ॥

সত্যনিষ্ঠা, শৌর্য, দয়া, ত্যাগ—এইগুলি রাজার মহৎ গুণ; যে রাজার এই গুণগুলি নেই তাকে নিন্দিত[৬৪] হতে হয় ॥ ১৩০ ॥

এই জাতীয় উপলক্ষে অমাত্যগণকেও অবশ্যই পুরস্কৃত করা উচিত। শাস্ত্রে আছে,

যার ভাগ্য নিজের সঙ্গে জড়িত এবং যে নিজের উত্থানপতনের সঙ্গেই ওঠে এবং নামে—সেই বিশ্বস্ত মানুষকেই রাজা তাঁর প্রাণ এবং কোষ রক্ষার জন্যে নিযুক্ত করবেন ॥ ১৩১ ॥

যে রাজার মন্ত্রী হিসেবে আছে কোনো ধূর্ত, বা কোনো নারী কিংবা শিশু, সেই রাজাকে ভ্রান্তনীতিরূপ পবনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে রাষ্ট্রকর্মরূপ সাগরে নিমজ্জিত হতে হয় ॥ ১৩২ ॥

শুনুন, মহারাজ!

হর্ষ আর ক্রোধ যার সংযত, শাস্ত্রের শিক্ষায় যার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, এবং যে ভৃত্যদের সেবায় নিত্যই তৎপর, পৃথিবী তাকে ধনসম্পদ দান করেন ॥ ১৩৩ ॥

তাছাড়া,

রাজার পক্ষে অমাত্যদের উপেক্ষা[৬৫] করা কখনও সঙ্গত নয়—তাদের উত্থান ও পতন[৬৬] রাজার সঙ্গেই হয়ে থাকে ॥ ১৩৪ ॥

কারণ—

গর্বান্ধ রাজা যখন রাষ্ট্রের সঙ্কটময় কর্মসাগরে নিমজ্জিত হন তখন এই মৈত্রী-ভাবাপন্ন অমাত্যগণই সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেন ॥ ১৩৫ ॥

এই সময়ে মেঘবর্ণ এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল—মহারাজ, আমার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করুন। শত্রুসেনা দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করছে—তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। আপনার অনুমতি পেলে আমি বাইরে গিয়ে তাদের সম্মুখীন হয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে পারি। এভাবে আমি মহারাজের অনুগ্রহের ঋণ থেকে মুক্তি পাব।

চক্রবাক বলল—এ হতে পারে না। যদি বাইরে গিয়ে যুদ্ধই করতে হয় তবে দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ নিরর্থক।

তাছাড়া,

কুমির যত দুর্ধর্ষ হোক জলের বাইরে সহজেই বশীভূত হয়; সিংহ সাহসী হলেও বনের বাইরে এসে হয়ে যায় শৃগালের মতো ॥ ১৩৬ ॥

মহারাজ, আপনি নিজে গিয়ে যুদ্ধ দেখুন। কারণ,

সেনাদলকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে—তারা কেমন যুদ্ধ করে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাজার থাকা দরকার। এমন কি, সামান্য কুকুরও প্রভু সঙ্গে থাকলে সিংহের মতো বীরত্ব প্রকাশ করে ॥ ১৩৭ ॥

তারপর তারা সবাই মিলে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হল।

এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হল সেখানে।

পরদিন চিত্রবর্ণ গৃধ্রকে বললেন—এইবার আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। গৃধ্র বলল—শুনুন মহারাজ, যখন দুর্গ বেশিক্ষণ শত্রুর সামনে টিকে থাকতে পারবে না বলে মনে হয়, খুব ক্ষুদ্র আকারের হয় কিংবা মূর্খ বা দুর্বৃত্ত কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয় অথবা সুরক্ষিত না হয় এবং সেই দুর্গ যদি কাপুরুষ সৈন্যের দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে বুঝতে হবে দুর্গ বিপন্ন ॥ ১৩৮ ॥

এইগুলির কোনোটিই এই দুর্গ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

দুর্গজয়ের চারটি উপায় আছে—ভেদসৃষ্টি,[৬৬] দীর্ঘকালের জন্যে অবরোধ,[৬৭] আক্রমণ এবং তীব্র পৌরুষ ॥ ১৩৯ ॥

এই পথেই আমি যথাশক্তি চেষ্টা করব। [কানে কানে] এইভাবে, এই পথে।

সূর্যোদয়ের আগেই দুর্গের চারটি দ্বারেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল; দুর্গের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি গৃহেই কাকেরা একসঙ্গে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর চিৎকার শোনা গেল—'শত্রুপক্ষ দুর্গ জয় করেছে, দুর্গ জয় করেছে। সেই চিৎকার শুনে আর কতকগুলি গৃহে সত্যিই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দেখে রাজহংসের সৈনিকেরা এবং অন্যান্য দুর্গবাসীরা দ্রুত হ্রদে প্রবেশ করল।

কারণ—

যথাকালে যথাশক্তি সুমন্ত্রণা করা উচিত, সুন্দর বীরত্ব দেখানো উচিত, শোভন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত—এবং সার্থকভাবে ও শৃংখলার সঙ্গে পলায়নও করা উচিত। সেই সময়ে ভাবতে বসলে চলে না ॥ ১৪০ ॥

সুখীস্বভাব রাজহংসের গতিও মন্থর। তিনি সারসের সঙ্গে যাচ্ছিলেন এমন সময় চিত্রবর্ণের সেনাপতি মোরগ এসে তাদের আক্রমণ করল—রাজহংস ও সারস শত্রুবেষ্টিত হলেন। হিরণ্যগর্ভ তখন সারসকে বললেন—সেনাপতি সারস, আমার জন্যে তুমি মৃত্যুবরণ কোরো না। চেষ্টা করলে এখনও তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো। তুমি যাও, জলের গভীরে প্রবেশ করে নিজের প্রাণ বাঁচাও। সর্বজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার পুত্র চূড়ামণিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কোরো।

সারস বলল—মহারাজ, আপনি এমন করে বলবেন না, এসব কথা আমার কাছে দুঃসহ। যতকাল আকাশে সূর্য ও চন্দ্র বিরাজিত থাকবে, ততকাল আপনি বিজয়ী থাকুন। রাজন্, আমি দুর্গরক্ষার সর্বময় কর্তা—আমার মাংসরক্তের পিচ্ছিল পথেই শত্রুসেনাকে দুর্গে প্রবেশ করতে হবে। আর একটি কথা—

বহু দুঃখেই মেলে এই জগতে
গুণজ্ঞ দাতা আর ক্ষমাশীল প্রভু !

রাজা বলল—সে কথা ঠিক, কিন্তু—

অনুরক্ত, শুচি আর দক্ষ সেবক,
সহজে কি মেলে তাই কভু ? ॥ ১৪১ ॥

সারস—আরও শুনুন,

যদি যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়াই সঙ্গত ছিল—কিন্তু মরণ যখন সুনিশ্চিত তখন যশকে কলঙ্কিত করে কী লাভ ? ॥ ১৪২ ॥

তাছাড়া,

তরঙ্গভঙ্গের মতোই ভঙ্গুর এই জীবনে, পরার্থে প্রাণত্যাগের সুযোগ পুণ্যবলেই সম্ভব হয় ॥ ১৪৩ ॥

রাজা, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য, মিত্রশক্তি ও প্রজা—এই আটটি রাষ্ট্রের উপাদান ॥ ১৪৪ ॥

আপনি রাজা, আপনি প্রভু—আপনাকে যে-কোনো উপায়ে রক্ষা করতে হবে। কারণ—

রাজা যখন প্রজাপুঞ্জকে ত্যাগ করেন তখন তারা সমৃদ্ধ হলেও বেঁচে থাকতে পারে না। যার প্রাণ নেই, চিকিৎসক স্বয়ং ধন্বন্তরী হলেও তার কী করবেন ? ॥১৪৫॥

আরও দেখুন,

রাজা যখন তিরোহিত হন তখন প্রজাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না—যখন রাজা অবস্থান করেন তখন তারাও বিরাজিত থাকে ॥ ১৪৬ ॥

এমন সময়ে কোথা থেকে সেনাপতি মোরগ এসে তার নখ দিয়ে রাজহংসের দেহে গভীর আঘাত করল। তখন সারস নিজের দেহ দিয়ে রাজাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর সারস মোরগের চঞ্চু ও নখরের আঘাতে অস্থির হয়ে তার দেহ দিয়ে রাজাকে

রক্ষা করতে লাগল—শেষে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল জলে। সেনাপতি মোরগকে সে তার চঞ্চুপ্রহারে বধ করল। এরপর অনেকে এসে সারসকে আক্রমণ করে তাকে নিহত করল।

এই সময়ে রাজা চিত্রবর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করে সকলকে আদেশ দিলেন দুর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্য অধিকার করতে। বন্দীর দল জয়গান করে তাকে অভ্যর্থনা জানালো—তারপর তিনি নিজের শিবিরে[৬৮] ফিরে গেলেন।

কাহিনী শুনে রাজপুত্রেরা বলল—রাজার সেই সৈন্যদলে একমাত্র সেই সারসই গৌরবের অধিকারী যে তার জীবন দিয়েও প্রভুকে রক্ষা করেছিল। কেননা শাস্ত্রে বলে—

সব গোরুই শাবকের জন্ম দেয়—যাদের আকৃতি গোরুর মতোই ; কোনো কোনোটি আবার এমন সন্তানের জন্মদেয় যারা হয় দলের সেরা (যূথপতি) আর যাদের স্কন্ধ দৃঢ় ও সুসংহত ॥ ১৪৭ ॥

বিষ্ণুশর্মা বললেন—সেই মহাপ্রাণ সারস বিদ্যাধরী পরিবৃত হয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করুক। কেননা। শাস্ত্রে বলে—যারা কৃতজ্ঞ এবং প্রভুভক্ত, এবং প্রভুর জন্যেই জীবন বিসর্জন দেয়—তারাই হয় স্বর্গগামী ॥ ১৪৮ ॥

যেখানে কোনো সাহসী বীর শত্রুবেষ্টিত হয়ে নিহত হয় সে যদি যুদ্ধে দুর্বলতা প্রকাশ না করে তবে চিরন্তন লোকের অধিকারী হয় ॥ ১৪৯ ॥

বিষ্ণুশর্মা বললেন—তোমরা বিগ্রহের কাহিনী শুনলে! রাজপুত্রেরা বলল—শুনেছি, শুনে আমরা তৃপ্ত হয়েছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—তার সঙ্গে এইটুকু আরও বেশী হোক—হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সেনা নিয়ে রাজগণ আর যুদ্ধ না করুক। নীতি ও মন্ত্রণার পবনে আহত হয়েই শত্রুদল গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করুক ॥ ১৫০ ॥

॥ হিতোপদেশে বিগ্রহ নামক তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

সন্ধি

আবার যখন গল্প প্রসঙ্গ শুরু হল তখন রাজপুত্রেরা বলল—আর্য। বিগ্রহের কথা শুনেছি, এখন সন্ধির কথা বলুন।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—শোনো। আমি সন্ধির কথাও বলব—তার সূচনা-শ্লোকটা এইরকম—দুই রাজার মধ্যে মহাযুদ্ধ হল—তাদের সৈন্যবাহিনীও নষ্ট হল, তখন মধ্যস্থরূপে গৃধ্র এবং চক্রবাক বাক্যবিনিময়ের দ্বারা মুহূর্ত কালের মধ্যেই শান্তি স্থাপন করল ॥ ১ ॥

রাজপুত্রেরা বলল—কীভাবে সেই সন্ধি হল? বিষ্ণুশর্মা বলতে লাগলেন—সেই রাজহংস বললেন, কে আমাদের দুর্গে আগুন লাগিয়েছে? শত্রুপক্ষের কেউ[২]? না শত্রু কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে আমাদের দুর্গবাসীদের মধ্যে কেউ?

চক্রবাক বলল—মহারাজ, আপনার হঠাৎ বন্ধু[৩] মেঘবর্ণ সপরিবারে অদৃশ্য হয়েছেন। আমার মনে হয়—এ তারই কাজ! রাজা একটু ভেবে বললেন—এসব আমারই দুর্দৈবের খেলা! লোকে বলে—সুকল্পিত কার্যও অনেকসময় দৈববশতঃ ব্যর্থ হয়ে

যায়—এখানে অপরাধ দৈবের মন্ত্রীদের নয় ॥ ২ ॥

মন্ত্রী বলল—এও তো বলা হয়—মানুষ সঙ্কটে পড়ে দৈবকে নিন্দা করে কিন্তু সেই মূর্খ জানে না যে নিজের কর্মদোষেই সে সঙ্কটাপন্ন ॥ ৩ ॥

তাছাড়া,

হিতকামী বন্ধুদের কথা যে শোনে না সে সেই দুষ্টবুদ্ধি কূর্মের মতোই কাষ্ঠখণ্ড থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে ॥ ৪ ।

রাজা বললেন—সে আবার কী ?

মন্ত্রী বলল—

কথা—(এক)

মগধদেশে একটি সরোবর আছে—নাম 'ফুল্লোৎপল'। সেই সরোবরে সঙ্কট ও বিকট নামে দুটি হাঁস বাস করত। তাদের বন্ধু ছিল এক কচ্ছপ—সেও সেই সরোবরে থাকত। তার নাম 'কম্বুগ্রীব'।

একদিন ধীবরেরা সেখানে এসে পরামর্শ করল—'আমরা আজ এখানে থাকব, কাল সকালে মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি ধরব। তাদের সেই কথা শুনে কচ্ছপ এসে হাঁস দুটিকে বলল—'ধীবরদের কথা শুনলে তো ? এখন আমি কী করব ? হাঁসেরা বলল—আগে ভালো করে জেনে নাও ধীবরেরা কী করবে ; কাল সকালে যা করা কর্তব্য, করা যাবে।

কচ্ছপ বলল—সেটা ঠিক হবে না ; কেননা, এই রকম সিদ্ধান্তের কুফল আমি এখানে দেখেছি[৪]। এই সম্পর্কে লোকে বলে—অনাগতবিধাতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি বেশ সুখেই বেঁচে রইল, মরতে হল 'যদ্ভবিষ্য' নামক কচ্ছপকে ॥ ৫ ॥

হাঁসেরা বলল—ব্যাপারটা কী হয়েছিল বলো।

কচ্ছপ বলতে লাগল—

কথা—(দুই)

অনেক আগে একবার এই সরোবরেই ঠিক এমনিভাবেই ধীবরেরা এসেছিল। তখন তিনটি মাছের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। একটি মাছের নাম অনাগতবিধাতা ; (যে বিপদ আসবার আগেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে) সে বলল—আমার কথা যদি বল· আমি অন্য-একটি সরোবরে চলে যাবে। এই বলে সে চলে গেল আর-একটি সরোবরে। আর-একটি মাছের নাম প্রত্যুৎপন্নমতি ; (যে উপস্থিত মতো বুদ্ধি খাটিয়ে সঙ্কটত্রাণের ব্যবস্থা করে) সে বলল—ভবিষ্যতে ঘটনা কী ভাবে ঘটবে তার যখন স্থিরতা নেই তখন আমি কোথায় যাই ? সময় আসুক, তখন যা কর্তব্য তা করা যাবে। কারণ, শাস্ত্রে বলে,

সঙ্কট উপস্থিত হলে যে তার সমাধান করে সেই বুদ্ধিমান ; ঠিক যেমন বণিকের পত্নী বণিকের সামনেই তার প্রেমিককে লুকিয়ে রেখেছিল ॥ ৬ ॥

যদ্ভবিষ্য (যা হবার তা হোক, একথা যে বলে।) বলল—সে আবার কী ?

প্রত্যুৎপন্নমতি বলতে লাগল—

কথা—(তিন)

বিক্রমপুরে এক বণিক থাকত, নাম সমুদ্রদত্ত—তার পত্নীর নাম রত্নপ্রভা ; সে তার

নিজের ভৃত্যদের মধ্যেই একজনের সঙ্গে সকল সময় প্রণয়লীলায় মত্ত থাকত। কারণ,

নারীদের অপ্রিয় কিছুই নেই, প্রিয় বলেও কিছু নেই, গোরু যেমন অরণ্যে নূতন তৃণ কামনা করে, তেমনি তারাও চায় নতুন নতুন মানুষ ॥ ৭ ॥

একদিন সমুদ্রদত্ত দেখতে পেল রত্নপ্রভা সেই ভৃত্যকে চুম্বন করছে ; কিন্তু সেই কুলটা রমণী[৫] তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বলল ঐ ভৃত্যটির আরাম ভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি ; আমি ওর মুখের গন্ধ শুঁকে বুজতে পেরেছি ও চুরি করে[৬] কর্পূর খায়। শাস্ত্রে বলে—স্ত্রীলোকের আহারের পরিমাণ (পুরুষের তুলনায়) দ্বিগুণ তাদের বুদ্ধি চতুর্গুণ ; শ্রমের শক্তি ছয়গুণ আর কামের স্পৃহা আটগুণ ॥৮॥

এই কথা শুনেই সেই ভৃত্য রাগ করে বলল—যে প্রভুর গৃহে এই-জাতীয় পত্নী বর্তমান, সেই গৃহে ভৃত্য কীভাবে থাকতে পারে ? বিশেষ করে এমন গৃহে যেখানে প্রভুপত্নী প্রতিক্ষণেই ভৃত্যের মুখ আঘ্রাণ করে ! এই বলে সে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বণিক অবশ্য সযত্নে তাকে আশ্বস্ত করে নিয়ে তার কাজে বহাল করল। তাই বলছিলাম—সঙ্কট উপস্থিত হলে যে তার সমাধান করতে পারে সেই বুদ্ধিমান। যদ্ভবিষ্য বলল—

যা ঘটবে না, তা কোনোকালেই ঘটবে না, যা ঘটবেই তার অন্যথাও কোনোকালে হবে না এই জ্ঞানই তো চিন্তাবিষনাশের ঔষধ ; এই ঔষধ কোনো লোকে সেবন করে না ? ॥ ৯ ॥

তার পরদিন প্রভাতে প্রত্যুৎপন্নমতি জালে ধরা পড়ল ; ধরা পড়েই সে এমন ভান করল যেন সে মরে গিয়েছে—এবং ঐ ভাবেই পড়ে রইল। শেষে জাল থেকে সরানো হতেই সে যথাশক্তি লাফিয়ে গিয়ে পড়ল গভীর জলে। ধীবরেরা যদ্ভবিষ্যকে ধরে মেরে ফেলল। তাই বলছিলাম্ অনাগতবিধাতার তার দুই বন্ধুর কথা।

কচ্ছপ বলল—এখন আমি যাতে অন্য কোনো এক সরোবরে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করো। হাঁস দুটি বলল—অন্য জলাশয়ে গিয়ে পেঁছিতে পারলে তুমি নিরাপদ। কিন্তু স্থলপথে যাকে কী করে ? কচ্ছপ বলল—এমন কোনো উপায় স্থির করো যাতে আমি তোমাদের সঙ্গে শূন্যপথেই যেতে পারি। হাঁসদুটি বলল—তা কেমন করে সম্ভব হবে ? কচ্ছপ বলল—তোমরা দুজন একটি কাষ্ঠখণ্ডকে ধরে রাখবে চঞ্চুতে, আমি মুখ দিয়ে তাকে আশ্রয় করে থাকব ; তারপর তোমাদের ডানার জোরে আমিও উড়ে যাব। হাঁস দুটি বলল এই উপায় সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, উপায়ের কথা ভাবতে গিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সম্ভাবিত বাধার কথাও ভেবে দেখা উচিত—কেননা, মূর্খ বকের চোখের সামনেই তার সন্তানদের খেয়ে ফেলেছিল এক নকুল।

কচ্ছপ প্রশ্ন করল—সে আবার কী ? ॥ ১০ ॥

তারা বলতে লাগল—

কথা—(চার)

উত্তরাপথে গৃধ্রকূট নাকে এক পর্বত ছিল। সেখানে ইরাবতী নদীর তীরে এক বটগাছে কতগুলো বক থাকত আর গাছের নীচে একটি সাপ থাকত এক গর্তে—আর এই সাপ বকদের ছানাগুলো খেয়ে ফেলত।

তারপর একদিন শোকার্ত বকদের বিলাপ শুনে এক বৃদ্ধ বক বলল—তোমরা

একটি কাজ করো ; কিছু মাছ এনে নকুলের গর্ত থেকে সাপের গর্ত পর্যন্ত এক সারিতে একটি একটি করে সেগুলি বিছিয়ে দাও। তখন আহারের লোভে নকুলেরা এসে সাপকে দেখতে পাবে—আর দেখতে পেয়ে স্বাভাবিক শত্রুতাবশতঃই মেরে ফেলবে।

তারপর সেই ভাবেই কাজ করা হল—এবং যেমন বলা হয়েছিল তেমনই ঘটল। কিন্তু সাপকে মেরে ফেলে নকুলেরা বকদের কোলাহল শুনতে পেল। নকুলেরা তখন গাছে উঠে বকদের ছানাগুলি খেয়ে ফেলল।

তাই আমরা বলছিলাম—উপায় নিয়ে ভাবতে গিয়ে—সম্ভাবিত বিপদের কথাও ভাবতে হবে। ধরো, আমরা তোমাকে যখন নিয়ে যাব, লোকে কিছু-না-কিছু মন্তব্য করবেই ; তখন তুমি যদি মুখ খুলে উত্তর দিতে যাও তবে তোমার মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং সর্বদিক দিয়ে ভেবে দেখলে তোমার এইখানেই থাকা উচিত। কচ্ছপ বলল—আমি কি বোকা নাকি ? আমি কিছুই বলব না।

তখন সেই ব্যবস্থাই করা হল। কচ্ছপকে সেই অবস্থায় দেখে গোপালকের দল পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল আর অনেক কথা বলতে লাগল- । একজন বলল, যদি কচ্ছপটি খসে পড়ে তবে এইখানেই রান্না করে খেয়ে ফেলি! আর একজন বলল—পড়ে গেলে পুড়িয়ে খাওয়াই ভালো। আর একজন মন্তব্য করল—না, ঘরে নিয়ে গিয়ে খাব।

এই সব নিষ্ঠুর কথা শুনে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কচ্ছপ নিজের সঙ্কল্প ভুলে গেল আর বলে উঠল—তোমরা ছাই খাবে! বলতে বলতেই কচ্ছপ পড়ে গেল—গোপালকেরা এসে তাকে মেরে ফেলল।

তাই আমি (মন্ত্রী) বলছিলাম—হিতকামী বন্ধুদের কথা না শুনলে কূর্মের মতোই তাকে মরতে হয়। এই সময়ে দূত রূপে নিযুক্ত বক সেখানে এসে বলল—আমি প্রথমেই বলেছিলাম মহারাজ, প্রতিমুহূর্তে দুর্গ পরীক্ষা করে শোধন করা দরকার, আপনি কানে তোলেন নি।

এই অসতর্কতার ফল আপনি ভোগ করলেন। আর দুর্গদহনের কথা যদি বলেন তবে তা মন্ত্রী গৃধ্রের নির্দেশে করেছে মেঘবর্ণ নামে সেই কাক।

রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—প্রীতি-হেতুই হোক অথবা উপকার করতে গিয়েই হোক, যে তার শত্রুকে বিশ্বাস করে—তার চৈতন্য হয় সর্বনাশের পর—ঠিক যেমন ঘুমন্ত লোকটা গাছ থেকে পড়ে যাবার পরই জেগে উঠেছিল ॥ ১১ ॥

বকদূত বলল—দুর্গে আগুন লাগিয়ে যখন মেঘবর্ণ ফিরে গেল তখন চিত্রবর্ণ প্রসন্ন হয়ে ঘোষণা করলেন—এই মেঘবর্ণকে কর্পূর দ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত করা হোক।

কারণ, শাস্ত্রে বলে—যে ভৃত্য কর্তব্য পালন করেছে তার কর্ম নিষ্ফল করে দেওয়া উচিত নয়, বরং ফল (=পুরস্কারাদি), মন ও দৃষ্টি দ্বারা তাকে উৎসাহিত করাই উচিত ॥ ১২ ॥

চক্রবাক বলল—তারপর কী হল ?

বকদূত বলল - তখন প্রধানমন্ত্রী গৃধ্র বললেন—মহারাজ, এ ভাবে পুরস্কৃত করা অন্যায়, একে অন্য কোনো অনুগ্রহ বিতরণ করুন। কেননা, অবিবেচককে উপদেশ দেওয়া মুষলের আঘাতে তুষ ঝাড়ার[৭] মতই ব্যর্থ কাজ ; তেমনি নীচ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত

করা বালুকায় মূত্রত্যাগের মতোই নিষ্ফল ॥ ১৩ ॥

তাছাড়া,

নীচ ব্যক্তিকে এমন গৌরবের পদে বসানো যুক্তিহীন ; কেননা,

গৌরবের পদ পেয়ে হীন ব্যক্তি তার প্রভুকেই বধ করতে উদ্যত হয়, যেমন ব্যাঘ্রত্ব লাভ করে মূষিক সেই মুনিকেই হত্যা করতে গিয়েছিল ॥ ১৪ ॥

চিত্রবর্ণ বললেন—সে আবার কী ?

প্রধান মন্ত্রী বলতে লাগলেন—

কথা—(পাঁচ)

মহর্ষি গৌতমের তপোবনে এক মুনি বাস করতেন—তার নাম মহাতপা। তিনি একদিন দেখলেন, আশ্রমের কাছে কাকের মুখ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এক মূষিকশাবক নীচে এসে পড়ল। মুনি স্বভাবতই দয়ালু, নীবার ধানের কণা খাইয়ে ছানাটাকে বড়ো করে তুললেন।

একদিন এক বিড়াল এল তাকে খেতে—মূষিক সেই মুনির কোলে আশ্রয় নিল। মুনি বললেন—তুমি মূষিক, আজ থেকে মার্জার হও।

কিন্তু সেই বিড়াল কুকুরকে দেখে পালাতে লাগল। মুনি বললেন—কুকুর দেখে ভয় পাচ্ছ! তুমিই কুকুর হও। কিন্তু সেই কুকুরের ভীষণ বাঘের ভয়। মুনি তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হলেও মুনি তাকে মূষিকের মতোই দেখতে লাগলেন।

তারপর সে মুনি আর বাঘকে দেখে সকলে বলতে লাগল—এই মুনিই একে বাঘ করে দিয়েছেন। একথা শুনে বাঘের মনে খুব দুঃখ হল—সে ভাবল—যতদিন এই মুনি বেঁচে থাকবে ততদিন আমার এই পরিচয়ের কলঙ্ককাহিনী ঘুচবে না। এই ভেবে সে মুনিকে বধ করতে গেল। মুনি তা জানতে পেরে বলে উঠলেন—আবার মূষিক হও! মূষিক তার পূর্বপদ ফিরে পেল।

তাই আমি বলছিলাম, নীচ ব্যক্তি গৌরবের পদ পেয়ে স্বামীকেই বধ করতে উদ্যত হয় ; তাছাড়া এ কাজও যে করা সহজ তা ভাববেন না। খুব ভালো, মাঝারি ধরনের বহু মাছ খেয়ে অত্যন্ত লুব্ধ হয়ে উঠল বক। তারপর তাকে এসে ধরল এক কাঁকড়া, পরে সে মারা গেল ॥ ১৫ ॥

চিত্রবর্ণ প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারটা কী ?

মন্ত্রী বলতে লাগলেন—

কথা—(ছয়)

মালবদেশের একটি সরোবরের নাম 'পদ্মগর্ভ'। এক সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ বক দাঁড়িয়েছিল—দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব উদ্বিগ্ন। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে এক কাঁকড়া তাকে প্রশ্ন করল—আপনি খাদ্য ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

বক বলল—ভদ্র, শুনুন। আমার জীবনের অবলম্বনই হল মাছ, কিন্তু ধীবরেরা এসে সেই মাছ ধরে নিয়ে যাবে—এমনি একটা কথা নগরের কাছে আমি শুনে এলাম। সুতরাং খাদ্যের অভাবেই আমার মরণ সুনিশ্চিত ; এটা জানবার পর থেকে খাদ্যগ্রহণেও আমার আর উৎসাহ নেই।

এই কথা শুনে মাছেরা আলোচনা করল—এখন এই বককে আমাদের উপকারক বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। একেই জিজ্ঞেস করা যাক, আমাদের এখন কী করা উচিত। শাস্ত্রে বলে. শত্রুও যদি উপকারী হয় তবে তার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত—কিন্তু মিত্র যদি অপকারী হয় তবে তার সঙ্গে সন্ধি অসম্ভব। কোনো লোক মিত্র না শত্রু তা জানার লক্ষণ হল সে উপকার করতে ইচ্ছুক না ক্ষতি করতে ইচ্ছুক ॥ ১৬ ॥

মাছেরা বলল—ওহে বক, এখন আমাদের নিরাপদ হবার উপায় কী ?

বক বলল—অন্য-একটি সরোবরে আশ্রয় নিলেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে। (আমার তো শক্তি নেই !) তোমাদের আমি একটি একটি করে সেখানে নিয়ে যাব। মাছেরা বলল, তাই হোক।

এর পর সেই বক একটি করে মাছ নিয়ে গিয়ে তাকে খেতে লাগল। তারপর কাঁকড়া তাকে বলল—ওগো বক, আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও। কাঁকড়ার সুস্বাদু মাংস খেতে পারবে এই আশায় বক তাকে খুব আদর করে সঙ্গে নিয়ে তাকে একটি স্থানে মাটির উপর রাখল।

কাঁকড়া দেখল সেখানে চারদিকে মাছের কাঁটা ছড়িয়ে আছে। দেখে সে ভাবল—(সর্বনাশ ! এসব আবার কী !) পোড়া কপাল আমার, তাই মরতে এলাম। যাই হোক, এখন যথাবর্তব্য করি ! কেননা,—

যতক্ষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয় ততক্ষণই ভয় থেকে ভীত হওয়া চলে ; কিন্তু যদি ভয়ের কারণ এসে পড়ে তখন প্রতিকার নিশ্চয়ই করতে হবে ॥ ১৭ ॥

তাছাড়া,—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়ে যদি বোঝেন, পাল্টা আক্রমণ না করলে নিজের কোনো উপকার হবে না—তখন তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন ॥ ১৮ ॥

আর একটি কথা,—যুদ্ধ না করলে যখন মরণ নিশ্চিত, যুদ্ধ করলে যখন জীবনের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা—তখনই তো যুদ্ধের প্রকৃষ্ট সময় ; ॥ ১৯ ॥

এই কথা ভেবে সেই কাঁকড়া বকের গ্রীবা ছেদন করল। বকের মৃত্যু হল।

সেই জন্যেই আমি বলছিলাম, বহু রকমের মাছ খেয়ে লুব্ধ হয়ে উঠেছিল বক—যাক গে। তারপর সেই চিত্রবর্ণ বলতে লাগলেন—শোনো মন্ত্রী, আমি ব্যাপারটা নিয়ে এই রকম ভেবেছি। মেঘবর্ণকে যদি এখানকার রাজপদে নিযুক্ত করা হয় তবে সে কর্পূরদ্বীপে উৎপন্ন বহু দ্রব্য আমাকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাবে।—আমি তাই নিয়ে বিন্ধ্যাচলে বেশ-বিলাসের মধ্যেই জীবন কাটাতে পারব।

দূরদর্শী (মন্ত্রী) হেসে বলল—মহারাজ, যে চিন্তা এখনো ফলবতী হয়নি তাই নিয়ে যে খুশি হয়ে ওঠে সে সেই ব্রাহ্মণের মতোই তিরস্কৃত হয়—যে তার পাত্র ভেঙে ফেলেছিল ॥ ২০ ॥

রাজা বললেন—সে আবার কী ?

মন্ত্রী বলতে লাগল—

কথা—(সাত)

দেবকোট নগরে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মহাবিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে তিনি একটি ধাতুপূর্ণ পাত্র পেলেন ! সেই পাত্রটি নিয়ে তিনি আসছিলেন, পথে

রোদের ভীষণ তাপ—তাই পথে তিনি এক কুম্ভকারের মণ্ডপে আশ্রয় নিলেন—সেই ঘরটি ছিল মাটির পাত্রে পূর্ণ—তিনি একপাশে শুয়ে পড়লেন। হাতে তার ছাতু রক্ষার জন্যে একটা লাঠি ছিল। সেই লাঠি হাতে নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন—যদি এই ছাতু বিক্রী করে আমি দশ কাড়ি পাই—তাহলে এখানে সেই ঘট, ছাতু বেচা-কেনা করতে করতে নানা উপায়ে সেই ধনের পরিমাণ বাড়িয়ে, তারপর সুপারি, বস্ত্র প্রভৃতি কিনে আবার বিক্রী করে যখন আমার এক লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত হবে তখন আমি চারটি বিবাহ করব। এদের মধ্যে সে সবচেয়ে অধিক রূপযৌবনের অধিকারী তাকেই আমি আদর করব।

এতে অন্য স্ত্রীদের মনে নিশ্চয়ই ঈর্ষা হবে—ফলে তারা বিবাদে মত্ত হবে—তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই লাঠি মেরে শাসন করব। ভাবতে ভাবতে সে লগুড় ছুঁড়ে মারল। তাতে ছাতুর পাত্র চূর্ণ হয়ে গেল—ভেঙে গেল আরও অনেক পাত্র। শব্দ শুনে কুম্ভকার এল। পাত্রগুলির সেই অবস্থা দেখে সে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে মণ্ডপ থেকে বিতাড়িত করল।

মন্ত্রী বলল—তাই বলছিলাম, যে-চিন্তা এখনও ফলবতী হয় নি তাই নিয়ে খুশি হয়ে ওঠা মূর্খতার পরিচয়।

তখন রাজা নির্জনে গৃধ্রকে বললেন—সখে, এখন কী করা উচিত তা-ই বলো।

গৃধ্র বলল—রাজা যদি মদমত্ত হয় সে যেন মদস্রাবী হস্তীর মতোই[৮] উন্মার্গগামী হয়ে ওঠে। তাদের নেতা পরিচালক বা উপদেষ্টাকে নিন্দার পাত্র হতে হয়। ২১॥

শুনুন মহারাজ—

বলদর্পে অন্ধ হয়ে আমরা কি দুর্গ জয় করেছিলাম? অর্থাৎ আমরা কি যুদ্ধ করে দুর্গ জয় করেছি? না আপনার প্রস্তাবিত কোনো কৌশলের সাহায্যে? রাজা উত্তরে বললেন—আপনারই প্রস্তাবিত এক পরিকল্পনার ফলে। গৃধ্র বলল—আমার উপদেশ অনুযায়ী যদি চলতে চান তবে আসুন আমরা নিজের দেশে ফিরে যাই।

কেননা, বর্ষা এলে যদি সমান শক্তিসম্পন্ন শত্রু দ্বারাও আমরা আক্রান্ত হই তবে দেশে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে—এটি আমাদের পক্ষে বিদেশ, সুতরাং সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের জন্যেই,[৯] চলুন সন্ধি স্থাপন করে আমরা ফিরে যাই। আমরা দুর্গ অধিকার করেছি, যশও অর্জিত হয়েছে—এই পর্যন্তই আমি অনুমোদন করতে পারি। কারণ—

সেই রাজারই খাঁটি উপদেষ্টা আছে বলতে হবে যদি সেই উপদেষ্টা কর্তব্যকেই সামনে রেখে—প্রভু কী ভাববেন বা পছন্দ করবেন তা না ভেবে এমন উপদেশ দেয় যা মধুর না হলেও হিতকর॥ ২২॥

যুদ্ধে বিনাশ হবেই; অনেক সময় দুই পক্ষেরই বিনাশ ঘটে। সুতরাং নিজের মঙ্গল বিসর্জন দেবার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।—এই কথা বলেছেন বৃহস্পতি॥ ২৩॥

তাছাড়া—

মূর্খ[১০] না হলে কে আর নিজের মিত্রশক্তি, রাজ্য, নিজের জীবন আর নিজের যশ—এই সব বিপন্ন হয় এমন কাজ করবে॥ ২৪॥

যে সমান শক্তিসম্পন্ন তার সঙ্গে মিত্রজনোচিত সন্ধিই করতে হয়। কেননা—

যুদ্ধে জয় অনিশ্চিত। সুন্দ ও উপসুন্দ[১১]—সমান শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু

পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে দুজনেই মৃত্যু বরণ করল ॥ ২৫ ॥

রাজা বললেন—সে আবার কী ?

মন্ত্রী বলতে লাগলেন—

কথা—(আট)

পুরাকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দৈত্য ছিল ; এরা পরস্পর সহোদর ; এরা ত্রিলোকের প্রভুত্ব লাভের কামনায় নানাভাবে দৈহিক ক্লেশ সহ্য করে শিবের আরাধনা করেছিল। দেবতা সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বর প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু যে সরস্বতী তাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর প্রভাবে তারা যা চেয়েছিল তা না চেয়ে অন্য বস্তু প্রার্থনা করল। তারা বলল—যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আপনার প্রিয়া পার্বতীকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। শিব ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু বরদান করতেই হবে—তাই ঐ দুই মূর্খের হাতে পার্বতীকে দান করলেন।

সেই দুই দৈত্য ছিল পাপ ও অন্ধকারের মূর্ত রূপ—জগৎ-ধ্বংসের কারণ। তারা পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হল। দুজনেই সেই নারীকে লাভ করার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠল ; দুজনের কণ্ঠেই একটিমাত্র দাবি—'পার্বতী আমার !'

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে স্থির করে নিল সিদ্ধান্তের জন্যে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে। তখন শিবই এলেন মধ্যস্থ[১২] হয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। তারা বলল—আমরা দুজনেই শক্তিবলে এই নারীরত্ন লাভ করেছি—আপনি বলুন, আমাদের দুজনের মধ্যে কে এর অধিকার পাবে। ব্রাহ্মণ বললেন—ব্রাহ্মণ পূজিত হয় যখন সে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ; ক্ষত্রিয় পূজিত হয় যখন সে বলে শ্রেষ্ঠ, ধনে ও শস্যে পূর্ণ হলে তবেই বৈশ্য হয় পূজিত আর শূদ্র পূজিত হয় সে যখন ব্রাহ্মণের সেবা করে ॥ ২৬ ॥

তোমরা তো ক্ষত্রিয়ের নীতি অনুসরণ করে চলেছ—সুতরাং যুদ্ধই তোমাদের ধর্ম। ব্রাহ্মণের এই ঘোষণার পরে তারা দুজনেই বলল—'ইনি ঠিক কথাই বলেছেন।' ওরা সমান শক্তিসম্পন্ন—পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল সমান বেগে। তারপর সেই যুদ্ধেই ওদের বিনাশ ঘটল।

তাই আমি বলছিলাম—যে সমান শক্তিসম্পন্ন তার সঙ্গে সন্ধি করাই সঙ্গত।

রাজা বললেন—আপনি কেন আগে তা বলেন নি ? মন্ত্রী বললেন—আমার কথা তো শেষ পর্যন্ত আপনি শোনেন নি। তাছাড়া এই যুদ্ধও আমার সম্মতি নিয়ে করা হয় নি। এই হিরণ্যগর্ভের এমন সব গুণ আছে যাতে মনে হয় সে সন্ধির যোগ্য—এর সঙ্গে যুদ্ধ অসঙ্গত। শাস্ত্রে বলে—

'এই সাত শ্রেণীর নরপতি সন্ধির যোগ্য—যিনি সত্যশীল, যিনি আর্যভাবাপন্ন, যিনি ধার্মিক, যিনি অনার্য, যিনি আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত, যিনি শক্তিমান এবং যিনি অনেক যুদ্ধে জয়ী। ২৭ ॥

যিনি সত্যশীল তিনি কখনো সত্য থেকে ভ্রষ্ট হন না সুতরাং সন্ধির পর তার রূপান্তর ঘটে না, আর যিনি আর্যভাবাপন্ন, প্রাণ গেলেও তিনি অনার্য আচরণ করেন না ॥ ২৮ ॥

ধার্মিক রাজা আক্রান্ত হলে সকলেই তার জন্যে যুদ্ধ করে থাকে ; তাঁর প্রজা-

প্রীতি এবং কর্তব্য-প্রীতির জন্যেই তাকে উচ্ছেদ করা কঠিন ॥ ২৯ ॥

বিনাশ যখন উপস্থিত তখন অনার্যের সঙ্গেও সন্ধি বরণীয়; কেননা, তার সাহায্য ছাড়া ধার্মিকের পক্ষে নিশ্চিন্তে কাল যাপন করা সম্ভব নয় ॥ ৩০ ॥

কাঁটায় আচ্ছন্ন বাঁশ যেমন সহজে উন্মূলিত করা যায় না—তেমনি বহু পরিজনের সঙ্গে যিনি মৈত্রীযুক্ত তাকেও ভেদ করা কঠিন ॥ ৩১ ॥

এমন কোনো বিধান নেই যা বলবানের সঙ্গে যুদ্ধের পরামর্শ দেয়। মেঘ বায়ুর বিপরীত মুখে চলতে পারে না ॥ ৩২ ॥

পরশুরামের মতো যিনি বহুযুদ্ধজয়ী, তাঁর শক্তিমহিমায় সকলেই সর্বত্র এবং সর্বকালে ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করতে পারে ॥ ৩৩ ॥

বহুযুদ্ধবিজয়ীর সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপন করে বহুযুদ্ধবিজয়ীর পরাক্রমেই শত্রুগণ তার বশ্যতা স্বীকার করে ॥ ৩৪ ॥

এই রাজা বহুগুণান্বিত—সুতরাং এর সঙ্গে সন্ধি করাই সঙ্গত। চক্রবাক বলল—দূত, আমরা সবকিছুই জেনেছি। অন্য কিছু জ্ঞাতব্য যদি থেকে থাকে, জেনে এসে খবর দাও।

রাজা চক্রবাককে প্রশ্ন করলেন—তারা কারা যাদের সঙ্গে সন্ধি করা সঙ্গত নয়? আমি তাদের কথাও জানতে চাই। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, আমি সেকথা বলছি, শুনুন।

যে বালক, যে বৃদ্ধ, যে দীর্ঘকাল যাবৎ রোগ ভোগ করছে, যে জ্ঞাতি থেকে বহিষ্কৃত, নিজে ভীরু অথবা, যার ভৃত্য ভীরু, যে নিজে লুব্ধ অথবা যার ভৃত্যগণ লুব্ধ, যার প্রজাগণ অনুরক্ত নয়, যে বিষয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, মন্ত্রণা গ্রহণ কালে যে চঞ্চল, যে দেব ব্রাহ্মণের নিন্দুক, যে ভাগ্যহত এবং যে ভাগ্যনির্ভর, দুর্ভিক্ষের দ্বারা যে পীড়িত, যে সৈন্য ভয়ে ভীত, যে স্বদেশবাসী নয়, যার অনেক শত্রু আর এবং যে সত্য ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত—এই বিংশতি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সন্ধি করা অসঙ্গত ॥ ৩৫—৩৮ ॥

এদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই উচিত, কেননা, যুদ্ধের চাপে পড়ে এরা সহজে শত্রুর বশীভূত হয় ॥ ৩৯ ॥

বালকরাজার অল্প শক্তি বা প্রভাব থাকার জন্যে, লোকে তার পক্ষে যুদ্ধ করতে চাইবে না; অল্পবয়স্কতার জন্যেই সে যুদ্ধ করা বা না করার ফলাফল জানতে পারবে না ॥ ৪০ ॥

যে বৃদ্ধ বা দীর্ঘকাল যাবৎ রুগ্ণ—সে উৎসাহহীনতার জন্যে নিজের লোকের হাতেই পরাভূত হবে, এতে সন্দেহ নেই ॥ ৪১ ॥

জ্ঞাতিগণ যাকে বহিষ্কৃত করেছে তাকে সহজই উন্মূলিত করা সম্ভব, কেননা তার জ্ঞাতিগণকে স্ববশে আনতে পারলে তারাই তাকে বধ করবে ॥ ৪২ ॥

যুদ্ধ পরিত্যাগের জন্যেই ভীরু নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। যার অনুচরগণ ভীরু তারা তাকে যুদ্ধকালে ত্যাগ করে ॥ ৪৩ ॥

যে নরপতি লুব্ধ সে যুদ্ধ জয়ের ফলে অর্জিত সম্পদ অনুগতদের মধ্যে ভাগ করে দেয় না, তার ফলে[১৩] তার জন্যে তারা যুদ্ধ করে না। অনুচরবৃন্দ যদি লুব্ধ হয়—অর্থের দ্বারা শত্রুর বশীভূত হয়ে তারা তাকে বধ করে ॥ ৪৪ ॥

যার প্রজাপুঞ্জ (অথবা মন্ত্রিগণ) অসন্তুষ্ট যুদ্ধ কালে সে পরিত্যক্ত হয়—আর যে বিষয়ভোগী তাকে জয় করা খুবই সহজ ॥ ৪৫ ॥

মন্ত্রিগণ সেই রাজাকে পছন্দ করে না যে অস্থিরচিত্ততার জন্যে উপদেশ গ্রহণে অক্ষম এবং এই অস্থিরতার জন্যেই তারা তাকে প্রয়োজনের সময়ে উপেক্ষা করে ॥ ৪৬ ॥

ধর্মের শক্তি অলঙ্ঘনীয়, তাই দেবতা এবং ব্রাহ্মণের যে নিন্দা করে সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—আর যে ভাগ্যহত তার অদৃষ্টেও একই পরিণাম ॥ ৪৭ ॥

দৈবই সম্পদ ও বিপদের মূল কারণ—যে দৈবনির্ভর হয়ে এই রকম ভাবতে থাকে সে নিজে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

দুর্ভিক্ষের সঙ্কট যার হয়েছে সে নিজেই শীর্ণ হতে থাকে আর নিজের সৈন্য-বাহিনী থেকে যার সঙ্কটের আশঙ্কা তার আর যুদ্ধ করবার শক্তি থাকে না ॥ ৪৯ ॥

যে-রাজা স্বদেশে স্থিত নয় তাকে সামান্যতম শত্রুও বধ করতে পারে, যেমন তিমি ছোটো হলেও জলে বিশাল হাতিকেও টেনে নিতে পারে ॥ ৫০ ॥

যার বহু শত্রু সে যখন বিরত হয়—তাকে দেখে মনে হবে সে যেন বাজপাখিবেষ্টিত এক কপোত। সে যে-পথেই অগ্রসর হোক অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যু তার অনিবার্য ॥ ৫১ ॥

যে অকালে সেনাসমাবেশ করে অভিযান করে তাকে অনায়াসে বধ করে সেই নরপতি যে যথাকালে সুযোগ বুঝে যুদ্ধ পরিচালনা করে—যেমন রাত্রির অন্ধকারে দৃষ্টিহীন কাককে বধ করে পেচক ॥ ৫২ ॥

যে সত্য ও ধর্মজ্ঞানহীন তার সঙ্গে সন্ধি করা অসঙ্গত, কেননা, সন্ধির ফলে বিজিত হলেও অসাধু চরিত্রের জন্যে অল্পদিনেই রূপান্তর ঘটতে পারে ॥ ৫৩ ॥

আমি এ বিষয়ে আপনাকে আরও কিছু বলব। সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান, উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা, দুর্গ অথবা শক্তিমান নরপতির আশ্রয় এবং শঠতা—এই ছয়টি গুণ (উপায়)।

কর্মারম্ভের উপায়, লোকবল এবং দ্রব্যবলের সংগ্রহ, স্থান ও কালের বিভাগ, সঙ্কটের প্রতিকার ব্যবস্থা এবং কার্যসিদ্ধি—মন্ত্রের এই পাঁচটি ভাগ। চারটি উপায়—সাম (শান্তি স্থাপন) দান (অর্থ বিতরণ) ভেদ (বিরোধ সৃষ্টি) এবং দণ্ডদান। উৎসাহ শক্তি (রাজার নিজের উদ্যম থেকে যে শক্তি সঞ্চিত হয়), মন্ত্রশক্তি (সুপরিচালিত মন্ত্রণা) এবং প্রভুশক্তি (সৈন্যবল ও ধনভাণ্ডার থেকে উৎপন্ন)—এই তিনটি রাজকীয় শক্তি। এই সব বিষয় সম্যক্ আলোচনা করে যাঁরা অভিযান পরিচালনা করেন তাঁরাই 'মহান্' পদবাচ্য হয়ে থাকেন।

জীবনের মূল্য দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আয়ত্ত করা যায় না। রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হলেও যারা নীতিবিদ্ তাদের আশ্রয়ে চলে যায় ॥ ৫৪ ॥

শাস্ত্রে বলে—যার ধনসম্পদ সমভাগে বিভক্ত, যার গুপ্তচর প্রচ্ছন্ন এবং মন্ত্রণা গুপ্ত, যিনি কোনো লোকের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন না—তিনি সাগর-মেখলা পৃথিবী শাসন করবার যোগ্য ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু যদিও মহামন্ত্রী গৃধ্র সন্ধির প্রস্তাব করেছেন কিন্তু সেই রাজা বিজয়লাভ করেছেন বলে অতিদর্পে তার প্রস্তাবে সম্মত হবে না। তা হলে এইভাবে করুন। আমাদের পরম মিত্র সিংহলদ্বীপের মহাবল নামক রাজা জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করুক।

কেননা,

বিশেষ গোপনতা অবলম্বন করে, সুসংহত সৈন্যের বীর যোদ্ধা শত্রুরাজ্যে পীড়ন সৃষ্টি করবেন। শত্রু তাতে সমভাবে পীড়িত হবে। যে পীড়িত সে পীড়িতের সঙ্গেই সন্ধি করতে আগ্রহী হয় ॥ ৫৬ ॥

রাজা বললেন—'তাই হোক'। এই বলে তিনি বিচিত্র নামক এক বককে গোপন পত্র দিয়ে পাঠালেন সিংহলদ্বীপে।

গুপ্তচর এসে বলল—মহারাজ, সেখানকার সংবাদ শুনুন। গৃধ্র এই কথা বলেছেন—মেঘবর্ণ সেখানে অনেকদিন বাস করেছে, সুতরাং সে-ই জানে, রাজা চিত্রবর্ণের এমন গুণ আছে কিনা যাতে তার সঙ্গে সন্ধি করা যেতে পারে।

রাজা চিত্রবর্ণ মেঘবর্ণকে ডেকে পাঠালেন। তাকে প্রশ্ন করলেন—ওহে কাক, হিরণ্যগর্ভ কী রকম লোক? তার মন্ত্রী চক্রবাকই বা কেমন? কাক বলল মহারাজ, হিরণ্যগর্ভ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতোই মহান্; চক্রবাকের মতো মন্ত্রী কোথাও দেখা যায় না। রাজা বললেন, তা যদি হয়, তুমি তার সঙ্গে প্রতারণা করলে কেন? একটু হেসে মেঘবর্ণ বলল—

মহারাজ, যারা বিশ্বাস করেছে তাদের বঞ্চনা করায় কী কৃতিত্ব আছে? অঙ্কে আরোহণ করে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে বধ করায় কোন্ পৌরুষ প্রকাশিত হয়? ॥ ৫৭ ॥

শুনুন মহারাজ। মন্ত্রী আমাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন—কিন্তু রাজার উদার হৃদয়, তাই তাকে প্রতারণা করতে পেরেছি। শাস্ত্রে বলেছে—নিজের মতো ভেবে দুর্জনকে যে সত্যবাদী বলে জানে সে সহজেই বঞ্চিত হয়—ঠিক যেমন সেই ব্রাহ্মণ ছাগের ব্যাপারে বঞ্চিত হয়েছিল শঠের কথায় ॥ ৫৮ ॥

রাজা বললেন—সে আবার কী?

কাক বলতে লাগল—

কথা—(নয়)

গৌতমারণ্যে এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। কোনো এক গ্রামে একটি ছাগল কিনে তিনি যখন কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছিলেন—তখন তিন ধূর্ত তাকে দেখতে পেল। তারা ভাবল, যদি এই ছাগল কোনো উপায়ে বাগানো যায় তবে বুদ্ধির বেশ একটা খেলা দেখা যাবে—এই ভেবে তারা দুমাইল দূরে দূরে পথে তিনটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষায়। তারপর সেই ব্রাহ্মণ এসে চলে যাচ্ছেন দেখে প্রথম ধূর্ত মন্তব্য করল—এ কী! ব্রাহ্মণ, আপনি কাঁধে কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন যে!

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন—যজ্ঞের জন্যে ছাগল নিয়ে যাচ্ছি, কুকুর হতে যাবে কেন?

পরবর্তী ধূর্ত ঐ একই কথা বলল। তার কথা শুনে ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে মাটিতে রেখে বার বার দেখে পরীক্ষা করলেন; তারপর আবার কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু তখন চিত্ত তাঁর দোলায়মান হয়ে উঠেছে। কেননা,

সৎলোকের চিত্তও খলের বচনে দোলায়িত হয়; যে এই ধরনের কথা শুনে বিশ্বাস করে সে চিত্রকর্ণ নামক উটের মতোই মৃত্যুবরণ করে ॥ ৫৯ ॥

রাজা প্রশ্ন করলেন—সে আবার কী?

মন্ত্রী বলতে লাগলেন—

কথা—(দশ)

কোনো এক বনের এক অংশে সিংহ থাকত—তার তিন ভৃত্য কাক, বাঘ আর শিয়াল। একদিন তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেল এক যূথভ্রষ্ট উটকে। তারা প্রশ্ন করল—সে কোথা থেকে এসেছে। সে নিজের বিবরণ খুলে বলল। তখন তারা ওকে নিয়ে সিংহের কাছে সমর্পণ করল। সিংহ তাকে জীবনের আশ্বাস দিয়ে—তার নাম রাখল চিত্রকর্ণ, আর তাকে অনুরোধ জানালো—তার সঙ্গে থাকতে।

তারপর,

একদিন সিংহের শরীর ভালো ছিল না—তাছাড়া ভীষণ বর্ষার ফলে খাদ্যেরও অভাব দেখা দিল। তারা বেশ বিপন্ন হয়ে পড়ল। তারা ভাবতে লাগল—একটা কিছু করা হোক যাতে সিংহ এই উটকে বধ করেন। এই তৃণভোজী পশুটাকে রেখে লাভ কী? বাঘ বলল—প্রভু তাকে অভয় দিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন—কীভাবে তা সম্ভব? কাক জবাব দিল—এখন সিংহ অনাহারে শীর্ণ—ক্ষুধার তাড়নাতে সে পাপ কাজ করবে।

কেননা,

স্ত্রীলোক ক্ষুধার্ত হলে তার পুত্রকে পর্যন্ত ত্যাগ করে; ক্ষুধার্ত সর্পী নিজের ডিমও খেয়ে ফেলে! ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অকরণীয় কোন্ পাপ কাজ আছে? যে (ক্ষুধায়) দুর্বল হয়ে পড়েছে তার দয়ামায়া কিছু থাকে না॥ ৬০॥

তাছাড়া,

মত্ত, প্রমত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, ভীরু, ত্বরাযুক্ত—এরা কখনও ধর্মবিদ্ হতে পারে না। এই ভেবে তারা সকলে সিংহের কাছে গেল॥ ৬১॥

সিংহ প্রশ্ন করল—কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে পেরেছ কী?

তারা বলল—চেষ্টা করেও কিছু সংগ্রহ করতে পারি নি।

সিংহ বলল—তাহলে কীভাবে আমাদের জীবন রক্ষা হবে?

কাক বলল—মহারাজ, আপনি হাতের কাছের খাদ্য গ্রহণ করছেন না, তাই আমাদের এই সঙ্কট উপস্থিত।

সিংহ প্রশ্ন করল—হাতের কাছে আবার কোন্ খাদ্য দেখলে? কাক তার কানে কানে বলল—চিত্রকর্ণ। সিংহ শুনেই ভূমি স্পর্শ করে কানে হাত দিল। সে বলল—আমিও তাকে অভয় দিয়েছি, কী করে এটি সম্ভব? কারণ,

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অভয়প্রদানকে শ্রেষ্ঠ দান হিসেবে বর্ণনা করেন—তেমন করে তারা বলেন না ভূমিদান, স্বর্ণদান, গোদান বা অন্নদান সম্পর্কে॥ ৬২॥

তাছাড়া,

শরণাগতকে যদি উত্তমরূপে রক্ষা করা যায় তাহলে মানুষ সর্বকামনায় সিদ্ধিস্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে॥ ৬৩॥

কাক বলল—আপনাকে বধ করতে হবে না। আমরাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করব যাতে সে নিজেই নিজের দেহ দান করতে ইচ্ছুক হয়। সিংহ এই কথা শুনে নীরব হয়ে রইল। সুযোগ পেয়ে কাক এক কূট কৌশল স্থির করে নিল এবং সকলকে নিয়ে সিংহের কাছে গেল।

কাক বলল—মহারাজ বহু যত্নে সন্ধান করেও আমরা খাদ্য পেলাম না। আপনি অনেক দিন উপবাস করে দুর্বল হয়ে পড়েছে—আমি বলি আপনি আমাকে ভোজন

করুন। কেনো,

স্বামীই (রাজা) সকল প্রকৃতির মূল। বৃক্ষের যদি মূল বর্তমান থাকে তবেই মানুষের পক্ষে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা সফল হয়॥ ৬৪॥

সিংহ বলল—সখে, এরকম কাজে প্রবৃত্তি হওয়ার চেয়ে মরণও ভালো।

শিয়ালও একই কথা বলল। সিংহ তার উত্তরে বলল—না, তা হতে পারে না। তখন বাঘ বলল—প্রভু, আমার দেহ ভোজন করে আপনি বেঁচে থাকুন। সিংহ জবাব দিল—না তা সম্ভব নয়।

ততক্ষণে চিত্রকর্ণের এই বিশ্বাস হয়েছে যে সে প্রস্তাব করলেও প্রভু সম্মত হবেন না। তখন সে-ও নিজের দেহ দান করতে চাইল—কিন্তু সে প্রস্তাব করতে না করতেই বাঘ তার উদর বিদীর্ণ করে তাকে বধ করল।

সকলের ভোজন পর্ব সমাধা হল।

এই জন্যেই আমি বলছিলাম—দুষ্ট লোকের উক্তিতে সৎলোকেরও চিত্ত দোলায়িত হয়—। তারপর তৃতীয় ধূর্তের একই কথা শুনে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত করল তার নিজেরই মতিভ্রম হয়েছে। তখন সে ছাগল ফেলে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে গেল।

ছাগল নিয়ে গেল সেই তিন ধূর্তের দল—তারপর খেয়ে ফেলল।

তাই বলছিলাম—নিজের মতো ভেবে যদি দুর্জনকেও সত্যবাদী বলে মনে করি তবে এই ব্রাহ্মণের মতো প্রতারিত হতে হবে।

রাজা বললেন—মেঘবর্ণ, তুমি কীভাবে এতকাল শত্রুর মধ্যে বাস করেছ, কীভাবেই তাদের মন জয় করেছ? মেঘবর্ণ উত্তর দিল—নিজের স্বার্থসিদ্ধিই হোক অথবা প্রভুর প্রয়োজনসাধনেই হোক লোকে কী না করতে পারে দেখুন—

লোকে জ্বালাবার জন্যেই মাথায় ইন্ধন বহন করে—নদীর জলপ্রবাহ বৃক্ষমূল ধৌত করার ছলেই তার ক্ষয় সাধন করে॥ ৬৫॥

শাস্ত্রে বলে—

বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কার্যসাধনের জন্যে শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করেন এবং তা করতে গিয়েই মণ্ডুকদের ধ্বংস করেছিল এক বৃদ্ধ সর্প॥ ৬৬॥

রাজা বলল—এটি আবার কী বললে?

মেঘবর্ণ বলতে লাগল—

কথা—(এগার)

জীর্ণোদ্যানে (একটি পুরোনো বাগানে) এক সাপ বাস করত—নাম মন্দবিষ। অত্যন্ত বার্ধক্যহেতু সে আহারের সন্ধানেও যেতে পারত না—এই অবস্থায় একদিন সে এক সরোবরের তীরে শুয়ে ছিল। দূরে থেকেই একটি ব্যাঙ তাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—কী ব্যাপার, খাদ্যের খোঁজে বেরোন নি?

সাপ বলল—তোমার পথে তুমি যাও বন্ধু! আমার মতো অভাগাকে আর প্রশ্ন করে কী হবে?

ব্যাঙের কৌতূহল হল। সে জেদ করল—সব কথা আপনাকে খুলে বলতেই হবে।

সাপ বলল—ব্রহ্মপুরবাসী সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য—তার ছেলেকে আমি দংশন করেছিলাম। ছেলেটার বয়স বিশ বছরের মতো হবে—সকল গুণে গুণী ; তার নাম সুশীল। সুশীল মরে গেছে দেখে কৌণ্ডিন্য মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। ব্রহ্মপুরবাসী তার আত্মীয়-পরিজন সেখানে এসে বসলেন।

কেননা, উৎসবে,[১৫] সঙ্কটে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যে পাশে এসে দাঁড়ায় সে-ই তো যথার্থ বন্ধু। ॥ ৬৭ ॥

এদের মধ্যেই একজনের নাম কপিল—বেদবিদ্যা তার সমাপ্ত হয়েছে। তিনি বললেন—কৌণ্ডিন্য, তুমি নির্বোধ তাই এভাবে বিলাপ করছ। শোনো, কেউ জন্মগ্রহণ করার পর প্রথমেই ধাত্রীর মতো তাকে কোলে তুলে নেয় 'অনিত্যতা', মাতা কোলে নেন তারপরে; সুতরাং এখানে শোকের অবসর কোথায় ? ॥ ৬৮ ॥

কোথায় আজ সেই পৃথিবীর অধিপতিগণ, কোথায় তাদের সৈন্যবাহিনী, দেহরক্ষক আর হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহন ? তাদের বিচ্ছেদ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে পৃথিবী এখনো বর্তমান। ॥ ৬৯ ॥

আরও দেখো,—এই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে বিনাশ। সম্পদ বিপদেরই আশ্রয়, মিলন বিচ্ছেদের সঙ্গেই একসূত্রে বাঁধা ! আর যার সৃষ্টি হয়, তার ধ্বংসও আছে ! ॥ ৭০ ॥

প্রতি মুহূর্তেই দেহের ক্ষয় হয়, কেউ তা বোঝে না, কিন্তু ধ্বংস হলেই বোঝে—যেমন কাঁচা মাটির পাত্র জলে রাখলে কেবলমাত্র গলে গেলেই বোঝা যায় ॥ ৭১ ॥

প্রত্যেক দিনই মৃত্যু মানুষের নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে, যেমন বধ্যভূমিতে নেওয়ার সময়[১৬] দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি পদক্ষেপেই মৃত্যু নিকটতর হতে থাকে ॥ ৭২ ॥

যৌবন, রূপ, জীবন, সঞ্চিত অর্থ, সম্পদ ও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—সবই ক্ষণস্থায়ী। পণ্ডিত ব্যক্তি এ সকলের দ্বারা মুগ্ধ হন না ॥ ৭৩ ॥

যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ড মহাসাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে একত্র মিলিত হয়, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তেমনি (এই সংসারে) প্রাণীতে প্রাণীতে মিলন (অর্থাৎ তারা বিচ্ছিন্ন হবার জন্যেই মিলিত হয়ে থাকে) ॥ ৭৪ ॥

যেমন কোনো পথিক পথ চলতে চলতে ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার পথ চলতে থাকে—তেমন এই সংসারে প্রাণীদের মধ্যে মিলন ॥ ৭৫ ॥

তাছাড়া,—পঞ্চভূতে নির্মিত দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদান যখন তার মূল আশ্রয়টিকেই ফিরে পায় তখন আর শোকের কারণ কী থাকতে পারে ? ॥ ৭৬ ॥

যত বিচিত্র প্রিয়সম্পর্ক মানুষ নির্মাণ করে চলে ততগুলি শোকশল্যই তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকে ॥ ৭৭ ॥

নিজের দেহের সঙ্গেই চিরকালের সহবসতি[১৭] যদি সম্ভব না হয় তবে অন্য কারও সঙ্গে তা সম্ভব হবে কী করে ? ॥ ৭৮ ॥

আরও দেখো,—মিলন বিচ্ছেদেরই সম্ভাবনা সূচিত করে—তেমনি অনিবার্য মৃত্যুকে সম্ভাবিত করে জন্ম ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন প্রথম দিকেই সুখকর বলে মনে হয়, কিন্তু অখাদ্য ভোজনের মতোই তা পরিণামে ভয়ঙ্কর ॥ ৮০ ॥

নদীর স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে—তা আর ফিরে আসে না ; তেমনি রাত্রি এবং

দিন মানুষের আয়ু নিয়ে চলে যাচ্ছে ॥ ৮১ ॥

একমাত্র সজ্জনের সঙ্গে সমাগম এই সংসারে সুখদায়ক, কিন্তু তারও পরিণাম বিচ্ছেদ—তাই একে দুঃখরাশির পুরোভাগে স্থাপন করা হয় ॥ ৮২ ॥

এই কারণেই সাধু ব্যক্তিগণ সজ্জনের সঙ্গে মিলন কামনা করেন না, কেননা বিচ্ছেদের অসিতে ক্ষতবিক্ষত মনের কোনো ঔষধ নেই ॥ ৮৩ ॥

সগর প্রভৃতি নৃপগণের কৃতকর্ম—পুণ্যকর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের কীর্তি এবং তাঁরাও আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত ॥ ৮৪ ॥

মৃত্যু কঠিন দণ্ড বিধান করে থাকে ; এই মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও সমস্ত কর্মচেষ্টা শিথিল হয়ে যায়—যেমন শিথিল হয়ে যায় বর্ষার-জলে-সিক্ত চামড়ার বন্ধন (সেই বন্ধনে আর জোর থাকে না) ॥ ৮৫ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ ![১৮] প্রথম যে রাত্রিতে মানুষ গর্ভবাস করতে আসে—সেই রাত্রি থেকেই অস্খলিত গতিতে যে মৃত্যুর সমীপস্থ হতে থাকে ॥ ৮৬ ॥

এই কারণে যারা এই সাংসারিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যদৃষ্টি গ্রহণ করতে পারে তাদের কাছে মৃত্যুজনিত এই বিচ্ছেদশোক অজ্ঞানজ। দেখো,—

অজ্ঞান যদি কারণ না হয় তবে নিশ্চয়ই বিচ্ছেদই এর কারণ ; তাহলে দিন যতই যেতে থাকবে—শোকের দুঃখ তো বাড়বে, দুঃখ কমে যাবে কেন ? ॥ ৮৭ ॥

সুতরাং, সখে, তুমি আত্মানুসন্ধান করো, শোকচর্চা ত্যাগ করো। কেননা,—

যে-সব আঘাত অতর্কিতে উপস্থিত হয়, যে-সব আঘাত নবীন এবং মর্মভেদী—তাদের সম্পর্কে চিন্তা না করাই এক মহৌষধ ॥ ৮৮ ॥

তখন তার কথা শুনে কৌণ্ডিন্য উঠে বললেন—গৃহ আমার কাছে নরকতুল্য, এখানে থেকে আর কাজ নেই ; আমি বনেই যাব।

কপিল আবার বললেন—

যারা আসক্তচিত্ত, বনেও তাদের অনেক দুঃখ। গৃহে থেকেও যদি পঞ্চেন্দ্রিয় সংযত করা যায়, তবে তাই হবে তপস্যা। গৃহে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে যে অনিন্দনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় তার কাছে গৃহ-ই তো তপোবন ॥ ৮৯ ॥

শোকার্ত[১৯] ব্যক্তিও যে-কোনো আশ্রমেই[২০] থাকুন না, সকল প্রাণীর প্রতি সমান আচরণ করে তিনিও ধর্মপালন করতে পারেন। বাইরের চিহ্ন ধর্মাচরণের প্রমাণ হতে পারে না ॥ ৯০ ॥

জীবনধারণের জন্যেই যাঁরা ভোজন করেন, সন্তানের কামনাতেই যাঁরা বিবাহ করেন, সত্যভাষণের জন্যেই যাঁদের বাক্‌শক্তি তাঁরা সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করতে পারেন ॥ ৯১ ॥

আরও দেখো,—

আত্মা নদীস্বরূপ—সংযম তার পুণ্য সোপান, সত্য তার বারিরাশি, সদাচরণ তার দুই তীর, করুণা তার তরঙ্গ। হে পাণ্ডুপুত্র ! এই নদীতে তুমি অবগাহন করো, সাধারণ জলে আত্মার শোধন হয় না ॥ ৯২ ॥

বিশেষতঃ,

যে সংসারিক জীবন জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির যন্ত্রণায় পীড়িত—অত্যন্ত অসার সেই জীবনকে যিনি ত্যাগ করতে পারেন, তিনিই সুখী ॥ ৯৩ ॥

কারণ,

দুঃখই সংসারে বাস্তব, সুখ নয়, যেহেতু তাই প্রত্যক্ষ দেখা যায়। দুঃখার্তের প্রতিকারে সুখের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ অন্যের দুঃখ দূর করাই একমাত্র সুখ) ॥ ৯৪ ॥

কৌণ্ডিন্য বললেন—তাই বটে!

তারপর সেই শোকার্ত ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ দিলেন—'আজ থেকে তুমি ভেকের বাহন হবে'। কপিল বললেন—এখন তুমি শোকার্ত, উপদেশ শোনবার মতো মনের অবস্থা তোমার নেই। তবু এখন যা করা উচিত তা শোনো।

আসঙ্গলিপ্সা সর্বথা বর্জনীয়; যদি বর্জন না করা যায় তবে সৎ লোকের সঙ্গ করাই উচিত। সৎসঙ্গই (আসক্তিরোগের) ঔষধ ॥ ৯৫ ॥

কামনা-বর্জন সর্বথা করণীয়; যদি কামনা ত্যাগ না সম্ভব হয় তবে কামনা থাকুক একমাত্র মুক্তিলাভের জন্যে, কেননা অন্য-সব কামনা ত্যাগের এই হল পথ ॥ ৯৬ ॥

কপিলের উপদেশামৃতধারায় কৌণ্ডিন্যের শোকানল প্রশান্ত হল—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। আর আমি ব্রাহ্মণের অভিশাপে এইখানে পড়ে আছি—ভেকদের বহন করাই আমার কাজ।

তারপর ভেক চলে গেল ভেকরাজের কাছে—জালপাদ তার নাম। তার কাছে গিয়ে সে সব কথা জানালো। সব শুনে ভেকরাজ নিজেই চলে এলেন এবং সাপের পিঠে উঠে বসলেন। সাপও তাকে পিঠে নিয়ে সুন্দর গতিতে চলতে লাগল।

পরদিন দেখা গেল সে চলতে পারছে না। ভেকরাজ প্রশ্ন করল—আজ গতি এমন শিথিল হল যে! সাপ বলল—প্রভু, খাদ্যের অভাবে দুর্বল, তাই চলতে অক্ষম। ভেকরাজ বললেন—আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি ভেকদের ভোজন করো। সাপ বলল—'এ তো মহান্ অনুগ্রহ! আমি গ্রহণ করলাম'—

ভেকভক্ষণ শুরু হল ক্রমে ক্রমে। সেই জলাশয় ভেকহীন হল, তখন সেই সাপ ভেকরাজকেও খেয়ে ফেলল। মেঘবর্ণ বলল—তাই বলছিলাম, প্রয়োজন হলে শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করতে হয়—সে কথা থাক্, পুরাতন কাহিনীবর্ণনায় কাজ নেই। এই রাজা হিরণ্যগর্ভ সকল দিক দিয়েই সন্ধির যোগ্য—এর সঙ্গে সন্ধি করা হোক, এই আমার অভিমত।

রাজা বললেন—এ আবার কী ধরনের বিচার? তাকে আমরা যুদ্ধে জয় করেছি; আমাদের সেবকরূপে থাকতে চায়, ভালো, নইলে আবার যুদ্ধ হবে।

এই সময়ে জম্বুদ্বীপ থেকে ফিরে এসে শুক জানালো—সিংহলের রাজা সারস জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করে সেইখানেই অবস্থান করছেন। রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন—কী বললে? শুক তার কথার পুনরাবৃত্তি করল। গৃধ্র নিজের মনে মনেই বলে উঠলেন—সাধু চক্রবাক, সাধু সর্বজ্ঞ! চমৎকার! রাজা সক্রোধে বলে উঠলেন—আচ্ছা, অবস্থান করতে দাও। আমি গিয়ে সমূলে তাকে উন্মূলিত করছি।

দূরদর্শী হেসে বললেন—শরতের মেঘের মতো অনর্থক গর্জন করা অসঙ্গত। পণ্ডিত ব্যক্তি তার ইষ্টানিষ্ট পরের কাছে ব্যক্ত করেন না ॥ ৯৭ ॥

তাছাড়া,

একই সঙ্গে বহু আক্রমণকারীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও অসমীচীন। বিষধর সর্পও বহু কীটের আক্রমণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়॥ ৯৮॥

প্রভু, সন্ধি না করে এখান থেকে যাব কেন? কারণ সেক্ষেত্রে হিরণ্যগর্ভ আমাদের চলে যাবার পর আবার আক্রমণ করতে পারে। আরও দেখুন,

পূর্ণ সত্য না জেনে যে ক্রোধের বশীভূত হয়—মূঢ় ব্রাহ্মণ তার নকুলের ব্যাপারে যেমন অনুতপ্ত হয়েছিলেন—তাকেও তেমনি অনুতাপ করতে হয়॥ ৯৯॥

রাজা বললেন—সে কী?

দূরদর্শী বলতে লাগলেন—

কথা—(বারো)

উজ্জয়িনীতে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মণী এক সন্তান প্রসব করেছিলেন। শিশু-সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে ব্রাহ্মণকে রেখে ব্রাহ্মণী গিয়েছিলেন স্নান করতে; এরই মধ্যে রাজার কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল পার্বণশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাজার দান গ্রহণ করতে। ব্রাহ্মণ স্বভাবতই দরিদ্র ছিলেন—তিনি ভাবলেন, যদি তাড়াতাড়ি না যাই অন্য-কেউ এসে সেই দান গ্রহণ করবে।

কেননা,

যা আদায় করতে হবে, যা দিতে হবে, যে-কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে—তা যদি তাড়াতাড়ি না করা যায় তাহলে কাল এদের রস শুষে নেয়॥ ১০০॥

কিন্ত শিশুটিকে দেখবার তো কেউ নেই। যাই হোক্ আমি এই নকুলকে তো পুত্রের মতোই পালন করেছি—এই নকুলকে রেখেই আমি যাই।

সেই ব্যবস্থা করেই তিনি চলে গেলেন।

এদিকে নকুল দেখল একটি কেউটে সাপ—শিশুর দিকে আসছে। সে ছুটে গিয়ে তাকে মেরে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। তারপর ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে সে ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল—তার মুখ ও পা তখন রক্তে লিপ্ত। তাকে সেই অবস্থায় দেখে ব্রাহ্মণ ভাবলেন—এ নিশ্চয়ই আমার ছেলেটিকে খেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত করে তিনি নকুলকে বধ করলেন। কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন শিশু নিরাপদে ঘুমিয়ে আছে—নিহত সাপটিও কাছেই পড়ে আছে।

তখন নকুল যে উপকারক তা জেনে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাই বলছিলাম—যিনি সমস্ত তথ্য না জেনে ক্রোধের বশীভূত হন, তাকে অনুতাপ করতে হয়।

আরও দেখুন, কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, অভিমান ও ঔদ্ধত্য—এই ছয় দোষের সমষ্টি পরিহার করা উচিত; এইগুলি ত্যাগ করলেই লোকে সুখী হয়॥ ১০১॥

রাজা বললেন—এই কি আপনার সিদ্ধান্ত? মন্ত্রী বললেন—হ্যাঁ, এই আমার দৃঢ় মত। কেননা, গুরুতর বিষয়ের স্মৃতি, সুচতুর অনুমান, নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং মন্ত্রগুপ্তি—এইগুলি হল মন্ত্রীর গুণ॥ ১০২॥

তাছাড়া,

সহসা কোনো কার্য করা সঙ্গত নয়—বিচারের অভাবই সকল দুর্ভাগ্যের আশ্রয়।

যিনি ভেবেচিন্তে কাজ করেন, সম্পদলক্ষ্মী তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকেই বরণ করেন ॥ ১০৩ ॥

সুতরাং মহারাজ, আমার পরামর্শ মতো যদি চলতে চান তবে সন্ধি করেই আপনার যাওয়া উচিত। কারণ,
সাধ্য বস্তুর সাধনের জন্যে যদিও চারটি উপায়[২১] নির্দিষ্ট হয়েছে—(সন্ধি, বিগ্রহ, যান ও আসন), তিনটির প্রয়োজন শুধু সংখ্যাপূরণের জন্যে, আসল সিদ্ধি রয়েছে সন্ধিস্থাপনে ॥ ১০৪ ॥

রাজা বললেন—এখন সন্ধিস্থাপন কীভাবে সম্ভব ?

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা সম্ভব,

কেননা—

অজ্ঞ ব্যক্তিকে সহজেই সন্তুষ্ট করা যায়, আরও সহজে সন্তুষ্ট করা যায় বিশেষজ্ঞকে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার সামান্য জ্ঞান নিয়েই গর্বিত তাকে খুশি করতে স্বয়ং ব্রহ্মাও পারেন না ॥ ১০৫ ॥

বিশেষত এই রাজা ধর্মজ্ঞ এবং তার মন্ত্রীও সর্বজ্ঞ ; মেঘবর্ণের কথায় এবং তাদের কাজে আমি তা জানতে পেরেছি। কারণ,

যারা সামনে উপস্থিত নেই অর্থাৎ যারা অপ্রত্যক্ষ তাদের গুণ ও প্রবৃত্তি তাদের অনুষ্ঠিত কর্ম থেকেই অনুমান করে নিতে হয় ; কিন্তু যাদের কর্মও অপ্রত্যক্ষ তাদের অর্জিত ফল থেকে তা অনুমান করা সম্ভব ॥ ১০৬ ॥

রাজা বললেন—আর আলোচনার দরকার নেই। আপনি যে-নীতি অনুমোদন করলেন—তা-ই অনুসরণ করুন।

এই কথার পর মহামন্ত্রী বললেন—বেশ, এক্ষেত্রে যা করা সঙ্গত আমি তা করব। এই বলে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

এদিকে যে বককে দূত রূপে পাঠানো হয়েছিল সে এসে হিরণ্যগর্ভকে বলল—মহারাজ! সন্ধি স্থাপন করতে মহামন্ত্রী গৃধ্র আমাদের কাছে আসছেন। রাজহংস জবাব দিলেন—শত্রুর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন কেউ হয়তো এখানে আসতে পারে।

সর্বজ্ঞ হেসে বললেন—এ ব্যাপারে শঙ্কার কোনো কারণ নেই! কারণ, ইনি মহামন্ত্রী দূরদর্শী—অথবা এই হল দুর্বলমতিদের ধরন ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের একেবারেই সন্দেহ থাকে না, আবার অন্য ক্ষেত্রে তাদের পদে পদে সন্দেহ।

রাত্রির সরোবরে পদ্মের মৃণাল খুঁজে বেড়াচ্ছে যে হাঁস সে বুঝে উঠছে না কোন্‌-গুলি মৃণাল, কেননা সে কয়েকবার বঞ্চিত হয়েছে জলে নক্ষত্রের ছায়া দেখে ; দিনের বেলাও সে মৃণাল ভক্ষণ করে না—ভাবে এ বুঝি নক্ষত্র। যে একবার প্রতারণায় ঠকেছে সে সত্যেও অমঙ্গল আশঙ্কা করে ॥ ১০৭ ॥

কুলোকের দ্বারা যার মন দূষিত হয়েছে, সজ্জনের প্রতি সে বিশ্বাস হারায়। গরম পায়সে যে-বালকের ঠোঁট পুড়েছে সে দধিও ফুৎকারে শীতল করে খায় ॥ ১০৮ ॥

মহারাজ, ওকে অভ্যর্থনার জন্যে সাধ্যমতো রত্নোপহার প্রভৃতি প্রস্তুত রাখুন।

সেইভাবেই সব আয়োজন করা হল। দুর্গদ্বার থেকে এগিয়ে এসে চক্রবাক গৃধ্রকে সমাদরে গ্রহণ করে তাকে রাজদর্শন করালো। তারপর তিনি প্রদত্ত আসন গ্রহণ করার পর চক্রবাক বললেন—এখানে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রভু আপনি।

আপনি ইচ্ছেমতো ভোগ করুন।

দূরদর্শী বললেন—সবই ঠিক। কিন্তু বর্তমানে পল্লবিত দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের কোনো প্রয়োজন নেই।

কারণ—

লুব্ধ ব্যক্তিকে জয় করতে হবে অর্থের দ্বারা, উদ্ধত ব্যক্তিকে কৃতাঞ্জলি দ্বারা, মূর্খ ব্যক্তিকে তার খুশির অনুবর্তন করে, আর পণ্ডিতকে সত্যের দ্বারা ॥ ১০৯ ॥

বন্ধুকে বশ করতে হবে আন্তরিকতার দ্বারা, তার আত্মীয়পরিজনকে অভ্যর্থনার দ্বারা, তার স্ত্রী ও ভৃত্যকে দান ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা, অন্য লোকদের বিনয়ের দ্বারা ॥ ১১০ ॥

এখন এই মহাশক্তিশালী রাজা চিত্রবর্ণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তাকে বিদায় দিন। চক্রবাক বললেন—কীভাবে সন্ধি করতে হবে তা-ও বলুন। রাজহংস বললেন—কত প্রকারে সন্ধি সম্ভব? গৃধ্র বলল—বলছি, শুনুন।

কোনো রাজা তাঁর চেয়েও অধিক বলবান শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যখন বিপন্ন বোধ করেন, যখন তাঁর আর-কোনো উপায় থাকে না, তখন তিনি সন্ধির প্রস্তাব করবেন—এতে তিনি কিছু সময় পাবেন ॥ ১১১ ॥

ষোল রকম সন্ধি আছে—কপাল, উপহার, সন্তান, সঙ্গত, উপন্যাস, প্রতিকার, সংযোগ, পুরুষান্তর, অদৃষ্টনর, আদিষ্ট, আত্মাদিষ্ট, উপগ্রহ, পরিক্রয়, উচ্ছন্ন, পরভূষণ এবং স্কন্ধোপনেয়। যাঁরা সন্ধিবিষয়ে বিচক্ষণ তাঁরা এই ষোল প্রকার সন্ধির কথাই বলে থাকেন ॥ ১১২—১১৪ ॥

শক্তির দিক দিয়ে সমান অথবা সমান চুক্তির ভিত্তিতে যে-সন্ধি সম্পাদিত হয় তার নাম 'কপাল সন্ধি'। যখন কোনো একটি পক্ষ অপর পক্ষকে দানের দ্বারা প্রসন্ন করে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তার নাম 'উপহার সন্ধি' ॥ ১১৫ ॥

'সন্তান সন্ধি' তাকেই বলে যেখানে একটি কন্যা দান করা হয়; দুই সৎপক্ষের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনপূর্বক যে সন্ধি তার নাম 'সঙ্গত' ॥ ১১৬ ॥

এই 'সঙ্গত' সন্ধি যাবজ্জীবন স্থায়ী হয় এবং এতে দুই পক্ষেরই স্বার্থ রক্ষিত হয়। এই সন্ধি কোনো সম্পদঘটিত দুর্ঘটনায় বা দুর্দিনে ভাঙে না ॥ ১১৭ ॥

এর গৌরবের আধিক্যের জন্যেই একে সন্ধিবিশেষজ্ঞগণ স্বর্ণের সঙ্গে উপমিত করে থাকেন। অন্য সন্ধিকুশল ব্যক্তিগণও একে বলেন 'কাঞ্চন' ॥ ১১৮ ॥

নিজের কার্যসিদ্ধির কথা ভেবে যে-সন্ধি স্থাপন করা হয় তাকে, শত্রুর সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলেন 'উপন্যাস' ॥ ১১৯ ॥

আমি আগে এর উপকার করেছি—বিনিময়ে ইনিও করবেন—এই ভাবনায় যে-সন্ধি করা হয় তার নাম 'প্রতিকার'॥ ১২০ ॥

আমি এর উপকার করব, ইনিও নিশ্চয়ই তার বিনিময়ে কোনো উপকার করবেন—এই আশায় যে-সন্ধি অনুষ্ঠিত হয় তাকেও 'প্রতিকার' বলা হয়ে থাকে—রাম ও সুগ্রীবের ক্ষেত্রে এই সন্ধিই হয়েছিল ॥ ১২১ ॥

'সংযোগ' সন্ধি বলা হয় তাকে যেখানে দুই পক্ষে লক্ষ্য এক—এতে দুই পক্ষেরই বিধিগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে ॥ ১২২ ॥

যে-সন্ধিতে দুই পক্ষ থেকেই এই পণ করা হয়—'আমাদের প্রধান যোদ্ধারা

আমাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলবেন'—তাকে বলা হয় 'পুরুষান্তর' ॥ ১২৩ ॥

যে-সন্ধিতে শত্রুপক্ষ এই চুক্তি করেন—তুমি একাই আমার প্রয়োজন সাধন করবে, সেই সন্ধিকে বলে 'অদৃষ্ট পুরুষ' ॥ ১২৪ ॥

সন্ধিবিষয়ে যাঁরা নিপুণ তাঁরা বলেন, জয়ী পক্ষ যদি এমন সন্ধি করেন যার ফলে অন্য পক্ষের অধিকৃত ভূভাগ তার অধিকারে চলে আসে তবে সেই সন্ধির নাম হবে 'আদিষ্ট' ॥ ১২৫ ॥

নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেই সন্ধির নাম 'আত্মাদিষ্ট'; যখন শত্রুর হাতে সমস্ত কিছু সমর্পণ করেও জীবন রক্ষা করা হয়—তখন সেই সন্ধিকে বলে 'উপগ্রহ' ॥ ১২৬ ॥

রাজকোষের অংশ, অর্ধেক, এমনি অন্য সম্পদ রক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ কোষের বিনিময়ে অবশিষ্ট সম্পদের রক্ষার জন্যে যে সন্ধি স্থাপন তাকে বলে 'পরিক্রয়' ॥ ১২৭ ॥

যে সন্ধিতে মূল্যবান জমিগুলি অন্য পক্ষের কবলিত করা হয়—তার নাম 'উচ্ছন্ন'; যখন জমির ফসলের সর্বাংশ দিতে হয়—সেই সন্ধির নাম 'পরভূষণ' ॥ ১২৮ ॥

যে-সন্ধিতে ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয় যার ভার স্কন্ধে বহনযোগ্য—সেই সন্ধির নাম 'স্কন্ধোপনেয়' ॥ ১২৯ ॥

যে-সন্ধিতে পারস্পরিক বাধ্যতা থাকে (প্রতিকার), যা পরস্পরের মৈত্রীভাবে উপর প্রতিষ্ঠিত (সঙ্গত), আত্মীয়তা যে সন্ধির ভিত্তি (সন্তান) এবং দানের দ্বারা যে-সন্ধি স্থাপিত (উপহার)—এই চারটিই সন্ধির প্রধান ভেদ ॥ ১৩০ ॥

অথবা আমার মতে 'উপহার'-ই একমাত্র সন্ধি, অন্য সন্ধিতে মৈত্রীভাব নেই ॥ ১৩১ ॥

এই সন্ধিতে জয়ী পক্ষ কিছু না নিয়ে ফিরে যান। না আমার তো মনে হয় 'উপহার' ছাড়া কোনো সন্ধিই নেই ॥ ১৩২ ॥

চক্রবাক বললেন—শুনুন;

এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়, এই ব্যক্তি আমার শত্রু—যারা লঘুচিত্ত তারাই এভাবে বিচার করে থাকেন। যাঁরা উদারচরিত্র তাঁদের কাছে বিশ্বভুবনই আত্মীয়ের মতো ॥ ১৩৩ ॥

তাছাড়া,

যিনি যথার্থ পণ্ডিত তিনি অন্যের স্ত্রীকে মায়ের মতো, পরের ধনকে দেখেন মৃৎখণ্ডের মতো আর সমস্ত প্রাণীকেই দেখেন নিজের মতো ॥ ১৩৪ ॥

রাজা বললেন—আপনি মহান এবং সুপণ্ডিত। এখন আমাদের কী করণীয় সে বিষয়ে উপদেশ দিন!

মন্ত্রী বললেন—আর কেন আমাকে এ প্রশ্ন করছেন? আধিব্যাধিতে উৎপীড়িত যে-দেহ আজ বা কাল বিনষ্ট হবেই সেই দেহের স্বার্থে কে আর অধর্ম আচরণ করবে? ॥ ১৩৫ ॥

জলে পতিত চন্দ্রের ছায়ার মতোই প্রাণীদের জীবন চঞ্চল! জীবনকে এ ভাবে জেনে সকলেরই মঙ্গল আচরণ করা উচিত ॥ ১৩৬ ॥

সংসার মরীচিকার মতোই মিথ্যা—একথা জেনে সজ্জনের সঙ্গ করা উচিত—প্রথম লক্ষ্য ধর্মোপার্জন, দ্বিতীয় লক্ষ্য—সুখভোগ ॥ ১৩৭ ॥

সুতরাং আমার মতে তাই (সজ্জনের সঙ্গ) করা উচিত। কারণ—

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্য যদি ওজন করা হয় তবে সত্যের ওজন বেশি ভারী

হবে।

সুতরাং দুই রাজার মধ্যে 'কাঞ্চন'-নামক সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হোক—এই সন্ধিতে সত্যই প্রধান বন্ধন ॥ ১৩৮ ।

সর্বজ্ঞ বললেন—তাই হোক। মন্ত্রী দূরদর্শী রাজহংস দ্বারা বস্ত্রালঙ্কারে পূজিত হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি এর পর চক্রবাকের সঙ্গে চিত্রবর্ণের নিকটে উপস্থিত হলেন। গৃধ্রের বচন অনুযায়ী তিনি প্রচুর সম্মানে দেখিয়ে সর্বজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করলেন। সর্বজ্ঞকে বিভিন্ন উপহারে সম্মানিত করা হল। সর্বজ্ঞ সন্ধির প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন—তারপর তাকে পাঠানো হল রাজহংসের কাছে।

দূরদর্শী বললেন—মহারাজ। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এখন চলুন বিন্ধ্যাচলে আমাদের রাজ্যে আমরা ফিরে যাই। তারপর সবাই ফিরে গেল দেশে—ঈপ্সিত লাভে সবাই আনন্দে মগ্ন হল।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—বলো, আর কী তোমাদের বলব। রাজপুত্রেরা বলল—আপনার অনুগ্রহে আমরা রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে চরিতার্থ হয়েছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন—যদি তাই হয় তবে এ-ও হোক—সন্ধি বিজয়ী রাজাদের আনন্দের কারণ হোক। সজ্জনের বিপদ থেকে মুক্তি হোক, পুণ্যবানদের কীর্তি আরও বর্ধিত হোক। রাজনীতি বারাঙ্গনার মতো সর্বদা মন্ত্রিগণের বক্ষে থেকে তাদের মুখচুম্বন করুক—রাজ্যে নিত্য মহোৎসব হোক ॥ ১৩৯ ॥

এর সঙ্গে অতিরিক্ত এটুকুও হোক—যতদিন হিমালয়কন্যা পার্বতীর প্রিয় আবাস চন্দ্রমৌলে বিরাজিত, যতদিন বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মীর লীলা চলবে, যতদিন অক্ষয় থাকবে স্বর্ণাচল মেরু—সূর্য যার শিখা এবং দাবানলের তুল্য যার দীপ্তি ততদিন প্রসারিত থাকবে নারায়ণরচিত এই আখ্যানমালা ॥ ১৪০ ॥

সকলের শেষে এও যেন হয়—

সমৃদ্ধ রাজা ধবলচন্দ্র যিনি সযত্নে এই কাহিনীসংগ্রহ রচনা করিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন—তিনি শত্রুর উপর বিজয় লাভ করুন ॥ ১৪১ ॥

॥ নারায়ণরচিত হিতোপদেশের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

প্রস্তাবিকা

১. পাত্রতা—যোগ্যতা

২. অন্য একটি গ্রন্থ থেকে—গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নি। এই গ্রন্থের নাম 'কামন্দকীয় নীতিসার।'

৩. কঠিনী—কনিষ্ঠা অঙ্গুলী। শ্লোকটির অন্বয় একটু অস্পষ্ট। এইভাবে অন্বয় করা যেতে পারে। 'গুণিগণগণনারম্ভে যস্য (পুত্রস্য কৃতে) কঠিনী সুসম্ভ্রমাৎ ন পততি তেন পুত্রেণ যদি অম্বা সুতিনী (প্রসূতপুত্রবতী) ভবেৎ তর্হি বন্ধ্যা কিদৃশী নাম ভবেৎ। 'কঠিনী' শব্দের অর্থ কেউ করেছেন 'চকখড়ি'—তার প্রয়োজন নেই। আঙুলের সাহায্যে গণনাপদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

স্মরণীয়— 'পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনীনিকাধিষ্ঠিতকালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভুব॥

৪. কুসুম=ধানের গোলা বা মরাই ; আঢ়ক=পরিমাপের পাত্র।

৫. উপমাটির মৌলিকতা উপভোগ্য। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এদের একটিতেও যার সিদ্ধি নেই তার জীবন নিরর্থক—যেমন নিরর্থক ছাগীর স্তনদ্বয় যদি স্কন্ধদেশে বসানো থাকে।

৬. হঠাৎ প্রাপ্ত। গাছে পাকা তালটির উপর কাক এসে বসতেই তালটি পড়ে গেল—হয়তো কাক না বসলেও পড়ত। এইরকম ক্ষেত্রে লোকে কাককেই তালের পতনের কারণ মনে করে। হঠাৎ-সংঘটিত ব্যাপারকেই বলা হয় 'কাকতালীয়'।

মিত্রলাভ

১. চার বন্ধুর কথা—কাক, কচ্ছপ, মৃগ আর মূষিক। 'আখু' শব্দের অর্থ মূষিক—সংস্কৃততেও শব্দটির প্রয়োগ কম।

২. দম্ভার্থমু—গর্ব প্রকাশ করার জন্যে অর্থাৎ লোকদেখানো নীতির বশবর্তী হয়ে। যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, দান ও তপস্যা—এই চারটির অনুশীলন লোকে করে থাকে অন্যের নিকট দম্ভ প্রকাশের জন্যে।

৩. স্বহস্তস্থমপি—আমার হাতে বেশ নিরাপদে আছে তবুও—

৪. যস্মৈ কস্মৈচিৎ—যাকে হোক তাকে। বাঘের বক্তব্য—আমি তো নির্লোভ—কঙ্কণে আমার কী হবে ; আমি দিয়েই খালাস হতে চাই। যার খুশি সে নিয়ে যাক—যস্মৈ কস্মৈচিৎ দাতুমিচ্ছামি।

৫. যে লোক অন্ধভাবে অন্যের অনুসরণ করে সে গতানুগতিক। সে কুট্টনীকেও (যে পরনারীর সঙ্গে অন্য পুরুষের মিলন ঘটায়) ধর্মের ব্যাপারে উপদেশ-কর্ত্রী হিসেবে সম্মান দেয়, যেমন গোহত্যাকারীকেও দিয়ে থাকে ব্রাহ্মণের সম্মান।

৬. শ্লোকটি মহাভারত থেকে উদ্ধৃত।

৭. হস্তী স্নানের পরই নিজের দেহ কর্দমে লিপ্ত করে। সুতরাং হস্তীর স্নান

ব্যর্থ। তেমনি যাদের ইন্দ্রিয় ও চিত্ত বশীভূত নয় তাদের ক্রিয়াও বিকৃতরূপ গ্রহণ করে।

৮. **মুখরঃ**—শব্দটির অভিনব প্রয়োগ লক্ষণীয়। মুখরঃ তত্র হন্যতে—যে অগ্রগামী (অর্থাৎ নেতা) সে নিহত হয়। মুখরঃ=অগ্রগামী—মুখং রাতি ইতি।

৯. **সম্ভাষা**=আলাপমাত্রম্।
সংলাপ—পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ।

১০. **চান্দ্রায়ণব্রত**—কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানে এই ব্রত পালন করতে হয়। পূর্ণিমায় পূর্ণখাদ্য (পনেরো গ্রাস বা পনেরো পিণ্ড) কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন একটি করে পিণ্ড কমিয়ে আনতে হবে; অমাবস্যায় উপবাস; পরে আবার শুক্লপক্ষে প্রতিদিন একটি করে পিণ্ড বাড়াতে হবে—

একৈকং বর্ধয়েৎ পিণ্ডং শুক্লে, কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ।
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এবং চান্দ্রায়ণো বিধিঃ॥

দীর্ঘকর্ণের ব্যক্তব্য—সে গঙ্গাতীরে প্রতিদিন স্নান করে, নিরামিষ আহার করে সুকঠিন চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করে যাচ্ছে—তাকে বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই।

১১. **ভট্টারকবারে**—রবিবাসরে। ভট্টারক=সূর্য, রবি; জম্বুকের নিষ্ঠা উপভোগ্য; রবিবার স্নায়ুনির্মিত জাল দাঁতে কাটবে কেমন করে?

১২. দীপ নির্বাপিত হলে যে দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

১৩. **অরুন্ধতী**—নক্ষত্রবিশেষ; কথিত আছে—যার পরমায়ু শেষ হয়েছে সে ঐ নক্ষত্র দেখতে পায় না।

১৪. **তৃণোল্কা**—তৃণ+উল্কা। তৃণজাত অগ্নি।

১৫. **দুই সহস্র জিহ্বা**—সর্পরাজ বাসুকির সহস্র কন্যা—; সর্পের দুইটি জিহ্বা—এইরকম প্রসিদ্ধি; সুতরাং বাসুকির দুই সহস্র জিহ্বা।

১৬. **বৈজয়ন্তী**—কামদেবের বিজয়পতাকা।

১৭. **উশনা**—শুক্রাচার্য।

১৮. **কুট্টনী**—যে নারী কুচরিত্রা স্ত্রী এবং কুচরিত্র পুরুষের যোজকতার কাজ করে।

১৯. **গুপ্তেন দণ্ডিতা**—গোপনে অর্থদণ্ড দিয়ে কুট্টনীকে এ ব্যাপারে নীরব থাকতে বলা হল।

২০. **অসেবিতেশ্বরদ্বারম্**—যাকে অভাব মোচনের জন্যে ধনীর দুয়ারে ধর্না দিতে হয় নাই।

২১. **পরিচ্ছেদ**—স্থির সিদ্ধান্ত, স্থির নিশ্চয়। বিপদ এলে যে ইতিকর্তব্যতা স্থির করতে পারে না, সে অপরিচ্ছেদকর্তা।

২২. সঞ্চিত অর্থের কিছু কিছু দান প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়েরই উপায়। জল উত্তমরূপে সঞ্চয়ের জন্যেই পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হয়। পরিবাহ—outlet, জল নিষ্কাষণের পথ। তুলনীয়—'পূরোৎপীড়তড়াগস্য পরিবাহঃ প্রতিক্রিয়া—ভবভূতি (উত্তররামচরিত)।

২৩. **নিপান**—পশুগণের জলপানের জন্যে জলাধার; কুপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি।

২৪. **কন্দুক**—খেলার বল। হস্তে আহত হয়ে বল যেমন উপরে ওঠে, নীচে পড়ে—জীবনে অর্থের অর্জন ও অভাবও তেমনি। এই জন্যে অর্থ থাকলেও গর্ব অসঙ্গত, না থাকলেও দুঃখ অসঙ্গত।

২৫. জীবিকার জন্যে অত্যধিক পরিশ্রম করা অনুচিত। যিনি হংসকে শুক্লবর্ণের শোভা দিয়েছেন, যিনি শুকপাখিকে শ্যামশোভায় চিত্রিত করেছেন, যিনি বিচিত্র বর্ণে ময়ূরকে সজ্জিত করেছেন তিনিই তোমার বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন।

২৬. এখানে 'সতাং রহস্যং শৃণু'—'সদ্ব্যক্তিদের রহস্যকথা শোনো' বলে আরম্ভ হয়েছে—সেই রহস্য ব্যক্ত হয় নি। ধনীদের কথা আছে—সৎপুরুষের কথা নেই। তবে এইটুকু বলা হয়েছে—যিনি ধর্মাচরণের জন্যে অর্থ কামনা করেন তাঁর পক্ষে কামনাহীনতাই ভালো। পায়ে পাঁক লাগিয়ে ধুয়ে ফেলার চেয়ে পাঁক স্পর্শ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

২৭. **স্বগৃহনির্বিশেষম্**—নিজের বাড়ি থেকে পৃথক না করে অর্থাৎ নিজের বাড়ি মনে করে।

২৮. **স্তনকুট্মলম্**—কুট্মল = কিঞ্চিৎ প্রকাশিত পুষ্পের মুকুল, ফুলের কুঁড়ি। ঈষৎ উদ্ভিন্ন স্তনদ্বয় এখানে মুকুলের সঙ্গে উপমিত।

সুহৃদ্ভেদ

১. **কর্মকারভস্ত্রা**—কর্মকারের চামড়ার পাত্র যা দিয়ে অগ্নিকে উদ্দীপিত করা হয়। জাঁতা, উপমাটি সার্থক। দান এবং উপভোগ ছাড়াই যার জীবন কাটে তার জীবন ভস্ত্রার মতোই শুধু নিঃশ্বাস ফেলে—কিন্তু তা জীবনের লক্ষণ নয়।

২. **পুরাণৈঃ**—পুরাণ—একরকম সামান্য মূল্যের মুদ্রা ('পুরাণ' শব্দের অভিনব প্রয়োগ লক্ষণীয়।) পাঁচটিমাত্র পুরাণের বিনিময়ে কেউ দাসত্ব বরণ করে, আবার কেউ লক্ষ পুরাণেও সুলভ নয়।

৩. **বলি**—ধান্যাদির অংশ। এখানে একই উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে (৪৩ এবং ৪৪ শ্লোকের শেষ চরণ দ্রষ্টব্য। এই উপমার প্রথম আভাস ৩৭নং শ্লোকে।

৪. **ডিণ্ডিম**—ঢোলজাতীয় যে বাদ্যে আঘাত করলে ডিম্ ডিম্ শব্দ হয়। অনুকার শব্দ; তুলনীয় ইংরেজী শব্দ Din.

৫. **হস্তিপক**—হস্তিপালক। হস্তিপ, হস্তিপক—অর্থ একই।

৬. ভীত সঞ্জীবক সিংহের কাছে যেতে অনিচ্ছুক। তার উক্তি—অভয়বাচং মে যচ্ছ, গচ্ছামি—আমাকে অভয় দিন, আমি যাব। আর এই অভয়দানের স্বীকৃতি-স্বরূপ আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করুন।
'স্বকীয় দক্ষিণবাহুং দদাতু ভবান্'।

৭. **চৈদিভূভুজে**—চেদিরাজ শিশুপালকে।

৮. **কুট্টনী**—দূতী। যে নারী কুচরিত্রা, নারী ও পুরুষের সংযোগ সাধন করে।

৯. **শকুনি**—দুর্যোধনের মাতুল। **শকটার**—নন্দরাজের মন্ত্রী।

১০. **আয়তী**—ভাবী কাল।

১১. প্রাপ্তার্থাগ্রহণম্—উপস্থিত রাজদ্রব্যের অগ্রহণ। প্রাপ্তার্থগ্রহণম্—পাঠান্তর। অর্থ হবে—উৎকোচগ্রহণ। (প্রাপ্তার্থ+গ্রহণম্)

১২. স্বর্ণরেখা গল্পটির গড়ন একটু জটিল। এখানে চারটি কাহিনী একত্র গাঁথা হয়েছে—কন্দর্পকেতু, গোপবধূ, নাপিতবধূ এবং সাধু— । সাধুর বৃত্তান্তের সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগ কোথায় ?

১৩. স্বর্ণরেখা স্পর্শ করে—স্বর্ণরেখা এক বিদ্যাধরীর নাম। স্বর্ণরেখার চিত্রিত মূর্তি স্পর্শ করে কন্দর্পকেতুকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল।

১৪. আহার দ্বিগুণ—টীকাকার মন্তব্য করেছেন 'পুরুষাপেক্ষয়া ইতি শেষঃ'; অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারীর আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, কার্যে প্রবৃত্তি ছয়গুণ এবং সম্ভোগেচ্ছা আটগুণ। এই হিসাব পুরুষেরই, সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৫. শক্তিত্রয়—প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি। 'শক্তয়স্তিস্রঃ প্রভাবোৎসাহমন্ত্রজাঃ' ইত্যমরঃ। কোশদণ্ডজ শক্তিকে বলা হয় প্রভুশক্তি—বিক্রমশক্তির নাম উৎসাহশক্তি; সন্ধি, সাম প্রভৃতির যথাযোগ্য ব্যবহারকে বলে মন্ত্রশক্তি।

১৬. রাজলক্ষ্মী অত্যুন্নত মন্ত্রী এবং রাজা উভয়ের উপর পায়ের ভর রেখেই অবস্থান করেন। কিন্তু উভয়ের মতবিরোধে সেই ভার অসহ্য হওয়ায় একজনকে ত্যাগ করেন। শ্লোকটি বিশাখাদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক (চতুর্থ অঙ্ক) থেকে গৃহীত।

১৭. স্বেদন—মৃদুতাসম্পাদন, অভ্যঞ্জন—তৈল প্রভৃতি দ্বারা মর্দন। এসব সত্ত্বেও কুকুরের পুচ্ছ তার বক্রতা ত্যাগ করে না। দুর্জনের প্রকৃতিও তাই।

১৮. অশ্বতরী—(অশ্বের ঔরসে গর্দভীর গর্ভে অথবা গর্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভজাত পশু=অশ্বতর। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বতরী=খচ্চরী)। বন্ধু একবার বৈরীভাপন্ন হলে তাকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা খচ্চরীর গর্ভধারণের মতোই বিপজ্জনক। খচ্চরী গর্ভমোচনের সময়ে উদর-বিদারণের ফলে মৃত্যুবরণ করে—এই প্রসিদ্ধি মহাভারতে আছে—'দণ্ডেনোপনতং শত্রুমনুগৃহ্ণাতি যো নরঃ, স মৃত্যুমুপগৃহ্ণাতি গর্ভমশ্বতরী যথা।

১৯. পিঙ্গলকের প্রতি দমনকের প্রলোভনবাক্য। যুদ্ধ আসন্ন—জয়ী হলে সম্পদ ও গৌরবলাভ—মৃত্যু হলে স্বর্গে সুরাঙ্গনার অভ্যর্থনা।

২০. সিংহ হস্তী বধ করে—হত্যার অপরাধে সে-ই অপরাধী; হস্তীর দাঁত, হাড় প্রভৃতি অন্যে লাভ করে। পিঙ্গলকের বক্তব্য, হস্তীহন্তা সিংহের মতোই সেও পাপী।

২১. পিঙ্গলকের প্রতি দমনকের সান্ত্বনাবাণী। দুঃখ করা বৃথা; বারাঙ্গনার মতোই রাজার নীতি বহুরূপা—কখনও সত্য, কখনও মিথ্যা, কখন প্রিয়, কখন অপ্রিয়, কখনও সদয়, কখনও নিষ্ঠুর—যখন যেমন প্রয়োজন, রাজাকে সেই নীতিই প্রয়োগ করতে হয়।

বিগ্রহ

২২. বৈযাত্যং—ধৃষ্টতা। বিযাত—বিরুদ্ধ যাত; অবিনীত, ধৃষ্ট।

২৩. শৌণ্ডিকী—শুণ্ডা (সুরা) ইতি শৌণ্ডীকী—সুরাবিক্রয়কর্ত্রী।

২৪. **ব্যপদেশেন**—কপটকাহিনীর সাহায্যে। ব্যপদেশ—কপট উপায়।

২৫. **উপধাশুচিম্**—পরীক্ষার ফলে শুদ্ধরূপে গৃহীত। 'উপধাধর্মাদ্যৈ র্যৎ পরীক্ষণম্'।

২৬. **সান্ত্বেন**—মধুর বচনের দ্বারা 'অত্যর্থং মধুর সান্ত্বম্' ইত্যমরঃ।

২৭. **যৌবনশ্রী**—নগরের নাম। নারায়ণ ভট্ট নামকে নামমাত্র মনে করেন না। তাই এই গল্পের রাজ্যে স্থানগুলির নামেরও মহিমা আছে—সুবর্ণবতীসম নগরী, শ্রীপর্বত, কাঞ্চনপুরনাম্নি নগরে—এইসব নামগুলিতে তার পরিচয় মিলবে। এই গল্পের রাজ্যে তুচ্ছ কাকের নামও 'মেঘবর্ণ'।

২৮. **বন্ধকী**—কুলটা রমণী।

২৯. **চারচক্ষুষঃ**—রাজাদের নিযুক্ত চরগণই তাদের চক্ষুস্বরূপ ; চরের সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তি করেই তারা শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন।

গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন বেদৈঃ পশ্যন্তি চ দ্বিজাঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥ —কামন্দক

৩০. চরের গৃহের পরিজন যেন প্রতিভূ হিসেবে রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। মন্ত্রীর (চক্রবাক) পরামর্শ এই, বককে চর হিসেবে পাঠানো—আর-কোনো বককে তার উপর লক্ষ্য রাখার জন্যে নিযুক্ত করা হোক। আর এই বকের পরিবারস্থ লোকেরা রাজদ্বারে নজরবন্দী থাকুক।

৩১. **বার্তয়া প্রাপ্ত**—বহুল প্রচারিত সংবাদের মতোই মুখে মুখে শ্রুত।

৩২. রাজা মন্ত্রণা করবেন—এই মন্ত্রণাচক্রে তিনি থাকবেন দ্বিতীয় আর মন্ত্রী হবেন প্রথম। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি থাকলে মন্ত্র আর গোপন থাকে না।

৩৩ **দূরভীরুত্বম্**—বিপদ যতক্ষণ দূরে থাকবে ততক্ষণই ভয় পাওয়া এবং কাছে এলে সাহসের সঙ্গে প্রতিকার করা—এটি মহতের গুণ। শূরতা—বীরত্ব।

৩৪ **নিদর্শনম্**—এখানে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ।

৩৫. **যঃ অপকর্তরি বর্ততে**—যে শত্রুর ন্যায় যুদ্ধের অভিযান করে।

৩৬. **কলিঃ**=যুদ্ধের উদ্যোগ। বলবানের সঙ্গে বিরোধ কীটের পক্ষোদ্গমের সঙ্গে উপমিত। তুলনীয় বাঙলা প্রবচন—'পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। পক্ষোদ্গমের পাঠান্তর, পক্ষোদ্যমঃ। কীটের পক্ষের উদ্যম (প্রচেষ্টা) যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি ব্যর্থ হয় বলবানের সঙ্গে বিরোধ।

৩৭. **উপায়জ্ঞঃ**—যিনি সময় মতো যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ।

৩৮. **অস্ত্যরণ্যে**=অরণ্যবাসী। 'অস্তি' কোনো আখ্যান আরম্ভের পূর্বে বসে।

৩৯. **স্বজ্ঞাতিভিরাবৃতেন আধিক্যং সাধিতম্**=জ্ঞাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সে প্রভুত শক্তির অধিকারী হন।

৪০. **তৎসংগ্রহে**—তাকে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে।

৪১. **ছলম্ অভ্যুপৈতি**—যা কপটতাকে আশ্রয় করে।

৪২. **মৌহূর্তিক**—('মুহূর্ত' থেকে) জ্যোতিষী ; যারা মুহূর্ত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে।

৪৩. **ফল্গু**—তুচ্ছ, সাধারণ। তুলনীয়—'সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু'।

৪৪. **পত্তীনাম্**—পত্তি—পদচারী সৈন্য।

৪৫. **শয়নং যোগনিদ্রয়া**—যোগনিদ্রা = অর্ধপ্রবোধযুক্ত নিদ্রা। রাজা ঘুমিয়ে থাকলেও সাবধানে ঘুমোবেন—দেহরক্ষীদের উপর খুব বেশি নির্ভর করবেন না।

৪৬. **অনীক**—সৈন্য। 'অনীকং তু রণে সৈন্যে' ইতি বিশ্বঃ।

৪৭. **অনূপ**—জলাভূমি (জলপ্রায় দেশ)

৪৮. **যবস**—ঘাস।

৪৯. **হস্তী অষ্টায়ুধ**—মস্তক, শুঁড়, দুই দাঁত এবং চার পা।

৫০: **মুণ্ডমণ্ডলী**—রাজার সৈন্য-বিভাগে যারা যুদ্ধ করবেন তারা সংখ্যায় অল্প হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তাদের প্রকৃত যোদ্ধা এবং বীর হতে হবে—তারা যেন শুধু 'মুণ্ডমণ্ডলী, অর্থাৎ সংখ্যাপূরক না হন।

৫১. **অভিষেণয়েৎ**—শত্রুসৈন্য আক্রমণ করা উচিত।

৫২. উচ্ছৃঙ্খল শক্তি আর নীতিশাস্ত্রের নিয়মে সংযত শক্তি—সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই আশ্রয়ে যেমন আলো-আঁধারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি এই দুইটি বস্তুরও একত্র উপস্থিতি অচিন্তনীয়।

৫৩. **তাম্বূল**—তাম্বূলের সঙ্গে থাকত কয়েক খণ্ড সুপারি ও সুগন্ধিদ্রব্য। প্রাচীন কালে এই তাম্বূলদানের অর্থ ছিল—'মৌখিক যে চুক্তি হয়েছে তা আমি মেনে নিলাম'। তাম্বূল দেওয়া ও গ্রহণ করার অর্থ দুই পক্ষে চুক্তি কার্যকরী হবে।

৫৪. **দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেত**—যার দেহ দ্বাত্রিংশৎ শুভলক্ষণযুক্ত। নেত্রান্ত, পদ, করতল, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা, নখ এই সপ্ত স্থানে রাগ ; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি, মুখ—এই ছয়টি স্থানে তুঙ্গতা ; কটি (অথবা শির) ললাট, বক্ষ—তিন স্থানে বিস্তার। গ্রীবা, জঙ্ঘা, মেহন—এই তিন স্থানে খর্বতা ; নাভি, স্বর, সত্ত্ব—এই তিনটিতে গাম্ভীর্য ; নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু, জানু—এই পাঁচটি স্থানে দৈর্ঘ্য ; ত্বক্, কেশ, রোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব—এই পাঁচটিতে সূক্ষ্মতা।

৫৫. **ভিক্ষু**—মূলে 'ভিক্ষুক' কথাটিও ব্যবহৃত হয়েছে। ভিক্ষু আর ভিক্ষুক এক নয়।

৫৬. **অবস্কন্দ**—আক্রমণ। শব্দটি দুরূহ এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও দুর্লভ।

৫৭. **বর্তিতব্যম্ অসাম্প্রতম্**—পূর্ণ বাক্যটির অর্থ—রাজ্য অধিকৃত হয়েছে বলেই রাজার পক্ষে অন্যায় এবং অশোভন ভাবে থাকা উচিত নয়। অবিনয় রাজ্যশ্রীকে নষ্ট করে।

৫৮. **কল্যতাম্**—অরোগিতা।

৫৯. **স্ত্রীকৃতা বিষয়াঃ**—নারীর বিলাসকলা থেকে উদ্ভূত।

৬০. **বাগুল্কা**—বাক্যরূপ উল্কা। দুঃসহ এবং কঠোর বাক্যই এখানে উল্কার সঙ্গে উপমিত হয়েছে।

৬১. **সান্নিপাতিকে**—যখন রোগীর বায়ু পিত্ত ও কফ—এই তিনটিই প্রকুপিত হয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করে তখন সেই সঙ্কটেই চিকিৎসকের প্রজ্ঞা পরিমিত হয়।

৬২. **কাকিনী**—প্রাচীন মুদ্রা ; এক কড়া।

৬৩. **ভাণ্ড**—পণদ্রব্য।

৬৪. **বাচাতাম্**—নিন্দা ;

৬৫. **উচ্চয়াপচয়ৌ**—অভ্যুদয় ও অধঃপাত ; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ। উত্থান ও পতন।

৬৬. **উপজাপ**—প্রধান অর্থ—কানে কানে গোপনে কথা বলা। গোপন পরামর্শ।

৬৭. **অবস্কন্দ**—৫৬-সংখ্যক প্রসঙ্গ-কথা দ্রষ্টব্য। 'অবস্কন্দ' কথাটির মূল অর্থ সেনানিবেশ বা শিবির।

৬৮. **স্কন্ধাবার**—শিবির। 'বিগ্রহ' অংশে কিছু অভিধাননির্ভর দুরূহ শব্দের সমাবেশ ঘটেছে—বৈয়াত্য, কলি অনীক, অনূপ, যবস, উচ্চম্বাপ, অবস্কন্দ, স্কন্ধাবার, আখু প্রভৃতি তার নিদর্শন।

সন্ধি

১. **স্থেয়াভ্যাম্**—স্থেয়া = মধ্যস্থ ; দুই পক্ষের মন্ত্রী গৃধ্র ও চক্রবাকই এখানে উদ্দিষ্ট।

২. **পারক্যেণ**—পরকীয়েন, (শত্রুর দ্বারা)।

৩. **নিষ্কারণবন্ধু**—বিদ্রূপের ছলে উক্ত। তোমার বিনা কারণের বন্ধু।

৪. **দৃষ্টব্যতিকরঃ**—যে অন্যত্র এমনি দুর্যোগ ঘটতে দেখেছে (ব্যতিকর = সঙ্কট, বিপদ)।

৫. **বন্ধকী**—বধ্নাতি মনঃ অত্র ; এই অর্থে বন্ধকী = অসতী রমণী। 'বিগ্রহ' অংশে ২৮নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬ **চৌরিকাং কৃত্বা**—যত সুন্দর করেই বলা হোক্—ব্যাপারটি 'চুরি'।

৭. **তুষকণ্ডণম্**—মূর্খের উদ্দেশ্যে উপদেশ তুষ ঝাড়ার মতোই নিষ্ফল।

৮. **সঙ্কীর্ণস্য হস্তিনঃ ইব**—মদস্রাবী হস্তীর মতো ; সঙ্কীর্ণ—মদমত্ত।

৯. **সুখ ও শোভা**—সমৃদ্ধি ও গৌরব ;

১০. **বালিশ**—মূঢ়, অজ্ঞ, মূর্খ। যে অজ্ঞ বা মূর্খ নয়—যে অবালিশ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

১১. সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনী সামান্য পরিবর্তিত আকারে পুরাণে পাওয়া যায়। কিন্তু মূল বক্তব্য এক—সেই বক্তব্য এই যে দুই দানবভ্রাতা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হিতোপদেশ-প্রদত্ত কাহিনীতে 'তিলোত্তমার' প্রসঙ্গ নেই।

১২. প্রমাণপুরুষ—মধ্যস্থ ব্যক্তি।

১৩. অসংবিভাগিত্বাৎ—যুদ্ধজয়ের ফলে লব্ধ দ্রব্য অনুযায়ীদের মধ্যে ভাগ করে না দেওয়ার জন্যে।

১৪. বিশ্বাস উৎপাদনের চমৎকার কৌশল। ভূমি পবিত্র—শোনামাত্র ভূমিস্পর্শের কারণ, ওকথা শোনায় আমি অশুচি, ভূমি স্পর্শে পবিত্র হলাম। কর্ণ স্পর্শের কারণ—ছি ছি, অমন কথা বল না ; শুনলেও পাপ হয়।

১৫. 'আহারে ব্যসনে চৈব'—পাঠান্তর 'উৎসবে বাসনে যুদ্ধে'।

১৬. আঘাতং নীয়মানস্য—যাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে !

১৭. অত্যন্তসংবাস—চিরকালের জন্যে সহবসতি।

১৮. মূল শ্লোকে 'নরবীর' সম্বোধন পদ। এখানে জনৈক অনুবাদক অর্থ করেছেন 'হে রাজন্'। এখানে কপিল বক্তা, শ্রোতা 'কৌণ্ডিন্য নামক ব্রাহ্মণ। রাজা নেই।

১৯. শ্লোকে 'দুঃখিত' স্থানে 'দূষিত' পাঠান্তর আছে।

২০. ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্—দণ্ড, গৈরিক প্রভৃতি বাইরের চিহ্ন ধারণ করলেই ধর্মাচরণের পরিচয় হয় না। এই শ্লোক মনুসংহিতা থেকে উদ্ধৃত।

২১. কার্যসাধনের চারটি উপায়—পুরুষদ্রব্যসম্পদ, দেশকালবিভাগ, সমবিভাগ, কর্তব্যনির্দেশ—কিন্তু এই গণনা কেবল সংখ্যা পূরণের জন্যে। যথার্থ উপায়—সন্ধিস্থাপন।

হিতোপদেশঃ

॥ প্রস্তাবিকা ॥

সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাত্তস্য ধূর্জটেঃ ।
জাহ্নবীফেনলেখেব যন্মূর্ধ্নি শশিনঃ কলা ॥ ১ ॥

শ্রুতো হিতোপদেশোঽয়ং পাটবং সংস্কৃতোক্তিষু ।
বাচাং সর্বত্র বৈচিত্র্যং নীতিবিদ্যাং দদাতি চ ॥ ২ ॥

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্ ।
অহার্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা ॥ ৪ ॥

সংযোজয়তি বিদ্যৈব নীচগাপি নরং সরিৎ ।
সমুদ্রমিব দুর্ধর্ষং নৃপং ভাগ্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্ ।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্মং ততঃ সুখম্ ॥ ৬ ॥

বিদ্যা শস্ত্রস্য শাস্ত্রস্য দ্বে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে ।
আদ্যা হাস্যায় বৃদ্ধত্বে দ্বিতীয়াদ্রিয়তে সদা ॥ ৭ ॥

যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥ ৮ ॥

মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ ।
পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে ॥ ৯ ॥

অস্তি ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্রনামধেয়ং নগরম্ । তত্র সর্বস্বামিগুণোপেতঃ সুদর্শনো নাম নরপতিরাসীৎ । স ভূপতিরেকদা কেনাপি পঠ্যমানং শ্লোকদ্বয়ং শুশ্রাব—

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥ ১০ ॥

যৌবনং ধনসংপত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যাকর্ণ্যাত্মনঃ পুত্রাণামনধিগতশাস্ত্রাণাং নিত্যমুন্মার্গগামিনাং শাস্ত্রাননুষ্ঠানে নোদ্বিগ্নমনাঃ স রাজা চিন্তয়ামাস—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়েব কেবলম্ ॥ ১২ ॥

অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকরাবাদ্যাবন্তিমস্তু পদে পদে ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ। স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।
পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ॥ ১৪ ॥

গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সুসম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী নাম ॥ ১৫ ॥

দানে তপসি শৌর্যে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ ১৬ ॥

অপরঞ্চ। বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণোঽপি চ ॥ ১৭ ॥

পুণ্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ ক্বাপ্যতিদুষ্করম্।
তস্য পুত্রো ভবেদ্বশ্যঃ সমৃদ্ধো ধার্মিকঃ সুধীঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড় জীবলোকস্য সুখানি রাজন্ ॥ ১৯ ॥

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ।
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা ॥ ২০ ॥

ঋণকর্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥

অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।
বিষং সভা দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ॥ ২২ ॥

যস্য কস্য প্রসূতোঽপি গুণবান্ পূজ্যতে নরঃ।
ধনুর্বংশবিশুদ্ধোপি নির্গুণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

হা হা পুত্রক নাধীতং সুগতৈতাসু রাত্রিষু।
তেন ত্বং বিদুষাং মধ্যে পঙ্কে গৌরিব সীদসি ॥ ২৪ ॥

তৎ কথমিদানীমেতে মম পুত্রা গুণবন্তঃ ক্রিয়ন্তাম্। যতঃ।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ ২৫ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ২৬ ॥

যচ্চোচ্যতে— আয়ুঃ কর্ম চ বিত্তং চ বিদ্যা নিধনমেব চ।
পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ। অবশ্যং ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ ॥ ২৮ ॥

অপি চ। যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ॥ ২৯ ॥

এতৎ কার্যাক্ষমাণাং কেষাঞ্চিদালস্য বচনম্।
ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্নুমর্হতি ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥ ৩১ ॥

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩২ ॥

তথা চ। পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪ ॥

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্টবাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ ৩৬ ॥

মাতাপিতৃকৃতাভ্যাসো গুণিতামেতি বালকঃ।
ন গর্ভচ্যুতিমাত্রেণ পুত্রো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৭ ॥

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৩৮ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥ ৩৯॥

মূর্খোঽপি শোভতে তাবৎ সভায়াং বস্ত্রবেষ্টিতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥ ৪০॥

এতচ্চিন্তয়িত্বা স রাজা পণ্ডিতসভাং কারিতবান্। রাজোবাচ—ভো ভোঃ পণ্ডিতাঃ শ্রূয়তাম্। অস্তি কশ্চিদেবংভূতো বিদ্বান্ যো মম পুত্রাণাং নিত্যমুন্মার্গগামিনামনধিগতশাস্ত্রাণামিদানীং নীতিশাস্ত্রোপদেশেন পুনর্জন্ম কারয়িতুং সমর্থঃ। যতঃ।

কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্॥ ৪১॥

উক্তং চ। হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥ ৪২॥

অত্রান্তরে বিষ্ণুশর্মানামা মহাপণ্ডিতঃ সকলনীতিশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বৃহস্পতিরিবাব্রবীৎ—দেব মহাকুলসম্ভূতা এতে রাজপুত্রাঃ। তন্ময়া নীতিং গ্রাহয়িতুং শক্যন্তে। যতঃ

নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ।
ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ॥ ৪৩॥

অন্যচ্চ। অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥ ৪৪॥

অতোঽহং ষণ্মাসাভ্যন্তরে তব পুত্রান্ নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞান্ করিষ্যামি। রাজা সবিনয়ং পুনরুবাচ—

কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৪৫॥

অন্যচ্চ। যথোদয়গিরের্দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা তৎসন্নিধানেন হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে॥ ৪৬॥

গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি তে নির্গুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ।
আস্বাদ্যতোয়াঃ প্রভবন্তি নদ্যঃ সমুদ্রমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ॥ ৪৭॥

তদেতেষামস্মৎপুত্রাণাং নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভবন্তঃ প্রমাণম্। ইত্যুক্ত্বা তস্য বিষ্ণুশর্মণে বহুমানপুরঃসরং পুত্রান্ সমর্পিতবান্।

ইতি প্রস্তাবিকা।

মিত্রলাভ

অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে সুখোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাৎ প্রস্তাবক্রমেণ স পণ্ডিতোঽব্রবীৎ—

কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা ॥ ১ ॥

তদ্ভবতাং বিনোদায় কাককূর্মাদীনাং বিচিত্রাং কথাং কথয়ামি। রাজপুত্রৈরুক্তম্—আর্য কথ্যতাম্। বিষ্ণুশর্মোবাচ—শৃণুত। সম্প্রতি মিত্রলাভঃ প্রস্তূয়তে যস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ—

অসাধনা বিত্তহীনা বুদ্ধিমন্তঃ সুহৃত্তমাঃ।
সাধয়ন্ত্যাশু কার্যাণি কাককূর্মমৃগাখবঃ ॥ ২ ॥

রাজপুত্রা ঊচুঃ।—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্মা কথয়তি—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্দেশাদাগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি। অথ কদাচিদবসন্নায়াং রাত্রাবস্তাচলচূড়াবলম্বিনি ভগবতি কুমুদিনী-নায়কে চন্দ্রমসি লঘুপতনকনামা বায়সঃ প্রবুদ্ধঃ কৃতান্তমিব দ্বিতীয়মায়ান্তং ব্যাধমপশ্যৎ। তমবলোক্যাচিন্তয়ৎ—অদ্য প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতম্। ন জানে কিমনভিমতং দর্শয়িষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা তদনুসরণক্রমেণ ব্যাকুলশ্চলিতঃ। যতঃ।

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ৩ ॥

অন্যচ্চ। বিষয়িণামিদমবশ্যং কর্তব্যম্।

উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
মরণব্যাধিশোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি ॥ ৪ ॥

অথ তেন ব্যাধেন তণ্ডুলকণান্ বিকীর্য জালং বিস্তীর্ণম্। স চ প্রচ্ছন্নো ভূত্বা স্থিতঃ। তস্মিন্নেব কালে চিত্রগ্রীবনামা কপোতরাজঃ সপরিবারো বিয়তি বিসর্পংস্তাং-স্তণ্ডুলকণানবলোকয়ামাস। ততঃ কপোতরাজস্তণ্ডুলকণলুব্ধান্ কপোতান্ প্রত্যাহ—কুতোঽত্র নির্জনে বনে তণ্ডুলকণানাং সম্ভবঃ। তন্নিরূপ্যতাং তাবৎ। ভদ্রমিদং ন পশ্যামি। প্রায়েণানেন তণ্ডুলকণলোভেনাস্মাভিরপি তথা ভবিতব্যম্।

কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে।
বৃদ্ধব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পাথকঃ স মৃতো যথা ॥ ৫ ॥

কপোতা ঊচুঃ—কথমেতৎ। সোঽব্রবীৎ—

কথা—এক

অহমেকদা দক্ষিণারণ্যে চরন্নপশ্যম্। একো বৃদ্ধব্যাঘ্রঃ স্নাতঃ কুশহস্তঃ সরস্তীরে

ব্রুতে—ভো ভোঃ পান্থাঃ ইদং সুবর্ণকঙ্কণং গৃহ্যতাম্। ততো লোভাকৃষ্টেন কেনচিৎ পান্থেনালোচিতম্—ভাগ্যেনৈতৎ সম্ভবতি। কিং ত্বস্মিন্নাত্মসন্দেহে প্রবৃত্তির্ন বিধেয়া। যতঃ।

অনিষ্টাদিষ্টলাভেঽপি ন গতির্জায়তে শুভা।
যত্রাস্তে বিষসংসর্গোঽমৃতং তদপি মৃত্যবে॥ ৬॥

কিন্তু সর্বত্রার্থার্জনে প্রবৃত্তিঃ সন্দেহ এব। তথা চোক্তম্—

ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি॥ ৭॥

তন্নিরূপয়ামি তাবৎ। প্রকাশং ব্রুতে—কুত্র তব কঙ্কণম্। ব্যাঘ্রো হস্তং প্রসার্য দর্শয়তি—পান্থোঽবদৎ—কথং মরাত্মকে ত্বয়ি বিশ্বাসঃ। ব্যাঘ্র উবাচ—শৃণু রে পান্থ প্রাগেব যৌবনদশায়ামতিদুর্বৃত্ত আসম্। অনেকগোমানুষাণাং বধান্মে পুত্রা মৃতা দারাশ্চ। বংশহীনশ্চাহম্। ততঃ কেনচিদ্ধার্মিকেণাহমাদিষ্টঃ—দানধর্মাদিকং চরতু ভবান্। তদুপদেশাদিদানীমহং স্নানশীলো দাতা বৃদ্ধো গলিতনখদন্তো ন কথং বিশ্বাসভূমিঃ। যতঃ

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥

তত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গো দম্ভার্থমপি সেব্যতে।
উত্তরস্তু চতুর্বর্গো মহাত্মন্যেব তিষ্ঠতি॥ ৯॥

মম চৈতাবাঁল্লোভবিরহো যেন স্বহস্তস্থমপি সুবর্ণকঙ্কণং যস্মৈকস্মৈচিদ্দাতুমিচ্ছামি। তথাপি ব্যাঘ্রো মানুষং খাদতীতি লোকাপবাদো দুর্নিবারঃ। যতঃ।

গতানুগতিকো লোকঃ কুট্টনীমুপদেশিনীম্।
প্রমাণয়তি নো ধর্মে যথা গোঘ্নমপি দ্বিজম্॥ ১০॥

ময়া চ ধর্মশাস্ত্রাণ্যধীতানি। শৃণু—

মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধার্তে ভোজনং তথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন॥ ১১॥

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ॥ ১২॥

অপরঞ্চ। প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি॥ ১৩॥

অন্যচ্চ। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥ ১৪॥

ত্বং চাতীব দুর্গতস্তেন তৎ তুভ্যং দাতুং সযত্নোঽহম্। তথা চোক্তম্—

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্যচ্চ। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ ॥ ১৬ ॥

তদত্র সরসি স্নাত্বা সুবর্ণকঙ্কণং গৃহাণ। ততো যাবদসৌ তদ্বচঃপ্রতীতো লোভাৎ সরঃ স্নাতুং প্রবিশতি তাবন্মহাপঙ্কে নিমগ্নঃ পলায়িতুমক্ষমঃ। পঙ্কে পতিতং দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রোঽবদৎ—অহহ মহাপঙ্কে পতিতোঽসি। অতস্ত্বামহমুত্থাপয়ামি। ইত্যুক্ত্বা শনৈঃ শনৈরুপগম্য তেন ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ স পান্থোঽচিন্তয়ৎ—

ন ধর্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ ॥
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ। অবশেন্দ্রিয়চিত্তানাং হস্তিস্নানমেব ক্রিয়া।
দুর্ভগাভরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা ॥ ১৮ ॥

তন্ময়া ভদ্রং ন কৃতং যদত্র মারাত্মকে বিশ্বাসঃ কৃতঃ। তথা হ্যুক্তম্—

নদীনাং শস্ত্রপাণীনাং নখিনাং শৃঙ্গিণাং তথা।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥ ১৯ ॥

অপরঞ্চ। সর্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্বান্ স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে ॥ ২০ ॥

অন্যচ্চ। স হি গগনবিহারী কল্মষধ্বংসকারী।
দশশতকরধারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী
বিধুরপি বিধিযোগাদ্গ্রস্যতে রাহুণাসৌ
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতি চিন্তয়ন্নেবাসৌ ব্যাঘ্রেণ ব্যাপাদিতঃ খাদিতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—কংকণস্য তু লোভেন ইত্যাদি। অথ সর্বথাঽবিচারিতং কর্ম ন কর্তব্যম্। যতঃ।

সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য যৎকৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্ ॥ ২২ ॥

তদ্বচনং শ্রুত্বা কশ্চিৎ কপোতঃ সদর্পমাহ—আঃ কিমেবমুচ্যতে।

বৃদ্ধানাং বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্বত্রৈব বিচারেণ ভোজনেঽপ্যপ্রবর্তনম্ ॥ ২৩ ॥

যতঃ। শঙ্কাভিঃ সর্বমাক্রান্তমন্নং পানং চ ভূতলে।
প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্তব্যা জীবিতব্যং কথং নু বা ॥ ২৪ ॥

ঈর্য্যী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ ॥ ২৫ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা সর্বে কপোতাস্তত্রোপবিষ্টাঃ। যতঃ।

সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।
ছেত্তারঃ সংশয়ানাং চ ক্লিশ্যন্তে লোভমোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্যচ্চ। লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্ ॥ ২৭ ॥

অন্যচ্চ। অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি ॥ ২৮ ॥

অনন্তরং সর্বে জালেন বদ্ধা বভূবুঃ। ততো যস্য বচনাৎ তত্রাবলম্বিতাস্তং সর্বে তিরস্কুর্বন্তি। যতঃ।

ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্যে সমং ফলম্।
যদি কার্যবিপত্তিঃ স্যান্মুখরস্তত্র হন্যতে ॥ ২৯ ॥

তস্য তিরস্কারং শ্রুত্বা চিত্রগ্রীব উবাচ—নায়মস্য দোষঃ ॥ যতঃ।

আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্।
মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ। স বন্ধুর্যো বিপন্নানামাপদুদ্ধরণক্ষমঃ।
ন তু দুর্বিহিতাতীতবস্তুপালম্ভপণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

বিপৎকালে বিস্ময় এব কাপুরুষলক্ষণম্। তদত্র ধৈর্যমবলম্ব্য প্রতীকারশ্চিন্ত্যতাম্। যতঃ।

বিপদি ধৈর্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্ ॥ ৩২ ॥

সম্পদি যস্য ন হর্ষো বিপদি বিষাদো রণে চ ধীরত্বম্।
তং ভুবনত্রয়তিলকং জনয়তি জননী সুতং বিরলম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্যচ্চ। ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥ ৩৪ ॥

ইদানীমপ্যেবং ক্রিয়তাম্। সর্বৈরেকচিত্তীভূয় জালমাদায়োড্ডীয়তাম্। যতঃ

অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥

সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি বিচিন্ত্য পক্ষিণঃ সর্বে জালমাদায়োৎপতিতাঃ। অনন্তরং স ব্যাধঃ সুদূরাজ্জালাপহারকাংস্তানবলোক্য পশ্চাদ্ধাবন্নচিন্তয়ৎ—

সংহতাস্তু হরন্তি মে জালং মম বিহঙ্গমাঃ।
যদা তু বিবদিষ্যন্তে বশমেষ্যন্তি মে তদা ॥ ৩৭ ॥

ততস্তেষু চক্ষুর্বিষয়াতিক্রান্তেষু পক্ষিষু স ব্যাধো নিবৃত্তঃ। অথ লুব্ধকং নিবৃত্তং দৃষ্ট্বা কপোতা ঊচুঃ—কিমিদানীং কর্তুমুচিতম্। চিত্রগ্রীব উবাচ—

মাতা মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎ ত্রিতয়ং হিতম্।
কার্যকারণতশ্চান্যে ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তদস্মাকং মিত্রং হিরণ্যকো নাম মূষকরাজো গণ্ডকীতীরে চিত্রবনে নিবসতি। সোঽস্মাকং পাশাংশ্ছেৎস্যতি। ইত্যালোচ্য সর্বে হিরণ্যকবিবরসমীপং গতাঃ। হিরণ্যকশ্চ সর্বদাপায়শঙ্কয়া শতদ্বারং বিবরং কৃত্বা নিবসতি। ততো হিরণ্যকঃ কপোতাবপাতভয়াচ্চকিতস্তূষ্ণীং স্থিতঃ। চিত্রগ্রীব উবাচ—সখে হিরণ্যক কিমস্মান্ন সম্ভাষসে। ততো হিরণ্যকস্তদ্বচনং প্রত্যভিজ্ঞায় সসম্ভ্রমং বহির্নিঃসৃত্যাব্রবীৎ—আঃ পুণ্যবানস্মি। প্রিয়সুহৃন্মে চিত্রগ্রীবঃ সমায়াতঃ।

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষা যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্ ॥ ৩৯ ॥

পাশবদ্ধাংশ্চৈতান্ দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ঃ ক্ষণং স্থিত্বোবাচ—সখে কিমেতৎ। চিত্রগ্রীবোঽবদৎ—সখে অস্মাকং প্রাক্তনজন্মকর্মণঃ ফলমেতৎ।

যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদা চ যচ্চ
যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভমাত্মকর্ম।
তস্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদা চ তচ্চ
তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাদুপৈতি ॥ ৪০ ॥

রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ৪১ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা হিরণ্যকশ্চিত্রগ্রীবস্য বন্ধনং ছেত্তুং সত্বরমুপসর্পতি। চিত্রগ্রীব উবাচ— মিত্র মা মৈবম্। অস্মদাশ্রিতানামেষাং তাবৎ পাশাংশ্ছিন্ধি তদা মম পাশং পশ্চাচ্ছেৎস্যতি। হিরণ্যকোঽপ্যাহ—অহমল্পশক্তিঃ। দন্তাশ্চ মে কোমলাঃ। তদেতেষাং পাশাংশ্ছেত্তুং কথং সমর্থঃ। তদ্ যাবন্মে দন্তা ন ত্রুট্যন্তি তাবৎ তব পাশং ছিনদ্মি। তদনন্তর-মেষামপি বন্ধনং যাবচ্ছক্যং ছেৎস্যামি। চিত্রগ্রীব উবাচ—অস্ত্বেবম্। তথাপি যথাশক্ত্যেতেষাং বন্ধনং খণ্ডয়। হিরণ্যকেনোক্তং—আত্মপরিত্যাগেন যদাশ্রিতানাং পরিরক্ষণং তন্ন নীতিবিদাং সম্মতম্। যতঃ।

আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৪২ ॥

অন্যচ্চ। ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্ ॥ ৪৩ ॥

চিত্রগ্রীব উবাচ—সখে নীতিস্তাবদীদৃশ্যেব। কিং ত্বহমস্মদাশ্রিতানাং দুঃখং সোঢুং সর্বথাঽসমর্থঃ। তেনেদং ব্রবীমি। যতঃ।

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ৪৪ ॥

অয়মপরশ্চ সাধারণো হেতুঃ।
জাতিদ্রব্যগুণানাং চ সাম্যমেষাং ময়া সহ।
যৎপ্রভুত্বফলং ব্রূহি কদা কিং তদ্‌ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥

অন্যচ্চ। বিনা বর্তনমেবৈতে ন ত্যজন্তি মমান্তিকম্।
তন্মে প্রাণব্যয়েনাপি জীবয়ৈতান্মমাশ্রিতান্ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ। মাংসমূত্রপুরীষাস্থিনির্মিতেঽস্মিন্ কলেবরে।
বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃ পালয় মিত্র মে ॥ ৪৭ ॥

অপরঞ্চ। পশ্য।

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ॥ ৪৮ ॥

যতঃ। শরীরস্য গুণানাং চ দূরমত্যন্তমন্তরম্।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যাকর্ণ্য হিরণ্যকঃ প্রহৃষ্টমনাঃ পুলকিতঃ সন্নব্রবীৎ—সাধু মিত্র সাধু। অনেনাশ্রিতবাৎসল্যেন ত্রৈলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং ত্বয়ি যুজ্যতে। এবমুক্ত্বা তেন সর্বেষাং বন্ধনানি ছিন্নানি। ততো হিরণ্যকঃ সর্বান্ সাদরং সম্পূজ্যাহ—সখে চিত্রগ্রীব সর্বথাত্র জালবন্ধনবিধৌ দোষমাশঙ্ক্যাত্মন্যবজ্ঞা ন কর্তব্যা। যতঃ।

সোঽধিকাদ্‌যোজনশতাৎ পশ্যতীহামিষং খগঃ।
স এব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি ॥ ৫০ ॥

অপরঞ্চ।

শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নং গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্‌।
মতিমতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ ॥ ৫১ ॥

অন্যচ্চ।

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যাপদে
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্‌ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি ॥ ৫২ ॥

ইতি প্রবোধ্যাতিথ্যং কৃত্বালিঙ্গ্য চ চিত্রগ্রীবস্তেন সম্প্রেষিতো যথেষ্টদেশান্‌ সপরিবারো যযৌ। হিরণ্যকোঽপি স্ববিবরং প্রবিষ্টঃ।

যানি কানি চ মিত্রাণি কর্তব্যানি শতানি চ।
পশ্য মূষিকমিত্রেণ কপোতা মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৫৩ ॥

অথ লঘুপতনকনামা কাকঃ সর্ববৃত্তান্তদর্শী সাশ্চর্যমিদমাহ—অহো হিরণ্যক শ্লাঘ্যোঽসি। অতোঽহমপি ত্বয়া সহ মৈত্রীমিচ্ছামি। অতো মাং মৈত্র্যেণানুগ্রহীতুমর্হসি। এতচ্ছ্রুত্বা হিরণ্যকোঽপি বিবরাভ্যন্তরাদাহ—কস্ত্বম্‌। স ব্রূতে—লঘুপতনকনামা বায়সোঽহম্‌। হিরণ্যকো বিহস্যাহ—কা ত্বয়া সহ মৈত্রী। যতঃ।

যৎ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তৎ তেন যোজয়েৎ।
অহমন্নং ভবান্‌ ভোক্তা কথং প্রীতির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥

অপরঞ্চ।

ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেরেব কারণম্‌।
শৃগালাৎ পাশবদ্ধোঽসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥

বায়সোঽব্রবীৎ—কথমেতৎ। হিরণ্যকঃ কথয়তি—

কথা—(দুই)

অস্তি মগধদেশে চম্পকবতী নামারণ্যানী। তস্যাং চিরান্মহতা স্নেহেন মৃগকাকৌ নিবসতঃ। স চ মৃগঃ স্বেচ্ছয়া ভ্রাম্যন্‌ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গঃ কেনাচিচ্ছৃগালেনাবলোকিতঃ। তং দৃষ্ট্বা শৃগালোঽচিন্তয়ৎ—আঃ কথমেতন্মাংসং সুললিতং ভক্ষয়ামি। ভবতু। বিশ্বাসং তাবদুৎপাদয়ামি। ইত্যালোচ্যোপসৃত্যাব্রবীৎ—মিত্র কুশলং তে। মৃগেণোক্তম্‌—কস্ত্বম্‌। স ব্রূতে ক্ষুদ্রবুদ্ধিনামা জম্বুকোঽহম্‌। অত্রারণ্যে বন্ধুহীনো মৃতবন্নিবসামি। ইদানীং ত্বাং মিত্রমাসাদ্য পুনঃ সবন্ধুর্জীবলোকং প্রবিষ্টোঽস্মি। অধুনা ভবানুচরণে ময়া সর্বথা ভবিতব্যম্‌। মৃগেনোক্তম্‌—এবমস্তু। ততঃ পশ্চাদস্তংগতে সবিতরি ভগবতি মরীচিমালিনি তৌ মৃগস্য বাসভূমিং গতৌ। তত্র চম্পকবৃক্ষশাখায়াং

সুবুদ্ধিনামা কাকো মৃগস্য চিরমিত্রং নিবসতি। তৌ দৃষ্ট্বা কাকোঽবদৎ—সখে চিত্রাঙ্গ কোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ। মৃগো ব্রূতে—জম্বুকোঽয়ম্। অস্মৎসখ্যমিচ্ছন্নাগতঃ। কাকো ব্রূতে—মিত্র অকস্মাদাগন্তুনা সহ মৈত্রী ন যুক্তা তথা চোক্তম্—

অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।
মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদ্গবঃ ॥ ৫৬ ॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ। কাকঃ কথয়তি—

কথা—(তিন)

অস্তি ভাগীরথীতীরে গৃধ্রকূটনাম্নি পর্বতে মহান্ পর্কটীবৃক্ষঃ। তস্য কোটরে দৈবদুর্বিপাকাদ্গলিতনখনয়নো জরদ্গবনামা গৃধ্রঃ প্রতিবসতি। অথ কৃপয়া তজ্জীবনায় তদ্বৃক্ষবাসিনঃ পক্ষিণঃ স্বাহারাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য দদতি। তেনাসৌ জীবতি। শাবকানাং রক্ষণং করোতি। অথ কদাচিদ্দীর্ঘকর্ণনামা মার্জারঃ পক্ষিশাবকান্ ভক্ষয়িতুং তত্রাগতঃ। ততস্তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা পক্ষিশাবকৈর্ভয়ার্তৈঃ কোলাহলঃ কৃতঃ। তচ্ছ্রুত্বা জরদ্গবেনোক্তম্—কোঽয়মায়াতি। দীর্ঘকর্ণো গৃধ্রমবলোক্য সভয়মাহ—হা হতোঽস্মি। যতঃ।

তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং বীক্ষ্য নরঃ কুর্যাদ্ যথোচিতম্ ॥ ৫৭ ॥

অধুনাস্য সন্নিধানে পলায়িতুমক্ষমঃ। তদ্যথা ভবিতব্যং তদ্ভবতু। তাবদ্বিশ্বাসমুৎপাদ্যাস্য সমীপমুপগচ্ছামি। ইত্যালোচ্যোপসৃত্যাব্রবীৎ—আর্য ত্বামভিবন্দে। গৃধ্রোঽবদৎ—কস্ত্বম্। সোঽবদৎ—মার্জারোঽহম্। গৃধ্রো ব্রূতে—দূরমপসর। নো চেদ্ধন্তব্যোঽসি ময়া। মার্জারোঽবদৎ—শ্রূয়তাং তাবদস্মদ্বচনম্। ততো যদ্যহং বধ্যস্তদা হন্তব্যঃ। যতঃ।

জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে ক্বচিৎ।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোঽথবা ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

গৃধ্রো ব্রূতে—ব্রূহি কিমর্থমাগতোঽসি। সোঽবদৎ—অহমত্র গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী ব্রহ্মচারী চান্দ্রায়ণব্রতমাচরংস্তিষ্ঠামি। যুষ্মং ধর্মজ্ঞানরতা ইতি বিশ্বাসভূময়ঃ পক্ষিণঃ সর্বে সর্বদা মমাগ্রে প্রস্তুবন্তি। অতো ভবদ্ভ্যো বিদ্যাবয়োবৃদ্ধেভ্যো ধর্মং শ্রোতুমিহাগতঃ। ভবন্তশ্চৈতাদৃশা ধর্মজ্ঞা যন্মামতিথিং হন্তুমুদ্যতাঃ। গৃহস্থধর্মশ্চৈষঃ।

অরাবপ্যুচিতং কার্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥ ৫৯ ॥

যদি বা ধনং নাস্তি তদা প্রীতিবচসাপ্যাতিথিঃ পূজ্য এব। যতঃ।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ৬০ ॥

অপরঞ্চ। নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনঃ ॥ ৬১ ॥

অন্যচ্চ। গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ৬২ ॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৩ ॥

অন্যচ্চ। উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥ ৬৪ ॥

গৃধ্রোঽবদৎ—মার্জারো হি মাংসরুচিঃ। পক্ষিশাবকাশ্চাত্র নিবসন্তি। তেনাহমেবং ব্রবীমি। তচ্ছ্রুত্বা মার্জারো ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কর্ণৌ স্পৃশতি। ব্রূতে চ—ময়া ধর্মশাস্ত্রং শ্রুত্বা বীতরাগেণেদং দুষ্করং ব্রতং চান্দ্রায়ণমধ্যবসিতম্। পরস্পরং বিবদমানানামপি ধর্মশাস্ত্রাণাম্ 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' ইত্যত্রৈকমত্যম্। যতঃ।

সর্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্বসহাশ্চ যে।
সর্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৫ ॥

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ ৬৬ ॥

অন্যচ্চ। যোঽত্তি যস্য যদা মাংসমুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৬৭ ॥

অপি চ। মর্তব্যমিতি যদ্দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে।
শক্যতে নানুমানেন পরেণ পরিবর্ণিতুম্ ॥ ৬৮ ॥

শৃণু পুনঃ। স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ ॥ ৬৯ ॥

এবং বিশ্বাস্য স মার্জারস্তরুকোটরে স্থিতঃ।

ততো দিনেষু গচ্ছৎসু পক্ষিশাবকানাক্রম্য কোটরমানীয় প্রত্যহং খাদতি। যেষামপত্যানি খাদিতানি তৈঃ শোকার্তৈর্বিলপদ্ভিরিতস্ততো জিজ্ঞাসা সমারব্ধা। তৎ পরিজ্ঞায় মার্জারঃ কোটরান্নিঃসৃত্য বহিঃ পলায়িতঃ। পশ্চাৎ পক্ষিভিরিতস্ততো নিরূপয়দ্ভিস্তত্র তরুকোটরে শাবকাস্থীনি প্রাপ্তানি। অনন্তরমনেনৈব জরদ্গবেনাস্মাকং শাবকাঃ খাদিতা ইতি সর্বৈঃ পক্ষিভির্নিশ্চিত্য গৃধ্রো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি অজ্ঞাতকুলশীলস্য ইত্যাদি। ইত্যাকর্ণ্য স জম্বুকঃ সকোপমাহ—মৃগস্য প্রথমদর্শনদিনে ভবানপ্যজ্ঞাতকুলশীল এব। তৎকথং ভবতা সহৈতস্য স্নেহানুবৃত্তিরুত্তরোত্তরং বর্ধতে।

যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীরপি।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥ ৭০ ॥

অন্যচ্চ। অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ ৭১ ॥

যথায়ং মৃগো মম বন্ধুস্তথা ভবানপি। মৃগোঽব্রবীৎ—কিমনেনোত্তরোত্তরেণ। সর্বৈরেকত্র বিশ্রম্ভালাপৈঃ সুখিভিঃ স্থীয়তাম্। যতঃ।

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা ॥ ৭২ ॥

কাকেনোক্তম্—এবমস্তু। অথ প্রাতঃ সর্বে যথাভিমতদেশং গতঃ। একদা নিভৃতং শৃগালো ব্রূতে—সখে অস্মিন্ বনৈকদেশে সস্যপূর্ণক্ষেত্রমস্তি। তদহং ত্বাং নীত্বা দর্শয়ামি। তথা কৃতে সতি স মৃগঃ প্রত্যহং তত্র গত্বা সস্যং খাদতি। অথ ক্ষেত্রপতিনা তদ্ দৃষ্টবা পাশো নিয়োজিতঃ। অনন্তরং পুনরাগতো মৃগঃ পাশৈর্বদ্ধোঽচিন্তয়ৎ—কো মামিতঃ কালপাশাদিব ব্যাধপাশাৎ ত্রাতুং মিত্রাদন্যঃ সমর্থঃ। তত্রান্তরে জম্বুকস্তত্রাগত্যোপস্থিতোঽচিন্তয়ৎ—ফলিতা তাবদস্মাকং কপটপ্রবন্ধেন মনোরথসিদ্ধিঃ। এতস্যোৎকৃত্যমানস্য মাংসাসৃগ্লিপ্তান্যস্থীনি ময়াবশ্যং প্রাপ্তব্যানি। তানি বাহুল্যেন ভোজনানি ভবিষ্যন্তি। মৃগস্তং দৃষ্ট্বোল্লাসিতো ব্রূতে—সখে ছিন্ধি তাবন্মম বন্ধনম্। সত্বরং ত্রায়স্ব মাম্ যতঃ।

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্ ॥ ৭৩ ॥

অপরঞ্চ। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ৭৪ ॥

জম্বুকো মুহুর্মুহুঃ পাশং বিলোক্যাচিন্তয়ৎ—দৃঢ়স্তাবদয়ং বন্ধঃ। ব্রূতে চ—সখে স্নায়ুনির্মিতা এতে পাশাঃ তদদ্য ভট্টারকবারে কথমেতান্দন্তৈঃ স্পৃশামি। মিত্র যদি চিত্তে নান্যথা মন্যসে তদা প্রভাতে যৎ ত্বয়া ব্যক্তব্যং তৎ কর্তব্যম্। ইত্যুক্ত্বা তৎসমীপ আত্মানমাচ্ছাদ্য স্থিতঃ। অনন্তরং স কাকঃ প্রদোষকালে মৃগমনাগতমবলোক্যেতস্ততোঽন্বিষ্য তথাবিধং দৃষ্ট্বোবাচ সখে কিমেতৎ। মৃগেণোক্তম্—অবধীরিতসুহৃদ্বাক্যস্য ফলমেতৎ। তথা চোক্তম্—

সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্।
বিপৎসন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥ ৭৫ ॥

কাকো ব্রূতে স বঞ্চকঃ ক্কাস্তে। মৃগেণোক্তম্—মন্মাংসার্থী তিষ্ঠত্যত্রৈব। কাকো ব্রূতে—উক্তমেব ময়া পূর্বম্।

অপরাধো ন মেঽস্তীতি নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি ॥ ৭৬ ॥

দীপনির্বাণগন্ধং চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ ॥ ৭৭ ॥

পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥ ৭৮ ॥

ততঃ কাকো দীর্ঘং নিঃশ্বস্য অরে বঞ্চক কিং ত্বয়া পাপকর্মণা কৃতম্। যতঃ।

সংলাপিতানাং মধুরৈর্বচোভির্মিথ্যোপচারৈশ্চ বশীকৃতানাম্।
আশাবতাং শ্রদ্দধতাং চ লোকে কিমর্থিনাং বঞ্চয়িতব্যমস্তি ॥ ৭৯ ॥

উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপম্।
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি ॥ ৮০ ॥

দুর্জনেন সমং সখ্যং প্রীতিং চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্ ॥ ৮১ ॥

অথবা স্থিতিরিয়ং দুর্জনানাম্।

প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রম্।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি ॥ ৮২ ॥

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হলাহলং বিষম্ ॥ ৮৩ ॥

অথ প্রভাতে ক্ষেত্রপতির্লগুড়হস্তস্তং প্রদেশমাগচ্ছন্ কাকেনাবলোকিতঃ। তমালোক্য কাকেনোক্তম্—সখে মৃগ ত্বমাত্মানম্ মৃতবৎ সন্দর্শ্য বাতেনোদরং পূরয়িত্বা পাদান্ স্তব্ধীকৃত্য তিষ্ঠ। যদাহং শব্দং করোমি তদা ত্বমুত্থায় সত্বরং পলায়িষ্যসে। মৃগস্তথৈব কাকবচনেন স্থিতঃ। ততঃ ক্ষেত্রপতিনা হর্ষোৎফুল্ললোচনেন তথাবিধো মৃগ আলোকিতঃ। আঃ স্বয়ং মৃতোঽসি ইত্যুক্ত্বা মৃগং বন্ধনাম্মোচয়িত্বা পাশান্ গ্রহীতুং সযত্নো বভুব। ততঃ কাকশব্দং শ্রুত্বা মৃগঃ সত্বরমুত্থায় পলায়িতঃ। তমুদ্দিশ্য তেন ক্ষেত্রপতিনা ক্ষিপ্তেন লগুড়েন শৃগালো হতঃ। তথা চোক্তম্—

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥ ৮৪ ॥

অতোঽহং ব্রবীমি—ভক্ষভক্ষকয়োঃ প্রীতিঃ ইত্যাদি। কাকঃ পুনরাহ—

ভক্ষিতেনাপি ভবতা নাহারো মম পুষ্কলঃ।
ত্বয়ি জীবতি জীবামি চিত্রগ্রীব ইবানঘ ॥ ৮৫ ॥

অন্যচ্চ। তিরশ্চামপি বিশ্বাসো দৃষ্টঃ পুণ্যৈককর্মণাম্।
সত্যং হি সাধুশীলত্বাৎ স্বভাবো ন নিবর্ততে ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ। সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াম্।
ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া ॥ ৮৭ ॥

হিরণ্যকো ব্রূতে—চপলস্ত্বম্। চপলেন সহ স্নেহঃ সর্বথা ন কর্তব্যঃ। তথা চোক্তম্।

মার্জারো মহিষো মেষঃ কাকঃ কাপুরুষস্তথা।
বিশ্বাসাৎ প্রভবন্ত্যেতে বিশ্বাসস্তত্র নোচিতঃ ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চান্যৎ। শত্রুপক্ষো ভবানস্মাকম্। উক্তং চৈতৎ।

শত্রুণা ন হি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্ ॥ ৮৯ ॥

দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ংকরঃ ॥ ৯০ ॥

যদশক্যং ন তচ্ছক্যং যচ্ছক্যং শক্যমেব তৎ।
নোদকে শকটং যাতি ন চ নৌর্গচ্ছতি স্থলে ॥ ৯১ ॥

অপরঞ্চ। মহতাপ্যর্থসারেণ যো বিশ্বসিতি শত্রুষু।
ভার্যাসু চ বিরক্তাসু তদন্তং তস্য জীবনম্ ॥ ৯২ ॥

লঘুপতনকো ব্রূতে—শ্রুতং ময়া সর্বম্। তথাপি মম চেতাবান্ সংকল্প স্ত্বয়া সহ সৌহৃদ্যমবশ্যকরণীয়মিতি। নো চেদনাহারেণাত্মানং ব্যাপাদয়িষ্যামি। তথা হি—

মৃদ্ঘটবৎসুখভেদ্যো দুঃসন্ধানশ্চ দুর্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবদ্দুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ। দ্রবত্বাৎ সর্বলোহানাং নিমিত্তান্মৃগপক্ষিণাম্।
ভয়াল্লোভাচ্চ মূর্খাণাং সংগতং দর্শনাৎ সতাম্ ॥ ৯৪ ॥

কিঞ্চ। নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তে হি সুহৃজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ ॥ ৯৫ ॥

স্নেহচ্ছেদেঽপি সাধূনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াম্।
ভঙ্গেঽপি হি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ ॥ ৯৬ ॥

অন্যচ্চ। শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্গুণাঃ ॥ ৯৭ ॥

এতৈর্গুণৈরুপেতো ভবদন্যো ময়া কঃ প্রাপ্তব্যঃ। তদ্বচনমকর্ণ্য হিরণ্যকো বহির্নিঃসৃত্যাহ আপ্যায়িতোঽহং ভবতানেন বচনামৃতেন। তথা চোক্তম্।

ঘর্মার্তং ন তথা সুশীতলজলৈঃ স্নানং ন মুক্তাবলী
ন শ্রীখণ্ডবিলেপনং সুখয়তি প্রত্যঙ্গমপ্যর্পিতম্।

প্রীত্যা সজ্জনভাষিতং প্রভবতি প্রায়ো যথা চেতসঃ
সদ্যুক্তা চ পুরস্কৃতং সুকৃতিনামাকৃষ্টিমন্ত্রোপমম্ ॥ ৯৮ ॥

অন্যচ্চ। রহস্যভেদো যাচ্ঞা চ নৈষ্ঠুর্যং চলচিত্ততা।
ক্রোধো নিঃসত্যতা দ্যূতমেতন্মিত্রস্য দূষণম্ ॥ ৯৯ ॥

অনেন বচনক্রমেণ তদেকদূষণমপি ত্বয়ি ন লক্ষ্যতে। যতঃ।

পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে।
অস্তব্ধত্বমচাপল্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে ॥ ১০০ ॥

অপরঞ্চ। অন্যথৈব হি সৌহার্দং ভবেৎ স্বচ্ছান্তরাত্মনঃ।
প্রবর্ততেঽন্যথা বাণী শাঠ্যোপহতচেতসঃ ॥ ১০১ ॥

মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎকার্যমন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেবং মহাত্মনাম্ ॥ ১০২ ॥

তদ্ভবতু ভবতোঽভিমতমেব। ইত্যুক্ত্বা হিরণ্যকো মৈত্র্যং বিধায় ভোজনবিশেষৈর্বায়সং সন্তোষ্য বিবরং প্রবিষ্টঃ। বায়সোঽপি স্বস্থানং গতঃ। ততঃ প্রভৃতি তয়োরন্যোন্যাহারপ্রদানেন কুশলপ্রশ্নৈর্বিশ্রম্ভালাপৈশ্চ কালোঽতিবর্ততে।

একদা লঘুপতনকো হিরণ্যকমাহ—সখে কষ্টতরলভ্যাহারমিদং স্থানং তৎ পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গন্তুমিচ্ছামি। হিরণ্যকো ব্রূতে—মিত্র ক্ব গন্তব্যম্। তথা চোক্তম্।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাঽসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ১০৩ ॥

বায়সো ব্রূতে—অস্তি সুনিরূপিতং স্থানম্। হিরণ্যকোঽবদৎ—কিং তৎ। বায়সো ব্রূতে অস্তি দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌরাভিধানং সরঃ। তত্র চিরকালোপার্জিতঃ প্রিয়সুহৃন্মে মন্থরাভিধানঃ কচ্ছপো ধার্মিকঃ প্রতিবসতি। যতঃ।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিত্তু মহাত্মনঃ ॥ ১০৪ ॥

স চ ভোজনবিশেষৈর্মাং সংবর্ধয়িষ্যতি। হিরণ্যকোঽপ্যাহ—তৎ কিমত্রাবস্থায় ময়া কর্তব্যম্। যতঃ।

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

অপরঞ্চ। লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং ত্যাগশীলতা।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্যাত্তত্র সংস্থিতিম্ ॥ ১০৬ ॥

তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্ ।
ঋণদাতা চ বৈধশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী ॥ ১০৭ ॥

ততো মামপি তত্র নয়। অথ বায়সস্তত্র তেন মিত্রেণ সহ বিচিত্রকথালাপৈঃ সুখেন তস্য সরসঃ সমীপং যযৌ। ততো মন্থরো দূরাদবলোক্য লঘুপতনকস্য যথোচিতমাতিথ্যং বিধায় মূষিকস্যাতিথিসৎকারং চকার। যতঃ।

বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ১০৮ ॥

বায়সোঽবদৎ—সখে মন্থর সবিশেষপূজামস্মৈ বিধেহি। যতোঽয়ং পুণ্যকর্মণা ধুরীণঃ কারুণ্যরত্নাকরো হিরণ্যকনামা মূষিকরাজঃ। এতস্য গুণস্তুতিং জিহ্বাসহস্রদ্বয়েনাপি সর্পরাজো ন কদাচিৎ কথয়িতুং সমর্থঃ স্যাৎ। ইত্যুক্ত্বা চিত্রগ্রীবোপাখ্যানং বর্ণিতবান্। মন্থরঃ সাদরং হিরণ্যকং সম্পূজ্যাহ—ভদ্র আত্মনো নির্জনবনগমনকারণমাখ্যাতুমর্হসি। হিরণ্যকোঽবদৎ—কথয়ামি শ্রূয়তাম্।

কথা—(চার)

অস্তি চম্পকাভিধানায়াং নগর্যাং পরিব্রাজকাবসথঃ। তত্র চূড়াকর্ণো নাম পরিব্রাট্ প্রতিবসতি। স চ ভোজনাবশিষ্টভিক্ষান্নসহিতং ভিক্ষাপাত্রং নাগদন্তকেঽবস্থাপ্য স্বপিতি। অহং চ তদন্নমুৎপ্লুত্য প্রত্যহং ভক্ষয়ামি। অনন্তরং তস্য প্রিয়সুহৃদ্বীণাকর্ণো নাম পরিব্রাজকঃ সমায়াতঃ। তেন সহ কথাপ্রসঙ্গাবস্থিতো মম ত্রাসার্থং জর্জরবংশখণ্ডেন চূড়াকর্ণো ভূমিমতাড়য়ৎ। বীণাকর্ণ উবাচ—সখে কিমিতি মম কথাবিরক্তোঽন্যাসক্তো ভবান্। চূড়াকর্ণেনোক্তম্—মিত্র নাহং বিরক্তঃ। কিন্তু পশ্যায়ং মূষিকো মমাপকারী সদা পাত্রস্থং ভিক্ষান্নমুৎপ্লুত্য ভক্ষয়তি। বীণাকর্ণো নাগদন্তকং বিলোক্যাহ—কথং মূষিকঃ স্বল্পবলোঽপ্যেতাবদ্দূরমুৎপততি। তদত্র কেনাপি কারণেন ভবিতব্যম্। তথা চোক্তম্—

অকস্মাদ্ যুবতী বৃদ্ধং কেশেষ্বাকৃষ্য চুম্বতি।
পতিং নির্দয়মালিঙ্গ্য হেতুরত্র ভবিষ্যতি ॥ ১০৯ ॥

চূড়াকর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। বীণাকর্ণঃ কথয়তি—

কথা—(পাঁচ)

অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী। তস্যাং চন্দনদাসনামা বণিঙ্মহাধনো নিবসতি। তেন পশ্চিমে বয়সি বর্তমানেন কামাধিষ্ঠিতচেতসা ধনদর্পাল্লীলাবতী নাম বণিক্পুত্রী পরিণীতা। সা চ মকরকেতো র্বিজয়বৈজয়ন্তীব যৌবনবতী বভূব। স চ বৃদ্ধপতিস্তস্যাঃ সন্তোষায় নাভবৎ। যতঃ।

শশিনীব হিমার্তানাং ঘর্মার্তানাং রবাবিব।
মনো ন রমতে স্ত্রীণাং জরাজীর্ণেন্দ্রিয়ে পতৌ ॥ ১১০

অন্যচ্চ। পলিতেষ্বপি দন্তেষু পুংসঃ কা নাম কামিতা।
ভৈষজ্যমিব মন্যন্তে যদন্যমনসঃ স্ত্রিয়ঃ ১১১ ॥

স চ বৃদ্ধপতিস্তস্যামতীবানুরাগবান্। যতঃ।

ধনাশা জীবিতাশা চ গুর্বী প্রাণভৃতাং সদা।
বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ১১২ ॥

নোপভোক্তুং ন চ ত্যক্তুং শক্নোতি বিষয়াঞ্জরী।
অস্থি নির্দশনঃ শ্বেব জিহ্বয়া লেঢ়ি কেবলম্ ॥ ১১৩ ॥

অথ সা লীলাবতী। যৌবনদর্পাদতিক্রান্তকুলমর্যাদা কেনাপি বণিক্পুত্রেণ সহানুরাগবতী বভূব। যতঃ।

স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে নিবসতির্যাত্রোৎসবে সংগতি-
গোষ্ঠীপুরুষসন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।
সংসর্গঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্ বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্যুর্বার্ধকমীর্ষিতং প্রবসনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১৪ ॥

অপরঞ্চ। পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥ ১১৫ ॥

* * * *

স্ত্রিয়ো হি চপলা নিত্যং দেবানামপি বিশ্রুতম্।
তাশ্চাপি রক্ষিতা যেষাং তে নরাঃ সুখভাগিনঃ ॥ ১১৮ ॥

ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাপি ন বিদ্যতে।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ১১৯ ॥

অপরঞ্চ। ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ ঘৃতং চ বহ্নিং চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ১২০ ॥

ন লজ্জা ন বিনীতত্বং ন দাক্ষিণ্যং ন ভীরুতা।
প্রার্থনাভাব এবৈকঃ সতীত্বে কারণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ১২১ ॥

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১২২ ॥

একদা সা লীলাবতী রত্নাবলীকিরণকর্বুরে পর্যঙ্কে তেন বণিক্পুত্রেণ সহ বিশ্রম্ভালাপৈঃ সুখাসীনা তমলক্ষিতোপস্থিতং পতিমবলোক্য সহসোত্থায় কেশেষ্বাকৃষ্য গাঢ়মালিঙ্গ্য চুম্বিতবতী। তেনাবসরেণ জারশ্চ পলায়িতঃ। উক্তং চ।

উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ ।
স্বভাবেনৈব তচ্ছাস্ত্রং স্ত্রীবুদ্ধৌ সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২৩ ॥

তদালিঙ্গনমবলোক্য সমীপবর্তিনী কুট্টন্যচিন্তয়ৎ—অকস্মাদিয়মেনমুপগূঢ়বতী ইতি। ততস্তয়া কুট্টন্যা তৎকারণং পরিজ্ঞায় সা লীলাবতী গুপ্তেন দণ্ডিতা। অতোঽহং ব্রবীমি—অকস্মাদ্ যুবতী বৃদ্ধম্ ইত্যাদি। মূষিকবলোপষ্টম্ভেন কেনাপি কারণেনাত্র ভবিতব্যম্। ক্ষণং বিচিন্ত্য পরিব্রাজকেনোক্তম্—কারণং চাত্র ধনবাহুল্যমেব ভবিষ্যতি। যতঃ

ধনবান্ বলবাঁল্লোকে সর্বঃ সর্বত্র সর্বদা ।
প্রভুত্বং ধনমূলং হি রাজ্ঞামপ্যুপজায়তে ॥ ১২৪ ॥

ততঃ খনিত্রমাদায় তেন বিবরং খনিত্বা চিরসঞ্চিতং মম ধনং গৃহীতম্। ততঃ প্রভৃতি নিজশক্তিহীনঃ সত্ত্বোৎসাহরহিতঃ স্বাহারমপ্যুৎপাদয়িতুমক্ষমঃ সত্রাসং মন্দং মন্দমুপসর্পংশ্চূড়াকর্ণেনাহমবলোকিতঃ। ততস্তেনোক্তম্—

ধনেন বলবাঁল্লোকে ধনাদ্ভবতি পণ্ডিতঃ ।
পশ্যৈনং মূষিকং পাপং স্বজাতিসমতাং গতম্ ॥ ২২৫ ॥

কিঞ্চ। অর্থেন তু বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ ।
ক্রিয়াঃ সর্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ১২৬ ॥

অপরঞ্চ। যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স হি পণ্ডিতঃ ॥ ১২৭ ॥

অন্যচ্চ। অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং সন্মিত্ররহিতস্য চ ।
মূর্খস্য চ দিশঃ শূন্যাঃ সর্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥ ১২৮ ॥

অপরঞ্চ। তানীন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম
সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব ।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব
অন্যঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥ ১২৯ ॥

এতৎ সর্বমাকর্ণ্য ময়ালোচিতম্—মমাত্রাবস্থানমযুক্তমিদানীম্। যচ্চান্যস্মা এতদ্বৃত্তান্তকথনং তদপ্যনুচিতম্। যতঃ।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ ।
বঞ্চনং চাপমানং চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ ॥ ১৩০ ॥

অপি চ। আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্ ।
তপো দানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ॥ ১৩১ ॥

তথাচোক্তম্ । অত্যন্তবিমুখে দৈবে ব্যর্থে যত্নে চ পৌরুষে ।
মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎকুতঃ সুখম্ ॥ ১৩২ ॥

অন্যচ্চ । মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি ।
অপি নির্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাম্ ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ । কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ ।
সর্বেষাং মূর্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্বিশীর্যেত বনেঽথবা ॥ ১৩৪ ॥

যচ্চাত্রৈব যাচ্ঞয়া জীবনং তদতীব গর্হিতম্ । যতঃ ।

বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সংতর্পিতোঽনলঃ ।
নোপচারপরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থিতো জনঃ ॥ ১৩৫ ॥

দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রীপরিগতঃ সত্ত্বাৎ পরিভ্রশ্যতে
নিঃসত্ত্বঃ পরিভূয়তে পরিভবন্নির্বেদমাপদ্যতে ।
নির্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকনিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে ।
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্বাপদামাস্পদম্ ॥ ১৩৬ ॥

কিঞ্চ । বরং মৌনং কার্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্ ।
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষ্বভিরুচি—
র্বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখম্ ॥ ১৩৭ ॥

বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরং দুষ্টবৃষভো
বরং বেশ্যা পত্নী ন পুনরবিনীতা কুলবধূঃ ।
বরং বাসোঽরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে
বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ ॥ ১৩৮ ॥

অপি চ । সেবেব মানমখিলং জ্যোৎস্নেব তমো জরেব লাবণ্যম্ ।
হরিহরকথেব দুরিতং গুণশতমপ্যর্থিতা হরতি ॥ ১৩৯ ॥

ইতি বিমৃশ্য তৎকিমহং পরপিণ্ডেনাত্মানং পোষয়ামি । কষ্টং ভোঃ । তদপি দ্বিতীয়ং মৃত্যুদ্বারম্ ।

পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যং ক্রয়ক্রীতং চ মৈথুনম্ ।
ভোজনং চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ ॥ ১৪০ ॥

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী ।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ ॥ ১৪১ ॥

ইত্যালোচ্যাপি লোভাৎ পুনরপ্যর্থং গ্রহীতুং গ্রহমকরবম্ । তথা চোক্তম্,

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ ১৪২॥

ততোঽহং মন্দং মন্দমুপসর্পংস্তেন বীণাকর্ণেন জর্জরবংশখণ্ডেন তাড়িতোঽচিন্তয়ম্—লুব্ধো হ্যসন্তুষ্টো নিয়তমাত্মদ্রোহী ভবতি। তথা

সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য ননু চর্মাবৃতেব ভূঃ॥ ১৪৩॥

অপরঞ্চ। সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ ১৪৪॥

কিঞ্চ। তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্॥ ১৪৫॥

অপি চ। অসেবিতেশ্বরদ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথম্।
অনুক্তক্লীববচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্॥ ১৪৬॥

যতঃ। ন যোজনশতং দূরং বাধ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ॥ ১৪৭॥

তদত্রাবস্থোচিতকার্যপরিচ্ছেদঃ শ্রেয়ান্।

কো ধর্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ॥ ১৪৮॥

তথা চ। পরিচ্ছেদো হি পাণ্ডিত্যং যদাপন্নাঃ বিপত্তয়ঃ।
অপরিচ্ছেদকর্তৄণাং বিপদঃ স্যুঃ পদে পদে॥ ১৪৯॥

তথাহি। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে স্বাত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥ ১৫০॥

অপরঞ্চ। পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥ ১৫১॥

ইত্যালোচ্যাহং নির্জনবনমাগতঃ। যতঃ।

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ং পক্বফলাম্বুভোজনম্।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্॥ ১৫২॥

ততোঽস্মৎপুণ্যোদয়াদনেন মিত্রেণাহং স্নেহানুবৃত্ত্যানুগৃহীতঃ। অধুনা পুণ্যপরম্পরয়া ভবদাশ্রয়ঃ স্বর্গ এব ময়া প্রাপ্তঃ। যতঃ—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সংগমঃ সুজনৈঃ সহ ॥ ১৫৩ ॥

মন্থর উবাচ।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং
আয়ুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবিতম্।
ধর্মং যো ন করোতি নিন্দিতমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং
পশ্চাত্তাপযুতো জরাপরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

যুস্মাভিরতিসঞ্চয়ঃ কৃতঃ। তস্যায়ং দোষঃ। শৃণু।

উপার্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্।
তড়াগোদরসংস্থানাং পরিবাহ ইবাম্ভসাম্ ॥ ১৫৫ ॥

অন্যচ্চ। যদধোঽধঃ ক্ষিতৌ বিত্তং নিচখান মিতম্পচঃ।
তদধোনিলয়ং গন্তুং চক্রে পন্থানমগ্রতঃ ॥ ১৫৬ ॥

অন্যচ্চ। নিজসৌখ্যং নিরুন্ধানো যো ধনার্জনমিচ্ছতি।
পদার্থভারবাহীব ক্লেশস্যৈব হি ভাজনম্ ॥ ১৫৭ ॥

অপরঞ্চ দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
ভবামঃ কিং ন তেনৈব ধনেন ধনিনো বয়ম্ ॥ ১৫৮ ॥

অন্যচ্চ। অসংভোগেন সামান্যং কৃপণস্য ধনং পরৈঃ।
অস্যেদমিতি সম্বন্ধো হানৌ দুঃখেন গম্যতে ॥ ১৫৯ ॥

দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্যম্।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুষ্টয়ং লোকে ॥ ১৬০ ॥

উক্তঞ্চ। কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।
পশ্য সঞ্চয়শীলোঽসৌ ধনুষা জম্বুকো হতঃ ॥ ১৬১ ॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ। মন্থরঃ কথয়তি—

কথা—(ছয়)

অস্তি কল্যাণকটকবাস্তব্যো ভৈরবো নাম ব্যাধঃ। স চৈকদা মৃগমন্বিষ্যন্ বিন্ধ্যাটবীং গতঃ। তেন তত্র ব্যাপাদিতং মৃগমাদায় গচ্ছতা ঘোরাকৃতিঃ শূকরো দৃষ্টঃ। ততস্তেন ব্যাধেন মৃগং ভুমৌ নিধায় শূকরঃ শরেণাহতঃ। শূকরেণাপি ঘনঘোরগর্জনং কৃত্বা স ব্যাধো মুষ্কদেশে হতঃ সংশ্ছিন্নদ্রুম ইব ভুমৌ নিপপাত। যতঃ

জলমগ্নির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্ব্যাধিঃ পতনং গিরেঃ।
নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহী প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৬২ ॥

অথ তয়োঃ পাদাস্ফালনেন সর্পোঽপি মৃতঃ। অথানন্তরং দীর্ঘরাবো নাম জম্বুকঃ পরিভ্রমন্নাহারার্থী তান্মৃতান্মৃগব্যাধসর্পশূকরানপশ্যৎ। অচিন্তয়চ্চ—অহো অদ্য মহদ্ভোজ্যং মে সমুপস্থিতম্। অথবা।

অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥ ১৬৩॥

তদ্ভবতু। এষাং মাংসৈর্মাসত্রয়ং মে সুখেন গমিষ্যতি।

মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকং দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥ ১৬৪॥

ততঃ প্রথমবুভুক্ষায়ামিদং নিঃস্বাদু কোদণ্ডলগ্নং স্নায়ুবন্ধনং খাদামি। ইত্যুক্ত্বা তথাকৃতে সতি ছিন্নে স্নায়ুবন্ধনে উৎপতিতেন ধনুষা হৃদি নির্ভিন্নঃ স দীর্ঘরাবঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যম্ ইত্যাদি। তথা চ।

যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি॥ ১৬৫॥

কিঞ্চ। যদ্দদাসি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাশ্নাসি দিনে দিনে।
তত্তে বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষসি॥ ১৬৬॥

যাতু। কিমিদানীমতিক্রান্তোপবর্ণনেন। যতঃ।

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ১৬৭॥

তৎ সখে সর্বদা ত্বয়া সোৎসাহেন ভবিতব্যম্। যতঃ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্॥ ১৬৮॥

অন্যচ্চ। ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ করোতি বিজ্ঞানবিধির্গুণং হি।
অন্ধস্য কিং হস্ততলস্থিতোঽপি প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ॥ ১৬৯॥

তদত্র সখে দশাবিশেষে শান্তিঃ করণীয়া। এতদপ্যতিকষ্টং ত্বয়া ন মন্তব্যম্। যতঃ।

রাজা কুলবধূর্বিপ্রা মন্ত্রিণশ্চ পয়োধরাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশা নখা নরাঃ॥ ১৭০॥

ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ স্বস্থানং ন পরিত্যজেৎ। কাপুরুষবচনমেতৎ। যতঃ

স্থানমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তি সিংহাঃ সৎপুরুষা গজাঃ।
তত্রৈব নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা মৃগাঃ॥ ১৭১॥

কো বীরস্য মনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ কো বা বিদেশস্তথা
যং দেশং শ্রয়তে তমেব কুরুতে বাহুপ্রতাপার্জিতম্ ।
যদ্ দংষ্ট্রানখলাঙ্গুলপ্রহরণঃ সিংহো বনং গাহতে
তস্মিন্নেব হতদ্বিপেন্দ্ররুধিরৈস্তৃষ্ণাং ছিনত্ত্যাত্মনঃ ॥ ১৭২ ॥

অপরঞ্চ । নিপানমিব মণ্ডূকাঃ সরঃ পূর্ণমিবাণ্ডজাঃ ।
সোদ্যোগং নরমায়ান্তি বিবশাঃ সর্বসম্পদঃ ॥ ১৭৩ ॥

অন্যচ্চ । সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা ।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ১৭৪ ॥

অন্যচ্চ । উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তং ।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥ ১৭৫

বিশেষতশ্চ । বিনাপ্যর্থৈর্বীরঃ স্পৃশতি বহুমানোন্নতিপদং
সমাযুক্তোঽপ্যর্থৈঃ পরিভবপদং যাতি কৃপণঃ ।
স্বভাবাদুদ্ভূতাং গুণসমুদয়াবাপ্তিবিষয়াং
দ্যুতিং সৈংহীং কিং শ্বা ধৃতকনকমালোঽপি লভতে ॥ ১৭৬ ॥

ধনবানিতি হি মদস্তে কিং গতবিভবো বিষাদমুপযাসি ।
করনিহতকন্দুকসমাঃ পাতোৎপাতা মনুষ্যাণাম্ ॥ ১৭৭ ॥

অপরঞ্চ । অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতির্নবসস্যানি যোষিতঃ ।
কিঞ্চিৎকালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ ॥ ১৭৮ ॥

বৃত্ত্যর্থং নাতিচেষ্টেত সা হি ধাত্রৈব নির্মিতা ।
গর্ভাদুৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ ॥ ১৭৯ ॥

অপি চ সখে । যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥ ১৮০ ॥

অপরঞ্চ । সতাং রহস্যং শৃণু মিত্র ।

জনয়ন্ত্যর্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিপত্তিষু ।
মোহয়ন্তি চ সম্পত্তৌ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ ॥ ১৮১ ॥

অপরঞ্চ । ধর্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা ।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্ ॥ ১৮২ ॥

যতঃ । যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ শ্বাপদৈর্ভুবি ।
ভক্ষ্যতে সলিলে নক্রৈস্তথা সর্বত্র বিত্তবান্ ॥ ১৮৩ ॥

রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চোরতঃ স্বজনাদপি ।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃপ্রাণভৃতামিব ॥ ১৮৪ ॥

তথা হি। জন্মনি ক্লেশবহুলে কিং নু দুঃখমতঃ পরম্।
ইচ্ছাসম্পদ্‌যতো নাস্তি যচ্চেচ্ছা ন নিবর্ততে ॥ ১৮৫ ॥

অন্যচ্চ। ভ্রাতঃ শৃণু।

ধনং তাবদসুলভং লব্ধং কৃচ্ছ্রেণ রক্ষ্যতে।
লব্ধনাশো যথা মৃত্যুস্তস্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৮৬ ॥

তৃষ্ণাং চেহ পরিত্যজ্য কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ।
তস্যাশ্চেৎ প্রসরো দত্তো দাস্যং চ শিরসি স্থিতম্ ॥ ১৮৭ ॥

অপরঞ্চ। যদ্যদেব হি বাঞ্ছেত ততো বাঞ্ছানুবর্ততে।
প্রাপ্তঃ এবার্থতঃ সোঽর্থো যতো বাঞ্ছা নিবর্ততে ॥ ১৮৮ ॥

কিং বহুনা। মম পক্ষপাতেন ময়ৈব সহাত্র কালো নীয়তাম্। যতঃ।

আমরণান্তাঃ প্রণয়াঃ কোপাস্তৎক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাম্ ॥ ১৮৯ ॥

ইতি শ্রুত্বা লঘুপতনকো ব্রূতে—ধন্যোঽসি মন্থর সর্বদা শ্লাঘ্যগুণোঽসি। যতঃ।

সন্ত এব সতাং নিত্যমাপদুদ্ধরণক্ষমাঃ।
গজানাং পঙ্কমগ্নানাং গজা এব ধুরন্ধরাঃ ॥ ১৯০ ॥

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাং স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা নাশাভিভঙ্গাদ্বিমুখা প্রযান্তি ॥ ১৯১ ।

অথ কদাচিচ্চিত্রাঙ্গনামা মৃগঃ কেনাপি ত্রাসিতস্তত্রাগত্য মিলিতঃ। ততঃ তৎ-পশ্চাদায়ান্তং ভয়হেতুমালোক্য মন্থরো জলং প্রবিষ্টঃ। মূষিকশ্চ বিবরং গতঃ। কাকোঽপ্যুড্ডীয় বৃক্ষাগ্রমারূঢ়ঃ। ততো লঘুপতনকেন সুদূরং নিরূপ্য ভয়হেতুর্ন কোঽপ্যায়াতীত্যালোচিতম্। পশ্চাত্তদ্বচনাদাগত্য পুনঃ সর্বে মিলিত্বা তত্রৈবোপবিষ্টাঃ। মন্থরেণোক্তম্—ভদ্রম্। মৃগ স্বাগতম্। স্বেচ্ছয়োদকাদ্যাহারোঽনুভূয়তাম্। অত্রাবস্থানেন বনমিদং সনাথীক্রিয়তাম্। চিত্রাঙ্গো ব্রূতে—লুব্ধকত্রাসিতোঽহং ভবতাং শরণমাগতঃ। ভবদ্ভিঃ সহ সখ্যমিচ্ছামি। হিরণ্যকোঽবদৎ—মিত্র তত্তাবদস্মাভিঃ সহাযত্নেন নিষ্পন্নমেব ভবতঃ। যতঃ।

ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতম্।
রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্ ॥ ১৯২ ॥

তদত্র ভবতা স্বগৃহনির্বিশেষং স্থীয়তাম্। তচ্ছ্রুত্বা মৃগঃ সানন্দো ভূত্বা স্বেচ্ছাহারং কৃত্বা পানীয়ং পীত্বা জলাসন্নতরুচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টঃ। অথ মন্থরেণোক্তম্—সখে মৃগ এতস্মিন্নির্জনে বনে কেন ত্রাসিতোঽসি। কদাচিৎ কিং ব্যাধাঃ সঞ্চরন্তি। মৃগেণোক্তম্।

অস্তি কলিঙ্গবিষয়ে রুক্মাঙ্গদো নাম নরপতিঃ। স চ দিগ্বিজয়ব্যাপারক্রমেণাগত্য চন্দ্রভাগানদীতীরে সমাবাসিতকটকো বর্ততে। প্রাতশ্চ তেনাত্রাগত্য কর্পূরসরঃসমীপে ভবিতব্যমিতি ব্যাধানাং মুখাৎ কিংবদন্তী শ্রূয়তে। তদত্রাপি প্রাতরবস্থানং ভয়হেতু-

কমিত্যালোচ্য যথাবসরকার্যমারভ্যতাম্। তচ্ছ্রুত্বা কূর্মঃ সভয়মাহ—জলাশয়ান্তরং গচ্ছামি। কাকমৃগাবপ্যুক্তবন্তৌ এবমস্তু। ততো হিরণ্যকো বিহস্যাহ—জলাশয়ান্তরে প্রাপ্তে মন্থরস্য কুশলম্। স্থলে গচ্ছতঃ কঃ প্রতীকারঃ। যতঃ

অম্ভাংসি জলজন্তূনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাম্।
স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং মন্ত্রী পরং বলম্॥ ১৯৩॥

সখে লঘুপতনক অনেনোপদেশেন তথা ভবিতব্যম্।

স্বয়ং বীক্ষ্য যথা বধ্বাঃ পীড়িতং কুচকুট্মলম্।
বণিক্ পুত্রোঽভবৎ দুঃখী ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি॥ ১৯৪॥

ত ঊচুঃ—কথমেতৎ। হিরণ্যকঃ কথয়তি—

কথা—(সাত)

অস্তি কান্যকুব্জবিষয়ে বীরসেনো নাম রাজা। তেন বীরপুরনাম্নি নগরে তুঙ্গবলো নাম রাজপুত্রো ভোগপতিঃ কৃতঃ। স চ মহাধনস্তরুণ একদা স্বনগরে ভ্রাম্যন্নতিপ্রৌঢ়-যৌবনাং লাবণ্যবতীং নাম বণিক্পুত্রবধূমালোকয়ামাস। ততঃ স্বহর্ম্যং গত্বা স্মরাকুল-মতিস্তস্যাঃ কৃতে দূতীং প্রেষিতবান্। যতঃ।

সন্মার্গে তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাং
লজ্জাং তাবদ্বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে
যাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদি ধৃতিমুষো দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি॥ ১৯৫॥

সাপি লাবণ্যবতী তদবলোকনক্ষণাৎ প্রভৃতি স্মরশরপ্রহারজর্জরিতহৃদয়া তদেকচিত্তাভবৎ। তথা হ্যুক্তম্—

অসত্যং সাহসং মায়া মাৎসর্যং চাতিলুব্ধতা।
নির্গুণত্বমশৌচত্বং স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ॥ ১৯৬॥

অথ দূতীবচনং শ্রুত্বা লাবণ্যবত্যুবাচ—অহং পতিব্রতা কথমেতস্মিন্নধর্মে পতি-লঙ্ঘনে প্রবর্তে। যতঃ।

সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্যা যা পতিব্রতা॥ ১৯৭॥

ন সা ভার্যেতি বক্তব্যা যস্যাং ভর্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্তরি নারীণাং সন্তুষ্টা সর্বদেবতাঃ॥ ১৯৮॥

ততো যদ্যদাদিশতি মে প্রাণেশ্বরস্তদেবাহমবিচারিতং করোমি। দূত্যোক্তম্-

সত্যমেতৎ। লাবণ্যবত্যুবাচ—ধ্রুবং সত্যমেতৎ। ততো দূতিকয়া গত্বা তত্তৎ সর্বং তুঙ্গবলস্যাগ্রে নিবেদিতম্।

তচ্ছ্রুত্বা তুঙ্গবলোঽব্রবীৎ—স্বামিন্যানীয় সমর্পয়িতব্যেতি কথমেতচ্ছক্যম্। কুট্টন্যাহ—উপায়ঃ ক্রিয়তাম্। তথা চোক্তম্—

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবর্ত্মনা ॥ ১৯৯ ॥

রাজপুত্রঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। সা কথয়তি—

কথা—(আট)

অস্তি ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলকো নাম হস্তী। তমবলোক্য সর্বে শৃগালাশ্চিন্তয়ন্তি স্ম—যদ্যয়ং কেনাপ্যুপায়েন ম্রিয়তে তদাস্মাকমেতদ্দেহেন মাসচতুষ্টয়স্য স্বেচ্ছয়া ভোজনং ভবিষ্যতি। তত্রৈকেন বৃদ্ধশৃগালেন প্রতিজ্ঞাতম্—ময়া বুদ্ধিপ্রভাবাদস্য মরণং সাধয়িতব্যম্। অনন্তরং স বঞ্চকঃ কর্পূরতিলকসমীপং গত্বা সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্যোবাচ—দেব দৃষ্টিপ্রসাদং কুরু। হস্তী ব্রূতে—কস্ত্বম্। কুতঃ সমায়াতঃ। সোঽবদৎ—জম্বুকোঽহম্। সর্বৈর্বনবাসিভিঃ পশুভির্মিলিত্বা ভবৎসকাশং প্রস্থাপিতঃ। যৎ বিনা রাজ্ঞাবস্থাতুং ন যুক্তং তদত্রাটবীরাজ্যেঽভিষেক্তুং ভবান্সর্বস্বামিগুণোপেতো নিরূপিতঃ। যতঃ।

যঃ কুলাভিজনাচারৈরতিশুদ্ধঃ প্রতাপবান্।
ধার্মিকো নীতিকুশলঃ স স্বামী যুজ্যতে ভুবি ॥ ২০০ ॥

অপরঞ্চ। রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকেঽস্মিন্ কুতো ভার্যা কুতো ধনম্ ॥ ২০১ ॥

অন্যচ্চ। পর্জন্য ইব ভূতানামাধারঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিকলেঽপি হি পর্জন্যে জীব্যতে ন তু ভূপতৌ ॥ ২০২ ॥

কিঞ্চ। নিয়তবিষয়বর্তী প্রায়শো দণ্ডযোগা—
জ্জগতি পরবশেঽস্মিন্ দুর্লভঃ সাধুবৃত্তঃ।
কৃশমপি বিকলং বা ব্যাধিতং বাঽধমং বা
পতিমপি কুলনারী দণ্ডভীত্যাভ্যুপৈতি ॥ ২০৩ ॥

তদ্যথা লগ্নবেলা ন স্খলতি তথা কৃত্বা সত্বরমাগম্যতাং দেবেন। ইত্যুক্ত্বোত্থায় চলিতঃ। ততোঽসৌ রাজ্যলোভাকৃষ্টঃ কর্পূরতিলকঃ শৃগালবর্ত্মনা ধাবন্মহাপঙ্কে নিমগ্নঃ। ততস্তেন হস্তিনোক্তম্—

সখে শৃগাল কিমধুনা বিধেয়ম্। পঙ্কে নিপতিতোঽহং ম্রিয়ে। পরাবৃত্য পশ্য। শৃগালেন বিহস্যোক্তম্—দেব মম পুচ্ছকাবলম্বনং কৃত্বোত্তিষ্ঠ। যন্মদ্বিধস্য বচসি ত্বয়া প্রত্যয়ঃ কৃতস্তদনুভূয়তামশরণং দুঃখম্। তথা চোক্তম্—

যদি সৎসঙ্গনিরতো ভবিষ্যসি ভবিষ্যসি।
তথাঽসজ্জনগোষ্ঠীষু পতিষ্যসি পতিষ্যসি ॥ ২০৪ ॥

ততো মহাপঙ্কে নিমগ্নো হস্তী শৃগালৈর্ভক্ষিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—উপায়েন হি যচ্ছক্যম্ ইত্যাদি। ততঃ কুট্টন্যুপদেশেন তং চারুদত্তনামানং বণিক্‌পুত্রং স রাজপুত্রঃ সেবকং চকার। ততোঽসৌ তেন সর্ববিশ্বাসকার্যেষু নিযোজিতঃ।

একদা তেন রাজপুত্রেণ স্নাতানুলিপ্তেন কনকরত্নালংকারধারিণা প্রোক্তম্—অদ্যারভ্য মাসমেকং ময়া গৌরীব্রতং কর্তব্যম্। তদত্র প্রতিরাত্রমেকাং কুলীনাং যুবতীমানীয় সমর্পয়। সা ময়া যথোচিতেন বিধিনা পূজয়িতব্যা। ততঃ স চারুদত্তস্তথাবিধাং নবযুবতীমানীয় সমর্পয়তি। পশ্চাৎ প্রচ্ছন্নঃ সন্ কিময়ং করোতীতি নিরূপয়তি। স চ তুঙ্গবলস্তাং যুবতীমস্পৃশন্নেব দূরাদ্বস্ত্রালংকারগন্ধচন্দনৈঃ সম্পূজ্য রক্ষকং দত্ত্বা প্রস্থাপয়তি। অথ বণিক্‌পুত্রেণ তদ্ দৃষ্টৈবাপজাতবিশ্বাসেন লোভাকৃষ্টমনসা স্ববধূর্লাবণ্যবতী সমানীয় সমর্পিতা। স চ তুঙ্গবলস্তাং হৃদয়প্রিয়াং লাবণ্যবতীং বিজ্ঞায় সসম্ভ্রমমুত্থায় নির্ভরমালিঙ্গ্য নিমীলিতাক্ষঃ পর্যঙ্কে তয়া সহ বিললাস। তদবলোক্য বণিক্‌পুত্রাশ্চত্রলিখিত ইবেতিকর্তব্যতামূঢ়ঃ পরং বিষাদমুপগতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—স্বয়ং বীক্ষ্য ইত্যাদি। তথা ত্বয়াপি ভবিতব্যম্ ইতি।

তদ্ধিতবচনমবধীর্য মহতা ভয়েন বিমুগ্ধ ইব তং জলাশয়মুৎসৃজ্য মন্থরশ্চলিতঃ। তেঽপি হিরণ্যকাদয়ঃ স্নেহাদনিষ্টং শঙ্কমানা মন্থরমনুগচ্ছন্তি। ততঃ স্থলে গচ্ছন্ কেনাপি ব্যাধেন কাননং পর্যটতা মন্থরঃ প্রাপ্তঃ। প্রাপ্য চ তং গৃহীত্বোত্থাপ্য ধনুষি বদ্ধ্বা ভ্রমক্লেশাৎ ক্ষুৎপিপাসাকুলঃ স্বগৃহাভিমুখশ্চলিতঃ। অথ মৃগবায়সমূষিকাঃ পরং বিষাদং গচ্ছন্তস্তমনুজগ্মুঃ। ততো হিরণ্যকো বিলপতি—

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ॥ ২০৫ ॥

স্বাভাবিকং তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিমসৌহার্দমাপৎস্বপি ন মুঞ্চতি ॥ ২০৬ ॥

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্মিত্রে স্বভাবজে ॥ ২০৭ ॥

ইতি মুহুর্বিচিন্ত্য—অহো দুর্দৈবম্। যতঃ।

স্বকর্মসন্তানবিচেষ্টিতানি কালান্তরাবর্তিশুভাশুভানি।
ইহৈব দৃষ্টানি ময়ৈব তানি জন্মান্তরাণীব দশান্তরাণি ॥ ২০৮ ॥

অথবেত্থমেবৈতৎ। কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্।
সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্ ॥ ২০৯ ॥

পুনর্বিমৃশ্যাহ—শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২১০ ॥

কিঞ্চ। মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ
পাত্রং যৎ সুখদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্দুর্লভম্।
যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলা—
স্তে সর্বত্র মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ ॥ ২১১ ॥

ইতি বহু বিলপ্য হিরণ্যকশ্চিত্রাঙ্গলঘুপতনকাবাহ যাবদয়ং ব্যাধো বনান্ন নিঃসরতি তাবন্মন্থরং মোচয়িতুং যত্নঃ ক্রিয়তাম্। তাবূচতুঃ—সত্বরং কার্যমুচ্যতাম্। হিরণ্যকো ব্রূতে—চিত্রাঙ্গো জলসমীপং গত্বা মৃতমিবাত্মানং দর্শয়তু। কাকশ্চ তস্যোপরি স্থিত্বা চঞ্চ্বা কিমপি বিলিখতু। নূনমনেন লুব্ধকেন তত্র কচ্ছপং পরিত্যজ্য মৃগমাংসার্থিনা সত্বরং গন্তব্যম্। ততোঽহং মন্থরস্য বন্ধনং ছেৎস্যামি। সন্নিহিতে লুব্ধকে ভবদ্ভ্যাং পলায়িতব্যম্। চিত্রাঙ্গলঘুপতনকাভ্যাং শীঘ্রং গত্বা তথানুষ্ঠিতে সতি স ব্যাধঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং পীত্বা তরোরধস্তাদুপবিষ্টস্তথাবিধং মৃগমপশ্যৎ। ততঃ কর্তরিকামাদায় প্রহৃষ্টমনা মৃগান্তিকং চলিতঃ। তত্রান্তরে হিরণ্যকেনাগত্য মন্থরস্য বন্ধনং ছিন্নম্। স কূর্মঃ সত্বরং জলাশয়ং প্রবিবেশ। স মৃগ আসন্নং তং ব্যাধং বিলোক্যোত্থায় পলায়িতঃ। প্রত্যাবৃত্য লুব্ধকো যাবৎ তরুতলমায়াতি তাবৎ কূর্মমপশ্যন্নচিন্তয়ৎ—উচিতমেবৈতন্ম-মাসমীক্ষ্যকারিণঃ। যতঃ।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥ ২১২ ॥

ততোঽসৌ স্বকর্মবশান্নিরাশঃ কটকং প্রবিষ্টঃ। মন্থরাদয়শ্চ সর্বে বিমুক্তাপদঃ স্বস্থানং গত্বা যথাসুখমাস্থিতাঃ।

অথ রাজপুত্রৈঃ সানন্দমুক্তম্—সর্বং শ্রুতবন্তঃ সুখিনো বয়ম্। সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। বিষ্ণুশর্মোবাচ—এতাবতা ভবতামভিলষিতং সম্পন্নম্। অপরমপীদমস্তু—

মিত্রং প্রাপ্নুত সজ্জনা জনপদৈর্লক্ষ্মীঃ সমালম্ব্যতাং
ভূপালাঃ পরিপালয়ন্তু বসুধাং শশ্বৎ ধর্মে স্থিতাঃ
আস্তাং মানসতুষ্টয়ে সুকৃতিনাং নীতির্নবোঢ়েব বঃ
কল্যাণং কুরুতাং জনস্য ভগবাংশ্চন্দ্রার্ধচূড়ামণিঃ ॥ ২১৩ ॥

সুহৃদ্ভেদঃ

অথ রাজপুত্রা ঊচুঃ—আর্য মিত্রলাভঃ শ্রুতস্তাবদস্মাভিঃ। ইদানীং সুহৃদ্ভেদং শ্রোতুমিচ্ছামঃ। বিষ্ণুশর্মোবাচ—সুহৃদ্ভেদং তাবচ্ছৃণুত যস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ—

বর্ধমানো মহাস্নেহো মৃগেন্দ্রবৃষয়োর্বনে।
পিশুনেনাতিলুব্ধেন জম্বুকেন বিনাশিতঃ ॥ ১ ॥

রাজপুত্রৈরুক্তম্—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্মা কথয়তি—
অস্তি দক্ষিণাপথে সুবর্ণবতী নাম্নী নগরী। তত্র বর্ধমানো নাম বণিগ্ নিবসতি।

তস্য প্রচুরেঽপি বিত্তেঽপরান্ বন্ধুনীতিসমৃদ্ধানবলোক্য পুনরর্থবৃদ্ধিঃ করণীয়েতি মতির্বভূব। যতঃ।

অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব এব দরিদ্রতি ॥ ২ ॥

অপরঞ্চ। ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।
শশিনস্তুল্যবংশোঽপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ৩ ॥

অন্যচ্চ। অব্যবসায়িনমলসং দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিহীণম্।
প্রমদেব হি বৃদ্ধপতিং নেচ্ছত্যুপগূহিতুং লক্ষ্মীঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ। আলস্যং স্ত্রীসেবা সরোগতা জন্মভূমিবাৎসল্যম্।
সন্তোষো ভীরুত্বং ষড় ব্যাঘাতা মহত্ত্বস্য ॥ ৫ ॥

যতঃ। সম্পদা সুস্থিতম্মন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ।
কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে ন বর্ধয়তি তস্য তাম্ ॥ ৬ ॥

অপরঞ্চ। নিরুৎসাহং নিরানন্দং নির্বীর্যমরিনন্দনম্।
মা স্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥ ৭ ॥

তথা চোক্তম্। অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্ধয়েৎ সম্যগ্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ৮ ॥

যতোঽলব্ধমনিচ্ছতোঽনুদ্যোগাদর্থপ্রাপ্তিরেব। লব্ধস্যাপ্যরক্ষিতস্য নিধিরপি স্বয়ং বিনাশঃ। অপি চ। অবর্ধমানশ্চার্থঃ কালে স্বল্পব্যয়োঽপ্যঞ্জনবৎ ক্ষয়মেতি। অনুপভুজ্যমানশ্চ নিষ্প্রয়োজন এব সঃ। তথা চোক্তম্—

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে
বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ন বাধতে ॥
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্মমাচরেৎ—
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৯ ॥

অন্যচ্চ। অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ম্।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্যাদ্ দানাধ্যয়নকর্মসু ॥ ১০ ॥

যতঃ। জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ববিদ্যানাং ধর্মস্য চ ধনস্য চ ॥ ১১ ॥

দানোপভোগরহিতা দিবসা যস্য যান্তি বৈ।
স কর্মকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ১২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য নন্দকসঞ্জীবকনামানৌ বৃষভৌ ধূরি নিযোজ্য শকটং নানাবিধদ্রব্যপূর্ণং কৃত্বা বাণিজ্যেন গতঃ কাশ্মীরং প্রতি।

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥ ১৩॥

অথ গচ্ছতস্তস্য সুদুর্গনাম্নি মহারণ্যে সঞ্জীবকো ভগ্নজানুর্নিপতিতঃ। তমালোক্য বর্ধমানোঽচিন্তয়ৎ—

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেবাস্য যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥ ১৪॥

কিন্তু। বিস্ময়ঃ সর্বথা হেয়ঃ প্রত্যূহঃ সর্বকর্মণাম্।
তস্মাদ্বিস্ময়মুৎসৃজ্য সাধ্যে সিদ্ধির্বিধীয়তাম্॥ ১৫॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সঞ্জীবকং তত্র পরিত্যজ্য বর্ধমানঃ পুনঃ স্বয়ং ধর্মপুরং নাম নগরং গত্বা মহাকায়মন্যং বৃষভমেকং সমানীয় ধূরি নিযোজ্য চালতঃ। ততঃ সঞ্জীবকোঽপি কথং কথমপি খুরত্রয়ে ভারং কৃত্বোত্থিতঃ। যতঃ।

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্মর্মাণি রক্ষতি॥ ১৬॥

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥ ১৭॥

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দেবরক্ষিতং
সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি বনে বিসর্জিতঃ।
কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে ন জীবতি॥ ১৮॥

ততো দিনেষু গচ্ছৎসু সঞ্জীবকঃ স্বেচ্ছাহারবিহারং কৃত্বারণ্যং ভ্রাম্যন্ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গো বলবন্ননাদ। তস্মিন্ বনে পিঙ্গলকনামা সিংহঃ স্বভুজোপার্জিতরাজ্যসুখমনুভবন্ নিবসতি। তথা চোক্তম্—

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে মৃগৈঃ।
বিক্রমার্জিতরাজ্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা॥ ১৯॥

স চৈকদা পিপাসাকুলিতঃ পানীয়ং পাতুং যমুনাকচ্ছমগচ্ছৎ। তেন চ তত্র সিংহেনাননুভূতপূর্বমকালঘনগর্জিতমিব সঞ্জীবকনর্দিতমশ্রাবি। তচ্ছ্রুত্বা পানীয়মপীত্বা সচকিতঃ পরিবৃত্য স্বস্থানমাগত্য কিমিদমিত্যালোচয়ংস্তূষ্ণীং স্থিতঃ। স চ তথাবিধঃ করটকদমনকাভ্যামস্য মন্ত্রিপুত্রাভ্যাং শৃগালাভ্যাং দৃষ্টঃ। তং তথাবিধং দৃষ্ট্বা

দমনকঃ করটকমাহ—সখে করটক কিমিত্যয়মুদকার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা সচকিতো মন্দং মন্দমবতিষ্ঠতে। করটকো ব্রূতে—মিত্র দমনক অস্মন্মতেনাস্য সেবৈব ন ক্রিয়তে। যদি তথা ভবতি তর্হি কিমনেন স্বামিচেষ্টানিরূপণেনাস্মাকম্। যতোঽনেন রাজ্ঞা বিনাপরাধেন চিরমবধীরিতাভ্যামাবাভ্যাং মহদ্দুঃখমনুভূতম্।

সেবয়া ধনমিচ্ছদ্ভিঃ সেবকৈঃ পশ্য যৎকৃতম্।
স্বাতন্ত্র্যং যচ্ছরীরস্য মূঢ়ৈস্তদপি হারিতম্॥ ২০॥

অপরঞ্চ। শীতবাতাতপক্লেশান্ সহন্তে যান্ পরাশ্রিতাঃ।
তদংশেনাপি মেধাবী তপস্তপ্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ ২১॥

অন্যচ্চ। এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা।
যে পরাধীনতাং যাতাস্তে বৈ জীবন্তি কে মৃতাঃ॥ ২২॥

অপরঞ্চ। এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর।
এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোঽর্থিভিঃ॥ ২৩॥

অবুধৈরর্থলাভায় পণ্যস্ত্রীভিরিব স্বয়ম্।
আত্মা সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পরোপকরণীকৃতঃ॥ ২৪॥

কিঞ্চ। যা প্রকৃত্যৈব চপলা নিপতত্যশুচাবপি।
স্বামিনো বহু মন্যন্তে দৃষ্টিং তামপি সেবকাঃ॥ ২৫॥

অপরঞ্চ। মৌনান্মূর্খঃ প্রবচনপটুর্বাতুলো জল্পকো বা
ক্ষান্ত্যা ভীরুর্যদি ন সহতে প্রায়শো নাভিজাতঃ।
ধৃষ্টঃ পার্শ্বে বসতি নিয়তং দূরতশ্চাপ্রগল্ভঃ
সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ॥ ২৬॥

বিশেষতশ্চ। প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবিতহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্,
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ॥ ২৭॥

দমনকো ব্রূতে—মিত্র সর্বথা মনসাপি নৈতৎ কর্তব্যম্। যতঃ।

কথং নাম ন সেব্যন্তে যত্নতঃ পরমেশ্বরাঃ।
অচিরেণৈব যে তুষ্টাঃ পূরয়ন্তি মনোরথান্॥ ২৮॥

অন্যচ্চ পশ্য। কুতঃ সেনাবিহীনানাং চামরোদ্ধূতসম্পদঃ।
উদ্দণ্ডধবলচ্ছত্রং বাজিবারণবাহিনী॥ ২৯॥

করটকো ব্রূতে—তথাপি কিমেনেনাস্মাকং ব্যাপারেণ। যতোঽব্যাপারেষু ব্যাপারঃ সর্বথা পরিহরণীয়ঃ। পশ্য।

অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কীলোৎপাটীব বানরঃ ॥ ৩০ ॥

দমনকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। করটকঃ কথয়তি—

কথা—(এক)

অস্তি মগধদেশে ধর্মারণ্যসন্নিহিতবসুধায়াং শুভদত্তনাম্না কায়স্থেন বিহারঃ কর্তুমারব্ধঃ। তত্র করপত্রদার্যমাণৈকস্তম্ভস্য কিয়দ্দূরস্ফাটিতস্য কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়মধ্যে কীলকং নিধায় সূত্রধারেণ ধৃতম্। তত্র বলবান্ বানরযূথঃ ক্রীড়ন্নাগতঃ। একো বানরঃ কালপ্রেরিত ইব তং কীলকং হস্তাভ্যাং ধৃত্বোপবিষ্টঃ। তত্র তস্য মুষ্কদ্বয়ং লম্বমানং কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্টম্। অনন্তরং স চ সহজচপলতয়া মহতা প্রযত্নেন তং কীলকমাকৃষ্টবান্। আকৃষ্টে চ কীলকে চূর্ণিতাণ্ডদ্বয়ঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—অব্যাপারেষু ব্যাপারম্ ইত্যাদি। দমনকো ব্রূতে—তথাপি স্বামিচেষ্টানিরূপণং সেবকেনাবশ্যং করণীয়ম্। করটকো ব্রূতে—সর্বস্মিন্নধিকারে য এব নিযুক্তঃ প্রধানমন্ত্রী স করোতু। যতোঽনুজীবিনা পরাধিকারচর্চা সর্বথা ন কর্তব্যা। পশ্য।

পরাধিকারচর্চাং যঃ কুর্যাৎ স্বামিহিতেচ্ছয়া।
স বিষীদতি চীৎকারাদ্গর্দভস্তাড়িতো যথা ॥ ৩১ ॥

দমনকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। করটকো ব্রূতে—

কথা—(দুই)

অস্তি বারাণস্যাং কর্পূরপটকো নাম রজকঃ। স চৈকদাভিনববয়স্কয়া বধ্বা সহ চিরং কেলিং কৃত্বা নির্ভরমালিঙ্গ্য প্রসুপ্তঃ। তদনন্তরং তদ্গৃহদ্রব্যাণি হর্তুং চৌরঃ প্রবিষ্টঃ। তস্য প্রাঙ্গণে গর্দভো বদ্ধস্তিষ্ঠতি কুক্কুরশ্চোপাবিষ্টোঽস্তি। অথ গর্দভঃ শ্বানমাহ—সখে ভবতস্তাবদয়ং ব্যাপারঃ। তৎ কিমিতি ত্বমুচ্চৈঃ শব্দং কৃত্বা স্বামিনং ন জাগরয়সি। কুক্কুরো ব্রূতে—ভদ্র মম নিয়োগস্য চর্চা ত্বয়া ন কর্তব্যা। ত্বমেব কিং ন জানাসি যথা তস্যাহর্নিশং গৃহরক্ষাং করোমি। যতোঽয়ং চিরান্নির্বৃতো মমোপযোগং ন জানাতি। তেনাধুনাপি মমাহারদানে মন্দাদরঃ। যতো বিনা বিধুরদর্শনং স্বামিন উপজীবিষু মন্দাদরা ভবন্তি।

গর্দভো ব্রূতে—শৃণু রে বর্বর।
যাচতে কার্যকালে যঃ স কিং ভৃত্যঃ স কিংসুহৃৎ।
কুক্কুরো ব্রূতে—শৃণু তাবৎ।
ভৃত্যান্ সংভাষয়েদ্ যস্তু কার্যকালে স কিংপ্রভুঃ ॥ ৩২ ॥

যতঃ। আশ্রিতানাং ভৃতৌ স্বামিসেবায়াং ধর্মসেবনে।
পুত্রস্যোৎপাদনে চৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ ॥ ৩৩ ॥

ততো গর্দভঃ সকোপমাহ—অরে দুষ্টমতে পাপীয়াংস্ত্বং যদ্বিপত্তৌ স্বামিকার্যোপেক্ষাং করোষি। ভবতু তাবৎ। যথা স্বামী জাগরিষ্যতি তন্ময়া কর্তব্যম্। যতঃ।

পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কং জঠরেণ হুতাশনম্।
স্বামিনং সর্বভাবেন পরলোকমমায়য়া ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্ত্বোচ্চৈশ্চীৎকারশব্দং কৃতবান্। ততঃ স রজকস্তেন চীৎকারেণ প্রবুদ্ধো নিদ্রাভঙ্গকোপদুখায় গর্দভং লগুড়েন তাড়য়ামাস। অতোঽহং ব্রবীমি—পরাধিকারচর্চাম্ ইত্যাদি। পশ্য। পশুনামন্বেষণমেবাস্মন্নিযোগঃ। স্বনিয়োগচর্চা ক্রিয়তাম্। (বিমৃশ্য) কিং ত্বদ্য তয়া চর্চয়া ন প্রয়োজনম্। যত আবয়োর্ভক্ষিতশেষাহারঃ প্রচুরোঽস্তি। দমনকঃ সরোষমাহ—কথমাহারার্থী ভবান্ কেবলং রাজানং সেবতে। এতদযুক্তং তব। যতঃ।

সুহৃদামুপকারকারণাদ্ দ্বিষতামপ্যপকারকারণাৎ।
নৃপসংশ্রয় ইষ্যতে বুধৈর্জঠরং কো ন বিভর্তি কেবলম্ ॥ ৩৫ ॥

জীবিতে যস্য জীবন্তি বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
সফলং জীবিতং তস্য আত্মার্থে কো ন জীবতি ॥ ৩৬ ॥

অপি চ। যস্মিঞ্জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতি।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্ ॥ ৩৭ ॥

পশ্য। পঞ্চভির্যাতি দাসত্বং পুরাণৈঃ কোঽপি মানবঃ।
কোঽপি লক্ষৈঃ কৃতী কোঽপি লক্ষৈরপি ন লভ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অন্যচ্চ। মনুষ্যজাতৌ তুল্যায়াং ভৃত্যত্বমতিগর্হিতম্।
প্রথমো যো ন তত্রাপি স কিং জীবৎসু গণ্যতে ॥ ৩৯ ॥

তথা চোক্তম্। বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্।
নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহদন্তরম্ ॥ ৪০ ॥

তথা হি। স্বল্পস্নায়ুবসাবশেষমলিনং নির্মাংসমপ্যস্থিকং
শ্বা লব্ধ্বা পরিতোষমেতি ন তু তত্তস্য ক্ষুধাশান্তয়ে।
সিংহো জম্বুকমঙ্কমাগতমপি ত্যক্ত্বা নিহন্তি দ্বিপং
সর্বঃ কৃচ্ছ্রগতোপি বাঞ্ছতি জনঃ সত্ত্বানুরূপং ফলম্ ॥ ৪১ ॥

অপরঞ্চ। সেব্যসেবকয়োরন্তরং পশ্য।

লাঙ্গুলচালনমধশ্চরণাবপাতং
ভূমৌ নিপত্য বদনোদরদর্শনং চ।
শ্বা পিণ্ডদস্য কুরুতে গজপুঙ্গবস্তু
ধীরং বিলোকয়তি চাটুশতৈশ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ। যজ্জীব্যতে ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈ-
র্বিজ্ঞানবিক্রমযশোভিরভজ্যমানম্।
তন্নাম জীবিতমিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
কাকোপি জীবতি চিরায় বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৪৩ ॥

অপরঞ্চ। যো নাত্মজে ন চ গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে
দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ বন্ধুবর্গে।
কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে
কাকোঽপি জীবতি চিরায় বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৪৪ ॥

অপরমপি। অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ
শ্রুতিসময়ৈর্বহুভিস্তিরস্কৃতস্য।
উদরভরণমাত্রকেবলেচ্ছোঃ
পুরুষপশোশ্চ পশোশ্চ কো বিশেষঃ ॥ ৪৫ ॥

করটকো ব্রূতে—আবাং তাবদপ্রধানৌ। তদাপ্যাবয়োঃ কিমনয়া বিচারণয়া। দমনকো ব্রূতে—কিয়তা কালেনামাত্যাঃ প্রধানতামপ্রধানতাং বা লভন্তে। যতঃ।

ন কস্যচিৎ কশ্চিদিহ স্বভাবাদ্
ভবত্যুদারোঽভিমতঃ খলো বা।
লোকে গুরুত্বং বিপরীততাং
স্বচেষ্টিতান্যেব নরং নয়ন্তি ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ। আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ ॥ ৪৭ ॥

যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ ॥ ৪৮ ॥

তদ্ভদ্র স্বযত্নায়ত্তো হ্যাত্মা সর্বস্য। করটকো ব্রূতে—অথ ভবান্ কিং ব্রবীতি। স আহ—অয়ং তাবৎ স্বামী পিঙ্গলকঃ কুতোঽপি কারণাৎ সচকিতঃ পরিবৃত্যোপবিষ্টঃ। করটকো ব্রূতে—কিং তত্ত্বং জানাসি। দমনোক ব্রূতে—কিমত্রাবিদিতমস্তি। উক্তং চ।

উদীরিতোঽর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতাঃ।
অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতো জনঃ পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারেণ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥ ৫০ ॥

তদত্র ভয়প্রস্তাবে প্রজ্ঞাবলেনাহমেনং স্বামিনমাত্মীয়ং করিষ্যামি। যতঃ।

প্রস্তাবসদৃশং বাক্যং সম্ভাবসদৃশং প্রিয়ম্।
আত্মশক্তিসমং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৫১ ॥

করটকো ব্রূতে—সখে ত্বং সেবানভিজ্ঞঃ। পশ্য।

অনাহূতো বিশেদ্‌যস্তু অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
আত্মানং মন্যতে প্রীতং ভূপালস্য স দুর্মতিঃ ॥ ৫২ ॥

দমনকো ব্রূতে—ভদ্র কথমহং সেবানভিজ্ঞঃ। পশ্য।

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরম্‌।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেৎ তৎ তস্য সুন্দরম্‌ ॥ ৫৩ ॥

যতঃ। যস্য যস্য হি যো ভাবস্তেন তেন হি তং নরম্‌।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্যচ্চ। কোঽত্রেত্যহমিতি ব্রূয়াৎ সম্যগাদেশয়েতি চ।
আজ্ঞামবিতথাং কুর্যাদ্‌ যথাশক্তি মহীপতেঃ ॥ ৫৫ ॥

অপরঞ্চ। অল্পেচ্ছুর্ধৃতিমান্‌ প্রাজ্ঞশ্ছায়েবানুগতঃ সদা।
আদিষ্টো ন বিকল্পেত স রাজবসতৌ বসেৎ ॥ ৫৬ ॥

করটকো ব্রূতে—কদাচিৎ ত্বামনবসরপ্রবেশাদবমন্যতে স্বামী। সোঽব্রবীৎ—অস্ত্বেবম্‌। তথাপ্যনুজীবিনা স্বামিসান্নিধ্যমবশ্যং করণীয়ম্‌। যতঃ।

দোষভীতেরনারম্ভস্তৎকাপুরুষলক্ষণম্‌।
কৈরজীর্ণভয়াদ্ভ্রাতর্ভোজনং পরিহীয়তে ॥ ৫৭ ॥

পশ্য। আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যং
বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসংগতং বা।
প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ
যঃ পার্শ্বতো বসতি তং পরিবেষ্টয়ন্তি ॥ ৫৮ ॥

করটকো ব্রূতে—অথ তত্র গত্বা কিং বক্ষ্যতি ভবান্‌। স আহ—শৃণু। কিমনুরক্তো বিরক্তো বা ময়ি স্বামীতি জ্ঞাস্যামি তাবৎ। করটকো ব্রূতে—কিং তজ্‌জ্ঞানলক্ষণম্‌। দমনকো ব্রূতে—শৃণু।

দূরাদবেক্ষণং হাসঃ সংপ্রশ্নেষ্বাদরো ভৃশম্‌।
পরোক্ষেঽপি গুণশ্লাঘা স্মরণং প্রিয়বস্তুষু ॥ ৫৯ ॥

অসেবকে চানুরক্তির্দানং সপ্রিয়ভাষণম্‌।
অনুরক্তস্য চিহ্নানি দোষেঽপি গুণসংগ্রহঃ ॥ ৬০ ॥

অন্যচ্চ। কালযাপনমাশানাং বর্ধনং ফলখণ্ডনম্‌।
বিরক্তেশ্বরচিহ্নানি জানীয়ান্মতিমান্‌ নরঃ ॥ ৬১ ॥

এতজ্‌জ্ঞাত্বা যথায়ং মমায়ত্তো ভবিষ্যতি তথা বক্ষ্যামি। যতঃ।

অপায়সন্দর্শনজাং বিপত্তিমুপায়সন্দর্শনজাং চ সিদ্ধিম্‌।
মেধাবিনো নীতিবিধিপ্রযুক্তাং পুরঃ স্ফুরন্তীমিব দর্শয়ন্তি ॥ ৬২ ॥

করটকো ব্রূতে—তথাপ্যপ্রাপ্তে প্রস্তাবে ন বক্তুমর্হসি। যতঃ।

অপ্রাপ্তকালবচনং বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্‌।
প্রাপ্নুয়াদ্‌ বুদ্ধ্যবজ্ঞানমপমানং চ শাশ্বতম্‌ ॥ ৬৩ ॥

দমনকো ব্রূতে—মিত্র মা ভৈষীঃ। নাহমপ্রাপ্তাবসরং বচনং বদিষ্যামি। যতঃ

আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্যকালাত্যয়েষু চ।
অপৃষ্টেনাপি বক্তব্যং ভৃত্যেন হিতমিচ্ছতা ॥ ৬৪ ॥

যদি চ প্রাপ্তাবসরোঽপি মন্ত্রো ময়া ন বক্তব্যস্তদা মন্ত্রিত্বমেব মমানুপপন্নম্‌। যতঃ

কল্পয়তি যেন বৃত্তিং যেন চ লোকে প্রশস্যতে সদ্ভিঃ।
স গুণস্তেন চ গুণিনা রক্ষ্যঃ সংবর্ধনীয়শ্চ ॥ ৬৫ ॥

তদ্‌ ভদ্র অনুজানীহি মাম্‌। গচ্ছামি। করটকো ব্রূতে—শুভমস্তু। শিবাস্তে পন্থানঃ। যথাভিলষিতমনুষ্ঠীয়তাম্‌ ইতি। ততো দমনকো বিস্মিত ইব পিঙ্গলকসমীপং গতঃ। অথ দূরাদেব সাদরং রাজ্ঞা প্রবেশিতঃ সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণিপত্যোপবিষ্টঃ। রাজাহ—চিরাদ্‌ দৃষ্টোঽসি। দমনকো ব্রূতে—যদ্যপি ময়া সেবকেন শ্রীমদ্দেবপাদানাং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি তথাপি প্রাপ্তকালমনুজীবিনা সান্নিধ্যমবশ্যং কর্তব্যমিত্যাগতোঽস্মি। কিঞ্চ।

দন্তস্য নিঘর্ষণকেন রাজন্‌ কর্ণস্য কণ্ডূয়নকেন বাপি।
তৃণেন কার্যং ভবতীশ্বরাণাং কিমঙ্গবাক্‌পাণিমতা নরেণ ॥ ৬৬ ॥

যদ্যপি চিরেণাবধীরিতস্য দেবপাদৈর্মে বুদ্ধিনাশঃ শঙ্ক্যতে তদপি ন শঙ্কনীয়ম্‌। যতঃ।

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্যতে।
যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্যচ্চ।

কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্যবৃত্তের্বুদ্ধের্বিনাশো ন হি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ৬৮ ॥

দেব তৎ সর্বথা বিশেষজ্ঞেন স্বামিনা ভবিতব্যম্‌। যতঃ।

নির্বিশেষো যদা রাজা সমং সর্বেষু বর্ততে।
তদোদ্যমসমর্থানামুৎসাহঃ পরিহীয়তে ॥ ৬৯ ॥

কিঞ্চ। ত্রিবিধাঃ পুরুষা রাজন্নুত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিযোজয়েৎ তথৈবৈতাংস্ত্রিবিধেষ্বেব কর্মসু ॥ ৭০ ॥

যতঃ। স্থান এব নিযোজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।
ন হি চূড়ামণিঃ পাদে নূপুরং মূর্ধ্নি ধার্যতে ॥ ৭১ ॥

অপি চ। কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো যদি মণিস্ত্রপুণি প্রণিধীয়তে।
ন স বিরৌতি ন চাপি ন শোভতে ভবতি যোজয়িতুর্বচনীয়তা ॥ ৭২ ॥

অন্যচ্চ। মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ।
ন হি দোষো মণেরস্তি কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা ॥ ৭৩ ॥

পশ্য। বুদ্ধিমাননুরক্তোঽয়ময়ং শূর ইতো ভয়ম্।
ইতি ভৃত্যবিচারজ্ঞো ভৃত্যৈরাপূর্যতে নৃপঃ ॥ ৭৪ ॥

তথা হি। অশ্বঃ শস্ত্রং শাস্ত্রং বীণা বাণী নরশ্চ নারী চ।
পুরুষবিশেষং প্রাপ্য হি ভবন্তি যোগ্যা অযোগ্যাশ্চ ॥ ৭৫ ॥

অন্যচ্চ। কিং ভক্তেনাসমর্থেন কিং শক্তেনাপকারিণা।
ভক্তং শক্তং চ মাং রাজন্নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি ॥ ৭৬ ॥

যতঃ। অবজ্ঞানাদ্ রাজ্ঞো ভবতি মতিহীনঃ পরিজনঃ
ততস্তৎপ্রাধান্যাদ্ ভবতি ন সমীপে বুধজনঃ,
বুধৈস্ত্যক্তে রাজ্যে ন হি ভবতি নীতির্গুণবতী
বিপন্নায়াং নীতৌ সকলমবশং সীদতি জগৎ ॥ ৭৭ ॥

অপরঞ্চ। জনং জনপদা নিত্যমর্চয়ন্তি নৃপার্চিতম্।
নৃপেণাবমতো যস্তু স সর্বৈরবমন্যতে ॥ ৭৮ ॥

কিঞ্চ। বালাদপি গ্রহীতব্যম্ যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনম্ ॥ ৭৯ ॥

পিঙ্গলকোঽবদৎ—ভদ্র দমনক কিমেতৎ। অস্মদীয়প্রধানামাত্যপুত্রস্ত্বমিয়ৎকালং যাবৎ কুতোঽপি খলবচনান্নাগতোঽসি। ইদানীং যথাভিমতং ব্রূহি। দমনকো ব্রূতে—দেব পৃচ্ছামি কিঞ্চিৎ। উচ্যতাম্। উদকার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা কিমিতি বিস্মিত ইব তিষ্ঠতি। পিঙ্গলকোঽবদৎ—ভদ্রমুক্তং ত্বয়া। কিং ত্বেতদ্ রহস্যং বক্তুং কশ্চিদ্ বিশ্বাসভূমির্নাস্তি। ত্বং তু তদ্বিধ ইতি কথয়ামি। শৃণু। সম্প্রতি বনমিদমপূর্বসত্ত্বাধিষ্ঠিতমতোঽস্মাকং ত্যাজ্যম্। অনেন হেতুনা বিস্মিতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতস্ত্বয়াপি অপূর্বঃ শব্দো মহান্। শব্দানুরূপেণাস্য প্রাণিনো মহতা বলেন ভবিতব্যম্। দমনকো ব্রূতে—দেব অস্তি তাবদয়ং মহান্ ভয়হেতুঃ। স শব্দোঽস্মাভিরপ্যাকর্ণিতঃ। কিন্তু স কিংমন্ত্রী যঃ প্রথমং ভূমিত্যাগং পশ্চাদ্ যুদ্ধং চোপদিশতি। অস্মিন্ কার্যসন্দেহে ভৃত্যানামুপযোগ এব জ্ঞাতব্যঃ। যতঃ।

বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাম্ ॥ ৮০ ॥

সিংহো ব্রূতে—ভদ্র মহতী শঙ্কা মাং বাধতে। দমনকঃ পুনরাহ—(স্বগতম্) অন্যথা রাজ্যসুখং পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গন্তুং কথং মাং সম্ভাষসে। (প্রকাশং ব্রূতে—) দেব যাবদহং জীবামি তাবদ্ভয়ং ন কর্তব্যম্। কিন্তু করটকাদয়োঽপ্যাশ্বাস্যন্তাং যস্মাদাপৎপ্রতিকারকালে দুর্লভঃ পুরুষসমবায়ঃ।

ততস্তৌ দমনককরটকৌ রাজ্ঞা সর্বস্বেনাপি পূজিতৌ ভয়প্রতিকারং প্রতিজ্ঞায় চলিতৌ। করটকো গচ্ছন্ দমনকমাহ—সখে, কিং বাক্যপ্রতীকারোঽয়ং ভয়হেতুরশক্য-প্রতিকারো বেতি ন জ্ঞাত্বা ভয়োপশমং প্রতিজ্ঞায় কথময়ং মহাপ্রসাদো গৃহীতঃ। যতো-ঽনুপকুর্বাণো ন কস্যাপ্যুপায়নং গৃহ্নীয়াদ্ বিশেষতো রাজ্ঞঃ। পশ্য।

যস্য প্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ো হি সঃ॥ ৮১॥

তথাহি। বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৮২॥

দমনকো বিহস্যাহ—মিত্র তূষ্ণীমাস্যাতাম্। জ্ঞাতং ময়া ভয়কারণম্। বলীবর্দনর্দিতং তৎ। বৃষভাশ্চাস্মাকমপি ভক্ষ্যাঃ। কিং পুনঃ সিংহস্য। করটকো ব্রূতে—যদ্যেবং তদা স্বামিত্রাসস্তত্রৈব কিং নাপনীতঃ। দমনকো ব্রূতে—স্বামিত্রাসস্তত্রৈবমুচ্যতে তদা কথময়ং মহাপ্রসাদলাভঃ স্যাৎ। অপরং চ।

নিরপেক্ষো ন কর্তব্যো ভৃত্যৈঃ স্বামী কদাচন।
নিরপেক্ষং প্রভুং কৃত্বা ভৃত্যঃ স্যাদ্ দধিকর্ণবৎ॥ ৮৩॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি—

কথা—(তিন)

অস্ত্যুত্তরাপথেঽর্বুদশিখরনাম্নি পর্বতে মহাবিক্রমো নাম সিংহঃ। অস্য পর্বত-কন্দরমধিশয়ানস্য কেসরাগ্রং কশ্চিন্মূষিকঃ প্রত্যহং ছিনত্তি। ততঃ কেশরাগ্রং লূনং দৃষ্ট্বা কুপিতো বিবরান্তর্গতং মূষিকমলভমানোঽচিন্তয়ৎ—

ক্ষুদ্রশত্রুর্ভবেদ্ যস্য বিক্রমান্নৈব লভ্যতে।
তমাহন্তুং পুরস্কার্যঃ সদৃশস্তস্য সৈনিকঃ॥ ৮৪॥

ইত্যালোচ্য তেন গ্রামং গত্বা বিশ্বাসং কৃত্বা দধিকর্ণনামা বিড়ালো যত্নেনানীয় মাংসাহারং দত্ত্বা স্বকন্দরে স্থাপিতঃ। অনন্তরং তদ্ভয়ান্মূষিকোঽপি বিলান্ন নিঃসরতি। তেনাসৌ সিংহোঽক্ষতকেসরঃ সুখং স্বপিতি। মূষিকশব্দং যদা যদা শৃণোতি তদা তদা সবিশেষং মাংসাহারদানেন তং বিড়ালং সংবর্ধয়তি। অথৈকদা স মূষিকঃ ক্ষুধাপীড়িতো বহিঃ সঞ্চরন্ বিড়ালেন প্রাপ্তো ব্যাপাদিতশ্চ। অনন্তরং স সিংহো যদা কদাচিদপি তস্য মূষিকস্য শব্দং বিবরান্ন শুশ্রাব তদোপযোগাভাবাদ্বিড়ালস্যাপ্যাহারদানে মন্দাদরো বভূব। ততোঽসাবাহারবিরহাদ্দুর্বলো দধিকর্ণোঽবসন্নো বভূব। অতোঽহং ব্রবীমি—নিরপেক্ষো ন কর্তব্যঃ ইত্যাদি।

ততো দমনককরটকৌ সঞ্জীবকসমীপং গতৌ। তত্র করটকস্তরুতলে সাটোপমুপবিষ্টঃ। দমনকঃ সঞ্জীবকসমীপং গত্বাঽব্রবীৎ—অরে বৃষভ এষ রাজ্ঞা পিঙ্গলকেনারণ্যরক্ষার্থং নিযুক্তঃ সেনাপতিঃ করটকঃ সমাজ্ঞাপয়তি—সত্বরমাগচ্ছ। নো চেদস্মাদরণ্যাদ্ দূরমপসর। অন্যথা তে বিরুদ্ধং ফলং ভবিষ্যতি। ন জানে ক্রুদ্ধঃ স্বামী কিং বিধাস্যতি।

ততো দেশব্যবহারানভিজ্ঞঃ সঞ্জীবকঃ সভয়মুপসৃত্য সাষ্টাঙ্গপাতং করটকং প্রণতবান্। অথা চোক্তম্—

মতিরেব বলাদ্ গরীয়সী যদভাবে করিণামিয়ং দশা।
ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ করিণো হস্তিপকাহতঃ ক্বণন্ ॥ ৮৫ ॥

অথ সঞ্জীবকঃ সাশঙ্কমাহ—সেনাপতে কিং ময়া কর্তব্যং তদভিধীয়তাম্। করটকো ব্রূতে—যদত্র কাননে স্থিত্যাশাস্তি তর্হি গত্বাঽস্মদ্দেবপাদারবিন্দং প্রণম। সঞ্জীবকো ব্রূতে—তদভয়বাচং মে যচ্ছ। গচ্ছামি। তদা স্বকীয়দক্ষিণবাহুং দদাতু ভবান্। করটকো ব্রূতে—শৃণু রে বলীবর্দ অলমনয়া শঙ্কয়া। যতঃ।

প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চৌদিভুভুজে।
অনুহুংকুরুতে ঘনধ্বনিং ন হি গোমায়ুরুতানি কেসরী ॥ ৮৬ ॥

অন্যচ্চ।

তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতানেব তরূন্ প্রবাধতে মহান্মহত্যেব করোতি বিক্রমম্ ॥ ৮৭ ॥

ততস্তৌ সঞ্জীবকং কিয়দ্দূরে সংস্থাপ্য পিঙ্গলকসমীপং গতৌ। ততো রাজ্ঞা সাদরমবলোকিতৌ প্রণম্যোপবিষ্টৌ। রাজাহ—ত্বয়া স দৃষ্টঃ? দমনকো ব্রূতে—দেব দৃষ্টঃ। কিন্তু যদ্দেবেন জ্ঞাতং তত্তথা। মহানেবাসৌ দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। কিন্তু মহাবলোঽসৌ। ততঃ সজ্জীভূয়োপবিশ্য দৃশ্যতাম্। শব্দমাত্রাদেব ন ভেতব্যম্। তথা চোক্তম্—

শব্দমাত্রান্ন ভেতব্যমজ্ঞাত্বা শব্দকারণম্।
শব্দহেতুং পরিজ্ঞায় কুট্টনী গৌরবং গতা ॥ ৮৮ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি—

কথা—(চার)

অস্তি শ্রীপর্বতমধ্যে ব্রহ্মপুরাখ্যং নগরম্। তচ্ছিখরপ্রদেশে ঘণ্টাকর্ণো নাম রাক্ষসঃ প্রতিবসতীতি জনপ্রবাদঃ শ্রূয়তে। একদা ঘণ্টামাদায় পলায়মানঃ কশ্চিচ্চৌরো ব্যাঘ্রেণ ব্যাপাদিতঃ খাদিতঃ। তৎ পাণিপতিতা ঘণ্টা বানরৈঃ প্রাপ্তা। তে চ বানরাস্তাং ঘণ্টামনুক্ষণং বাদয়ন্তি। ততো নগরজনৈঃ স মনুষ্যঃ খাদিতো দৃষ্টঃ। প্রতিক্ষণং ঘণ্টারবশ্চ শ্রূয়তে। অনন্তরং ঘণ্টাকর্ণঃ কুপিতো মনুষ্যান্ খাদতি ঘণ্টাং চ বাদয়তীত্যুক্ত্বা সর্বে জনা নগরাৎ পলায়িতাঃ। ততঃ করালয়া নাম কুট্টন্যা বিমৃশ্যানবসরোঽয়ং ঘণ্টাবাদঃ

তৎ কিং মর্কটা ঘণ্টাং বাদয়ন্তীতি স্বয়ং বিজ্ঞায় রাজা বিজ্ঞাপিতঃ—দেব যদি কিয়দ্ধনোপক্ষয়ঃ ক্রিয়তে তদাহমেনং ঘণ্টাকর্ণং সাধয়ামি। ততো রাজ্ঞা তস্যৈ ধনং দত্তম্। কুট্টন্যা চ মণ্ডলং কৃত্বা তত্র গণেশাদিপূজাগৌরবং দর্শয়িত্বা স্বয়ং বানরপ্রিয়ফলান্যাদায় বনং প্রবিশ্য ফলান্যাকীর্ণানি। ততো ঘণ্টাং পরিত্যজ্য বানরাঃ ফলাসক্তা বভূবুঃ। কুট্টনী চ ঘণ্টাং গৃহীত্বা নগরমাগতা সর্বজনপূজ্যাঽভবৎ। অতোঽহং ব্রবীমি—শব্দমাত্রান্ন ভেতব্যম্ ইত্যাদি ; ততঃ সঞ্জীবকঃ আনীয় দর্শনং কারিতঃ। পশ্চাৎ তত্রৈব পরমপ্রীত্যা নিবসতি।

অথ কদাচিৎ তস্য সিংহস্য ভ্রাতা স্তব্ধকর্ণনামা সিংহঃ সমাগতঃ। তস্যাতিথ্যং কৃত্বা সমুপবেশ্য পিঙ্গলকস্তদাহারায় পশুং হন্তুং চলিতঃ। অত্রান্তরে সঞ্জীবকো বদতি—দেব অদ্য হতমৃগাণাং মাংসানি ক্ব। রাজাহ—দমনককরটকৌ জানীতঃ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—জ্ঞায়তাং কিমস্তি নাস্তি বা। সিংহো বিমৃশ্যাহ—নাস্ত্যেব তৎ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—কথমেতাবন্মাংসং তাভ্যাং খাদিতম্। রাজাহ—খাদিতং ব্যয়িতমবধীরিতং চ। প্রত্যহমেষ ক্রমঃ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—কথং শ্রীমদ্দেবপাদানামগোচরেণৈবং ক্রিয়তে। রাজাহ—মদীয়াগোচরেণৈব ক্রিয়তে। অথ সঞ্জীবকো ব্রূতে—নৈতদুচিতম্! তথা চোক্তম্।

নানিবেদ্য প্রকুর্বীত ভর্তুঃ কিঞ্চিদপি স্বয়ম্।
কার্যমাপৎপ্রতীকারাদন্যত্র জগতীপতেঃ॥ ৮৯॥

অন্যচ্চ। কমণ্ডলূপমোঽমাত্যস্তনুত্যাগো বহুগ্রহঃ।
নৃপতে কিংক্ষণো মূর্খো দরিদ্রঃ কিংবরাটকঃ॥ ৯০॥

স হ্যমাত্যঃ সদা শ্রেয়ান্ কাকিনীং যঃ প্রবর্ধয়েৎ।
কোষঃ কোষবতঃ প্রাণাঃ প্রাণাঃ প্রাণা ন ভূপতেঃ॥ ৯১॥

কিং চান্যৈর্ন কুলাচারৈঃ সেব্যতামেতি পূরুষঃ।
ধনহীনঃ স্বপত্ন্যাপি ত্যজ্যতে কিং পুনঃ পরৈঃ॥ ৯২॥

এতচ্চ রাজ্যে প্রধানং দূষণম্।

অতিব্যয়োঽনবেক্ষা চ তথার্জনমধর্মতঃ।
মোষণং দূরসংস্থানং কোষব্যসনমুচ্যতে॥ ৯৩॥

যতঃ। ক্ষিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্ছয়া।
পরিক্ষীয়ত এবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ॥ ৯৪॥

স্তব্ধকর্ণো ব্রূতে—শৃণু ভ্রাতঃ চিরাশ্রিতাবেতৌ দমনককরটকৌ সন্ধিবিগ্রহকার্যাধিকারিণৌ চ কদাচিদর্থাধিকারে ন নিযোক্তব্যৌ। অপরং চ নিয়োগপ্রস্তাবে যৎ কিঞ্চিন্ময়া শ্রুতং তৎ কথ্যতে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বন্ধুর্নাধিকারে প্রশস্যতে।
ব্রাহ্মণঃ সিদ্ধমপ্যর্থং কৃচ্ছ্রেণাপি ন যচ্ছতি॥ ৯৫॥

নিযুক্তঃ ক্ষত্রিয়ো দ্রব্যে খড়্গং দর্শয়তে ধ্রুবম্ ।
সর্বস্বং গ্রসতে বন্ধুরাক্রম্য জ্ঞাতিভাবতঃ ॥ ৯৬ ॥

অপরাধেঽপি নিঃশঙ্কো নিয়োগী চিরসেবকঃ ।
স স্বামিনমবজ্ঞায় চরেচ্চ নিরবগ্রহঃ ॥ ৯৭ ॥

উপকর্তাধিকারস্থঃ স্বাপরাধং ন মন্যতে ।
উপকারং ধ্বজীকৃত্য সর্বমেব বিলুম্পতি ॥ ৯৮ ॥

সপাংশুক্রীড়িতোঽমাত্যঃ স্বয়ং রাজায়তে যতঃ ।
অবজ্ঞা ক্রিয়তে তেন সদা পরিচয়াদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৯ ॥

অন্তর্দুষ্টঃ ক্ষমাযুক্তঃ সর্বানর্থকরঃ কিল ।
শকুনিঃ শকটারশ্চ দৃষ্টান্তাবত্র ভূপতে ॥ ১০০ ॥

সদায়ত্যামসাধ্যঃ স্যাৎ সমৃদ্ধঃ সর্ব এব হি ।
সিদ্ধানাময়মাদেশ ঋদ্ধিশ্চিত্তবিকারিণী ॥ ১০১ ॥

প্রাপ্তার্থাগ্রহণং দ্রব্যপরীবর্তোঽনুরোধনম্ ।
উপেক্ষা বুদ্ধিহীনত্বং ভোগোঽমাত্যস্য দূষণম্ ॥ ১০২ ॥

নিযোগ্যর্থগ্রহোপায়ো রাজ্ঞাং নিত্যপরীক্ষণম্ ।
প্রতিপত্তিপ্রদানং চ তথা কর্মবিপর্যয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

নাপীড়িতা বমন্ত্যুচ্চৈরন্তঃসারং মহীপতেঃ ।
দুষ্টব্রণা ইব প্রায়ো ভবন্তি হি নিয়োগিনঃ ॥ ১০৪ ॥

মুহুর্নিযোগিনো বাধ্যা বসুধারা মহীপতেঃ ।
সকৃৎ কিং পীড়িতং স্নানবস্ত্রং মুঞ্চেদ্‌বহূদকম্ ॥ ১০৫ ॥

এতৎ সর্বং যথাবসরং জ্ঞাত্বা ব্যবহর্তব্যম্ । পিঙ্গলকো ব্রূতে—অস্তি তাবদেবম্ । কিন্ত্বেতৌ সর্বথা ন মম বচনকরৌ । স্তব্ধকর্ণো ব্রূতে—এতৎ সর্বথানুচিতম্ । যতঃ ।

আজ্ঞাভঙ্গকরান্ রাজা ন ক্ষমেত সুতানপি ।
বিশেষঃ কো নু রাজ্ঞশ্চ রাজ্ঞশ্চিত্রগতস্য চ ॥ ১০৬ ॥

অন্যচ্চ । স্তব্ধস্য নশ্যন্তি যশো বিষমস্য মৈত্রী
নষ্টেন্দ্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্মঃ ।
বিদ্যাফলং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যং
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্য ॥ ১০৭ ॥

বিশেষতশ্চ । তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নৃপবল্লভাৎ ।
নৃপতির্নিজলোভাচ্চ প্রজা রক্ষেৎ পিতেব হি ॥ ১০৮ ॥

ভ্রাতঃ সর্বথাস্মদ্বচনং ক্রিয়তাম্। ব্যবহারোঽপ্যস্মাভিঃ কৃত এব। অয়ং সঞ্জীবকঃ সস্যভক্ষকোঽর্থাধিকারে নিযুজ্যতাম্। এতদ্বচনাৎ তথানুষ্ঠিতে সতি তদারভ্য পিঙ্গলক-সঞ্জীবকয়োঃ সর্ববন্ধুপরিত্যাগেন মহতা স্নেহেন কালোঽতিবর্ততে। ততোঽনু-জীবিনামপ্যাহারদানে শৈথিল্যদর্শনাদ্দমনককরটকাবন্যোন্যং চিন্তয়তঃ। তদাহ দমনকঃ করটকম্—মিত্রং কিং কর্তব্যম্। আত্মকৃতোঽয়ং দোষঃ। স্বয়ং কৃতেঽপি দোষে পরিদেবন-মপ্যনুচিতম্। তথা চোক্তম্—

স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা বদধ্বাত্মানং চ দূতিকা।
আদিৎসুশ্চ মণিং সাধুঃ স্বদোষাদ্ দুঃখিতা ইমে॥ ১০৯॥

করটকো ব্রূতে—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি।

কথা—(৫)

অস্তি কাঞ্চনপুরনাম্নি নগরে বীরবিক্রমো নাম রাজা। তস্য ধর্মাধিকারিণা কশ্চিন্নাপিতো বধ্যভূমিং নীয়মানঃ কন্দর্পকেতুনাম্না পরিব্রাজকেন সাধুদ্বিতীয়েন নায়ং হন্তব্য ইত্যুক্ত্বা বস্ত্রাঞ্চলে ধৃতঃ। রাজপুরুষাঃ ঊচুঃ—কিমিতি নায়ং বধ্যঃ। স আহ—শ্রূয়তাম্, স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা ইত্যাদি পঠতি। ত আহুঃ—কথমেতৎ? পরিব্রাজকঃ কথয়তি—অহং সিংহলদ্বীপে ভূপতেজীমূতকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম। একদা কেলিকাননাবস্থিতেন ময়া পোতবণিঙ্মুখাচ্ছ্রুতং যদত্র সমুদ্রমধ্যে চতুর্দশ্যামাবির্ভূত-কল্পতরুতলে মণিকিরণাবলীকর্বুরপর্যঙ্কে স্থিতা সর্বালংকারভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিদ্ দৃশ্যত ইতি। ততোঽহং পোতবণিজমাদায় পোতমারুহ্য তত্র গতঃ। অনন্তরং তত্র গত্বা পর্যঙ্কেঽর্ধমগ্না তথৈব সাবলোকিতা। ততস্তল্লাবণ্যগুণাকৃষ্টেন ময়াপি তৎপশ্চাজ্ঝম্পো দত্তঃ। তদনন্তরঃ কনকপত্তনং প্রাপ্য সুবর্ণপ্রাসাদে তথৈব পর্যঙ্কে স্থিতা বিদ্যাধরীভিরুপাস্যমানা ময়ালোকিতা। তয়াপ্যহং দূরাদেব দৃষ্ট্বা সখীং প্রস্থাপ্য সাদরং সম্ভাষিতঃ। তৎসখ্যা চ ময়া পৃষ্টয়া সমাখ্যাতম্—এষা কন্দর্পকেলিনাম্নো বিদ্যাধরচক্রবর্তিনঃ পুত্রী রত্নমঞ্জরী নাম। অনয়া চ প্রতিজ্ঞাতম্—যঃ কনকপত্তনং স্বচক্ষুষাগত্য পশ্যতি স এব পিতুরগোচরেঽপি মাং পরিণেষ্যতীতি। এষোঽস্যাং মনসঃ সংকল্পঃ। তদেনাং গান্ধর্ববিবাহেন পরিণয়তু ভবান্। অথ তত্র বৃত্তে গান্ধর্ববিবাহে তয়া সহ রমমাণস্তত্রাহং তিষ্ঠামি। তত একদা রহসি তয়োক্তম্—স্বামিন্ স্বেচ্ছয়া সর্বমিদমুপভোক্তব্যম্। এষা চিত্রগতা স্বর্ণরেখা নাম বিদ্যাধরী ন কদাচিৎ স্প্রষ্টব্যা। পশ্চাদুপজাতকৌতুকেন ময়া সা স্বর্ণরেখা স্বহস্তেন স্পৃষ্টা। তয়া চিত্রগতয়াপ্যহং চরণপদ্মেন তাড়িত আগত্য স্বরাষ্ট্রে পতিতঃ। অথ দুঃখার্তোঽহং পরিব্রাজিতঃ পৃথিবীং পরিভ্রাম্যন্ ইমাং নগরীমনুপ্রাপ্তঃ। অত্র চাতিক্রান্তে দিবসে গোপগৃহে সুপ্তঃ সন্নপশ্যম্। প্রদোষসময়ে সুহৃদাপানকাৎ স্বগেহমাগতো গোপঃ স্ববধূং দূত্যা সহ কিমপি মন্ত্রয়ন্তীমপশ্যৎ। ততস্তাং গোপীং তাড়য়িত্বা স্তম্ভে বদ্ধ্বা সুপ্তঃ। ততোঽর্ধরাত্র এতস্য নাপিতস্য বধূ র্দূতী পুনস্তাং গোপীমুপেত্যাবদৎ—তব বিরহানলদগ্ধোঽসৌ স্মরশর-জর্জরিতো মুমূর্ষুরিব বর্ততে মহানুভাবঃ। তস্য তাদৃশীমবস্থামবলোক্য পরিক্লিষ্ট-মনাস্ত্বামনুবর্তিতুমাগতা। তদহমত্রাত্মানং বদ্ধ্বা তিষ্ঠামি। ত্বং তত্র গত্বা তং সন্তোষ্য

সত্বরমাগমিষ্যতি। তথানুষ্ঠিতে সতি স গোপঃ প্রবুদ্ধোঽবদৎ। ইদানীং জারান্তিকং কথং ন যাসি। ততো যদাসৌ ন কিঞ্চিদপি ব্রূতে তদা দর্পাস্মম বচসি প্রত্যুত্তরমপি ন দদাসি ইত্যুক্ত্বা কোপেন তেন কর্ত্রিকামাদায়াস্যা নাসিকা ছিন্না। তথা কৃত্বা পুনঃ সুপ্তো গোপো নিদ্রামুপগতঃ। অথাগতা সা গোপী দূতীমপৃচ্ছৎ—কা বার্তা। দূতোক্তম্—পশ্য মম মুখমেব বার্তাং কথয়তি। অনন্তরং সা গোপী তথৈবাত্মানং বদ্ধ্বাবস্থিতা। ইয়ং চ দূতী তাং ছিন্ননাসিকাং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রবিশ্য স্থিতা। ততঃ প্রাতরেবানেন নাপিতেন ক্ষুরভাণ্ডং যাচিতা সতীয়ং ক্ষুরমেকং প্রাদাৎ। ততোঽসমগ্রভাণ্ডে প্রাপ্তে সমুপজাতকোপোঽয়ং নাপিতস্তং ক্ষুরং দূরাদেব গৃহে ক্ষিপ্তবান্। অথ কৃতার্তনাদেয়ং বিনাপরাধেন মে নাসিকানেন ছিন্নেত্যুক্ত্বা ধর্মাধিকারিসমীপমেনমানীতবতী। সা চ গোপী তেন গোপেন পুনঃ পৃষ্টোবাচ—অরে পাপ কো মাং মহাসতীং বিরূপয়িতুং সমর্থঃ। মম ব্যবহারমকল্মষমষ্টৌ লোকপালা এব জানন্তি। যতঃ।

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥ ১১০॥

ততোঽহং যদি পরমসতী স্যাং নিজস্বামিনং ত্বাং বিহায় নান্যং মনসাপি চিন্তয়ামি তদা মম মুখমক্ষতং ভবতু। পশ্য মন্মুখম্। ততো যাবদসৌ গোপো দীপং প্রজ্বাল্য তন্মুখমবলোকতে তাবদুন্নসং মুখমবলোক্য তচ্চরণয়োঃ পতিতঃ—ধন্যোঽহং যস্যেদৃশী ভার্যা পরমসাধ্বী ইতি। যোঽয়মাস্তে সাধুরেতদ্বৃত্তান্তমপি শৃণুত। অয়ং স্বগৃহান্নির্গতো দ্বাদশবর্ষৈর্মলয়োপকণ্ঠাদিমাং নগরীমনুপ্রাপ্তঃ। অত্র চ বেশ্যাগৃহে সুপ্তঃ। তস্যাঃ কুট্টন্যা গৃহদ্বারি স্থাপিতকাষ্ঠঘটিতবেতালস্য মূর্ধনি রত্নমেকমুৎকৃষ্টমাস্তে। তদ্ দৃষ্টার্থলুব্ধেনানেন সাধুনা রাত্রাবুত্থায় রত্নং গ্রহীতুং যত্নঃ কৃতঃ। তদা তেন বেতালেন সূত্রসঞ্চারিতবাহুভ্যাং পীড়িতঃ সন্নার্তনাদময়ং চকার। পশ্চাদুত্থায় কুট্টন্যোক্তম্—পুত্র মলয়োপকণ্ঠাদাগতোঽসি। তৎ সর্বরত্নানি সমর্পয়। নো চেদনেন ন ত্যক্তব্যোঽসি। ইত্থমেবায়ং চেটকঃ। ততোঽনেন সর্বরত্নানি সমর্পিতানি। অধুনা চায়মাপি হৃত সর্বস্বোঽস্মাসু মিলিতঃ। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা রাজপুরুষৈর্ন্যায়ে ধর্মাধিকারী প্রবর্তিতঃ। নাপিতবধূর্মুণ্ডিতা গোপী নিঃসারিতা কুট্টনী চ দণ্ডিতা। সাধোর্ধনানি প্রদত্তানি। নাপিতশ্চ গৃহং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা ইত্যাদি। অথ স্বয়ং কৃতোঽয়ং দোষঃ। অত্র বিলপনং নোচিতম্। (ক্ষণং বিমৃশ্য) মিত্র সহসৈব যথানয়োঃ সৌহার্দং ময়া কারিতং তথা মিত্রভেদোঽপি ময়া কার্যঃ। যতঃ।

অতথ্যান্যপি তথ্যানি দর্শয়ন্তি হি পেশলাঃ।
সমে নিম্নোন্নতানীব চিত্রকর্মবিদো জনাঃ॥ ১১১॥

অপরঞ্চ। উৎপন্নেষ্বপি কার্যেষু মতির্যস্য ন হীয়তে।
স নিস্তরতি দুর্গাণি গোপী জারদ্বয়ং যথা॥ ১১২॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি—

কথা—(ছয়)

অস্তি দ্বারবত্যাং পুর্যাং কস্যাচিদ্গোপস্য বধূর্বন্ধকী। সা গ্রামস্য দণ্ডনায়কেন পুত্রেণ চ সমং রমতে। তথা চোক্তম্—

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ১১৩ ॥

অন্যচ্চ। ন দানেন ন মানেন নার্জবেন ন সেবয়া।
ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্বথা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

যতঃ। গুণাশ্রয়ং কীর্তিযুতং চ কান্তং পতিং রতিজ্ঞং সধনং যুবানম্।
বিহায় শীঘ্রং বনিতা ব্রজন্তি নরং পরং শীলগুণাদিহীনম্ ॥ ১১৫ ॥

অপরঞ্চ। ন তাদৃশীং প্রীতিমুপৈতি নারী বিচিত্রশয্যাং শয়িতাপি কামম্।
তথা হি দূর্বাদিবিকীর্ণভূমৌ প্রয়াতি সৌখ্যং পরকান্তসঙ্গাৎ ॥ ১১৬ ॥

অথ কদাচিৎ সা দণ্ডনায়কপুত্রেণ সহ রমমাণা তিষ্ঠতি। অথ দণ্ডনায়কোঽপি রন্তুং তত্রাগতঃ। তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা তৎপুত্রং কুশূলে নিক্ষিপ্য দণ্ডনায়কেন সমং তথৈব ক্রীড়তি। অনন্তরং তস্যা ভর্তা গোপো গোষ্ঠাৎ সমাগতঃ। তমালোক্য গোপ্যোক্তম্ দণ্ডনায়ক ত্বং লগুড়ং গৃহীত্বা কোপং দর্শয়ন্ সত্বরং গচ্ছ। তথা তেনানুষ্ঠিতে গোপেন গৃহমাগত্য ভার্যা পৃষ্টা। কেন কার্যেণ দণ্ডনায়কঃ সমাগতোঽত্র। সা ব্রূতে—অয়ং কেনাপি কারণেন পুত্রস্যোপরি ক্রুদ্ধঃ। স চ মার্গমাণোঽপ্যত্রাগত্য প্রবিষ্টো ময়া কুশূলে নিক্ষিপ্য রক্ষিতঃ। তৎ পিত্রা চান্বিষ্যতা গৃহে ন দৃষ্টঃ। অতোঽয়ং দণ্ডনায়কঃ কুপিত ইব গচ্ছতি। ততঃ সা তৎপুত্রং কুশূলাদবতার্য দর্শিতবতী। তথা চোক্তম্—

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৭ ॥

অতোঽহং ব্রবীমি—উৎপন্নেষ্বপি কার্যেষু ইত্যাদি। করটকো ব্রূতে—অস্ত্বেবম্। কিংত্বনয়োর্মহানন্যোন্যনিসর্গোপজাতস্নেহঃ কথং ভেদয়িতুং শক্যঃ। দমনকো ব্রূতে—উপায়ঃ ক্রিয়তাম্। তথা চোক্তম্—

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
কাকঃ কণকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পমঘাতয়ৎ ॥ ১১৮ ॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি—

কথা—(সাত)

কস্মিংশ্চিত্তরৌ বায়সদম্পতী নিবসতঃ। তয়োশ্চাপত্যানি তৎকোটরাবস্থিতেন কৃষ্ণসর্পেণ খাদিতানি। ততঃ পুনর্গর্ভবতী বায়সী বায়সমাহ—নাথ ত্যজ্যতাময়ং তরুঃ। অত্র যাবৎ কৃষ্ণসর্পস্তাবদাবয়োঃ সন্ততিঃ কদাচিদপি ন ভবিষ্যতি। যতঃ।

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥

বায়সো ব্রূতে—প্রিয়ে ন ভেতব্যম্। বারং বারং ময়ৈতস্য মহাপরাধঃ সোঢ়ঃ। ইদানীং পুনর্ন ক্ষন্তব্যঃ। বায়স্যাহ—কথমেতেন বলবতা সার্ধং ভবান্ বিগ্রহীতুং সমর্থঃ। বায়সো ব্রূতে—অলমনয়া শঙ্কয়া। যতঃ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ ॥ ১২০ ॥

বায়সী বিহস্যাহ—কথমেতৎ। বায়সঃ কথয়তি—

কথা—(আট)

অস্তি মন্দরনাম্নি পর্বতে দুর্দান্তো নাম সিংহঃ। স চ সর্বদা পশূনাং বধং কুর্বন্নাস্তে। ততঃ সর্বৈঃ পশুভির্মিলিত্বা স সিংহো বিজ্ঞপ্তঃ—মৃগেন্দ্র কিমর্থমেকদা বহুপশুঘাতঃ ক্রিয়তে। যদি প্রসাদো ভবতি তদা বয়মেব ভবদাহারার্থং প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপঢৌকয়ামঃ। ততঃ সিংহেনোক্তম্—যদ্যেতদভিমতং ভবতাং তর্হি ভবতু তৎ; ততঃ প্রভৃত্যেকৈকং পশুমুপকল্পিতং ভক্ষয়ন্নাস্তে। অথ কদাচিদ্ বৃদ্ধশশকস্য কস্যচিদ্ বারঃ সমায়াতঃ। সোঽচিন্তয়ৎ—

ত্রাসহেতোর্বিনীতিস্তু ক্রিয়তে জীবিতাশয়া।
পঞ্চত্বং চেদ্গমিষ্যামি কিং সিংহানুনয়েন মে ॥ ১২১ ॥

তন্মন্দং মন্দং গচ্ছামি। ততঃ সিংহোঽপি ক্ষুধাপীড়িতঃ কোপাৎ তমুবাচ—কুতস্ত্বং বিলম্বাদাগতোঽসি। শশকোঽব্রবীৎ—দেব নাহমপরাধী। আগচ্ছন্ পথি সিংহান্তরেণ বলাদ্ধৃতঃ। তস্যাগ্রে পুনরাগমনায় শপথং কৃত্বা স্বামিনং নিবেদয়িতুমত্রাগতোঽস্মি। সিংহঃ সকোপমাহ—সত্বরং গত্বা দুরাত্মানং দর্শয়॥ ক্ব স দুরাত্মা তিষ্ঠতি। ততঃ শশকস্তং গৃহীত্বা গভীরকূপং দর্শয়িতুং গতঃ। অত্রাগত্য স্বয়মেব পশ্যতু স্বামী ইত্যুক্ত্বা তস্মিন্ কূপজলে তস্য সিংহস্যৈব প্রতিবিম্বং দর্শিতবান্। ততোঽসৌ ক্রোধাধ্মাতো দর্পাৎ তস্যোপর্যাত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—বুদ্ধির্যস্য ইত্যাদি। বায়স্যাহ—শ্রুতং ময়া সর্বম্। সম্প্রতি যথা কর্তব্যং তদ্ ব্রূহি। বায়সোঽবদৎ—অত্রাসন্নে সরসি রাজপুত্রঃ প্রত্যহমাগত্য স্নাতি। স্নানসময়ে তদঙ্গাদবতারিতং তীর্থশিলানিহিতং কনকসূত্রং চঞ্চ্বা বিধৃত্যানীয়াস্মিন্ কোটরে ধারয়িষ্যসি। অথ কদাচিৎ স্নাতুং জলং প্রবিষ্টে রাজপুত্রে বায়স্যা তদনুষ্ঠিতম্। অথ কনকসূত্রানুসরণপ্রবৃত্তৈ রাজপুরুষৈস্তত্র তরুকোটরে কৃষ্ণসর্পো দৃষ্টো ব্যাপাদিতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—উপায়েন হি যচ্ছক্যম্ ইত্যাদি। করটকো ব্রূতে—যদ্যেবং তর্হি গচ্ছ। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ। ততো দমনকঃ পিঙ্গলকসমীপং গত্বা প্রণম্যোবাচ—দেব আত্যয়িকং কিমপি মহাভয়কারি মন্যমান আগতোঽস্মি। যতঃ,

আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্যকালাত্যয়েষু চ।
কল্যাণবচনং ব্রূয়াদপৃষ্টোঽপি হিতো নরঃ ॥ ১২২ ॥

অন্যচ্চ। ভোগস্য ভাজনং রাজা মন্ত্রী কার্যস্য ভাজনম্।
রাজকার্যপরিধ্বংসী মন্ত্রী দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১২৩ ॥

অমাত্যানামেষ ক্রমঃ—

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্তনম্ ।
ন তু স্বামিপদাবাপ্তিপাতকেচ্ছোরুপেক্ষণম্ ॥ ১২৪ ॥

পিঙ্গলকঃ সাদরমাহ—অথ ভবান্ কিং বক্তুমিচ্ছতি। দমনকো ব্রূতে—দেব সঞ্জীবকস্তবোপর্যসদৃশব্যবহারীব লক্ষ্যতে। তথা চাস্মৎসন্নিধানে শ্রীমদ্দেবপাদানাং শক্তিত্রয়নিন্দাং কৃত্বা রাজ্যমেবাভিলষতি। এতচ্ছ্রুত্বা পিঙ্গলকঃ সভয়ং সাশ্চর্যং তূষ্ণীং স্থিতঃ। দমনকঃ পুনরাহ—দেব সর্বামাত্যপরিত্যাগং কৃত্বৈক এবায়ং যৎ ত্বয়া সর্বাধিকারী কৃতঃ স এব দোষঃ। যতঃ।

অত্যুচ্ছ্রিতে মন্ত্রিণি পার্থিবে চ বিষ্টভ্য পাদাবুপতিষ্ঠতে শ্রীঃ।
সা স্ত্রীস্বভাবাদসহা ভরস্য তয়োর্দ্বয়োরেকতরং জহাতি ॥ ১২৫ ॥

অপরঞ্চ। একং ভূমিপতিঃ করোতি সচিবং রাজ্যে প্রমাণং যদা
তং মোহাচ্ছ্রয়তে মদঃ স চ মদালস্যেন নির্ভিদ্যতে।
নির্ভিন্নস্য পদং করোতি হৃদয়ে তস্য স্বতন্ত্রস্পৃহা
স্বাতন্ত্র্যস্পৃহয়া ততঃ স নৃপতেঃ প্রাণান্তিকং দ্রুহ্যতি ॥ ১২৬ ॥

অন্যচ্চ। বিষদিগ্ধস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য চ।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখম্ ॥ ১২৭ ॥

কিঞ্চ; যঃ কুর্যাৎ সচিবায়ত্তাং শ্রিয়ং তদ্ব্যসনে সতি।
সোঽন্ধবজ্জগতীপালঃ সীদেৎ সঞ্চারকৈর্বিনা ॥ ১২৮ ॥

স চ সর্বকার্যেষু স্বেচ্ছাতঃ প্রবর্ততে। তদত্র প্রমাণং স্বামী। এতচ্চ জানামি।

ন সোঽস্তি পুরুষো লোকে যো ন কাময়তে শ্রিয়ম্।
পরস্য যুবতীং রম্যাং সাদরং নেক্ষতেঽত্র কঃ ॥ ১২৯ ॥

সিংহো বিমৃশ্যাহ—ভদ্র যদ্যপ্যেবং তথাপি সঞ্জীবকেন সহ মম মহান্ স্নেহঃ।

পশ্য। কুর্বন্নপি ব্যলীকানি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয় এব সঃ।
অশেষদোষদুষ্টোঽপি কায়ঃ কস্য ন বল্লভঃ ॥ ১৩০ ॥

অন্যচ্চ। অপ্রিয়াণ্যপি কুর্বাণো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয় এব সঃ।
দগ্ধমন্দিরসারেঽপি কস্য বহ্নাবনাদরঃ ॥ ১৩১ ॥

দমনকো বদতি—দেব স এব দোষঃ। যতঃ।

যস্মিন্নেবাধিকং চক্ষুরারোপয়তি পার্থিবঃ।
সুতেঽমাত্যেঽপ্যুদাসীনে স লক্ষ্ম্যাশ্রীয়তে জনঃ ॥ ১৩২ ॥

শৃণ্ দেব। অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ।
বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তি রমন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ ১৩৩ ॥

ত্বয়া চ ম্লভৃত্যানপস্যায়মাগন্তুকঃ প্রুস্কৃতঃ। এতচ্চান্চিতং কৃতম্। যতঃ ॥

ম্লভৃত্যান্ পরিত্যজ্য নাগন্তুন্ প্রতিমানয়েৎ।
নাতঃ পরতরো দোষো রাজ্যভেদকরো যতঃ ॥ ১৩৪ ॥

সিংহো ব্রূতে—কিমাশ্চর্যম্। যন্ময়ায়মভয়বাচং দত্বানীতঃ সংবর্ধিতশ্চ তৎ কথং মহ্যং দ্রুহ্যতি। দমনকো ব্রূতে—দেব।

দুর্জনঃ প্রকৃতিং যাতি সেব্যমানোঽপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্ ॥ ১৩৫ ॥

অপরঞ্চ। স্বেদিতো মর্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তো দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ শ্বপুচ্ছঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১৩৬ ॥

অন্যচ্চ। বর্ধনং বাথ সম্মানং খলানাং প্রীতয়ে কুতঃ।
ফলন্ত্যমৃতসেকেঽপি ন পথ্যানি বিষদ্রুমাঃ ॥ ১৩৭ ॥

অতোঽহং ব্রবীমি—

অপৃষ্টোঽপি হিতং ব্রুয়াদ্ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্।
এষ এব সতাং ধর্মো বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ১৩৮ ॥

তথা চোক্তম্—

স স্নিগ্ধোঽকুশলান্নিবারয়তি যস্তৎ কর্ম যন্নির্মলং
সা স্ত্রী যান্বিধায়িনী স মতিমান্যঃ সদ্ভিরভ্যর্চ্যতে।
সা শ্রীর্যা ন মদং করোতি স সুখী যস্তৃষ্ণয়া মুচ্যতে
তন্মিত্রং যদকৃত্রিমং স পুরুষো যঃ খিদ্যতে নেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৩৯ ॥

যদি সঞ্জীবকব্যসনার্দিতো বিজ্ঞাপিতোঽপি স্বামী ন নিবর্ততে তদেদৃশো ভৃত্যস্য ন দোষঃ। তথা চ।

নৃপঃ কামাসক্তো গণয়তি ন কার্যং ন চ হিতং
যথেষ্টং স্বচ্ছন্দঃ প্রবিচরতি মত্তো গজ ইব।
ততো মানাধ্মাতঃ স পততি যদা শোকগহনে
তদা ভৃত্যে দোষান্ক্ষিপতি ন নিজং বেত্ত্যবিনয়ম্ ॥ ১৪০ ॥

পিঙ্গলকঃ স্বগতম্।

ন পরস্যাপবাদেন পরেষাং দণ্ডমাচরেৎ।
আত্মনাবগমং কৃত্বা বধ্নীয়াৎ পূজয়েত বা ॥ ১৪১ ॥

তথা চোক্তম্—

গুণদোষাবনিশ্চিত্য বিধিন' গ্রহনিগ্রহে।
স্বনাশায় যথা ন্যস্তো দর্পাৎ সর্পমুখে করঃ ॥ ১৪২ ॥

প্রকাশং ব্রূতে—তদা সঞ্জীবকঃ কিং প্রত্যাদিশ্যতাম্। দমনকঃ সসম্ভ্রমমাহ—দেব মা মৈবম্; এতাবতা মন্ত্রভেদো জায়তে।

মন্ত্রবীজমিদং গুপ্তং রক্ষণীয়ং তথা যথা।
মনাগপি ন ভিদ্যেত তদ্ভিন্নং ন প্ররোহতি ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ। আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্তব্যস্য চ কর্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্ ॥ ১৪৪ ॥

তদবশ্যং সমারব্ধং মহতা প্রযত্নেন সম্পাদনীয়ম্ কিঞ্চ;

মন্ত্রো যোধ ইবাধীরঃ সর্বাঙ্গৈঃ সংবৃতৈরপি।
চিরং ন সহতে স্থাতুং পরেভ্যো ভেদশঙ্কয়া ॥ ১৪৫ ॥

যদ্যসৌ দৃষ্টদোষোঽপি দোষান্নিবর্ত্য সন্ধাতব্যস্তদতীবানুচিতম্। যতঃ।

সকৃদ্দুষ্টং তু যো মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্ণাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ১৪৬ ॥

সিংহো ব্রূতে—জ্ঞায়তাং তাবৎ কিমস্মাকমসৌ কর্তুং সমর্থঃ। দমনক আহ—দেব।

অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ।
পশ্য টিট্টিভমাত্রেণ সমুদ্রো ব্যাকুলীকৃতঃ ॥ ১৪৭ ॥

সিংহঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি—

কথা—(নয়)

দক্ষিণসমুদ্রতীরে টিট্টিভদম্পতী নিবসতঃ। তত্র চাসন্নপ্রসবা টিট্টিভী ভর্তারমাহ—নাথ প্রসবযোগ্যস্থানং নিভৃতমনুসন্ধীয়তাম্। টিট্টিভোঽবদৎ—ভার্যে নন্বিদমেব স্থানং প্রসূতিযোগ্যম্। সা ব্রূতে—সমুদ্রবেলয়া প্লাব্যতে স্থানমেতৎ। টিট্টিভোঽবদৎ—কিমহং নির্বলঃ যেন স্বগৃহাবস্থিতঃ সমুদ্রেণ নিগ্রহীতব্যঃ। টিট্টিভী বিহস্যাহ—স্বামিন্ ত্বয়া সমুদ্রেণ চ মহদন্তরম্। অথবা।

দুঃখমাত্মা পরিচ্ছেত্তুমেবং যোগ্যো ন বেত্তি বা।
অস্তীদৃগ্ যস্য বিজ্ঞানং স কৃচ্ছ্রেঽপি ন সীদতি ॥ ১৪৮ ॥

অপি চ। অনুচিতকার্যারম্ভঃ স্বজনবিরোধো বলীয়সা স্পর্ধা।
প্রমদাজনবিশ্বাসো মৃত্যোর্দ্বারাণি চত্বারি ॥ ১৪৯ ॥

ততঃ [কৃচ্ছ্রেণ] স্বামিবচনাৎ তত্রৈব প্রসূতা সা। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা সমুদ্রেণাপি তচ্ছক্তিজ্ঞানার্থং তদণ্ডান্যপহৃতানি। ততষ্টিট্টিভী শোকার্তা ভর্তারমাহ - নাথ কষ্টমাপতিতম্। তান্যণ্ডানি মে নষ্টানি। টিট্টিভোঽবদৎ—প্রিয়ে মা ভৈষীঃ। ইত্যুক্ত্বা পক্ষিণাং মেলকং কৃত্বা পক্ষিস্বামিনো গরুড়স্য সমীপং গতঃ। তত্র গত্বা সকলবৃত্তান্তঃ টিট্টিভেন ভগবতো গরুড়স্য পুরতো নিবেদিতঃ—দেব সমুদ্রেণাহং স্বগৃহাবস্থিতো বিনাপরাধেনৈব নিগৃহীত ইতি। ততস্তদ্বচনমাকর্ণ্য গরুত্মতা প্রভুর্ভগবান্নারায়ণঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুর্বিজ্ঞপ্তঃ॥ স সমুদ্রমণ্ডদানায়াদিদেশ। ততো ভগবদাজ্ঞাং মৌলৌ নিধায় সমুদ্রেণ তান্যণ্ডানি টিট্টিভায় সমর্পিতানি। অতোঽহং ব্রবীমি-অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা ইত্যাদি। রাজাহ—কথমসৌ জ্ঞাতব্যো দ্রোহবুদ্ধিরিতি। দমনকো ব্রূতে—যদাসৌ সদর্পঃ শৃঙ্গাগ্রপ্রহরণাভিমুখশ্চকিত ইবাগচ্ছতি তদা জ্ঞাস্যতি স্বামী। এবমুক্ত্বা সঞ্জীবকসমীপং গতঃ। তত্র গতশ্চ মন্দং মন্দমুপসর্পন্ বিস্মিতমিবাত্মানমদর্শয়ৎ। সঞ্জীবকেন সাদরমুক্তম্—ভদ্র কুশলং তে। দমনকো ব্রূতে—অনুজীবিনাং কুতঃ কুশলম্। যতঃ।

সম্পত্তয়ঃ পরাধীনাঃ সদা চিত্তমনিবৃতম্।
স্বজীবিতেঽপ্যবিশ্বাসস্তেষাং যে রাজসংশ্রয়াঃ ॥ ১৫০ ॥

অন্যচ্চ। কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোঽস্তং গতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো বাস্তি রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ভুজান্তরং ন চ গতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কো বা দুর্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ১৫১ ॥

সঞ্জীবকেনোক্তম্—সখে ব্রূহি কিমেতৎ। দমনক আহ—কিং ব্রবীমি মন্দভাগ্যঃ।

পশ্য। যথা সমুদ্রে নির্মগ্নো লব্ধা সর্পাবলম্বনম্।
ন মুঞ্চতি ন চাদত্তে তথা মুগ্ধোঽস্মি সম্প্রতি ॥ ১৫২ ॥

যতঃ। একত্র রাজবিশ্বাসো নশ্যত্যন্যত্র বান্ধবঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি পতিতো দুঃখসাগরে ॥ ১৫৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা দীর্ঘং নিঃশ্বস্যোপবিষ্টঃ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—তথাপি মিত্র সবিস্তরং মনোগতমুচ্যতাম্। দমনকঃ সুনিভৃতমাহ—যদ্যপি রাজবিশ্বাসো ন কথনীয়স্তথাপি ভবানস্মদীয়প্রত্যয়াদাগতঃ। ময়া পরলোকার্থিনাবশ্যং তব হিতমাখ্যেয়ম্। শৃণু। অয়ং স্বামী তবোপরি বিকৃতবুদ্ধী রহস্যুক্তবান্—সঞ্জীবকমেব হত্বা স্বপরিবারং তর্পয়ামি। এতচ্ছ্রুত্বা সঞ্জীবকঃ পরং বিষাদমগমৎ। দমনকঃ পুনরাহ। অলং বিষাদেন। প্রাপ্তকালকার্যমনুষ্ঠীয়তাম্। সঞ্জীবকঃ ক্ষণং বিমৃশ্যাহ। সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে।

দুর্জনগম্যা নার্যঃ প্রায়েণপাত্রভৃদ্ভবতি রাজা।
কৃপণানুসারি চ ধনং দেবো গিরিজলধিবর্ষী চ ॥ ১৫৪ ॥

স্বগতম্—তৎকিমিদমেতদ্বিচেষ্টিতং ন বেত্ত্যেতদ্ব্যবহারাদেব নির্ণেতুং ন শক্যতে। যতঃ।

কশ্চিদাশ্রয়সৌন্দর্যাদ্ধত্তে শোভামসজ্জনঃ।
প্রমদালোচনন্যস্তং মলীমসমিবাঞ্জনম্ ॥ ১৫৫ ॥

কষ্টং কিমিদমাপতিতম্। যতঃ।

আরাধ্যমানো নৃপতিঃ প্রযত্নান্ন তোষমায়াতি কিমত্র চিত্রম্।
অয়ং ত্বপূর্বপ্রতিমাবিশেষো যঃ সেব্যমানো রিপুতামুপৈতি ॥ ১৫৬ ॥

তদয়মশক্যার্থঃ প্রমেয়ঃ। যতঃ।

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি
ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রসীদতি।
অকারণদ্বেষি মনস্তু যস্য বৈ
কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি ॥ ১৫৭ ॥

কিং ময়াপকৃতং রাজ্ঞঃ। অথবা নির্নিমিত্তাপকারিণশ্চ ভবন্তি রাজানঃ। দমনকো ব্রূতে—এবমেতৎ। শৃণু।

বিজ্ঞৈঃ স্নিগ্ধৈরুপকৃতমপি দ্বেষ্যতামেতি কিঞ্চিৎ
সাক্ষাদন্যৈরপকৃতমপি প্রীতিমেবোপযাতি।
দুর্গ্রাহ্যত্বান্নৃপতিমনসাং নৈকভাবাশ্রয়াণাং
সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥ ১৫৮ ॥

অন্যচ্চ। কৃতশতমসৎসু নষ্টং সুভাষিতশতং চ নষ্টমবুধেষু।
বচনশতমবচনকরে বুদ্ধিশতমচেতনে নষ্টম্ ॥ ১৫৯ ॥

কিঞ্চ। চন্দনতরুষু ভুজঙ্গা জলেষু কমলানি তত্র চ গ্রাহাঃ।
গুণঘাতিনশ্চ ভোগে খলা ন চ সুখান্যবিঘ্নানি ॥ ১৬০ ॥

অন্যচ্চ। মূলং ভুজঙ্গৈঃ কুসুমানি ভৃঙ্গৈঃ শাখাঃ প্লবঙ্গৈঃ শিখরাণি ভল্লৈঃ।
নাস্ত্যেব তচ্চন্দনপাদপস্য যন্নাশ্রিতং দুষ্টতরৈশ্চ হিংস্রৈঃ ॥ ১৬১ ॥

অয়ং তাবৎ স্বামী বাচ্মধুরো বিষহৃদয়ো ময়া জ্ঞাতঃ। যতঃ।

দূরাদুচ্ছ্রিতপাণিরার্দ্রনয়নঃ প্রোৎসারিতার্ধাসনো
গাঢ়ালিঙ্গনতৎপরঃ প্রিয়কথাপ্রশ্নেষু দত্তাদরঃ।

অন্তর্ভূতবিষো বহির্মধুময়শ্চাতীব মায়াপটুঃ
কো নামায়মপূর্বনাটকবিধির্যঃ শিক্ষিতো দুর্জনৈঃ ॥ ১৬২ ॥

তথা হি। পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ শৃণিঃ।
ইত্থং তদ্ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥ ১৬৩ ॥

সঞ্জীবকঃ (পুনর্নিঃশস্য)—কষ্টং ভোঃ। কথমহং শস্যভক্ষকঃ সিংহেন নিপাতয়িতব্যঃ। যতঃ।

যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং বলম্।
তয়োর্বিবাদো মন্তব্যো নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬৪ ॥

(পুনর্বিচিন্ত্য)। কেনায়ং রাজা মমোপরি বিকারিতো ন জানে। ভেদমুপগতাদ্ রাজ্ঞঃ সদা ভেতব্যম্। যতঃ।

মন্ত্রিণা পৃথিবীপালচিত্তং বিঘটিতং ক্বচিৎ।
বলয়ং স্ফটিকস্যেব কো হি সন্ধাতুমীশ্বরঃ ॥ ১৬৫ ॥

অন্যচ্চ। বজ্রং চ রাজতেজশ্চ দ্বয়মেবাতিভীষণম্।
একমেকত্র পততি পতত্যন্যৎ সমন্ততঃ ॥ ১৬৬ ॥

তৎসংগ্রামে মৃত্যুরেবাশ্রীয়তাম্। ইদানীং তদাজ্ঞানুবর্তনমযুক্তম্। যতঃ।

মৃতঃ প্রাপ্নোতি বা স্বর্গং শত্রুং হত্বা সুখানি বা।
উভাবপি হি শূরাণাং গুণাবেতৌ সুদুর্লভৌ ॥ ১৬৭ ॥

যুদ্ধকালশ্চায়ম্।

যত্রাযুদ্ধে ধ্রুবং মৃত্যুর্যুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ।
তমেব কালং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৬৮ ॥

যতঃ। অযুদ্ধে হি সদা পশ্যেন্ন কিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ ॥ ১৬৯ ॥

জয়ে চ লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাম্।
ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে ॥ ১৭০ ॥

এতচ্চিন্তয়িত্বা সঞ্জীবক আহ—ভো মিত্র কথমসৌ মাং জিঘাংসুর্জ্ঞাতব্যঃ। দমনকো ব্রূতে—যদাসৌ সমুদ্ধতলাঙ্গূল উন্নতচরণো বিবৃতাস্যস্ত্বাং পশ্যতি তদা ত্বমপি স্ববিক্রমং দর্শয়িষ্যসি। যতঃ।

বলবানপি নিস্তেজাঃ কস্য নাভিভবাস্পদম্ ।
নিঃশঙ্কং দীয়তে লোকৈঃ পশ্য ভস্মচয়ে পদম্ ॥ ১৭১ ॥

কিন্তু সর্বমেতৎস্বগুপ্তমনুষ্ঠাতব্যম্ । নো চেন্ন ত্বং নাহম্ । ইত্যুক্ত্বা দমনকঃ করটকসমীপং গতঃ । করটকেনোক্তম্—কিং নিষ্পন্নম্ । দমনকেনোক্তম্—নিষ্পন্নোঽসাবন্যোন্যভেদঃ । করটকো ব্রূতে—কোঽত্র সন্দেহঃ । যতঃ ।

বন্ধুঃ কো নাম দুষ্টানাং কুপ্যেৎ কো নাতিযাচিতঃ ।
কো ন হৃষ্যতি বিত্তেন কুকৃত্যে কো ন পণ্ডিতঃ ॥ ১৭২ ॥

অন্যচ্চ । দুর্বৃত্তঃ ক্রিয়তে ধূর্তৈঃ শ্রীমানাত্মবিবৃদ্ধয়ে ।
কিং নাম খলসংসর্গঃ কুরুতে নাশ্রয়াশবৎ ॥ ১৭৩ ॥

ততো দমনকঃ পিঙ্গলকসমীপং গত্বা দেব সমাগতোঽসৌ পাপাশয়ঃ । তৎ সজ্জীভূয় স্থীয়তাম্ ইত্যুক্ত্বা পূর্বোক্তাকারং কারয়ামাস । সঞ্জীবকোঽপ্যাগত্য তথাবিধং বিকৃতাকারং সিংহং দৃষ্ট্বা স্বানুরূপং বিক্রমং চকার । ততস্তয়োঃ প্রবৃত্তে মহাহবে সঞ্জীবকঃ সিংহেন ব্যাপাদিতঃ ।

অথ পিঙ্গলকঃ সঞ্জীবকং ব্যাপাদ্য বিশ্রান্তঃ সশোক এব তিষ্ঠতি । ব্রূতে চ—কিং ময়া দারুণং কর্ম কৃতম্ । যতঃ ।

পরৈঃ সংভুজ্যতে রাজ্যং স্বয়ং পাপস্য ভাজনম্ ।
ধর্মাতিক্রমতো রাজা সিংহো হস্তিবধাদিব ॥ ১৭৪ ॥

অপরঞ্চ । ভূম্যেকদেশস্য গুণান্বিতস্য
মৃতস্য বা বুদ্ধিমতঃ প্রণাশে ।
ভৃত্যপ্রণাশো মরণং নৃপাণাং
নষ্টাপি ভূমিঃ সুলভা ন ভৃত্যাঃ ॥ ১৭৫ ॥

দমনকো ব্রূতে—স্বামিন্ কোঽয়ং নূতনো ন্যায়ো যদরাতিং হত্বা সন্তাপঃ ক্রিয়তে । তথা চোক্তম্—

পিতা বা যদি বা ভ্রাতা পুত্রো বা যদি বা সুহৃৎ ।
প্রাণচ্ছেদকরা রাজ্ঞা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৭৬ ॥

অপিচ । ধর্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞো নৈকান্তকরুণো ভবেৎ ।
ন হি হস্তস্থমপ্যন্নং ক্ষমাবান্ রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥ ১৭৭ ॥

কিঞ্চ । ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণম্ ।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণম্ ॥ ১৭৮ ॥

অপরঞ্চ । রাজ্যলোভাদহঙ্কারাদিচ্ছতঃ স্বামিনঃ পদম্ ।
প্রায়শ্চিত্তং তু তস্যৈকং জীবোৎসর্গো ন চাপরম্ ॥ ১৭৯ ॥

অন্যচ্চ। রাজা ঘৃণী ব্রাহ্মণঃ সর্বভক্ষঃ
স্ত্রী চাবশা দুষ্প্রকৃতিঃ সহায়ঃ।
প্রেষ্যঃ প্রতীপোঽধিকৃতঃ প্রমাদী
ত্যাজ্যা ইমে যশ্চ কৃতং ন বেত্তি॥ ১৮০॥

বিশেষতশ্চ। সত্যানৃতা চ পরুষা প্রিয়বাদিনী চ
হিংস্রা দয়ালুরপি চার্থপরা বদান্যা।
নিত্যব্যয়া প্রচুররত্নধনাগমা চ
বারাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা॥ ১৮১

ইতি দমনকেন সন্তোষিতঃ পিঙ্গলকঃ স্বাং প্রকৃতিমাপন্নঃ সিংহাসনে উপবিষ্টঃ। দমনকঃ প্রহৃষ্টমনাঃ বিজয়তাং মহারাজঃ শুভমস্তু সর্বজগতাম্ ইত্যুক্ত্বা যথাসুখমবস্থিতঃ।

বিষ্ণুশর্মোবাচ—সুহৃদ্ভেদঃ শ্রুতস্তাবদ্ভবদ্ভিঃ। রাজপুত্রা ঊচুঃ—ভবৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতঃ। সুখিনো ভূতা বয়ম্। বিষ্ণুশর্মাব্রবীৎ—অপরমপীদমস্তু—

সুহৃদ্ভেদস্তাবদ্ভবতু ভবতাং শত্রুনিলয়ে
খলঃ কালাকৃষ্টঃ প্রলয়মুপসর্পত্বহরহঃ।
জনো নিত্যং ভূয়াৎ সকলসম্পত্তিবসতিঃ
কথারামে রম্যে সততমিহ বালোঽপি রমতাম্॥ ১৮২॥

বিগ্রহঃ

পুনঃ কথারম্ভকালে রাজপুত্রৈরুক্তম্। আর্য রাজপুত্রা বয়ম্। তদ্বিগ্রহং শ্রোতুং নঃ কুতূহলমস্তি। বিষ্ণুশর্মণোক্তং—যদেব ভবদ্ভ্যো রোচতে তৎ কথয়ামি। বিগ্রহঃ শ্রূয়তাং যস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ—

হংসৈঃ সহ ময়ূরাণাং বিগ্রহে তুল্যবিক্রমে।
বিশ্বাস্য বঞ্চিতা হংসাঃ কাকৈঃ স্থিতারিমন্দিরে॥ ১॥

রাজপুত্রা ঊচুঃ—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্মা কথয়তি—

অস্তি কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলিনামধেয়ং সরঃ। তত্র হিরণ্যগর্ভো নাম রাজহংসঃ প্রতিবসতি। স চ সর্বৈর্জলচরপক্ষিভির্মিলিত্বা পক্ষিরাজোঽভিষিক্তঃ। যতঃ।

যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্‌নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব॥ ২॥

অপরঞ্চ। প্রজাং সংরক্ষতি নৃপঃ সা বর্ধয়তি পার্থিবম্॥
বর্ধনাদ্ রক্ষণং শ্রেয়স্তদভাবে সদপ্যসৎ॥ ৩॥

একদাসৌ রাজহংসঃ সুবিস্তীর্ণকমলপর্যঙ্কে সুখাসীনঃ পরিবারপরিবৃতস্তিষ্ঠতি।

ততঃ কুতশ্চিদ্দেশাদাগত্য দীর্ঘমুখো নাম বকঃ প্রণম্যোপবিষ্টঃ। রাজোবাচ—দীর্ঘমুখ দেশান্তরাদাগতোঽসি। বার্তাং কথয়। স ব্রূতে—দেব অস্তি মহতী বার্তা। তামাখ্যাতুকাম এব সত্বরমাগতোঽহম্। শ্রূয়তাম্। অস্তি জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্যো নাম গিরিঃ। তত্র চিত্রবর্ণো নাম ময়ূরঃ পক্ষিরাজো নিবসতি। তস্যানুচরৈশ্চরদ্ভিঃ পক্ষিভিরহং দগ্ধারণ্যমধ্যে চরন্নবলোকিতঃ পৃষ্টশ্চ—কস্ত্বম্। কুতঃ সমাগতোঽসি। তদা ময়োক্তম্—কর্পূরদ্বীপস্য রাজচক্রবর্তিনো হিরণ্যগর্ভস্য রাজহংস্যানুচরোঽহম্। কৌতুকাদ্দেশান্তরং দ্রষ্টুমাগতোঽস্মি। এতচ্ছ্রুত্বা পক্ষিভিরুক্তম্—অনয়োর্দেশয়োঃ কো দেশো ভদ্রতরো রাজা চ। ময়োক্তম্—আঃ কিমেবমুচ্যতে। মহদন্তরম্। যতঃ কর্পূরদ্বীপঃ স্বর্গ এব রাজহংসশ্চ দ্বিতীয়ঃ স্বর্গপতিঃ। অত্র মরুস্থলে পতিতঃ যূয়ং কিং কুরুথ। আগচ্ছতাস্মদ্দেশো গম্যতাম্। ততোঽস্মদ্বচনমাকর্ণ্য সর্বে সকোপা বভূবুঃ। তথা চোক্তম্—

> পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্।
> উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ ৪॥

অন্যচ্চ।

> বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যো নাবিদ্বাংস্তু কদাচন।
> বানরানুপদিশ্যাথ স্থানভ্রষ্টা যযুঃ খগাঃ॥ ৫॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ। দীর্ঘমুখঃ কথয়তি—

কথা—(এক)

অস্তি নর্মদাতীরে পর্বতোপত্যকায়াং বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। তত্র নির্মিতনীড়ক্রোড়ে পক্ষিণঃ সুখং বর্ষাস্বপি নিবসন্তি। অথৈকদা বর্ষাসু নীলপটলৈরিব জলধরপটলৈরাবৃতে নভস্তলে ধারাসারৈর্মহতী বৃষ্টির্বভূব। ততো বানরাংস্তরুতলেঽবস্থিতাং-শীতার্তান্ কম্পমানানবলোক্য কৃপয়া পক্ষিভিরুক্তম্—ভো ভো বানরাঃ শৃণুত।

> অস্মাভির্নির্মিতা নীড়াশ্চঞ্চুমাত্রাহৃতৈস্তৃণৈঃ।
> হস্তপাদাদিসংযুক্তা যূয়ং কিমিতি সীদথ॥ ৬॥

তচ্ছ্রুত্বা বানরৈর্জাতামর্ষৈরালোচিতম্—অহো নির্বাতনীড়গর্ভাবস্থিতাঃ সুখিনঃ পক্ষিণোঽস্মান্নিন্দন্তি। তদ্ভবতু তাবদ্ বৃষ্টেরুপশমঃ। অনন্তরং শান্তে পানীয়বর্ষে তৈর্বানরৈর্বৃক্ষমারুহ্য সর্বে নীড়া ভগ্নাস্তেষামণ্ডানি চাধঃপাতিতানি। অতোঽহং ব্রবীমি বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যঃ ইত্যাদি। রাজোবাচ—ততস্তৈঃ কিং কৃতম্। বকঃ কথয়তি—ততস্তৈঃ পক্ষিভিঃ কোপাদুক্তম্—কেনাসৌ রাজহংসঃ কৃতো রাজা। ততো ময়াপি জাতকোপেনোক্তম্—যুস্মদীয়ময়ূরঃ কেন রাজা কৃতঃ। এতচ্ছ্রুত্বা তে সর্বে মাং হন্তুমুদ্যতাঃ। ততো ময়াপি স্ববিক্রমো দর্শিতঃ। যতঃ।

> অন্যদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা লজ্জেব যোষিতঃ।
> পরাক্রমঃ পরিভবে বৈয়াত্যং সুরতেষ্বিব॥ ৭॥

রাজা বিহস্যাহ—

আত্মনশ্চ পরেষাং চ যঃ সমীক্ষ্য বলাবলম্ ।
অন্তরং নৈব জানাতি স তিরস্ক্রিয়তেঽরিভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্যচ্চ । সুচিরং হি চরন্নিত্যং ক্ষেত্রে সস্যমবুদ্ধিমান্ ।
দ্বীপিচর্মপরিচ্ছন্নো বাগ্দোষাদ্গর্দভো হতঃ ॥ ৯ ॥

বকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ । রাজা কথয়তি—

কথা—(দুই)

অস্তি হস্তিনাপুরে বিলাসো নাম রজকঃ । তস্য গর্দভোঽতিবাহনাদ্দুর্বলো মুমূর্ষুরিবাভবৎ । ততস্তেন রজকেনাসৌ ব্যাঘ্রচর্মণা প্রচ্ছাদ্যারণ্যসমীপে সস্যক্ষেত্রে নিযুক্তঃ । ততো দূরাত্তমবলোক্য ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা ক্ষেত্রপতয়ঃ সত্বরং পলায়ন্তে । অথৈকদা কেনাপি সস্যরক্ষকেণ ধূসরকম্বলকৃততনুত্রাণেন ধনুঃকাণ্ডং সজ্জীকৃত্যানতকায়েনৈকান্তে স্থিতম্ । তং চ দূরাদ্ দৃষ্ট্বা গর্দভঃ পুষ্টাঙ্গো যথেষ্টসস্যভক্ষণজাতবলো গর্দভীয়মিতি মত্বোচ্চৈঃ শব্দং কুর্বাণস্তদভিমুখং ধাবিতঃ । ততস্তেন সস্যক্ষেত্রকেণ চীৎকারশব্দান্নিশ্চিত্য গর্দভোঽয়মিতি লীলয়ৈব ব্যাপাদিতঃ । অতোঽহং ব্রবীমি সুচিরং হি চরন্নিত্যম্ ইত্যাদি । ততস্ততঃ । দীর্ঘমুখো ব্রূতে—ততস্তৈঃ পক্ষিভিরুক্তম্—অরে পাপ দুষ্টবকঃ অস্মাকং ভূমৌ চরন্নস্মাকং স্বামিনমধিক্ষিপসি তন্ন ক্ষন্তব্যমিদানীম্ । ইত্যুক্ত্বা তে সর্বে মাং চঞ্চুভির্হত্বা সকোপা ঊচুঃ—পশ্য রে মূর্খ স হংসস্তব রাজা সর্বথা মৃদুঃ । তস্য রাজ্যেঽধিকার এব নাস্তি । যত একান্ততো মৃদুঃ করতলগতমপ্যর্থং রক্ষিতুমক্ষমঃ । কথং স পৃথিবীং শাস্তি রাজ্যং বা তস্য কিম্ । ত্বং কূপমণ্ডূকস্তেন তদাশ্রয়মুপদিশসি । শৃণু ।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি চ্ছায়া কেন নিবার্যতে ॥ ১০ ॥

অন্যচ্চ । হীনসেবা ন কর্তব্যা কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ ।
পয়োঽপি সৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অন্যচ্চ । মহানপ্যল্পতাং যাতি নির্জনে গুণবিস্তরঃ ।
আধারাধেয়ভাবেন গজেন্দ্র ইব দর্পণে ॥ ১২ ॥

বিশেষতশ্চ । ব্যাপদেশেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদতিশক্তে নরাধিপে ।
শশিনো ব্যপদেশেন শশকাঃ সুখমাসতে ॥ ১৩ ॥

ময়োক্তম্—কথমেতৎ । পক্ষিণঃ কথয়ন্তি—

কথা—(তিন)

কদাচিদ্বর্ষাস্বপি বৃষ্টেরভাবাৎ তৃষার্তো গজযূথো যূথপতিমাহ নাথ কোঽভ্যুপায়োঽস্মাকং জীবনায় । অস্ত্যত্র ক্ষুদ্রজন্তূনাং নিমজ্জনস্থানম্ । বয়ং তু নিমজ্জনাভা-

বাদন্ধা ইব। ক যামঃ কিং কুর্মঃ। ততো হস্তিরাজো নাতিদূরং গত্বা নির্মলং হ্রদং দর্শিতবান্। ততো দিনেষু গচ্ছৎসু তত্তীরাবস্থিতা গজপাদাহতিভিশ্চূর্ণিতাঃ ক্ষুদ্র-শশকাঃ। অনন্তরং শিলীমুখো নাম শশকশ্চিন্তয়ামাস—অনেন গজযূথেন পিপাসাকুলিতেন প্রত্যহমত্রাগন্তব্যম্। অতো বিনশ্যত্যস্মৎকুলম্। ততো বিজয়ো নাম বৃদ্ধশশকোঽবদৎ। মা বিষীদত। ময়াত্র প্রতীকারঃ কর্তব্যঃ। ততোঽসৌ প্রতিজ্ঞায় চলিতঃ। গচ্ছতা চ তেনালোচিতম্—কথং ময়া গজযূথসমীপে স্থিত্বা বক্তব্যম্।

স্পৃশন্নপি গজো হন্তি জিঘ্রন্নপি ভুজঙ্গমঃ।
হসন্নপি নৃপো হন্তি মানয়ন্নপি দুর্জনঃ॥ ১৪।

অতোঽহং পর্বতশিখরমারুহ্য যূথনাথং সংবাদয়ামি। তথানুষ্ঠিতে যূথনাথ উবাচ—কস্ত্বম্। কুতঃ সমায়াতঃ। স ব্রূতে—শশকোঽহম্। ভগবতা চন্দ্রেণ ভবদন্তিকং প্রেষিতঃ। যূথপতিরাহ—কার্যমুচ্যতাম্। বিজয়ো ব্রূতে—

উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু দূতো বদতি নান্যথা।
সদৈবাবধ্যভাবেন যথার্থস্য হি বাচকঃ॥ ১৫॥

তদহং তদাজ্ঞয়া ব্রবীমি। শৃণু। যদেতে চন্দ্রসরোরক্ষকাঃ শশকাস্তৎয়া নিঃসা-রিতাস্তন্ন যুক্তং কৃতম্। যতস্তে শশকাশ্চিরমস্মাকং রক্ষিতাঃ। অতএব মে শশাঙ্কঃ ইতি প্রসিদ্ধিঃ। এবমুক্তবতে দূতে যূথপতির্ভয়াদিদমাহ—ইদমজ্ঞানতঃ কৃতম্। পুনর্ন গমিষ্যামি। দূত উবাচ—যদ্যেবং তদত্র সরসি কোপাৎ কম্পমানং ভগবন্তং শশাঙ্কং প্রণম্য প্রসাদ্য গচ্ছ। ততো রাত্রৌ যূথপতিং নীত্বা জলে চঞ্চলং চন্দ্রবিম্বং দর্শয়িত্বা যূথপতিঃ প্রণামং কারিতঃ। উক্তঞ্চ তেন—দেব অজ্ঞানাদনেনাপরাধঃ কৃতঃ। ততঃ ক্ষম্যতাম্। নৈবং বারান্তরং বিধাস্যতে। ইত্যুক্ত্বা প্রস্থাপিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি ব্যপদেশেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ ইতি। ততো ময়োক্তম্—স এবাস্মৎপ্রভু রাজহংসো মহাপ্রতাপোঽতিসমর্থঃ। ত্রৈলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং তত্র যুজ্যতে কিং পুনা রাজ্যম্ ইতি। তদাহং তৈঃ পক্ষিভিঃ দুষ্ট কথমস্মদ্ভূমৌ চরসি ইত্যভিধায় রাজ্ঞশ্চিত্রবর্ণস্য সমীপং নীতঃ। ততো রাজ্ঞঃ পুরো মাং প্রদর্শ্য তৈঃ প্রণম্যোক্তম্—দেব অবধীয়তামেষ দুষ্টো বকো যদস্মদ্দেশে চরন্নপি দেবপাদানধিক্ষিপতি; রাজাহ—কোঽয়ম্ কুতঃ সমায়াতঃ। তে উচুঃ—হিরণ্যগর্ভনাম্নো রাজহংসস্যানুচরঃ কর্পূরদ্বীপাদাগতঃ। অথাহং গৃধ্রেণ মন্ত্রিণা পৃষ্টঃ—কস্তত্র মুখ্যো মন্ত্রী ইতি। ময়োক্তম্—সর্বশাস্ত্রার্থ-পারগঃ সর্বজ্ঞো নাম চক্রবাকঃ। গৃধ্রো ব্রূতে—যুজ্যতে। স্বদেশজোঽসৌ। যতঃ।

স্বদেশজং কুলাচারং বিশুদ্ধমুপধাশুচিম্।
মন্ত্রজ্ঞমব্যসনিনং ব্যভিচারবিবর্জিতম্॥ ১৬॥

অধীতব্যবহারাঙ্গং মৌলং খ্যাতং বিপশ্চিতম্।
অর্থস্যোৎপাদকং সম্যগ্ বিদধ্যান্মন্ত্রিণং নৃপঃ॥ ১৭॥

অত্রান্তরে শুকেনোক্তম্—দেব কর্পূরদ্বীপাদয়ো লঘুদ্বীপা জম্বুদ্বীপান্তর্গতা এব। তত্রাপি দেবপাদানামেবাধিপত্যম্। ততো রাজ্ঞাপ্যুক্তম্—এবমেব, যতঃ।

রাজা মত্তঃ শিশুশ্চৈব প্রমদা ধনগর্বিতঃ।
অপ্রাপ্যমপি বাঞ্ছন্তি কিং পুনর্লভ্যমেব যৎ॥ ১৮॥

ততো ময়োক্তম্—যদি বচনমাত্রেণৈবাধিপত্যং সিধ্যতি তদা জম্বুদ্বীপেঽপ্যস্মৎপ্রভোর্হিরণ্যগর্ভস্য স্বাম্যমস্তি। শুক উবাচ—কথমত্র নির্ণয়ঃ। ময়োক্তম্—সংগ্রাম এব। রাজ্ঞা বিহস্যোক্তম্—স্বস্বামিনং গত্বা সজ্জীকুরু। তদা ময়োক্তম্—স্বদূতোঽপি প্রস্থাপ্যতাম্। রাজোবাচ—কঃ প্রয়াতু দৌত্যেন। যতঃ এবংভূতো দূতঃ কার্যঃ।

ভক্তো গুণী শুচির্দক্ষঃ প্রগল্ভোঽব্যসনী ক্ষমী।
ব্রাহ্মণঃ পরমর্মজ্ঞো দূতঃ স্যাৎ প্রতিভানবান্॥ ১৯॥

গৃধ্রো বদতি—সন্ত্যেব দূতা বহবঃ। কিন্তু ব্রাহ্মণঃ এব কর্তব্যঃ। যতঃ।

প্রসাদং কুরুতে পত্যুঃ সম্পত্তিং নাভিবাঞ্ছতি।
কালিমা কালকূটস্য নাপৈতীশ্বরসঙ্গমাৎ॥ ২০॥

রাজাহ— ততঃ শুক এব ব্রজতু। শুক ত্বমেবানেন সহ গত্বাস্মদভিলষিতং ব্রূহি। শুকো ব্রূতে—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। কিন্তয়ং দুর্জনো বকঃ। তদনেন সহ ন গচ্ছামি তথা চোক্তম্—

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ॥ ২১॥

অপরঞ্চ। ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জনেন সমং ক্বচিৎ।
কাকসঙ্গান্ধতো হংসস্তিষ্ঠন্ গচ্ছংশ্চ বর্তকঃ॥ ২২॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ। শুকঃ কথয়তি—

কথা—(চার)

অস্ত্যুজ্জয়িনীবর্ত্মনি প্রান্তরে মহান্ পিপ্পলীবৃক্ষঃ। তত্র হংসকাকৌ নিবসতঃ। কদাচিদ্ গ্রীষ্মসময়ে পরিশ্রান্তঃ কশ্চিৎ পথিকস্তত্র তরুতলে ধনুঃকাণ্ডং সন্নিধায় সুপ্তঃ। ক্ষণান্তরে তন্মুখাদ্বৃক্ষচ্ছায়াপগতা। ততঃ সূর্যতেজসা তন্মুখং ব্যাপ্তমবলোক্য কৃপয়া তদ্বৃক্ষস্থিতেন হংসেন পক্ষৌ প্রসার্য পুনস্তন্মুখে ছায়া কৃতা। ততো নির্ভরনিদ্রাসুখিনা তেনাধ্বন্যেন মুখব্যাদানং কৃতম্। অথ পরসুখমসহিষ্ণুঃ স্বভাবদৌর্জন্যেন স কাকস্তস্য মুখে পুরীষোৎসর্গং কৃত্বা পলায়িতঃ। ততো যাবদসৌ পান্থ উত্থায়োর্ধ্বং নিরীক্ষতে তাবত্তেনাবলোকিতো হংসঃ কাণ্ডেন হত্বা ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—দুর্জনেন সমং ন স্থাতব্যমিতি।

বর্তককথামপি কথয়ামি—

কথা—(পাঁচ)

একদা সর্বে পক্ষিণঃ ভগবতো গরুড়স্য যাত্রাপ্রসঙ্গে ন সমুদ্রতীরং প্রচলিতাঃ। তত্র

কাকেন সহ বর্তকশ্চলিতঃ। অথ গচ্ছতো গোপালস্য মস্তকস্থিতভাণ্ডাদ্দধি বারং বারং তেন কাকেন খাদ্যতে। ততো যাবদসৌ দধিভাণ্ডং ভূমৌ নিধায়োর্ধ্বমবলোকতে তাবত্তেন কাকবর্তকৌ দৃষ্টৌ। ততস্তেন খেদিতঃ কাকঃ পলায়িতঃ। বর্তকো মন্দগতিস্তেন প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যম্ ইত্যাদি। ততো ময়োক্তম্—ভ্রাতঃ শুক কিমেবং ব্রবীষি। মাং প্রতি যথা শ্রীমদ্দেবপাদাস্তথা ভবানপি। শুকেনোক্তম্—অস্ত্বেবম্। কিন্তু।

দুর্জনৈরুচ্যমানানি সাস্মিতানি প্রিয়াণ্যপি।
অকালকুসুমানীব ভয়ং সঞ্জনয়ন্তি হি ॥ ২৩ ॥

দুর্জনত্বং চ ভবতো বাক্যাদেব জ্ঞাতং যদনয়োর্ভূপালয়োর্বিগ্রহে ভবদ্বচনমেব নিদানম্। পশ্য।

প্রত্যক্ষেঽপি কৃতে দোষে মূর্খঃ সান্ত্বেন তুষ্যতি।
রথকারো নিজাং ভার্যাং সজারাং শিরসাকরোৎ ॥ ২৪ ॥

রাজ্ঞোক্তম্—কথমেতৎ। শুকঃ কথয়তি—

কথা— ছয়)

অস্তি যৌবনশ্রীনগরে মন্দগতির্নাম রথকারঃ। স চ স্বভার্যাং বন্ধকীং জানাতি। কিন্তু জারেণ সমং স্বচক্ষুষা নৈকস্থানে পশ্যতি। ততোঽসৌ রথকারঃ অহমন্যং গ্রামং গচ্ছামি ইত্যুক্ত্বা চলিতঃ। কিয়দ্দূরং গত্বা নিভৃতং পুনরাগত্য স্বগৃহে খট্বাতলে স্থিতঃ। অথ রথকারো গ্রামান্তরং গত ইত্যুপজাতবিশ্বাসয়া তদ্বধ্বা জারঃ সন্ধ্যাকাল এবাহূতঃ। পশ্চাত্তেন সমং তস্যাং খট্বায়াং নির্ভরং ক্রীড়ন্তি খট্বাতলস্থিতেন তেন সহানুভূতকিঞ্চিদঙ্গসংস্পর্শাৎ স্বামিনং বিজ্ঞায় সা বিষণ্ণাভবৎ। ততো জারেণোক্তম্—কিমিতি ত্বমদ্য ময়া সহ নির্ভরং ন রমসে। বিস্মিতেব প্রতিভাসি। অথ তয়োক্তম্—অনভিজ্ঞোঽসি। যোঽসৌ মম প্রাণেশ্বরো যেন মমাকৌমারং সখ্যং সোঽদ্য গ্রামান্তরং গতঃ। তেন বিনা সকলজনপূর্ণোঽপ্যয়ং গ্রামো মাং প্রত্যরণ্যবৎপ্রতিভাতি। কিং ভাবি তত্র পরস্থানে কিং খাদিতবান্ কথং বা প্রসুপ্ত ইত্যস্মদ্‌হৃদয়ং বিদীর্যতে। জারো ব্রূতে তৎকিমেবংবিধঃ স্নেহভূমিঃ স তে রথকারঃ। বন্ধক্যবদৎ—রে বর্বর কিং ব্রবীষি। শৃণু।

পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা যা ক্রুদ্ধচক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্তুঃ সা নারী ধর্মভাজনম্ ॥ ২৫ ॥

অপরঞ্চ। নগরস্থো বনস্থো বা পাপো বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ ॥

অন্যচ্চ। ভর্তা হি পরমং নার্যা ভূষণং ভূষণৈর্বিনা।
এষা বিরহিতা তেন শোভনাপি ন শোভনা ॥ ২৭ ॥

তৎ জারো মনোলৌল্যাৎ পুষ্পতাম্বূলসদৃশঃ কদাচিৎ সেব্যসে। স চ স্বামী মাং বিক্রেতুং দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি বা দাতুমীশ্বরঃ। কিং বহুনা তস্মিঞ্জীবতি জীবামি তন্মরণে চানুমরণং করিষ্যামীত্যেষ মে নিশ্চয়ঃ। যতঃ

তিস্রঃ কোট্যোঽর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

অন্যচ্চ। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্তারমাদায় স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৯ ॥

অপরঞ্চ। চিতৌ পরিষ্বজ্য বিচেতনং পতিং
প্রিয়া হি যা মুঞ্চতি দেহমাত্মনঃ।
কৃত্বাপি পাপং শতসংখ্যমপ্যসৌ
পতিং গৃহীত্বা সুরলোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০ ॥

এতৎ সর্বং শ্রুত্বা স রথকারোঽবদৎ—ধন্যোঽহং যস্যেদৃশী প্রিয়বাদিনী স্বামিবৎসলা ভার্যা ইতি মনসি নিধায় তাং খট্বাং স্ত্রীপুরুষসহিতাং মূর্ধ্নি কৃত্বা সানন্দং ননর্ত। অতোঽহং ব্রবীমি—প্রত্যক্ষেঽপি কৃতে দোষে ইত্যাদি। ততোঽহং তেন রাজ্ঞা যথাব্যবহারং সম্পূজ্য প্রস্থাপিতঃ। শুকোঽপি মম পশ্চাদাগচ্ছন্নাস্তে। এতৎ সর্বং পরিজ্ঞায় যথাকর্তব্যমনুসন্ধীয়তাম্। চক্রবাকো বিহস্যাহ—দেব বকেন তাবদ্দেশান্তরমপি গত্বা যথাশক্তি রাজকার্যমনুষ্ঠিতম্। কিন্তু দেব স্বভাব এষ মূর্খাণাম্। যতঃ।

শতং দদ্যান্ন বিবদেদিতি বিজ্ঞস্য সম্মতম্।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমেতন্মূর্খস্য লক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥

রাজাহ—কিমতীতোপালম্ভনেন। প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাম্। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব বিজনে ব্রবীমি। যতঃ।

বর্ণাকার প্রতিধ্বানৈর্নেত্রবক্ত্রবিকারতঃ।
অপ্যূহন্তি মনো ধীরাস্তস্মাদ্রহসি মন্ত্রয়েৎ ॥ ৩২ ॥

রাজা মন্ত্রী চ তত্র স্থিতৌ। অন্যেঽন্যত্র গতাঃ। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব অহমেবং জানামি। কস্যাপ্যস্মন্নিয়োগিনঃ প্রেরণয়া বকেনেদমনুষ্ঠিতম্। যতঃ।

বৈদ্যানামাতুরঃ শ্রেয়ান্ ব্যসনী যো নিয়োগিনাম্।
বিদুষাং জীবনং মূর্খঃ সদ্বর্ণো জীবনং সতাম্ ॥ ৩৩ ॥

রাজাব্রবীৎ ভবতু কারণমত্র পশ্চান্নিরূপণীয়ম্। সম্প্রতি যৎ কর্তব্যং তন্নিরূপ্যতাম্। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব প্রাণিধিস্তাবত্তত্র যাতু। ততস্তদনুষ্ঠানং বলাবলঞ্চ জানীমঃ। তথা।

ভবেৎ স্বপররাষ্ট্রাণাং কার্যাকার্যাবলোকনে।
চারশ্চক্ষুর্মহীভর্তুর্যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥ ৩৪ ॥

স চ দ্বিতীয়ং বিশ্বাসপাত্রং গৃহীত্বা যাতু। তেনাসৌ স্বয়ং তত্রাবস্থায় দ্বিতীয়ং তত্রত্যমন্ত্রকার্যং সুনিভৃতং নিশ্চিত্য নিগদ্য প্রস্থাপয়তি। তথা চোক্তম্—

তীর্থাশ্রমসুরস্থানে শাস্ত্রবিজ্ঞানহেতুনা।
তপস্বিব্যঞ্জনোপেতৈঃ স্বচরৈঃ সহ সংবদেৎ ॥ ৩৫ ॥

গূঢ়চারশ্চ যো জলে স্থলে চরতি। ততোঽসাবেব বকো নিযুজ্যতাম্। এতাদৃশ এব কশ্চিদ্বকো দ্বিতীয়ত্বেন প্রয়াতু। তদ্গৃহলোকশ্চ রাজদ্বারে তিষ্ঠতু। কিন্তু দেব এতদপি সুগুপ্তমনুষ্ঠাতব্যম্। যতঃ।

ষট্কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্তয়া।
ইত্যাত্মনা দ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্যো মহীভৃতা ॥ ৩৬ ॥

পশ্য। মন্ত্রভেদেঽপি যে দোষা ভবন্তি পৃথিবীপতেঃ।
ন শক্যাস্তে সমাধাতুমিতি নীতিবিদাং মতম্ ॥ ৩৭ ॥

রাজা বিমৃশ্যোবাচ—প্রাপ্তস্তাবন্ময়োত্তমঃ প্রণিধিঃ। মন্ত্রী ব্রূতে—তদা সংগ্রামবিজয়োঽপি প্রাপ্তঃ।

অত্রান্তরে প্রতীহারঃ প্রবিশ্য প্রণম্যোবাচ—দেব জম্বুদ্বীপাদাগতো দ্বারি শুকস্তিষ্ঠতি। রাজা চক্রবাকমবলোকতে। চক্রবাকেণোক্তম্—কৃতাবাসে তাবদ্ গত্বা ভবতু। পশ্চাদানীয় দ্রষ্টব্যঃ। প্রতীহারস্তমাবাসস্থানং নীত্বা গতঃ। রাজাহ—বিগ্রহস্তাবদুপস্থিতঃ। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব তথাপি সহসা বিগ্রহো ন বিধিঃ। যতঃ।

সচিবঃ কিং স মন্ত্রী বা য আদাবেব ভূপতিম্।
যুদ্ধোদ্যোগং স্বভূত্যাগং নির্দিশত্যাবিচারিতম্ ॥ ৩৮ ॥

অপরঞ্চ। বিজেতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন।
অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্যচ্চ। সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
সাধিতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন ॥ ৪০ ॥

যতঃ। সর্ব এব জনঃ শূরো হ্যনাসাদিতবিগ্রহঃ।
অদৃষ্টপরসামর্থ্যঃ সদর্পঃ কো ভবেন্ন হি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ। ন তথোত্থাপ্যতে গ্রাবা প্রাণিভির্দারুণা যথা।
অল্পোপায়ান্মহাসিদ্ধিরেতন্মন্ত্রফলং মহৎ ॥ ৪২ ॥

কিন্তু বিগ্রহমুপস্থিতং বিলোক্য ব্যবহ্রিয়তাম্। যতঃ।

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ।
তদ্বন্নীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ ॥ ৪৩ ॥

অপরঞ্চ। মহতো দূরভীরুত্বমাসন্নে শূরতা গুণঃ।
বিপত্তৌ চ মহাল্লোকে ধীরতামনুগচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥

অন্যচ্চ। প্রত্যূহঃ সর্বসিদ্ধীনামুত্তাপঃ প্রথমঃ কিল।
আতশীতলমপ্যন্তঃ কিং ভিনত্তি ন ভূভৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

বিশেষতশ্চ দেব মহাবলোঽসৌ চিত্রবর্ণো রাজা। যতঃ।

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্।
তদ্যুদ্ধং হস্তিনা সার্ধং নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্যচ্চ। স মূর্খঃ কালমপ্রাপ্য যোঽপকর্তরি বর্ততে।
কলিবর্লবতা সার্ধং কীটপক্ষোদ্গমো যথা ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ। কৌর্মং সংকোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালে তু নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ ॥ ৪৮ ॥

শৃণু দেব। মহত্যল্পেঽপ্যুপায়জ্ঞঃ সমমেব ভবেৎ ক্ষমঃ।
সমুন্মূলয়িতুং বৃক্ষাংস্তৃণানীব নদীরয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

অতস্তদ্দূতোঽয়ং শুকোঽত্রাশ্বাস্য তাবদ্ধ্রিয়তাং যাবদ্দুর্গং সজ্জীক্রিয়তে। যতঃ।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
শতং শতসহস্রাণি তস্মাদ্ দুর্গং বিধীয়তে ॥ ৫০ ॥

অদুর্গো বিষয়ঃ কস্য নারেঃ পরিভবাস্পদম্।
অদুর্গোঽনাশ্রয়ো রাজা পোতচ্যুতমনুষ্যবৎ ॥ ৫১ ॥

দুর্গং কুর্যান্মহাখাতমুচ্চপ্রাকারসংযুতম্।
সযন্ত্রং সজলং শৈলসরিন্মরুবনাশ্রমম্ ॥ ৫২ ॥

বিস্তীর্ণতাতিবৈষম্যং রসধান্যেধ্মসংগ্রহঃ।
প্রবেশশ্চাপসারশ্চ সপ্তৈতা দুর্গসম্পদঃ ॥ ৫৩ ॥

রাজাহ—দুর্গানুসন্ধানে কো নিযুজ্যতাম্। চক্রো ব্রূতে—

যো যত্র কুশলঃ কার্যে তং তত্র বিনিযোজয়েৎ।
কর্মস্বদৃষ্টকর্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি ॥ ৫৪ ॥

তদাহূয়তাং সারসঃ। তথানুষ্ঠিতে সত্যাগতং সারসমালোক্য রাজোবাচ—ভোঃ সারস ত্বং সত্বরং দুর্গমনুসন্ধেহি। সারসঃ প্রণম্যোবাচ—দেব দুর্গং তাবদিদমেব চিরাৎ সুনিরূপিতমাস্তে মহৎ সরঃ। কিন্ত্বত্র মধ্যবর্তিদ্বীপে দ্রব্যসংগ্রহঃ কার্যতাম্। যতঃ।

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্যাৎ প্রাণধারণম্ ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ। খ্যাতঃ সর্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ।
গৃহীতং চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়ায়তে ॥ ৫৬ ॥

রাজাহ—সত্বরং গত্বা সর্বমনুতিষ্ঠ। পুনঃ প্রবিশ্য প্রতীহারো ব্রূতে—দেব সিংহলদ্বীপাদাগতো মেঘবর্ণো নাম বায়সরাজঃ সপরিবারো দ্বারি তিষ্ঠতি। দেবপাদং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। রাজাহ—কাকঃ পুনঃ সর্বজ্ঞো বহুদ্রষ্টা চ। তদ্ভবতি সংগ্রাহ্যঃ। চক্রো ব্রূতে—দেব অস্ত্যেবম্। কিন্তু কাকঃ স্থলচরঃ। তেনাস্মদ্বিপক্ষপক্ষে নিযুক্তঃ কথং সংগ্রাহ্য। তথা চোক্তমঃ—

আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষেষু যো রতঃ।
স পরৈর্হন্যতে মূঢ়ো নীলবর্ণশৃগালবৎ ॥ ৫৭ ॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(সাত)

অস্ত্যরণ্যে কশ্চিচ্ছৃগালঃ স্বেচ্ছয়া নগরোপান্তে ভ্রাম্যন্নীলীভাণ্ডে পতিতঃ। পশ্চাত্তত উত্থাতুমসমর্থঃ প্রাতরাত্মানং মৃতবৎ সন্দর্শ্য স্থিতঃ। অথ নীলীভাণ্ডস্বামিনা মৃত ইতি জ্ঞাত্বা তস্মাৎ সমুত্থাপ্য দূরে নীত্বাপসারিতস্তস্মাৎ পলায়িতঃ। ততোঽসৌ বনং গত্বা স্বকীয়মাত্মানং নীলবর্ণমবলোক্যাচিন্তয়ৎ—অহমিদানীমুত্তমবর্ণঃ। তদাহং স্বকীয়োৎকর্ষং কিং ন সাধয়ামি। ইত্যালোচ্য শৃগালানাহূয় তেনোক্তম্—অহং ভগবত্যা বনদেবতয়া স্বহস্তেনারণ্যরাজ্যে সর্বৌষধিরসেনাভিষিক্তঃ। তদদ্যারভ্যারণ্যেঽস্মদাজ্ঞয়া ব্যবহারঃ কার্যঃ। শৃগালাশ্চ তং বিশিষ্টবর্ণমবলোক্য সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্যোচুঃ যথাজ্ঞাপয়তি দেব ইতি। অনেনৈব ক্রমেণ সর্বেষ্বরণ্যবাসিষ্বাধিপত্যং তস্য বভূব। ততস্তেন স্বজ্ঞাতিভিরাবৃতেনাধিক্যং সাধিতম্। ততস্তেন ব্যাঘ্রসিংহাদীনুত্তমপরিজনান্ প্রাপ্য সদসি শৃগালানবলোক্য লজ্জমানেনাবজ্ঞয়া দূরীকৃতাঃ স্বজাতীয়াঃ। ততো বিষণ্ণান্ শৃগালানবলোক্য কেনচিদ্বৃদ্ধশৃগালেনৈতৎ প্রতিজ্ঞাতম্—মা বিষীদত। যদনেনানভিজ্ঞেন নীতিবিদো মর্মজ্ঞা বয়ং স্বসমীপাৎ পরিভূতাস্তদ্ যথায়ং নশ্যতি তথা বিধেয়ম্। যতোঽমী ব্যাঘ্রাদয়ো বর্ণমাত্রবিপ্রলব্ধাঃ শৃগালমজ্ঞাত্বা রাজানমিমং মন্যন্তে। তদ্ যথায়ং পরিচিতো ভবতি তথা কুরুত। তত্র চৈবমনুষ্ঠেয়ম্। যৎ সর্বে সন্ধ্যাসময়ে তৎসন্নিধানে মহারাবমেকদৈব করিষ্যথ। ততস্তং শব্দমাকর্ণ্য জাতিস্বভাবাৎ তেনাপি শব্দঃ কর্তব্যঃ। যতঃ।

যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ শব্দাদভিজ্ঞায় স ব্যাঘ্রেণ হন্তব্যঃ। ততস্তথানুষ্ঠিতে সতি তদ্বৃত্তম্। তথা চোক্তম্—

ছিদ্রং মর্ম চ বীর্যং চ সর্বং বেত্তি নিজো রিপুঃ।
দহত্যন্তর্গতশ্চৈব শুষ্কং বৃক্ষমিবানলঃ ॥ ৫৯ ॥

অতোঽহং ব্রবীমি—আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য ইত্যাদি। রাজাহ—যদ্যেবং তথাপি দৃশ্যতাং তাবদয়ং দূরাদাগতঃ। তৎসংগ্রহে বিচারঃ কার্যঃ॥ চক্রো ব্রূতে—দেব প্রণিধিঃ প্রহিতো দুর্গশ্চ সজ্জীকৃতঃ। অতঃ শুকোঽপ্যালোক্য প্রস্থাপ্যতাম্ কিন্তু

নন্দং জঘান চাণক্যস্তীক্ষ্ণদূতপ্রয়োগতঃ।
তচ্ছূরান্তরিতং দূতং পশ্যেদ্ধীরসমন্বিতঃ॥ ৬০॥

ততঃ সভাং বৃত্বাহূতঃ শুকঃ কাকশ্চ। শুকঃ কিঞ্চিদুন্নতশিরা দত্তাসন উপবিশ্য ব্রূতে—ভো হিরণ্যগর্ভ ত্বাং মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণঃ সমাজ্ঞাপয়তি। যদি জীবিতেন শ্রিয়া বা প্রয়োজনমস্তি তদা সত্বরমাগত্যাস্মচ্চরণৌ প্রণম। নো চেদাস্থাতুং স্থানান্তরং চিন্তয়। রাজা সকোপমাহ—আঃ সভায়াং কোঽপ্যস্মাকং নাস্তি য এবং গলহস্তয়তি। উত্থায় মেঘবর্ণো ব্রূতে—দেব আজ্ঞাপয়। হন্মি দুষ্টং শুকম্। সর্বজ্ঞো রাজানং কাকং চ সান্ত্বয়ন্ ব্রূতে—শৃণু তাবৎ।

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
ধর্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি॥ ৬১॥

যতো ধর্মশ্চৈষঃ।

দূতো ম্লেচ্ছোঽপ্যবধ্যঃ স্যাদ্ রাজা দূতমুখো যতঃ।
উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু দূতো বদতি নান্যথা॥ ৬২॥

অপরঞ্চ। স্বাপকর্ষং পরোৎকর্ষং দূতোক্তৈর্মন্যতে তু কঃ।
সদৈবাবধ্যভাবেন দূতঃ সর্বং হি জল্পতি॥ ৬৩॥

ততো রাজা কাকশ্চ স্বাং প্রকৃতিমাপন্নৌ। শুকোঽপ্যুত্থায় চলিতঃ। পশ্চাচ্চক্রবাকেণানীয় প্রবোধ্য কনকালংকারাদিকং দত্ত্বা সংপ্রেষিতো যযৌ। শুকো বিন্ধ্যাচলং গত্বা রাজানং প্রণতবান্। তমালোক্য চিত্রবর্ণো রাজাহ—শুক কা বার্তা। কীদৃশোঽসৌ দেশঃ। শুকো ব্রূতে—দেব সংক্ষেপাদিয়ং বার্তা সম্প্রতি যুদ্ধোদ্যোগঃ ক্রিয়তাম্। দেশশ্চাসৌ কর্পূরদ্বীপঃ স্বর্গৈকদেশঃ কথং বর্ণয়িতুং শক্যতে। ততঃ সর্বান্ শিষ্টানাহূয় রাজা মন্ত্রয়িতুমুপবিষ্টঃ। আহ চ—সম্প্রতি কর্তব্যবিগ্রহে যথাকর্তব্যমুপদেশং ব্রূত। বিগ্রহঃ পুনরবশ্যং কর্তব্যঃ। তথা চোক্তম্—

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সন্তুষ্টাশ্চ মহীভুজঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥ ৬৪॥

দূরদর্শী নাম গৃধ্রো ব্রূতে—দেব ব্যসনিতয়া বিগ্রহো ন বিধিঃ। যতঃ।

মিত্রামাত্যসুহৃদ্বর্গা যদা স্যুর্দৃঢভক্তয়ঃ।
শত্রূণাং বিপরীতাশ্চ কর্তব্যো বিগ্রহস্তদা॥ ৬৫॥

অন্যচ্চ। ভূমির্মিত্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ম্।
যদৈতন্নিশ্চিতং ভাবি কর্তব্যো বিগ্রহস্তদা॥ ৬৬॥

রাজাহ—মম বলানি তাবদালোকয়তু মন্ত্রী। তদেতেষামুপযোগো জ্ঞায়তাম্। এবমাহূয়তাং মৌহূর্তিকঃ। নির্ণীয় শুভলগ্নং যাত্রার্থং দদাতু। মন্ত্রী ব্রূতে—তথাপি সহসা যাত্রাকরণমনুচিতম্। যতঃ।

বিশন্তি সহসা মূঢ়া যে বিচার্য দ্বিষদ্বলম্।
খড়্গধারাপরিষ্বঙ্গং লভন্তে তে সুনিশ্চিতম্॥ ৬৭॥

রাজাহ—মন্ত্রিন্ মমোৎসাহভঙ্গং সর্বথা মা কৃথাঃ। বিজিগীষুর্যথা পরভূমিমাক্রামতি তথা কথয়। গৃধ্রো ব্রূতে—তৎ কথয়ামি। কিন্তু তদনুষ্ঠিতমেব ফলপ্রদম্। তথা চোক্তম্—

কিং মন্ত্রেণাননুষ্ঠানে শাস্ত্রবৎ পৃথিবীপতেঃ।
ন হ্যোষধপরিজ্ঞানাদ্ ব্যাধেঃ শান্তিঃ ক্বচিদ্ভবেৎ॥ ৬৮॥

রাজাদেশশ্চানতিক্রমণীয় ইতি যথাশ্রুতং নিবেদয়ামি। শৃণু।

নদ্যদ্রিবনদুর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং নৃপ।
তত্র তত্র চ সেনানীর্যায়াদ্ ব্যূহীকৃতৈর্বলৈঃ॥ ৬৯॥

বলাধ্যক্ষঃ পুরো যায়াৎ প্রবীরপুরুষান্বিতঃ।
মধ্যে কলত্রং স্বামী চ কোষঃ ফল্গু চ যদ্বলম্॥ ৭০॥

পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা অশ্বানাং পার্শ্বতো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাং চ পদাতয়ঃ॥ ৭১॥

পশ্চাৎ সেনাপতির্যায়াৎ খিন্নানাশ্বাসয়ঞ্শনৈঃ।
মন্ত্রিভিঃ সুভটৈর্যুক্তঃ প্রতিগৃহ্য বলং নৃপ॥ ৭২॥

সমেয়াদ্বিষমং নাগৈর্জলাঢ্যং সমহীধরম্।
সমমশ্বৈর্জলং নৌভিঃ সর্বত্রৈব পদাতিভিঃ॥ ৭৩॥

হস্তিনাং গমনং প্রোক্তং প্রশস্তং জলদাগমে।
তদন্যত্র তুরঙ্গাণাং পত্তীনাং সর্বদৈব হি॥ ৭৪॥

শৈলেষু দুর্গমার্গেষু বিধেয়ং নৃপরক্ষণম্।
সুযোধৈ রক্ষিতস্যাপি শয়নং যোগনিদ্রয়া॥ ৭৫॥

নাশয়েৎ কর্ষয়েচ্ছত্রূন্ দুর্গকণ্টকমর্দনৈঃ।
পরদেশপ্রবেশে চ কুর্যাদাটবিকান্ পুরঃ॥ ৭৬॥

যত্র রাজা তত্র কোষো বিনা কোষান্ন রাজতা।
স্বভৃত্যেভ্যস্ততো দদ্যাৎ কো হি দাতুর্ন যুধ্যতে॥ ৭৭॥

যতঃ। ন নরস্য নরো দাসো দাসস্ত্বর্থস্য ভূপতে।
গৌরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥ ৭৮ ॥

অভেদেন চ যুধ্যেরন্ রক্ষেয়ুশ্চ পরস্পরম্।
ফল্গু সৈন্যং চ যৎকিঞ্চিন্মধ্যে ব্যূহস্য কারয়েৎ ॥ ৭৯ ॥

পদাতীংশ্চ মহীপালঃ পুরোঽনীকস্য যোজয়েৎ।
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ ॥ ৮০ ॥

স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৮১ ॥

দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্।
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারান্ পরিখাস্তথা ॥ ৮২ ॥

বলেষু প্রমুখো হস্তী ন তথান্যো মহীপতেঃ।
নির্জৈরবয়বৈরেব মাতঙ্গোঽষ্টায়ুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩ ॥

বলমশ্বশ্চ সৈন্যানাং প্রাকারো জঙ্গমো যতঃ।
তস্মাদশ্বাধিকো রাজা বিজয়ী স্থলবিগ্রহে ॥ ৮৪ ॥

তথা চোক্তম্। যুধ্যমানা হয়ারূঢা দেবানামপি দুর্জয়াঃ।
অপি দূরস্থিতাস্তেষাং বৈরিণো হস্তবর্তিনঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রথমং যুদ্ধকারিত্বং সমস্তবলপালনম্।
দিঙ্মার্গাণাং বিশোধিত্বং পত্তিকর্ম প্রচক্ষতে ॥ ৮৬ ॥

স্বভাবশূরমস্ত্রজ্ঞমবিরক্তং জিতশ্রমম্।
প্রসিদ্ধক্ষত্রিয়প্রায়ং বলং শ্রেষ্ঠতমং বিদুঃ ॥ ৮৭ ॥

যথা প্রভুকৃতান্মানাদ্ যুধ্যন্তে ভুবি মানবাঃ।
ন তথা বহুভির্দত্তৈর্দ্রবিণৈরপি ভূপতে ॥ ৮৮ ॥

বরমল্পবলং সারং ন কুর্যান্মুণ্ডমণ্ডলীম্।
কুর্যাদসারভঙ্গো হি সারভঙ্গমপি স্ফুটম্ ॥ ৮৯ ॥

অপ্রসাদোঽনধিষ্ঠানং দেয়াংশহরণং চ যৎ।
কালযাপোঽপ্রতীকারস্তদ্বৈরাগ্যস্য কারণম্ ॥ ৯০ ॥

অপীড়য়ন্ বলং শত্রূঞ্জিগীষুরভিষেণয়েৎ।
সুখসাধ্যং দ্বিষাং সৈন্যং দীর্ঘযানপ্রপীড়িতম্ ॥ ৯১ ॥

দায়াদাদপরো মন্ত্রো নাস্তি ভেদকরো দ্বিষাম্।
তস্মাদুত্থাপয়েদ্ যত্নাদ্দায়াদং তস্য বিদ্বিষঃ ॥ ৯২ ॥

সন্ধায় যুবরাজেন যদি বা মুখ্যমন্ত্রিণা।
অন্তঃ প্রকোপনং কার্যমভিযোক্তুঃ স্থিরাত্মনঃ ॥ ৯৩ ॥

ক্রূরং মিত্রং রণে চাপি ভঙ্গং দত্ত্বাভিঘাতয়েৎ।
অথ বা গোগ্রহাকৃষ্ট্যা তন্মুখাশ্রিতবন্ধনাৎ ॥ ৯৪ ॥

স্বরাজ্যং বাসয়েদ্ রাজা পরদেশাপবাহনাৎ।
অথ বা দানমানাভ্যাং বাসিতং ধনদং হি তৎ ॥ ৯৫ ॥

রাজাহ—আঃ কিং বহুনোদিতেন।

আত্মোদয়ঃ পরজ্যানির্দ্বয়ং নীতিরিতীয়তী।
তদূরীকৃত্য কৃতিভির্বাচস্পত্যং প্রতায়তে ॥ ৯৬ ॥

মন্ত্রিণা বিহস্যোক্তম্—সর্বং সত্যমেতৎ। কিন্তু—

অন্যদুচ্ছৃঙ্খলং সত্ত্বমন্যচ্ছাস্ত্রনিয়ন্ত্রিতম্।
সামানাধিকরণ্যং হি তেজস্তিমিরয়োঃ কুতঃ ॥ ৯৭ ॥

তত উত্থায় রাজা মৌহূর্তিকাবেদিতলগ্নে প্রস্থিতঃ।

অথ প্রণিধিপ্রহিতশ্চরো হিরণ্যগর্ভমাগত্যোবাচ—দেব সমাগতপ্রায়ো রাজা চিত্রবর্ণঃ। সম্প্রতি মলয়পর্বতাধিত্যকায়াং সমাবাসিতকটকো বর্ততে। দুর্গশোধনং প্রতিক্ষণমনুসন্ধাতব্যং যতোহসৌ গৃধ্রো মহামন্ত্রী। কিঞ্চ কেনচিৎ সহ তস্য বিশ্বাসকথাপ্রসঙ্গেনৈব তদিঙ্গিতমবগতং ময়া যদনেন কোহপ্যস্মদ্দুর্গে প্রাগেব নিযুক্তঃ। চক্রো ব্রূতে—দেব কাক এবাসৌ সম্ভবতি; রাজাহ—ন কদাচিদেতৎ। যদ্যেবং তদা কথং তেন শুকস্যাভিভবায়োদ্যোগঃ কৃতঃ। অপরঞ্চ। শুকস্য গমনাত্তত্র বিগ্রহোৎসাহঃ। স চিরাদত্রাস্তে। মন্ত্রী ব্রূতে—তথাপ্যাগন্তুঃ শঙ্কনীয়ঃ। রাজাহ—আগন্তুকা অপি কদাচিদুপকারকা দৃশ্যন্তে। শৃণু।

পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ॥ ৯৮ ॥

অপরঞ্চ। আসীদ্বীরবরো নাম শূদ্রকস্য মহীভৃতঃ।
সেবকঃ স্বল্পকালেন স দধৌ সুতমাত্মনঃ ॥ ৯৯ ॥

চক্রঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। রাজা কথয়তি—

কথা—(আট)

অহং পুরা শূদ্রকস্য রাজ্ঞঃ ক্রীড়াসরসি কর্পূরকেলিনাম্নো রাজহংসস্য পুত্র্যা কর্পূরমঞ্জর্যা সহানুরাগবানভবম্। তত্র বীরবরো নাম রাজপুত্রঃ কুতশ্চিদ্দেশাদাগত্য রাজদ্বারমুপগম্য প্রতীহারমুবাচ—অহং তাবদ্বর্তনার্থী রাজপুত্রঃ রাজদর্শনং কারয়। ততস্তেনাসৌ রাজদর্শনং কারিতো ব্রূতে—দেব যদি ময়া সেবকেন প্রয়োজনমস্তি তদাস্মদ্বর্তনং ক্রিয়তাম্। শূদ্রক উবাচ—কিং তে বর্তনম্। বীরবরো ব্রূতে—প্রত্যহং সুবর্ণশতচতুষ্টয়ম্। রাজাহ—কা তে সামগ্রী। বীরবরো ব্রূতে—দ্বৌ বাহূ তৃতীয়শ্চ

খড়্গঃ। রাজাহ—নৈতচ্ছক্যম্। তচ্ছ্রুত্বা বীরবরঃ প্রণম্য চলিতঃ। অথ মন্ত্রিভিরুক্তম্—দেব দিনচতুষ্টয়স্য বর্তনং দত্ত্বা জ্ঞায়তামস্য স্বরূপং কিমুপযুক্তোঽয়মেতাবদ্বর্তনং গৃহ্ণাত্যনুপযুক্তো বেতি। ততো মন্ত্রিবচনাদাহূয় বীরবরায় তাম্বূলং দত্ত্বা সুবর্ণশতচতুষ্টয়ং দত্তম্। তদ্বিনিয়োগশ্চ রাজ্ঞা সুনিভৃতং নিরূপিতঃ। তদর্ধং বীরবরেণ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্তম্। স্থিতস্যার্ধং দুঃখিতেভ্যঃ। তদবশিষ্টং ভোজ্যব্যয়বিলাসব্যয়েন ব্যয়িতম্। এতৎ সর্বং নিত্যকৃত্যং কৃত্বা রাজদ্বারমহর্নিশং খড়্গপাণিঃ সেবতে। যদা চ রাজা স্বয়ং সমাদিশতি তদা স্বগৃহমপি যাতি।

অথৈকদা কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং রাত্রৌ রাজা সকরুণং ক্রন্দনধ্বনিং শুশ্রাব। শূদ্রক উবাচ—কঃ কোঽত্র দ্বারি। তেনোক্তম্—দেব অহং বীরবরঃ। রাজোবাচ—ক্রন্দনানুসরণং ক্রিয়তাম্। বীরবরঃ যথাজ্ঞাপয়তি দেব ইত্যুক্ত্বা চলিতঃ। রাজ্ঞা চ চিন্তিতম্—নৈতদুচিতম্। অয়মেকাকী রাজপুত্রো ময়া সূচীভেদ্যে তমসি প্রেরিতঃ। তদনু গত্বা কিমেতদিতি নিরূপয়ামি। ততো রাজাপি খড়্গমাদায় তদনুসরণক্রমেণ নগরাদ্বহির্নির্জগাম। গত্বা চ বীরবরেণ সা রুদতী রূপযৌবনসম্পন্না সর্বালংকারভূষিতা কাচিৎ স্ত্রী দৃষ্টা পৃষ্টা চ—কা ত্বম্। কিমর্থং রোদিষীতি। স্ত্রিয়োক্তম্—অহমেতস্য শূদ্রকস্য রাজ্ঞো লক্ষ্মীঃ। চিরাদেতস্য ভুজচ্ছায়ায়াং মহতা সুখেন বিশ্রান্তা। ইদানীমন্যত্র গমিষ্যামি। বীরবরো ব্রূতে—যত্রাপায়ঃ সম্ভবতি তত্রোপায়োঽপ্যস্তি। তৎ কথং স্যাৎ পুনরিহাবলম্বনং ভগবত্যাঃ। লক্ষ্মীরুবাচ—যদি ত্বমাত্মনঃ পুত্রং শক্তিধরং দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতং ভগবত্যাঃ সর্বমঙ্গলায়া উপহারীকরোষি তদাহং পুনরত্র সুচিরং সুখং নিবসামি। ইত্যুক্ত্বাদৃশ্যাঽভবৎ।

ততো বীরবরেণ স্বগৃহং গত্বা নিদ্রাণা স্ববধূঃ প্রবোধিতা পুত্রশ্চ। তৌ নিদ্রাং পরিত্যজ্যোত্থায়োপাবিষ্টৌ। বীরবরস্তৎ সর্বং লক্ষ্মীবচনমুক্তবান্। তচ্ছ্রুত্বা সানন্দঃ শক্তিধরো ব্রূতে—ধন্যোঽহমেবংভূতঃ স্বামিরাজ্যরক্ষার্থং যস্যোপযোগঃ। তত্তাত কোঽধুনা বিলম্বস্য হেতুঃ। কদাপি তাবদেবংবিধ এব কর্মণ্যেতস্য দেহস্য বিনিয়োগঃ শ্লাঘ্যঃ। যতঃ।

> ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
> সন্নিমিত্তং বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ১০০ ॥

শক্তিধরমাতোবাচ—যদ্যেতন্ন কর্তব্যং তৎ কেনান্যেন কর্মণা মুখ্যস্য মহাবর্তনস্য নিষ্ক্রয়ো ভবিষ্যতি। ইত্যালোচ্য সর্বে সর্বমঙ্গলায়াঃ স্থানং গতাঃ। তত্র সর্বমঙ্গলাং সম্পূজ্য বীরবরো ব্রূতে—দেবি প্রসীদ। বিজয়তাং বিজয়তাং শূদ্রকো মহারাজঃ। গৃহ্যতাময়মুপহারঃ। ইত্যুক্ত্বা পুত্রস্য শিরশ্চিচ্ছেদ। ততো বীরবরশ্চিন্তয়ামাস—গৃহীতরাজবর্তনস্য তাবন্নিস্তারঃ কৃতঃ। অধুনা নিষ্পুত্রস্য মে জীবনং বিড়ম্বনম্। ইত্যালোচ্যাত্মনঃ শিরশ্ছিন্নবান্। ততঃ স্ত্রিয়াপি স্বামিনঃ পুত্রস্য চ শোকার্তয়া তদনুষ্ঠিতম্। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ স রাজা সাশ্চর্যং চিন্তয়ামাস—

> জীবন্তি চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
> অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০১ ॥

তদেতৎপরিত্যক্তেন মম রাজ্যেনাপ্যপ্রয়োজনম্। ততঃ স্বশিরশ্ছেত্তুমুল্লাসিতঃ

খড়্গাঃ শূদ্রকেণাপি। অথ ভগবত্যা সর্বমঙ্গলয়া প্রত্যক্ষভূতয়া রাজা হস্তে ধৃত উক্তশ্চ—পুত্র প্রসন্নাস্মি তে। এতাবতা সাহসেনালম্। জীবনান্তেঽপি তব রাজ্যভঙ্গো নাস্তি। রাজা চ সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্যোবাচ—দেবি কিং মে রাজ্যেন। জীবিতেন বা কিং প্রয়োজনম্। যদ্যহমনুকম্পনীয়স্তদা মমায়ুঃশেষেণায়ং সদারপুত্রো বীরবরো জীবতু। অন্যথাহং যথাপ্রাপ্তাং গতিং গচ্ছামি। ভগবত্যুবাচ পুত্র অনেন তে সত্ত্বোৎকর্ষেণ ভৃত্যবাৎসল্যেন চ সর্বথা সন্তুষ্টাস্মি; গচ্ছ বিজয়ী ভব। অয়মপি সপরিবারো রাজপুত্রো জীবতু। ইত্যুক্ত্বা দেব্যদৃশ্যাভবৎ। ততো বীরবরঃ সপুত্রদারঃ প্রাপ্তজীবনঃ স্বগৃহং গতঃ। রাজাপি তৈরলক্ষিতঃ সত্বরং প্রাসাদগর্ভং গত্বা তথৈব সুপ্তঃ।

অথ বীরবরো দ্বারস্থঃ পুনর্ভূপালেন পৃষ্টঃ সন্নুবাচ—দেব সা রুদতী স্ত্রী মামবলোক্যাদৃশ্যাভবৎ। ন কাপ্যন্যা বার্তা বিদ্যতে। তদ্বচনমাকর্ণ্য সন্তুষ্টো রাজা সাশ্চর্যমচিন্তয়ৎ—কথময়ং শ্লাঘ্যো মহাসত্ত্বঃ। যতঃ।

> প্রিয়ং ব্রূয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ
> দাতা নাপাত্রবর্ষী চ প্রগল্ভঃ স্যাদনিষ্ঠুরঃ ॥ ১০২ ॥

এতন্মহাপুরুষলক্ষণমেতস্মিন্ সর্বমস্তি। ততঃ স রাজা প্রাতঃ শিষ্টসভাং কৃত্বা সর্ববৃত্তান্তং প্রস্তুত্য প্রসাদাত্তস্মৈ কর্ণাটরাজ্যং দদৌ। তৎ কিমাগন্তুকো জাতিমাত্রাদ্ দুষ্টঃ। তত্রাপ্যুত্তমাধমমধ্যমাঃ সন্তি। চক্রবাকো ব্রূতে—

> যোঽকার্যং কার্যবচ্ছাস্তি স কিংমন্ত্রী নৃপেচ্ছয়া।
> বরং স্বামিমনোদুঃখং তন্নাশো ন ত্বকার্যতঃ ॥ ১০৩ ॥

> বৈদ্যো গুরুশ্চ মন্ত্রী চ যস্য রাজ্ঞঃ প্রিয়ংবদাঃ।
> শরীরধর্মকোষেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে ॥ ১০৪ ॥

শৃণু দেব।

> পুণ্যাল্লব্ধং যদেকেন তন্মমাপি ভবিষ্যতি।
> হত্বা ভিক্ষুমতো লোভান্নিধ্যর্থী নাপিতো হতঃ ॥ ১০৫ ॥

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(নয়)

অস্ত্যযোধ্যায়াং পুরি চূড়ামণির্নাম ক্ষত্রিয়ঃ। তেন ধনার্থিনা মহতা কায়ক্লেশেন ভগবাংশ্চন্দ্রার্ধচূড়ামণিশ্চিরমারাধিতঃ। ততঃ ক্ষীণপাপোঽসৌ স্বপ্নে দর্শনং দত্ত্বা ভগবদাদেশাদ্ যক্ষেশ্বরেণাদিষ্টঃ—যত্ত্বমদ্য প্রাতঃ ক্ষৌরং কৃত্বা লগুড়হস্তঃ সন্ স্বগৃহদ্বারি নিভৃতং স্থাস্যসি। ততো যমেবাগতং প্রাঙ্গণে ভিক্ষুকং পশ্যসি তং নির্দয়ং লগুড়প্রহারেণ হনিষ্যসি। ততোঽসৌ ভিক্ষুঃ তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপূর্ণকলশো ভবিষ্যতি। তেন ত্বয়া যাবজ্জীবং সুখিনা ভবিতব্যম্। ততস্তথানুষ্ঠিতে তদ্বৃত্তম্। তচ্চ ক্ষৌরকরণায়ানীতেন নাপিতেনালোক্য চিন্তিতম্—অয়ে নিধিপ্রাপ্তেরয়মুপায়ঃ। তদহমপ্যেবং কিং ন করোমি। ততঃ প্রভৃতি স নাপিতঃ প্রত্যহং তথাবিধো লগুড়হস্তঃ সুনিভৃতং ভিক্ষোরাগমনং প্রতীক্ষতে। একদা তেন তথা প্রাপ্তো ভিক্ষুর্লগুড়েন হত্বা ব্যাপাদিতঃ। তস্মাদপরাধাৎ সোঽপি নাপিতো রাজপুরুষৈস্তাড়িতঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং

ব্রবীমি—পুণ্যাল্লব্ধং যদেকেন ইত্যাদি। রাজাহ—

পুরাবৃত্তকথোদ্গারৈঃ কথং নির্ণীয়তে পরঃ।
স্যান্নিষ্কারণবন্ধুর্বা কিং বা বিশ্বাসঘাতকঃ॥ ১০৬॥

যাতু। প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাম্। মলয়াধিত্যকায়াং চেচ্চিত্রবর্ণস্তদধুনা কিং বিধেয়ম্। মন্ত্রী বদতি—দেব আগতপ্রণিধিমুখান্ময়া শ্রুতং যন্মহামন্ত্রিণো গৃধ্রস্যোপদেশে চিত্রবর্ণেনানাদরঃ কৃতঃ। অতোঽসৌ মূঢ়ো জেতুং শক্যঃ। তথা চোক্তম্—

লুব্ধঃ ক্রূরোঽলসোঽসত্যঃ প্রমাদী ভীরুরস্থিরঃ।
মূঢ়ো যোধাবমন্তা চ সুখচ্ছেদ্যো রিপুঃ স্মৃতঃ॥ ১০৭॥

ততোঽসৌ যাবদস্মদ্দুর্গদ্বাররোধং ন করোতি তাবন্নদ্যাদ্রিবনবর্ত্মসু তদ্বলানি হন্তুং সারসাদয়ঃ সেনাপতয়ো নিযুজ্যন্তাম্। তথা চোক্তম্।

দীর্ঘবর্ত্মপরিশ্রান্তং নদ্যাদ্রিবনসংকুলম্।
ঘোরাগ্নিভয়সন্ত্রস্তং ক্ষুৎপিপাসাহিতক্লমম্॥ ১০৮॥

প্রমত্তং ভোজনব্যগ্রং ব্যাধিদুর্ভিক্ষপীড়িতম্।
অসংস্থিতমভূয়িষ্ঠং বৃষ্টিবাতসমাকুলম্॥ ১০৯॥

পঙ্কপাংশুজলাচ্ছন্নং সুব্যস্তং দস্যুবিদ্রুতম্।
এবম্ভূতং মহীপালঃ পরসৈন্যং বিঘাতয়েৎ॥ ১১০॥

অন্যচ্চ। অবস্কন্দভয়াদ্ রাজা প্রজাগরকৃতশ্রমম্।
দিবা সুপ্তং সমাহন্যান্নিদ্রাব্যাকুলসৈনিকম্॥ ১১১॥

অতস্তস্য প্রমাদিনো বলং গত্বা যথাবকাশং দিবানিশং ঘ্নন্ত্বস্মৎসেনাপতয়ঃ। তথানুষ্ঠিতে চিত্রবর্ণস্য সৈনিকাঃ সেনাপতয়শ্চ বহবো নিহতাঃ। ততশ্চিত্রবর্ণো বিষণ্ণঃ স্বমন্ত্রিণং দূরদর্শিনমাহ তাত কিমিত্যস্মদুপেক্ষা ক্রিয়তে। কিং ক্বাপ্যবিনয়ো মমাস্তি। তথা চোক্তম্—

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেব বর্তিতব্যমসাম্প্রতম্।
শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্॥ ১১২॥

অন্যচ্চ। দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কল্যতাং সুখমরোগী।
উদ্যুক্তো বিদ্যান্তং ধর্মার্থযশাংসি চ বিনীতঃ॥ ১১৩॥

গৃধ্রোঽবদৎ—দেব শৃণু।

অবিদ্বানপি ভূপালো বিদ্যাবৃদ্ধোপসেবয়া।
পরাং শ্রিয়মবাপ্নোতি জলাসন্নতরুর্যথা॥ ১১৪॥

অন্যচ্চ। পানং স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতমর্থদূষণমেব চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ব্যসনানি মহীভুজাম্॥ ১১৫॥

কিঞ্চ। ন সাহসৈকান্তরসানুবর্তিনা ন চাপ্যুপায়োপহতান্তরাত্মনা।
বিভূতয়ঃ শক্যমবাপ্তুমূর্জিতা নয়ে চ শৌর্যে চ বসন্তি সম্পদঃ ॥ ১১৬ ॥

ত্বয়া স্ববলোৎসাহমবলোক্য সাহসৈকরসিনা ময়োপন্যস্তেষ্বপি মন্ত্রেষ্বনবধানং বাক্‌পারুষ্যং চ কৃতম্। অতো দুর্নীতেঃ ফলমিদমনুভূয়তে। তথা চোক্তম্—

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্ত্রীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি ॥ ১১৭ ॥

অপরঞ্চ। মুদং বিষাদঃ শরদং হিমাগমস্তমো বিবস্বান্ সুকৃতং কৃতঘ্নতা।
প্রিয়োপপত্তিঃ শুচমাপদং নয়ঃ শ্রিয়ং সমৃদ্ধামপি হন্তি দুর্নয়ঃ ॥ ১১৮ ॥

ততো ময়াপ্যালোচিতম্—প্রজ্ঞাহীনোঽয়ং রাজা। নো চেৎ কথং নীতিশাস্ত্রকথা-কৌমুদীং বাগুল্কাভিস্তিমিরয়তি। যতঃ।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১১৯ ॥

তেনাহমপি তূষ্ণীং স্থিতঃ। অথ রাজা বদ্ধাঞ্জলিরাহ—তাত অস্ত্যয়ং মমাপরাধঃ। ইদানীং যথাহমবশিষ্টবলসহিতঃ প্রত্যাবৃত্য বিন্ধ্যাচলং গচ্ছামি তথোপাদিশ। গৃধ্রঃ স্বগতং চিন্তয়তি—ক্রিয়তামত্র প্রতীকারঃ। যতঃ।

দেবতাসু গুরৌ গোষু রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ।
নিয়ন্তব্যঃ সদা কোপো বালবৃদ্ধাতুরেষু চ ॥ ১২০ ॥

মন্ত্রী বিহস্য ব্রূতে—দেব মা ভৈষীঃ। সমাশ্বসিহি। শৃণু দেব।

মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সান্নিপাতিকে।
কর্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা সুস্থে কো বা ন পণ্ডিতঃ ॥ ১২১ ॥

অপরঞ্চ। আরভন্তেঽল্পমেবাজ্ঞাঃ কামং ব্যগ্রা ভবন্তি চ।
মহারম্ভাঃ কৃতধিয়স্তিষ্ঠন্তি চ নিরাকুলাঃ ॥ ১২২ ॥

তদত্র ভবৎপ্রতাপাদেব দুর্গং ভঙ্‌ক্ত্বা কীর্তিপ্রতাপসহিতং ত্বামচিরেণ কালেন বিন্ধ্যাচলং নেষ্যামি। রাজাহ—কথমধুনা স্বল্পবলেন তৎ সম্পদ্যতে। গৃধ্রো বদতি—দেব সর্বং ভবিষ্যতি। যতো বিজিগীষোরদীর্ঘসূত্রতা বিজয়সিদ্ধেরবশ্যংভাবঃ। তৎ সহসৈব দুর্গদ্বারাবরোধঃ ক্রিয়তাম্। অথ প্রণিধিনা বকেনাগত্য হিরণ্যগর্ভস্য কথিতম্—দেব স্বল্পবল এবায়ং রাজা চিত্রবর্ণো গৃধ্রস্য মন্ত্রোপষ্টম্ভাদাগত্য দুর্গদ্বারা-বরোধং করিষ্যতি। রাজহংসো ব্রূতে সর্বজ্ঞ কিমধুনা বিধেয়ম্। চক্রো ব্রূতে—স্ববলে সারাসারবিচারঃ ক্রিয়তাম্। তজ্‌জ্ঞাত্বা সুবর্ণবস্ত্রাদিকং যথার্হং প্রসাদপ্রদানং ক্রিয়তাম্। যতঃ।

যঃ কাকিনীমপ্যপথপ্রপন্নাং সমুদ্ধরেন্নিষ্কসহস্রতুল্যাম্।
কালেষু কোটিষ্বপি মুক্তহস্তস্তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ ॥ ১২৩ ॥

অন্যচ্চ। ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে যশস্করে কর্মণি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষ্বধনেষু বন্ধুষু হ্যতিব্যয়ো নাস্তি নরাধিপাষ্টসু ॥১২৪॥

যতঃ। মূর্খঃ স্বল্পব্যয়ত্রাসাৎ সর্বনাশং করোতি হি।
কঃ সুধীস্ত্যজতে ভাণ্ডং শুল্কস্যৈবাতিসাধ্বসাৎ ॥ ১২৫ ॥

রাজাহ—কথমিহ সময়েঽতিব্যয়ো যুজ্যতে। উক্তঞ্চ—
আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ

মন্ত্রী ব্রূতে— শ্রীমতঃ কথমাপদঃ।

রাজাহ— কদাচিচ্চলতে লক্ষ্মীঃ

মন্ত্রী ব্রূতে— সঞ্চিতাপি বিনশ্যতি ॥ ১২৬ ॥

তদ্দেব কার্পণ্যং বিমুচ্য স্বসুভটা দানমানাভ্যাং পুরস্ক্রিয়ন্তাম্।

তথা চোক্তম্—

পরস্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টাস্ত্যক্তুং প্রাণান্ সুনিশ্চিতাঃ।
কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তে দ্বিষদ্বলম্ ॥ ১২৭ ॥

অপরঞ্চ। সুভটাঃ শীলসম্পন্নাঃ সংহতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
অপি পঞ্চশতং শূরা মৃদ্নন্তি রিপুবাহিনীম্ ॥ ১২৮ ॥

কিঞ্চ। শিষ্টৈরপ্যবিশেষজ্ঞ উগ্রশ্চ কৃতনাশকঃ।
ত্যজ্যতে কিং পুনর্নান্যৈর্যশ্চাপ্যাত্মম্ভরির্নরঃ ॥ ১২৯ ॥

যতঃ। সত্যং শৌর্যং দয়া ত্যাগো নৃপস্যৈতে মহাগুণাঃ।
এতৈস্ত্যক্তো মহীপালঃ প্রাপ্নোতি খলু বাচ্যতাম্ ॥ ১৩০ ॥

ঈদৃশি প্রস্তাবেঽমাত্যাস্তাবদবশ্যমেব পুরস্কর্তব্যাঃ। তথা চোক্তম্—

যো যেন প্রতিবদ্ধঃ স্যাৎ তেনোদয়ী ব্যয়ী।
স বিশ্বস্তো নিযোক্তব্যঃ প্রাণেষু চ ধনেষু চ ॥ ১৩১ ॥

যতঃ। ধূর্তঃ স্ত্রী বা শিশুর্যস্য মন্ত্রিণঃ স্যুর্মহীপতেঃ।
অনীতিপবনাক্ষিপ্তং কার্যাব্ধৌ স নিমজ্জতি ॥ ১৩২ ॥

শৃণু দেব। হর্ষক্রোধৌ যতৌ যস্য শাস্ত্রার্থে প্রত্যয়স্তথা।
নিত্যং ভৃত্যান্ববেক্ষা চ তস্য স্যাদ্ ধনদা ধরা ॥ ১৩৩ ॥

যেষাং রাজ্ঞা সহ স্যাতামুচ্চয়াপচয়ৌ ধ্রুবম্ ।
অমাত্যা ইতি তান্ রাজা নাবমন্যেৎ কদাচন ॥ ১৩৪ ॥

যতঃ । মহীভুজো মদান্ধস্য বিরমে কার্যসাগরে ।
স্খলতো হি করালম্বঃ সুহৃৎ সচিবচেষ্টিতম্ ॥ ১৩৫ ॥

অথাগত্য প্রণম্য মেঘবর্ণো ব্রুতে—দেব দৃষ্টিপ্রসাদং কুরু । এষ যুদ্ধার্থী বিপক্ষো দুর্গদ্বারি বর্ততে । তদ্দেবপাদাদেশাদ্ বহির্নিঃসৃত্য স্ববিক্রমং দর্শয়ামি । তেন দেবপাদানামানৃণ্যমুপগচ্ছামি । চক্রো ব্রুতে—মৈবম্ । যদি বহির্নিঃসৃত্য যোদ্ধব্যং তদা দুর্গাশ্রয়ণমেব নিষ্প্রয়োজনম্ ।

অপরঞ্চ । বিষমোঽপি যথা নক্রঃ সলিলান্নিঃসৃতো বশঃ ।
বনাদ্ বিনির্গতঃ শূরঃ সিংহোঽপি স্যাচ্ছৃগালবৎ ১৩৬ ॥

দেব স্বয়ং গত্বা দৃশ্যতাং যুদ্ধম্ । যতঃ ।

পুরস্কৃত্য বলং রাজা যোধয়েদবলোকয়ন্ ।
স্বামিনাধিষ্ঠিতঃ শ্বাপি কিং ন সিংহায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৩৭ ॥

অনন্তরং তে সর্বে দুর্গদ্বারং গত্বা মহাহবং কৃতবন্তঃ । অপরেদ্যুশ্চিত্রবর্ণো রাজা গৃধ্রমুবাচ—তাত স্বপ্রতিজ্ঞাতমধুনা নির্বাহয় । গৃধ্রো ব্রুতে—দেব শৃণু তাবৎ ।

অকালসহমত্যল্পং মূর্খব্যসনিনায়কম্ ।
অগুপ্তং ভীরুযোধং চ দুর্গব্যসনমুচ্যতে ॥ ১৩৮ ॥

তত্তাবদত্র নাস্তি ।

উপজাপশ্চিরারোধোঽবস্কন্দস্তীব্রপৌরুষম্ ।
দুর্গস্য লঙ্ঘনোপায়াশ্চত্বারঃ কথিতা ইমে ॥ ১৩৯ ॥

অত্র চ যথাশক্তি ক্রিয়তে যত্নঃ । [কর্ণে কথয়তি] এবমেব । ততোঽনুদিত এব ভাস্করে চতুর্ষ্বপি দুর্গদ্বারেষু প্রবৃত্তে যুদ্ধে দুর্গাভ্যন্তরগৃহেষ্বেকদা কাকৈরগ্নির্নিক্ষিপ্তঃ । ততঃ গৃহীতং গৃহীতং দুর্গম্ ইতি কোলাহলং শ্রুত্বানেকগৃহেষু চ প্রদীপ্তং পাবকং প্রত্যক্ষেণাবলোক্য রাজহংসস্য সৈনিকাস্তথান্যে দুর্গবাসিনঃ সত্বরং হ্রদং প্রবিষ্টাঃ । যতঃ ।

সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্ ।
প্রাপ্তকালে যথাশক্তি কুর্যান্ন তু বিচারয়েৎ ॥ ১৪০ ॥

রাজহংসশ্চ সুখিস্বভাবানুমন্দগতিঃ সারসদ্বিতীয়শ্চ চিত্রবর্ণস্য সেনাপতিনা কুক্কুটেনাগত্য বেষ্টিতঃ । হিরণ্যগর্ভঃ সারসমাহ—সারস সেনাপতে মমানুরোধাদাত্মানং ন ব্যাপাদয়িষ্যসি । গন্তুং ত্বমধুনাপি সমর্থঃ । তদ্গত্বা জলং প্রবিশ্যাত্মানং পরিরক্ষ । অস্মৎপুত্রং চূড়ামণিনামানং সর্বজ্ঞসম্মত্যা রাজানং করিষ্যসি । সারসো ব্রুতে—দেব

ন বক্তব্যমেবং দুঃসহং বচঃ। যাবচ্চন্দ্রার্কৌ দিবি তিষ্ঠতস্তাবদ্বিজয়তাং দেবঃ। অহং দেব দুর্গাধিকারী মন্মাংসাসৃগ্‌বিলিপ্তেন দ্বারবর্ত্মনা প্রবিশতু শত্রুঃ। অপরঞ্চ দেব।

ক্ষমী দাতা গুণগ্রাহী স্বামী দুঃখেন লভ্যতে।

রাজাহ—সত্যমেবৈতৎ। কিন্তু।

শুচির্দক্ষোঽনুরক্তশ্চ জানে ভৃত্যোঽপি দুর্লভঃ॥ ১৪১॥

সারসো ব্রূতে—অন্যচ্চ দেব শৃণু।

যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
ভর্য়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রয়াতুম্।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ ক্রিয়েত॥ ১৪২॥

অন্যচ্চ। ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥ ১৪৩॥

স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রং চ দুর্গং কোষো বলং সুহৃৎ।
রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপি চ॥ ১৪৪॥

দেব ত্বং চ স্বামী সর্বথা রক্ষণীয়ঃ। যতঃ।

প্রকৃতিঃ স্বামিনা ত্যক্তা সমৃদ্ধাপি ন জীবতি।
অপি ধন্বন্তরির্বৈদ্যঃ কিং করোতি গতায়ুষি॥ ১৪৫॥

অপরঞ্চ। নরেশে জীবলোকোঽয়ং নিমীলতি নিমীলতি।
উদেত্যুদীয়মানে চ রবাবিব সরোরুহম্॥ ১৪৬॥

অথ কুক্কুটেনাগত্য রাজহংসস্য শরীরে খরতরনখাঘাতঃ কৃতঃ। ততঃ সত্বরমুপসৃত্য সারসেন স্বদেহান্তরিতো রাজা। অনন্তরং কুক্কুটেন নখমুখপ্রহারৈর্জর্জরীকৃতেন সারসেন স্বাঙ্গেনাচ্ছাদ্য প্রের্য রাজা জলে ক্ষিপ্তঃ। কুক্কুটসেনাপতিশ্চ চঞ্চুপ্রহারেণ ব্যাপাদিতঃ। পশ্চাৎ সারসোঽপি বহুভিঃ সম্ভূয় ব্যাপাদিতঃ। অথ চিত্রবর্ণো রাজা দুর্গং প্রবিশ্য দুর্গাবস্থিতং দ্রব্যং গ্রাহয়িত্বা বন্দিভির্জয়শব্দৈরানন্দিতঃ স্বস্কন্ধাবারং জগাম।

অথ রাজপুত্রৈরুক্তম্—তস্মিন্ রাজবলে স পুণ্যবান্ সারস এব যেন স্বদেহত্যাগেন স্বামী রক্ষিতঃ। উক্তং চৈতৎ—

জনয়ন্তি সুতান্ গাবঃ সর্বা এব গবাকৃতীন্।
বিষাণোল্লিখিতস্কন্ধং কাচিদেব গবাং পতিম্॥ ১৪৭॥

বিষ্ণুশর্মোবাচ—স তাবদ্বিদ্যাধরীপরিজনঃ স্বর্গসুখমনুভবতু মহাসত্ত্বঃ। তথা চোক্তম্—

আহবেষু চ যে শূরাঃ স্বাম্যর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
ভর্তৃভক্তাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৪৮ ॥

যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়াল্লভতে লোকান্ যদি ক্লৈব্যং ন গচ্ছতি ॥ ১৪৯ ॥

বিগ্রহঃ শ্রুতো ভবদ্ভিঃ, রাজপুত্রৈরুক্তম্—শ্রুত্বা সুখিনো ভূতা বয়ম্। বিষ্ণুশর্মা-ব্রবীৎ—অপরমপ্যেবমস্তু।

বিগ্রহঃ করিতুরঙ্গপত্তিভিনো কদাপি ভবতাং মহীভৃতাম্।
নীতিমন্ত্রপবনৈঃ সমাহতাঃ সংশ্রয়ন্তু গিরিগহ্বরং দ্বিষঃ ॥ ১৫০ ॥

॥ ইতি হিতোপদেশে বিগ্রহো নাম তৃতীয়ঃ কথাসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ ॥

সন্ধিঃ

পুনঃ কথারম্ভকালে রাজপুত্রৈরুক্তম্—আর্য বিগ্রহঃ শ্রুতোঽস্মাভিঃ। সন্ধিরধুনাভিধীয়তাম্। বিষ্ণুশর্মণোক্তম্—শ্রূয়তাম্। সন্ধিমপি কথয়ামি যস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ—

বৃত্তে মহতি সংগ্রামে রাজ্ঞোর্নিহতসেনয়োঃ।
স্থেয়াভ্যাং গৃধ্রচক্রাভ্যাং বাচা সন্ধিঃ কৃতঃ ক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

রাজপুত্রা ঊচুঃ—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্মা কথয়তি—

ততস্তেন রাজহংসেনোক্তম্—কেনাস্মদ্দুর্গে নিক্ষিপ্তোঽগ্নিঃ। কিং পারক্যেণ কিংবাস্মদ্দুর্গবাসিনা কেনাপি বিপক্ষপ্রযুক্তেন। চক্রো ব্রূতে—দেব। ভবতো নিষ্কারণ-বন্ধুরসৌ মেঘবর্ণঃ সপরিবারো ন দৃশ্যতে। তন্মন্যে তস্যৈব বিচেষ্টিতমিদম্। রাজা ক্ষণং বিচিন্ত্যাহ—অস্তি তাবদেব মম দুর্দৈবমেতৎ। তথা চোক্তম্—

অপরাধঃ স দৈবস্য ন পুনর্মন্ত্রিণামযম্।
কার্যং সুঘটিতং ক্বাপি দৈবযোগাদ্ বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

মন্ত্রী ব্রূতে—উক্তমেবৈতৎ।

বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্মদোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

অপরঞ্চ। সুহৃদং হিতকামানাং যো বাক্যং নাভিনন্দতি।
স কূর্ম ইব দুর্বুদ্ধিঃ কাষ্ঠাদ্ ভ্রষ্টো বিনশ্যতি ॥ ৪ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(এক)

অস্তি মগধদেশে ফুল্লোৎপলাভিধানং সরঃ। তত্র চিরং সংকটবিকটনামানৌ হংসৌ

নিবসতঃ। তয়োর্মিত্রং কম্বুগ্রীবনামা কূর্মশ্চ প্রতিবসতি। অথৈকদা ধীবরৈরাগত্য তত্রোক্তম্—যদত্রাস্মাভিরদ্যোষিত্বা প্রাতর্মৎস্যকূর্মাদয়ো ব্যাপাদয়িতব্যাঃ। তদাকর্ণ্য কূর্মো হংসাবাহ—সুহৃদৌ শ্রুতোঽয়ং ধীবরালাপঃ অধুনা কিং ময়া কর্তব্যম্। হংসাবাহতুঃ—জ্ঞায়তাং পুনস্তাবৎ প্রাতর্যদুচিতং তৎ কর্তব্যম্। কূর্মো ব্রূতে—মৈবম্। যতোদৃষ্টব্যতিকরোঽহমত্র। তথা চোক্তম্—

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা।
দ্বাবেতৌ সুখমেধেতে যদ্ভবিষ্যো বিনশ্যতি ॥ ৫ ॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ। কূর্মঃ কথয়তি—

কথা—(দুই)

পুরাস্মিন্নেব সরস্যেবংবিধেষু ধীবরেষূপস্থিতেষু মৎস্যত্রয়েণালোচিতম্। তত্রানাগতবিধাতা নামৈকো মৎস্যঃ। তেনোক্তম্—অহং তাবজ্জলাশয়ান্তরং গচ্ছামি। ইত্যুক্ত্বা হ্রদান্তরং গতঃ। অপরেণ প্রত্যুৎপন্নমতিনাম্না মৎস্যেনাভিহিতম্—ভবিষ্যদর্থে প্রমাণাভাবত্বাৎ কুত্র ময়া গন্তব্যম্। তদুৎপন্নে যথাকার্যমনুষ্ঠেয়ম্। তথা চোক্তম্—

উৎপন্নামাপদং যস্তু সমাধত্তে স বুদ্ধিমান্।
বণিজো ভার্যয়া জারঃ প্রত্যক্ষে নিহ্নুতো যথা ॥ ৬ ॥

যদ্ভবিষ্যঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। প্রত্যুৎপন্নমতিরাহ—

কথা—(তিন)

অস্তি বিক্রমপুরে সমুদ্রদত্তো নাম বণিক্। তস্য রত্নপ্রভা নাম বধূঃ কেনাপি স্বসেবকেন সহ সদা রমতে। যতঃ।

ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাপি ন বিদ্যতে।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ৭ ॥

অথৈকদা সা রত্নপ্রভা তস্য সেবকস্য মুখে চুম্বনং দদতী সমুদ্রদত্তেনাবলোকিতা। ততঃ সা বন্ধকী সত্বরং ভর্তুঃ সমীপং গত্বাহ—নাথ এতস্য সেবকস্য মহতী নিবৃত্তিঃ। যতোঽয়ং চৌরিকাং কৃত্বা কর্পূরং খাদতীতি ময়াস্য মুখমাঘ্রায় জ্ঞাতম্। তথা চোক্তম্—

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সেবকেন প্রকুপ্যোক্তম্—যস্য স্বামিনো গৃহে এতাদৃশী ভার্যা তত্র সেবকেন কথং স্থাতব্যং যত্র প্রতিক্ষণং গৃহিণী সেবকস্য মুখং জিঘ্রতি। ততোঽসাবুত্থায় চলিতঃ। সাধুনা যত্নাৎ প্রবোধ্য ধৃতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—উৎপন্নাপদম্ ইত্যাদি। ততো যদ্ভবিষ্যেণোক্তম্—

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ॥ ৯ ॥

ততঃ প্রাতর্জালেন বদ্ধঃ প্রত্যুৎপন্নমতিম্‌তবদাত্মানং সন্দর্শ্য স্থিতঃ। ততো জালাদপসারিতো যথাশক্ত্যুৎপ্লুত্য গভীরং নীরং প্রবিষ্টঃ। যদ্ভবিষ্যশ্চ ধীবরৈঃ প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—অনাগতবিধাতা ইত্যাদি। তদ্‌ যথাহমন্যদ্‌হ্রদমদ্য প্রাপ্নোমি তথা ক্রিয়তাম্‌। হংসাবাহতুঃ—জলাশয়ান্তরে প্রাপ্তে তব কুশলম্‌। স্থলে গচ্ছতস্তে কো বিধিঃ। কূর্ম আহ—যথাহং ভবদ্ভ্যাং সহাকাশবর্ত্মনা যামি স উপায়ো বিধীয়তাম্‌। হংসৌ ব্রূতঃ—কথমুপায়ঃ সম্ভবতি। কচ্ছপো বদতি—যুবাভ্যাং চঞ্চুধৃতং কাষ্ঠখণ্ডমেকং ময়া মুখেনাবলম্বিতব্যম্‌। যুবয়োঃ পক্ষবলেন ময়াপি সুখেন গন্তব্যম্‌। হংসৌ ব্রূতঃ—সম্ভবত্যেষ উপায়ঃ। কিন্তু—

উপায়ং চিন্তয়ন্‌ প্রাজ্ঞো হ্যপায়মপি চিন্তয়েৎ।
পশ্যতো বকমূর্খস্য নকুলৈর্ভক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥ ১০ ॥

কূর্মঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। তৌ কথয়তঃ—

কথা—(চার)

অস্ত্যুত্তরাপথে গৃধ্রকূটো নাম পর্বতঃ। তত্রৈরাবতীতীরে ন্যগ্রোধপাদপে বকা নিবসন্তি। তস্য বৃক্ষস্যাধস্তাদ্‌ বিবরে সর্পস্তিষ্ঠতি। স চ তেষাং বালাপত্যানি খাদতি। অথ শোকার্তানাং বকানাং বিলাপং শ্রুত্বা কেনচিদ্‌ বকেনাভিহিতম্‌—এবং কুরুত যূয়ং। মৎস্যানাদায় নকুলবিবরাদারভ্য সর্পবিবরং যাবৎ পঙ্‌ক্তিক্রমেণৈকৈকশো মৎস্যান্‌ বিকীর্য ধত্ত। ততস্তদাহারলুব্ধৈর্নকুলৈরাগত্য সর্পো দ্রষ্টব্যঃ স্বভাববিদ্বেষাদ্‌ ব্যাপাদয়িতব্যশ্চ। তথানুষ্ঠিতে তদ্বৃত্তম্‌। ততস্তত্র বৃক্ষে নকুলৈর্বকশাবকানাং রাবঃ শ্রুতঃ। পশ্চাত্তৈর্বৃক্ষমারুহ্য বকশাবকাঃ খাদিতাঃ। অত আবাং ব্রূবঃ—উপায়ং চিন্তয়ন্‌ ইত্যাদি। আবাভ্যাং নীয়মানং ত্বামবলোক্য লোকৈঃ কিঞ্চিদ্‌ বক্তব্যমেব। তদাকর্ণ্য যদি ত্বমুত্তরং দাস্যসি তদা ত্বন্মরণম্‌। তৎ সর্বথাত্রৈব স্থীয়তাম্‌। কূর্মো বদতি—কিমহমজ্ঞঃ। ন কিমপি ময়া বক্তব্যম্‌। ততস্তথানুষ্ঠিতে তথাবিধং কূর্মমালোক্য সর্বে গোরক্ষকাঃ পশ্চাদ্‌ ধাবন্তি বদন্তি চ। তত্র কশ্চিদাহ—যদ্যয়ং কূর্মঃ পততি তদত্রৈব পক্ত্বা খাদিতব্যঃ। কশ্চিদ্‌ বদতি অত্রৈব দগ্ধ্বা খাদিতব্যোঽয়ম্‌। কশ্চিদ্‌ ব্রূতে—গৃহং নীত্বা ভক্ষণীয় ইতি। তৎপরুষবচনং শ্রুত্বা স কূর্মঃ কোপাবিষ্টো বিস্মৃতপূর্বসংস্কারঃ প্রাহ—যুষ্মাভির্ভস্ম ভক্ষিতব্যম্‌। ইতি বদন্নেব পতিতো গোরক্ষকৈর্ব্যাপাদিতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—সুহৃদাং হিতকামানাম্‌ ইত্যাদি। অথ প্রণিধির্বকস্তত্রাগত্যোবাচ। দেব প্রাগেব ময়া নিগদিতং দুর্গশোধনং হি প্রতিক্ষণং কর্তব্যমিতি তচ্চ যুষ্মাভির্ন কৃতম্‌। অতস্তদনবধানস্য ফলমনুভূতম্‌। দুর্গদাহশ্চায়ং মেঘবর্ণনাম্না বায়সেন গৃধ্রপ্রযুক্তেন কৃতঃ। রাজা নিঃশ্বস্যাহ—

প্রণয়াদুপকারাদ্‌ বা যো বিশ্বসিতি শত্রুষু।
স সুপ্ত ইব বৃক্ষাগ্রাৎ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রণিধিরুবাচ—ইতো দুর্গদাহং বিধায় যদা গতো মেঘবর্ণস্তদা চিত্রবর্ণেন প্রসাদিতেনোক্তম্‌—অয়ং মেঘবর্ণোঽত্র কর্পূরদ্বীপরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্‌। তথা চোক্তম্‌—

কৃতকৃত্যস্য ভৃত্যস্য কৃতং নৈব প্রণাশয়েৎ।
ফলেন মনসা বাচা দৃষ্ট্যা চৈনং প্রহর্ষয়েৎ ॥ ১২ ॥

চক্রবাকো ব্রূতে—ততস্ততঃ। প্রণিধিরুবাচ—ততঃ প্রধানমন্ত্রিণা গৃধ্রেণাভিহিতম্। দেব নেদমুচিতম্। প্রসাদান্তরং কিমপি ক্রিয়তাম্। যতঃ।

অবিচারয়তো যুক্তিকথনং তুষকণ্ডনম্।
নীচেষূপকৃতং রাজন্ বালুকাস্বিব মূত্রিতম্ ॥ ১৩ ॥

অপরঞ্চ। মহতামাস্পদে নীচঃ কদাপি ন কর্তব্যঃ। তথা চোক্তম্—

নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
মূষিকো ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা ॥ ১৪ ॥

চিত্রবর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(পাঁচ)

অস্তি গৌতমস্য মহর্ষেস্তপোবনে মহাতপা নাম মুনিঃ। তেনাশ্রমসন্নিধানে মূষিকশাবকঃ কাকমুখাদ্ ভ্রষ্টো দৃষ্টঃ। ততঃ স্বভাবদয়াত্মনা তেন মুনিনা নীবারকণৈঃ সংবর্ধিতঃ। ততো বিড়ালস্তং মূষিকং খাদিতুমুপধাবতি। তমবলোক্য মূষিকস্তস্য মুনেঃ ক্রোড়ে প্রবিবেশ। ততো মুনিনোক্তম্—মূষিক ত্বং মার্জারো ভব। ততঃ স বিড়ালঃ কুক্কুরং দৃষ্ট্বা পলায়তে। ততো মুনিনোক্তম্—কুক্কুরাদ্বিভেষি। ত্বমেব কুক্কুরো ভব। স কুক্কুরো ব্যাঘ্রাদ্ বিভেতি। ততস্তেন মুনিনা কুক্কুরো ব্যাঘ্রঃ কৃতঃ। অথ ব্যাঘ্রমপি তং মূষিকনির্বিশেষং পশ্যতি স মুনিঃ। অথ তং মুনিং দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রং চ সর্বে বদন্তি—অনেন মুনিনা মূষিকো ব্যাঘ্রতাং নীতঃ এতচ্ছ্রুত্বা স ব্যাঘ্রঃ সব্যথোঽচিন্তয়ৎ—যাবদনেন মুনিনা জীবিতব্যং তাবদিদং মে স্বরূপাখ্যানমকীর্তিকরং ন পলায়িষ্যতে। ইত্যালোচ্য মুনিং হন্তুং গতঃ। ততো মুনিনা তদ্ জ্ঞাত্বা পুনর্মূষিকো ভব ইত্যুক্ত্বা মূষিক এব কৃতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—নীচঃ শ্লাঘ্যপদম্ ইত্যাদি। অপরঞ্চ। সুকরমিদমিতি ন মন্তব্যম্। শৃণু।

ভক্ষয়িত্বা বহূন্মৎস্যানুত্তমাধমমধ্যমান্।
অতিলোভাদ্বকঃ পশ্চান্মৃতঃ কর্কটকগ্রহাৎ ॥ ১৫ ॥

চিত্রবর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(ছয়)

অস্তি মালববিষয়ে পদ্মগর্ভাভিধানং সরঃ। তত্রৈকো বৃদ্ধো বকঃ সামর্থ্যহীন উদ্বিগ্নমিবাত্মানং দর্শয়িত্বা স্থিতঃ। স চ কেনচিৎ কুলীরেণ দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ—কিমিতি ভবানত্রাহারত্যাগেন তিষ্ঠতি। বকেনোক্তম্। ভদ্র শৃণু। মৎস্যা মম জীবনহেতবঃ। তে চাবশ্যং কৈবর্তৈরাগত্য ব্যাপাদয়িতব্যা ইতি বার্তা নগরোপান্তে ময়া শ্রুতা। অতো বর্তনাভাবাদেবাস্মন্মরণমুপস্থিতমিতি জ্ঞাত্বাহারেঽপ্যনাদরঃ কৃতঃ। ততঃ সর্বৈর্মৎস্যৈরালোচিতম্ ইহ সময়ে তাবদুপকারক এবায়ং লক্ষ্যতেঽস্মাকম্। তদয়মেব যথাকর্তব্যং পৃচ্ছ্যতাম্। তথা চোক্তম্—

উপকর্ত্রারিণা সন্ধিৰ্ন মিত্রেণাপকারিণা।
উপকারাপকারৌ হি লক্ষ্যং লক্ষণমেতয়োঃ ॥ ১৬ ॥

মৎস্যা ঊচুঃ—ভো বক কোঽত্র রক্ষণোপায়ঃ। বকো ব্রূতে—অস্তি রক্ষণোপায়ো জলাশয়ান্তরাশ্রয়ণম্। তত্রাহমেকৈকশো যুষ্মান্নয়ামি। মৎস্যা আহুঃ—এবমস্তু। ততোঽসৌ বকস্তান্ মৎস্যানেকৈকশো নীত্বা খাদতি। অনন্তরং কুলীরস্তমুবাচ—ভো বকমামপি তত্র নয়। ততো বকোঽপ্যপূর্বকুলীরমাংসার্থী সাদরং তং নীত্বা স্থলে ধৃতবান্। কুলীরোঽপি মৎস্যকণ্টকাকীর্ণং তৎস্থলমালোক্যাচিন্তয়ৎ। হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। ভবতু। ইদানীং সময়োচিতং ব্যবহরামি। যতঃ।

তাবদ্ ভয়াত্তু ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রহর্তব্যমভীতবৎ ॥ ১৭ ॥

অপরঞ্চ। অভিযুক্তো যদা পশ্যেন্ন কিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ ॥ ১৮ ॥

অন্যচ্চ। যত্রাযুদ্ধে ধ্রুবো নাশো যুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ।
তং কালমেকং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যালোচ্য স কুলীরস্তস্য গ্রীবাং চিচ্ছেদ। স বকঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি ভক্ষয়িত্বা বহূন্ মৎস্যান্ ইত্যাদি। ততঃ পুনঃ স চিত্রবর্ণো রাজাঽবদৎ। শৃণু তাবন্মন্ত্রিন্ ময়ৈতদালোচিতমস্তি যদত্রাবস্থিতেন মেঘবর্ণেন রাজ্ঞা যাবন্তি বস্তূনি কর্পূরদ্বীপস্যোত্তমানি তাবন্ত্যস্মাকমুপনেতব্যানি। তেন মহতা বিলাসেনাস্মাভির্বিন্ধ্যাচলে স্থাতব্যম্। দূরদর্শী বিহস্যাহ—দেব

অনাগতবতীং চিন্তাং কৃত্বা যস্তু প্রহৃষ্যতি।
স তিরস্কারমাপ্নোতি ভগ্নভাণ্ডো দ্বিজো যথা ॥ ২০ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(সাত)

অস্তি দেবীকোটনাম্নি নগরে দেবশর্মা নাম ব্রাহ্মণঃ। তেন মহাবিষুবৎসংক্রান্ত্যাং সক্তুপূর্ণশরাব একঃ প্রাপ্তঃ। ততস্তমাদায়াসৌ কুম্ভকারস্য ভাণ্ডপূর্ণমণ্ডপৈকদেশে রৌদ্রেণাকুলিতঃ সুপ্তঃ। ততঃ সক্তুরক্ষার্থং হস্তে দণ্ডমেকমাদায়াচিন্তয়ৎ—যদ্যহং সক্তুশরাবং বিক্রীয় দশ কপর্দকান্ প্রাপ্স্যামি তদত্রৈব তৈঃ কপর্দকৈর্ঘটশরাবাদিকমুপক্রীয় বিক্রীয়ানৈকধা বৃদ্ধৈস্তৈর্ধনৈঃ পুনঃ পুনঃ পূগবস্ত্রাদিকমুপক্রীয় বিক্রীয় লক্ষসংখ্যানি ধনানি কৃত্বা বিবাহচতুষ্টয়ং করিষ্যামি। অনন্তরং তাসু সপত্নীষু রূপযৌবনবতী যা তস্যামধিকানুরাগং করিষ্যামি। অনন্তরং সংজাতেষ্যাস্তৎসপত্ন্যো যদা দ্বন্দ্বং করিষ্যন্তি তদা কোপাকুলোঽহং তা ইত্থং লগুড়েন তাড়য়িষ্যামি। ইত্যভিধায় লগুড়ঃ ক্ষিপ্তঃ তেন সক্তুশরাবশ্চূর্ণিতো ভাণ্ডানি চ বহূনি ভগ্নানি। ততস্তেন শব্দেনাগতেন কুম্ভকারেণ

তথাবিধানি ভাণ্ডান্যবলোক্য ব্রাহ্মণস্তিরস্কৃতো মণ্ডপিকাগর্ভাদ্ বহিষ্কৃতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—অনাগতবতীং চিন্তাম্ ইত্যাদি। ততো রাজা রহসি গৃধ্রমুবাচ অত যথাকর্তব্যমুপদিশ। গৃধ্রো ব্রূতে—

মদোদ্ধতস্য নৃপতেঃ সংকীর্ণস্যেব দন্তিনঃ।
গচ্ছন্ত্যুন্মার্গযাতস্য নেতারঃ খলু বাচ্যতাম্ ॥ ২১ ॥

শৃণু দেব কিমস্মাভির্বলদর্পাদ্ দুর্গং ভগ্নং নো বা ভবতঃ প্রতাপাধিষ্ঠিতেনোপায়েন। রাজাহ—ভবতামুপায়েন। গৃধ্রো ব্রূতে—যদ্যস্মদ্বচনং ক্রিয়তে তদা স্বদেশে গম্যতাম্। অন্যথা বর্ষাকালে প্রাপ্তে তুল্যবলেন সহ পুনর্বিগ্রহে সত্যস্মাকং পরভূমিষ্ঠানাং স্বদেশগমনমপি দুর্লভং ভবিষ্যতি। সুখশোভার্থং চ সন্ধায় গম্যতাম্। দুর্গং ভগ্নং কীর্তিশ্চ লব্ধৈব মম সম্মতং তাবদেতৎ। যতঃ।

যো হি ধর্মং পুরস্কৃত্য হিত্বা ভর্তুঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
অপ্রিয়াণ্যাহ তথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্ ॥ ২২ ॥

যুদ্ধে বিনাশো ভবতি কদাচিদুভয়োরপি।
ন হি সংশয়িতং কুর্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৩ ॥

অন্যচ্চ।

সুহৃদ্বলং তথা রাজ্যমাত্মানং কীর্তিমেব চ।
যুধি সন্দেহদোলাস্থং কো হি কুর্যাদবালিশঃ ॥ ২৪ ॥

অপরঞ্চ।

সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুধি।
সুন্দোপসুন্দাবন্যোন্যং নষ্টৌ তুল্যবলৌ ন কিম্ ॥ ২৫ ॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি—

কথা—(আট)

পুরা দৈত্যৌ সহোদরৌ সুন্দোপসুন্দনামানৌ মহতা কায়ক্লেশেন ত্রৈলোক্যরাজ্যকামনয়া চিরাচ্চন্দ্রশেখরমারাধিতবন্তৌ। ততস্তয়োর্ভগবান্ পরিতুষ্টঃ বরং বরয়তমিত্যুবাচ। অনন্তরং তয়োঃ সমধিষ্ঠিতয়া সরস্বত্যা তাবন্যদ্বক্তুকামাবন্যদভিহিতবন্তৌ। যদ্যাবয়োর্ভগবান্ পরিতুষ্টস্তদা স্বপ্রিয়াং পার্বতীং পরমেশ্বরো দদাতু। অথ ভগবতা ক্রুদ্ধেন বরদানস্যাবশ্যকতয়া বিচারমূঢ়য়োঃ পার্বতী প্রদত্তা। ততস্তস্যা রূপলাবণ্যলুব্ধাভ্যাং জগদ্ঘাতিভ্যাং মনসোৎসুকাভ্যাং পাপতিমিরাভ্যাং মমেত্যন্যোন্যকলহাভ্যাং প্রমাণপুরুষঃ কশ্চিৎ পৃচ্ছ্যতামিতি মতৌ কৃতায়াং স এব ভট্টারকো বৃদ্ধদ্বিজরূপঃ সমাগত্য তত্রোপস্থিতঃ। অনন্তরমাবাভ্যামিয়ং স্ববললব্ধা কস্যেয়মাবয়োর্ভবতি ইতি ব্রাহ্মণমপৃচ্ছতাম্। ব্রাহ্মণো ব্রূতে—

জ্ঞানশ্রেষ্ঠো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বলবানপি।
ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২৬ ॥

তদ্ যুবাং ক্ষত্রধর্মানুগৌ। যুদ্ধ এব যুবয়োর্নিয়মঃ। ইত্যভিহিতে সতি

সাধ্নুক্তমনেন ইতি কৃত্বান্যোন্যতুল্যবীর্যৌ সমকালমন্যোন্যঘাতেন বিনাশমুপগতৌ। অতোঽহং ব্রবীমি—সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি ইত্যাদি। রাজাহ—প্রাগেব কিং নোক্তং ভবদ্ভিঃ। মন্ত্রী ব্রূতে—মদ্বচনং কিমবসানপর্যন্তং শ্রুতং ভবদ্ভিঃ। তদাপি মম সম্মত্যা নায়ং বিগ্রহারম্ভঃ সন্ধেয়গুণযুক্তোঽয়ং হিরণ্যগর্ভো ন বিগ্রাহ্যঃ। তথা চোক্তম্—

সত্যার্যো ধার্মিকোঽনার্যো ভ্রাতৃসংঘাতবান্ বলী।
অনেকযুদ্ধবিজয়ী সন্ধেয়াঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥

সত্যোঽনুপালয়ন্ সত্যং সন্ধিতো নৈতি বিক্রিয়াম্।
প্রাণবাধেঽপি সুব্যক্তমার্যো নায়াত্যনার্যতাম্ ॥ ২৮ ॥

ধার্মিকস্যাভিযুক্তস্য সর্ব এব হি যুধ্যতে।
প্রজানুরাগাদ্ ধর্মাচ্চ দুঃখোচ্ছেদ্যো হি ধার্মিকঃ ॥ ২৯ ॥

সন্ধিঃ কার্যোঽপ্যনার্যেণ বিনাশে সমুপস্থিতে।
বিনা তস্যাশ্রয়েণার্যঃ কুর্যান্ন কালযাপনম্ ॥ ৩০ ॥

সংহতত্বাদ্ যথা বেণুর্নিবিড়ৈঃ কণ্টকৈর্বৃতঃ।
ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃসংঘাতবাংস্তথা ॥ ৩১ ॥

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্।
প্রতিবাতং ন হি ঘনঃ কদাচিদুপসর্পতি ॥ ৩২ ॥

জমদগ্নেঃ সুতস্যেব সর্বঃ সর্বত্র সর্বদা।
অনেকযুদ্ধজয়িনঃ প্রতাপাদেব ভুজ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অনেকযুদ্ধবিজয়ী সন্ধানং যস্য গচ্ছতি।
তৎপ্রতাপেন তস্যাশু বশমায়ান্তি শত্রবঃ ॥ ৩৪ ।

তত্র তাবদ্বহুভির্গুণৈরুপেতঃ সন্ধেয়োঽয়ং রাজা। চক্রবাকোঽবদৎ—প্রণিধে সর্বমবগতম্। ব্রজ পুনস্তাবদাগমিষ্যসি। রাজা চক্রবাকং পৃষ্টবান্—মন্ত্রিন্ অসন্ধেয়াঃ কতি। তানপি জ্ঞাতুমিচ্ছামি। মন্ত্রী ব্রূতে—দেব কথয়ামি। শৃণু।

বালো বৃদ্ধো দীর্ঘরোগী তথা জ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ।
ভীরুকো ভীরুকজনো লুব্ধো লুব্ধজনস্তথা ॥ ৩৫ ॥

বিরক্তপ্রকৃতিশ্চৈব বিষয়েষ্বতিসক্তিমান্।
অনেকচিত্তমন্ত্রস্তু দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ৩৬

দেবোপহতকশ্চৈব দৈবচিন্তক এব চ।
দুর্ভিক্ষব্যসনোপেতো বলব্যসনসঙ্কুলঃ ॥ ৩৭ ॥

অদেশস্থো বহুরিপুর্যুক্তঃ কালেন যশ্চ ন।
সত্যধর্মব্যপেতশ্চ বিংশতিঃ পুরুষা অমী ॥ ৩৮ ॥

এতৈঃ সন্ধিং ন কুর্বীত বিগৃহ্ণীয়াত্তু কেবলম্।
এতে বিগৃহ্যমাণা হি ক্ষিপ্রং যান্তি রিপোর্বশম্ ॥ ৩৯ ॥

বালস্যাল্পপ্রভাবত্বান্ন লোকো যোদ্ধুমিচ্ছতি।
যুদ্ধাযুদ্ধফলং যস্মাজ্‌জ্ঞাতুং শক্তো ন বালিশঃ ॥ ৪০ ॥

উৎসাহশক্তিহীনত্বাদ্ বৃদ্ধো দীর্ঘাময়স্তথা।
স্বৈরেব পরিভূয়েতে দ্বাবপ্যেতাবসংশয়ম্ ॥ ৪১ ॥

সুখোচ্ছেদ্যস্তু ভবতি সর্বজ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ।
ত এবৈনং বিনিঘ্নন্তি জ্ঞাতয়স্ত্বাত্মসাৎকৃতাঃ ॥ ৪২ ॥

ভীরুর্যুদ্ধপরিত্যাগাৎ স্বয়মেব প্রণশ্যতি।
তথৈব ভীরুপুরুষঃ সংগ্রামে তৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

লুব্ধস্যাসম্বিভাগিত্বান্ন যুধ্যন্তেঽনুযায়িনঃ।
লুব্ধানুজীবিকৈরেষ দানভিন্নৈর্নিহন্যতে ॥ ৪৪ ॥

সন্ত্যজ্যতে প্রকৃতিভির্বিরক্তপ্রকৃতির্যুধি।
সুখাভিযোজ্যো ভবতি বিষয়েষ্বতিসক্তিমান্ ॥ ৪৫ ॥

অনেকচিত্তমন্ত্রস্তু দ্বেষ্যো ভবতি মন্ত্রিণাম্।
অনবস্থিতচিত্তত্বাৎ কার্যে তৈঃ সমুপেক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

সদা ধর্মবলীয়স্ত্বাদ্দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
বিশীর্যতে স্বয়ং হ্যেষ দৈবোপহতকস্তথা ॥ ৪৭ ॥

সম্পত্তেশ্চ বিপত্তেশ্চ দৈবমেব হি কারণম্।
ইতি দৈবপরো ধ্যায়ন্নাত্মানমপি চেষ্টতে ॥ ৪৮ ॥

দুর্ভিক্ষব্যসনী চৈব স্বয়মেবাবসীদতি।
বলব্যসনযুক্তস্য যোদ্ধুং শক্তির্ন জায়তে ॥ ৪৯ ॥

অদেশস্থো হি রিপুণা স্বল্পকেনাপি হন্যতে।
গ্রাহোঽল্পীয়ানপি জলে গজেন্দ্রমপি কর্ষতি ॥ ৫০ ॥

বহুশত্রুস্তু সন্ত্রস্তঃ শ্যেনমধ্যে কপোতবৎ।
যেনৈব গচ্ছতি পথা তেনৈবাশু বিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥

অকালসৈন্যযুক্তস্তু হন্যতে কালযোধিনা।
কৌশিকেন হতজ্যোতির্নিশীথ ইব বায়সঃ ॥ ৫২ ॥

সত্যধর্মব্যপেতেন ন সন্দধ্যাৎ কদাচন।
স সন্ধিতোঽপ্যসাধুত্বাদচিরাদ্ যাতি বিক্রিয়তাম্ ॥ ৫৩ ॥

অপরমপি কথয়ামি। সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রয়দ্বৈধীভাবঃ ষাড়্‌গুণ্যম্ ॥ কর্মনামারম্ভোপায়ঃ পুরুষদ্রব্যসম্পদ্দেশকালবিভাগো বিনিপাতপ্রতিকারঃ কার্যসিদ্ধিশ্চ পঞ্চাঙ্গো মন্ত্রঃ। সামদানভেদদণ্ডাশ্চত্বার উপায়ঃ। উৎসাহশক্তির্মন্ত্রশক্তিঃ প্রভুশক্তিশ্চেতি শক্তিত্রয়ম্। এতৎ সর্বমালোচ্য নিত্যং বিজিগীষবো ভবন্তি মহান্তঃ।

যা হি প্রাণপরিত্যাগমূল্যেনাপি ন লভ্যতে।
সা শ্রীর্নীতিবিদাং বেশ্ম চঞ্চলাপি প্রধাবতি ॥ ৫৪ ॥

তথা চোক্তম্—

বিত্তং যদা যস্য সমং বিভক্তং গূঢ়শ্চ চারো নিভৃতশ্চ মন্ত্রঃ।
ন চাপ্রিয়ং প্রাণিষু যো ব্রবীতি স সাগরান্তাং পৃথিবীং প্রশাস্তি ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু দেব যদ্যপি মহামন্ত্রিণা গৃধ্রেণ সন্ধানমুপন্যস্তং তথাপি তেন রাজ্ঞা সম্প্রতি ভূতজয়দর্পান্ন মন্তব্যম্। তদেবং ক্রিয়তাম্। সিংহলদ্বীপস্য মহাবলো নাম সারসো রাজাস্মন্মিত্রং জম্বুদ্বীপে কোপং জনয়তু। যতঃ।

সুগুপ্তিমাধায় সুসংহতেন বলেন বীরো বিচরন্নরাতিম্।
সন্তাপয়েদ্ যেন সমং সুতপ্তস্তপ্তেন সন্ধানমুপৈতি তপ্তঃ ॥ ৫৬ ॥

রাজ্ঞা এবমস্তু ইতি নিগদ্য বিচিত্রনামা বকঃ সুগুপ্তলেখং দত্ত্বা সিংহলদ্বীপং প্রস্থাপিতঃ। অথ প্রণিধিরাগত্যোবাচ—দেব শ্রূয়তাং তত্রত্যঃ প্রস্তাবঃ। এবং তত্র গৃধ্রেণোক্তম্ দেব যন্মেঘবর্ণস্তত্র চিরমুষিতঃ স বেত্তি কিং সন্ধেয়গুণযুক্তো হিরণ্যগর্ভো রাজা ন বা ইতি। ততোঽসৌ মেঘবর্ণশ্চিবর্ণেন রাজ্ঞা সমাহূয় পৃষ্টঃ—বায়স কীদৃশোঽসৌ হিরণ্যগর্ভঃ। চক্রবাকো মন্ত্রী বা কীদৃশঃ। বায়স উবাচ—দেব হিরণ্যগর্ভো রাজা যুধিষ্ঠিরসমো মহাশয়ঃ। চক্রবাকসমো মন্ত্রী ন ক্বাপ্যবলোক্যতে। রাজাহ—যদ্যেবং তদা কথমসৌ ত্বয়া বঞ্চিতঃ। বিহস্য মেঘবর্ণঃ প্রাহ—দেব

বিশ্বাসপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তং হি হত্বা কিং নাম পৌরুষম্ ॥ ৫৭ ॥

শৃণু দেব তেন মন্ত্রিণাহং প্রথমদর্শন এব জ্ঞাতঃ। কিন্তু মহাশয়োঽসৌ রাজা। তেন ময়া বিপ্রলব্ধঃ। তথা চোক্তম্—

আত্মৌপম্যেন যো বেত্তি দুর্জনং সত্যবাদিনম্।
স তথা বঞ্চ্যতে ধূর্তৈর্ব্রাহ্মণশ্ছাগতো যথা ॥ ৫৮ ॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ। মেঘবর্ণঃ কথয়তি—

কথা—(নয়)

অস্তি গৌতমারণ্যে প্রস্তুতযজ্ঞঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ। স চ যজ্ঞার্থং গ্রামান্তরাচ্ছাগমুপক্রীয়

স্কন্ধে ধৃত্বা গচ্ছন্ ধূর্তত্রয়েণাবলোকিতঃ। ততস্তে ধূর্তা যদ্যেষ ছাগঃ কেনাপ্যুপায়েন লভ্যতে তদা মতিপ্রকর্ষো ভবতীতি সমালোচ্য বৃক্ষত্রয়তলে ক্রোশান্তরেণ তস্য ব্রাহ্মণস্যাগমনং প্রতীক্ষ্য পথি স্থিতাঃ। তত্রৈকেন ধূর্তেন গচ্ছন্ স ব্রাহ্মণোঽভিহিতঃ—ভো ব্রাহ্মণ কিমিতি কুক্কুরঃ স্কন্ধেনোহ্যতে। বিপ্রেণোক্তম্—নায়ং শ্বা কিন্তু যজ্ঞচ্ছাগঃ। অথানন্তরস্থেনান্যেন ধূর্তেন তথৈবোক্তম্। তদাকর্ণ্য ব্রাহ্মণশ্ছাগং ভূমৌ নিধায় মুহুর্নিরীক্ষ্য পুনঃ স্কন্ধে কৃত্বা দোলায়মানমতিশ্চলিতঃ। যতঃ।

মতির্দোলায়তে সত্যং সতামপি খলোক্তিভিঃ।
তাভির্বিশ্বাসিতশ্চাসৌ ম্রিয়তে চিত্রকর্ণবৎ ॥ ৫৯ ॥

রাজা—কথমেতৎ। স কথয়তি—

কথা—(দশ)

অস্তি কস্মিংশ্চিদ্ বনোদ্দেশে মদোৎকটো নাম সিংহঃ। তস্য সেবকাস্ত্রয়ঃ কাকো ব্যাঘ্রো জম্বুকশ্চ। অথ তৈর্ভ্রমদ্ভিঃ সার্থাদ্ ভ্রষ্টঃ কশ্চিদুষ্ট্রো দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ—কুতো ভবানাগতঃ। স চাত্মবৃত্তান্তমকথয়ৎ। ততস্তৈর্নীত্বা সিংহেঽসৌ সমর্পিতঃ। তেনাভয়বাচং দত্ত্বা চিত্রকর্ণ ইতি নাম কৃত্বা স্থাপিতঃ। অথ কদাচিৎ সিংহস্য শরীরবৈকল্যাদ্ ভূরিবৃষ্টিকারণাচ্চাহারমলভমানাস্তে ব্যগ্রা বভূবুঃ। ততস্তৈরালোচিতম্—চিত্রকর্ণমেব যথা স্বামী ব্যাপাদয়তি তথানুষ্ঠীয়তাম্। কিমনেন কণ্টকভুজা। ব্যাঘ্র উবাচ—স্বামিনাভয়বাচং দত্ত্বানুগৃহীতস্তৎ কথমেবং সম্ভবতি। কাকো ব্রূতে—ইহ সময়ে পরিক্ষীণঃ স্বামী পাপমপি করিষ্যতি। যতঃ।

ত্যজেৎ ক্ষুধার্তা মহিলা স্বপুত্রং খাদেৎ ক্ষুধার্তা ভুজগী স্বমণ্ডম্।
বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা ভবন্তি ॥ ৬০ ॥

অন্যচ্চ। মত্তঃ প্রমত্তশ্চোন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ।
লুব্ধো ভীরুস্ত্বরাযুক্তঃ কামুকশ্চ ন ধর্মবিৎ ॥ ৬১ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্বে সিংহান্তিকং জগ্মুঃ। সিংহেনোক্তম্—আহারার্থং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তম্। তৈরুক্তম্—যত্নাদপি ন প্রাপ্তং কিঞ্চিৎ। সিংহেনোক্তম্—কোঽধুনা জীবনোপায়ঃ। কাকো বদতি—দেব স্বাধীনাহারপরিত্যাগাৎ সর্বনাশোঽয়মুপস্থিতঃ। সিংহেনোক্তম—অত্রাহারঃ কঃ স্বাধীনঃ। কাকঃ কর্ণে কথয়তি—চিত্রকর্ণ ইতি। সিংহো ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কর্ণৌ স্পৃশতি। অভয়বাচং দত্ত্বা ধৃতোঽয়মস্মাভিঃ। তৎ কথমেবং সম্ভবতি। তথা চ।

ন ভূপ্রদানং ন সুবর্ণদানং ন গোপ্রদানং ন তথান্নদানম্।
যথা বদন্তীহ মহাপ্রদানং সর্বেষু দানেষ্বভয়প্রদানম্ ॥ ৬২ ॥

অন্যচ্চ। সর্বকামসমৃদ্ধস্য অশ্বমেধস্য যৎ ফলম্।
তৎফলং লভ্যতে সম্যগ্ রক্ষিতে শরণাগতে ॥ ৬৩ ॥

কাকো ব্রূতে—নাসৌ স্বামিনা ব্যাপাদয়িতব্যঃ। কিন্ত্বস্মাভিরেব তথা কর্তব্যং যথাসৌ স্বদেহদানমঙ্গীকরোতি। সিংহস্তচ্ছ্রুত্বা তূষ্ণীং স্থিতঃ। ততোঽসৌ লব্ধাবকাশঃ কূটং কৃত্বা সর্বানাদায় সিংহান্তিকং গতঃ। অথ কাকেনোক্তম্—দেব যত্নাদপ্যাহারো ন প্রাপ্তঃ। অনেকোপবাসখিন্নঃ স্বামী। তদিদানীং মদীয়মাংসমুপভুজ্যতাম্। যতঃ।

স্বামিমূলা ভবন্ত্যেব সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ খলু।
সমূলেষু হি বৃক্ষেষু প্রযত্নঃ সফলো নৃণাম্॥ ৬৩॥

সিংহেনোক্তম্—ভদ্র বরং প্রাণপরিত্যাগো ন পুনরীদৃশি কর্মণি প্রবৃত্তিঃ। জম্বুকেনাপি তথোক্তম্ ততঃ সিংহেনোক্তম্—মৈবম্। অথ ব্যাঘ্রেণোক্তম্—মদ্দেহেন জীবতু স্বামী। সিংহেনোক্তম্—ন কদাচিদেবমুচিতম্। অথ চিত্রকর্ণোঽপি জাতবিশ্বাস-স্তথৈবাত্মদানমাহ। তদ্বদন্নেবাসৌ ব্যাঘ্রেণ কুক্ষিং বিদার্য ব্যাপাদিতঃ সর্বৈর্ভক্ষিতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—মতির্দোলায়তে সত্যম্ ইত্যাদি। ততস্তৃতীয়ধূর্তবচনং শ্রুত্বা স্বমতিভ্রমং নিশ্চিত্য ছাগং ত্যক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ। স ছাগস্তৈর্ধূর্তৈর্নীত্বা ভক্ষিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—আত্মৌপম্যেন যো বেত্তি ইত্যাদি। রাজাহ—মেঘবর্ণ কথং শত্রুমধ্যে ত্বয়া চিরমুষিতম্। কথং বা তেষামনুনয়ঃ কৃতঃ। মেঘবর্ণ উবাচ—দেব স্বামিকার্যার্থিনা স্বপ্রয়োজনবশাদ্বা কিং ন ক্রিয়তে। পশ্য।

লোকো বহতি কিং রাজন্ন মূর্ধ্নাঁ দগ্ধুমিন্ধনম্।
ক্ষালয়ন্নপি বৃক্ষাঙ্ঘ্রিং নদীবেলা নিকৃন্ততি॥ ৬৫॥

তথা চোক্তম্—

স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছত্রূন্ কার্যমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
যথা বৃদ্ধেন সর্পেণ মণ্ডূকা বিনিপাতিতাঃ॥ ৬৬॥

রাজাহ—কথমেতৎ। মেঘবর্ণঃ কথয়তি—

কথা—(এগারো)

অস্তি জীর্ণোদ্যানে মন্দবিষো নাম সর্পঃ। সোঽতিজীর্ণতয়াহারমপ্যন্বেষ্টুমক্ষমঃ সরস্তীরে পতিত্বা স্থিতঃ। ততো দূরাদেব কেনচিন্মণ্ডূকেন দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ—কিমিতি ত্বমাহারং নান্বিষ্যসি। সর্পোঽবদৎ—গচ্ছ ভদ্র মম মন্দভাগ্যস্য প্রশ্নেন কিম্। ততঃ সঞ্জাতকৌতুকঃ স চ ভেকঃ সর্বথা কথ্যতাম্ ইত্যাহ। সর্পোঽপ্যাহ—ভদ্র ব্রহ্মপুর-বাসিনঃ শ্রোত্রিয়স্য কৌণ্ডিন্যস্য পুত্রো বিংশতিবর্ষদেশীয়ঃ সর্বগুণসম্পন্নো দুর্দৈবান্ময়া নৃশংসেন দষ্টঃ। ততঃ সুশীলনামানং তং পুত্রং মৃতমালোক্য মূর্চ্ছিতঃ কৌণ্ডিন্যঃ পৃথিব্যাং লুলোঠ। অনন্তরং ব্রহ্মপুরবাসিনঃ সর্বে বান্ধবাস্তত্রাগত্যোপবিষ্টাঃ। তথা চোক্তম্—

আহবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ৬৭॥

তত্র কপিলো নাম স্নাতকোঽবদৎ—অরে কৌণ্ডিন্য মূঢোঽসি। তেনৈবং বিলপসি। শৃণু।

ক্রোড়ীকরোতি প্রথমং যদা জাতমনিত্যতা।
ধাত্রীব জননী পশ্চাত্তদা শোকস্য কঃ ক্রমঃ ॥ ৬৮ ॥

ক্ব গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ৬৯ ॥

অপরঞ্চ। কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্।
সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্ ॥ ৭০ ॥

প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
আমকুম্ভ ইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণঃ সন্ বিভাব্যতে ॥ ৭১ ॥

আসন্নতরতামেতি মৃত্যুর্জন্তোর্দিনে দিনে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব পদে পদে ॥ ৭২ ॥

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ ৭৩ ॥

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ॥ ৭৪ ॥

যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্যচ্চ। পঞ্চভির্নির্মিতে দেহে পঞ্চত্বং চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনুপ্রাপ্তে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৬ ॥

যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽপি নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥ ৭৭ ॥

নায়মত্যন্তসংবাসো লভ্যতে যেন কেনচিৎ।
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ৭৮ ॥

অপি চ। সংযোগো হি বিয়োগস্য সংসূচয়তি সম্ভবম্।
অনতিক্রমণীয়স্য জন্ম মৃত্যোরিবাগমম্ ॥ ৭৯ ॥

আপাতরমণীয়ানাং সংযোগানাং প্রিয়ৈঃ সহ।
অপথ্যানামিবান্নানাং পরিণামোঽতিদারুণঃ ॥ ৮০ ॥

অপরঞ্চ। ব্রজন্তি ন নিবর্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্যানাং তথা রাত্র্যহনী সদা ॥ ৮১ ॥

সুখাস্বাদপরো বস্তু সংসারে সৎসমাগমঃ।
স বিয়োগাবসানত্বাদ্দুঃখানাং ধুরি যুজ্যতে ॥ ৮২ ॥

অতএব হি নেচ্ছন্তি সাধবঃ সৎসমাগমম্।
যদ্বিয়োগাসিলূনস্য মনসো নাস্তি ভেষজম্ ॥ ৮৩ ॥

সুকৃতান্যেব কর্মাণি রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
অথ তান্যেব কর্মাণি তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ ॥ ৮৪ ॥

সঞ্চিত্য সঞ্চিত্য তমুগ্রদণ্ডং মৃত্যুং মনুষ্যস্য বিচক্ষণস্য।
বর্ষাম্বুসিক্তা ইব চর্মবন্ধাঃ সর্বে প্রযত্নাঃ শিথিলীভবন্তি ॥ ৮৫ ॥

যামেব রাত্রিং প্রথমামুপৈতি গর্তে নিবাসং নরবীর লোকঃ।
ততঃ প্রভৃত্যস্খলিতপ্রয়াণঃ স প্রত্যহং মৃত্যুসমীপমেতি ॥ ৮৬ ॥

অতঃ সংসারং বিচারয়তাং শোকোঽয়মজ্ঞানস্যৈব প্রপঞ্চঃ। পশ্য।

অজ্ঞানং কারণং ন স্যাদ্বিয়োগো যদি কারণম্।
শোকো দিনেষু গচ্ছৎসু বর্ধতামপযাতি কিম্ ॥ ৮৭ ॥

তদ্ভদ্রাত্মানমনুসন্ধেহি। শোকচর্চাং পরিহর। যতঃ।

অকাণ্ডপাতজাতানামার্দ্রাণাং মর্মভেদিনাম্।
গাঢ়শোকপ্রহারাণামচিন্তৈব মহৌষধী ॥ ৮৮ ॥

ততস্তদ্বচনং নিশম্য প্রবুদ্ধ ইব কৌণ্ডিন্য উত্থায়াব্রবীৎ—তদলমিদানীং গৃহনরকবাসেন। বনমেব গচ্ছামি। কপিলঃ পুনরাহ—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৮৯ ॥

যতঃ। দুঃখিতোঽপি চরেদ্ধর্মং যত্র কুত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্ ॥ ৯০ ॥

উক্তঞ্চ। বৃত্ত্যর্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থং মৈথুনম্।
বাক্ সত্যবচনার্থা চ দুর্গাণ্যপি তরন্তি তে ॥ ৯১ ॥

তথাহি। আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা ॥ ৯২ ॥

বিশেষতঃ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবেদনাভিরুপদ্রুতম্।
সংসারমিমমত্যন্তমসারং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৯৩ ॥

যতঃ। দুঃখমেবাস্তি ন সুখং যস্মাত্তদুপলক্ষ্যতে।
দুঃখার্তস্য প্রতীকারে সুখসংজ্ঞা বিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥

কৌণ্ডিন্যো ব্রূতে এবমেব। ততোঽহং তেন শোকাকুলেন ব্রাহ্মণেন শপ্তঃ যদদ্যারভ্য মণ্ডূকানাং বাহনং ভবিষ্যসি ইতি। কপিলো ব্রূতে—সম্প্রত্যুপদেশাসহিষ্ণুর্ভবান্। শোকাবিষ্টং তে হৃদয়ম্ ॥ তথাপি কার্যং শৃণু।

সঙ্গঃ সর্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্যঃ সৈব তস্য হি ভেষজম্ ॥ ৯৫ ॥

অন্যচ্চ। কামঃ সর্বাত্মনা হেয়ঃ স চেদ্ধাতুং ন শক্যতে।
মুমুক্ষাং প্রতি কর্তব্যঃ সৈব তস্য হি ভেষজম্ ॥ ৯৬ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা স কৌণ্ডিন্যং কপিলোপদেশামৃতপ্রশান্তশোকানলো। যথাবিধি দণ্ডগ্রহণং কৃতবান্। অতো ব্রাহ্মণশাপান্মণ্ডূকান্ বোঢ়ুমত্র তিষ্ঠামি। অনন্তরং তেন মণ্ডূকেন গত্বা মণ্ডূকনাথস্য জালপাদনাম্নঃ অগ্রে তৎ কথিতম্। ততোঽসাবাগত্য মণ্ডূকনাথঃ

সর্পস্য পৃষ্ঠমারূঢ়বান্। স চ সর্পস্তং পৃষ্ঠে কৃত্বা চিত্রপদক্রমং বভ্রাম। পরেদ্যুশ্চলিতুমসমর্থং তং মণ্ডূকনাথোঽবদৎ—কিমদ্য ভবান্ মন্দগতিঃ। সর্পো ব্রূতে—দেব আহারবিরহাদসমর্থোঽস্মি। মণ্ডূকনাথোঽবদৎ অস্মদাজ্ঞয়া মণ্ডূকান্ ভক্ষয়। ততঃ গৃহীতোঽয়ং মহাপ্রসাদঃ ইত্যুক্ত্বা ক্রমশো মণ্ডূকান্ খাদিত বান্। অথো নির্মণ্ডূকং সরো বিলোক্য মণ্ডূকনাথোঽপি তেন খাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছত্রূন্ ইত্যাদি। দেব যাত্বিদানীং পুরাবৃত্তাখ্যানকথনম্ সর্বথা সন্ধেয়োঽয়ং হিরণ্যগর্ভো রাজা সন্ধীয়তামিতি মে মতিঃ। রাজোবাচ—কোঽয়ং ভবতো বিচারঃ। যতো জিতস্তাবদয়মস্মাভিস্ততো যদ্যস্মৎসেবয়া বসতি তদাস্তাম্। নো চেদ্বিগৃহ্যতাম্।

অত্রান্তরে জম্বুদ্বীপাদাগত্য শুকেনোক্তম্—দেব সিংহলদ্বীপস্য সারসো রাজা সম্প্রতি জম্বুদ্বীপমাক্রম্যাবতিষ্ঠতে। রাজা সসম্ভ্রমং ব্রূতে—কিম্। শুকঃ পূর্বোক্তং কথয়তি। গৃধ্রঃ স্বগতমুবাচ—সাধু রে চক্রবাক মন্ত্রিন্ সর্বজ্ঞ সাধু সাধু। রাজা সকোপমাহ—আস্তাং তাবদয়ম্। গত্বা তমেব সমূলমুন্মূলয়ামি। দূরদর্শী বিহস্যাহ—

> ন শরন্মেঘবৎ কার্যং বৃথৈব ঘনগর্জিতম্।
> পরস্যার্থমনর্থং বা প্রকাশয়তি নো মহান্॥ ৯৭॥

অপরঞ্চ।

> একদা ন বিগৃহ্নীয়াদ্ বহূন্ রাজাভিঘাতিনঃ।
> সদর্পোঽপ্যুরগঃ কীটৈর্বহুভির্নাশ্যতে ধ্রুবম্॥ ৯৮॥

দেব কিমিতি বিনা সন্ধানং গমনমস্তি। যতস্তদাস্মৎ পশ্চাৎ প্রকোপোঽনেন কর্তব্যঃ। অপরঞ্চ।

> যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশং গতঃ।
> স তথা তপ্যতে মূঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্ যথা॥ ৯৯॥

রাজাহ—কথমেতৎ। দূরদর্শী কথয়তি—

কথা—(বারো)

অস্ত্যুজ্জয়িন্যাং মাধবো নাম বিপ্রঃ। তস্য ব্রাহ্মণী প্রসূতা। সা বালাপত্যস্য রক্ষার্থং ব্রাহ্মণমবস্থাপ্য স্নাতুং গতা। অথ ব্রাহ্মণায় রাজ্ঞঃ পার্বণশ্রাদ্ধং দাতুমাহ্বানমাগতম্। তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণঃ সহজদারিদ্র্যাদচিন্তয়ৎ—যদি সত্বরং ন গচ্ছামি তদা তত্রান্যঃ কশ্চিচ্ছ্রাদ্ধং গ্রহিষ্যতি। যতঃ।

> আদানস্য প্রদানস্য কর্তব্যস্য চ কর্মণঃ।
> ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্ রসম্॥ ১০০॥

কিন্তু বালকস্যাত্র রক্ষকো নাস্তি। তৎ কিং করোমি। যাতু। চিরকালপালিতমিমং নকুলং পুত্রনির্বিশেষং বালকরক্ষার্থং ব্যবস্থাপ্য গচ্ছামি। তথা কৃত্বা গতঃ। ততস্তেন নকুলেন বালকসমীপমাগচ্ছন্ কৃষ্ণসর্পো দৃষ্টো ব্যাপাদিতঃ খণ্ডিতশ্চ। ততোঽসৌ নকুলো ব্রাহ্মণমায়ান্তমবলোক্য রক্তবিলিপ্তমুখপাদঃ সত্বরমুপগম্য তচ্চরণয়োর্লুলোঠ। ততঃ স বিপ্রস্তথাবিধং তং দৃষ্ট্বা বালকোঽনেন খাদিত ইত্যবধার্য নকুলং ব্যাপাদিতবান্। অনন্তরং যাবদুপসৃত্যাপত্যং পশ্যতি ব্রাহ্মণস্তাবদ্বালকঃ সুস্থঃ সর্পশ্চ ব্যাপাদিতস্তিষ্ঠতি।

ততস্তমুপকারকং নকুলং নিরীক্ষ্য ভাবিতচেতাঃ স পরং বিষাদমগমৎ। অতোঽহং ব্রবীমি যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ইত্যাদি।

অপরঞ্চ। কামঃ ক্রোধস্তথা মোহো লোভো মানো মদস্তথা।
ষড়্বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিংস্ত্যক্তে সুখী নরঃ ॥ ১০১ ॥

রাজাহ—মন্ত্রিন্ এষ তে নিশ্চয়ঃ। মন্ত্রী ব্রূতে—এবমেব। যতঃ।
স্মৃতিশ্চ পরমার্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
দৃঢ়তা মন্ত্রগুপ্তিশ্চ মন্ত্রিণঃ পরমা গুণাঃ ॥ ১০২ ॥

তথা চ। সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ ॥ ১০৩ ॥

তদ্দেব যদীদানীমস্মদ্বচনং ক্রিয়তে তদা সন্ধায় গম্যতাম্। যতঃ।

যদ্যপ্যুপায়াশ্চত্বারো নির্দিষ্টাঃ সাধ্যসাধনে।
সংখ্যামাত্রং ফলং তেষাং সিদ্ধিঃ সাম্নি ব্যবস্থিতা ॥ ১০৪ ॥

রাজাহ—কথমেবং সম্ভবতি মন্ত্রী ব্রূতে—দেব সত্বরং ভবিষ্যতি। যতঃ।

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি ॥ ১০৫ ॥

বিশেষতশ্চায়ং ধর্মজ্ঞো রাজা সর্বজ্ঞো মন্ত্রী চ। জ্ঞাতমেতন্ময়া পূর্বং মেঘবর্ণবচনাৎ তৎকৃতকার্যসন্দর্শনাচ্চ। যতঃ।

কর্মানুমেয়াঃ সর্বত্র পরোক্ষগুণবৃত্তয়ঃ।
তস্মাৎ পরোক্ষবৃত্তীনাং ফলৈঃ কর্মানুভাব্যতে ॥ ১০৬ ॥

রাজাহ—অলমুত্তরোত্তরেণ। যথাভিপ্রেতমনুষ্ঠীয়তাম্। এতন্মন্ত্রয়িত্বা গৃধ্রো মহামন্ত্রী তত্র যথার্হং কর্তব্যম্ ইত্যুক্ত্বা দুর্গাভ্যন্তরং চলিতঃ। ততঃ প্রণিধিবকেনাগত্য রাজ্ঞা হিরণ্যগর্ভস্য নিবেদিতম্—দেব সন্ধিং কর্তুং মহামন্ত্রী গৃধ্রোঽস্মৎসমীপমাগচ্ছতি। রাজহংসো ব্রূতে—মন্ত্রিন্ পুনঃ সম্বন্ধিনা কেনচিদত্রাগন্তব্যম্। সর্বজ্ঞো বিহস্যাহ—দেব ন শঙ্কাস্পদমেতৎ। যতোঽসৌ মহাশয়ো দূরদর্শী। অথবা স্থিতিরিয়ং মন্দমতীনাম্। কদাচিচ্ছঙ্কৈব ন ক্রিয়তে। কদাচিৎ সর্বত্র শঙ্কা। তথা হি।

সরসি বহুশস্তারাচ্ছায়ে ক্ষণাৎ পরিবঞ্চিতঃ
কুমুদবিটপান্বেষী হংসো নিশাস্ববিচক্ষণঃ।
ন দশতি পুনস্তারাশঙ্কী দিবাপি সিতোৎপলং
কুহকচকিতো লোকঃ সত্যেঽপ্যপায়মপেক্ষতে ॥ ১০৭ ॥

দুর্জনদূষিতমনসঃ সুজনেষ্বপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ফুৎকৃত্য ভক্ষয়তি ॥ ১০৮ ।

তন্দেব যথাশক্তি তৎপূজার্থং রত্নোপহারাদিসামগ্রী সুসজ্জীক্রিয়তাম্। তথানুষ্ঠিতে সতি স গৃধ্রো মন্ত্রী দুর্গদ্বারাচ্চক্রবাকেণোপগম্য সংকৃত্যানীয় রাজদর্শনং কারিতো দত্তাসন উপবিষ্টঃ। চক্রবাক উবাচ—যুষ্মদায়ত্তং সর্বম্। স্বেচ্ছয়োপভুজ্যতামিদং রাজ্যম্। রাজহংসো ব্রূতে—এবমেব। দূরদর্শী কথয়তি—এবমেবৈতৎ। কিন্ত্বিদানীং বহুপ্রপঞ্চবচনং নিষ্প্রয়োজনম্। যতঃ।

লুব্ধমর্থেন গৃহ্ণীয়াৎ স্তব্ধমঞ্জলিকর্মণা।
মূর্খং ছন্দানুরোধেন যাথাতথ্যেন পণ্ডিতম্॥ ১০৯॥

অন্যচ্চ। সদ্ভাবেন হরেন্মিত্রং সম্ভ্রমেণ তু বান্ধবান্।
স্ত্রীভৃত্যৌ দানমানাভ্যাং দাক্ষিণ্যেনেতরাঞ্জনান্॥ ১১০॥

তদিদানীং সন্ধায় প্রস্থাপ্যতাময়ং মহাপ্রতাপশ্চিত্রবর্ণো রাজা। চক্রবাকো ব্রূতে—যথা সন্ধানং কার্যং তদপ্যচ্যতাম্। রাজহংসো ব্রূতে—কতি প্রকারাঃ সন্ধীনাং সম্ভবন্তি। গৃধ্রো ব্রূতে—কথয়ামি। শ্রূয়তাম্।

বলীয়সাভিযুক্তস্তু নৃপো নান্যপ্রতিক্রিয়ঃ।
আপন্নঃ সন্ধিমন্বিচ্ছেৎ কুর্বাণঃ কালযাপনম্॥ ১১১॥

কপাল উপহারশ্চ সন্তানঃ সংগতস্তথা।
উপন্যাসঃ প্রতীকারঃ সংযোগঃ পুরুষান্তরঃ॥ ১১২॥

অদৃষ্টনর আদিষ্ট আত্মাদিষ্ট উপগ্রহঃ।
পরিক্রয়স্তথোচ্ছিন্নস্তথা চ পরভূষণঃ॥ ১১৩॥

স্কন্ধোপনেয়ঃ সন্ধিশ্চ ষোড়শৈতে প্রকীর্তিতাঃ।
ইতি ষোড়শকং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ॥ ১১৪॥

কপালসন্ধির্বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং সমসন্ধিতঃ।
সম্প্রদানাদ্ভবতি য উপহারঃ স উচ্যতে॥ ১১৫॥

সন্তানসন্ধির্বিজ্ঞেয়ো দারিকাদানপূর্বকঃ।
সদ্ভিস্তু সঙ্গতঃ সন্ধির্মৈত্রীপূর্ব উদাহৃতঃ॥ ১১৬॥

যাবদায়ুঃ প্রমাণস্তু সমানার্থপ্রয়োজনঃ।
সম্পত্তৌ বা বিপত্তৌ বা কারণৈর্যো ন ভিদ্যতে॥ ১১৭॥

সঙ্গতঃ সন্ধিরেবায়ং প্রকৃষ্টত্বাৎসুবর্ণবৎ।
তথান্যৈঃ সন্ধিকুশলৈঃ কাঞ্চনঃ স উদাহৃতঃ॥ ১১৮॥

আত্মকার্যস্য সিদ্ধিং তু সমুদ্দিশ্য ক্রিয়েত যঃ।
স উপন্যাসকুশলৈরুপন্যাস উদাহৃতঃ॥ ১১৯॥

ময়াস্যোপকৃতং পূর্বময়ং প্রতিকরিষ্যতি।
ইতি যঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ প্রতীকারঃ স উচ্যতে ॥ ১২০ ॥

উপকারং করোম্যস্য মমাপ্যেষ করিষ্যতি।
অয়ং চাপি প্রতীকারো রামসুগ্রীবয়োরিব ॥ ১২১ ॥

একার্থাং সম্যগুদ্দিশ্য ক্রিয়াং যত্র হি গচ্ছতঃ।
সুসংহিতপ্রমাণস্তু স সংযোগ উচ্যতে ॥ ১২২ ॥

আবয়োর্যোধমুখ্যৈস্তু মদর্থঃ সাধ্যতামিতি।
যস্মিন্ পণস্তু ক্রিয়তে স সন্ধিঃ পুরুষান্তরঃ ॥ ১২৩ ॥

ত্বয়ৈকেন মদীয়োঽর্থঃ সম্প্রসাধ্যস্ত্বসাবিতি।
যত্র শত্রুঃ পণং কুর্যাৎ সোঽদৃষ্টপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৪ ॥

যত্র ভূম্যেকদেশেন পণেন রিপুরূর্জিতঃ।
সন্ধীয়তে সন্ধিবিদ্ভিঃ স চাদিষ্ট উদাহৃতঃ ॥ ১২৫ ॥

স্বসৈন্যেন তু সন্ধানমাত্মাদিষ্ট উদাহৃতঃ।
ক্রিয়তে প্রাণরক্ষার্থং সর্বদানমুপগ্রহঃ ॥ ১২৬ ॥

কোষাংশেনার্ধকোষেণ সর্বকোষেণ বা পুনঃ।
শিষ্টস্য প্রতিরক্ষার্থং পরিক্রয় উদাহৃতঃ ॥ ১২৭ ॥

ভুবাং সারবতীনাং তু দানাদুচ্ছিন্ন উচ্যতে।
ভূম্যুত্থফলদানেন সর্বেণ পরভূষণঃ ॥ ১২৮ ॥

পরিচ্ছিন্নং ফলং যত্র প্রতিস্কন্ধেন দীয়তে।
স্কন্ধোপনেয়ং তং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ ॥ ১২৯ ॥

পরস্পরোপকারস্তু মৈত্রঃ সম্বন্ধকস্তথা।
উপহারশ্চ বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারশ্চৈব সন্ধয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

এক এবোপহারস্তু সন্ধিরেব মতো মম।
উপহারবিভেদাস্তু সর্বে মৈত্রবিবর্জিতাঃ ॥ ১৩১ ॥

অভিযোক্তা বলীয়স্ত্বাদলব্ধ্বা ন নিবর্ততে।
উপহারাদৃতে তস্মাৎ সন্ধিরন্যো ন বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥

চক্রবাকো ব্রূতে—শৃণু তাবৎ।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ ১৩৩ ॥

অপরঞ্চ। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ১৩৪ ॥

রাজাহ—ভবন্তো মহান্তঃ পণ্ডিতাশ্চ। তদত্রাস্মাকং যথাকার্যমুপদিশ্যতাম্। মন্ত্রী ব্রূতে—আঃ কিমেবমুচ্যতে।

আধিব্যাধিপরিতাপাদদ্য শ্বো বিনাশিনে।
কো হি নাম শরীরায় ধর্মাপেতং সমাচরেৎ ॥ ১৩৫ ॥

জলান্তশ্চন্দ্রচপলং জীবিতং খলু দেহিনাম্।
তথাবিধমিতি জ্ঞাত্বা শশ্বৎ কল্যাণমাচরেৎ ॥ ১৩৬ ॥

মৃগতৃষ্ণাসমং বীক্ষ্য সংসারং ক্ষণভঙ্গুরম্।
সজ্জনৈঃ সংগতং কুর্যাদ্ধর্মায় চ সুখায় চ ॥ ১৩৭ ॥

তন্মম সম্মতেন তদেব ক্রিয়তাম্। যতঃ।

অশ্বমেধসহস্রাণি সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥ ১৩৮ ॥

অতঃ সত্যাভিধানদিব্যপুরঃসরো দ্বয়োরপ্যনয়োর্ভূপালয়োঃ কাঞ্চনাভিধানসন্ধির্বিধীয়তাম্। সর্বজ্ঞো ব্রূতে—এবমস্তু। ততো রাজহংসেন রাজ্ঞা বস্ত্রালংকারোপহারৈঃ স মন্ত্রী দূরদর্শী পূজিতঃ প্রহৃষ্টমনাশ্চক্রবাকং গৃহীত্বা রাজ্ঞো ময়ূরস্য সন্নিধানং গতঃ। তত্র চিত্রবর্ণেন রাজ্ঞা সর্বজ্ঞো গৃধ্রবচনাদ্বহুমানদানপুরঃসরং সম্ভাষিতস্তথাবিধং সন্ধিং স্বীকৃত্য রাজহংসসমীপং প্রস্থাপিতঃ। দূরদর্শী ব্রূতে—দেব সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। ইদানীং স্বস্থানমেব বিন্ধ্যাচলং ব্যাবৃত্য প্রতিগম্যতাম্। অথ সর্বে স্বস্থানং প্রাপ্য মনোঽভিলষিতং ফলং প্রাপ্নুবন্নিতি।

বিষ্ণুশর্মণোক্তম্—অপরং কিং কথয়ামি। কথ্যতাম্। রাজপুত্রা ঊচুঃ—তব প্রসাদাদ্ রাজ্যব্যবহারাঙ্গং জ্ঞাতম্। ততঃ সুখিনো ভূতা বয়ম্। বিষ্ণুশর্মোবাচ—যদ্যপ্যেবং তথাপ্যপরমপীদমস্তু—

সন্ধিঃ সর্বমহীভুজাং বিজয়িনামস্তু প্রমোদঃ সদা
সন্তঃ সন্তু নিরাপদঃ সুকৃতিনাং কীর্তিশ্চিরং বর্ধতাম্।
নীতির্বারবিলাসিনীব সততং বক্ষঃস্থলে সংস্থিতা
বক্ত্রং চুম্বতু মন্ত্রিণামহরহর্ভূয়ান্মহানুৎসবঃ ১৩৯ ॥

অন্যচ্চাস্তু।

প্রালেয়াদ্রেঃ সুতায়াঃ প্রণয়নিবসতিশ্চন্দ্রমৌলিঃ স যাবদ্
যাবল্লক্ষ্মীর্মুরারের্জলদ ইব তড়িন্মানসে বিস্ফুরন্তী।
যাবৎ স্বর্ণাচলোঽয়ং দাবদহনসমো যস্য সূর্যঃ স্ফুলিঙ্গস্তাবন্নারায়ণেন প্রচরতু রচিতঃ সংগ্রহোঽয়ং কথানাম্ ॥ ১৪০ ॥

অপরঞ্চ। শ্রীমান্ ধবলচন্দ্রোঽসৌ জীয়ান্মাণ্ডলিকো রিপূন্।
যেনায়ং সংগ্রহো যত্নাল্লেখয়িত্বা প্রচারিতঃ ॥ ১৪১ ॥